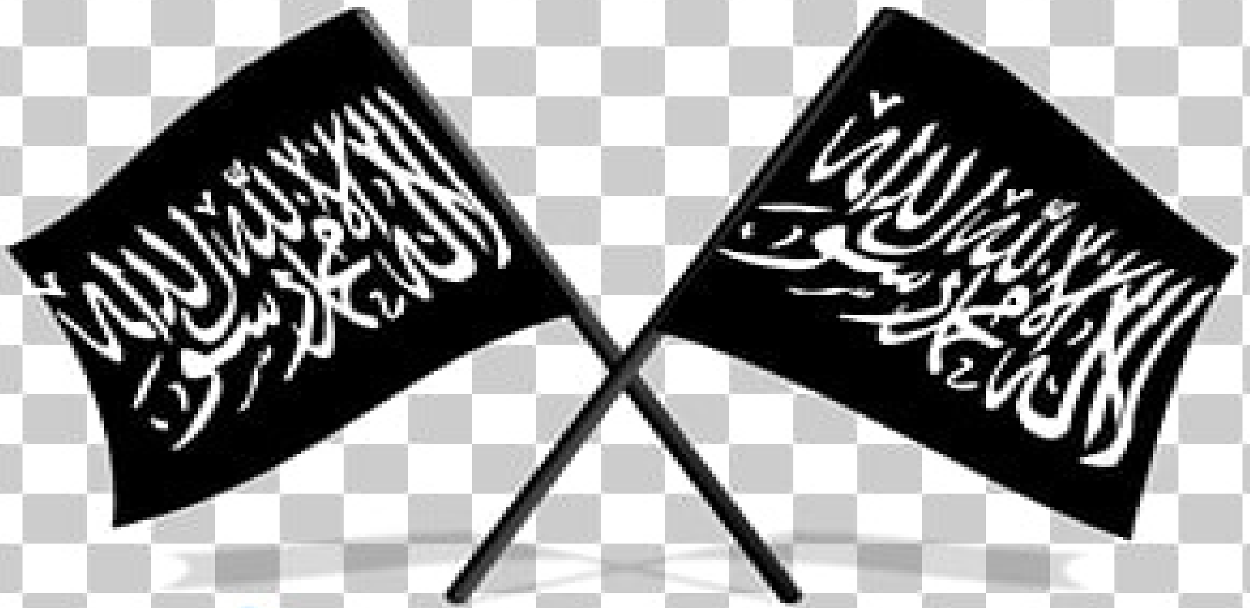
لا إله إلا الله محمد رسول الله

কিতাবুল ফিতান

ইমাম নুআইম বিন হাম্মাদ (রাহিঃ)



অনুবাদঃ Habibur.com

সংকলনেঃ shopnochare.blogspot.com

প্রথম প্রকাশঃ জুলাই, ২০২০

সূচিপত্র

০১ নবী করীম (সাঃ) এর ইন্তেকাল হতে কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য ফিতনা ও তার সংখ্যা সম্পর্কে অবহিতকরণ

হাদিস নং ০১

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে একটু বেলা থাকতেই আসরের নামায আদায় করেন। অতঃপর সূর্য অস্ত ভাষণ দিলেন। উক্ত ভাষণে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তার সমস্ত কিছুই বর্ণনা করেন। তাঁর সেই ভাষণটি যারা ভুলে যাওয়ার তারা ভুলে গিয়েছে।

হাদিস নং ০২

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহতায়ালা আমার সম্মুখে দুনিয়াকে উঁচু করে ধরলেন। অতঃপর দুনিয়াকে এবং তাতে কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য বিষয়গুলো দেখছিলাম যেমন আমার দুই হাতের তালুগুলো দেখছি। এটা হলো আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বিষয়, যা তিনি প্রকাশ করেছিলেন তার পূর্ববর্তী নবীগণকে।"

হাদিস নং ০৩

হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য সমস্ত ফিতনা সম্পর্কে আমি সবচেয়ে বেশী অবগত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট সেই ফিতনা সম্পর্কে অনেক গোপন বিষয় আলোচনা করেছেন যা আমাকে ছাড়া অন্য কারো কাছে বর্ণনা করেননি। কিন্তু একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মজলিসে আগমন করলেন। এরপর ছোট বড় বহু ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করলেন।

উল্লেখ্য, ঐ মজলিসে যারা উপস্থিত ছিল আমি ছাড়া প্রত্যেকেই দুনিয়া থেকে চলে গেছেন।

হাদিস নং ০৪

হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ঘোর অন্ধকার রাত্রির টুকরোর মত ফিতনা একের পর এক আসতেই থাকবে। তা তোমাদের কাছে গরুর চেহারার ন্যায় একই রকম মনে হবে। লোকেরা জানবেনা যে কোনটা কি কারণে হচ্ছে?"

হাদিস নং ০৫

হযরত হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই ফিতনা গরুর ন্যায়। তাতে বহু মানুষ ধ্বংস হবে। তবে যারা পূর্বেই এ সম্পর্কে অবগতি লাভ করবে তারা ধ্বংস হবে না।

হাদিস নং ০৬

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "কিয়ামতের পূর্বে যখন যুগ পরস্পর নিকটে এসে যাবে তোমাদের কাছে কালো, বুড়ো ধরনের একটি উট এসে বসবে ফিতনার রূপ ধারণ করে। যেন মনে হবে সেটা অন্ধকারে ছেয়ে যাওয়া রাত্রের একটি টুকরা।"

হাদিস নং ০৭

কুরয ইবনে আল্কামা খুযায়ী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এক লোক জানতে চাইল ইসলামের কি কোনো শেষ রয়েছে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হ্যাঁ, আরব বা অনারব যে কোনো এলাকার কারো ঘরের সদস্যদের প্রতি

আল্লাহতাআলা কল্যাণ কামনা করলে তাদেরকে তিনি ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করেন। জিজ্ঞাসা করা হল, এরপর কি হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এরপর পাহাড়তুল্য ফিৎনা প্রকাশ পাবে।" অতঃপর ঐ লোক বলল, আল্লাহর কসম! ইনশাআল্লাহ! ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা কখনো হতে পারেনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "কসম সে সত্ত্বার যার হাতে আমার রূহ, অবশ্যই হবে। এরপর উক্ত ফিৎনা চলাকালীন তোমরা আশ্রয় নিবে ফণা তুলা কালো বিষাক্ত সাপের। যেখানে তোমরা একে অপরের সাথে মারামারি, হানাহানিতে লিপ্ত হবে।"

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইবনে শিহাব যুহরী (রহঃ) বলেন, কালো বিষাক্ত যখন কাউকে দংশন করে তখন দংশিত স্থানে মুখের লালা জাতীয় কিছু বিষ লাগিয়ে দেয়ার পর মাথা উঠিয়ে লেজের উপর দাঁড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে।

হাদিস নং ০৮

ভিন্নসূত্রে উপরের হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

হাদিস নং ০৯

স্পষ্টভাবে অনূদিত হয়নি।

হাদিস নং ১০

হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামত আসার পূর্বে 'হারজ' সংঘটিত হবে।" লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো 'হারজ' কী? তিনি বললেন, "হত্যা এবং মিথ্যা।" লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো হে আল্লাহর রাসূল! এখন কাফেররা যেভাবে নিহত হচ্ছে তার চেয়ে বেশী হত্যা সংঘটিত হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমাদের মাধ্যমে কাফেররা নিহত

হবে না বরং মানুষ তার প্রতিবেশী, আপন ভাই ও চাচাতো ভাইকে হত্যা করবে।”

হাদিস নং ১১

হযরত উসাইদ ইবনে মুতাশাসি ইবনে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামত আসার পূর্বে মুসলমানদের মধ্য হতে ফিতনা ও হত্যা সংঘটিত হবে। এমনকি মানুষ তার দাদা, চাচাতো ভাই, পিতা ও আপন ভাইকে হত্যা করবে। আল্লাহর শপথ! আমি আশংকা করছি যে, না জানি আমি এবং তোমরা তাতে জড়িত হয়ে যাই।

হাদিস নং ১২

হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় তোমাদের সম্মুখে ঘোর অন্ধকার রাত্রির একাংশের ন্যায় ফিতনা সংঘটিত হতে থাকবে। তাতে কোন ব্যক্তি সকালে মুমিন ও বিকালে কাফের এবং বিকালে মুমিন ও সকালে কাফেরে পরিণত হতে থাকবে।

হাদিস নং ১৩

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “অন্ধকার রাত্রির টুকরোর মত ফিতনা দেখা দিবে। সে সময় সকালে একজন মুমিন হলে বিকালে কাফের হয়ে যাবে। বিকালে মুমিন হলে সকালে কাফের হয়ে যাবে। তাদের মধ্যে কেউ পার্থিব সামান্য সামগ্রির বিনিময়ে তার দ্বীন বিক্রি করে বসবে।”

হাদিস নং ১৪

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই ফিতনা ঘোর অন্ধকার রাত্রির একাংশের ন্যায় ছায়া ফেলবে। যখনই কোন

এক প্রকার ফিতনা চলে যাবে, তখনই আরেক প্রকার ফিতনা প্রকাশ পাবে। তাতে কোন ব্যক্তি সকালে মুমিন হলে বিকালে কাফের হয়ে যাবে, এবং বিকালে মুমিন হলে সকালে কাফের হয়ে যাবে। আর তখন লোকেরা পার্থিব সামান্য সামগ্রির বিনিময়ে তাদের দ্বীনকে বিক্রি করে দিবে।

হাদিস নং ১৫

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "নিশ্চয় ফিৎনা আল্লাহর শহরগুলোতে এমনভাবে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকবে তার লাগামকে সাড়ানো হবে। কারো জন্য তাকে জাগ্রত করা জায়েয হবেনা। ধ্বংস ঐসব ব্যক্তির জন্য যারা তার লাগাম ধরে টানাটানি করবে।" আবুয্ জাহিরিয়্যাহ বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নিঃসন্দেহে তোমরা এ জগতে নানান ধরনের বালা-মসিবত এবং ফিৎনা-ফাসাদই দেখতে পাবে। ধীরে ধীরে মানুষের যাবতীয় অবস্থা কঠিনই হতে থাকবে।

হাদিস নং ১৬

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রহস্য সম্বন্ধে অবগত সাহাবী হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু এরশাদ করেন, ফিৎনার সাথে সংশ্লিষ্ট লোক থেকে প্রায় তিনশতজন পর্যন্ত এমন রয়েছে, আমি ইচ্ছা করলে তাদের নাম, তাদের পিতা এবং গ্রামের নাম পর্যন্ত বলতে পারবো। যারা কিয়ামত পর্যন্ত। তার সবকিছুই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জানিয়ে গিয়েছেন। উপস্থিত লোকজন জিজ্ঞাসা করলো, সরাসরি কি তাদেরকে দেখানো হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন, তাদের আকৃতি দেখানো হয়েছে। যাদেরকে ওলামায়ে কেরাম এবং ফুকাহায়ে এজাম চিনতে পারবেন। হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে কল্যাণ সম্বন্ধে জানতে চাও, কিন্তু

আমি জানতে চেষ্টা করি অকল্যাণ বা খারাপী সম্বন্ধে আর তোমরা তাঁর কাছে জানতে চাও ঘটে যাওয়া বিষয় সম্বন্ধে, আমি জানতে চাই ভবিষ্যতে যা হবে সে সম্বন্ধে।

হাদিস নং ১৭

হযরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু এরশাদ করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "আমার উম্মতের মধ্যে এমন তিনশত লোক প্রকাশ পাবে যাদের সাথে তিনশত পতাকা থাকবে, যদ্বারা তাদের পরিচয় শনাক্ত করা যাবে। বংশীয়ভাবে এরা খুবই পরিচিত হবে। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের কথা প্রকাশ করলেও যুদ্ধ করবে সুন্নাতের বিপরীত পথভ্রষ্টার উপর।"

হাদিস নং ১৮

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হুজাইফা ইবনুল এমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাবতীয় ফিৎনা ফাসাদ আমি যা জানি, সেগুলো যদি তোমাদেরকে বয়ান করি তাহলে তোমরা আমার সাথে বিনিদ্র অবস্থায় থাকতে পারবে না।

হাদিস নং ১৯

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের ওপর ফিৎনা-ফাসাদ, অব্যাহত থাকবে এবং মোয়ামালা ধীরে ধীরে আরো কঠিন আকার ধারণ করবে। যখন কোনো রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে দেশ পরিচালনা করে না এবং রাষ্ট্রনায়কগণ আল্লাহতাআলার এবাদত করেনা তখন তোমরা আল্লাহতাআলার অসন্তুষ্ট হওয়াকে খুবই ভয় কর। কেননা, আল্লাহতাআলা অসন্তুষ্ট হওয়া মানুষের অসন্তুষ্ট হওয়া থেকে মারাত্মক।

হাদিস নং ২০

আবু ইদরীস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি, আবু সালেহ এবং আবু মুসলিম একসাথে ছিলাম। তারা দুইজনের একজন অপরকে বলল, তোমরা কি কোনো বিষয়ের ভয় করছ? তারা বলল, আমরা মানুষের লোভ সম্বন্ধে শংকিত। অতঃপর আমি বললাম, এমন লোভ একমাত্র আখেরী যামানার মানুষের মাঝে প্রকাশ পাবে। উত্তরে তারা বলল, তুমি ঠিকই বলেছ। কেউ লোভবিহীন কখনো ছিনতাই, ডাকাতী করতে পারে না এবং মানুষ সবচেয়ে বেশি ছিনতাই ইত্যাদির সম্মুখিন হবে একমাত্র ইসলামের ক্ষেত্রে। নিঃসন্দেহে যাবতীয় ফিৎনা ফাসাদ ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে এবং উক্ত ফিৎনা আখেরী যামানাতেই ব্যাপক আকার ধারণ করবে।

হাদিস নং ২১

কায়েস ইবনে আবু হোসেন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "বৃষ্টির ন্যায় পৃথিবীতে ফিতনা বিস্তার লাভ করবে।"

হাদিস নং ২২

হযরত ওবাইদুল্লাহ ইবনে আবু জাফর (রহঃ) বলেন, যখন আল্লাহতাআলা হযরত মুসা (আঃ) এর কাছে উম্মাতে মুহাম্মাদিয়া মর্যাদা সম্বন্ধে আলোচনা করলেন তখন হযরত মুসা (আঃ) উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করলেন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে আল্লাহতাআলা এরশাদ করেন, "হে মুসা! উক্ত উম্মতের মাঝে আখেরী যুগে অনেক ধরনের বালা মসিবত প্রকাশ পাবে।" একথা শুনে হযরত মুসা (আঃ) বললেন, হে আল্লাহ! এ ধরনের বালা মসিবতকালীন কে ধৈর্য্য ধারণ করতে পারবে? জবাবে আল্লাহতাআলা বললেন, "ঐ মুহূর্তে যারা ধৈর্য্য ধারণ করে ঈমানের উপর অটল থাকবে তাদের

জন্য বিভিন্ন ধরনের বালা মসিবত সহজ হয়ে যাবে।”

হাদিস নং ২৩

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল’ আস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে এমন ফিতনা আসবে যে, তাতে মানুষ তার পিতা ও ভাই থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এমনকি মানুষ তার বিপদের ব্যাপারে অপমান বোধ করবে, যেমন ব্যভিচারীনি মহিলা তার ব্যভিচারের অপমানবোধ করে।”

হাদিস নং ২৪

আবু তামীম জায়শানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অবিরাম বৃষ্টির ন্যায় তোমাদের নিকট ফিতনা প্রবলভাবে বর্ষণ হতে থাকবে।

হাদিস নং ২৫

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি দুর্গের উপর আরোহন করে (লোকদেরকে) বললেন, “আমি যা দেখছি তোমরাও কি তা দেখছ? নিশ্চয় আমি দেখছি যে, তোমাদের গৃহের ফাঁকে ফাঁকে বৃষ্টির ন্যায় ফিতনা পতিত হচ্ছে।”

হাদিস নং ২৬

স্পষ্টভাবে অনূদিত হয়নি।

হাদিস নং ২৭

হযরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! শহরের রাস্তাগুলো থেকে এমন কোনো রাস্তা কিংবা গ্রামের গলিসমূহ থেকে এমন কোনো গলি নেই যার সম্বন্ধে আমি জানিনা যে, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু

আনহুকে শহীদ করার পর যাবতীয় ফিৎনা ফাসাদ প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ, সবকিছু আমার কাছে পূর্ব থেকে জানা আছে।

হাদিস নং ২৮

হযরত আবু সালেম জায়শানী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কূফাতে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের পূর্বে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এমন তিনশত লোক প্রকাশ পাবে, আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে পরিচালনাকারী এবং উৎসাহদাতাদের নাম ঠিকানা সবকিছু বলে দিতে পারব।

হাদিস নং ২৯

হুযাইফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট কল্যাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করত। আর আমি ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম এই ভয়ে যেন আমি তাতে লিপ্ত না হই। হযরত হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা এক সময় মুর্খতা ও মন্দের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম অতঃপর আল্লাহতা'আলা আমাদেরকে এই কল্যাণ (অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম) দান করেন। তবে কি কল্যাণের পর পুনরায় অকল্যাণ (ফিতনা-ফাসাদ) আসবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন "হ্যাঁ, আসবে।" আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম সেই অকল্যাণের পরে কি আবার কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, "হ্যাঁ আসবে।" তবে তা হবে ধোঁয়াযুক্ত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সেই ধোঁয়া কি প্রকৃতির? তিনি বললেন, "লোকেরা আমার সুন্নত বর্জন করে অন্য তরিকা গ্রহণ করবে এবং আমার পথ ছেড়ে লোকদেরকে অন্য পথে পরিচালিত করবে। তখন তুমি তাদের মধ্যে ভাল কাজও দেখতে পাবে এবং দেখতে পাবে মন্দ কাজও।" আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, সেই কল্যাণের পরও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন হ্যাঁ, "দোজখের দ্বারে দাঁড়িয়ে কতিপয় আহ্বানকারী লোকদেরকে সেই দিকে আহ্বান করবে। যারা তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে তাদেরকে তারা

জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে।" আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে তাদের পরিচয় জানিয়ে দিন। তিনি বললেন, "তারা আমাদের মতোই মানুষ হবে এবং আমাদের ভাষায় কথা বলবে।"

হাদিস নং ৩০

হযরত হাসসান ইবনে আতিয়্যাহ, হযরত হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন, (অর্থাৎ ২৯ নং হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন)।

হাদিস নং ৩১

হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সঙ্গীরা কল্যাণ সম্পর্কে শিক্ষা করতেন। আর আমি অকল্যাণ বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা করতাম তার মধ্যে পতিত হওয়ার ভয়ে। (বর্ণনাকারী ঈসা বলেন) অর্থাৎ ফিতনার মধ্যে পতিত হওয়ার ভয়ে।

হাদিস নং ৩২

হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামানে রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এক সময় মূর্খতা ও মন্দের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম। অতঃপর আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে এই কল্যাণ (অর্থাৎ দ্বীন-ইসলাম) দান করেন। তবে কি এই কল্যাণের পর পুনরায় অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আসবে। তবে তা হবে ধোঁয়াযুক্ত। ঐ সমস্ত লোকেরা আমাদের মতই মানুষ হবে এবং আমাদের ভাষাই কথা বলবে। তুমি তাদের মধ্যে ভালো কাজও দেখতে পাবে এবং মন্দ কাজও দেখতে পাবে। জাহান্নামের দ্বারে দাঁড়িয়ে কতিপয় আহ্বানকারী লোকদেরকে সেই দিকে আহ্বান করবে। যে ব্যক্তি তাদের অনুসরণ করবে, তাকে তারা জাহান্নামে প্রবিষ্ট করে ছাড়বে।"

হাদিস নং ৩৩

হযরত হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন (অর্থাৎ ৩২ নং হাদীসের অনুরূপ)।

হাদিস নং ৩৪

হযরত হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট কল্যাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করত। আর আমি ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম এই ভয়ে যেন আমি তাতে লিপ্ত না হই। একদিন আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট বসা ছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে যেই কল্যাণ দান করেছেন, সেই কল্যাণের পর কি পুনরায় অকল্যাণ দান করেছেন? সেই কল্যাণের পর কি পুনরায় অকল্যাণ আসবে? যা পূর্বেও ছিল। তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আসবে।" আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম তারপর কি হবে? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "ধোঁকার উপর সন্ধি চুক্তি হবে।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সন্ধিচুক্তির পর কি হবে? তিনি বললেন, "কতিপয় আহ্বানকারী গোমরাহীর দিকে আহ্বান করবে। যদি তুমি তখন আল্লাহর কোন খলীফা (শাসক) এর সাক্ষাৎ পাও তাহলে অবশ্যই তার আনুগত্য করবে।"

হাদিস নং ৩৫

হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমার উম্মত ধ্বংস হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে তামায়ুয, তামায়ুল ও মাআমূ প্রকাশ না পাবে।" হুজায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ!

আমার আব্বা, আম্মা আপনার জন্য কুরবান হউক 'তামায়ুয' কি জিনিস? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তামায়ুয হচ্ছে আমাবিয়্যাত বা স্বজনপ্রীতি যা আমার পরে মানুষের মাঝে ইসলামের ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবে।" অতঃপর জিজ্ঞাস করলাম, 'তামায়ুল' কি জিনিস? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এক গোত্র অন্য গোত্রের প্রতি হামলা করবে এবং অত্যাচারের মাধ্যমে একে অপরের উপর আক্রমণ করাকে বৈধ মনে করবে।" এরপর জানতে চাইলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! 'মাআমূ' কি জিনিস? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, "এক শহরবাসী অন্য শহরবাসীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, যার কারণে তারা একে অপরের বিরোধীতায় মেতে উঠবে।" এটা বুঝাতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতে প্রবেশ করালেন। তিনি আরো বললেন, "এ অবস্থা তখনই হবে যখন ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে বিশৃংঙ্খলা দেখা দিবে এবং বিশেষ কিছু লোকের অবস্থা তুলনামূলক ভালো থাকবে। সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যাকে আল্লাহতাআলা খাছ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করে এসলাহ দান করেছেন।"

হাদিস নং ৩৬

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী ইসরাঈলদের মধ্যে এমন কোন বিষয় ছিলনা যা তোমাদের মধ্যে সংঘটিত হবেনা।

হাদিস নং ৩৭

হযরত আবুল আলিয়া (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তাসতুর নামক এলাকা বিজয় হয়, তখন আমরা হরমুজের স্টোর রুমে একটা জিনিস পেলাম। দেখলাম, খাটিয়ার উপর রাখা একটি লাশের মাথার পার্শ্বে একটা লিখিত কিছু রেখে দেয়া আছে। ধারণা করা হয় এটা হযরত দানিয়াল (আঃ) এর লাশ।

অতঃপর আমরা সেটাকে আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। হযরত আবুল আলিয়া বলেন, আরবদের থেকে আমিই সেটাকে সর্বপ্রথম পাঠ করি। পরবর্তীতে লিখিত কাগজগুলোকে কা'ব এর নিকট পাঠানো হলো তিনি সেগুলো আরবী ভাষায় অনুবাদকালে দেখা গেল, হযরত দানিয়াল (আঃ) এর সাথে থাকা কাগজের মধ্যে যাবতীয় সব ফিৎনার বর্ণনা স্পষ্টভাবে রয়েছে।

হাদিস নং ৩৮

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি নিম্নের আয়াত সম্বন্ধে বলেন, এখনো পর্যন্ত উক্ত আয়াতের মর্ম প্রকাশ পায়নি। আয়াতটি হচ্ছে, **অর্থঃ** *হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। তোমরা যখন সৎপথে রয়েছে, তখন কেউ পথভ্রান্ত হলে তাতে তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই। (সূরা মায়েদাহ, ১০৫)*

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহতাআলা সর্ব বিষয়কে সামনে রেখে কুরআন শরীফ নাযিল করেছেন। তার মধ্যে এমন কতক বিষয় রয়েছে, যা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই প্রকাশ পেয়েছে, আবার কতক আয়াত এমন রয়েছে যার ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে প্রকাশ পেয়েছে। কিছু আয়াত এমন আছে, যার সামান্য ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর সংঘটিত হয়েছে। কিছু আয়াত এমন আছে, যার ব্যাখ্যা পরবর্তী যুগে প্রকাশ পাবে। আবার কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা ফুটে উঠবে হিসাব-নিকাশের দিন। সেগুলো হচ্ছে, ঐ সব আয়াত যার মধ্যে হিসাব-নিকাশ, জান্নাত-জাহান্নাম সম্বন্ধে লেখা রয়েছে।

হাদিস নং ৩৯

ওমাইর ইবনে হানী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন এমন কতক শাইখ যারা সিফফীন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তারা বলেন, আমরা যূদী পাহাড়ে এসে হঠাৎ করে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাক্ষাৎ হলো। আমরা তাকে একহাত অন্যহাতের উপর রেখে পিছনে ধরে রাখা অবস্থায় পেলাম। পাহাড়ের সাথে ঠেস দিয়ে বসে আল্লাহতাআলার যিকিররত থাকতে দেখলাম। আমরা তাকে সালাম দিলে তিনি সালামের উত্তর দিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, এ ফিৎনা সম্বন্ধে আমাদেরকে কিছু অবগত করুন। অতঃপর তিনি বললেন, নিশ্চয় তোমরা উক্ত ফিৎনার ক্ষেত্রে তোমরা তোমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। এরপর তিনি বলেন, বিভিন্ন ধরনের ফিৎনা প্রকাশ পাবে, যা মূলতঃ মধুর মধ্যে পানির ন্যায়। তেমনিভাবে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হবে, অথচ তোমরা নগণ্য এবং লজ্জিত হবে।

হাদিস নং ৪০

হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কিয়ামত সংঘঠিত হবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা বড় বড় কিছু বিষয় স্বচক্ষ্যে দেখবেনা এবং তোমরা সেগুলো নিজেদের মধ্যেও আলোচনা করার সাহস পাবে না।

হাদিস নং ৪১

হযরত সালমা ইবনে নুকাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “তোমরা আমার পর এমন কিছু সময় অবস্থান করবে, যার মধ্যে তোমরা একে অপরের শত্রুতে পরিণত হবে এবং অতিসত্ত্বর তোমরা কিছু সৈন্যের উপর হামলা করবে, যারা এক দল অন্য দলের উপর হামলে পড়বে। কিয়ামতের পূর্বে ব্যাপক হত্যা প্রকাশ পাবে এবং এরপর কিছু বৎসর এমনভাবে অতিবাহিত হবে যেন সেগুলো

ভূমিকম্পের বৎসর।

হাদিস নং ৪২

হযরত মাকহুল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহতায়ালার বাণী, অর্থঃ *তোমরা এক সিঁড়ি থেকে আরেক সিঁড়িতে আরোহণ করবে। (সূরা ইনশিক্বাক্ব, ১৯)* (বর্ণনাকারী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, প্রত্যেক বিশ বছরের মধ্যে তোমরা যে অবস্থাতে ছিলে, সেটা ছাড়া অন্য অবস্থাতে থাকবে। (অর্থাৎ প্রতি বিশ বছর পর পর তোমাদের অবস্থা পরিবর্তন হতে থাকবে।)

হাদিস নং ৪৩

হযরত সা'য়াদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন, অর্থঃ *হে নবী আপনি বলে দিন, তিনিই (আল্লাহ) শক্তিমান যে, তোমাদের উপর কোন শাস্তি উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে প্রেরণ করবেন। (সূরা আন'আম, ৬৫)।* অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জেনে রেখ! নিশ্চয় তা সংঘটিত হবে।" (বর্ণনাকারী বলেন) এর পর তার আর কোন ব্যাখ্যা করেননি।

হাদিস নং ৪৪

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে তোমরা দুনিয়াতে ফিৎনা-ফাসাদ এবং বালা-মসিবতই দেখতে পাবে। ধীরে ধীরে মোয়ামালা কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকবে। যেসব বালা মসিবতগুলো তোমাদের কাছে ভয়াবহ এবং মারাত্মক মনে হবে কিন্তু তোমাদের পরবর্তীদের কাছে খুবই সহজলভ্য মনে হবে, যেহেতু তারা এর থেকে আরো কঠিন বিপদ আপদের সম্মুখিন হবে।

হাদিস নং ৪৫

মির ইবনে হুবাইশ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন, তোমরা আমার কাছে জানতে চাও। আল্লাহর কসম! কিয়ামতের পূর্বে প্রকাশ পাওয়া শত শত দল যারা যুদ্ধে লিপ্ত হবে তাদের সম্বন্ধে আমার কাছে জানতে চাওয়া হলে, আমি তাদের সেনাপ্রধান, পরিচালনাকারী এবং আহবানকারী সকলের নাম বলে দিতে পারব। তোমাদের এবং কিয়ামতের মাঝখানে যা কিছু সংঘটিত হবে সবকিছু পরিস্কারভাবে বলতে পারব।

হাদিস নং ৪৬

হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জেনে রাখ! দুনিয়াতে বিপদ ও ফিতনা ছাড়া কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।”

হাদিস নং ৪৭

হযরত যুবায়ের ইবনে আদী আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন যে, আগামীতে তোমাদের উপর যে বছর আসবে তা অতীত অপেক্ষা আরো মন্দ হবে। একথাগুলো আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শুনেছি।

হাদিস নং ৪৮

হযরত আবুল জিল্‌দ জিলান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় মুসলমানরা বিপদে আপতিত হবে। পর মানুষ তাদের চতুর্দিকে ঘোরাঘুরি করতে থাকবে। ফলে মুসলমান কষ্টের কারণে ইহুদী ও খৃষ্টান হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে।

হাদিস নং ৪৯

হযরত হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, "কিয়ামতের পূর্বে এমন দিন আসবে যে তাতে মূর্খতা অবতীর্ণ হতে থাকবে এবং 'হারজ' বেড়ে যাবে।" লোকেরা প্রশ্ন করলো ইয়া রাসূলুল্লাহ 'হারজ' কী? তিনি বললেন হত্যা।

হাদিস নং ৫০

বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত আ'নাশ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তার কাছে যিনি বর্ণনা করেছে তার কাছ থেকে তিনি নকল করেছেন, তিনি বলেন, তোমাদের কাছে যখনই এমন কোনো বালা মসিবত প্রকাশ পায়, যার কারণে তোমরা চিল্লাচিল্লি করবে, কিন্তু পিছনে এমন আরো বালা-মসিবত অপেক্ষা করছে যা এর থেকেও মারাত্মক। যে বালা মসিবত তোমাদেরকে পূর্বের মসিবতকে ভুলিয়ে দিবে।

হাদিস নং ৫১

হযরত আবু ওয়ায়েল, হযরত আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন ফিতনা তোমাদেরকে জড়াবে, তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে? তাতে বড়রা অতিবৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং ছোটরা বড় হতে থাকবে। মানুষ তাকে সুন্নত হিসাবে গ্রহণ করবে। যখন তা থেকে কোন কিছু ছেড়ে দিবে, তখন বলা হবে তুমি সুন্নতকে ছেড়ে দিয়েছ। কেউ প্রশ্ন করল, হে আবু আব্দুর রহমান, তা কখন হবে? তিনি বললেন, যখন তোমাদের মধ্যে অজ্ঞব্যক্তিরা ব্যাপকতা লাভ করবে আর আলেমগণ কমে যাবে। কারী ও নেতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে, আমানতদার ব্যক্তি কমে যাবে। আখেরাতের আমলের মাধ্যমে দুনিয়া অন্বেষণ করবে।

হাদিস নং ৫২

হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের মাঝে এবং তোমাদের উপর অকল্যাণ নিপতিত হওয়ার মাঝে একমাত্র দূরত্ব হলো ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মৃত্যু। (অর্থাৎ ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মৃত্যুর পর থেকেই অকল্যাণ তথা ফিতনা আসতে থাকবে)।

হাদিস নং ৫৩

হযরত হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের মাঝে এবং অকল্যাণের মাঝে একমাত্র দূরত্ব হলো একজন ব্যক্তি। তিনি যখন মৃত্যুবরণ করবেন তখন তোমাদের উপর অকল্যাণকে ঢেলে দেওয়া হবে।

হাদিস নং ৫৪

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর এক গোলাম বলেন, আমি একদিন হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখলাম, যে অবস্থায় তিনি কতক বাচ্চাকে একথা বলতে শুনেছেন, 'পরবর্তীতে অবস্থা খুবই ভয়াবহ হবে।' একথা শুনার সাথে সাথে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন, কসম যে সত্ত্বার যার হাতে আমার প্রাণ, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আরো অনেক কঠিন ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখিন হতে হবে।

হাদিস নং ৫৫

হযরত হুজায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি একদিন আমেরকে বললেন, হে আমের! তুমি যা অবলোকন করছ সেগুলো যেন তোমাকে ধোঁকায় ফেলে না দেয়। হতে পারে এগুলো খুব দ্রুত তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে বের করে আনবে। যেমন, এক মহিলা অন্য মহিলার সামনে তার লজ্জাস্থানকে প্রকাশ করে থাকে।

হাদিস নং ৫৬

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "সর্বপ্রথম পারস্যবাসীরা ধ্বংস হবে। তাদের ধ্বংসের পরপর আরবের অধিবাসীগণ ধ্বংস হতে থাকবে।"

হাদিস নং ৫৭

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে আমরা একদিকে মনোযোগী ছিলাম, অতঃপর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করলেন তখন আমরা এদিক সেদিক মনোযোগ দিতে লাগলাম।

হাদিস নং ৫৮

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবিযি'ব (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, আমার রাষ্ট্র পরিচালনা সম্বন্ধে হযরত কা'ব যেসব মসিবতের কথা বলেছেন, আমি আমার জিম্মাদারী পালন করতে গিয়ে সবকিছুর সম্মুখিন হয়েছি।

হাদিস নং ৫৯

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, একদিন হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু কুবাইদের উপর কিছু সুউচ্চ বাড়ি দেখতে পেয়ে বললেন, হে মুজাহিদ! যখন তুমি মক্কার ঘর বাড়িকে তার আশেপাশের বাড়ি ঘর থেকে উঁচু দেখতে পাবে এবং তার অলি-গলিতে পানি প্রবাহিত হতে দেখবে তখন তুমি অবশ্যই এগুলো থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবে।

হাদিস নং ৬০

হযরত আবু ওয়ায়েল (রহঃ) বলেন, আমি হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, একদা আমরা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফিতনা সম্পর্কীয় বাণী স্মরণ আছে? হযরত হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, আমার স্মরণ আছে। তিনি যেভাবে বলেছেন, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এ ব্যাপারে তুমি সৎসাহসী, সুতরাং তা পেশ কর। আমি বললাম, মানুষ ফিতনায় পড়বে তার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে, মালসম্পদের ব্যাপারে, তার নিজের সন্তানসন্ততি ও পাড়া প্রতিবেশীর ব্যাপারে। তবে নামাজ, সদকা এবং ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ তা মিটিয়ে দেবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি এ ফিতনা সম্পর্কে জানতে চাইনি, বরং যে ফিতনা সমুদ্রের তরঙ্গমালার মত উত্থিত হবে এবং তোলপাড় করে ফেলবে, সে ফিতনা সম্পর্কে জানতে চেয়েছি। হযরত হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তখন আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি ভয় করবেন না, (তা তো আপনাকে পাবে না।) কেননা সেই ফিতনা ও আপনার মধ্যে একটি আবদ্ধ দরজা রয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা সেই দরজাটি কি ভেঙ্গে দেওয়া হবে, না খোলা হবে? হযরত হুযায়ফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বললাম, খোলা হবে না; বরং ভেঙ্গে দেওয়া হবে। তখন হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তাহলে তা আর কখনো বন্ধ করা হবে না। আমি বললাম, হ্যাঁ। রাবী বলেন, তখন আমরা হযরত হুযায়ফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কি জানতেন দরজাটি কে? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি এমন নিশ্চিতভাবে জানতেন যেমন আগামীকালের পূর্বে রাত্রির আগমন সুনিশ্চিত। আমি তাঁকে (ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে) এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেছি, যা কোন গোলক ধাঁধা নয়। রাবী শাক্বীক্ব বলেন,

আমরাতো এ ব্যাপারে হযরত হুযায়ফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞাসা করতে ভয় পাচ্ছিলাম। তাই হযরত মাসরূক্বকে বললে, তিনি হযরত হুযায়ফাকে জিজ্ঞাসা করলেন, দরজাটি কে? উত্তরে তিনি বললেন, দরজাটি হলেন ‘ওমর নিজেই।’

হাদিস নং ৬১

হযরত কা’ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় মানুষের উপর এমন যুগ আসবে যে, মুমিন ব্যক্তি তার ঈমানের ব্যাপারে অপমানবোধ করবে। যেমন আজকাল পাপিষ্ট তার পাপের ব্যাপারে অপমান বোধ করে। এমনকি যে কোন ব্যক্তিকে বলা হবে যে, তুমি মুমিন, ফকীহ। (ফিক্হশাস্ত্রবিদ)

হাদিস নং ৬২

হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মিথ্যা প্রকাশ পাবে তখন হত্যা বেশী হতে থাকবে।

হাদিস নং ৬৩

হযরত আযরা ইবনে কাইছ থেকে বর্ণিত। একদিন হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু শামের মধ্যে খুতবা দেয়া অবস্থায় এক লোক দাড়িয়ে বলল, নিঃসন্দেহে ফিৎনা প্রকাশ পেয়ে গেল। একথা শুনে হযরত খালেদ বিন ওলীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যত দিন জীবিত থাকবেন ততদিন নয়। সেটা তখনই হবে যখন মানুষ বিভিন্ন প্রকার বালা মসিবতে লিপ্ত হয়ে পড়বে। যে বালা-মসিবত থেকে বাঁচার জন্য মানুষ বিভিন্ন এলাকায় আশ্রয় নিতে চেষ্টা করবে কিন্তু সেরকম কোনো আশ্রয়স্থল তারা পাবে না। মূলতঃ তখনই ফিৎনাসমূহ প্রকাশ পেতে থাকবে।

হাদিস নং ৬৪

হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় রাত্রিসমূহ, দিনসমূহ, মাসসমূহ এবং যুগসমূহ এর অকল্যাণ কিয়ামতের বেশী নিকটবর্তী।

হাদিস নং ৬৫

হযরত হুজাইফা ইবনুল এমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে আসলে তিনি আমাদেরকে নিয়ে কথাবার্তা বলতে গিয়ে বললেন, তোমাদেরকে নিয়ে কথাবার্তা বলতে গিয়ে বললেন, তোমাদের মাঝে এমন কে আছ, যে লোক ফিৎনা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণীর হেফাজতকারী। তারা সকলে বললেন, এ সম্বন্ধে তো আমরা সকলেই শুনেছি, এক পর্যায়ে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হয়তো বা তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত এবং পরিবারগত ফিৎনার কথা বলছো। তারা সকলে বললো, হ্যাঁ আমরা সকলে এরকম ধারণা করেছি। তাদের কথা শুনে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমার উদ্দেশ্য কিন্তু সেটা নয়, সেটা তো নামায-রোযা দ্বারা মাফ হয়ে যাবে। বরং এমন ফিৎনা সম্বন্ধে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছি, যা, সমুদ্রের মত বিশাল বিশাল আকারের ঢেউ তুলবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কথা শুনে উপস্থিত সকলে চুপ হয়ে যায়। আমি ভাবলাম, তিনি আমারই মনোযোগ আকৃষ্ট করতে চাচ্ছেন। ফলে আমি বলে উঠলাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি বলতে পারব। আমার কথা শুনে তিনি বললেন অবশ্যই, তোমার পিতা আল্লাহর জন্য কুরবান হোক। আমি বললাম, ‘হে আমীরুল মুমিনীন! উক্ত ফিৎনার বিপরীত একটা শক্তভাবে বন্ধ দরজা রয়েছে যে দরজা খোলা হবে, না হয় ভাঙ্গা হবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন তোমার ধ্বংস হোক। সে দরজা ভাঙ্গা হবে? আমি বললাম, ‘হ্যাঁ! ভাঙ্গা হবে।’

আমার কথা শুনে তিনি বললেন, যদি সে দরজা ভাঙ্গা হয়, হয়তো সেটা আর বন্ধ করা সম্ভব হবে না। অতঃপর আমি বললাম, হ্যাঁ সেটা ভেঙ্গে ফেলা হবে এবং সে দরজা হচ্ছেন, একজন মহান ব্যক্তি। হয়ত তাকে হত্যা করা হবে, না হয় তিনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করবেন। এটা এমন হাদীস যার মধ্যে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।

হাদিস নং ৬৬

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত নু'মান ইবনে বশির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, “কিয়ামতের পূর্বে এমন কিছু ফিৎনা প্রকাশ পাবে, যেন যেগুলো অন্ধকার রাতের একটা টুকরা। সকাল বেলা যে লোক মুসলমান থাকবে বিকালে সে কাফের হয়ে যাবে। একদিন সন্ধ্যার সময় যে মুসলমান থাকবে, পরের সকালে সে কাফের হয়ে যাবে। মানুষ তাদের চরিত্রকে দুনিয়ার সামান্য ও নগণ্য বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করে দিবে। উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারীদের একজন হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, নিঃসন্দেহে আমি তাদেরকে এমন সুরতে দেখেছি, যেন তাদের মধ্যে কোনো বোধশক্তি নেই, তারা যেন জ্ঞান-বুদ্ধিবিহীন কিছু শরীর। তাদেরকে দেখলে মনে হয় আগুনের বিছানা এবং লোভি মাছি। সকাল করে দুই দেরহাম দ্বারা, সন্ধ্যা করে দুই দেরহামের মাধ্যমে। তারা নিজেদের দ্বীনকে বিক্রি করে দিবে, সামান্য একটা ছাগলের টাকার বিনিময়ে।

হাদিস নং ৬৭

হযরত আবু ওয়ায়েল শাকীক বলেন, হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, একদা হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ফিতনা সম্পর্কীয় বাণী শুনেছ? হযরত

হুযায়ফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বললাম, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি যে, মানুষ ফিতনায় পড়বে তার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে, মাল সম্পদের ব্যাপারে এবং তার পাড়া-প্রতিবেশীর ব্যাপারে। তবে রোজা, নামাজ ও সদকা তা মিটিয়ে দেবে। হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি এ ফিতনা সম্পর্কে জানতে চাইনি, বরং যে ফিতনা সমুদ্রে তরঙ্গমালার মতো উত্থিত হবে এবং তোলপাড় করে ফেলবে, আর তা একের পর এক আসতে থাকবে, সে ফিতনা সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী জানতে চেয়েছি। হযরত হুযাইফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তখন আমি বললাম হে আমীরুল মুমিনীন! উক্ত ফিতনা সম্পর্কে আপনি ভয় করবেন না! (তা আপনাকে পাবে না) কেননা সেই ফিতনা ও আপনার মধ্যে একটি আবদ্ধ দরজা রয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা সেই দরজাটি কেমন হবে? তা কি ভেঙ্গে দেওয়া হবে, না খোলা হবে? হুযায়ফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বললাম, খোলা হবে না; বরং ভেঙ্গে দেওয়া হবে। অতঃপর কিয়ামত পর্যন্ত তা আর কখনো বন্ধ করা হবে না।

হাদিস নং ৬৮

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, “নিশ্চয়, কিয়ামতের পূর্বে হারজ বা গণহত্যা হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হারজ কী? রাসূলুল্লাহ বললেন, ব্যাপক হত্যা।” আমরা সহসা জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! বর্তমানে যেমন হত্যা চলছে তার থেকেও বেশি হবে! জবাবে তিনি বললেন, “মুসলমানদের অবস্থা তখনকার যুগে বর্তমানের চেয়ে আরো উন্নত হবে।” এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদেরকে কাফেররা হত্যা করবেনা, বরং তোমরা

নিজেরাই একে অপরকে হত্যা করবে। এমন কি মানুষ তার আপন ভাই, চাচাত ভাই এবং প্রতিবেশিকে হত্যা করবে।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখ থেকে একথা শুনার সাথে সাথে উপস্থিত সকলে এমনভাবে আশ্চর্য্যন্বিত হয়ে পড়ল, যার ফলে অনেক সময় স্পষ্ট বস্তুও আমাদের দৃষ্টিগোচর হতো না।

হাদিস নং ৬৯

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ফিতনা তোমাদেরকে জড়াবে তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে? তাতে বড়রা আরো বৃদ্ধ হবে এবং ছোটরা বড় হয়ে থাকবে। মানুষ তাকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করবে। যখন তাতে কোন কিছু পরিবর্তিত হবে তখন লোকেরা বলবে এটা দ্বীন পরিপন্থি। কেউ জিজ্ঞাসা করলো তা কখন ঘটবে? তখন তিনি বললেন, যখন তোমাদের মধ্যে নেতারা আধিক্যতা লাভ করবে আর আমানতদার ব্যক্তি কমে যাবে। বক্তাবৃন্দ আধিক্যতা লাভ করবে আর দ্বীনের বিজ্ঞ আলেমগণ (ফকীহ) কমে যাবে। তারা দ্বীন ব্যতিত অন্য কিছু (বদদ্বীন) শিক্ষা করবে এবং তারা আখেরাতের আমলের বিনিময়ে দুনিয়া অন্বেষণ করবে।

হাদিস নং ৭০

আবু কুবাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাসলামা ইবনে মাখলাদ আল আনসারীকে বলতে শুনেছি, তিনি সামুদ্রিক সৈন্য প্রেরণের ক্ষেত্রে কিছুটা বৃদ্ধি করেছিলেন, যার কারণে তার অন্য সৈন্যরা অসন্তুষ্ট হয়েছিল। তিনি তাদের এ অবস্থা দেখে মিম্বরে দাড়িয়ে বললেন, হে মিশরবাসী! তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করো না। আল্লাহর কসম নিঃসন্দেহে আমি বৃদ্ধি করেছি তোমাদের সৈন্য সংখ্যায় এবং তোমাদের রসদপত্রের মধ্যে অনেক বৃদ্ধি করেছি আর আমি তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে শক্তিশালী করেছি। একথা জেনে রেখ, নিশ্চয় আমি তোমাদের পরবর্তীদের থেকে

অনেক-অনেক উত্তম। কেননা ধীরে ধীরে মানুষের মাঝে ফিৎনা বৃদ্ধি পাবে।

হাদিস নং ৭১

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের ইমামকে হত্যা করবে না এবং তোমরা অযথা তোমাদের তলোয়ার পরিচালনা করবে না। এ পৃথিবীর মালিক বনে যাবে নিকৃষ্টতম লোকজন।"

হাদিস নং ৭২

হযরত আওফ ইবনে মালেক আশজারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, "হে আওফ কিয়ামতের পূর্বের ছয়টি নির্দেশনকে তুমি গণনা করে রাখ।

(১) আমার ওফাত। (হযরত আওফ বলেন) এ কথা আমাকে কাঁদিয়ে দিল। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে চুপ করিয়ে দিলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন বলো এক,

(২) বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়, (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন বলো দুই,

(৩) ব্যাপক মহামারী যা আমার উম্মতের মধ্যে বকরির মাড়কের ন্যায় দেখা দিবে। (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন) বলো তিন,

(৪) আমার উম্মতের মধ্যে ফিতনা সংঘটিত হবে এবং বিরাট আকার ধারণ করবে। (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন) বলো চার,

(৫) তোমাদের মধ্যে ধন সম্পদের এত প্রাচুর্য হবে যে, কোন ব্যক্তিকে একশত দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) প্রদান করলেও সে (এটাকে নগণ্য মনে করে) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন) বলো পাঁচ।

(৬) বনুল আসফারদের (রোম) সাথে তোমাদের একটি সন্ধিচুক্তি হবে। অতঃপর তারা তোমাদের নিকট গিয়ে তোমাদেরকে হত্যা করবে এবং মুসলমানরা তখন এমন ভূমিতে থাকবে যাকে মদীনার নিম্নাঞ্চল বলা হয় এবং তাকে দামেস্ক (নগরী) ও বলা হয় (যা সিরিয়ার রাজধানী)।”

হাদিস নং ৭৩

হযরত আউফ ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, “হে আউফ! তুমি কিয়ামতের ৬টা আলামত চিহ্নিত করে রেখো, তার মধ্যে সর্বপ্রথম তোমাদের নবীর মৃত্যুবরণ করা। এটা হচ্ছে একটা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, বায়তুল মোকাদ্দাসের জয়লাভ করা। তৃতীয় হচ্ছে, ছাগলের মাড়কের ন্যায় ব্যাপক মহামারী দেখা দিবে। চতুর্থ হচ্ছে, তোমাদের মাঝে এমন ব্যাপক ফিৎনা দেখা দিবে যার সাথে আরবের প্রতিটি ঘর জড়িয়ে যাবে। পঞ্চম হচ্ছে, তোমাদের আর রোমবাসীদের মাঝে চুক্তি হওয়া। অতঃপর তারা তোমাদের বিরুদ্ধে নয় মাসের গর্ভবতী মহিলাদের ন্যায় ভারি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জমায়েত হবে।”

হাদিস নং ৭৪

হযরত আওফ ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কিয়ামতে পূর্বের ছয়টি নিদর্শনের কথা বলেছেন,

১. তোমাদের নবীর ওফাত।
২. বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়।
৩. বকরির মাড়কের ন্যায় ব্যাপক মহামারী।
৪. তোমাদের মাঝে এবং বনুল আসফার (রোমকদের) মাঝে সন্ধি-চুক্তি হবে।
৫. মদীনাতে কুফরীর সূচনা
৬. এবং মানুষ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে (নগন্য মনে করে) একশত দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ফিরিয়ে দিবে।

হাদিস নং ৭৫

হযরত আওফ ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কিয়ামতের পূর্বের ছয়টি নিদর্শনের কথা বলেছেন।

১. আমার ওফাত।
২. অতঃপর বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়।
৩. আশ্রয়স্থল হবে, যেখানে আমার উম্মত শাম থেকে অবতরণ করবে।
৪. তোমাদের মধ্যে এমন ফিতনা সংঘটিত হবে যে, আরবে এমন কোন ঘর অবশিষ্ট থাকবেনা যে ঘরে ফিতনা প্রবেশ করবেনা (অর্থাৎ প্রতিটি ঘরেই তা প্রবেশ করবে।
৫. অতঃপর তোমাদের সাথে রোমকদের সন্ধি-চুক্তি হবে।

হাদিস নং ৭৬

হযরত হুয়ান ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুয়ানার যুদ্ধে আমরা রোম ভূখন্ডে প্রবেশ করে একটি উঁচু টিলাতে অবস্থান করি। এক পর্যায়ে আমি আমার সাথীদের বাহন থেকে একটি বাহনের মাথা উঁচু

করে ধরি। আর আমার সাথীরা তাদের বাহনের জন্য দানা-পানির ব্যবস্থা করতে যায়। এমন অবস্থায় হঠাৎ শুনলাম কেউ যেন বলছে "আসসালামু আলাইকা ওয়ারাহমাতুল্লাহ"। সালামের আওয়াজ শুনে দেখলাম সাদা কাপড় পরিহিত এক লোক। আমি সালামের জবাব দিলে তিনি বললেন, 'তুমি কি আহমদের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত।' আমি হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলে তিনি বললেন, তোমাদের ধৈর্য্যধারণ করতে হবে। কেননা এ উম্মত মূলতঃ উম্মতে মারহুমা হতে গণ্য। আল্লাহ তাআলা তাদের উপর পাঁচ ধরনের ফিৎনা রেখেছেন এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছেন। অতঃপর আমি বললাম, সেগুলোর নাম উল্লেখ করুন। তিনি বললেন, 'পাঁচটির একটি হচ্ছে, তাদের নবীর মৃত্যুবরণ করা, যাকে কিতাবুল্লাহর ভাষায় 'বাগ্‌তাহ্' বা হঠাৎ বলা হয়েছে। অতঃপর হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শাহাদাতবরণ করা। যেটা কিতাবুল্লাহ 'যক্ষ্মা' বা বধির ফিৎনা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এরপর হচ্ছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ফিৎনা যা কিতাবুল্লাহর ভাষায় আল 'আমইমা' বা অন্ধফিৎনা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তারপর হলো, ইবনুল আসআছ এর ফিৎনা। যাকে কিতাবুল্লাহতে 'আল বুতাইরা' বা বেজোড় ফিৎনা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। অতঃপর এ বলে চলে যেতে লাগল, "ছালাম বাকি রইল, ছালাম বাকি রইল।" সে কীভাবে চলে গেল আমি কিন্তু জানতে পারলাম না।

হাদিস নং ৭৭

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহতাআলা এ উম্মতের জন্য পাঁচটি ফিৎনা নির্ধারণ করেছেন। প্রথমে ব্যাপক ফিৎনা হবে, এরপর হবে খাস ফিৎনা। অতঃপর আবারো ব্যাপক ফিৎনা দেখা দিবে। তারপর আসবে খাছ ফিৎনা। তারপর এমন কালো অন্ধাকারাচ্ছন্ন ফিৎনা প্রকাশ যার দ্বারা মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় হয়ে যাবে। অতঃপর কিছু

চুক্তি হবে এবং লোকজনকে পথভ্রষ্টার দিকে আহ্বানকারী প্রকাশ পাবে। যদি তখন আল্লাহতাআলার দ্বীনের উপর অটল থাকার মত কোনো খলীফা বাকি থাকে তাহলে তোমরা তার আনুগত্য কর।

হাদিস নং ৭৮

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ উম্মতের জন্য পাঁচ প্রকার ফিৎনা নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে একটি হচ্ছে, সর্বদা অন্ধ, বধির হিসেবে থাকার ফিৎনা।

হাদিস নং ৭৯

হযরত হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফিতনা সংঘটিত হবে, অতঃপর জামাত ও তাওবা হবে। অতঃপর জামাত ও তাওবা হবে। (এর পর চতুর্থবার উল্লেখ করলেন) অতঃপর তাওবাও হবে না এবং জামাতও হবে না।

হাদিস নং ৮০

হযরত যেলা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, ইসলামের মধ্যে চার প্রকারের ফিৎনা প্রকাশ পাবে। যাদের থেকে চতুর্থ প্রকারের ফিৎনা গিয়ে বহুরূপি দাজ্জালের নিকট আত্মসমর্পণ করবে। তখন সবদিকে অন্ধকারে ছেঁয়ে যাবে।

হাদিস নং ৮১

হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ফিতনা সংঘটিত হবে। অতঃপর জামাত হবে। অতঃপর ফিতনা হবে, অতঃপর জামাত হবে। অতঃপর এমন ফিতনা হবে যেখানে পুরুষদের বুদ্ধি থেমে যাবে।”

হাদিস নং ৮২

হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেত বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে চারটি ফিতনা হবে। আর চতুর্থবার হবে ধ্বংস (মৃত্যু)।"

হাদিস নং ৮৩

কিছু প্রবীণ সৈন্য থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, একদিন খালেদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মোয়াবিয়া, মারওয়ান ইবনে হাকামের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তিনি ওমর ইবনে মারওয়ানের মেহমান ছিলেন, ঐ সময় তার সাথে একটি চাকু ছিল এবং হাতে কিছু কাগজ ছিল। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, পাঁচ এবং দশ অতিবাহিত হয়েছে কেবলমাত্র বিশ বাকি রয়েছে, যার ক্ষতি মাশরিক-মাগরিবের সকলকে গ্রাস করে নিবে। তার থেকে একমাত্র এন্তাবলিসের বাসিন্দা ব্যতীত কেউ মুক্তি পাবে না। শফি ইবনে ওবাইর তাকে সেই ফিৎনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, প্রথম ফিৎনা হচ্ছে পাঁচ, দ্বিতীয় ফিৎনা দশ বৎসরে। অর্থাৎ, ফিৎনায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর। এরপরে প্রকাশ পাবে তেইশ বৎসরের ফিৎনা মাশরিক মাগরিবকে গ্রাস করে দিবে। এন্তাবলিসের বাসিন্দা ব্যতীত কেউ উক্ত ফিৎনা থেকে মুক্তি পেতে পারে না।

হাদিস নং ৮৪

আব্দুল আযীয ইবনে সালেহ, হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান থেকে বর্ণনা করেন (বর্ণনাকারী বলেন, রাবী ওয়ালিদ তার মাঝে ও হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাঝে আরেকজন রাবীর কথা উল্লেখ করেন। তবে তা আমার স্মরণ নেই)। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত চারটি ফিতনা সংঘটিত হবে। প্রথমটি হলো 'পাঁচ', দ্বিতীয়টি হলো 'দশ', তৃতীয়টি হলো 'বিশ', চতুর্থটি হলো দাজ্জাল।

হাদিস নং ৮৫

ইয়াযিদ ইবনে আবি হাবীব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সংবাদ পৌঁছেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "এমন কিছু ফিৎনা প্রকাশ পাবে যা সবাইকে গ্রাস করে নিবে। তার থেকে পশ্চিমা সৈন্য ব্যতীত কেউ মুক্তি পাবে না।"

হাদিস নং ৮৬

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "চার প্রকারের ফিতনা সংঘটিত হবে।

১. খুন করাকে বৈধ মনে করা হবে।
২. অন্যের সম্পদকে বৈধ মনে করা হবে।
৩. নারীর লজ্জাস্থানকে বৈধ মনে করা হবে।
৪. দাজ্জালের আগমন।"

হাদিস নং ৮৭

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমি তোমাদেরকে আমার পরে প্রকাশিত ৭ প্রকারের ফিতনা থেকে ভয় প্রদর্শন করছি। তার মধ্যে একটির প্রকাশ আসবে মদীনা থেকে, আরেকটি প্রকাশ পাবে মক্কায়। অন্য প্রকাশ আসবে ইয়ামান থেকে, আরেকটি শাম থেকে, আরেকটি মাশরিক থেকে, আরেকটি মাগরিব থেকে। অন্যটি প্রকাশ পাবে শামের মূলভূখন্ড থেকে এবং যেটিই হচ্ছে, 'সুফইয়ানী ফিতনা'।" এরপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমাদের মাঝে এমন অনেকে রয়েছে যারা প্রথম ফিতনাগুলো অবলোকন করবে এবং এ উম্মতের অন্যরা সর্বশেষ ফিতনাগুলো অবলোকন করবে। ওয়ালিদ ইবনে

আইয়াশ বলেন, মদীনার ফিতনা হচ্ছে, তালহা এবং যুবায়ের এর পক্ষ থেকে। মক্কার ফিতনা হলো, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এর ফিতনা। ইয়ামানের ফিতনা হচ্ছে, যেটা নাজদার পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়েছিল। শামের ফিতনা সংঘটিত হবে বনূ উমাইয়ার পক্ষ থেকে আর মাশরিকের ফিতনা হচ্ছে, এদের পক্ষ থেকে।

হাদিস নং ৮৮

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমার পরে আমার উম্মতের মাঝে চার প্রকারের ফিতনা সংঘটিত হবে।

প্রথমত; পরস্পর মারামারি, হানাহানি বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয়ত; মানুষকে হত্যা করা এবং মানুষের সম্পদ বৈধ মনে করা হবে।

তৃতীয়ত; মানুষ হত্যা, অন্যের সম্পদ এবং বিনা ব্যভিচার ইত্যাদি জায়েয মনে করা হবে।

চতুর্থত; অন্ধ বধিরের ফিতনা, যা মানুষের সাথে চামড়ার ন্যায় মিশে যাবে।"

হাদিস নং ৮৯

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমার পরে তোমাদের মাঝে চার ধরনের ফিতনা প্রকাশ পাবে।

এক) এমন ফিতনা যার মধ্যে লোকজন মানুষ হত্যা করাকে বৈধ মনে করবে।

দুই) মানুষ হত্যা এবং অন্যের সম্পদকে হালাল মনে করা হবে।

তিন) এমন ফিতনা যার মধ্যে মানুষ হত্যা করা, অন্যের সম্পদ দখল করা এবং বিনা-ব্যভিচারকে বৈধ মনে করা হবে।

চার) অন্ধ-বধিরের ফিতনা, যা ব্যাপক আকার ধারণ করবে।

সমুদ্রের ঢেউয়ের মত তীব্রভাবে আসতে থাকবে। কেউ তার থেকে মুক্তির কোনো উপায় খুঁজে পাবে না। যে ফিতনা শাম দেশকে অবরুদ্ধ করে রাখবে এবং ইরাকেও গ্রাস করবে। উক্ত ফিতনার হাত-পা দ্বারা জাযিরাতুল আরবকে জড়াতে থাকবে। তখন বিভিন্ন ধরনের বালা-মসিবত মানুষের শরীরের সাথে এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে যাবে, যেমন চামড়া শরীরের সাথে মিশে যায়। এহেন পরিস্থিতিতে উক্ত ফিতনা প্রতিরোধ করার মত শক্তি কারো থাকবে না। অতঃপর উক্ত ফিতনা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ অবগত হওয়ার পূর্বেই ঝড়ের গতিতে চূর্ণবিচূর্ণ করে অন্যদিকে বের হয়ে যাবে।”

হাদিস নং ৯০

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, *অর্থঃ তোমাদেরকে তিনি দলে উপদলে বিভক্ত করে পরস্পর মুখোমুখি দাড় করাবেন । (সূরা আনআম, ৬৫)।* এরপর রাসূলুল্লহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আমার উম্মতের মধ্যে চারটি ফিতনা প্রকাশ পাবে। প্রথম ফিতনা যখন দেখা দিবে, তখন মানুষকে হত্যা করা হালাল মনে করা হবে। দ্বিতীয় ফিতনা এমন আকার ধারণ করবে, মানুষ অন্যকে হত্যা করা এবং অন্যের সম্পদ দখল করাকে বৈধ জানবে। তৃতীয় ফিতনাকালীন হত্যা, ডাকাতি এবং ধর্ষণ ইত্যাদি জায়েয মনে করা হবে। চতুর্থ ফিতনা হচ্ছে, অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্ধ ফিতনা, যা সমুদ্রের ঢেউয়ের বিস্তৃত হয়ে আছড়ে পড়বে। আরবের প্রত্যেক ঘরকে উক্ত ফিতনা গ্রাস করে নিবে।”

হাদিস নং ৯১

আরতাত ইবনুল মুনযির (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্য আমাদের নিকট পৌঁছেছে, তিনি এরশাদ করেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে লাগাতারভাবে চার প্রকারের ফিৎনা দেখা দিবে। প্রথমত; তাদের উপর এমনভাবে বালা-মসিবত আসতে থাকবে, যার কারণে মুমিনগণ বলতে থাকবে, এইতো আমি মরে গেলাম! এরপর সেটা কিছুটা হালকা হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত; এত বেশি তীব্রতার সাথে ফিতনা আসতে থাকবে, যার ফলে প্রত্যেক মু'মিন মৃত্যুর প্রহর গুনবে, এরপর একটু হালকা হবে। তৃতীয়ত; একের পর এক ফিতনা আসতে থাকবে। মনে হবে যেন ফিতনা থেকে কিছুটা মুক্ত হতে পেরেছি, কিন্তু পরক্ষণে সেটা আবারো তীব্রভাবে আসবে। চতুর্থ ফিতনা; এমনভাবে প্রকাশ পাবে, যার কারণে মানুষ ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। এমন অবস্থার সম্মুখিন হলে মানুষ ইমাম এবং জামাআত ও একতাবদ্ধতাবিহীন দিগ্বিদিক শুন্য হয়ে ছুটতে থাকবে। অতঃপর মসীহে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। এরপর সূর্য্য পশ্চিম দিকে উদিত হওয়া ও কিয়ামতের মাঝখানে বাহাত্তর জন দাজ্জাল প্রকাশ পাবে। তাদের মধ্যে অনেক এমন হবে যার অনুসরণকারী হবে মাত্র একজন।"

হাদিস নং ৯২

আবুত তোফাইল (রহঃ) বলেন, আমি হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, মারাত্মক মারাত্মক তিন ধরনের ফিতনা প্রকাশ পাওয়ার পর চতুর্থ ফিতনা লোকজনকে দাজ্জালের দিকে নিক্ষেপ করবে, যা মানুষকে ধ্বংসের মুখে পতিত করবে। যে দাজ্জালের কারণে কখনো মানুষ ভালো অবস্থার সম্মুখিন হবে আবার কখনো সম্মুখিন হবে ভয়াবহ অবস্থার। আরেকটি ফিতনা হচ্ছে, অন্ধকারাচ্ছন্ন কালো ফিতনা, যা সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় লোকজনের উপর আছড়ে পড়বে।

হাদিস নং ৯৩

হযরত উমাইর ইবনে হানী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ফিতনায়ে আহলাস' হলো, তাতে পলায়ন হবে। (অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে এমন শত্রুতা দেখা দিবে যে, একে অন্য হতে পলায়ন করতে থাকবে।) এবং ছিনতাই হবে। 'ফিতনাতুস সাবরা' (অর্থাৎ ধনের প্রাচুর্যের কারণে বিলাসিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ার ফিতনা), উক্ত ফিতনার ধোঁয়া কোন এক ব্যক্তির পায়ের নিচ হতে নির্গত হবে। (অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই উক্ত ফিতনার নায়ক হবে)। সে আমার খানদানের লোক বলে দাবি করবে, অথচ সে আমার আপনজনদের মধ্যে হবে না। প্রকৃতপক্ষে পরহেজগার লোকই হলেন আমার বন্ধু। অতঃপর লোকেরা এক ব্যক্তির উপর ক্ষমতা অর্পনে একমত হবে, তারপর আরম্ভ হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিতনা। যখন বলা হবে ফিতনা শেষ হয়ে গেছে, তখন তা এত প্রসারিত হবে যে, আরবের এমন কোন ঘর অবশিষ্ট থাকবে না। যেখানে তারা প্রবেশ করবেনা, (অর্থাৎ প্রতিটি ঘরে তা প্রবেশ করবেই। আর মানুষ তখন এমনভাবে লড়াই করতে থাকবে যে, সে এ কথা জানবে না যে, সেকি সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করছে? নাকি বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এভাবে সব সময় তা চলতে থাকবে। অবশেষে সকল মানুষ দু'টি তাবুতে (দলে) বিভক্ত হয়ে যাবে। একটি দল হবে ঈমানের, এখানে মুনাফেকী থাকবে না। আর অপর দলটি হবে মুনাফেকীর যার মধ্যে ঈমান থাকবে না। যখন উভয়টি একত্রিত হবে, তখন তুমি দাজ্জালের আগমন প্রত্যক্ষ কর, সেই দিনই অথবা পরের দিন আবির্ভূত হবে।"

হাদিস নং ৯৪

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যবীর গাফেকী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি যে, চার ধরনের ফিতনা হবে।

১. ‘ফিতনাতুস সাররা’; (অর্থাৎ প্রাচুর্যের কারণে বিলাসিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ার ফিতনা,

২. ‘ফিতনাতু দ্দরা’ (অর্থাৎ দরিদ্রতার কারণে কষ্টে নিমজ্জিত হয়ে পড়ার ফিতনা),

৩. ‘এই রূপ ফিতনা’ এ কথা বলে তিনি স্বর্ণের খনির কথা আলোচনা করলেন।

অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বংশধর থেকে এমন এক ব্যক্তি আবির্ভূত হবেন, যার হাতে আল্লাহতায়ালা তাদের ক্ষমত ন্যাস্ত করবেন।

হাদিস নং ৯৫

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমার পরে বহু ফিতনা সংঘটিত হবে। তন্মধ্যে একটি হলো, ‘ফিতনায়ে আহলাম’ তাতে পলায়ন হবে, (অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে এমন শত্রুতা দেখা দেবে যে, একে অন্য হতে পলায়ন করতে থাকবে।) এবং তাতে ছিনতাই হবে। অতঃপর এর পরে এমন ফিতনা সংঘটিত হবে যা তার চেয়ে আরো ভয়াবহ হবে। তারপর এমন ফিতনা হবে যে, যখন বলা হবে ফিতনা শেষ হয়ে গেছে, তখন তা এত প্রসারিত হবে যে, প্রত্যেক ঘরে তা প্রবেশ করবেই। এবং প্রত্যেক মুসলমানকে আঘাত করবেই। এরপর আমার বংশধর থেকে কোন এক ব্যক্তি আবির্ভূত হবে।”

হাদিস নং ৯৬

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন চার প্রকারের ফিতনা হবে।

১. দৃষ্টি সম্পন্ন ফিতনা,

২. প্রবৃত্তি ফিতনা,

৩. অন্ধ ফিতনা,

৪. দাজ্জালের ফিতনা।

হাদিস নং ৯৭

হযরত কা'ব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন ধরনের ফিতনা প্রকাশ পাবে, যেমন অনেক ক্ষেত্রে পথচারীকে আটকানো হয়। কিছু ফিতনা প্রকাশিত হবে শাম দেশে, অতঃপর পূর্বদিকে এত মারাত্মক ফিৎনা দেখা দিবে যদ্বারা বড় বড় রাজা বাদশাহগণ সর্শেফুল দেখতে থাকবে। এরপর সাথে সাথে প্রকাশ পাবে পশ্চিমা ফিতনা। অতঃপর হলুদ রংয়ের পতাকা বিশিষ্ট কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে। বর্ণনাকারীর বক্তব্য হচ্ছে, পশ্চিমা ফিতনা হচ্ছে, মূলতঃ অন্ধ ফিতনা।

হাদিস নং ৯৮

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এন্তেকালের পঁচিশ বৎসর পর পর্যন্ত আরবের উম্মানের মাঁথা ঘুরতে থাকবে। এরপর বিভিন্ন ধরনের ফিতনা প্রকাশ পাবে, যার মধ্যে গণহত্যা থেকে শুরু করে সবকিছুই ঘটবে। এরপর মানুষের মাঝে কিছুটা স্বস্তি ও নিরাপত্তা অনুভব হবে। এক পর্যায়ে তারা ঘুরতে ঘুরতে লাটিমের মত স্থির হয়ে যাবে। এরপর এমন ফিতনা প্রকাশ পাবে যা মূলত ব্যাপক হত্যার রূপ নিবে। আমি কিতাবুল্লাহতে উক্ত ফিতনা সম্বন্ধে পেয়েছি, যেটা এমন অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিতনা যা প্রত্যেক মর্যাদা সম্পন্ন লোককে গ্রাস করে নিবে।

হাদিস নং ৯৯

ভিন্নসূত্রে উপরের হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

হাদিস নং ১০০

আবু সালেহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত কা'ব মসজিদে নববীর সংস্কার কাজ চলতে দেখে বললেন, আল্লাহর কসম! আমার ইচ্ছা হচ্ছে, মসজিদে নববীর সংস্কার করা না হোক। কেননা তার একটি গম্বুজ স্থাপন করা হলে আরেকটি গম্বুজ খসে পড়বে। একথা শুনে কা'বকে বলা হলো, হে আবু ইসহাক উক্ত মসজিদে নামায আদায় করলে এক হাজার নামায থেকে বেশি সওয়াব দেয়া হবে একথা কি বলা হয়নি? অর্থাৎ, মসজিদে হারামের পর সওয়াবের দিক দিয়ে কি মসজিদে নববীর অবস্থান নয়। জবাবে হযরত কা'ব (রহঃ) বলেন, হ্যাঁ আমি একথা বলছি। কিন্তু আসমান থেকে জমিনের দিকে যে ফিতনা ধাবমান হচ্ছে, সেটা একেবারে নিকটে এসে পড়েছে। আর মাত্র এক বিঘত পরিমাণ বাকি রয়েছে, যা মসজিদে নববীর সংস্কার কাজ সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে আছড়ে পড়বে। তখনই এই শেখ, অর্থাৎ, হযরত ওসমান ইবনে আফ্‌ফানকে হত্যা করা হবে। একথা শুনে জনৈক লোক বলে উঠল, তার হত্যাকারীর সাথে কি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হত্যাকারীর ন্যায় আচরণ করা হবে না? জবাবে কা'ব (রহঃ) বললেন, লক্ষ বার অথবা তার থেকেও বেশি। এরপর বিশাল, বিস্তৃত এলাকা জুড়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ হতে থাকবে। অতঃপর পশ্চিমা এলাকা এবং পূর্ব দিক থেকে দুই দল সৈন্যের আগমন ঘটবে। উভয়দল 'সিফ্‌ফীন' নামক স্থানে একে অপরের মুখোমুখি হবে এবং তাদের মাঝে তীব্র লড়াই সংঘটিত হবে। অতঃপর তারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির অধীনস্থতা গ্রহণ পূর্বক যুদ্ধে বিরতি দিবে।

হাদিস নং ১০১

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন 'সিফ্‌ফীন' নামক এলাকায় রাস্তার মধ্যে কিছু পাথর দেখতে পেয়ে হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং উক্ত পাথর খন্ডকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকলেন। তার অবস্থা দেখে

সফরসঙ্গীদের একজন বলল, হে আবু ইসহাক! এভাবে কি দেখছেন? জবাবে তিনি বলেন, উক্ত পাথরের যে বৈশিষ্ট রয়েছে সেটা আমি কিতাবে দেখতে পেরেছি যে, উক্ত পাথরের জন্য বণী ইসরাঈল নয় বার যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছে এবং নিঃসন্দেহে আরবরাও অতিসত্ত্বর দশমবারে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে, অথবা পাথরগুলো ছুঁড়ে মারতে হবে, যেমন বনী ইসরাঈলগণ ছুড়ে মেরেছিল।

হাদিস নং ১০২

হযরত আবুল জাল্‌দ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন একের পর এক ফিতনা প্রকাশ পাবে। প্রথম ফিতনা এবং দ্বিতীয় ফিতনা চাবুকের অগ্রভাগের গিঁটের মত হবে যা আঘাত করবে তরবারির ধারালো অংশের মত। এরপর এত ব্যাপক ফিতনা প্রকাশ পাবে, যার মধ্যে সব ধরনের হারাম বস্তুকে হালাল ও বৈধ মনে করা হবে। উম্মতের সকলে কল্যাণ কামনার উপর ঐক্যমত পোষণ করলেও সেটা তাদের প্রতি খুব ধীরে ধীরে আসতে থাকবে, যেন ঘরের ভিতর বসে থেকে তার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে।

হাদিস নং ১০৩

আবুল ওক্কাছ (রহঃ) হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তোমাদেরকে কি আমি 'তারাসসুন' ফিতনা সম্বন্ধে বলবো না, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তারাসসুন' ফিতনা কি? জবাবে তিনি বললেন, যদি কাউকে বাতেলরা দশ প্রকারের বাঁধন দ্বারা কয়েদ করে রাখে তারপরও তার মাধ্যমে আহলে হক্কের অনেক ক্ষতি হবে। তেমনিভাবে যদি কেউ হক্কের কারণে পরিপূর্ণভাবে গ্রেফতার অবস্থায় থাকে তারপরও তার মাধ্যমে বাতেলদের মারাত্মক ক্ষতি হবে।

হাদিস নং ১০৪

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আউফ ইবনে মালেক আমজাঈ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "হে আউফ! কিয়ামতের পূর্বে ছয়টি ফিতনা প্রকাশ পাবে। তার মধ্যে প্রথম ফিতনা হচ্ছে, তোমাদের নবীর ওফাত পাওয়া, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা শুনে আমি কেঁদে উঠলাম। অতঃপর তিনি বললেন, দ্বিতীয় ফিতনা হচ্ছে, বায়তুল মোকাদ্দাসের বিজয় হওয়া। তৃতীয় ফিতনাটি এত ব্যাপক হবে যা শহর এবং গ্রামের প্রতিটি ঘরকেই গ্রাস করে নিবে। চতুর্থ ফিতনা হচ্ছে, মানুষের মধ্যে গণহারে মৃত্যু দেখা দিবে, যেন সকলে ছাগলের মাড়কের ন্যায় মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। পঞ্চম ফিতনা হচ্ছে, লোকজন প্রচুর সম্পদের মালিক হবে। এমনকি কাউকে একশত দিনার দান করা হলেও সে কম মনে করে রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়বে। আর ষষ্ঠ ফিতনা হলো, তোমাদের এবং রোমবাসীদের মাঝে একটা চুক্তি হবে। অতঃপর তারা আশি দলে বিভক্ত হয়ে বারো হাজার সৈন্যের বিশাল কাফেলা সহকারে তোমাদের দিকে ধেয়ে আসবে।"

হাদিস নং ১০৫

সিলা ইবনে যুরার (রহঃ) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন। তাঁকে একজন লোক বলল, "দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটেছে"। একথা শুনে হযরত হোজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, না আল্লাহর কসম! সেটা কক্ষনো হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মাঝে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত থাকবেন, ততক্ষণ দাজ্জাল আসতে পারে না। বিশেষ এক গোত্র দাজ্জালের আগমনের আশা করলেও তার আগমন ঘটবে না। এমনকি কারো কারো নিকট দাজ্জালের আবির্ভাব এতই প্রিয় হবে, যেমন তীব্র গরমের দিন

মানুষের কাছে ঠান্ডা পানি পান করা খুবই প্রিয় হয়। এক পর্যায়ে হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে উম্মতে মুহাম্মদিয়া! অতিসত্ত্বর তোমাদের মাঝে চার প্রকারের ফিতনা প্রকাশ পাবে। তার মধ্যে এককিট হচ্ছে, সাদা-কালো মিশ্রিত ফিতনা। আরেকটি হলো, অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিতনা। তৃতীয়টি হচ্ছে, অমুক অমুক ফিতনা। আর চতুর্থ ফিতনা তোমাদেরকে দাজ্জালের প্রতি ঠেলে দিবে, অতঃপর উক্ত সমতল ভূমিতে দুই দল যুদ্ধে বিগ্রহে লিপ্ত হয়ে পড়বে। আমার জানা নেই উভয় দল থেকে কোন দল সত্য বা হক্বের উপর রয়েছে এবং আমার তূণীরের তীর দ্বারা আমি উভয় দলের কোন দলকে সাহায্য করব।

হাদিস নং ১০৬

বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত তাউস (রহঃ) বলেন, জনৈক লোক হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে জানতে চাইলো যে, এসব কি ঐ ফিতনা যা আপনি আমাদের সামনে বর্ণনা করতেন। উক্ত ঘটনাটি মূলতঃ তখনই, যখন আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আমর ইবনুল আম রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মাঝে কোনো এক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। জবাবে হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এগুলো হচ্ছে, ফিতনার মারাত্মক মারাত্মক অংশসমূহ হতে একটি। অতঃপর বাকি রইল, বড় বড় অন্ধকারচ্ছন্ন ফিতনা, যা গোটা জাতিকে গ্রাস করবে। যারা উক্ত ফিতনার প্রতি মনোনিবেশ করবে তাদেরকে অত্যন্ত নির্মমভাবে আকৃষ্ট করে নিবে। উক্ত ফিতনাকালীন যারা বসে থাকবে তারা দন্ডায়মান থাকা লোকজন থেকে উত্তম, আর একস্থানে দাড়িয়ে থাকা লোক চলাচলকারী থেকে ভালো। স্বাভাবিক গতি সম্পন্ন লোক দ্রুতগামী থেকে অনেক উত্তম। ফিতনা সম্বন্ধে মন্তব্যকারী থেকে নীরবতা অবলম্বনকারী উত্তম আর উক্ত ফিতনার সময় ঘুমন্ত ব্যক্তি অনেক ভালো জাগ্রত লোক থেকে।

০২ ফিতনাকালীন মানুষ কান্ডজ্ঞানহীন হওয়া প্রসঙ্গে

হাদিস নং ১০৭

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনু ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের পূর্বে এমন ফিতনা প্রকাশ পাবে, যার দ্বারা মানুষের জ্ঞান লোপ পাওয়ার উপক্রম হবে। এমনকি তখন অনেক তালাশ করেও কোনো জ্ঞানী লোক পাওয়া যাবে না।" এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয় প্রকার ফিতনার কথা উল্লেখ করেছেন।

হাদিস নং ১০৮

হযরত উমাইর ইবনে হানী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তৃতীয় ফিতনা হলো অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিতনা। সে ফিতনাতে লোকজন এমনভাবে যুদ্ধ করবে যে, সে জানবে না সে কি সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে? নাকি বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।"

হাদিস নং ১০৯

হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের অন্তরে ফিতনাসমূহ এমনভাবে প্রবেশ করবে, যেমন আঁশ একটির পর আরেকটি বিছানো হয়ে থাকে। (রাবী ফাযারী বলেন) হাসীর হলো রাস্তা। সুতরাং যে অন্তর তাকে স্থান দেয় না তাতে একটি সাদা দাগ পড়ে। আর সেই অন্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা প্রবেশ করে তাতে একটি কালো দাগ পড়ে। ফলে মানুষের অন্তরসমূহ পৃথক পৃথক দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক প্রকার অন্তর হয় মর্মর পাথরের ন্যায় শ্বেত, যাকে আসমান ও জমীন বহাল থাকা পর্যন্ত (অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত) কোনো ফিতনাই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকার অন্তর হয় কয়লার মতো কৃষ্ণ। যেমন উপুড় হওয়া পাত্রের ন্যায়, যাতে কিছুই ধারণ করার ক্ষমতা থাকে না।

(তিনি বললেন যেমন তার হাত দ্বারা উল্টানো হয়) তা ভালোকে ভালো জানার এবং মন্দকে মন্দ জানার ক্ষমতা রাখে না, ফলে কেবলমাত্র তাই গ্রহণ করে যা তার প্রবৃত্তির চাহিদা হয়। তার সম্মুখে একটি আবদ্ধ দরজা হবে। আর সেই দরজাটি হলো এমন ব্যক্তি যে, হত্যা হওয়ার অথবা নিহত হওয়ার উপক্রম হবে। এটি এমন হাদীস যা কোন গোলক ধাঁধা নয়।

হাদিস নং ১১০

হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ফিতনা মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে, তখন সেই অন্তর তাকে প্রথমবার স্থান দেয় না তাতে একটি সাদা দাগ লিখা হয়। আর যে অন্তর প্রথমবার তাকে স্থান দেয়, তখন তাতে একটি কালো দাগ লিখা হয়। অতঃপর আবার ফিতনা মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে, যদি তাকে স্থান না দেয়, যেমন প্রথমবারে দেয়নি, তখন তাতে একটি সাদা দাগ পড়ে। আর যদি তাকে স্থান দেয় যেমন প্রথমবারে দিয়েছিল, তখন তাতে একটি কালো দাগ পড়ে। অতঃপর পুনরায় ফিতনা মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে, যদি তাকে স্থান না দেয়, যেমন আগের দুইবার দেয়নি, তখন তাতে আরো বেশী সাদা ও বেশী স্বচ্ছ দাগ পড়ে। ফলে কখনো ফিতনা তাকে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তাকে স্থান দেয় যেমন প্রথম দুই বার দিয়েছিল, তখন তাতে একটি কালো দাগ পড়ে বরং পুরো অন্তর একেবারে বেশী কয়লার মত কালো হয়ে যায়। অতঃপর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া হবে। ফলে তা ভালকে ভাল জানার এবং মন্দকে মন্দ জানার ক্ষমতা রাখে না।

হাদিস নং ১১১

হযরত আবু হারুন আল-মাদীনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন ভালকে মন্দ মনে করতে থাকবে, আর মন্দকে ভাল মনে করতে থাকবে, তখন তোমাদের কী অবস্থা হবে?" লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো ইয়া রাসূলুল্লাহ, এমনটা ঘটবে কী? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হ্যাঁ, ঘটবে।"

হাদিস নং ১১২

আবু মা'লাবা খুশনী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামতের আলামতসমূহ থেকে কিছু আলামত হচ্ছে, মানুষের জ্ঞান হ্রাস পাবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং মানুষের মধ্যে পেরেশানী বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

হাদিস নং ১১৩

হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় আমার পরে আমার উম্মতকে ফিতনাসমূহ এমনভাবে ছেয়ে ফেলবে যে, তাতে মানুষের অন্তর মরে যাবে, যেমন তার দেহ মরে যায়।"

হাদিস নং ১১৪

হযরত আবুয্ যাহেরিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কোনো গোত্রের উপর ফিতনা আসতে থাকে তাহলে তাদের মাঝে নবী থাকলে তিনিও আক্রান্ত হয়ে পড়বে। প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞান লোপ পেয়ে যাবে। প্রত্যেক সিদ্ধান্তদাতার সঠিক সিদ্ধান্তে ঘাটতি দেখা যাবে। আর প্রত্যেক বুঝমান ব্যক্তির বুঝের মধ্যেও পরিবর্তন এসে যাবে। এভাবে যতদিন আল্লাহর ইচ্ছা ততদিন চলতে থাকবে। এরপর আল্লাহতা'আলা তাদের জ্ঞান, বুদ্ধি এবং বিবেক ফিরিয়ে দিতে থাকবেন। ফলে নির্বুদ্ধিতার কারণে তারা যে সবকিছু থেকে মাহরুম হয়েছে তার জন্য আফসোস করতে থাকবে। অতঃপর হাদীস বর্ণনকারী বলেন, তাদের জ্ঞানীদের মধ্যে স্বল্পসংখ্যকই বাকি থাকবে।

হাদিস নং ১১৫

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের পূর্বে বিশেষ কিছু হত্যার কথা আলোচনা করেছেন। এমনকি মানুষ তার

প্রতিবেশি, ভাই এবং চাচাতো ভাইকেও হত্যা করবে। এক পর্যায়ে সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করেন, সেদিন কি আমাদের সাথে আমাদের জ্ঞান থাকবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সে যুগের অধিকাংশ লোকের জ্ঞান ছিনিয়ে নেয়া হবে। মানুষের মধ্যে নির্বোধ ও বোকারাই বাকি থাকবে। তারা নিজেদেরকে খুবই তুচ্ছ মনে করবে। আসলেই তারা অত্যন্ত তুচ্ছ হবে।"

হাদিস নং ১১৬

উমাইদ ইবনে মুতাসাম্মাছ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি উল্লিখিত হাদীস; যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা বলা হয়নি। তবে উক্ত হাদীসের শেষে উল্লেখ রয়েছে, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের থেকে ওয়াদা নিয়েছেন।

হাদিস নং ১১৭

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি তোমাদের উপর ভয় করছি ফিতনা সম্পর্কে যেন তা ধোঁয়া। তাতে মানুষের অন্তর মরে যাবে, যেমন তার দেহ মরে যায়।

হাদিস নং ১১৮

হযরত আবু যর আব্দুর রহমান ইবনে ফুজালা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কাবিল তার ভাই হাবিলকে হত্যা করে তখন তার জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে লোপ পেয়েছিল এবং তার অন্তর একেবারে বুদ্ধিশুন্য হয়ে গিয়েছিল। যার জন্য সে মৃত্যু পর্যন্ত পেরেশান ছিল।

হাদিস নং ১১৯

হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। কেউ তাকে একদিন জিজ্ঞাস করে যে, কোন ধরনের ফিৎনা সবচেয়ে মারাত্মক ও ভয়াবহ? তিনি বললেন, যখন তোমার অন্তরে কল্যাণ-অকল্যাণ উভয়টি পেশ

করা হবে, আর তুমি কোনটি গ্রহণ করবে তা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্ধে পতিত হবে।

হাদিস নং ১২০

আবু আম্মার হযরত হোজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মানুষের মাঝে এমন একযুগ আসবে, সকালে মানুষ বিচক্ষণ থাকবে, সন্ধ্যা হতে হতে সে পরিপূর্ণরূপে বোকা হয়ে যাবে।

হাদিস নং ১২১

হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঘোর অন্ধকার রাত্রির টুকরোর ন্যায় এই ফিতনা আবির্ভূত হবে। যখনই তন্মধ্যে থেকে কোন এক ধরনের ফিতনা চলে যাবে, তখন আরেক প্রকার ফিতনা আসবে। তাতে মানুষের অন্তর মৃত্যুবরণ করবে যেমন তার দেহ মৃত্যুবরণ করে।

হাদিস নং ১২২

হযরত আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, হে লোক সকল! নিঃসন্দেহে তোমাদের মাঝে এমন এক ফিতনা প্রকাশ পাবে, যা পরস্পর মহব্বত ভালোবাসাকে নষ্ট করে দিবে। তখন খুবই ধৈর্য্যশীল লোক পর্যন্ত ছোট্ট শিশুর ন্যায় অধৈর্য্য হয়ে যাবে। তোমাদের মধ্যে এমন অস্থিরতা যা মূলতঃ পেটের পীড়ার আকার ধারণ করবে আর সেটা থেকে মুক্তির কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হাদিস নং ১২৩

হযরত আবু সা'লাবা আল খুশনী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা দুনিয়ার এমন পণ্যের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যা তোমাদের ঈমান ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা সেদিন দৃঢ়তার সহিত আল্লাহতা'আলার উপর পরিপূর্ণ ঈমান রাখতে পারবে, তাদের কাছে ফিতনা ধবধবে সাদা অবস্থায় প্রকাশ পাবে। আর যারা সেদিন আল্লাহতা'আলার ক্ষেত্রে সন্দিহান

হবে, তাদের কাছে ফিতনাটি অন্ধকারাচ্ছন্ন কালো বর্ণ ধারণ করে আসবে। তারপর যেকোনো জনপদের উপর চলতে গিয়ে সামান্যতমও আল্লাহকে ভয় করবে না।

হাদিস নং ১২৪

হযরত কাসীর ইবনে যুররা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছে, "বালা-মসিবতের নিদর্শন এবং কিয়ামতের আলামত হচ্ছে, মানুষের জ্ঞান নষ্ট হয়ে যাবে, বুদ্ধি হ্রাস পাবে, পেরেশানী বেড়ে যাবে, হক্কের আলামতগুলো উঠিয়ে নেয়া হবে এবং জুলুম প্রকাশ্যরূপ ধারণ করবে।"

হাদিস নং ১২৫

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পঞ্চম ফিতনা হলো, অন্ধ ফিতনা, পূর্ণ বধির ফিতনা, তাতে মানুষ চতুষ্পদ প্রাণীর মত হবে।

হাদিস নং ১২৬

দ্বিতীয় সূত্র থেকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একই হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

হাদিস নং ১২৭

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, চতুর্থ ফিতনা হচ্ছে এমন যা মানুষের সাথে চামড়ার ন্যায় মিশ্রিত হয়ে যাবে। বালা-মসিবত মারাত্মক আকার ধারণ করবে। এ পর্যায়ে তারা সৎ কাজকে ভালো জানবে না এবং অসৎ কাজকে খারাপ জানবে না।

হাদিস নং ১২৮

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমার পরে তোমাদের নিকট চার ধরনের ফিতনার আগমন ঘটবে। তার মধ্যে চতুর্থ ফিতনা হচ্ছে, লাগাতার বধির-অন্ধত্বের ফিতনা, যা মানুষের সাথে চামড়ার ন্যায় মিশ্রিত হয়ে থাকবে। এমনকি এসময় অসৎ কাজকে সৎ মনে করা হবে এবং অসৎ কাজকে সৎ কাজ মনে করা হবে। তাদের অন্তরসমূহ এমনভাবে মৃত্যুবরণ করবে যেমন তাদের শরীর মারা যায়।

হাদিস নং ১২৯

হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় আমি ইচ্ছা করছি, আমার কাছে যদি স্বর্ণের ন্যায় উজ্জল অন্তর বিশিষ্ট একশত লোক থাকবে, যাদেরকে নিয়ে আমি বিশাল এক পাথরে আরোহণ করব। অতঃপর তাদের একটি হাদীস বয়ান করব, যার দ্বারা পরবর্তীতে কখনো কোনো ফিতনা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। এরপর আমি এমনভাবে গায়েব হয়ে যাব, আমাকে তারা কখনো দেখবে না আর আমিও তাদেরকে কখনো দেখবো না।

হাদিস নং ১৩০

হযরত হোজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে ফিতনা মানুষের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করবে। যেসব অন্তর এসব ফিতনা গ্রহণ করবে, তাদের অন্তরে একটি কালো দাগ লেগে যাবে এবং যেসব অন্তর উক্ত ফিতনাকে গ্রহণ করবে না, তাদের অন্তরে একটি উজ্জল দাগ প্রকাশ হবে। তোমাদের মধ্যে যাদের উক্ত ফিতনা সম্বন্ধে জানার আগ্রহ থাকবে, না হয় থাকবে না; তারা যেন গভীরভাবে উপলব্ধি করে। তারা হালাল কোনো বিষয়কেও দেখলে হারাম মনে করবে এবং হারাম কোনো বিষয়কে দেখলে হারাম মনে করবে। তাহলে বুঝতে হবে তারা উক্ত ফিতনার সম্মুখীন হয়ে

পড়েছে। এরপর হযরত হোজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কোনো মানুষ সকালে বিচক্ষণ হিসেবে থাকলেও সন্ধ্যা হতে হতে তার এমন অবস্থা হবে সে নিজের পশম পর্যন্ত দেখতে পাবে না।

হাদিস নং ১৩১

হযরত তাবী (রহঃ) হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন আনুমানিক একশত ষাট বৎসর হবে, তখন জ্ঞানী লোকের জ্ঞান এবং বিচক্ষণ লোকের বিচক্ষণতা ব্যাপকভাবে লোপ পেতে থাকবে।

হাদিস নং ১৩২

হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফিতনাকালীন হক্ব-বাতিল উভয়টা একটি আরেকটির সাথে মিশ্রিত হয়ে যাবে কিন্তু যারা হক্বকে যথাযথভাবে জানবে এবং বুঝবে, কোনো ধরনের ফিতনা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

হাদিস নং ১৩৩

হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের পূর্বের ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। হযরত আবু মুসা আশআ'রী বলেন, আমি বললাম, আমাদের মাঝে তো আল্লাহর কিতাব তথা কুরআন মাজীদ রয়েছে (অর্থাৎ তা সত্ত্বেও কি ফিতনা হবে)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হ্যাঁ, তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব রয়েছে" (অর্থাৎ তা সত্ত্বেও ফিতনা আসবে)। আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, আমাদের সাথে তো আমাদের বিবেক রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হ্যাঁ, তোমাদের সাথে রয়েছে" (অর্থাৎ তা সত্ত্বেও ফিতনা আপতিত হবে)।

হাদিস নং ১৩৪

হুজাইল ইবনে শুরাইবীল (রহঃ) বলেন, একদিন হযরত আবু মাসউদ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে জানতে চাইলেন যে, এমন কোনো বিষয় সম্বন্ধে আমাদেরকে সংবাদ দিয়ে যান, যার পর আমরা সেটার উপর আমল করতে পারি। জবাবে হযরত হোজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নিঃসন্দেহে পরিপূর্ণ পথভ্রষ্টতা হচ্ছে, তুমি যখন অসৎ জিনিসকে সৎ মনে করবে এবং সৎ বিষয় অসৎ মনে করবে। অতঃপর তুমি পর্যবেক্ষণ করবে, আজকে কিসের উপর রয়েছ। পরবর্তীতেও সেটাকে আঁকড়িয়ে ধরবে। তখন কখনো কোনো ফিতনা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

হাদিস নং ১৩৫

আমের (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত হোজায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সবচেয়ে মারাত্মক ও কঠিন ফিতনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, যখন তোমার অন্তরে ভাল এবং খারাপ বিষয় পেশ করা হয় আর তুমি সংশয়ের মধ্যে থাকো যে, কোনটা গ্রহণ করবে। তখনই মনে কর যেন কঠিন ফিতনার সম্মুখীন হয়েছো।

হাদিস নং ১৩৬

ইবরাহীম ইবনে আবু আবলা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট হাদীস পৌঁছেছে যে, নিঃসন্দেহে কিয়ামত এমন কিছু লোকের উপর সংঘটিত হবে, যাদের জ্ঞান হবে চড়ুই পাখির জ্ঞানের ন্যায়।

হাদিস নং ১৩৭

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বলেন, অনেক কম যুদ্ধে তোমরা বিজয় লাভ করতে পারবে। প্রথম জিহাদ হবে তোমাদের হাতের মাধ্যমে, এরপরের জিহাদ হবে তোমাদের মুখের দ্বারা, এরপরের জিহাদ চালাতে থাকবে কেবলমাত্র তোমাদের অন্তর দ্বারা। অতঃপর

যে অন্তর সৎ কাজকে সৎকাজ এবং অসৎ কাজকে অসৎকাজ হিসেবে বুঝতে পারবে না, তারা উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তরে পরিণত হবে।

হাদিস নং ১৩৮

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোনো অন্তর ভালো কাজকে ভালো এবং খারাপ কাজকে খারাপ হিসেবে জানবে না, তার অধঃপতন শুরু হতে থাকে। অতঃপর যে উচ্চতায় উপনিত হোক না কেন নিম্নমুখী হতে থাকবে।

হাদিস নং ১৩৯

হযরত আবু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, সেই অন্তর সম্বন্ধে তোমাদের কি ধারণা, যে অন্তর এক সময় উপুড় হয়ে পতিত হয়ে পড়বে।

হাদিস নং ১৪০

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুছর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তোমাদের অবস্থা কি হবে? যখন তোমরা বিশজন বা তার চেয়েও অধিক লোককে দেখবে যে, তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে না।

০৩ মানুষের মধ্যে বালা-মসিবত অধিকহারে দেখা গেলে মৃত্যু কামনা করার ব্যাপারে শিথিলতা প্রসঙ্গে

হাদিস নং ১৪১

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "কিয়ামত সংঘটিত হবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মানুষ অন্যের কবরের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করার সময় বালা-মসিবত ও ফিতনার কারণে এ আশা করবেনা যে, হায়! আমি যদি এ কবরের বাসিন্দা হতাম!"

হাদিস নং ১৪২

হযরত আবু হুমায়দ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলছে শুনেছি যে, অবশ্যই তোমাদের উপর এমন দিন আসবে, যে তোমাদের মধ্যে কেউ যখন তার কোন ভাইয়ের কবরের পাশ দিয়ে হাঁটবে, তখন সে বলতে থাকবে হায়! আমি যদি তার স্থানে হতাম।

হাদিস নং ১৪৩

হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে এমন এক যুগ আসবে, মানুষ কারো কবরে এসে সেখানে শুয়ে পড়বে এবং বলতে থাকবে, হায়! আমি যদি এ কবরের একজন সদস্য হতাম! এটা অবশ্যই আল্লাহতা'আলার সাথে অগ্রীম সাক্ষাতের আশায় নয়, বরং সেটা হবে মারাত্মক মারাত্মক বালা-মসিবত দেখার কারণে।

হাদিস নং ১৪৪

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতদিন না কোন ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে।

অতঃপর বলতে থাকবে হায়! আফসুস যদি আমি তোমার জায়গায় হতাম” (তাহলে কতইনা ভাল হত)।

হাদিস নং ১৪৫

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের উপর এমন যামানা আসবে যে, তখন তাতে তাদের কারো কাছে উত্তপ্ত গরমের দিনে ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করার চেয়ে মৃত্যুবরণ করা বেশি পছন্দ করবে, অতঃপর সে মৃত্যুবরণ করবে না।

হাদিস নং ১৪৬

হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে এমন এক যুগ আসবে, মানুষ অন্যদের কবরে এসে পশুর ন্যায় গড়াগড়ি খেতে থাকবে এবং খুবই আশাবাদী হয়ে বলবে, হায়! আমি যদি এ কবরের বাসিন্দা হতাম! এটা অবশ্যই আল্লাহতা’আলার সাথে সাক্ষাতের আশায় নয়, বরং এটা হচ্ছে মারাত্মক বালা-মসিবতের সম্মুখীন হওয়ার কারণে।

হাদিস নং ১৪৭

ভিন্নসূত্রে উপরের হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

হাদিস নং ১৪৮

হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ কোনো কবরের কাছে এসে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় গড়াগড়ি দিয়ে বলবেনা যে, হায়! আমি যদি এ কবরের বাসিন্দা হতাম।

হাদিস নং ১৪৯

হযরত আবতাত ইবনে মুনজির, আবু আশুরা আল হাজরামী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যদি তোমাদের হায়াত দীর্ঘ হয়, তাহলে তোমাদের

হয়তো তার ভাইয়ের কবরে এসে তার থেকে উপকৃত হতে চেষ্টা করবে এবং বলবে, হায়! আমি যদি তোমার স্থলে হতাম তাহলে অবশ্যই মুক্তি পেয়ে যেতাম। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আবু আযবাহ! গোত্রে নতুন কোনো সন্তান জন্মলাভ করলে তাকেও কি ঐ ফিতনা গ্রাস করে নিবে। জবাবে তিনি বললেন, এক প্রান্ত হতে তোমাদেরকে দুশমন হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকবে। এহেন পরিস্থিতিতে অন্য প্রান্ত হতে দুশমনের আরেকদল হামলা করে বসবে। তখন তোমাদের হুশ থাকবেনা যে, কোন দুশমন থেকে পলায়ন করবে। তখনই মূলতঃ উল্লিখিত সুরত প্রকাশ পাবে।

হাদিস নং ১৫০

আবু আযবা হাজরামী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি তোমাদের সামান্য একটু হায়াত বৃদ্ধি পায় তাহলে হয়তো এমন অবস্থা হবে, তোমাদের কেউ তার বন্ধুর কবরে এসে উক্ত কবরবাসীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বলবে, হায়! আমি যদি তোমার স্থলে হতাম তাহলে নিঃসন্দেহে মুক্তি পেয়ে যেতাম।

হাদিস নং ১৫১

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতিসত্ত্বর সমুদ্র এত বেশি কঠিন হবে, যার কারণে তার উপর কোনো জাহাজ চলতে পারবেনা এবং তেমনিভাবে স্থলভাগও এমন কঠিন হয়ে উঠবে ফলে কেউ তার উপর দিয়ে অতিক্রম করে নিজের ঘর পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।

হাদিস নং ১৫২

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নিঃসন্দেহে মানুষের মাঝে এমন এক যুগ আসবে, যখন মানুষ বিভিন্ন ধরনের বালা-মসিবতের সম্মুখীন হওয়ার কারণে আকাঙ্খা করবে, সে এবং তার পরিবার যেন বোঝাই করা মালবাহি জাহাজে আরোহণ করবে এবং উক্ত জাহাজটি সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালায় সমুদ্রে দুলতে থাকবে।

হাদিস নং ১৫৩

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের মাঝে এমন এক যুগ আসবে, সম্মানী, সম্পদশালী ও পরিবার-পরিজনওয়ালা লোক পর্যন্ত মৃত্যু কামনা করবে। যেহেতু তারা তাদের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে নানা ধরনের বালা-মসিবতের সম্মুখীন হবে।

হাদিস নং ১৫৪

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা এ পৃথিবীতে শুধুমাত্র ফিতনা ও বালা-মসিবতই দেখতে পাবে। যেকোনো বিষয় ধীরে ধীরে কঠিন হতে থাকবে। নেতৃত্বাস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে কঠোরতাই দেখতে পাবে। এমন বিষয় দেখবে যা তোমাদেরকে ভীতিকর করে তুলবে। কিন্তু তার পরবর্তী ধাপ এর থেকে আরো কঠিন ও ভয়াবহ হয়ে উঠবে।

হাদিস নং ১৫৫

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন সময় আসন্ন হবে যে, ওলামাগণের নিকট লাল বর্ণের স্বর্ণের চেয়েও মৃত্যু বেশী পছন্দনীয় হবে।

হাদিস নং ১৫৬

হযরত উমায়র ইবনে ইসহাক বলেন, আমরা আলোচনা করতেছিলাম যে, মানুষের থেকে সর্বপ্রথম ভালোবাসা (বন্ধুত্ব) উঠে যাবে।

হাদিস নং ১৫৭

হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ফিতনার আলোচনা শুনেছি। অতঃপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ তা কখন হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “যখন কোন ব্যক্তি তার বন্ধু থেকে নিরাপদ পাবে না।”

হাদিস নং ১৫৮

হযরত হামাম ইবনে ওতাইবা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে এমন এক যুগ আসবে, যার দ্বারা কোনো বিজ্ঞলোকের চক্ষু শীতল হবে না।

হাদিস নং ১৫৯

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তোমরা দেখবে বিনা অপরাধে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে, মিথ্যার কারণে মানুষকে টাকা-পয়সা দেয়া হচ্ছে। আর মানুষের মধ্যে নাস্তিক মুরতাদ হওয়া, সন্দেহ করা ও অভিশাপ দেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে তখন তোমাদের মধ্যে যারা মারা যেতে চাও তারা যেন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে।

হাদিস নং ১৬০

হযরত আবু সালামা (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি যে, মানুষের উপর এমন এক যামানা আসবে যে, তখন আলেমের কাছে লাল স্বর্ণের চেয়েও মৃত্যু বেশী পছন্দনীয় হবে।

হাদিস নং ১৬১

হযরত যায়েদ ইবনে ওয়াহাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছেন, নিঃসন্দেহে ফিতনা ধীরে ধীরে একের পর এক আসতে থাকবে। উক্ত ফিতনার সময় যারা মারা যেতে চায় তারা যেন মৃত্যু গ্রহণ করে নেয়।

হাদিস নং ১৬২

হযরত যায়েদ ইবনে ওয়াহাব, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন,

ফিতনার স্থিতিশীলতা হচ্ছে, যখন তরবারিকে খাপবদ্ধ করা হয় আর ফিতনার তীব্রতা হচ্ছে, যখন তরবারিকে খাপমুক্ত করে নাঁঙ্গা করা হবে।

হাদিস নং ১৬৩

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফিতনার জন্য কিছুটা স্থিতিশীলতা ও কিছুটা তীব্রতা রয়েছে। এ ধরনের তীব্র ফিতনার সময় কেউ মৃত্যুবরণ করতে চাইলে যেন মৃত্যুকে গ্রহণ করে।

হাদিস নং ১৬৪

হযরত আবু উসমান (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে বসা ছিলাম। হঠাৎ তার উপর চড়ুই পাখির মল এসে পড়লে তিনি সেগুলোকে তার আঙ্গুলে উঠিয়ে নিয়ে বললেন, আমার কাছে আমার পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি মৃত্যুবরণ করা এর থেকেও অনেক সহজ। এরপর বর্ণনাকারী বললেন, আল্লাহর কসম! তাঁর এ কথার দ্বারা কি উদ্দেশ্য আমরা বুঝতে পারলাম না। এক পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের ফিতনা আসতে থাকল। অতঃপর আমরা বললাম, এটা সেই ফিতনা তাদের উপর পতিত হতে থাকে।

হাদিস নং ১৬৫

হযরত আবুল আহওয়াছ (রহঃ) বলেন, একদা আমরা বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ঘরে গিয়ে দেখি তার সন্তানদেরকে নিয়ে তিনি বসে আছেন। তার ছেলেগুলো দেখতে উজ্জ্বল দিনারের ন্যায় সুন্দর। তাদের সৌন্দর্য দেখে আমরা খুবই আশ্চর্য হতে থাকলাম। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ আমাদেরকে বললেন, মনে হয় তোমরা এদের কারণে আমার উপর ঈর্ষান্বিত হয়েছ। জবাবে আমরা বললাম, আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে এমন ছেলেদের ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ঈর্ষা করবে। আমাদের কথা শুনে তিনি তার ছোট্ট ঘরটির ছাদের দিকে মাথা

উঠালেন। এদিকে ঘরের জীর্ণ ছাদে কিছু পাখি বাসা বেঁধেছে এবং উক্ত বাসায় ডিমও দিয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন, কসম সে সত্ত্বার, যার হাতে আমার জীবন! আমার এ সন্তানদের কবরে মাটি দেয়া আমার নিকট অনেক-অনেক পছন্দনীয়, এদের উপর ঐ হিংস্র পাখির বাসাগুলো পতিত হয়ে তাদের ডিম ভেঙ্গে যাওয়া থেকে। উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত ইবনুল মোবারক বলেন, এটা মূলতঃ তাদের উপর আসন্ন ফিতনার ভয়ে বলেছেন।

হাদিস নং ১৬৬

হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে আবুত তোফাইল! তোমার কি অবস্থা হবে, যখন আমাদের উপর বিভিন্ন ধরণের ফিতনা আসতে থাকবে। তখন সর্বোত্তম মানুষ হবে, প্রত্যেক ধনী লোক যারা তাদের ধনাঢ্যতা গোপন রাখবে। অতঃপর আবুত তোফাইল (রহঃ) বলেন, তখন কি অবস্থা হবে? নিশ্চয় সেটা আমাদের প্রতি এমন দার করা যার দ্বারা মানুষ নিম্নস্তরে পতিত হবে এবং নিক্ষিপ্ত হবে অনেক গভীরে।

হাদিস নং ১৬৭

হযরত নোমান ইবনে মোকাররিনি (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "ফিতনা এবং যুদ্ধবিগ্রহকালীন যারা এবাদতের ওপর অটল থাকবে, তারা আমার প্রতি হিজরত করার প্রতিদান প্রাপ্ত হবে।"

হাদিস নং ১৬৮

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহতা'আলার কাছে অতি পছন্দনীয় বস্তু হচ্ছে 'আল গুরাবা'। অর্থাৎ গরীব-মিসকীনগণ। তার কাছে গুরাবা কারা জানতে চাইলে, জবাবে তিনি বললেন, যারা তাদের দ্বীন সহকারে এদিক সেদিক পলায়ন ও আত্মগোপন করতে থাকবে। এক পর্যায়ে হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) এর সাথে মিলিত হবে।

হাদিস নং ১৬৯

হযরত কিনানা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রবীয়ার অধীন থাকাকালীন একদা হয়রত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তার কিছু আসহাবকে সাথে নিয়ে আমাদের কাছে আসলেন। এদিকে আমাদের গোত্রপতিগণ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে মিলিত হলেন এবং আমরা সকলে একত্রিত হয়ে পরামর্শ করছিলাম। আমাদের কেউ কেউ বলল, হয়তবা আমরা এর সাথে গিয়ে থাকলে আমাদের সরদারগণ আলীর সাথে থাকবে। তখন আমরা তাদের সাথে কিভাবে মোকাবেলা করব! আমরা আবার বললাম, আমরা মোকাবেলার জন্য বের হলে উভয় দল যখন একে অপরের সামনা সামনি হবে তখন আমরা তাদের সাথে মিলিত হয়ে যাব। আবার আমাদের কেউ কেউ পরামর্শ দিল, এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে পারছি না। তাহলে এমন হতে পারে যে, আমরা তাদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করব, অনুমতি মিললে আমরা নিরাপদে পৌঁছে যেতে পারব। না হয় আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকব। এক পর্যায়ে আমাদের দলবল সহকারে হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে এসে বললাম, আমাদের মুসলমানগণ কাদের সাথে থাকবে। জবাবে তিনি বললেন, কেন! তাদের মাওলার সাথে থাকব। তার কথা শুনে আমরা বললাম, আমাদের মওলাগণ হযরত আলীর সাথে রয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এটা শুনে তার অবস্থা এমন হল যেন আমরা তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করলাম। এরপর বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, আমরা এটাকেই ভয় করে আসছিলাম।

হাদিস নং ১৭০

হযরত আবু সালেহ থেকে বর্ণিত। যখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কিছু বাহাদুর পুরুষের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলেন। তখন বললেন, এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বিশ বৎসর পূর্বে মৃত্যুবরণ করাটাই আমার নিকট অতি পছন্দনীয় ছিল।

হাদিস নং ১৭১

হযরত হাসান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ধারণা করেন, তিনি যে আমল করেছেন কোন আমলই করেননি। এবং আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু ধারণা করেন, তিনি যে আমল করেছেন, কেমন যেন কোন আমলই করেননি। অনুরূপ ত্বলহা রাদিয়াল্লাহু আনহুও ভয় করেন, তিনি যে আমল করেছেন, কেমন যেন কোন আমলই করেননি এবং যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুও তদ্রুপ ধারণা করেন, তিনি যে আমল করেছেন কেমন যেন কোন আমলই করেননি। তারা সকলে এমন এক জাতির নিকট অবতরণ করলেন যাদের গ্রন্থসমূহ সুসজ্জিত, আখেরাতবাসী। তখন তারা এদের মাঝে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিলেন।

হাদিস নং ১৭২

হযরত ঈসা ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে আমর ইবনে মুররার নিকট হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন আব্দুল্লাহ আমর বলেন, আমি তাঁকে ব্যতিত আর কারো নিকট এই বিষয়ে বার বার বলতে দেখিনি, আমি এই আয়াত পড়তেছিলাম, *“নিশ্চয় আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর কিয়ামত দিবসে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ঝগড়া করবে” (যুমার, ৩১)*। আর আমার ধারণা ছিল, এটা আহলে কিতাবদের সম্পর্কে। এক পর্যায়ে আমাদের কতিপয় লোক কতিপয় লোকদের চেহারায় তরবারী দ্বারা আঘাত হানল। তখন আমাদের বুঝতে আর বাকি রইল না যে এটা আমাদের মধ্যে হবে।

হাদিস নং ১৭৩

হযরত হাসান থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর বাণী বলেন *“এবং সেই বিপর্যয়কে ভয় কর, যা বিশেষভাবে তোমাদের মধ্যে যারা জুলুম করে কেবল তাদেরকেই আক্রান্ত করবে না।”* বলেন আল্লাহর শপথ, নিশ্চয়ই জাতি জানে যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, আর তা হল, এই ফিৎনার সাথে একদল

লোক রুক্ষভাষা ব্যবহার করবে।

হাদিস নং ১৭৪

হযরত কয়েস বিন উবাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললাম, এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাকে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন? তখন তিনি বলেন, এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এমন কোন প্রতিশ্রুতি দেননি যা মানুষের সাথে করেননি। তবে মানুষ হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর উপর আক্রমণ করে শহীদ করে ফেলেন। তাই তাদের এ কর্ম খুবই খারাপ এবং আমার কর্মও খারাপ। তখন আমি দেখলাম এ ব্যাপারে আমি বেশী হকদার, তাই আমি তার উপর লাফিয়ে পড়লাম। সুতরাং আল্লাহতা'য়ালাই এ ব্যাপারে সর্বজ্ঞ যে আমরা ভুল করেছি না সঠিক করেছি।

হাদিস নং ১৭৫

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেতৃত্বের ব্যাপারে আমাদের কোন সিদ্ধান্ত দেননি যার উপর আমরা আমল করব। এ বিষয়টি আমি নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সুতরাং যদি তা সঠিক হয়, তাহলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি তা ভুল প্রমাণিত হয় তাহলে এর দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তাবে।

হাদিস নং ১৭৬

আবু হাশেম আল কাসেম বিন কাসির থেকে বর্ণিত। আমাদেরকে কয়েস খারেফি বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পরবর্তীতে এক ফিৎনা গ্রাস করেছে। আর তা উহা, যা আল্লাহতা'আলা চেয়েছেন।

হাদিস নং ১৭৭

মুহাম্মাদ বিন উবাইদুল্লাহ বর্ণনা করেন, আমি আবুদ দুহাকে, হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আলোচনা করতে শুনেছি, তিনি সুলাইমান ইবনে সুরাদকে বলেন, আমি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখেছি, যখন যুদ্ধ তীব্রবেগে লেগে গেল তখন তিনি আমার নিকট আশ্রয় নিয়ে বললেন, হে হাসান! হায় আফসোস যদি এর বিশ বৎসর পূর্বে আমি ইন্তেকাল করতাম।

হাদিস নং ১৭৮

হযরত তামীম ইবনে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমাকে সুলাইমান ইবনে সুরাদ আল খুযায়ী বলেন। আমাকে হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখলাম যখন পুরুষের মাঝে তরবারী উঠে পড়ল, তখন তিনি আমার নিকট সাহায্য চেয়ে বললেন, হে হাসান! হায় আফসোস আমি যদি এই দিনের বিশ বৎসর পূর্বে ইন্তেকাল করতাম।

হাদিস নং ১৭৯

হযরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমীরুল মুমিনীন এক বিষয়ে ইচ্ছা পোষণ করেছেন। তখন ঐ বিষয়টি পর্যায়ক্রমে আসতে লাগল। তখন তিনি আর কোন উপায় খুঁজে পেলেন না।

হাদিস নং ১৮০

হযরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। হযরত হাসান বলেন, আমি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তখন তিনি তরবারির প্রতি দৃষ্টি দিলেন যখন মানুষকে পাকড়াও করে ফেলেছে। হে হাসান! এগুলো সবই আমাদের মাঝে ঘটছে। হায় আফসোস! যদি আমি বিশ অথবা চল্লিশ বৎসর পূর্বে ইন্তেকাল করতাম।

হাদিস নং ১৮১

হযরত মাসরুক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ব্যাপারে মানুষ যুদ্ধে লিপ্ত হল। তখন আমি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর নিকট এসে তাকে বললাম, আপনি আপনার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা থেকে বেচেঁ থাকুন। তখন তিনি বললেন, হে বৎস তুমি খারাপ কথা বলছ। আমার নিকট আসমান থেকে আল্লাহর আযাব ব্যতীত অন্য কোন জিনিস যমীনে পতিত হওয়া, কোন মুসলমানের রক্তপাতের সাহায্য করার থেকে উত্তম। আর এটা এ কারণে যে, আমি এক স্বপ্ন দেখি, আমি কেমন যেন একটি ছোট টিলার উপর আছি এবং আমার পাশে ছাগল আর বড় বড় গরুর পাল রয়েছে। তখন লোকেরা সেগুলি কুরবানী করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, এমনকি আমি গরুর আওয়াজ শুনতে পেলাম। হযরত আয়েশা বলেন, তখন আমি সেই ছোট টিলা থেকে অবতরণ করতে লাগলাম। তখন আমার এই মর্মে খারাপ লাগল যে, রক্তের উপর দিয়ে অতিক্রম করব ফলে তা থেকে আমার কিছু লেগে যাবে এবং এটাও আমি অপছন্দ করলাম যে, আমি আমার কাপড় উত্তোলন করলে শরীরের যে অংশ প্রকাশ পেলে আমি অপছন্দ করি তা খুলে যাবে। ইতিমধ্যে আমার নিকট দুইজন লোক অথবা দুটি বলদ এসে আমাকে নিয়ে ঐ রক্ত অতিক্রম করল। হুসাইন বলেন, আমাদেরকে আবু জামীলা বর্ণনা করেন, জামাল যুদ্ধের দিনে আমি যখন তাকে (আয়েশা) তার উট আক্রমণ করতে দেখলাম, তখন তার নিকট আম্মার ও মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর এসে তার জিন কেটে দিলেন। অতপর তাকে তার হাওয়াযে উঠিয়ে আবু খলাফের ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন আমি সেদিন এক বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির উপর ঘরবাসীর ক্রন্দনের আওয়াজ শুনলাম। আয়েশা বললেন, এরা কারা? লোকেরা বলল, এরা তাদের সাথীদের উপর ক্রন্দন করছে। তিনি বলেন আমাকে বের কর, আমাকে বের কর।

হাদিস নং ১৮২

হযরত শা'বী, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা স্বপ্নে দেখলেন, কেমন জানি আমি একটি ছোট টিলার উপর আছি এবং তার পাশে ছাগল ও বড় বড় গরুর পাল রয়েছে। তখন এক লোক তার ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অতপর হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যদি তোমার স্বপ্ন সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তোমাকে কেন্দ্র করে এক দল মানুষ হত্যা করা হবে।

হাদিস নং ১৮৩

আওয়াম ইবনে হাওশাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার গোত্রের জামী নামক এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেন, আমি আমার মায়ের সাথে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট প্রবেশ করলাম। তখন তাঁকে আমার মা বললেন, জামাল যুদ্ধের দিন আপনার সফর কেমন ছিল? তিনি উত্তর দেন, এটা তাকদীরের ফয়সালা ছিল।

হাদিস নং ১৮৪

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তাঁকে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, ত্বালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তখন তিনি উত্তর দিলেন, তারা এমন এক জাতি যাদের জন্য এক অতীত ইতিহাস রচিত হয়েছে এবং তাদেরকে এক ফিৎনায় আগ্রাসন করেছে। সুতরাং তাদের বিষয় আল্লাহতা'য়ালার নিকট অর্পণ কর।

হাদিস নং ১৮৫

হযরত ইয়াযিদ ইবনে আবু হাবীব থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "আমার সাহাবীদের থেকে

সংঘটিত হবে অর্থাৎ তাদের মধ্যেই ফিৎনা সংঘটিত হবে। আল্লাহতা'য়ালা তাদের অগ্রগামীদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। যদি কোন জাতি পরবর্তীতে তাদের অনুসরণ করে, তাহলে আল্লাহতা'য়ালা তাদেরকে জাহান্নামে ধরাশয়ী করবেন।"

হাদিস নং ১৮৬

কয়েস ইবনে সাআদ খারেফী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এই মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্রগামী হয়েছেন আর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নামায পড়েছেন, আর হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তৃতীয় পর্যায়ে এসেছেন। অতঃপর আমাদেরকে এমন এক ফিৎনায় পদদলিত করেছে যা আল্লাহর ইচ্ছায় ছিল।

হাদিস নং ১৮৭

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হাতিব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলা হল, নিশ্চয়ই তারা আমাদের নিকট হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, তখন আমরা কী উত্তর দিব? তখন তিনি বলেন, তোমরা বল, তিনি তো ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদের ব্যাপারে আল্লাহতা'য়ালা বলেন, "যারা ঈমান রাখে ও সৎকর্মে রত থাকে এবং (আগামীতে যেসব জিনিস নিষেধ করা হয় তা থেকে) বেঁচে থাকে ও ঈমানে প্রতিষ্ঠিত থাকে আর তারপরও তাকওয়া ও ইহসান অবলম্বন করে। আল্লাহ ইহসান অবলম্বনকারীদেরকে ভালবাসেন।

হাদিস নং ১৮৮

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রসূলুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন এবং আওয়াম ইব্রাহীম তাইমী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "তিনি তার স্ত্রীদেরকে বলেন, তোমাদের মধ্যে

থেকে কাউকে দেখে হাওআবের কুকুর (অধিক পানি বিশিষ্ট প্রশস্তময় জায়গার কুকুর) ঘেউ ঘেউ করবে। যখন আয়েশা অতিক্রম করল তখন কুকুর ঘেউ ঘেউ করল। তখন আয়েশা এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তাকে বলা হল, এটা হাওআবের পানি। তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার প্রবল ধারণা, আমি প্রত্যাবর্তন করব। তখন তাকে বলা হল, হে উম্মুল মুমিনীন, নিশ্চয় আপনি মানুষের মাঝে সংশোধন করবেন।

হাদিস নং ১৮৯

হযরত মা'মর ইবনে তাউস থেকে বর্ণিত। তাউস তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন আর তার পিতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীদেরকে বলেন, "তোমাদের মধ্যে সে কে? যাকে দেখে অমুক জায়গার পানির কুকুর ঘেউ ঘেউ করবে। হে হুমায়রা (লাল রমনী) তুমি সতর্ক থাক" অর্থাৎ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু।

হাদিস নং ১৯০

হযরত আবু হুযাইল থেকে বর্ণিত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বসে ছিলেন। এমতাবস্থায় এক রমনীকে উটের উপরে রেখে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, যিনি নতুন জিনিস উদ্ভাবন করেছে। তখন তাদের একজন তার সাথীকে বলল, নিশ্চয় ইনিই তিনি। তখন অপরজন বলল, না নিশ্চয় তার চারপাশের দীপ্তি রয়েছে। আর তারা তার দ্বারা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে উদ্দেশ্য নিলেন।

হাদিস নং ১৯১

হযরত হাসান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কয়েস বিন উবা রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, আপনার এই সিদ্ধান্ত কি আপনাকে হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন না আপনার নিজের সিদ্ধান্ত? তখন হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু কয়েসকে বলেন, এর দ্বারা আপনি কি

বুঝাতে চেয়েছেন? তখন তিনি বলেন, আমাদের ধর্ম। আমাদের ধর্ম (সম্পর্কে) সতর্ক থাকা চাই। তখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এই সিদ্ধান্ত আমারই সিদ্ধান্ত যা আমি বুঝেছি।

হাদিস নং ১৯২

আবুত তুফাইল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে, তোমাদের মাতা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তাহলে তোমরা আমাকে সত্যায়ন করবে? তখন লোকেরা বলল, এটাও কি ঘটবে? তিনি বলেন, এটা সত্য।

হাদিস নং ১৯৩

যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয় *“তোমরা ঐ ফিৎনাকে ভয় কর যেই ফিৎনা বিশেষভাবে তাদেরকে পাকড়াও করবে না যারা অত্যাচার করে না।”* অথচ আমরা তখন প্রচুর লোক। তখন আমরা আশ্চার্য হতে লাগলাম, এই ভেবে যে, এই ফিৎনাটি কী? এবং আমরা বলতাম সেই ফিৎনা কি? যা আমাদের নিকট এসে পৌঁছবে, এক পর্যায়ে তা আমরা দেখলাম।

হাদিস নং ১৯৪

হযরত মুহাম্মাদ বিন সিরীন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আমি আশাবাদী যে, আমি এবং হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদের ব্যাপারে আল্লাহতা'য়ালা ঘোষণা করেছেন, *“আমি তাদের অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষ বের করে দিয়েছি ফলে তারা ভাই ভাই হয়ে উঁচু আসনে মুখামুখি হয়ে বসে।” (হিযর, ৪৭)*

হাদিস নং ১৯৫

হযরত মুররা ইবনে কা'আব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ফিৎনার কথা আলোচনা করতে শুনেছি, তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিৎনার বিষয় বিশদভাবে আলোচনার মাধ্যমে আমাদের নিকটবর্তী করে ফেললেন। এমন সময় হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু অতিক্রম করলেন। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এই ব্যক্তি সেদিন হকের উপর থাকবে।" বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট দাঁড়িয়ে গেলাম এবং তার দুই বাহু ধরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট নিয়ে গেলাম। আর তার মাথা খুলে দিলাম, কেননা তিনি কাপড় দ্বারা মাথা ঢেকে রেখেছিলেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল, ইনি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইনিই। তখন দেখা গেল তিনি উসমান ইবনে আফ্ফান রাদিয়াল্লাহু আনহু। এবং খালেদ বলেন, কাব ইবনে মুররা এবং আবুল আসআনির কথা উল্লেখ করেননি।

হাদিস নং ১৯৬

হযরত শাকীক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহল ইবনে হুনাইফ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সিফ্ফীন যুদ্ধের সময় বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, হে মানুষ! তোমরা নিজেদের সিদ্ধান্তকে অপবাদ দিচ্ছো। আল্লাহর শপথ, আবু জান্দালের দিবস আমার নিজের ব্যাপারে ধারণা করলাম যদি আমি সক্ষম হতাম যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিষয়কে প্রতিহত করার তাহলে অবশ্যই করতাম। আল্লাহর শপথ, আমরা যখনই কোন বিষয়ের কারণে নিজেদের কাঁধের উপর তরবারি উত্তোলন করি, তখন আল্লাহতা'য়ালা আমাদের জ্ঞাত বিষয়কে অধিক সহজতর করে দেন, তোমাদের এই বিষয় ব্যতিত। বর্ণনাকারী আ'মাশ বলেন, শাকীকের অবস্থা এমন ছিল যখন তাকে প্রশ্ন করা হল, আপনি কি সিফফীন যুদ্ধে উপস্থিত

ছিলেন? তিনি উত্তর দেন হ্যাঁ, আর তা নিকৃষ্টতম সিফ্ফীন।

হাদিস নং ১৯৭

হযরত আসওয়াদ বিন কয়েস থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু জামাল যুদ্ধের দিন বলেন, নিশ্চয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট নেতৃত্বের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দেননি, তবে এই বিষয়টি আমরা নিজেরা বুঝে নিয়েছি। সুতরাং যদি তা সঠিক হয়ে থাকে তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি কোন ভুল হয় তাহলে তা আমাদের উপরে বর্তাবে। অতঃপর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা নিযুক্ত হলেন এবং তিনি ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করলেন। অতপর হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা নিযুক্ত হলেন এবং তিনিও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করলেন। এমনকি দ্বীনকে সম্মুখে নিয়ে গেলেন। অতঃপর অনেক জাতি দুনিয়া অন্বেষণ করতে লাগল। আল্লাহতা'য়ালা যাদেরকে চান তাদেরকে ক্ষমা করেন। আর যাদেরকে মনে চান শাস্তি দেন।

হাদিস নং ১৯৮

হযরত আবু ওয়েল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এই মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই আয়েশা ছিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহু দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জায়গায় তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী। তবে তিনি হলেন পরীক্ষা যা তোমাদের থেকে নেওয়া হয়েছে।

হাদিস নং ১৯৯

হযরত আবু ওয়েল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন সাহল ইবনে হুনাইফ সিফ্ফীন যুদ্ধের সময় বলেন, হে মানুষ, তোমরা নিজেদেরকে অপবাদ দিচ্ছো। আমরা হুদায়বিয়ার সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলাম। যদি আমরা সেদিন যুদ্ধ করা সমীচীন মনে করতাম

তাহলে ঐ সন্ধি অবস্থায় অবশ্যই আমরা যুদ্ধ করতাম যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুশরিকদের মাঝে ছিল।

হাদিস নং ২০০

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "হাউযের নিকট বিভিন্ন জাতি আমার কাছে উপস্থিত হবে। যাদেরকে আমিও চিনব এবং তারাও আমাকে চিনবে। তবে আমি ব্যতিত তারা সবাই কাঁপতে থাকবে। তখন আমি আরজ করলাম, হে আমার প্রতিপালক! এরা আমার সাহাবা, এরা আমার সাহাবা, তখন আল্লাহতা'য়ালা বলবেন, নিশ্চয়ই আপনি জানেন না, আপনার অবর্তমানে তারা কি নতুন জিনিস উদ্ভাবন করেছে।"

হাদিস নং ২০১

হযরত যুহরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবা ভরপুর থাকা সত্ত্বেও ফিৎনা প্রবলবেগে উত্তেজিত হবে।

হাদিস নং ২০২

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট প্রবেশ করলাম, যেই অবস্থায় উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সামনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে চুপিসারে কথা বলছেন। তখন আমি তার কথোপকথন কিছুই বুঝতে পারলাম না। তবে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কথা, হে আল্লাহর রাসূল! অন্যায়ভাবে না শত্রুতাবশত, অন্যায়ভাবে না শত্রুতাবশত? তবে অনুধাবন করতে পারলাম না সেটা কি? এক পর্যায়ে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদতবরণ করলেন। তখন আমি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চয়ই তার হত্যার বিষয় উদ্দেশ্য নিয়েছিলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি পছন্দ করিনি যে,

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট কিছু পৌঁছাক, তবে আমার নিকট তার মত জিনিস পৌঁছল। তবে আল্লাহতা'য়ালা নিশ্চয়ই জানেন, আমি তার হত্যাকে পছন্দ করি না। যদি আমি তার হত্যা পছন্দ করতাম, তাহলে আমাকে হত্যা করা হত। আর এটা তখন, যখন তার হাওদায় বর্শা দ্বারা নিক্ষেপ করা হয়, এমনকি তা শল্লীর মত হয়ে পড়ে।

হাদিস নং ২০৩

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট প্রবেশ করত সালাম প্রদান করে বললাম, হে আম্মা! তখন তিনি বললেন, হে ছেলে! তোমার প্রতিও সালাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে বললাম, কুরাইশদের নিফাকী করা সত্ত্বেও কোন জিনিস আপনাকে আমাদের নিকট বের হতে বাধ্য করল? তিনি বলেন, এটা নিয়তির ফয়সালা ছিল।

হাদিস নং ২০৪

হযরত ইব্রাহীম এবং খালেদ হায্যা হাসান থেকে বর্ণনা করে বলেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নিশ্চয় আমি আশা রাখি যে, আমি, ত্বলহা ও যুবাইর ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভূক্ত হব যাদের ব্যাপারে আল্লাহতা'য়ালা ইরশাদ করেছেন, *"তারা পরস্পর ভাই ভাই মুখামুখি হয়ে আসনে বসবেন"।* *(হিযর, ৪৭)*

হাদিস নং ২০৫

হযরত রিবয়ি ইবনে হিরাশ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন জুনাইদ ইবনে সাওদা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট। তখন তিনি বললেন, আল্লাহতা'য়ালা এর চেয়ে ইনসাফকারী। তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর উপর জোরেসোরে চিৎকার করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ধারণা করলাম যে, প্রাসাদ ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর বলেন, যদি আমরাই না হই তাহলে আর কারা হবে?

হাদিস নং ২০৬

হযরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আমার নিকট আমিরুল মুমিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে এমন কিছু কথার অংশ পৌঁছেছে, যা আমার উপর এমনভাবে প্রভাব ফেলছে, যেমন তিরস্কার ও ভীতি প্রদর্শনের কারণে হয়ে থাকে। তখন আমি দ্রুত তার নিকট রওয়ানা দিয়ে এমন সময় পৌঁছলাম যখন তিনি জামাল যুদ্ধ থেকে ফারেগ হলেন। তখন আমি হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম, নিশ্চয়ই আমার নিকট আমিরুল মুমিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে এমন কিছু কথার অংশ পৌঁছেছে, যা আমার উপর তিরস্কার ও ভীতি প্রদর্শনের ন্যায় প্রভাব ফেলছে। কারণ হয়ে থাকে তখন আমি দ্রুত তার নিকট রওয়ানা দিলাম এই মর্মে যে, আমি তাঁর নিকট উযরখাহী করব অথবা আমার অন্তর থেকে তা বের করে দিব। তখন হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে সুলাইমান! খোদার কসম, নিশ্চয়ই আমিরুল মুমিনীন এ কারণে মর্যাদাবানের রক্ত থেকে অপছন্দ করতেন। নিশ্চয় আমিরুল মুমিনীন এক বিষয়ের ইচ্ছা পোষণ করেছেন, তবে তা পালাক্রমে আসতে লাগল। তাই তিনি আর কোন উপায় খুঁজে পাননি। আর আমিরুল মুমিনীন এর পক্ষ থেকে আমিই তোমার জন্য যথেষ্ট।

হাদিস নং ২০৭

হযরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট এমতাবস্থায় পৌঁছলাম যখন তিনি জামাল যুদ্ধ থেকে ফারেগ হন। তিনি আমাকে দেখে বললেন, হে ইবনে সুরাদ! তুমি দুর্বল হয়ে স্থানচ্যুত হয়ে পড়েছ এবং আল্লাহতা'য়ালা তোমার সাথে কি আচরণ করবেন তার অপেক্ষা করছ? তখন আমি বললাম, হে আমিরুল মুমিনীন! নিশ্চয়ই সফর অনেক লম্বা আর আল্লাহতা'য়ালা অনেক বিষয় অবশিষ্ট রেখেছেন, যার মধ্যে তুমি তোমার শত্রুকে বন্ধু থেকে চিনতে পারবে। যখন তিনি দন্ডায়মান হলেন, আমি হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু

আনহুকে বললাম, আমি তোমাকে দেখছি যে, তুমি আমার থেকে বেপরওয়া হয়ে গেছো অথচ আমি তার সাথে উপস্থিত হতে অনুরাগী। তখন তিনি বললেন, ইনি তোমাকে উহাই বলেন যা তুমি বলছ। আর জামাল যুদ্ধের দিন যখন কিছু মানুষের নিকট গেল। তখন তিনি আমাকে বলেন, হে হাসান তোমার আম্মা ধ্বংস হোক অথবা তোমার মাতা তোমাকে হারাক। আল্লাহর কসম, এর পর আর কোন কল্যাণ দেখিনি।

হাদিস নং ২০৮

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যদি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে সিরার নামক স্থানে ভ্রমণ করান তাহলে তার কথা শুনব ও অনুসরণ করব।

হাদিস নং ২০৯

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ আমার আশা কখনই আমি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে কোন বাক্য উল্লেখ করিনি। আর আমি দুনিয়ায় জীবনযাপন কুষ্টরোগী ও কুশ্রী অবস্থায় করেছি। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এক আঙ্গুল যা দ্বারা তিনি আসমানের দিকে ইঙ্গিত করেন, তা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পূর্ণ যমীন থেকে উত্তম।

হাদিস নং ২১০

হযরত আউফ ইবনে মালেক আশযায়ী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্ণের শিকলের একটি টুকরা যা মালে গনীমতের অবশিষ্ট অংশ ছিল, নিজের লাঠির অগ্রভাগ দ্বারা উত্তোলন করলেন। অতঃপর তা পড়ে গেল, পুনরায় আবার উত্তোলন করে বললেন, যখন তা এর চেয়ে অধিক হবে, তোমাদের অবস্থা তখন কি হবে? তখন কেউ কোন উত্তর দিল না। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জনৈক সাহাবা বলেন, আল্লাহর শপথ আমরা আশা করি যদি আল্লাহতা'য়ালা এর চেয়ে অধিক পরিমাণ দেন, তাহলে কিছু লোক ধৈর্য্যধারণ

করবে। তারা ধৈর্য্য ধারণ করবে এবং কিছু লোক ফিৎনায় নিপতিত হবে। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হয়তবা তুমি তাতে নিকৃষ্টতম ফিৎনায় পতিত হবে।

হাদিস নং ২১১

হযরত উহবান গিফারীর মেয়ে থেকে বর্ণিত যে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু উহবানের নিকট এসে বললেন, কিসে তোমাকে আমার অনুসরণ করতে বাধা দিচ্ছে? প্রতিউত্তরে তিনি বলেন, আমাকে আমার বন্ধু এবং আপনার চাচাত ভাই উপদেশ দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং ফিৎনা এবং মতবিরোধ দেখা দিবে। যখন এমনটি ঘটবে, তখন তুমি নিজের তরবারি ভেঙ্গে ফেল, নিজের ঘরে বসে থাক এবং কাঠ দ্বারা তরবারী তৈরী কর।

হাদিস নং ২১২

আবু জানাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ত্বালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বলেন, আমি অনেক মাথার খুলির নিকট উপস্থিত, তবে আমি কোন তীর দ্বারা আঘাত করিনি এবং কোন তরবারি দ্বারাও না। আর আমার ধারণা, এ দুটি এখান থেকে কর্তন করা হয়েছে অর্থাৎ তার হাতল। আর আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না।

হাদিস নং ২১৩

হযরত কাইস ইবনে আব্বাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমরা আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললাম, আপনাদের এই যুদ্ধ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি? এ সম্পর্কে কি আপনার কোনো সিদ্ধান্ত রয়েছে? কেননা, সিদ্ধান্ত বা রায় এর ক্ষেত্রে সঠিক বা ভুল উভয়টি রয়েছে অথবা এসব ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে কোনো দিক নির্দেশনা রয়েছে, যা আপনাদেরকে দেয়া হয়েছে। জবাবে তিনি বললেন, এ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে কোনো দিক নির্দেশনা দেননি।

০৪ ফেৎনার সময় সম্পদ ও সন্তান কম হওয়া মুস্তাহাব এবং তখন কোন ধরনের সম্পদ রাখা উত্তম সে প্রসঙ্গে

হাদিস নং ২১৪

হযরত আবুল মুহাল্লাব ও আবু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তারা উভয়জন বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে লোক ফেৎনাকালীন উটের বহর লালনপালন করবে, কিংবা বিশাল সম্পদ গড়ে তুলবে গরীব কিংবা নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার ভয়ে, সে কিয়ামতের দিন আত্মসাৎকারী হিসেবে আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে।"

হাদিস নং ২১৫

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, "ফেৎনাকালীন হাওদা বিশিষ্ট একটি উট এক লক্ষ বড় শহর থেকে উত্তম হবে।"

হাদিস নং ২১৬

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, ফেৎনাকালীন সর্বোত্তম সম্পদ হবে, উন্নতমানের অস্ত্র এবং সুস্থ সবল ঘোড়া। যার উপর আরোহণ করে বান্দা যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারবে।

হাদিস নং ২১৭

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, অতিসত্ত্বর এমন এক যুগ আসবে যখন মুসলমানদের জন্য সর্বোত্তম সম্পদ হবে বকরির পাল, যার সাথে সেই মুসলমান পর্বতের উঁচু স্থানে অবস্থান করবে। যেখানে বৃষ্টি ও দানা পানির সু-ব্যবস্থা থাকবে এবং সে লোক তার দ্বীন সহকারে

যাবতীয় ফেৎনা থেকে পালিয়ে থাকতে পারবে।

হাদিস নং ২১৮

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "ফেৎনার সময় সবচেয়ে নেককার মানুষ হচ্ছে ঐ লোক, যে অনেকগুলো বকরী নিয়ে পর্বতের উচুঁ স্থানে চলে যায় এবং লোকজনের যাবতীয় ফেৎনা থেকে নিজেকে দূরে রাখে।"

হাদিস নং ২১৯

হযরত তাউস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "ফেৎনাকালীন সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে, যে লোক তার ঘোড়ার লাগাম ধারণ করে দুশমনের দিকে এগিয়ে যায় এবং দুশমনের অন্তরে ভয়ভীতির সঞ্চার করে আর নিজেও দুশমনকে ভয় পায়। তেমনিভাবে ঐ লোক সর্বোত্তম, যে জনসমাগম স্থল ত্যাগপূর্বক তার দায়িত্বে থাকা আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় হক আদায় করে যায়।"

হাদিস নং ২২০

হযরত ইবনুল খায়সাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "ফেৎনাকালীন সর্বোত্তম লোক হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে গিয়ে গনীমতের মাল দ্বারা নিজের জীবিকা নির্বাহ করে। তেমনিভাবে ঐ ব্যক্তি উত্তম, যে পর্বতের উঁচু স্থানে আরোহণ করে বকরীর মাধ্যমে অর্জিত আয় দ্বারা জীবনধারণ করে যায়।"

হাদিস নং ২২১

হযরত আবু ওয়ালিদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন হযরত সাহাল ইবনে হুনাইফ রাদিয়াল্লাহু আনহু এরশাদ করেন, হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের মনগড়া সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আন্তরিক হয়ো না। কেননা, আল্লাহর

কসম! আমরা তাদের কোনো ব্যাপারে কখনো পুরোপুরি গ্রহণ করবো না। কিন্তু আমরা কেবলমাত্র সহজটাকেন প্রাধান্য দিয়ে থাকি। অথচ তোমাদের এই নির্দেশের মাধ্যমে কেবল কঠিনতা ও মতানৈক্যই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। আমি আবু জান্দালের দিন এমন এক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনা সামনি হতে পারি তাহলে অবশ্যই সে সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করব।

হাদিস নং ২২২

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "কসম সেই সত্ত্বার যার হাতে আমার প্রাণ! আমার সাহাবায়ে কেরাম থেকে কিছু লোককে কিয়ামতের দিন আমার সামনে পেশ করা হবে। তাদের দেখার সাথে সাথে আমি চিনতে পারব, তবে কিছুক্ষণ পর আমার এবং তাদের মাঝে পর্দা সৃষ্টি হয়ে যাবে। এ অবস্থা দেখে আমি বলব, হে আমার রব! আমার সাহাবী, আমার সাহাবী! আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে জবাব আসবে, তাদের সম্বন্ধে তুমি জানো না, তোমার পর তারা কেমন বেদআত ও কার্যক্রম আবিস্কার করেছিল।"

হাদিস নং ২২৩

হযরত আরতাত (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফিয়ানী তার বিরোধিতাকারীকে হত্যা করে থাকে এবং তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে দীর্ঘ ছয়মাস পর্যন্ত পাত্রের মধ্যে রেখে পাকাতে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, মাশরিক মাগরিববাসীরা এমন কতক দৃশ্য দেখতে পাবে যা এই উম্মতের মধ্যে রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে খোলাফাদের যুগে সংঘটিত হবে মর্মে বর্ণনা পাওয়া যায়।

হাদিস নং ২২৪

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "মুসা (আঃ) এর

উপদেষ্টাদের মত আমার পরেও কতক খলীফা আত্মপ্রকাশ করবে।”

হাদিস নং ২২৫

হযরত জাবের ইবনে সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, “খেলাফতের জিম্মাদারী কুরাইশের বারোজন খলীফার দায়িত্বে থাকা পর্যন্ত সেটা খুবই সম্মানিত ও সুচারুরূপে পরিচালিত হবে।”

হাদিস নং ২২৬

হযরত আবুত তোফাইল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর আমার হাত ধরে বললেন, হে আমের ইবনে ওয়সিলা! কাব ইবনে লুআই এর বংশধর থেকে মোট বারোজন খলীফা হওয়ার পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ে মারাত্মক বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। এরপর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো ইমামের উপর লোকজন ঐক্যমত পোষণ করবে না।

হাদিস নং ২২৭

হযরত তালহা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আওফ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, তখন আমরা সেখানে কয়েকজন কুরাইশ উপস্থিত ছিলাম। আমাদের প্রত্যেকে কাব ইবনে লুআই এর বংশধর থেকে ছিলাম। তিনি বলেন, হে বনু কাব! তোমাদের থেকে মোট বারোজন খলীফা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করবেন।

হাদিস নং ২২৮

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একদিন তার সামনে বারোজন খলীফা এবং আমীরদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে এরপর থেকে সিফাহ, মানসূর এবং মাহদী খলীফা হবেন। তাদের পরে এভাবে চলতে চলতে হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) পর্যন্ত বহাল থাকবে।

হাদিস নং ২২৯

হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, এরপর থেকে বনু উমাইয়ার বারোজন বাদশাহ দায়িত্ব পালন করবেন। তাকে বলা হলো, তারা তো খলীফা হিসেবে থাকবেন। জবাবে তিনি বললেন, না বরং তারা বাদশাহ হবেন।

হাদিস নং ২৩০

হযরত সারজ আল ইয়ারমূকী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাওরাতে এ কথা পেয়েছি যে, নিশ্চয় এই উম্মতের মধ্যে বারো জন জিম্মাদার তাদের জিম্মাদারী পালন করবেন। তাদের একজন নবী হবেন। এভাবে তাদের সময় ফুরিয়ে আসলে তারা গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হয়ে যাবে এবং তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে মারামারি ও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে।

হাদিস নং ২৩১

হযরত কাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর বংশধর থেকে সর্বোত্তম হচ্ছেন, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, এবং হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু।

হাদিস নং ২৩২

হযরত নাশু (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত কাব (রহঃ) কে এই উম্মতের কতক বাদশাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি তাওরাত নামক আসমানী কিতাবে মোট বারোজন জিম্মাদারের কথা পেয়েছি, যাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর খলীফা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদিস নং ২৩৩

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, এই উম্মতের প্রথম ব্যক্তি হবেন, নবুওয়ত ও রহমতের সাথে সম্পৃক্ত। এরপর হবে খেলাফত এবং রহমতের সাথে সংশ্লিষ্ট, অতঃপর পরস্পর বিরোধী বাদশাহগণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনকারী হবেন। তাদের প্রাথমিক অবস্থায় পরস্পর বিরোধী হলেও রহমত থাকবে। অতঃপর টেকো মাথার অত্যাচারী শাসকের আত্নপ্রকাশ হবে। যাদের মধ্যে কোনো আন্তরিকতা থাকবে না। পরস্পরের বিরুদ্ধে মারামারি হানাহানিতে লিপ্ত থাকবে। একে অপরের হাত পা কেটে নিবে এবং সম্পদ ছিনিয়ে নিতে থাকবে।

হাদিস নং ২৩৪

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, “নিঃসন্দেহে উক্ত দায়িত্বটি নবুওয়ত ও রহমত হিসেবে আত্নপ্রকাশ পেয়েছে, অতঃপর খেলাফত ও রহমত হিসেবে পরিবর্তন হয়েছে। এরপর সেটা পরস্পর বিরোধিতাকারী বাদশাহদের দায়িত্বে আসলেও পরবর্তী জালেমও অনর্থক কাজ হিসেবে আখ্যায়িত হবে।”

হাদিস নং ২৩৫

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, “নিঃসন্দেহে উক্ত জিম্মাদারী নবুওয়ত ও রহমত হিসেবে শুরু হয়েছিল, অতঃপর খেলাফত এবং রহমত হিসেবে পরিবর্তন হবে। এরপর সেটা পরস্পর বিরোধিতাকারী বাদশাহ হিসেবে বহাল থাকবে। যারা মদ পান করবে, রেশমী পোশাক পরিধান করবে, যিনা ইত্যাদি বৈধ মনে করবে।

এভাবে তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে, রিযিক পেতে থাকবে এবং সেটা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।”

হাদিস নং ২৩৬

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দ্বিতীয় খলীফা ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এরশাদ করেন, যেদিন থেকে আল্লাহ তা'আলা উক্ত জিম্মাদারী অর্পণ করেছেন সেটা শুরু হয়েছে, নবুয়ত ও রহমতের মাধ্যমে। পরবর্তীতে সেটা রহমত ও সুলতানে পরিণত হয়। এরপর সেটা বাদশাহ ও রহমতে পরিবর্তন হয়। আবারো খেলাফত ও রহমতে পরিণত হয়, এরপর সুলতান ও রহমতে পৌঁছে যায়। অতঃপর বাদশাহ ও রহমতে প্রবর্তন হবে। এরপর এমন কতক ন্যাড়া মাথা বিশিষ্ট জালেম বাদশাহ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করবে, যারা গাধার ন্যায় একে অপরকে কামড়াতে থাকবে এবং আক্রমণ করবে।

হাদিস নং ২৩৭

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে আবু আমর আশ শায়বানী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত কাব (রহঃ) কে বলতে শুনেছি, এই উম্মতের প্রথম ভাগে নবুওয়ত এবং রহমত থাকবে, অতঃপর সেটা খেলাফত এবং রহমতে প্রবর্তন হবে। এরপর সুলতান এবং রহমতের সাথে সংশ্লিষ্ট জিম্মাদার থাকলেও পরবর্তীতে জালেম বাদশাহ ক্ষমতসীন হবে। এ রকম বাদশাহ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করলে জমিনের ভিতরের অংশ উপরের অংশ থেকে উত্তম হবে।

হাদিস নং ২৩৮

হযরত কাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ উম্মতের জন্য এমন কতক খলীফা নিযুক্ত থাকবে, যারা দীর্ঘদিন পর্যন্ত খেলাফতের জিম্মাদারী পালন করবে। তারা লোকজনকে যাবতীয় রসদপত্র সরবরাহ করবে এবং কর ও জিযিয়া গ্রহণ করবে। এই অবস্থায় হযরত ঈসা (আঃ) এর আগমন পর্যন্ত

চলবে। তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন। অতঃপর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

হাদিস নং ২৩৯

হযরত আবু নোমান আবু উবাইদ এবং বশীর ইবনে সাঈদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়জন বলেন, প্রথমতঃ নবুওয়ত ও রহমত হিসেবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চলতে থাকবে, অতঃপর সেটা খেলাফত এবং রহমত হিসেবে পরিবর্তন হবে। অতঃপর এমন কতক বাদশাহর আত্মপ্রকাশ হবে, যারা পরস্পরের বিরোধিতায় লিপ্ত হবে। তারা বিভিন্ন ধরনের জুলুম ও বিশৃঙ্খলায় জড়িয়ে পড়বে। এ সকল বাদশাহ শরাব পান ও রেশমী কাপড় পরিধান করাকে বৈধ মনে করার পাশাপাশি যিনাকেও হালাল জানবে। এরপরও তারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রিযিক ও সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

০৫ খলীফাদেরকে চেনার উপায়

হাদিস নং ২৪০

হযরত আওয়াম ইবনে হাওশাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোম দেশে বনু আসাদের জনৈক ব্যক্তি বলেন। তিনি তার গোত্রের এমন একজন থেকে বর্ণনা করেন, যিনি ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পেয়েছেন। তিনি একদিন তার আসহাব অর্থাৎ তালহা, যুবাইর, সালমান ও কাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, আমি তোমাদেরকে এমন এক বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করব, যদি তোমরা এ ব্যাপারে আমাকে মিথ্যা বল, তাহলে আমি, তোমরা সকলে ধ্বংস হয়ে যাবো। আমি তোমাদেরকে কসম দানের মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করছি, আমার ব্যাপারে তোমাদের কিতাবে কি পেয়েছ, আমি খলীফা নাকি বাদশাহ? জবাবে তালহা এবং যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নিঃসন্দেহে আপনি আমাদেরকে এমন এক বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছেন, যেটা আমরা

জানি না, আমরা অতটুকু জানিনা যে, আপনি একজন খলীফা নাকি বাদশাহ। জবাবে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যদি এটা বলে থাকো, তাহলে তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে গিয়ে কেন বসে থাকতে? অতঃপর হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নিঃসন্দেহে আপনি প্রজাদের প্রতি ইনসাফের আচরণ করেন, সকলের মাঝে বরাবর বন্টন করেন, প্রত্যেক প্রজাকে আপনি নিজের পরিবারের সদস্যের ন্যায় ভালোবাসেন। মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ আরো বলেন, এবং আপনি কিতাবুল্লাহর বিধান মতে ফায়সালা করেন। এ পর্যায়ে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার ধারণা মতে, এই মজলিসে বাদশাহ খলীফার পরিচয় সম্বন্ধে আমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না। তবে সালমানকে আল্লাহ তা'আলা ইলম এবং হেকমত পুরোপুরিভাবে দান করেছেন। অতঃপর কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় আপনি খলীফা, বাদশাহ নন। একথা শুনে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, তুমি সেটা কীভাবে জানতে পারলে? জবাবে হযরত কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনার সম্বন্ধে আমি কিতাবুল্লাহতে পেয়েছি। অতঃপর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কিতাবুল্লাহতে কি আমার নাম উল্লেখ আছে? জবাবে হযরত কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, না, কিতাবুল্লাহতে আপনার নাম উল্লেখ না থাকলেও আপনার বৈশিষ্ট উল্লেখ রয়েছে। সেখানে উল্লেখ রয়েছে, প্রথমে নবুওয়ত হবে অতঃপর খেলাফত এবং রহমতে রুপান্তরিত হবে। বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ (রহঃ) বলেন, খেলাফত 'আলা মিনহাজিন নবুওয়্যাত' হবে। অতঃপর পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইকারী বাদশাহ রাষ্ট্রনায়ক হবে। বর্ণনাকারী হুশাইম (রহঃ) আরো বলেন, জালেম এবং লড়াইকারী বাদশাহ ক্ষমতা গ্রহণ করবে। এসব কথা শুনে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সেসব কিছু আমার মাথার উপর দিকে অতিক্রম করলেও আমার আর আফসোস থাকবে না।

হাদিস নং ২৪১

হযরত কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, হে কাব! তোমাকে আমি আল্লাহর নামে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি। আমাকে তুমি খলীফা হিসেবে পেয়েছ, নাকি বাদশাহ হিসেবে? কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বরং আমি তোমাকে খলীফা হিসেবে পেয়েছি। একথা শুনে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে কসম করতে বললে তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! সর্বোত্তম খলীফাদের একজন এবং বরং যুগের মধ্যে উত্তম যুগের একজন ব্যক্তিত্ব।

হাদিস নং ২৪২

হযরত মুগীস আল আওযাঈ (রহঃ) বর্ণনা করেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত কাবকে ডেকে পাঠালে, তিনি উপস্থিত হওয়ার পর তাকে বললেন, হে কাব! তুমি আমার কি বৈশিষ্ট পেয়েছ, জবাবে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একজন লৌহমানব খলীফা, যিনি আল্লাহর বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে কাউকে ভয় করবেন না। তারপর এমন একজন খলীফা হবেন যাকে তার প্রজাগণ খুবই নির্মমভাবে হত্যা করবে। এরপর পর উক্ত উম্মতের উপর বিভিন্ন বালা মসিবত আসতে থাকবে।

হাদিস নং ২৪৩

সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খলীফা তিনজন এবং অন্য সকল বাদশাহ; ১. আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, ২. উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, ৩. উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু। তখন তাকে বলা হল, আমরা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে চিনি, তবে দ্বিতীয় উমর কে? তখন তিনি বললেন, যদি তোমরা বেঁচে থাক, তাহলে তার সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ ঘটবে আর যদি তোমরা মৃত্যুবরণ কর, তাহলে তোমাদের পরবর্তীতে তার আগমন ঘটবে।

হাদিস নং ২৪৪

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক থেকে এরূপই বর্ণিত আছে, তবে তার সনদের মধ্যে হাবীব ইবনে হিন্দা আসলামী সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব থেকে বর্ণনা করেন, এ কথাটি বৃদ্ধি করেছেন।

হাদিস নং ২৪৫

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে নুআঈম আল মুআফরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কতিপয় শেখকে বলতে শুনেছি, যিনি সৎকাজের আদেশ করবেন এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবেন। তিনিই হবেন জমিনের উপর আল্লাহর খলীফা, আল্লাহর কিতাবের খলীফা এবং আল্লাহর রাসূলের খলীফা।

হাদিস নং ২৪৬

হযরত আশআর ইবনে বুজাইর (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মুহাম্মদ আন নাহদী (রহঃ) এরশাদ করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর কোনো বাদশাহ হবে না।

হাদিস নং ২৪৭

হযরত হাম্মাম (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন একদা আহলে কিতাবের একজন লোক এসে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, আসসালামু আলাইকুম, হে আরবদের বাদশাহ। তার কথা শুনে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমাদের কিতাবে কি এমনই পেয়েছ? তোমরা কি এমন পাওনি যে প্রথমে নবী, অতঃপর খলীফা, এরপর আমীরুল মুমিনীন, তারপর হবে বাদশাহ। জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ।

হাদিস নং ২৪৮

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খেলাফত মদীনা থেকে পরিচালিত হলেও বাদশাহী হবে শাম দেশ থেকে পরিচালিত।

হাদিস নং ২৪৯

হযরত সাঈদ ইবনে জুমহান (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খাদেম সাফীনা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত আমার উম্মতের মধ্যে খলীফা থাকবে"। বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ (রহঃ) বলেন, ত্রিশ বৎসর হিসাব করলে দেখা যায়, সেটা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর খেলাফতের সর্বশেষ সময় পর্যন্ত। অতঃপর তারা হযরত সাফীনা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, এরা তো মনে করে হযরত আলী খলীফা নন। জবাবে হযরত সাফীনা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ কথাটি একমাত্র মারাত্মক অপরাধীগণই বলে থাকে।

হাদিস নং ২৫০

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে আবু আমর আস শায়বানী (রহঃ) বলেন, যারা মসজিদে হারাম এবং মসজিদে বায়তুল মোকাদ্দাসের মালিক হতে পারেনি তারা খলীফাও হতে পারবে না।

হাদিস নং ২৫১

হযরত সাবাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু উমাইয়া রাষ্ট্রীয় দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর আর খেলাফত থাকবে না। এভাবে মাহদী (আঃ) এর আগমন পর্যন্ত চলতে থাকবে।

হাদিস নং ২৫২

হযরত উতবা ইবনে গাযওয়ান আসসুলামী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খবরদার! এক সময় নবুওয়তের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর থেকে বাদশাহদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চলে যাবে।

হাদিস নং ২৫৩

হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পর থেকে বনু উমাইয়ার মোট বারোজন বাদশাহ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করবে। তাকে বলা হলো, খলীফা! জবাবে তিনি বললেন, না বরং বাদশাহ হবে।

হাদিস নং ২৫৪

উতবা ইবনে গাযওয়ান সুলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, যখনই কোনো নবুওয়তের আবির্ভাব হয়েছে তখনই তার পরবর্তী বাদশাহর আবির্ভাব ঘটেছে।

হাদিস নং ২৫৫

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খলীফা হবেন, সর্বমোট তিনজন। এছাড়া বাকিরা হবেন বাদশাহ। তাকে সেই তিনজনের নাম জানাতে বলা হলে তিনি বলেন, আবু বকর, ওমর এবং ওমর। তাকে বলা হলো, আমরা আবু বকর ও ওমরকে চিনতে পারলেও দ্বিতীয় ওমরকে তো চিনতে পারলাম না। জবাবে তিনি বলেন, যদি তোমরা বেঁচে থাকো তাহলে অবশ্যই তার যুগপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তোমরা জীবিত না থাকো তাহলে তোমাদের পরবর্তী সময়ে তার আগমন হবে।

হাদিস নং ২৫৬

পূর্বের হাদীসের ন্যায়।

হাদিস নং ২৫৭

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার পররর্তী সময়ে রাষ্ট্র পরিচালনার এই দায়িত্ব কীভাবে আদায় করা হবে। জবাবে তিনি বললেন, "তোমার গোত্রে যতক্ষণ কল্যাণ

থাকবে ততক্ষণ সেই দায়িত্ব পালনের যোগ্য তারাই হবে। অতঃপর ধ্বংস প্রাপ্ত হবে”। আমি জানতে চাইলাম সেটা কেমনে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মৃত্যু তাদেরকে গ্রাস করে নিবে এবং মানুষ তাদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক হয়ে উঠবে।

হাদিস নং ২৫৮

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খাদেম হযরত সাফীনা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার মসজিদ প্রতিষ্ঠাকালীন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি পাথর এনে রাখেন। অতঃপর হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে আরেকটি পাথর রাখেন। এই অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “এরা আমার পর খেলাফতের জিম্মাদারী করবে”।

হাদিস নং ২৫৯

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনার মসজিদ স্থাপন করছিলেন, তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি পাথর নিয়ে এসে রেখে দেন। এরপর হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আরেকটি পাথর রাখেন। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “এরা আমার পর ধারাবাহিকভাবে খেলাফতের জিম্মাদারী পালন করবে।”

হাদিস নং ২৬০

হযরত আমের শাবী (রহঃ) বনু মুসতালিকের এক লোক থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার গোত্র বনু মুসতালিক আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট প্রেরণ করেন, যেন একথা জিজ্ঞাসা করা হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তী আমরা সাদকা

ইত্যাদি কার কাছে দিব? অতঃপর আমি তার কাছে আসলে, আমার সাথে হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে আমি বললাম যে, আমার গোত্র বনু মুসতালিক, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে প্রেরণ করেছে, যেন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি যে, তার পর আমরা কার হাতে সাদকা দিব? একথা শুনে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হ্যাঁ। তুমি তার কাছে জিজ্ঞাসা করে আমার কাছে এসে সে সম্বন্ধে জানাবে। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললেন, আমাকে আমার গোত্র পাঠিয়েছে, যেন আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে, আপনার পর সাদকা ইত্যাদি আমরা কার হাতে দিব। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমার পরবর্তী সাদকা ইত্যাদি তোমরা আবু বকরের হাতে প্রদান করবে"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছ থেকে জবাব শুনে তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে এসে কথাটি জানালেন। অতঃপর আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। এরপর কার হাতে সাদকা প্রদান করবে? এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি জবাব দিলেন, আবু বকর এর মৃত্যুর পর তোমরা সাদকা ওমরের হাতে দিবে। কথাটি এসে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললে, তিনি বলেন তুমি আবারো গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে জানতে চাও ওমর মারা যাওয়ার পর সাদকা কার হাতে দিবো। এ প্রস্তাব নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আসলে জবাবে তিনি বলেন, তোমরা ওমরের পর ওসমান ইবনে আফফান এর হাতে সাদকা ইত্যাদি প্রদান করো। ঐ লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছ থেকে ফিরে এসে হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে এসে কথাটি বললে তিনি বললেন, তুমি আবারো গিয়ে জিজ্ঞাসা করো ওসমান ইবনে আফফান

এর পর কার কাছে সাদকা দিবে। জবাবে বনু মুসতালিকের লোকটি বললেন, এরপর পুনরায় তার কাছে যেতে আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে।

হাদিস নং ২৬১

হযরত আমর ইবনে লাবীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক গ্রাম্য লোক থেকে বাকিতে একটি উট ক্রয় করেন। লোকটি ফিরে যাওয়ার সময় হযরত আলি ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে তার সাক্ষাৎ হলে তিনি লোকটিকে বললেন, যদি আল্লাহতাআলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মৃত্যু দান করেন, তাহলে তোমার পাওনা কার কাছ থেকে উসূল করবেন। একথা শুনে লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আপনার মৃত্যু এসে যায় তাহলে আমার পাওনা কার কাছ থেকে উসূল করবো? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার হক্ব আবু বকরের কাছ থেকে নিবে। অতঃপর লোকটি ফিরে আসলে আবারো আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে তার দেখা হয়। তার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, তার পরবর্তী হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আমার পাওনা উসুল করতে বলেছেন। একথা বলে তিনি চলে যেতে চাইলে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যদি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুবরণ করে তাহলে কার কাছ থেকে উসূল করবে। অতঃপর গ্রাম্য লোকটি আবারো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে গিয়ে বললেন, যদি আবু বকর মারা যায় তাহলে কার কাছ আমার পাওনা উসূল করব? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে তোমার পাওনা বুঝে নিবে। লোকটি ফিরে আসলে তার সাথে পুনরায় আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাক্ষাৎ হয় এবং আল্লাহর রাসূলের বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আবু বকর মারা গেলে ওমরই

তোমার পাওনা পরিশোধ করবে। একথা শুনে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যদি ওমর মারা যায় তাহলে কার কাছে চাইবে? লোকটি বললেন তুমি ঠিকই বলেছ। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে গিয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যদি ওমর মৃত্যুবরণ করে তাহলে আমার হক্ব কে দিবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তখন তোমার পাওনা ওসমান ইবনে আফফান থেকে বুঝে নিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথাটি শুনে উক্ত লোকটি চলে আসার সময় আবারো হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জবাবের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি তখন আমার পাওনা ওসমান ইবনে আফফান থেকে উসূল করব। অতঃপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ওসমান ইবনে আফফান মারা গেলে কি করবে? একথা শুনে লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ যদি ওসমান ইবনে আফফান মৃত্যুবরণ করে তাহলে আমার পাওনা কার কাছ থেকে উসূল করব। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি ওসমান ইবনে আফফান মৃত্যুবরণ করে তখন তোমাকে আমার নিকট প্রেরণকারী থেকে তোমার পাওনা উসূল করবে।

হাদিস নং ২৬২

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাত্রে জনৈক নেককার লোক আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ন্যায় এক লোককে স্বপ্নে দেখেন, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুর পর হযরত ওমর রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার মৃত্যুর পরপরই হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্ষমতাসীন হন। হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা সেখান থেকে দাঁড়িয়ে গেলে বলতে থাকলাম, নেককার লোকটি হচ্ছেন হযরত

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর অন্যরা হলেন, তার পরবর্তী দায়িত্বপ্রাপ্ত খোলাফায়ে কেরাম।

হাদিস নং ২৬৩

হযরত ওকবা ইবনে আওস আস সাদুসী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এরশাদ করেছন, আবু বকর পরবর্তী হযরত ওমর দায়িত্বশীল হবেন, তিনি একজন লৌহমানব তুল্য। তারপর যিনি খলীফা হবেন, তার নাম হচ্ছে ওসমান ইবনে আফফান, তিনি হচ্ছেন যুননূর। তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হবে। তাকে আল্লাহতা'আলার রহমতের বিরাট একটি অংশ দান করা হবে। হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার পুত্র মুকাদ্দাস এলাকার অধিকারী হবেন। উপস্থিত লোকজন বললেন, আপনি কি হাসান, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কথা বলবেন না। এ প্রশ্ন শুনে তিনি তার কথাটি আবারো বললেন, এক পর্যায়ে তিনি মোয়াবিয়া ও তার পুত্রের কথা বলে সিফাহ, সালাম, মনসূর, জাবের, আল আমীন, গোত্রপতিসহ আরো অনেকের কথা বলেন। প্রত্যেকে একেকজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হবে এবং একজনের সাথে আরেকজনের কোনো মিল থাকবে না। তাদের প্রত্যেকজন কাব ইবনে লুআই এর বংশধর হবেন। তাদের মধ্যে জনৈক লোক হবেন কাহতানের বাসিন্দা। তাদের কেউ কেউ মাত্র দুই দিন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকতে পারবেন। তাদের একজনকে বলা হবে, আপনি আমাদের অনুগত হয়ে যান, না হয় অবশ্যই তোমাকে হত্যা করবো। এভাবে বলার পরও আনুগত্য স্বীকার না করায় তাকে হত্যা করা হয়।

হাদিস নং ২৬৪

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিন একটি বইয়ে দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর মৃত্যুবরণ করলে যিনি খলীফা হবেন, তার নাম হচ্ছে, ওমর আল ফারুক। তিনি লৌহ

মানবের মধ্যে গণ্য হবেন। তার পরবর্তী যিনি খলীফা নিযুক্ত হবেন, তার নাম হচ্ছে, ওসমান যুননূরাইন। তাকে রহমতের বিরাট একটি অংশ দেয়া হবে, কেননা তাকে নির্মমভাবে শহীদ করা হবে। পরবর্তীতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবেন সিফাহ, মানসূর, মাহদী, আল আমীন, সালাহ, আফিয়া। অতঃপর খুবই অত্যাচারীগণ ক্ষমতা লাভ করবে। তাদের ছয়জন হবেন, কাব ইবনে লুআই এর বংশধর। আরেকজন হবেন, কাহতান গোত্রের। এদের প্রত্যেকে এমন নেককার হবেন, যার ন্যায় দ্বিতীয় কাউকে দেখা যাবে না। বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রহঃ) বলেন, আবুল জিলদ এরশাদ করেছেন, মানুষের আমল অনুযায়ী তাদের উপর বাদশাহী দেয়া হবে।

হাদিস নং ২৬৫

পূর্বের ন্যায়।

হাদিস নং ২৬৬

পূর্বের ন্যায়, তবে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তোমরা তাদের পর আর তাদের মত কাউকে পাবে না।

হাদিস নং ২৬৭

হযরত সাঈদ ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, “দুইজন ওমর তোমাদের জিম্মাদারী পালন করেন, এরপর দুই ইয়াযিদ ক্ষমতাসীন হবেন, দুই ওলীদ ক্ষমতার অধিকারী হবেন, অতঃপর দুই মারওয়ান ক্ষমতার মালিক হবেন, অতঃপর দুই মুহাম্মদ ক্ষমতাসীন হবেন”। হযরত সুফিয়ান ইবনুল লাইল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, এমন এক লোক ক্ষমতার মালিক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যে লোকের মলনালী হবে প্রশস্থ, তার খাদ্যনালী খুবই বড় হবে, যার কারণে সে অধিক ভক্ষণ করলেও পেট ভরবে না এবং

তৃপ্ত হতে পারবে না।

হাদিস নং ২৬৮

হযরত হেলাল ইবনে ইয়াসাফ (রহঃ) বর্ণনা করেন, তিনি হচ্ছেন, ঐ লোক যাকে হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু পরবর্তী খলীফা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার জন্য রোমের আমীরের নিকট পাঠিয়েছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, রোমের শাসক একটি পুস্তক আনতে বললে সেটা দেখে বললেন, ওসমান ইবনে আফফান পরবর্তী খলীফা হবেন তোমাকে প্রেরণকারী মোয়াবিয়া।

হাদিস নং ২৬৯

হযরত আবু সালেহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, একদা খলীফা ওসমান ইবনে আফফানের সাথে মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু ভ্রমন করছিলেন। চলার পথে জনৈক গায়ক কবিতা আকারে বলছিলেন, ওসমান ইবনে আফফান পরবর্তী আমীর হবেন, আলী ইবনে আবি তালেব, শক্তসমর্থ পুরুষ সকলে তার উপর রাজী থাকবে। বর্ণনাকারী কাব (রহঃ) বলেন, কাফেলার এক পার্শ্বে হযরত মোয়াবিয়া ধূসর রংয়ের একটি খচ্চরের উপর আরোহণ করে চলছিলেন। ঐ সময় কাব বলেন, আলীর পরবর্তীতে আমীর হবেন, ধূসর রংয়ের বাহনের উপর আরোহী লোকটি।

হাদিস নং ২৭০

হযরত হারেস ইবনে ইয়াযিদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উতবা ইবনে রাশেদ আস সাদাফীকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমরের বের হওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম। তিনি বলেন, আমি এক্ষুণি আব্দুল্লাহ ইবনে আমরকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, জাব্বারদের পর জনৈক জাব্বারের আবির্ভাব হবে, যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদিয়াদেরকে শাস্তি দিবেন। এরপর মাহদী, মানসূর, সালাম এবং

গোত্রের জিম্মাদারগণ ক্ষমতাশালী হবেন। এ সময় পার হওয়ার পর যদি তোমার মৃত্যুর সামর্থ্য থাকে তাহলে যেন সে মারা যায়।

হাদিস নং ২৭১

হযরত কাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর বংশধরদের মধ্যে মোট বারোজন জিম্মাদার প্রেরণ করবেন। তাদের সর্বোত্তম ও আফজাল হচ্ছেন, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত ওসমান যুননূরাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু যাকে মাজলূম ও নির্মমভাবে শহীদ করা হবে। যিনি দ্বিগুণ প্রতিদান প্রাপ্ত হবেন। আরেকজন ক্ষমতার অধিকারী হয়ে শাম দেশের শাসক থাকবেন, তার পুত্র, সিফাহ, মানসূর, সালাহ এবং আফিয়াহ।

হাদিস নং ২৭২

ইয়াদূম আল হিময়ারী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি তাবী ইবনে আমের (রহঃ) কে বলতে শুনেছেন, সিফাহ নামক শাসক দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকবেন। তাওরাত নামক আসমানী কিতাবে তার নাম তাইরুস সামা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদিস নং ২৭৩

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, অতিসত্ত্বর বেশ কয়েকজন খলীফা এই উম্মতের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন, তাদের প্রত্যেকে নেককার এবং সালেহ হবেন। তাদের হাতেই অনেক ভূখন্ড জয় হবে। প্রথম বাদশাহ এর নাম হবে জাবের। বর্ণনাকারী ইবনে নুআইম (রহঃ) বলেন, তার হাতে আল্লাহতা'আলা মানুষদের উপর জুলুম করবেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি হবেন, আল মুফরাহ। তিনি ছানা বিশিষ্ট পাখির মত হবেন। তৃতীয় বাদশাহ হবেন, যুল আসাব। তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ক্ষমতাসীন থাকবে। তাদের পর পৃথিবীতে আর

কোনো কল্যাণ বাকি থাকবে না। বর্ণনাকারী বলেন, যুল আসাব আর কি বলা হয়েছে সেটা আমি ভুলে গিয়েছে। তবে তিনি ভাল লোক ছিলেন।

হাদিস নং ২৭৪

হযরত মুগীছ আল আওযায়ী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, একদিন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, কাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তার সম্বন্ধে কাব কি জানতে পেরেছে? জবাবে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সে একজন লৌহমানব হবে এবং আল্লাহতা'আলার বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনাকে ভয় পাবে না। অতঃপর ওমর বললেন, এরপর কি বলা হয়েছে? জবাবে হযরত কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনার পর এমন একজন খলীফা হবেন, যাকে তার উম্মত ও প্রজাগণ নির্মমভাবে হত্যা করবে। অতঃপর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করেন, এরপর কি হবে? জবাবে হযরত কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত ওসমানকে হত্যা করার পর বিভিন্ন ধরনের ফেৎনা ও বালা-মসীবতের আত্নপ্রকাশ হবে।

হাদিস নং ২৭৫

হযরত কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এবং ইয়াশু স্বাক্ষাৎ করেন, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবী হিসেবে প্রেরিত হওয়ার পূর্বের কিতাবসমূহের আলেম ছিলেন। তারা উভয়জন পৃথিবীতে সংঘটিত হওয়া বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এক পর্যায়ে ইয়াশু বলেন, জনৈক নবীর আত্নপ্রকাশ হবে এবং তার দ্বীন অন্যান্য দ্বীনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে। তার উম্মতগণও অন্য সকল উম্মাতের উপর আধিক্য অর্জন করবে। তারা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। এসব কথা শুনে কাব বললেন, আপনি সঠিক কথাই বলেছেন। অতঃপর ইয়াশু তাকে বললেন, হে কাব! তাদের বাদশাহদের সম্বন্ধে আপনি কি কিছু জানেন? জবাবে হযরত কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হ্যাঁ, তাদের মধ্যে মোট বারোজন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করবেন।

তাকে শহীদ করার পর 'আল-আমীন' ক্ষমতাধীন হবেন। তাকেও নির্মমভাবে শহীদ করা হবে। অতঃপর বাদশাহদের প্রথম ব্যক্তি রাষ্ট্র পরিচালনা করার পর মৃত্যুবরণ করবেন। এরপর 'সাহেবুল আহরাছ' ক্ষমতাসীন হওয়ার পর মারা যাবেন। অতঃপর 'সাহেবুল আসাব' ক্ষমতার মালিক হবেন। তিনিই হচ্ছেন, বাদশাহদের মধ্যে সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী। তারপর 'সাহেবুল আলামাত' ক্ষমতার মালিক হওয়ার পর মারা যাবে। ইবনু মাহেক আযযাহাবিয়্যাতকে হত্যা করার পর পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের ফেৎনা ফাসাদ ছড়িয়ে পড়বে। ঐ সময় থেকে যাবতীয় বালা-মসীবত দেখা যাবে এবং মানুষের কাছ থেকে ভ্রাতৃত্ববোধ উঠে যাবে। অতঃপর সাহেবুল আলামতের বংশধর থেকে চারজন বাদশাহ ধারাবাহিকভাবে দায়িত্ব পালন করবেন। তাদের দুইজন এমন হবেন, যাদের জন্য কোনো বই পুস্তক পাঠ করা হবে না। আরেকজন কয়েক মাত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর নিজের বিছানায় মৃত্যুবরণ করবেন। আরেকজন বাদশাহর আবির্ভাব হবে 'জারফ' নামক এলাকার দিক থেকে। তার হাতেই যাবতীয় বিশৃঙ্খলার সূচনা হবে এবং তার অধীনে শাহী মুকুট চূর্ণ বিচূর্ণ করা হবে। তিনি একশত বিশদিন পর্যন্ত হিমসের শাসনভার পালন করবেন। তার প্রতি তার ভূখন্ড থেকে এক ধরনের আতঙ্ক এগিয়ে আসবে যা তাকে এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য করবে। অতঃপর 'জারফ' নামক এলাকাতেও বালা-মসীবত প্রকাশ পাবে। যার কারণে তাদের পরস্পরের মাঝে মারাত্মক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।

হাদিস নং ২৭৬

হযরত ইউনুছ ইবনে মায়সারা আল জাবলানী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "উক্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা মদীনা থেকে পরিচালিত হবে, পরবর্তীতে সেটা শাম দেশের দিকে চলে যাবে, অতঃপর জাযিরা থেকে পরিচালিত হবে, অতঃপর ইরাক থেকে, অতঃপর বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে; যখন রাষ্ট্র ক্ষমতা বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে পরিচালনা হতে থাকবে। মূলতঃ তখনই সেটা ধূলিস্যাৎ

হয়ে যাবে। যারাই সেখান থেকে বের হবে উক্ত সমস্যা তাদেরকেও গ্রাস করে নিবে।”

হাদিস নং ২৭৭

হযরত আরতাত ইবনে মুনজির (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সংবাদ পৌঁছেছে, তিনি এরশাদ করেন, “নবুওয়াতী দায়িত্ব আমার পরে তিন স্থান থেকে পরিচালিত হবে; মক্কা, মদীনা এবং শাম। এই তিন স্থান থেকে উক্ত দায়িত্ব সরে আসলে, সেটা আর কিয়ামত পর্যন্ত ফিরে আসবে না।”

হাদিস নং ২৭৮

হযরত কুরাব ইবনে আবদে কুলাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত কাব এ আহবার (রহঃ) আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, নিশ্চয় খলীফা মানসূর পনের খলীফার পাঁচ নম্বর খলীফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

হাদিস নং ২৭৯

হযরত কাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, মানসূর সংবাদ দিয়েছেন, খলীফা মানসূর বনূ হাশেম থেকে হবেন।

হাদিস নং ২৮০

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে ইয়ামানবাসী তোমাদের দাবি হচ্ছে, খলীফা মানসূর তোমাদের গোত্রের। না, কখনো নয়; কসম সে সত্ত্বার, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। নিঃসন্দেহে খলীফা মানসূর এর পিতা কুরাইশ বংশের হবে। যদি আমি ইচ্ছা করি তার আখেরী দাদার প্রতি তাকে নিসবত করতে তাহলে অবশ্যই আমি সেটা করতে পারব।

হাদিস নং ২৮১

হযরত ইবনে আউন (রহঃ) মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পর যিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পালন করবেন, তার নাম হবে সালাম।

হাদিস নং ২৮২

হযরত ইয়াদুম আল হিময়ারী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাবী ইবনে আমেরকে বলতে শুনেছি, সিফাহ নামক বাদশাহ দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকবেন, তার নাম তাওরাত নামক আসমানী কিতাবে আসমানের পাখি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদিস নং ২৮৩

হযরত আরতাত (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, গোত্রের আমীরগণ তেমন কোনো যোগ্যতা সম্পন্ন না হলেও জিন ইনসান সকলের কথা শুনবে। তারা এমন এক লোকের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবেন, যার নামে কোনো প্রকারের কলঙ্ক থাকবে না। তবে তারা হবেন ইয়ামানী খলীফা। বর্ণনাকারী ওলীদ ইবনে মুসলিম (রহঃ) বললেন, কাবে আহবারের জানা মতে, তিনি হবেন ইয়ামানী, কুরাইশী এবং গোত্রের আমীর। তিনিও ইয়ামানী হবেন। তারা এবং তাদের অনুসারীগণকে বাইতুল মোকাদ্দাস থেকে বের করে দেয়া হবে।

হাদিস নং ২৮৪

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, কাহতানের এক লোক লোকজনকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।

হাদিস নং ২৮৫

হযরত কাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বংশধর থেকে মোট তিনজন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করবে; মানসূর, মাহদী ও সিফাহ।

হাদিস নং ২৮৬

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে কাইস ইবনে জাবের আস সাদাফী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, “পৃথিবীর বেশ কয়েকজন প্রতাপশালী ক্ষমতা পরিচালনা করার পর আমার বংশের জনৈক ন্যায়পরায়ণ লোক ক্ষমতা গ্রহণ করবেন। তিনি গোটা পৃথিবীতে ইনসাফে পরিপূর্ণ করে দিবেন। অতঃপর কাহতানের এক লোক ক্ষমতার মালিক হবেন। কসম সে সত্ত্বার যিনি আমাকে হক্ব নিয়ে প্রেরণ করেছেন, দ্বিতীয়জন প্রথম খলীফা থেকে নিম্নমানের হবেন।”

হাদিস নং ২৮৭

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমামগণ কুরাইশ বংশ থেকে হবেন, তাদের উত্তম প্রজাদের খলীফাও উত্তম হবেন, এবং খারাপ প্রজাদের ইমামও খারাপ। নিঃসন্দেহে কুরাইশদের পর জাহিলিয়্যতবিহীন আর কিছুই থাকবে না।

হাদিস নং ২৮৮

হযরত ওমর ইবনে আব্দুর রহমান আয যিমারী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, নিতফানের কবরে একটি লিখিত পাথর পাওয়া যায়। আব্দুর রহমান বলেন, সেখানে আমি লিখিত দেখতে পেলাম যে, ক্ষমতায় থাকবে কোমল হৃদয়ের জ্যোতিষী। এবাদত ইত্যাদিতে থাকবে দৃঢ়তা ও উদ্যমী। তার সাথে পাওয়া যাবে অলঙ্কার ও সঞ্চিত বিষয়সমূহ। বৈধ করা হবে আগত ষাঁড়ের মাধ্যমে। তোমার সাথে হবে আমার হিযরত উত্তম হিমইয়ারের সহযোগিতায়। অতঃপর নিকৃষ্ঠতম হাবশীগণ ক্ষমতার মালিক হবে। তাদের পর আযাদ পারস্যবাসীরা

ক্ষমতাসীন হবেন। এরপর আশ্রয়গ্রহণকারী কুরাইশগণ ক্ষমতার মালিক হবেন। এরপর নানান ধরনের বিশৃঙ্খলা সমাজে ছড়িয়ে পড়বে। প্রত্যেকবার যারা ক্ষমতার মসনদে বসবেন তারা হবেন খুবই বিচক্ষণ এবং পরস্পরের সাথে শত্রুতা পোষণকারী। যারা তার বিরোধীতাকারীদেরকে কোনঠাসা করে রাখবেন।

হাদিস নং ২৮৯

হযরত কাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন বাদশাহ সফলকাম জিজ্ঞাসা করা হলে বলা হয় হিমইয়ারুল আখইয়ার। অতঃপর যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কোন শাসক সফলতার শীর্ষে অবস্থানকারী। জবাব দেয়া হয় যে, নিকৃষ্ঠতম হাবশী সম্প্রদায়। আবারো যখন জানতে চাওয়া হয় যে, কে সফল বাদশাহ? জবাবে তিনি বলেন, আসাদ পারস্যদের জন্য যাকে নির্বাচন করা হয়। আবারো জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কোন বাদশাহ সফলকাম। জবাবে বলা হয় আশ্রয়দাতা কুরাইশের জন্য যাকে নির্বাচন করা হয়েছে। আবারো যখন জানতে চাওয়া হয় যে, কোন বাদশাহ সফলতার শীর্ষে অবস্থান করছে? জবাবে বলা হলো, সামুদ্রিক হিমইয়ারবাসীদের জন্য যাকে নির্বাচন করা হবে। বর্ণনাকারী হাকাম (রহঃ) বলেন, হিমইয়ারের অর্থ হচ্ছে ব্যবসায়ীগণ।

হাদিস নং ২৯০

হযরত নাফে (রহঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এরশাদ করেন, আমার সন্তানদের একজন যার চেহারা দাগ বিশিষ্ট থাকবে, তিনি ক্ষমতাসীন হবে। তিনি গোটাজগতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে। হযরত নাফে (রহঃ) বলেন, আমার ধারণা হচ্ছে, তিনি হচ্ছেন ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ)।

হাদিস নং ২৯১

হযরত কাতাদাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম, তার পার্শ্বে ছিলেন আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু। আমাকে দেখে তিনি বলেন, কাছে এসো, একথা শুনে যখন আমি তার কাছে গিয়ে দাড়ালাম। তখন তিনি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, নিঃসন্দেহে তুমি অতিসত্ত্বর এই উম্মতের জিম্মাদারী গ্রহণ করবে এবং তাদের উপর ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে।

হাদিস নং ২৯২

হযরত ওলীদ ইবনে হিশাম (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন ইহুদীর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে বললেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) অতি সত্ত্বর এই জিম্মাদারী গ্রহণ করবে এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। পরবর্তীতে আবারো তার সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে বলেন, নিঃসন্দেহে তোমার সাহেব দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। আপনি তাকে বলেন, যেন সে নিজেকে সংস্কার করতে পারে। আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করে ঘটনাটি বললাম। আমার কথা শুনে তিনি বললেন, তোমার ধ্বংস হোক, আমি সে ব্যাপারে কিছুই জানি না। তবে আমি এতটুকু জানি যে, একটি সময় আসবে আমি তখন পানি পান করাবো। যদি ঘোষণা দেয়া হয় যে, আমার সুস্থতা আমার কানের লতি স্পর্শ করার মাঝে নিহিত হয়েছে, তাহলে আমি সেটা গ্রহণ করব অথবা যদি আমার সামনে কোনো সুগন্ধি পেশ করা হয় এবং আমি সেটাকে গ্রহণ করার জন্য আমার নাকের দিকে নিয়ে যাই তাহলে আমি সেটা করব।

হাদিস নং ২৯৩

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মোয়াজ্জিন উকাইলী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকের কাছে পাঠালেন, যেন তাকে ডেকে আনা হয়। তিনি উপস্থিত হলে হযরত ওমর তাকে বললেন, তোমার জন্য শুভ কামনা রইল। তোমাদের কাছে কি আমার কোনো বৈশিষ্ট জানা আছে। জবাবে সে বলল, হ্যাঁ, হে আমীরুল মুমিনিন! তার কথা শুনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

সেটা কেমন? জবাবে বলা হলো লোহার শিংয়ের ন্যায়। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন, সেটা আবার কি? বিশপ বললেন, শক্তিশালী একজন পুরুষ। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আলহামদুলিল্লাহ বলে বললেন, তারপর কি রয়েছে? জবাবে বিশপ বললেন, আপনার পর এমন একজন খলীফা হবেন, তার মধ্যে তেমন কোনো রণশক্তি না থাকলেও তিনি তার নিকটাত্মীয়দের দ্বারা প্রভাবিত হবেন। একথা শুনে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহতা'আলা যেন, ওসমানের উপর দয়া করেন! আল্লাহ তাআলা যেন, ওসমানের উপর দয়া করেন!! এরপর ওমর জানতে চান, তারপর কি হবে? জবাবে বিশপ বললেন, পাথরের মধ্যে আঘাত করা হবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দেন, উন্মুক্ত তলোয়ার এবং ব্যাপকহারে গণহত্যা চলতে থাকবে। এ কথাটি হযরত ওমরের কাছে খুবই বেদনাদায়ক মনে হওয়ায় তিনি বললেন, গোটা দিন তোমার ধ্বংস হোক। অতঃপর উক্ত ধর্মযাজক বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! এরপর কিন্তু একটি দল গঠিত হবে। বর্ণনাকারী ওকাইলী বলেন, এরপর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বললেন, হে ওকাইলী! দাঁড়িয়ে আযান দাও। তারপর তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকের কাছে আর কিছু জানতে চেয়েছেন কিনা আমি জানি না।

হাদিস নং ২৯৪

হযরত কাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহতা'আলা নবী, খলীফা এবং বাদশাহ একমাত্র গ্রাম এবং শহরবাসীদের থেকে প্রেরণ করেছেন, অবশ্যই তারা উক্ত দায়িত্ব গ্রাম ও শহরবাসীদের মধ্য থেকে হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী নয়।

০৬ উমর (রাঃ) এরপর বনু উমাইয়া বাদশাহদের নাম প্রসঙ্গে

হাদিস নং ২৯৫

হযরত আমের শাবী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি মুসতালিক বংশের এক লোক থেকে বর্ণনা করেন। তিনি এরশাদ করেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে জানতে চাইলাম যে, হযরত ওমর এর মৃত্যুর পর আমার গোত্রের লোকজন কাকে যাকাত প্রদান করবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা ওমরের পর ওসমান ইবনে আফফানকে যাকাত দিবে।

হাদিস নং ২৯৬

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, এরপর ওসমান ইবনে আফফান খলীফা হবেন, তারপরে মুয়াবিয়া, তারপর তার ছেলে রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনা করবেন।

হাদিস নং ২৯৭

হযরত কাব (রহঃ) থেকে পূর্বের হাদীসের ন্যায় বর্ণিত।

হাদিস নং ২৯৮

মুগীস আল আওযায়ী বলেন। একদিন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পরে কে খলীফা হবেন সে সম্বন্ধে জানতে চাইলে হযরত কাব (রহঃ) তাকে বললেন, আপনার পর এমন একজন খলীফা হবেন, যাকে তার উম্মতগণ খুবই নির্মমভাবে হত্যা করবে। অর্থাৎ ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু খলীফা হবেন।

হাদিস নং ২৯৯

হযরত কাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, একদিন আমাকে নবীর পর এই উম্মতের খলীফা কে হবেন জিজ্ঞাসা করেন। এটা হযরত ওমর

রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে খলীফা সম্বন্ধে জানতে চাওয়ার পূর্বে। জবাবে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল আমীন অর্থাৎ ওসমান ইবনে আফফান। তার পরবর্তীতে বাদশাহ শুরু হবে এবং তাদের অন্যতম হবেন মুয়াবিয়া।

হাদিস নং ৩০০

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মোয়াজ্জিন ওকাইলী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন হযরত ওমর তার উপস্থিতিতে জনৈক খ্রীষ্টান ধর্মযাজকের কাছে তার পরবর্তীতে খলীফা কে হবেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, এমন এক লোক খলীফা হবেন, যিনি তেমন শক্তিশালী না হলেও তার আত্নীয়দেরকে প্রাধান্য দিবেন। একথা শুনে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহ যেন ওসমানের উপর দয়া করেন! আল্লাহ তা'আলা যেন, ওসমানের উপর দয়া করেন!!

হাদিস নং ৩০১

হযরত হেলাল ইবনে ইয়াসাফ (রহঃ) বলেন, একদিন মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বারীদকে রোমের সম্রাটের কাছে এ মর্মে জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন যে, ওসমান আমীরুল মুমিনীনের পর খলীফা কে হবেন? জবাবে রোমের সম্রাট একটি বই আনতে বললেন। এর পর সেটা দেখে বললেন, ওসমান ইবনে আফফানের তোমাকে প্রেরণকারী মোয়াবিয়া খলিফা হবেন।

হাদিস নং ৩০২

হযরত আবু সালেহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে সফররত ছিলেন। তখন জনৈক উট চালক আবৃত্তি করছিলেন, উনার পর আমীর হবেন আলী; উনার উপর সকলে থাকবেন রাজী। বর্ণনাকারী কাব (রহঃ) বলেন, উক্ত কাফেলায় হযরত মোয়াবিয়া ধূসর বর্ণের একটি খচ্চরের উপর আরোহণ করে একপার্শ্ব দিয়ে চলছিলেন। এক পর্যায়ে উল্লিখিত উট

চালক বলে উঠলেন, তারপর আমীর হবেন, ধূসর বর্ণের খচ্চরের উপর আরোহী।

হাদিস নং ৩০৩

হযরত হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন। আমি আলী ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "আমার উম্মত মোয়াবিয়ার নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।"

হাদিস নং ৩০৪

হযরত আবু সালেম আল জয়শানী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কুফাতে বলতে শুনেছি, আমি হক্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুদ্ধ সংগ্রাম চালিয়ে যাব। তার দ্বারা হক্ব প্রতিষ্ঠা হোক বা না হোক। সিদ্ধান্ত তাদের জন্যই হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আমার সাথীদেরকে বললাম, সেখানে অবস্থান কেমন হবে? অথচ তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন, সিদ্ধান্ত তাদের জন্য হবে না। যার কারণে আমরা তার কাছে মিশর চলে যাওয়ার জন্য অনুমতি চেয়েছিলাম এবং তিনি যাদের ইচ্ছা তাদেরকে চলে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিয়েছেন। আর আমাদের প্রত্যেককে এক হাজার দেরহাম করে দান করেছেন। আমাদের কেউ কেউ চলে গেলেও একদল তার সাথে থেকে গিয়েছেন।

হাদিস নং ৩০৫

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ আল জুরাশী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাম সম্বন্ধে আলোচনা করলে জনৈক লোক বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের জন্য শাম দেশের অবস্থা কেমন হবে অথচ সেখানে শক্তিশালী রোমান বাহিনী থাকবে। লোকটির কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহসা বলে উঠলেন, শামকে নিজেদের অধীনে রাখার জন্য কুরাইশ বংশের পুরুষদের

থেকে একজনই যথেষ্ট। তখন তিনি তার সাথে থাকা লাঠি দ্বারা মোয়াবিয়ার কাঁধের প্রতি ইঙ্গিত করেন।

হাদিস নং ৩০৬

হযরত আব্দুল করীম ইবনে রশিদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এরশাদ করেন, হে আসহাবে রাসূল! তোমরা পরস্পর কল্যাণ কামনা কর, না হয় তোমাদের খেলাফতের উপর আমর ইবনুল আস ও মোয়াবিয়ার ন্যায় শাসকগণ বিজয়ী হয়ে যাবেন।

হাদিস নং ৩০৭

হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে আমি দেখে আসছি, হযরত আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর যুগ থেকে মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের জন্য খেলাফতের জিম্মাদারী প্রস্তুত করা হচ্ছে।

হাদিস নং ৩০৮

ওমারা ইবনে আবু হাফসা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইকরামা (রহঃ) কে বলতে শুনেছি, বনু উমাইয়ার ভাইদের ব্যাপারে আমি খুবই আশ্চর্য্য হই। আমাদের দাবি হচ্ছে, মুমিনের আর তাদের দাবি হচ্ছে মোনাফিকের দাবি এবং আমাদের বিপক্ষে সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

হাদিস নং ৩০৯

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান তোমাদের উপর অতিসত্ত্বর বিজয়ী হবে। উপস্থিত লোকজন বললেন, আমি কি তখন তার সাথে যুদ্ধ করবো না? জবাবে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, না। আমীর ভালো হোক বা খারাপ হোক তার আনুগত্য করতে হবে।

০৭ উমাইয়া বংশের সর্বশেষ বাদশাহ প্রসঙ্গে

হাদিস নং ৩১০

হযরত বাসেদ ইবনে সাদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ান ইবনে হাকাম ভূমিষ্ঠ হলে তার জন্য দোয়া করতে তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দোয়া করতে অস্বীকার করেন। বর্ণনাকারী ইবনুয যুরাকা (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, "আমার সর্বসাধারণ উম্মত মারওয়ান এবং তার সন্তানদের হাতে ধ্বংস হয়ে যাবে।"

হাদিস নং ৩১১

হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওবাইদ আল কুলায়ী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে কতক মাশায়েখ হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃষ্টিপাত করেন তখন সহসা বলে উঠলেন, "তার উপর এবং তার সন্তানদের উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক। তবে যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে। কিন্তু খুবই সামান্য হবে।"

হাদিস নং ৩১২

হযরত জাহহাক (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে নাযাল ইবনে সাবুরা (রহঃ) বলেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করবো না, যেটা আমি আবুল হাসান আলী ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে শুনেছি। আমি বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বলেন, আমি তাকে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক উম্মতের জন্য বিপদ হচ্ছে, বনু উমাইয়া।

হাদিস নং ৩১৩

আলী ইবনে আলকামা আল আনমারী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় প্রত্যেক বস্তুর জন্য এমন কিছু বিপদ এসে থাকে, যা তাকে ধ্বংস করে দেয়। এই দ্বীনের জন্য বিপদ হচ্ছে বনু উমাইয়া।

হাদিস নং ৩১৪

হযরত আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, বনু উমাইয়ার শাসনকাল চল্লিশ বৎসরে পৌঁছলে তারা আল্লাহর বান্দাদেরকে চাকর বাকর মনে করবে এবং আল্লাহর মালকে মধুময় ধারণা করবে এবং কিতাবুল্লাহর বিধানের ব্যাপারে সন্দেহ করতে থাকবে।

হাদিস নং ৩১৫

ইয়াযিদ ইবনে শরীক (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, জাহহাক ইনবে কাইস (রহঃ) তাকে সাথে করে একটি কাপড় নিয়ে মারওয়ানের কাছে পৌঁছলে, মারওয়ান জিজ্ঞাসা করেন, দরজায় কে দাঁড়ানো? বলা হলো বিশিষ্ট সাহাবী আবু হোরায়রা। তাকে অনুমতি দেয়া হলে তিনি মারওয়ানের ঘরে প্রবেশ করে বললেন, কুরাইশের কতক অবুঝ বাচ্চাদের হাতে এ উম্মতের ধ্বংস অনিবার্য।

হাদিস নং ৩১৬

ইবনে মাওহাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মোয়াবিয়া এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু বসা ছিলেন। হঠাৎ সেখানে কোনো এক প্রয়োজনে মারওয়ান ইবনুল হাকাম প্রবেশ করেন। তিনি তার প্রয়োজন পূরণ করে চলে গেলে হযরত মোয়াবিয়া তার সাথে থাকা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, আপনি কি জানেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, “হাকামের সন্তানের সংখ্যা

ত্রিশ পর্যন্ত পৌঁছলে তারা আল্লাহর সম্পদকে নিজেদের সম্পদ মনে করবে, আল্লাহর বান্দাদের সাথে চাকর-বাকরের ন্যায় আচরণ করবে এবং আল্লাহর কিতাবের প্রতি সন্দেহভাজন হয়ে উঠবে।" তার কথা শুনে ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হ্যাঁ। কিছুদিন পর মারওয়ান ইবনে হাকাম তার ছেলে আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানকে কোনো এক প্রয়োজনে মোয়াবিয়ার কাছে পাঠালেন। আব্দুল মালিক চলে গেলে মোয়াবিয়া বললেন, হে ইবনে আব্বাছ, তোমাকে আমি আল্লাহর নামে কসম দিয়ে বলছি, তুমি কি জানো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্বন্ধে বলেছেন, "পৃথিবীতে প্রতাপশালী শাসক চারজন হবে।" জবাবে ইবনে আব্বাস বললেন, হ্যাঁ। আর তখনই মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যিয়াদ ইবনে উবাইদকে ডাক দিলেন।

হাদিস নং ৩১৭

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর গোলাম মীনা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে কারো কোনো সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তার জন্য দোয়া চাইতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে উপস্থিত করা হতো। একদিন এভাবে দোয়ার জন্য আল্লাহর রাসূলের দরবারে মারওয়ান ইবনে হাকামকে আনা হলে তিনি বললেন, "কাপুরুষের বাচ্চা কাপুরুষ! মালউনের বাচ্চা মালউন!!"

হাদিস নং ৩১৮

হযরত কাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতিসত্ত্বর কুরাইশের কতিপয় অবুঝ শিশু তোমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তারা চারণ ভূমির উপর আছড়ে পড়া গরুর বাছুরের ন্যায় হবে। তাকে ছেড়ে দিলে সামনে যা পাবে তাই খেয়ে শেষ করে দিবে। আর যদি টেনে ধরো তাহলে যাকে সামনে পাবে তাকে শিং দ্বারা গুতা দিতে থাকবে।

হাদিস নং ৩১৯

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমার পরিবারের কতিপয় লোক আমার পর আমার উম্মতের উপর হত্যাযজ্ঞ চালাবে। আমাদের বিরুদ্ধে গভীর শত্রুতা করবে বনু উমাইয়া, বনু মুগীরা এবং বনু মাখযূম।"

হাদিস নং ৩২০

হযরত আবদ ইবনে বাজালা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন ইমরান ইবনে হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক কারা ছিলেন? আমার কথা শুনে তিনি বললেন, কথাটি কি তুমি আমার মৃত্যু পর্যন্ত গোপন করতে পারবে? জবাবে আমি বললাম, হ্যাঁ, গোপন রাখতে পারব। আমার আশ্বাস পেয়ে তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে নিকৃষ্টতম লোক হচ্ছে বনু উমাইয়া, বনু সাক্বিফ ও বনু হানীফা।

হাদিস নং ৩২১

হযরত তাবী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু উমাইয়ার জনৈক লোকের সন্তানদের চারজন বাদশাহ হবেন। সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক, হিশাম, ইয়াযীদ এবং ওলীদ।

হাদিস নং ৩২২

হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "ওলিদ নামক একজন লোক আত্মপ্রকাশ করেন, যার দ্বারা জাহান্নামের বিরাট একটি অংশ ভরাট করা হবে।"

হাদিস নং ৩২৩

হযরত সাঈদ ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা আমি শুনতে পেয়েছি, তিনি বলেন, "দুইজন ওমর, দুইজন ইয়াযীদ, দুই ওলীদ, দুই মারওয়ান এবং দুইজন মুহাম্মদ তোমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করবেন।"

হাদিস নং ৩২৪

হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবীব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। এ কথা মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ যে, যদি কোনো খলীফার চোখ টেরা হয়, তখন তোমার সামর্থ্য থাকলে শাম থেকে মিশরের দিকে বেরিয়ে যাও। অবশ্যই সেটা হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক খলীফা হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

হাদিস নং ৩২৫

হযরত আবু কুবাইল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের কাছে সংবাদ আসে যে, তার একটি সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে এবং তার আম্মা তার নাম রেখেছে হিশাম। এ কথা শুনে তিনি বললেন, তাকে যেন আল্লাহতা'আলা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে।

হাদিস নং ৩২৬

হযরত মাকহুল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সংবাদ পৌঁছেছে। তিনি বলেন, কুরাইশের মধ্যে চারজন যিনদীক হবে। তার পিতা বলেন, আমি সাঈদ ইবনে খালেদকে বলতে শুনেছি, তিনি আবু যাকারিয়া থেকে তেমনই উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি এরশাদ করেন, তারা হলেন মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মারওয়ান ইবনে হাকাম, ওলীদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান ইবনে হাকাম, ইয়াযীদ ইবনে খালেদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান এবং সাঈদ ইবনে খালেদ, যিনি খোরাসানে ছিলেন।

হাদিস নং ৩২৭

হযরত আবু জাকারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহকে তাদের নাম জিজ্ঞাসা করলে পূর্বের হাদীসের মত তাদের নাম বলেছেন।

হাদিস নং ৩২৮

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ভাইয়ের একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে, তারা তার নাম রাখে ওলীদ। এ কথাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললে তিনি বলেন, তোমরা তা এমন নাম রেখেছ সেটা এই উম্মতের ফেআউনের নাম হবে। ওলীদ এই উম্মতের জন্য তৎকালীন যুগের ফেরআউন থেকে আরো মারাত্মক হবে। বর্ণনাকারী যুহরী (রহঃ) বলেন, যদি ওলীদ ইবনে ইয়াযীদ খলীফা সেই হবে উল্লিখিত ওলীদ। না হয় ভবিষ্যৎ বাণীকৃত ওলীদ হবে, ওলীদ ইবনে আব্দুল মালিক।

হাদিস নং ৩২৯

হযরত আইউব ইবনে বারীর (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সাথে আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ঘরে প্রবেশকারীদের একজন আমাকে বর্ণনা করেছেন। হাজ্জাজ আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে জানতে চাইলো, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কি শুনেছ? জবাবে তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, বনু সাকিফের মাঝে একজন কাযযাব হবে এবং একজন মুবীর হবে। কাযযাবের ব্যাপারে তো আমরা ইতিমধ্যে অবগত হয়েছি, আর মুবীর হচ্ছো তুমি। একথা শুনে হাজ্জাজ বলল, হ্যাঁ, আমি মোনাফেকদের মুবীর।

হাদিস নং ৩৩০

হযরত সুহাইল যাকওয়ান (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করার পর আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে প্রবেশ করলে, আসমা তাকে জিজ্ঞাসা করলো, ইবনে যুবায়েরের সাথে কি আচরণ করেছ? জবাবে সে বলল, তাকে আল্লাহতা'আলা হত্যা করেছেন। একথা শুনে আসমা বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি একজন রোজাদার এবং রাত্রে এবাদতকারীকে হত্যা করেছ। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, বনু সাকিফ থেকে তিন ধরনের লোকের আত্মপ্রকাশ হবে। কাযযাব, যায়আল ও মুবীর। কাযযাব সম্বন্ধে তো আমরা ইতোমধ্যে অবগত হয়েছি, মুবীর হচ্ছে তুমি। তবে যায়আল সম্বন্ধে এখনো জানতে পারিনি। বর্ণনাকারী বলেন, ইবনে যুবাইরকে শুলিতে ঝুলানো হলে তার নিচ দিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর অতিক্রম করতে গিয়ে বললেন, ইবনে যুবাইর! তুমি সফলকাম হয়েছো। তবে তোমার উম্মতই হচ্ছে, নিকৃষ্ঠতম উম্মত।

হাদিস নং ৩৩১

হযরত নাফে (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এরশাদ করেন, আমার বংশধর থেকে চেহারায় দাগ বিশিষ্ট একজন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। গোটা দেশ তিনি ইনসাফ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন। বর্ণনাকারী নাফে (রহঃ) বলেন, আমার ধারণামতে তিনি হচ্ছেন, ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ)।

হাদিস নং ৩৩২

হযরত শওযব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) তার পিতার আস্তাবলে প্রবেশ করলে, তার পিতার একটি ঘোড়া তাকে আঘাত করে। তিনি সেখান থেকে বের হয়ে আসছিলেন,

যে অবস্থায় তার চেহারা থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে তার পিতা বললেন, হয়তো তুমি বনু উমাইয়ার জন্য মারাত্মক আঘাতকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

হাদিস নং ৩৩৩

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমীরুল মুমিনীন ওসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পর বনু উমাইয়া থেকে মোট বারোজন রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণকারী বাদশাহ হবেন। তাকে বলা হলো, তারা কি খলীফা হিসেবে ক্ষমতাসীন হবেন? জবাবে তিনি বললেন, না, বরং বাদশাহ হবেন।

হাদিস নং ৩৩৪

হযরত আবু উমাইয়া আল-কালব্বী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি ইয়াযীদ ইবনে আব্দুল মালিকের খেলাফতকালীন বর্ণনা করেন। মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এর এন্তেকালের পর ইবনে যুবাইয়ের ফেৎনার সময় যখন লোকজনের মাঝে মতানৈক্য দেখা দেয়, তখন আমরা প্রবীণ এক শেখ এর কাছে আগমন করি, যিনি জাহিলিয়্যাতের যুগ পেয়েছেন এবং বার্ধক্যের কারণে তার উভয় ভ্রু দুই চোখের উপর এসে পড়েছে। আমরা তার কাছে জানতে চাইলাম, এই ফেৎনা ও লোকজনের মাঝে মতানৈক্য ও বিশৃঙ্খলার কি সমাধান হতে পারে? আমাদের কথা শুনে তিনি একটি বেন্ডেজ আনতে বললেন, সেটা আনা হলে তার সাহায্যে তিনি ভ্রুর চামড়া উপরের দিকে উঠিয়ে রেখে আমাদেরকে ভালো করে দেখেন। অতঃপর বললেন, এমন ফেৎনাকালীন তোমরা তোমাদের ঘরের ভিতর অবস্থান গ্রহণ করবে। কেননা, অতিসত্তর বনু উমাইয়ার এক লোক দীর্ঘ বাইশ বৎসর পর্যন্ত তোমাদের বাদশাহ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। তার মৃত্যুর পর অল্প কিছুদিনের মধ্যে বনু উমাইয়ার অনেকে দায়িত্ব পালন করবে। এরপর চোখে চিহ্নবিশিষ্ট হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করে। তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করার পর এত বেশি টাকা জমা করবে, যা ইতিপূর্বে কেউ জমা করেনি। সে উনিশ বৎসর জীবিত

থেকে মারা যাবে। অতঃপর জনৈক যুবক রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করে লোকজনকে অধিক পরিমাণে দান করবে যা ইতিপূর্বে আর কেউ করেনি। এভাবে চলতে থাকলে তার বংশের আরেকজন লোক তার উপর আঘাত করলে তিনি মারা যাবেন। ঐ লোকের হাতও রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে। এরপর জামীরার দিক থেকে একজন মুদাব্বির আগমন করবে।

হাদিস নং ৩৩৫

বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ ইবনে শিহাব যুহরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জানতে পেরেছি, প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু আমীরুল মুমিনীন ওসমান ইবনে আফফানকে শহীদ করার পূর্বে ঘোষণা দিয়েছেন, মাত্র দুই মাসের মধ্যে ওসমান ইবনে আফফানকে হত্যা করা হবে। এ কথা শুনে মারওয়ান খুবই রাগান্বিত অবস্থায় বারবার ওসমানের ঘরে প্রবেশ করতে চাইলে তাকে বাধা দেয়া হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস (রহঃ), ইবনে শিহাব যুহরীর কাছে জানতে চাইলেন এ বিষয়টি এখনো লোকজন জানে না। এ ব্যাপারে আরো কিছু আপনার কাছে জানা থাকলে আমাদেরকে জানাতে পারেন। এ কথাগুলো হিশামের শাসনামলে হচ্ছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে কাইসের কথা শুনে ইবনে শিহাব যুহরী বলেন, তোমরা কি হিশামের রাজত্ব থেকে পরিত্রাণের ব্যাপারে চিন্তা করছো? সে কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যে মারা যাবে। হযরত যুহরীকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হিশাম স্বাভাবিকভাবে মারা যাবে নাকি তাকে হত্যা করা হবে? যুহরী জবাব দেয়, হ্যাঁ, সে স্বাভাবিকভাবে মারা যাবে। হিশামের পর রাষ্ট্র ক্ষমতায় কে আরোহণ করবে সে সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হলে যুহরী জবাব দেয়, তার বংশের একজন বালক রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তার ক্ষমতা কয়দিন থাকবে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন, শিশুদের ঘুমের সমপরিমাণ সে ক্ষমতায় থাকে। অতঃপর ইবনে শিহাব যুহরীর কাছে জানতে চাওয়া হয়, সে মারা যাবে নাকি হত্যা করা হবে? জবাবে তিনি বলেন, বরং তাকে হত্যা করা হবে। তারপর রাষ্ট্র ক্ষমতা কার হাতে থাকবে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি

জাযিরার দিকে ইশারা করে বলেন, এদিক থেকে আসবে। সুলাইমান ইবনে হিশাম তখন জামিরার আমীর থাকবে। তার পরিচয় জানতে চাইলে যুহরী বলেন, তার নাম এবং তার পিতার নাম হবে আট হরফ বিশিষ্ট। যুহরীকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তার রাজত্বের স্থায়িত্ব কতদিন হবে? জবাবে তিনি বলেন, ভিজা কাপড়কে একস্থান থেকে সরিয়ে অন্য স্থানে দেয়ার সময় পরিমাণ থাকবে।

হাদিস নং ৩৩৬

হযরত হেলাল ইবনে এসাফ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছে বারীদ, যিনি ইবনে যুবাইরের নিকট মুখতারের মাথা নিয়ে এসেছে। তিনি বলেন, যখন আমি তার সামনে মুখতারের মাথা রাখি, তখন তিনি আমাকে বললেন, আমার রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ে যারা যা কিছু বলেছেন সব কিছু আমি হুবহু পেয়েছি। কিন্তু একমাত্র এ ব্যাপারটি ছাড়া। যেহেতু তিনি আমাকে বলেছেন, সাকিফ বংশের একলোক আমাকে হত্যা করবে, অথচ আমিই তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছি।

হাদিস নং ৩৩৭

আমর ইবনে দ্বীনার (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু এরশাদ করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের ফেৎনা যাবতীয় ফেৎনার অন্যতম।

হাদিস নং ৩৩৮

হযরত আবু কুবাইল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখতে পেলেন যে, ইবনুয যুবাইরের সঙ্গীদের মাথা বল্লম ও বর্শার মাথায় করে আনা হচ্ছে। তখন তিনি বললেন, তোমরা তাদের মাথা নিয়ে তামাশা করছ অথচ তোমরা জানো না তাদের রূহগুলো এখন কোথায় অবস্থান করছে।

হাদিস নং ৩৩৯

হযরত আবু ওয়ায়িল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সাথে আবুল আলা যিলা ইবনে যুকরের সাথে সাক্ষাৎ হলে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবুল আ'লা! তোমার পরিবারের কোনো সদস্য কি মহামারীতে আক্রান্ত হয়েছে? জবাবে তিনি বললেন, তারা ফেৎনাকালীন ভুল করাটা আমার কাছে মহামারীতে আক্রান্ত হওয়ার চেয়ে আরো মারাত্মক হবে।

হাদিস নং ৩৪০

আবু সালমা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রার সুস্থতার জন্য দোয়া করলে তিনি বলেন, হে আল্লাহ্ সেটা ফিরিয়ে এনো না। অতঃপর তিনি বললেন, অতিসত্ত্বর মানুষের কাছে এক যুগ আসবে তখন পৃথিবী থেকে মৃত্যুবরণ করাটা লাল স্বর্ণ থেকেও বেশি পছন্দনীয় হবে।

হাদিস নং ৩৪১

হযরত আবু ওয়ায়েল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ওসমান ইবনে আফফান সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, মূলতঃ তাকে কৃপণতাই ধ্বংস করে দিয়েছে, অনিষ্টতার পয়গামটি কতই না ভয়ংকর। আমরা তাকে বললাম, আপনি কি বের হবেন না? আপনার সাথে আমরাও বের হতে পারতাম। জবাবে তিনি বললেন, দীর্ঘমেয়াদী কোনো বাদশাহ হওয়ার চাইতে পাহাড়ের উঁচু স্থান থেকে লাফিয়ে পড়া আমার জন্য অনেক সহজ।

০৮ ফেৎনাকালীন আত্মরক্ষা করা মুস্তাহাব

হাদিস নং ৩৪২

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "ফেৎনাকালীন ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বাভাবিক শুয়ে থাকা ব্যক্তি থেকে উত্তম। শুয়ে থাকা ব্যক্তি বসা অবস্থায় থাকা লোক থেকে উত্তম। বসে থাকা লোক দাড়ানো অবস্থায় থাকা লোক থেকে ভালো, দাড়িয়ে থাকা লোক চলমান লোক থেকে উত্তম, স্বাভাবিক চলাচলকারী ব্যক্তি বাহনে আরোহণকারীর চাইতে উত্তম। বাহনে আরোহণকারী, দ্রুত গতিতে ফেৎনার দিকে ধাবমান ব্যক্তি হতে উত্তম। ফেৎনা চলাকালীন খুন হওয়া সকলে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে।" বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সে অবস্থা কবে হবে? জবাবে আল্লাহর রাসূল বলেন, "যেটা মারাত্মক যুদ্ধ চলাকালীন হবে।" আমি জানতে চাইলাম কখন সেটা হবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সেটা তখনই হবে, যখন কোনো মানুষ তার পাশে বসে থাকা লোক দ্বারা আক্রান্ত হওয়া থেকে শঙ্কা মুক্ত হতে পারবে না।" বর্ণনাকারী বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যদি সে যুগ প্রাপ্ত হই তাহলে আমার প্রতি আপনার কি নির্দেশনা রয়েছে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তখন তুমি নিজেকে এবং তোমার হাতকে নিয়ন্ত্রণ করো এবং নিজের ঘরে দাখেল হয়ে যাও।" অতঃপর আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই ফেৎনা যদি আমার ঘরের অন্দরেও প্রবেশ করে যায় তাহলে আমার করণীয় কি হবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তাহলে তুমি তোমার ঘরের ভিতরে ঢুকে যাবে।" তার কথা শুনে আমি বললাম, যদি সে ফেৎনা আমার ঘরের ভিতরেও প্রবেশ করে তাহলে আমার কি করা উচিৎ? এর পর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যদি এমন হয় তাহলে তুমি তোমার মসজিদে প্রবেশ করতঃ তোমার হাত গুটিয়ে রাখ, এবং মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ‘রব্বি আল্লাহ’ জপতে থাক।”

হাদিস নং ৩৪৩

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, তোমরা নিজেদেরকে ফেৎনা থেকে বাঁচিয়ে রাখ। আল্লাহর কসম! যদি কেউ ফেৎনার সম্মুখিন হয় তাহলে সেটা তাকে স্রোতের ন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। উক্ত ফেৎনা খুবই সুন্দরভাবে এগিয়ে আসলেও সবকিছু নিঃশেষ করে ফিরে যাবে। তোমরা কেউ এ ধরনের ফেৎনার সম্মুখিন হলে তোমাদের ঘরের ভিতরেই অবস্থান করতে থাকবে, তোমাদের তালোয়ারের তীক্ষ্মতাকে নষ্ট করে ফেলবে এবং ধনুকের ছিলা কেটে টুকরো টুকরো করবে।

হাদিস নং ৩৪৪

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, “অতি নিকটবর্তী হওয়া ফেৎনার অনিষ্টতাকালীন আরবদের ধ্বংস অনিবার্য। নিজের হাতকে কন্ট্রোলকারী লোকই মূলতঃ সফলকাম।”

হাদিস নং ৩৪৫

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে আমি এমন এক ফেৎনা সম্বন্ধে জানি, যার পূর্বের নিদর্শনগুলো অতিসত্ত্বর প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছে। যার সাথে থাকবে উত্যক্তকারী দল, যেমন খরগোশকে উত্যক্ত করে গর্ত থেকে বের করে আনা হয়, তেমনিভাবে লোকজনকে ফেৎনার প্রতি ধাবিত করা হবে। আবার আমি উক্ত ফেৎনা থেকে মুক্তির উপায়ও জানি। উপস্থিত লোকজন জিজ্ঞাসা করেন, মুক্তির উপায় কি হতে পারে? জবাবে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

আমার হাতকে কন্ট্রোল করে রাখব, এক পর্যায়ে আমাকে এসে হত্যাকারীরা হত্যা করবে।

হাদিস নং ৩৪৬

হযরত হোজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমানদের দুই দল থেকে কারো পরিচয় পেশ করার ক্ষেত্রে আমার কোনো ভয় সংকোচ নেই। তাদের উভয়দল থেকে যারা খুন হবে তাদের প্রত্যেকে জাহেলী যুগের ন্যায় মৃত্যুবরণ করবে।

হাদিস নং ৩৪৭

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "নিঃসন্দেহে ফেৎনা খুবই সজ্জিত অবস্থায় এগিয়ে আসলে ফিরে যাবে কিন্তু ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে, বাহ্যিকভাবে ফেৎনা তীব্র আকার ধারণ করলে সেটাকে বিস্তৃত করো না, আর সেই ফেৎনা প্রশস্থ হতে চেষ্টা করলে প্রশস্থ হতে দিয়ো না। উক্ত ফেৎনা আল্লাহর জমিনে উর্বরতা বৃদ্ধি পেলেও তার লাগাম মাড়ানো হবে। আল্লাহ্তা'আলার অনুমতি ছাড়া কারো পক্ষে সেটাকে জাগ্রত করা হালাল হবে না। যে লোক উক্ত ফেৎনার লাগাম ধারণ করবে তার ধ্বংস অনিবার্য।"

হাদিস নং ৩৪৮

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে ফেৎনা খুবই সাজসজ্জা ও আনন্দিত অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করবে, তবে সেটা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে ফেরত যাবে।

হাদিস নং ৩৪৯

হযরত হোজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও পূর্বের হাদীসের ন্যায় বর্ণিত। তবে সেখানে একথাও রয়েছে যে, হযরত হোজায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, উল্লিখিত ফেৎনা কখন প্রকাশ করবে। জবাবে তিনি বললেন, উক্ত ফেৎনা উম্মুক্ত তরবারির আকারে পেশ

আসলেও ফিরে যাবে কিন্তু খাঁচাবদ্ধ তলোয়ারের ন্যায়।

হাদিস নং ৩৫০

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তাকে একজন লোক জিজ্ঞাসা করেন যে, যখন নামায আদায়কারীগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে তখন আমাদের জন্য আপনার দিক নির্দেশনা কি হতে পারে? জবাবে তিনি বললেন, তখন তুমি তোমার ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে ঘরের দরজা তালাবদ্ধ করে রাখবে। কেউ এগিয়ে আসলে তাকে হাত দ্বারা নিষেধ করে দিবে। আর যদি কেউ আক্রমণ করতে চায় তাহলে তাকে বলবে, তুমি আমার গুনাহ এবং তোমার গুনাহ সহকারে ফিরে যাবে।

হাদিস নং ৩৫১

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, “তোমরা যাবতীয় ফেৎনা থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করবে, কেননা ফেৎনাকালীন বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়ার মত।”

হাদিস নং ৩৫২

হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, “ফেৎনা মূলতঃ তিন প্রকারের লোককে গ্রাস করে নিবে। এক প্রকার হচ্ছে দ্রুতগামি বুদ্ধিমান, যিনি উচ্চতায় পৌঁছার নিয়ত করলেই তাকে তলোয়ার দ্বারা নিম্নমুখী করে নিবে। দ্বিতীয়তঃ খতীব সাহেবের মাধ্যমে, যার প্রতি যাবতীয় বিষয়ের দাবি করা হবে। তৃতীয়তঃ শরীফ লোক। অতঃপর প্রতিভাবান বুদ্ধিমান লোককে মারাত্মকভাবে আছড়ে ফেলা হবে এবং খতীব ও শরীফলোক তাদের উভয়জনকে উৎসাহিত করা হবে। এক পর্যায়ে তাদের আশপাশ প্লাবিত হয়ে যাবে।

হাদিস নং ৩৫৩

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ে যুদ্ধকারী দুইদল থেকে তোমরা বেঁচে থাক, কেননা, তারা উভয় দল ধীরে ধীরে জাহান্নামের দিকে ধাবিত হতে থাকবে।

হাদিস নং ৩৫৪

হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যদি উক্ত ফেৎনার সম্মুখিন হই, তাহলে আপনার পক্ষ আমার জন্য কি নির্দেশনা রয়েছে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তখন তুমি মুসলমানদের জামাআত এবং তাদের ইমামকে আকড়িয়ে ধরো। একথা শুনে আমি জানতে চাইলাম, যদি তাদের ইমাম এবং জামাআত না থাকে তাহলে কি করবো? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ঐসব দলকে পুরোপুরি বর্জন করো, যদিও সেটা গাছের শিকড় কামড়ে ধরার মাধ্যমে হোক। এমন পরিস্থিতেতে মৃত্যু এসে গেলেও সেটা ছাড়া যাবে না।"

হাদিস নং ৩৫৫

হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে পূর্বের ন্যায় বর্ণিত।

হাদিস নং ৩৫৬

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে আহবানকারীদের সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "যারা তাদের আহবানে সাড়া দিবেন তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে।" একথা শুনে আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ। এমন অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় কি হতে পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তাহলে তুমি মুসলমানদের জামাআত এবং ইমামকে আকড়িয়ে ধরবে। এ কথা শুনে আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), যদি তাদের ইমাম আর জামাআত না থাকে তাহলে কি করতে হবে? জবাবে তিনি বললেন, “এমন হলে তাদের প্রত্যেক দলকে ত্যাগ করতে থাকবে। এমন অবস্থায় তোমার মৃত্যু এসে গেলেও তুমি গাছের শিকড় কামড়ে ধরে থাকবে।”

হাদিস নং ৩৫৭

হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! উক্ত ফেৎনা থেকে পরিত্রাণের উপায় কি হতে পারে? এবং তিনি পথভ্রষ্টদের আহবানের কথাও বলেন। জবাবে তিনি বলেন, “সেদিন যদি পৃথিবীতে কোনো খলীফা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে থাকে তাহলে তাকে আঁকড়িয়ে ধরো। যদিও সে তোমার পিঠে আঘাত করে এবং তোমার সম্পদ ছিনিয়ে নেয়। না হয় ফেৎনার স্থান থেকে পলায়ন করে মৃত্যু পর্যন্ত গাছের শিকড় কামড়িয়ে ধরে থাকো।”

হাদিস নং ৩৫৮

বিন্তে আহবান আল-গিফারী (রহ.) থেকে বর্ণিত। একদিন হযরত আলী ইবনে আবী তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু আহবানের কাছে এসে বললেন, আমার অনুসরণ করতে তোমাকে কে নিষেধ করেছে? জবাবে তিনি বলেন, আমাকে আমার খলীল এবং আপনার চাচাতো ভাই ওসিয়্যত করেছেন, “অতি সত্ত্বর ফেৎনা, দলাদলি এবং এখতেলাফ আত্মপ্রকাশ করবে। এমন অবস্থা চলতে থাকলে তুমি তোমার তলোয়ারকে ভেঙ্গে ফেলো, তোমার ঘরের অন্দরে প্রবেশ করবে এবং বাঁশের তৈরি একটি তলোয়ার আবিস্কার করো।”

হাদিস নং ৩৫৯

হযরত আবু জনাব (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, আমি হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছি, তীব্র এক যুদ্ধে আমাকে শরীক হতে হয়েছে, যেখানে আমি কোনো তীরও নিক্ষেপ করিনি আবার কাউকে তলোয়ার দ্বারা আঘাতও করিনি। আমার যদি উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত কাটা হতো এবং আমি শরিক না হতে পারতাম তাহলে কতই না ভালো হতো।

হাদিস নং ৩৬০

হযরত মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণিত। আল্লাহতা'আলা এরশাদ করেন, *'জালেম সম্প্রদায়ের জন্য আমাদেরকে ফেৎনার কারণ বানাবেন না।'* আরো বলেন, *'তাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে চাপিয়ে দিবেন না, এক পর্যায়ে তারা আমাদেরকে মারাত্মক ফেৎনার সম্মুখিন করবে, যার কারণে আমরা ফেৎনায় জড়িয়ে যাব।'*

হাদিস নং ৩৬১

হযরত আবু কিলাবা (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ইবনুল আস এর ফেৎনা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, আমরা উক্ত মজলিসে উপস্থিত ছিলাম এবং আমাদের সাথে ছিলেন মুসলিম ইবনে ইয়াছার। অতঃপর তিনি বলেন, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহতা'আলার জন্য, যিনি আমাকে এই ফেৎনা থেকে মুক্তি প্রদান করেছেন। আল্লাহর কসম! উক্ত যুদ্ধে আমি একটি তীরও নিক্ষেপ করিনি, কাউকে বর্শা দ্বারা আঘাতও করিনি এবং তলোয়ার দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে আক্রমণও করিনি। বর্ণনাকারী আবু কিলাবা ((রহ.)) বলেন, অতঃপর আমি তাকে বললাম, হে মুসলিম! তোমার প্রতি কোনো মূর্খের দৃষ্টি সম্বন্ধে কি বলবে? জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! মুসলিম এমন কোনো পদক্ষেপ নেয় না যেখানে হক দেখা হয়নি। এই কারণে হত্যা করা কিংবা হত্যা হওয়া। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি কেঁদে উঠলেন, কসম সে সত্ত্বার, যার হাতে আমার প্রাণ! এক পর্যায়ে আমি আশা করি যে,

এ সম্বন্ধে আমার কিছু যেন বলতে না হয়।

হাদিস নং ৩৬২

হযরত যুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী (রহ.) থেকে বর্ণিত। নিঃসন্দেহে আহলে শামের এক লোক সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর একজনের উপর হামলা করেন। এক পর্যায়ে তার উপর চেপে বসে যবেহ করে দিতে চায়। তিনি বলেন, আমি আমার ধনুকের রশি দ্বারা তাকে বেঁধে ফেলার চেষ্টা করি, যেন তার উপর জয়ী হতে পারি। এক পর্যায়ে আমি তাকে কাবু করে ফেললাম। বর্তমানে উক্ত ঘটনাটি আমরা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে আমার গলা ধরে আসে।

হাদিস নং ৩৬৩

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, হে আমের! যাকে তুমি দেখো, সে যেন তোমাকে ধোঁকায় ফেলে না দেয়। কেননা এরা একদিন তাদের দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে আসবে যেমন মহিলাদের পেট থেকে বাচ্চা বের হয়ে আসে। যখন তুমি এমন অবস্থা দেখতে পাবে তখন বর্তমানের অবস্থায় ফিরে যাওয়া ভালো হবে।

হাদিস নং ৩৬৪

ইবনে তাউয তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু-যরকে এরশাদ করেন, "হে আবুযর! তোমাকে তো দেখতে তায়েফ বা রাশি বিদ্যায় পারদর্শি মনে হয়। তারা যখন তোমাকে মদীনা থেকে বের করে দিবে তখন তোমার কি অবস্থা হবে?" জবাবে আবু যর বললেন, তখন আমি মোকাদ্দাস স্থানে চলে আসব। "তারা যদি সেখান থেকেও বের করে দেয় তাহলে কি করবে?" জবাবে আবু যর বললেন, তাহলে আমি আবার মদীনায় ফিরে আসব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "তারা যদি তোমাকে সেখান থেকেও বের করে

দেয়।” জবাবে আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তখন আমি আমার তলোয়ার বের করে মারা না যাওয়া পর্যন্ত দুশমনের উপর আক্রমণ করতে থাকবো। একথা শুনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “না তুমি এটা করতে যেওনা, বরং তখন যে আমীর থাকবে সে নিগ্রো গোলাম কালো হলেও তার কথা শুনে যাবে।” বর্ণনকারী বলেন, আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাবাযা নামক স্থানে পৌঁছলে সেখানে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কালো একজন গোলামকে দেখতে পায়, এবং নামাযের একামত হওয়ার পর সকলে নামাযের অপেক্ষায় আছেন। তারা আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখে নামাযের ইমামতি করতে বললে, তিনি জবাব দিলেন, না আমি ইমাম হবো না। কেননা আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি কথা মেনে চলি, যদিও সে কালো নিগ্রো গোলাম হোক। অতঃপর উক্ত গোলাম এগিয়ে গিয়ে নামায সম্পন্ন করলেন।

হাদিস নং ৩৬৫

হযরত কা'ব (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, আরবদের বর্তমান পরিস্থিতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের পর মাত্র পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী হবে। অতঃপর এমন ফেৎনা দেখা দিবে যা যুদ্ধ বিগ্রহ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। এমন অবস্থা শুরু হলে তুমি নিজেকে এবং নিজের হাতের অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করো। যেন তোমার কাছে শত্রু-মিত্র পরিস্কার হয়ে যায়। এরপর লোকজন পিলারের টাই দাঁড়িয়ে থাকবে। অতঃপর মারাত্মক ফেৎনার সৃষ্টি হবে। আমি এ কথাটি কিতাবুল্লাহর মধ্যে পেয়েছি। এমন অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রকাশ যার কারণে কিছুই বুঝা যাবে না, যা বড়দেরকেও গ্রাস করে নিবে। তখন তুমি তোমার অস্ত্র-হাতিয়ার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে রাখবে এবং সে এলাকা থেকে ভালোভাবে পলায়ন করবে। পলায়ন করতে গিয়ে যদি প্রবেশ করার মত বিচ্ছুর গর্ত পাও তাহলে সেখানে প্রবেশ করবে।

হাদিস নং ৩৬৬

হযরত কা'ব (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের পর মাত্র পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত আরবদের প্রভাব বাকি থাকবে। অতঃপর ফেৎনার আগুন জ্বলতে থাকবে। যার মধ্যে হত্যাসহ সবধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। এহেন মুহূর্ত এসে পড়লে তুমি তোমার হাত ও হাতিয়ারকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এরপর অল্প সময়ের জন্য ফেৎনার প্রভাব বন্ধ হওয়ার পর আবারো নতুনরূপে ফেৎনা চলতে থাকবে। তখনো তুমি নিজের অস্ত্র ও হাতকে কন্ট্রোল করবে। যেহেতু উক্ত ফেৎনার ঘটনা আমি কিতাবুল্লাহতে প্রাপ্ত হয়েছি। যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, ফেৎনা এমন অন্ধকারচ্ছন্ন হবে যা প্রত্যেক বড় লোককে গ্রাস করবে। তাই কেউ মুক্তি পেতে পারবে না।

হাদিস নং ৩৬৭

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে আবু আমর আস-সিবয়ানী (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন এবং তিনি চতুর্থ নং ফেৎনার কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, "উক্ত ফেৎনা থেকে কেউ মুক্তি পাবে না, তবে কেবলমাত্র ঐ লোকের মুক্তির ব্যাপারে আশা করা যায়, যে উত্তাল সমুদ্রে ডুবন্ত ব্যক্তির দোয়ার ন্যায় মুক্তির জন্য দোয়া করবে। যে সময় সর্বোত্তম ব্যক্তি হবে ঐ লোক, যিনি গোপনে তাকওয়ার উপর অটল থাকে। প্রকাশ্যে তাকে কেউ চিনতে পারে না এবং কোনো মজলিস থেকে উঠে গেলে তার অনুপস্থিতি অনুভব করা হয় না। ফেৎনাকালীন নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হচ্ছে, তীব্রভাবে বক্তব্য প্রদানকারী খতীব কিংবা নির্দিষ্ট কোনো স্থানে যাতায়াতকারী সওয়ারী।"

হাদিস নং ৩৬৮

হযরত আবু ওবাইদ ইবনে আবু জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "পৃথিবীতে ফেৎনা চলতে থাকলে তার থেকে কেউ মুক্তি পাবে না তবে ঐ লোক মুক্তি পেতে পারে যে তার সম্পদ দ্বারা আক্রান্ত হবে না। আর কেউ যদি তার সম্পদ দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে সেটা হবে কাউকে হত্যা করার মত।"

হাদিস নং ৩৬৯

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "ফেৎনাকালীন সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছে ঐ লোক, যে নিজেকে সর্বদা গোপন করে রাখেন। তিনি জনসমক্ষে আসলে কেউ তাকে চিনতে পারেনা, কোথাও কোনো মজলিসে বসার পর ওঠে গেলে তার অনুপস্থিতি বুঝা যায় না এবং কেউ তাকে তালাশও করে না।"

হাদিস নং ৩৭০

হযরত আরতাত ইবনে মুনযির (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "চতুর্থ ফেৎনাকালীন লোকজন দ্রুতভাবে ফেৎনার প্রতি ধাবিত হতে থাকবে। সে সময় খাঁটি মুমিন হবে ঐ ব্যক্তি যে নিজের ঘরের ভিতর অবস্থান গ্রহণ করবে, আর কাফের হয়ে যাবে ঐ লোক যে তার তলোয়ারকে খাপযুক্ত করবে এবং তার ভাই ও তার প্রতিবেশিকে হত্যা করবে।"

হাদিস নং ৩৭১

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ওকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি আল্লাহতা'আলার সাথে কাউকে শরীক না করে এবং

অবৈধভাবে কাউকে হত্যা না করে মৃত্যুবরণ করে, সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করতে পারবে।”

হাদিস নং ৩৭২

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু মুসা আশ্‌আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ লোক থেকে মারাত্মক কোনো লোকের সাথে শত্রু হিসেবে আমার সাথে কিয়ামতের দিন স্বাক্ষাৎ হবে না, যে লোক এমনভাবে আসবে, তার রগ থেকে রক্ত প্রবাহিত থাকবে এবং আমাকে ইনসাফের দাড়িপাল্লার সামনে আটকে দিয়ে বলতে থাকবে, হে আল্লাহ! আপনার বান্দাকে জিজ্ঞাসা করেন, যে আমাকে কেন হত্যা করেছে? তার কথা শুনে আমি বলবো, হে আল্লাহ! এই লোক মিথ্যা বলছে। তবে আমি একথা বলার সাহস রাখবো না যে ঐ লোক তখন কাফের ছিল। যেহেতু আমি এভাবে বললে হয়তো আল্লাহতা’আলা বলবেন, তুমি কি আমার বান্দা সম্বন্ধে আমার চেয়ে বেশি জানো?

হাদিস নং ৩৭৩

হযরত জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন তোমাদের থেকে একজন লোক আল্লাহতা’আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে। তার হাতে থাকবে আরেকজন লোকের রক্ত। যে লোক “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলবে। যেহেতু যে লোক ফজরের নামায আদায় করবে সে আল্লাহর জিম্মাদারীতে থাকবে। কাউকে আল্লাহ তা’আলা জাহান্নামে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করলে তাকে উপুড় করে নিক্ষেপ করেন। যখন সেখানে পূর্বের-পরের সবাইকে জমা করবেন।

হাদিস নং ৩৭৪

হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরিন (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আশতাব আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে স্বাক্ষাৎ করতে চাইলে প্রথমে তাকে বাধা দেয়া হলেও পরে অনুমতি দেয়া হয়। যেখানে পৌঁছে তিনি

তালহার এক ছেলেকে দেখতে পায়। তিনি বললেন, আমার মনে হয় আপনি এর কারণে প্রথমে আমাকে প্রবেশ করতে দেননি। জবাবে তিনি বললেন হ্যাঁ। আমি বললাম, যদি সেই ওসমানের ছেলে হয় তাহলেও কি বাঁধা দিবেন? জবাবে তিনি বললেন হ্যাঁ। তার কথা শুনে আমি বললাম, আমার একান্ত ইচ্ছা, আমি এবং ওসমান ঐসব ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবো; যাদের ব্যাপারে আল্লাহতা'আলা এরশাদ করেছেন।

হাদিস নং ৩৭৫

হযরত যুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের প্রত্যেকে আল্লাহকে ভয় করা উচিৎ এবং তার ও জান্নাতের মাঝে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে। বিশেষ করে জান্নাতের দরজা পর্যন্ত দেখার পর, কোনো মুসলমানকে হত্যা করার পর তার রক্ত হাতের মুষ্টিতে ধারণ করে।

হাদিস নং ৩৭৬

বকর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-মুযনী (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবাদের একজন আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তাকে বলতে শুনেছি, জান্নাতের দরজার প্রতি দৃষ্টিপাত করার পর কোনো মুসলমানকে হত্যা করার মাধ্যমে তার মাঝে এবং জান্নাতের মাঝে যেন অন্তরায় সৃষ্টি না হয়ে যায়।

হাদিস নং ৩৭৭

হযরত ইউনুস ইবনে যুবায়ের (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, যখন বালা-মসিবত অবতীর্ণ হতে থাকবে, তখন তুমি তোমার সম্পদের দিকে এগিয়ে যাও, তোমার দ্বীনের দিকে নয়। কেননা, যে লোকের দ্বীন নষ্ট হয়ে যাবে তার সবকিছুই যেন ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে। এবং যার ঈমান ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে তাকেই যেন প্রকৃতপক্ষে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, জেনে

রাখো, জাহান্নামের পর কোনো ধনাঢ্যতা বাকি থাকবেনা এবং জান্নাতের পরবর্তী সময়ে আর গরীব বাকি থাকবে না। নিঃসন্দেহে জাহান্নাম তার বন্দীকে মুক্তি দিতে পারবে না এবং তার ফকীরকে অমুখাপেক্ষীও করতে পারবে না।

হাদিস নং ৩৭৮

হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, হে আল্লাহ! ওসমান ইবনে আফফানের হত্যকারীদেরকে আপনি উপুড় করে আজকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করুন।

হাদিস নং ৩৭৯

হযরত আবু বারযাহ আল-আসলামী (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় বর্তমানে যিনি শাম দেশে রয়েছেন, অর্থাৎ মারওয়ান, আল্লাহর কসম! যে একমাত্র দুনিয়াতে যুদ্ধে করবে, তেমনিভাবে যিনি মক্কাতে রয়েছে অর্থাৎ, ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর কসম! তিনি যুদ্ধ করলে একমাত্র দুনিয়াতে যুদ্ধ করবেন। যাদেরকে তোমরা কারী বলে আহবান করবে তারা যুদ্ধ করলে দুনিয়াতেই যুদ্ধ করবে। এই হাদীস বর্ণনা করলে তার ছেলে তাকে বলেন, এমন পরিস্থিতির সম্মুখিন হলে আমাদের করণীয় কি হবে? জবাবে তিনি বলেন, তখন সর্বোত্তম লোক হবে ঐ দল। যারা অভাবী হবে এবং তাদের হাত হবে মানুষের সম্পদ থেকে মুক্ত এবং তাদের যাবতীয় সবকিছু খুবই হালকা প্রকৃতির হবে; তারা কাউকে হত্যাকারী হবে না।

হাদিস নং ৩৮০

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "কিছুদিনের মধ্যে তোমাদের উপর এমন কতক ইমাম নিযুক্ত হবে যাদের কার্যক্রম তোমরা পছন্দ করলেও অনেক কিছু অপছন্দ করবে। যারা তাদের

কার্যক্রমের বিরোধীতা করবে মুক্তি পাবে, যারা অপছন্দ করবে তারা নিরাপদে থাকবে। তবে যারা রাজী থাকবে এবং অনুসরণ করবে তাদের জন্য রয়েছে বিপরীত সিদ্ধান্ত।” একথা শুনার পর তারা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি তাদেরকে হত্যা করবো না কিংবা তাদের সাথে মোকাবেলা করবো না? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “না যতদিন পর্যন্ত তারা নামায আদায় করবেন ততদিন পর্যন্ত তাদের সাথে মোকাবেলা করা যাবে না।”

হাদিস নং ৩৮১

হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ তাদেরকে কি আমরা হত্যা করবো না? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “না, তারা যতদিন নামায আদায় করবে তাদের সাথে মোকাবেলা করা যাবে না।”

হাদিস নং ৩৮২

হযরত আউফ ইবনে মালেকের চাচার ছেলে মুসলিম ইবনে কুরযা (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত আউফ ইবনে মালেককে বলতে শুনেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, “তোমাদের ইমামদের নিকৃষ্টতম ইমাম হচ্ছে, যাদেরকে তোমরা অপছন্দ করবে এবং তারাও তোমাদেরকে অপছন্দ করবে। আর তাদেরকে তোমরা লা'নত করবে এবং তারাও তোমাদেরকে লা'নত করবে। একথা শুনে আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখিন হলে কি তাদের সাথে আমরা মোকাবেলা করবো না? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নামায কায়েম করবে, ততদিন তাদের সাথে মোকাবেলা করা যাবে না। খবরদার! কাউকে যদি কোনো যিম্মাদার নিযুক্ত করা হয় এবং তাকে, কোনো গুনাহের কাজ করতে দেখা যায় তাহলে তিনি যা যা গুনাহের কাজ করতে থাকবে সেগুলোর বিরোধিতা করবে। তবে

তার উপর থেকে আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নেয়া যাবেনা।”

হাদিস নং ৩৮৩

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন তোমাদের ওপর পুনরায় বালা–মসিবত নাযিল হওয়ার পূর্বে তোমরা ধৈর্য্যধারণ করবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে আমরা যে ধরনের বালা-মসিবতের সম্মুখিন হয়েছিলাম তোমরা এর চেয়ে কঠিন মসিবতের সম্মুখিন হবে।

হাদিস নং ৩৮৪

বিশিষ্ট সাহাবী আবু-যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, “হে আবু যর! তোমার অবস্থা কেমন হবে, যখন মানুষ এত বেশি ক্ষুধার্ত হবে, যার কারণে তুমি তোমার বিছানা থেকে দাঁড়িয়ে তোমার মসজিদে যেতে পারবে না এবং তোমার মসজিদ থেকে তোমার বিছানার দিকে যেতে পারবে না।” জবাবে আমি বললাম, এসব ব্যাপারে আল্লাহ এবং তার রাসূলই ভালো বলতে পারবেন। আমার কথা শুনে তিনি বললেন, “তুমি যেখানে এসেছ সেখানে চলে যাবে। আবুযর গিফারী বললেন, অতঃপর আমি বললাম, তারা যদি আমাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, তাহলে কি করব? জবাবে তিনি বলেন, “তখন তুমি তোমার ঘরে প্রবেশ করবে।” আমি বললাম, তারা আমাকে মেনে না নিলে কি করণীয়? জবাবে তিনি বলেন, “যদি তাদের তলোয়ারের আঘাতে তোমাকে হত্যা করার আশঙ্কা বোধ করো তাহলে তোমার চাদরের একটি অংশ দ্বারা তোমার চেহারা ঢেকে রাখবে। আর তোমার হত্যাকারী তার এবং তোমার গুনাহ নিয়ে চলে যাবে।” আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা শুনে আমি বললাম, এমন পরিস্থিতির সম্মুখিন হলে কি আমি হাতিয়ার ধারণ করবো না? জবাবে তিনি বললেন, “যদি এমন করো তাহলে তুমি তাদের শরীক হয়ে যাবে।”

হাদিস নং ৩৮৫

হযরত আবু সালমা ইবনে আব্দুর রহমান (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর অবরুদ্ধ হওয়ার দিন, হযরত হোসাইন ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কাছে গিয়ে বললেন, ইয়া আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনার হাতের অনুগত ব্যক্তি। আপনার যা ইচ্ছা আমাকে নির্দেশ করুন। জবাবে তাকে ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আমার ভাতিজা! আল্লাহতা'আলার সিদ্ধান্ত আসার পূর্ব পর্যন্ত তুমি তোমার ঘরেই অবস্থান করো। আমার জন্য অযথা রক্তপাত করার কোনো প্রয়োজন নেই।

হাদিস নং ৩৮৬

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু মাসউদ আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার আমীরগণ আমাকে এখতিয়ার দিচ্ছিলেন, যেন আমি আমার চেহারা বিবর্ণ হওয়া, চোখ-মুখ ধুলায়িত হওয়া পর্যন্ত দাড়িয়ে থাকবো, কিংবা তলোয়ার ধারণ করতঃ যুদ্ধ করতে করতে মারা গিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করব। তবে আমি আমার চেহারা বিবর্ণ হওয়া এবং নাক-মুখ ধূলায়িত হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকাকে গ্রহণ করলাম এবং তলোয়ার হস্তে ধারণ করতঃ যুদ্ধে করতে করতে মারা গিয়ে জাহান্নামে যাওয়াকে বর্জন করলাম।

হাদিস নং ৩৮৭

হযরত আমের ইবনে মুতারিফ (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে হোজাইফা বললেন, হে আমের! লোকজনকে ব্যাপকভাবে মসজিদে যাওয়া দেখে তুমি ধোঁকায় পড়ো না। কেননা সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন নারীগণ বাচ্চা প্রসবের ন্যায় তারাও দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে। যখন এমন অবস্থা দেখবে তখন তোমরা বর্তমানে যেমন অবস্থায় রয়েছ তখনও সে অবস্থায় ফিরে যাওয়া জরুরী।

হাদিস নং ৩৮৮

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খবরদার! নিঃসন্দেহে আমর বিলমারূফ এবং নাহী আনিল মুনকার খুবই উত্তম একটি কাজ। এটা কোনো সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয় যে, তোমার ইমামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে।

হাদিস নং ৩৮৯

হযরত সুআইদ ইবনে গফলা (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, হয়তো তুমি যাবতীয় ফেৎনার সম্মুখিন হবে, তখন আমীরের কথা শুনবে এবং আনুগত্য করবে। যদিও তোমাদের উপর কোনো নিগ্রো-গোলামকে আমীর হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। সে যদি তোমাকে প্রহার করে তাহলে ধৈর্য্য ধারণ করো, কিংবা যদি তোমাকে বঞ্চিত করে অথবা তোমার উপর জুলুম করে তাহলেও সবুর করো। যদি সে দ্বীনি কোনো বিষয়ে তোমার কাছ থেকে কেসাস নিতে চায় তাহলে বলো, আমি সর্বাগ্রে তোমার অনুকরণ করবো। প্রয়োজনে আমার রক্ত প্রবাহিত করবো, তবে দ্বীনের উপর যেন কোনো আঘাত না আসে।

হাদিস নং ৩৯০

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি ওসমান ইবনে আফফানের ব্যাপারে লোকজনের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে বলেন, হে লোক সকল! তোমরা ওসমান ইবনে আফফানকে হত্যা করো না। কসম সেই সত্ত্বার যার হাতে আমার প্রাণ! কোনো উম্মত তাদের নবীকে হত্যা করলে আল্লাহতা'আলা তাদের সত্ত্বর হাজার লোককে হত্যা করার ব্যবস্থা করেন। আর যদি কোনো উম্মত তাদের খলীফাকে হত্যা করে তাহলে আল্লাহতা'আলা তার বিপরীতে চল্লিশ হাজার লোককে হত্যার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করেন।

হাদিস নং ৩৯১

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ওসমান ইবনে আফফানের সাথে তার অবরুদ্ধ ঘরে অবস্থান করছিলাম। একপর্যায়ে আমাদের এক লোককে হত্যা করা হলে আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! হত্যাকারীরা খুবই ভালো। তারা কেবল আমাদের এক লোককে হত্যা করেছে। আমার কথা শুনে তিনি বলেন, আমি তোমার কাছ থেকে আশা করছি, যখন তুমি তোমার তলোয়ারকে নিক্ষেপ করবে তখন সেটা যেন আমার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। যেহেতু আজকে মুসলমানরা আমাকে হত্যা করার মাধ্যমে তৃষ্ণা নিবারণ করবে। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একথা শুনার সাথে সাথে আমি আমার তলোয়ারকে এমনভাবে নিক্ষেপ করে দিয়েছি, সেটা কোথায় গিয়ে পড়েছে আমিও জানিনা।

হাদিস নং ৩৯২

হযরত হোসাইন আল-হারেছী (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, একদিন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করেন, হে আলী! আমি তোমাকে আল্লাহর নামে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, ওসমান ইবনে আফফানকে কি তুমিই হত্যা করেছ? বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কিছুক্ষণ মাথা নিচের দিকে করে রাখে। অতঃপর বলে উঠে, কসম সে সত্ত্বার যিনি দানা থেকে গাছ উৎপাদন করেন এবং দেহে প্রাণের সঞ্চার করেন, আমি ওসমানকে হত্যা করিনি এবং তাকে হত্যার নির্দেশও দিইনি।

হাদিস নং ৩৯৩

হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরিন (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত কা'ব (রহঃ) আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) এর অবরুদ্ধ অবস্থায় তাকে বলে পাঠালেন যে, নিঃসন্দেহে আজকে সকল

মুসলমানের উপর আপনার হক্ব, সন্তানের উপর পিতার হক্বের ন্যায়। নিঃসন্দেহে আপনাকে হত্যা করা হবে, সুতরাং আপনার হাতকে নিয়ন্ত্রণ করুন। কেননা, কিয়ামতের দিন আল্লাহতা'আলার নিকট আপনার জন্য শক্তিশালী দলীল হবে। উক্ত সংবাদ হযরত ওসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে পৌঁছার পর তিনি তার সাথীদেরকে বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যাদের উপর আমার একান্ত হক্ব রয়েছে তারা যেন আমার পক্ষে যুদ্ধে বের না হয়। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বক্তব্য শুনার পর মারওয়ান ইবনে হাকাম, খুবই রাগান্বিত হয়ে তার হাতে থাকা তলোয়ারটি এতো জোরে নিক্ষেপ করেন যার আঘাতে পার্শ্বে থাকা দেয়াল কেটে যায়। মুগীরা ইবনুল আখনাছ বলেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি শত্রুর সাথে মোকাবেলা করব, ফলে সে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মৃত্যুবরণ করে।

হাদিস নং ৩৯৪

হযরত জারীর ইবনে হাযেয (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুমাইদ ইবনে হেলাল আদাবী (রহ.) কে বলতে শুনেছি, আমাদের একজন স্বপ্নে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখতে পেলেন, তার চেহারা সুরত পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। তার পরনে সাদা কাপড় ছিল। তাঁকে আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! কোন বিষয়কে আপনি অধিক শক্তিশালী বস্তু হিসেবে পেয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন, এমন এক দ্বীন যার মধ্যে কোনো ধরনের মারামরি–হানাহানি নেই। কথাটি তিনবার বললেন। কিছুদিন পর যখন উষ্ট্রি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তখন আমি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তীর-তুণীর, বর্শা ইত্যাদি নিয়ে আমার ঘোড়ায় আরোহণ করি। অবশ্যই আমি ছিলাম ক্ষুদ্র একটি দলের অন্তর্ভুক্ত। এ অবস্থা চলতে থাকলে হঠাৎ আমার সেই স্বপ্ন মনে পড়ে যায়। তখন আমি ভাবলাম, হে! তোমাকে কি ওসমান ইবনে আফফান এ কথা বলেনি! সাথে সাথে আমি আমার ঘোড়ার মুখ বাড়ির দিকে ফিরিয়ে নিলাম, অস্ত্রসস্ত্র খুলে ফেললাম এবং ঘরেই বসে থাকলাম। একপর্যায়ে যুদ্ধকালীন অবস্থা শেষ হয়ে যায়। এই সময় আমি

আমার ঘর থেকেও বের হয়নি।

হাদিস নং ৩৯৫

হযরত জাবের ইবনে যায়েদ আল-আয্দী (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, আমি ওসমান ইবনে আফফানকে হত্যার নির্দেশ দিইনি এবং সেটাকে পছন্দও করি না। অথচ আমার চাচাতো ভাইগণ আমার প্রতি অপবাদ দিচ্ছেন। এ ব্যাপারে আমি বারবার ক্ষমা চাইলেও তারা ক্ষমা করতে অস্বীকৃতি জানায়! তারা ক্ষমা করতে অস্বীকৃতি জানায়!! যার কারণে আমি চুপ হয়ে যাই।

হাদিস নং ৩৯৬

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, হে আল্লাহ! আজকে ওসমান ইবনে আফফানের হত্যা আমাকে বড় লজ্জায় ফেলে দিল।

হাদিস নং ৩৯৭

হযরত হাসান (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা এরশাদ করেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি তলোয়ার দিয়ে বললেন, “যতক্ষণ পর্যন্ত মুশরিকরা তোমার সাথে মোকাবেলা করে তুমিও তাদের সাথে মোকাবেলা করতে থাকবে। আর যখন আমার উম্মতের একদলকে অন্য দলের সাথে মোকাবিলা করতে দেখবে তখন তোমার তলোয়ারকে কোথাও এমনভাবে আঘাত করবে যেন সেটা ভেঙ্গে যায়। অতঃপর তুমি তোমার ঘরে এসে অবস্থান গ্রহণ করবে। তোমার উপর ভুলক্রমে কারো আক্রমণ এসে পড়া কিংবা অকাট্য মৃত্যুর মুখে পতিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।” তিনি সেভাবে করলেন।

হাদিস নং ৩৯৮

হযরত আবু বুরদাহ ইবনে আবু মুসা (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাবাযা নামক স্থানে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামার কাছে গিয়ে বললাম,

আপনি লোকজনের নিকট উপস্থিত হয়ে এ বিষয়ে কিছু উপদেশ দিবেন না? যেহেতু লোকজন এ সংক্রান্ত বিষয়ে আপনার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাচ্ছে। জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে কিছু ফেৎনা এবং দলের আত্মপ্রকাশ হবে। তখন তুমি তোমার তলোয়ারের ধারকে নষ্ট করে ফেলবে, তোমার কামানকে ভেঙ্গে চুরমার করবে, এবং সবকিছু ছেড়ে দিয়ে তোমার ঘরের ভিতর অবস্থান গ্রহণ করবে।" বর্তমানে আমি যে কাজই করছি সে কাজের ব্যাপারে আমি নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছি। আমরা তাঁবুর খুঁটির সাথে লটকানো একটি তলোয়ার দেখতে পেলাম। যখন তলোয়ারটি নামিয়ে খাঁপযুক্ত করা হলো, দেখলাম সেটা লোহার তলোয়ার নয় বাঁশের তৈরি তলোয়ার। তিনি আমাদেরকে উক্ত তলোয়ার দেখিয়ে বললেন, তলোয়ারটির সাথে আমি যেই আচরণই করেছি সে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। এটাকে এভাবে রেখে দেয়ার কারণ হচ্ছে, লোকজনকে সাময়িকভাবে ভয় দেখানো।

হাদিস নং ৩৯৯

হযরত আবু ওসমান (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "হে খালেদ ইবনে আরফাজাহ! অতিসত্ত্বর মানুষের মাঝে বিভিন্ন ধরনের ফেৎনা, এখতেলাফ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। এহেন পরিস্থিতিতে যদি হত্যাকারী না হয়ে মাকতূল হওয়া সম্ভব হয়, তাহলে তুমি তাই হও। হত্যাকারী হয়ো না।"

হাদিস নং ৪০০

হযরত ঈসা ইবনে ওমর (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক শেখ আমর ইবনে মুররাকে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তাকে আমি তখন দেখিনি, মাঝখানে কেউ হয়তো অন্তরায় ছিলেন। আমি নিচের আয়াতটি তিলাওয়াত করেছি, "*অতঃপর কেয়ামতের দিন তোমরা সবাই তোমাদের পালনকর্তার*

সামনে কথা কাটাকাটি করবে (আয-জুমার, ৩১)"। আমি মনে করেছিলাম তিনি তাহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। একপর্যায়ে আমাদের কেউ কেউ অপর জনকে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করে। পরবর্তীতে জানা যায় তারা আমাদেরই লোকজন ছিল।

হাদিস নং ৪০১

হযরত আবু জাফর (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে ওসামা ইবনে যায়েদের গোলাম হারমালা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাকে ওসামা ইবনে যায়েদ একদিন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নিকট প্রেরণ করে বললেন, আমি যেন তার কাছে গিয়ে বলি, আপনার সাথীকে কি কারণে পিছনে ফেলে রাখা হয়েছে? যেন তাকে আরো বলি, তিনি আপনাকে বলেছেন, আল্লাহ্‌র কসম! যদি আমি সিংহের চওড়া চোয়ালের মাঝখানে অবস্থান করি তাহলেও আমি আপনার সাথে থাকা পছন্দ করব। তবে আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই। হারমালাহ বলেন, আমি উক্ত বার্তা নিয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে আসলে তিনি এসব কথা শুনে কিছুই প্রদান করেননি। হারমালা বলেন, অতঃপর আমি হাসান, হোসাইন এবং ইবনে জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে আসলে তারা আমার জন্য বাহনের ব্যবস্থা করেন। বর্ণনাকারী আমর ইবনে দিয়ার (রহঃ) বলেন, আমি হারমালাকে দেখলেও তার মুখ থেকে এই হাদীস শুনিনি।

হাদিস নং ৪০২

হযরত ওমর ইবনে সাদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতা সা'দের কাছে উপস্থিত হন, যিনি তখন জনবিচ্ছিন্ন হয়ে আকীক নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তার কাছে গিয়ে বললেন, হে আমার পিতা! আপনি ছাড়া আহলে শুরা ও বদরী সাহাবাদের কেউ এখন আর জীবিত নেই। বর্তমানে যদি আপনি নিজেকে আত্মপ্রকাশ করে লোকজনের জন্য কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহলে আপনার এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করবে না। জবাবে তিনি বলেন, হে আমার আদরের সন্তান! তুমি কি এজন্য আমার

কাছে এসেছো! আমি বসে থাকবো, যতক্ষণ না নগণ্য লোকজন বাকি থাকবে। অতঃপর আমি বের হয়ে কি উম্মতে মুহাম্মদীয়ার উপর তলোয়ার দ্বারা আক্রমণ করবো। মনে রেখো, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "উত্তম রিযিক হচ্ছে, যা প্রয়োজন মত হবে এবং উত্তম যিকির হচ্ছে, নিম্নস্বরে।"

হাদিস নং ৪০৩

হযরত সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালিক (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে জনৈক ইয়ামানী বলেছেন। তিনি এরশাদ করেন, আমি হযরত সা'দ ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি একজন মক্কাবাসি ছিলাম, সেখানেই আমার জন্মস্থান, বাড়ি এবং সম্পদ রয়েছে। আমি মক্কাতেই অবস্থান অবস্থান করেছিলাম, এক পর্যায়ে আল্লাহ্তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেন। আমি তার উপর ঈমান গ্রহণ করে তার অনুগত হয়ে গেলাম। দীর্ঘদিন আমি সেখানেই অবস্থান করলেও কিছুদিন পর দ্বীন বাঁচাতে গিয়ে সেখান থেকে পলায়ন করে মদীনায় চলে আসি। মদীনা থাকাকালীন আমি অনেক সম্পদের মালিক হই এবং আমার পরিবারও হয়ে যায়। তবে আজকে আমি আমার দ্বীন রক্ষা করতে গিয়ে মদিনা থেকে পলায়ন করে মক্কায় চলে যেতে হচ্ছে, যেমন আমি আমার দ্বীন বাঁচাতে গিয়ে মক্কা থেকে মদিনার দিকে পালিয়ে গিয়েছিলাম।

হাদিস নং ৪০৪

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমানকে হত্যা করা হলে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আলী আমার সাথে স্বাক্ষাৎ করে বলেন, হে আবু আব্দুর রহমান! তুমি শামবাসীদের কাছে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। বর্তমানে আমি সেখানে এমন ফেৎনা দেখতে পাচ্ছি যার উত্তপ্ত ডেকচি জোশ মারছে এবং টগবগ করছে। আমি তোমাকে তাদের আমীর নিযুক্ত করলাম। আলী

রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে আরো বলেন, আমি তোমাকে আল্লাহ্ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তোমাদের আত্মীয়তার পাশাপাশি আল্লাহ্র রাসূলের সাথে আমার সাহচর্যের কথাও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, যেন তুমি আমাকে নিরাশ না করো। তবে তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর প্রস্তাবকে সরাসরি নাকচ করে দেন। এরপর উম্মুল মুমিনী হাফ্সা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মাধ্যমে সুপারিশ করানো হলেও তিনি রাজি হওয়া থেকে বিরত থাকে। কিছুদিন পর তিনি মক্কার পথে রওয়ানা হলে তার খোঁজে লোক পাঠানোর মনস্থ করেন। তারা তাদের উটের কাছে এসে দ্রুতগতিতে উটকে লাগাম ইত্যাদি পরিধান করাতে থাকলে। তারা ধারণা করেছিল, তিনি শাম দেশের দিকে গিয়েছেন। তবে কিছুক্ষণ পর জানতে পারে তিনি মক্কায় অবস্থান করছেন।

হাদিস নং ৪০৫

হযরত খালেদ ইবনে সুমাইর (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুফার কতক গণ্যমান্য লোকজন সহকারে মুখতার থেকে আত্মরক্ষা করে মুসা ইবনে তালহা ইবনে ওবাইদুল্লাহ বসরা নগরীতে চলে আসে। সে সময় লোকজন তাকে মাহ্দী মনে করতো। তাকে একদিন যাবতীয় ফেৎনা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে শুনি যে, তিনি বলছেন, আল্লাহ্তা'আলা আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের উপর যেন রহম করেন। আল্লাহ্র কসম! আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে ধারণা করতাম, তার কাছ থেকে যেভাবে ওয়াদা নেয়া হয়েছে, সে হিসেবে তারপর আর কোনো ধরনের ফেৎনা ও বিশৃঙ্খলা হবে না। আল্লাহ্র কসম! প্রথম ফেৎনার অস্থিরতা থেকে কুরাইশগণ এখনো মুক্ত হতে পারেনি। একথা শুনে আমি অন্তরে অন্তরে বললাম, তার পিতাকে হত্যা করার তুলনায় এ ঘটনাটি খুবই তুচ্ছ।

হাদিস নং ৪০৬

হযরত খালেদ ইবনে সুমাইর (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে এসে বললেন, এই হলো আমাদের পয়গাম, যেটা লেখা থেকে আমরা ইতোমধ্যে ফারেগ হয়েছি। আশা করি উক্ত পয়গাম নিয়ে তুমি শামবাসিদের নিকট যাবে। তোমাকে আল্লাহ্‌তা'আলা এবং ইসলামের কসম দিয়ে বলছি, নিঃসন্দেহে তুমি দ্রুত সওয়ারীর উপর আরোহণ করবে। জবাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনাকে আমি আল্লাহ্‌তা'আলা এবং পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এটা এমন এক দায়িত্ব যার সূচনা এবং শেষ পর্যায়ে কিছুই নেই। আল্লাহ্‌র কসম! শামবাসীদের পক্ষ থেকে আসা কোনো কিছুই আমি প্রতিরোধ করতে পারবো না। আল্লাহ্‌র কসম! যদি শামবাসীরা আপনার অনুগত হতো তাহলে তারা আপনার অধীনস্থতা স্বীকার করতঃ এসে যেত। আর যদি তারা আপনাকে না চায় তাহলে আমি তাদের কাউকে ফিরিয়ে আনতে পারবো না। একথা শুনে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! অবশ্যই ইচ্ছায় হোক বা বাধ্য হয়ে হোক তোমাকে শাম দেশের উদ্দেশ্যে সফর করতেই হবে। এরপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের ঘরে চলে গেলে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলীও ফিরে আসতে থাকে। এক পর্যায়ে রাত্রের অন্ধকারে তাকে বর্শাঘাত করা হয়। এদিকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর তার বংশের লোকজনকে ডেকে পাঠালে, তারা তাকে বাহনের ওপর উঠিয়ে দেয় এবং তিনি মক্কায় চলে যান।

হাদিস নং ৪০৭

হযরত মুতাররিফ ইবনে শিখ্‌খীর (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, তিনি এরশাদ করেন, ফেৎনার সম্মুখিন হওয়ার পূর্বে ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করতে

পারা অনেক সৌভাগ্যজনক।

হাদিস নং ৪০৮

হযরত সা'দ ইবনে ইবরাহীম স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন শুনতে পেলেন যে, হযরত তালহা ঘোষণা দিয়েছেন, আমি বায়আত করাচ্ছি এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আমার হাতে। তখন ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মদীনবাসীদের কাছে পাঠানো হয়, যেন তাদেরকে তালহার বক্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়। তালহার কথার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হযরত ওসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তার হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এর কোনো ব্যাখ্যা নেই। তবে একথা সত্য যে, তার অনিচ্ছায় তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে গেলে লোকজন তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং তাকে হত্যা করতে চেষ্টা করে।

হাদিস নং ৪০৯

ওয়াহাব ইবনে মুগীছ (রহঃ) বলেন, আমি একদিন মুনযির ইবনে যুবাইরের সাথে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের ঘরে প্রবেশ করি। আমর ইবনে সাঈদ তখন কতিপয় বিষয় নিয়ে খুবই বাড়াবাড়ি করে। আমরা ইবনে ওমরকে বললাম, আপনি কি অসৎকাজ থেকে বাধা দিবেন না? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি তোমরা ইচ্ছা করো, তাহলে আমাদের সাথে চলতে পারো। জবাবে তারা বলে উঠলো, যদি আপনারা আমাদের সাথে চলেন তাহলে আমরা আপনার ব্যাপারে আশঙ্কা করছি। আমাদের কথা শুনে তিনি বললেন, আমি তো তোমাদের ইচ্ছামত চলতে পারি না।

হাদিস নং ৪১০

উম্মে সালমার গোলাম নাঈম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, ইদানিং রাজা-বাদশাহরা লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলেন না। উক্ত বক্তব্য অবশ্যই হযরত

মোয়াবিয়া দায়িত্ব পালনকালীন সময়কার ঘটনা।

হাদিস নং ৪১১

ঈসা ইবনে আযেম (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন ওলীদ ইবনে ওক্বা আব্দুল্লাহ ইবনে সামউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে বলে পাঠালেন যে, নিম্নের বাক্যগুলো উচ্চারণ করা থেকে যেন বিরত থাকে। নিঃসন্দেহে মহাসত্য বক্তব্য হচ্ছে, কিতাবুল্লাহ। উত্তম হেদায়াত হচ্ছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হেদায়াত। নিকৃষ্টতম কাজ হচ্ছে নবউদ্ভাবিত কাজসমূহে। একথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যদি আমি এগুলো বলার কারণে মতপার্থক্য সৃষ্টি না হয় তাহলে তো বলার কোনো প্রয়োজন নেই। অতঃপর ইত্রীস ইবনে ওরকুব দাড়িয়ে তলোয়ার হস্তে ধারণ করে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলে, যারা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে না তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। তার কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন, না, তোমার কথা ঠিক নয়, বরং যারা অন্তর দ্বারা সৎকাজ করে না এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করা থেকে বিরত থাকে তারাই ধ্বংস হয়ে যাবে। এক পর্যায়ে ইতরীয ইবনে ওরকূব বলেন, যদি আপনি এর বিপরীত বলেন, তাহলে আমি ঐ লোকের কাছে গিয়ে তার উপর তলোয়ার দ্বারা জোরালোভাবে আঘাত করব, যতক্ষণ না তারা ঘরের ভিতরে থেকে এমন কোনো বিষয় জানবে না যে, কোন কাজটি আল্লাহ্ অবাধ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট। একথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন, যাও এবং তোমার তলোয়ার রেখে দিয়ে ঐ মজলিসের মাঝে বসে যাও।

হাদিস নং ৪১২

হযরত আবুল আলিয়া (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুস যুবাইর এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি ঘরে অবস্থান করছিলেন। তাদের পাশ দিয়ে হযরত

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অতিক্রম করলে তাকে ডেকে পাঠানো হয়। তিনি উভয়ের নিকট উপস্থিত হলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে আব্দুর রহমান! আপনাকে আমীরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহ ইবনে যুরাইবের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে কোন জিনিস বাধা প্রদান করছে। অথচ মক্কা, মদীনা, ইরাকের বাসিন্দা এবং শাম দেশের প্রায় সকলেই আমীরুল মুমিনীন মনে করে তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। জবাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের কথা মানতে পারি না, যেহেতু তোমরা তোমাদের তলোয়ারকে কাঁধের উপর ধারণ করতঃ মুসলমানদের রক্ত দ্বারা তোমাদের হাতকে রঞ্জিত করছ।

হাদিস নং ৪১৩

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যারা অপরিচিত কোনো পতাকবাহীর অধীনে যুদ্ধ করে স্বজনপ্রীতিবশতঃ কারো প্রতি রাগ প্রদর্শন করে, উক্ত স্বজনপ্রীতির কারণে কাউকে সাহায্য করে আবার মানুষজনকে স্বজনপ্রীতির প্রতি দাওয়াত দেয়। অতঃপর সে যদি উক্ত যুদ্ধে মারা যায় তাহলে সে জাহেলীভাবে মারা গেল। আর যে লোক আমার উম্মতের উপর অস্ত্র প্রদর্শন করে ভালো-খারাপ সবাইকে ভয় দেখায়, কোনো মুসলমানকে পরোয়া করে না এবং কোনো জিম্মির প্রতি করা অঙ্গীকারকেও রক্ষা করে চলে না। সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং আমিও তাদের দলভুক্ত নই।"

হাদিস নং ৪১৪

পূর্বের হাদীসের ন্যায়।

হাদিস নং ৪১৫

হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের মাঝে যেভাবে দাঁড়িয়েছি, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেভাবে আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন, "কসম সেই সত্ত্বার, যার আমার হাতে প্রাণ! যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল হওয়ার স্বাক্ষ্য দেয়। তিনটি কারণ পাওয়া যাওয়া ব্যতীত তাদের কাউকে হত্যা করা জায়েয হবে না। একটি হচ্ছে, যদি তারা নাহক্বভাবে কাউকে হত্যা করে, তাহলে কিসাস হিসেবে তাকে হত্যা করা বৈধ। দ্বিতীয়তঃ বিবাহিত কেউ যদি যিনা করে তাহলে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে তাকে হত্যা করা জায়েয হয়ে যায়। তৃতীয়তঃ যারা ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় তাকে হত্যা করা বৈধ হয়ে যায়।"

হাদিস নং ৪১৬

হযরত কায়স ইবনে আবু হাজেম (রহঃ), হযরত সানাবিহী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "তোমরা সকলে হাউজে কাওসারের পানি পান করার জন্য আমার কাছে আসবে এবং নিঃসন্দেহে আমি তোমাদেরকে নিয়ে গর্ব করব, সুতরাং তোমরা আমার পরস্পর মারামারিতে লিপ্ত হয়ো না।"

হাদিস নং ৪১৭

হযরত মরহুম আল-আত্তার তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইবনুল মুহাল্লাবের ফেৎনা আত্মপ্রকাশ করলে লোকজনের মাঝে এই নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে আমরা একটা সুরাহা বের করার জন্য মুহাম্মদ ইবনে সুফিয়ানের নিকট গিয়ে বললাম, আপনি এমন করলে আমরা কি করতে পারি? তিনি বললেন, তোমরা খেয়াল কর! যখন হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করা হয় তখন তিনিই ছিলেন মানুষের মাঝে সবচেয়ে নেককার, সুতরাং তোমরা তারই ইক্তেদা করতে থাক। তার কথা

শুনে আমরা বললাম, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুতো তার হাতকে গুটিয়ে রেখেছেন।

হাদিস নং ৪১৮

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্তা'আলার কাছে গোটা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া নিরাপরাধ কোনো মুসলমান নাহক্বভাবে হত্যা করার চাইতে অনেক সহজ।

হাদিস নং ৪১৯

হযরত হুমাইদ ইবনে হেলাল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, ফিতনাকালীন সময়ে হযরত সা'দকে বলা হলো, হে আবু ইসহাক! এসব ঝামেলাগুলো কি আপনি দেখছেননা, অথচ আপনি একজন বদরী সাহাবী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আহলে শুরার জীবিত থাকা অন্যতম সদস্য। এ সম্বন্ধে আপনার অনুভূতি কি হতে পারে। জবাবে তিনি বললেন, খেলাফতের জিম্মাদারী গ্রহণ করার চেয়ে আমি আমার এই জামার প্রতি বেশি অধিকার সম্পন্ন। আমি আমার তলোয়ার দ্বারা যুদ্ধে লিপ্ত হবোনা যতক্ষণ না আমার সামনে স্পষ্ট হবেনা যে এই লোক মুসলমান এবং এই লোক কাফের। মুসলমান এবং কাফেরের মাঝে পার্থক্য করে এভাবে বলা হবেনা যে, এই লোক মুসলমান তুমি তাকে হত্যা করোনা এবং এই লোক কাফের তুমি তাকে হত্যা কর।

হাদিস নং ৪২০

হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা কিয়ামতের পূর্বে এক ফেৎনা আলোচনা করেন, অতঃপর তিনি বলেন, "হে আবু মুসা! কসম সেই সত্ত্বার যার হাতে আমার প্রাণ! আমরা সেই ফেৎনার সম্মুখিন হলে আমাদের এবং তোমাদের জন্য উক্ত ফেৎনা থেকে মুক্তির কোনো উপায় থাকবে না। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভাষ্যমতে, যে ফেৎনার ভিতর প্রবেশ করলে বের হওয়া ব্যতীত অন্য কোনো উপায় থাকবে না। তবে বের হতে হবে যেমনিভাবে প্রবেশ করা হয়েছে। অতঃপর উক্ত সম্বন্ধে কাউকে কিছুই বলা যাবে না।”

হাদিস নং ৪২১

হযরত আবু হাসেম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রাণপ্রিয় নাতী হযরত হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পার্শ্বে দাফন করার ওসিয়্যত করেন। তবে যদি এ ব্যাপারে ঝগড়া ও মারামারি হওয়ার আশংকা থাকে তাহলে সাধারণ মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করতে বলেন। হযরত হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুবরণ করলে মারওয়ান ইবনে হাকাম বনু উমাইয়ার কাছে আসলেন। তারা পূর্ব থেকে অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় ছিল। অতঃপর মারওয়ান ইবনে হাকাম বলেন, হযরত উসমান এর উপর হামলাকারীকে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে দাফন করতে দিব না। আমরা এটাকে কঠোরভাবে বাধা দিব। অবশ্যই তারা দাফন করা নিয়ে যুদ্ধ করতে হয় কি না? সে ব্যাপারে শঙ্কিত ছিল। হাদীস বর্ণনাকারী আবু হাসেম বলেন, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু এরশাদ করেছেন, তোমাদের ধারণা কি? যদি মুসার সন্তান মৃত্যুর পূর্বে এ মর্মে ওসীয়্যত করে যে, তাকে যেন তার পিতার পার্শ্বে দাফন করা হয়, অতঃপর যদি তাকে ওসীয়্যতকৃত স্থানে দাফন করতে বাধা দেয়া হয় সেটা কি জুলুম হবে না? জবাবে আমি বললাম হ্যাঁ, অবশ্যই জুলুম হবে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হাসান হচ্ছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তান। তাকে বাধা দেয়া হচ্ছে, তার পিতার পার্শ্বে দাফন করার জন্য, এটা কি জুলুম হবে না? অতঃপর হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে গিয়ে তার সাথে কথা বললেন এবং তাকে আল্লাহ্‌র নামে কসম

দিয়ে বললেন, তোমার ভাই এ মর্মে ওসিয়্যত করে গিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবরের পার্শ্বে দাফন করতে গেলে যদি ঝগড়া ফাসাদের আশংকা হয় তাহলে যেন অন্য সাধারণ মুসলমানদের সাথে দাফন করা হয়। হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বারবার বুঝানোর পর একসময় তিনি ব্যাপারটি মেনে নিলেন এবং হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। খালেদ ইবনে ওলীদ ইবনে ওক্বা রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যতীত বনু উমাইয়ার কেউ তার জানাযায় শরীক হয়নি। যেহেতু তিনি বনু উমাইয়ার লোকজনকে আল্লাহ্‌র নামে আত্মীয়তার কসম দেয়ার কারণে তাকে জানাযায় অংশগ্রহনের সুযোগ দেয়া হয়। ফলে খালেদ ইবনুল ওলীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে থেকে হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দাফন-জানাযায় শরীক হয়েছেন।

হাদিস নং ৪২২

হযরত সুফিয়ান ইবনে লাইল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খেলাফত ত্যাগ করে কুফা থেকে মদীনায় ফিরে আসলে আমি তার কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে মুসলমানদেরকে লাঞ্ছনাকারী! আমার কথা শুনে তিনি বলে উঠলেন, আমি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত খেলাফতের দায়িত্ব এমন এক লোকের হাতে আসবেনা, যে হবে কর্তিত নাকওয়ালা, অধিক আহারকারী, বেশি ভক্ষণ করলেও তৃপ্ত হয় না। সেই হচ্ছে, মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান। অতঃপর আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম, নিঃসন্দেহে এটি হবেই। আমি শংকিত ছিলাম, তার এবং আমার মাঝে যুদ্ধ ও মারামারি হওয়া নিয়ে। আল্লাহ্‌র কসম! এই হাদীস শুনার পর থেকে দুনিয়ার কোনো কিছুই আমাকে খুশি করতে পারেনি। উক্ত পৃথিবীতে চন্দ্র-সূর্য্য উদিত হবে এবং আমি জুলুমের মাধ্যমে কোনো মুসলমানের রক্তে

রঞ্জিত হয়ে আল্লাহ্র সাথে স্বাক্ষাৎ করব, এটা হতে পারে না।

হাদিস নং ৪২৩

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হাসান ইবনে আলীর প্রতি ইঙ্গিত করে এরশাদ করেছেন, "আমার এই সন্তান একদিন সায়্যিদ হবে এবং আল্লাহ্তা'আলা অতিসত্ত্বর তার হাতের মাধ্যমে মুসলমানদের বিশাল বড় দুই দলের মাঝে এসলাহ করাবেন, যদ্বারা মুসলমানরা বড় ধরনের এক এক যুদ্ধের মুখোমুখি হওয়া থেকে রক্ষা পাবেন।"

হাদিস নং ৪২৪

হযরত যুহরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর স্বাক্ষাৎ হয় কিংবা উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ডেকে পাঠালেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে উসামা! আমরা তোমাকে আমাদের একজন মনে করি। সুতরাং তুমি আমাদের এই জিম্মাদারীর অংশিদারী কেন হওনা? জবাবে হযরত ওসামা ইবনে যায়েদ বললেন, হে আবুল হাসান! আল্লাহ্র কসম, নিঃসন্দেহে আপনি যদি কোনো মারাত্মক সংকটের মোকাবেলা করেন, অবশ্যই আমি ও আরেকটির সমাধানের চেষ্টা করব। ধ্বংস হলে একসাথে হবো, জীবিত থাকলে একসাথে জীবিত থাকব। তবে আপনি যে দায়িত্বে আছেন, আল্লাহ্র কসম! আমি কখনো তার মধ্যে শরীক হবো না।

হাদিস নং ৪২৫

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তাকে একদা কেউ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কিংবা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে কারো পক্ষাবলম্বন করছেন না কেন? জবাবে তাকে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উভয় দল থেকে যার

পক্ষে আমি যুদ্ধ করিনা কেন, নিঃসন্দেহে আমি মারা গেলে কিংবা হত্যা হলে প্রজ্বলিত আগুনে নিক্ষিপ্ত হব।

হাদিস নং ৪২৬

হযরত কুবাইল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বদা বলতেন, তোমরা এই শেখের বিরোধীতা করা থেকে বিরত থাক। ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না, কেননা তার কারণে এখনো কোমলতা টিকে আছে। আল্লাহ্‌র কসম! যদি তোমরা তাকে হত্যা করো, তাহলে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌তা'আলা তার তলোয়ার এমনভাবে খাপমুক্ত করবেন, আর কখনো সেটা খাপবদ্ধ হবে না। যা কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে।

হাদিস নং ৪২৭

হযরত আবু শুরাইফ আল-মাআফেরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলা হলো, এই জাতিরা কি করছে আপনি কি দেখছেন না? তারা অনবরত খেলাফে সুন্নাত কাজ করে যাচ্ছে। তাদেরকে আপনি সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করছেন না কেন? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারা বললেন, আমরা আপনার ব্যাপারে খুবই শঙ্কিত, কিন্তু আমরা আপনার সাথেই থাকবো। আমাদের কথা শুনে তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহ্‌র বরকতের উপর নির্ভর করে সামনে চলতে থাক। এরপর বলল, আমরা তার ব্যাপারে ভয় করছি, তবে আমরা অস্ত্রধারণ করলেও সেই আমাদের সাথে থাকবে না।

হাদিস নং ৪২৮

হযরত মায়মুন ইবনে মেহরান (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি কখনো এ কথার উপর আনন্দিত হতে পারিনা যে, আমি হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হত্যাকারী

সত্তর জনের একজন হবো, অথচ আমার জন্য দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় সবকিছু বিদ্যমান থাকবে।

হাদিস নং ৪২৯

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্‌র কসম! আমি ওসমানকে হত্যা করিনি এবং হত্যা করার নির্দেশও দিইনি।

হাদিস নং ৪৩০

হযরত ইবনে তাউস (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যখন ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করার ফিৎনা মারাত্মক আকার ধারণ করে তখন এক লোক তার পরিবারের লোকজনকে বলতে লাগল, তোমরা আমাকে লোহার শিকল দ্বারা বেঁধে ফেল, আমি পাগল হয়ে গিয়েছি। এরপর ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করা হলে সে পুনরায় বলল, আমাকে এখন ছেড়ে দিতে পার। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তা'আলার জন্য যিনি আমাকে পাগলামী থেকে সুস্থ করেছেন এবং ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হত্যাকান্ডে শরীক হওয়া থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

হাদিস নং ৪৩১

হযরত ইবনে আবি বকর স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "খবরদার! তোমরা আমার পর পথভ্রষ্ট হয়ে যেওনা। যে, পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।"

হাদিস নং ৪৩২

হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরিন (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সংবাদ প্রাপ্ত হয়েছি, নিশ্চয় হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, যখন থেকে আমি যেহাদ সম্বন্ধে বুঝতে আরম্ভ করি তখন থেকে আমি জেহাদ

করতে থাকি। তবে এখন আমি আর যুদ্ধ করবোনা, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে দুই চোখ, দুই ঠোঁট ও একটি মুখ বিশিষ্ট তলোয়ার এনে দিবেনা, যে তলোয়ার আমাকে চিহ্নিত করে দিবে, কে মুসলমান এবং কে কাফের।

হাদিস নং ৪৩৩

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের উপর তলোয়ার উঠাবে বা অস্ত্র প্রয়োগ করবে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।" বর্ণনাকারী হযরত আবু মুআবিয়া (রহঃ) বলেন, যারা আমাদের উপর হাতিয়ার দ্বারা হামলা করবে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

হাদিস নং ৪৩৪

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ফেৎনা চলাকালীন তার কাছে দুইজন লোক এসে বলল, লোকজন কি করছে আপনিতো ভালো করে উপলব্ধি করছেন, অথচ আপনি খাত্তাবের পুত্র ওমরের সন্তান এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীদের একজন। আপনাকে বের হতে কে নিষেধ করেছে? জবাবে তিনি বললেন, আমাকে বাধা দিচ্ছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্তা'আলা আমার উপর কোনো মুসলমানকে হত্যা করা হারাম করে দিয়েছেন। তার কথা শুনে আগত দুইজন বললেন, আল্লাহ্তা'আলা কি একথা বলেননি, *"তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফেৎনা পুরোপুরি মূলৎপাটন হবে এবং দ্বীন পরিপূর্ণ আল্লাহ্র জন্য হয়ে যাবে। (বাকারা, ১৯৩)।* জবাবে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হ্যাঁ, ফেৎনা দূর হওয়া এবং দ্বীন পরিপূর্ণ আল্লাহ্র জন্য হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ করেছি। অথচ তোমরা বর্তমানে এমন এক উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করছ যদ্বারা ফেৎনা আরো ব্যাপক আকার ধারণ করবে এবং দ্বীন হয়ে যাবে গায়রুল্লাহর জন্য।

হাদিস নং ৪৩৫

হযরত আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, "হে আবু যর! যদি লোকজন যুদ্ধ করতে করতে এত বেশি রক্তপাত করবে যদ্বারা মদীনার পার্শ্বে অবস্থিত পাথরগুলো রক্তের মধ্যে ডুবে যাবে তখন তুমি কি করবে?" জবাবে আমি স্বভাবসূলভ বললাম, এ ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং তার রসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, "তুমি তোমার ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে থাকবে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা শুনে আমি বললাম, সে রক্তপাত যদি আমার উপর এসে পড়ে তাহলে কি করব? জবাবে তিনি বললেন, "এমন অবস্থা হলে তুমি তোমার মূল গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা শুনে আমি বললাম, ঐ সময় যদি আমি অস্ত্রধারণ করি তাহলে কেমন হবে? জবাবে তিনি বললেন, "তাহলে কিন্তু তুমিও তাদের শরীক হয়ে যাবে।" এরপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাহলে আমার করণীয় কি হওয়া উচিৎ? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যদি অস্ত্রের আঘাত তোমার উপর এসে পড়ার আশঙ্কা করো তাহলে তোমার চাদরের একটি অংশ দ্বারা তোমার চেহারাকে ঢেকে রাখবে। তোমার উপর আক্রমণকারী তার গুনাহ এবং তোমার গুনাহ সহকারে ফেরৎ যাবে।"

হাদিস নং ৪৩৬

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রবীয়াহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে অবরুদ্ধ করা অবস্থায় বলেন ঐ ব্যক্তি আমার সবচেয়ে বড় কল্যাণকামী যে তার হাত এবং অস্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে।

হাদিস নং ৪৩৭

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু অবরুদ্ধ হওয়ার দিন তার ঘরে প্রবেশ করে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি আনন্দিত নাকি চিন্তিত? জবাবে তিনি বললেন, হে আবু হুরায়রা! তুমি কি খুশি হবে যে, আমি সকল মানুষকে হত্যা করি এবং তাদের সাথে আমাকেও। আমি বললাম, না এখানে তো খুশি হওয়ার কিছুই নেই। আমার কথা শুনে তিনি সহসা বলে উঠলেন, আল্লাহ্‌র কসম! যদি আমি একজন লোককেও হত্যা করি তাহলে যেন আমি সকল মানুষকে হত্যা করলাম। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, অতঃপর আমি ফিরে আসলাম এবং বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করার চিন্তা ত্যাগ করলাম। হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আবু সালেহ (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যেদিন শহীদ করা হয়, সেদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বারবার বলে বেড়িয়েছেন, আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা অযথা রক্তপাত করো না, কেননা এর মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ্‌তা'আলার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে।

হাদিস নং ৪৩৮

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "নিশ্চয় তোমাদের খুন, সম্পদ তোমাদের উপর এমনভাবে হারাম, যেমন তোমাদের এই শহরে এই মর্মে, এই দিনে সবকিছু হারাম।"

হাদিস নং ৪৩৯

হযরত ইব্রাহীম (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "একজন লোক দ্বীনের সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করে, যতক্ষণ না সে, কাউকে নাহক্বভাবে হত্যা না করে। যদি কাউকে নাহক্বভাবে হত্যা করে তাহলে তার কাছ থেকে লজ্জা ইত্যাদি

ছিনিয়ে নেয়া হয়।”

হাদিস নং ৪৪০

হযরত আ'তা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু এরশাদ করেছেন, কিতাবুল্লাহর মধ্যে আমি ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্বন্ধে পেয়েছি, তিনি হবেন হত্যাকারী এবং দুর্বলদের আমীর।

হাদিস নং ৪৪১

হযরত ইয়াহইয়া (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমেরকে বলতে শুনেছি, ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু অবরুদ্ধ হওয়ার দিন আমি তার সাথে ছিলাম। তিনি ঐসময় বলতেছিলেন, যারা আমার কথা মেনে চলে এবং আনুগত্য করে তাদের ক্ষেত্রে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে যে, তারা নিজের হাত এবং অস্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করবে। কেননা ঐ লোক আমার সবচাইতে বেশি কল্যাণকামী যে নিজের অস্ত্র ও হাতকে কন্ট্রোল করে। অতঃপর তিনি বললেন, হে ইবনে ওমর! তুমি দাঁড়াও এবং মানুষের মাঝে সেটা ঘোষণা করে দাও। এরপর সেখান থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর উঠে দাড়ালেন। অতঃপর তার গোত্রের কতক লোক, যারা বনুআদী, বনুসুরাকা ও বনু মুতী থেকে ছিলেন তারা দাঁড়িয়ে বের হওয়ার জন্য দরজা খুললে বিদ্রোহীরা একযোগে ভিতরে ঢুকে পড়ে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমের বলেন, একদিন আমের ইবনে রবীয়াহ রাত্রে নামায আদায় করতে দাঁড়িয়ে গেলেন। এদিকে লোকজন হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশৃংখলায় ব্যস্ত। রাত্রে নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়লে স্বপ্নে দেখলেন যে, তাকে বলা হচ্ছে, তুমি আল্লাহ্তা'আলার কাছে তোমাকে ফেৎনা থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য দোয়া করতে থাক, যে ফেৎনা থেকে আল্লাহ্তা'আলা তার নেক্কার বান্দাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। অতঃপর ঘুম থেকে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন, এরপর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পরবর্তীতে জানাযার আগে আর বের হলেন না।

হাদিস নং ৪৪২

হযরত যুনদুব গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতিসত্ত্বর মারাত্মক ফেৎনার আত্মপ্রকাশ ঘটবে। তার কথা শুনে আমরা বললাম, হে আবু আব্দুল্লাহ! এমন ফেৎনাকালীন আমাদের প্রতি আপনার কি নির্দেশনা রয়েছে? জবাবে তিনি বললেন, জমীন-জমীন, যেন তোমরা সকলে ঘরের ভিতরে অবস্থান কর। কেননা, উক্ত ফেৎনার প্রতি ধাবিত হওয়া ছাড়া সেটা কারো প্রতি প্রবাহিত হবে না।

হাদিস নং ৪৪৩

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, যখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করে দেয়া হলো এবং হযরত হাসান ইবনে রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকজনকে বাইয়াত করেছিলেন তখন যিয়াদ এসে আমাকে বলেন, তোমাদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকার ব্যাপারে কি তুমি সন্তুষ্ট? জবাবে আমি হ্যাঁ বললে, তিনি বললেন, তাহলে অমুক, অমুক অমুককে হত্যা করতে হবে। তার কথা শুনে আমি বললাম, তারা কি ফজরের নামায আদায় করেন নি? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন আমি বললাম তাহলে তো সেটা করা যাবে না। আল্লাহ্‌র কসম! এ কাজটি কখনো হতে পারে না।

হাদিস নং ৪৪৪

বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত নাফে (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি কখনো কোনো আহলে কেবলার সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তবে নাজদায়ে হারূরী যখন তাকে বায়তুল্লাহ থেকে বের করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করছিল, তখন তিনি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

হাদিস নং ৪৪৫

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অমুক গোত্রের পাশে অবস্থিত পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়ে হাত উত্তোলন করা অবস্থায় দেখেছি। তিনি বলতেছিলেন, হে আল্লাহ্! হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর রক্ত থেকে আমি নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি।

হাদিস নং ৪৪৬

হযরত যায়েদ ইবনে ওয়াহাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, এই মসৃণ এলাকায় মুসলমানাদের দুইটি দল ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তাদের উভয় দলের যারা মারা যাবে, তাদের মৃত্যু হবে জাহেলী যুগের মৃত্যুর ন্যায়।

হাদিস নং ৪৪৭

যিয়াদ ইবনে আবু মরইয়ম থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্বন্ধে বলছিলেন, যখন তার কাছে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করার সংবাদ পৌঁছে, তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন। তিনি সংবাদটি শুনে বললেন, তোমরা আমাকে বসাও। যখন তাকে বসানো হলো, তখন তিনি আসমানের দিকে উভয় হাত উত্তোলন করে বললেন, হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি ওসমানকে হত্যা করতে নির্দেশ দিইনি, হত্যাকান্ডে শরীকও ছিলাম না এবং উক্ত কাজের উপর আমি রাজীও নই। কথাটি তিনি মোট তিনবার বলেন।

হাদিস নং ৪৪৮

হযরত ইবনুল হানাফিয়্যাহ এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তারা উভয়জন বলেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলা হলো, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহু ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হত্যকারীদেরকে অভিশাপ দিচ্ছেন। এ কথা শুনার

সাথে সাথে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার উভয় হাতকে উপরের দিকে উত্তোলন করতে করতে চেহারা পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে বললেন, আমি নিজেও হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হত্যাকারীদেরকে লানত করছি। আল্লাহ্‌তা'আলাও তাদেরকে পাহাড়ে, পর্বতে, সমতল ভূমিসহ সর্বস্তরে লা'নত করছেন। কথাটি তিনি দুইবার কিংবা তিনবার বলেছেন। এ কথা বর্ণনা করে ইবনুল হানাফিয়্যাহ (রহঃ) আমাদের দিকে তাকায়ে বললেন, তবে এক্ষেত্রে ইনসাফপূর্ণ সাক্ষী হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রাযিঃ)।

হাদিস নং ৪৪৯

হযরত আবু কাব্‌শা সাদুসী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবু মুসা আশতারী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি। নিশ্চয় তোমাদের দিকে অন্ধকার রাত্রির ন্যায় ভয়াবহ এক ফেৎনা ধেয়ে আসছে। তখন কোনো মানুষ সকালে মুমিন থাকলেও সন্ধ্যাবেলা কাফের হয়ে যাবে এবং সন্ধ্যায় মুমিন হিসেবে দৃঢ় থাকা সত্ত্বেও পরের দিন সকাল হতে হতে কাফের হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। তখন বসা অবস্থায় থাকা দাঁড়ানো থেকে উত্তম, এবং দাঁড়িয়ে থাকা সামনে অগ্রসর হওয়া থেকে উত্তম। সামনের দিকে পায়দল চলা বাহনের উপর সওয়ার হয়ে চলা থেকে উত্তম। এ কথা শুনে উপস্থিত সকলে বলল, তাহলে আমাদের প্রতি আপনার কি দিক নির্দেশনা রয়েছে? জবাবে তিনি বললেন, এমন ভয়াবহ ফেৎনার আত্মপ্রকাশ হলে তোমরা ঘরের মধ্যে অবস্থানকারী হয়ে যাও।

হাদিস নং ৪৫০

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করার দিন বলেছিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! যদি তোমরা হত্যা করো তাহলে তোমাদের জন্য একসাথে নামায আদায় করা, একসাথে হজ্ব করা এবং একসাথে যুদ্ধ করা ঠিক হবে না। যদি করো তাহলে তোমরা শারীরিকভাবে এক হলেও কিন্তু আন্তরিকভাবে মতপার্থক্যপূর্ণ থাকবে।

হাদিস নং ৪৫১

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবুল হুজাইল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত রাদিয়াল্লাহু আনহু যেদিন লোকজন হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ব্যাপার নিয়ে ঝামেলায় জড়িয়ে যায়, তখন তার ছেলেকে বললেন, যেন তারা নিকৃষ্টতম একটি ফেৎনার সামনে দাড়িয়ে। তোমরা যদি উক্ত ফেৎনার সম্মুখিন হও তাহলে হযরত আদম (আঃ) এর দুই সন্তানদের উত্তম সন্তানের ন্যায় হয়ে যাবে।

হাদিস নং ৪৫২

হযরত যুরারা এবং আবু আব্দুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়জন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন, আল্লাহ্র কসম! আমি ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করতে নির্দেশ দিইনি। আল্লাহ্র কসম! আমি তার হত্যাকান্ডে শরীক ছিলাম না। আমি তাকে হত্যা করিনি এবং তাকে হত্যাকরার উপর রাজীও ছিলাম না।

হাদিস নং ৪৫৩

হযরত ইবনে আবু বকরা তার পিতা আবু বকরা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রিওয়ায়েত করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "খবরদার! তোমরা আমার পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না। নিশ্চয় এ কথাটি তোমরা যারা উপস্থিত রয়েছ তারা অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দিবে। খবরদার! নিঃসন্দেহে তোমাদের খুন, তোমাদের সম্পদ, এবং তোমাদের ইজ্জত-সম্মান তোমাদের উপর এমনভাবে হারাম যেমন হারাম এই মাসে, এই শহরে এই দিনে কোনো রক্তপাত করা। আল্লাহ্তা'আলার সাথে তোমাদের স্বাক্ষাৎ হলে তোমাদের আমল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে। খবরদার! তোমরা কেউ আমার পর পথভ্রষ্ট হবে না, যার কারণে তোমরা পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যেওনা। নিঃসন্দেহে, তোমরা যারা উপস্থিত রয়েছো তারা অবশ্যই

অনুপস্থিতদের কাছে আমার কথাটি পৌঁছে দিবে।”

হাদিস নং ৪৫৪

সায়্যার ইবনে সাল্লামা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলে আমরা আবু বরজার কাছে প্রবেশ করলাম। অতঃপর তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে তিনি আমার নিকট বংশীয়ভাবে খুবই ঈর্ষান্বীয় বংশের অধিকারী। তালিযুক্ত কাপড় পরিহিত, পেট দেখে খুবই ক্ষুধার্ত মনে হয়। তার শরীর এবং পিটে রক্তশুন্য অনুভব হয়।

হাদিস নং ৪৫৫

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, “অতিসত্ত্বর আত্মপ্রকাশকারী খারাপীর ফলে গোটা আরব ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে যে লোক তার হাতকে নিয়ন্ত্রণ করবে সেই সফলকাম হয়ে যাবে।”

হাদিস নং ৪৫৬

হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরিন (রহঃ) বলেন। বিশিষ্ট সাহাবী যায়েদ বিন সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ঘরে প্রবেশ করে বললেন, আনসারগণ আপনার ঘরের দরজায় উপস্থিত। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, আপনি চাইলে তারা সকলে আনসারুল্লাহ হয়ে যাবে। এ কথাটি ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সামনে প্রায় দুইবার বলা হলে জবাবে তিনি বললেন, তোমরা যদি যুদ্ধ করার অনুমতি চাও তাহলে কিন্তু আমি তার অনুমতি দিব না।

হাদিস নং ৪৫৭

হযরত রাবাহ ইবনুল হারেছ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাদায়েন এলাকায় লোকজনকে হযরত হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একথা বলতে শুনেছি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্তা'আলার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হবেই, যদিও লোকজন সেটা অপছন্দ করে। নিশ্চয় আমি একথা

কখনো পছন্দ করি না যে, আমার জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মত থেকে কোনো উম্মতের সরিষার দানা পরিমাণ সামান্য রক্তপাত হোক। কেননা আমি জানি, যার মধ্যে আমার ক্ষতিসাধন নিহিত রয়েছে সেখানে আমার জন্য কোনো কল্যাণ কামনা করা যায় না। এবং আমি আমার এবং তোমাদের পক্ষে-বিপক্ষে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং তোমরা নিরাপদে যার যার স্থানে অবস্থান করতে থাকো।

হাদিস নং ৪৫৮

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন, যদি তোমার এমন কোনো ইমাম থাকে, যে কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর আমল করে, তাহলে তুমি তোমার ইমামের সাথে যুদ্ধ করবে আর যদি তোমাদের দায়িত্বে এমন কোনো ইমাম থাকে যে কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাতে রাসূলের উপর আমল না করে, তখন যদি এমন কারো আত্মপ্রকাশ করে যিনি কিতাবুল্লাহ এবং আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি আহবান করে তাহলে তুমি তোমার ঘরেই অবস্থান করতে থাক।

হাদিস নং ৪৫৯

হযরত আহনাফ ইবনে কাইস (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলে, হযরত আবু বকরা আমাকে স্বশস্ত্র অবস্থায় দেখে বললেন, হে ভাতিজা! এই আবার কি? জবাবে আমি বললাম, আমি আলী ইবনে আবু তালেবের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছি। আমার কথা শুনে তিনি বাইয়াত হতে সরাসরি নিষেধ করে দেয়। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে লোকজন দুনিয়ার জন্য যুদ্ধ করছে এবং তাকে কোনো ধরনের পরামর্শ করা ব্যতীত খলীফা বানানো হয়েছে। জবাবে আমি বললাম, উম্মুল মুমিনীনের সিদ্ধান্ত কি হবে? তিনি বললেন, উম্মুল মুমিনীন তো একজন দুর্বল, অবলা নারী। তিনি আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

বলতে শুনেছি, যে জাতি কোনো নারীকে তাদের জিম্মাদার নিযুক্ত করে তারা কখনো সফলকাম হতে পারে না।

হাদিস নং ৪৬০

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমি হাউজে কাউসারের সামনে অবস্থানকালীন কিছু লোকজনকে আমার সামনে পেশ করা হবে। তারা আমাদেরকে চিনবে এবং আমিও তাদেরকে চিনতে থাকবো। হঠাৎ করে তাদের এবং আমাদের মাঝে পর্দা হয়ে যায়। এই অবস্থা দেখে আমি বলবো, হে আল্লাহ্! এরা তো আমার সাহাবী, আমার উম্মত। একথা বলার পর কোনো জবাবদাতার পক্ষ থেকে জবাব আসবে, আপনিতো জানেন না। এরা আপনার পর কি বিদআত না আবিষ্কার করেছিলো।

হাদিস নং ৪৬১

হযরত কা'ব ইবনে মুররা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমসাময়িক ফেৎনা সম্বন্ধে আলোচনা করতেছিলেন। তখন চাদর দ্বারা মাথা আবৃত একলোক দিন-দুপুরে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এই লোকটি সেদিন হেদায়েতের উপর থাকবে।" বর্ণনাকারী বলেন, এ কথাটি শুনেই আমি দাড়িয়ে লোকটির পিছু নিলাম, তার কাঁধের উপর হাত রেখে তার চেহারা থেকে চাদর সরিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিকে তাকে মুখোমুখি করে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই লোক? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হ্যাঁ। এরপর আমি লোকটিকে দেখলাম। লোকটি হলেন, হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান রাদিয়াল্লাহু আনহু।"

হাদিস নং ৪৬২

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, যদি কেউ কাউকে জুলুমের মাধ্যমে নাহক্বভাবে হত্যা করে, তাহলে তার গুনাহের একটি অংশ হযরত আদম (আঃ) এর প্রথম ছেলের সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। যেহেতু তার মাধ্যমেই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছিল।

হাদিস নং ৪৬৩

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্বের মত বর্ণনা করেন, তবে এই হাদীসে 'মিনহা' এর পরিবর্তে, 'মিন দামিহা' উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদিস নং ৪৬৪

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "কিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম হত্যাকান্ড সম্বন্ধে ফায়সালা হবে। সেদিন একজন লোক আরেকজন লোকের হাত ধরে আল্লাহ্তা'আলার দরবারে উপস্থিত করে বলবে, হে আল্লাহ্! এই লোকটি আমাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ্তা'আলা ঐ লোককে বলবে, "তুমি তাকে কেন হত্যা করেছ।" জবাবে সে বলবে, ইয়া রব! অমুক লোকের সম্মান বৃদ্ধি করার জন্য আমি তাকে হত্যা করেছি। অতঃপর আল্লাহ্তা'আলা বলবেন, "নিঃসন্দেহে তুমি তোমার আমলকে বরবাদ করে দিয়েছ।" তেমনিভাবে অন্য আরেকজন লোক আরেকজনকে পাকড়াও করে বলবে, হে আল্লাহ্! এই লোকটি আমাকে হত্যা করেছে। তাকে দেখে আল্লাহ্তা'আলা বলবেন, "তুমি তাকে কেন হত্যা করেছ?" সে জবাবে বলবে, হে আল্লাহ্! আমি আপনার সম্মান বৃদ্ধি করার জন্য মূলতঃ তাকে হত্যা করেছি। জবাবে আল্লাহ্তা'আলা বলবেন, "আমার সম্মানতো আগে থেকে বৃদ্ধি হয়ে আছে।"

হাদিস নং ৪৬৫

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। মানুষ তার দ্বীনের উপর পুরোপরিভাবে বহাল থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত কাউকে নাহক্বভাবে হত্যা করবে না। পক্ষান্তরে যখনই কেউ অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করার মাধ্যমে নিজের হাতকে রঞ্জিত করে, তাহলে তার থেকে যাবতীয় লজ্জা তুলে নেয়া হবে।

হাদিস নং ৪৬৬

হযরত আবু বকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "উল্লেখযোগ্য কারণ ছাড়া যদি কেউ কোনো নিরাপত্ত্বা দেয়া হয়েছে, এমন লোককে হত্যা করে তাহলে আল্লাহ্‌তা'আলা তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দিবেন।"

হাদিস নং ৪৬৭

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "অতি সন্নিকটে ধাবমান ফেৎনায় আক্রান্ত হয়ে আরবরা ধ্বংস হয়ে যাবে। যে ফেৎনা হবে অন্ধ, বধীর এবং বোবাদের ন্যায়। যার থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় থাকবে না। উক্ত ফেৎনাকালীন যারা বসে থাকবে তারা দন্ডায়মান লোকের তুলনায় অনেক উত্তম হবে, দাড়ানো অবস্থায় থাকা লোকজন চলমান লোকের চাইতে উত্তম হবে, স্বাভাবিকভাবে যারা চলাফেরা করে তারা দৌড়ে ফেৎনার প্রতি ধাবিত হওয়া লোকের তুলনায় অনেক ভালো হবে। সুতরাং কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌তা'আলার কাছে নিকৃষ্টতম ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যারা এ ধরনের ফেৎনার প্রতি দৌড় দিয়ে যাবে।"

হাদিস নং ৪৬৮

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রহঃ) জনৈক সাহাবা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি

ফজরের নামায আদায় করল, অতঃপর আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তার প্রতিবেশিদের কেউ তাকে আশ্রয় দিবে না। কেননা যদি কেউ তাকে আশ্রয় দেয়, আল্লাহ্‌তা'আলা তাকে তালাশ করে নিয়ে আসবেন, অতঃপর তাকে উপুড় করে জাহান্নামের মাঝখানে নিক্ষেপ করবেন।"

হাদিস নং ৪৬৯

হযরত উমায়র ইবনে হানী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বারবার বলতে শুনেছি, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, নাজ্‌দা এবং হাজ্জাজ সকলে জাহান্নামের আগুনে এমনভাবে ঝাপিয়ে পড়বে, যেমন খাবারের বস্তুতে মাছি এসে ঝাপিঁয়ে পড়ে। তবে কেউ ঘোষকের ঘোষণা শুনার সাথে সাথে সেদিকে দৌড় দিয়ে যাবে।

হাদিস নং ৪৭০

হযরত আবুল হোসাইন (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কা'বার পার্শ্বে, হাজরে আসওদের নিকটে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সেজদারত অবস্থায় দেখেছি। তিনি বলতেছিলেন, হে আল্লাহ্‌! আমি এমন ফেৎনা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা কুরাইশের দিকে ধেয়ে আসছে।

হাদিস নং ৪৭১

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করা হয় এবং লোকজন হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করছিল তখন যিয়াদ, হযরত ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে এসে বললেন, আপনাদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সর্বদা থাকবে, এ কথাটি কি আপনারা কামনা করেন? জবাবে ইবনে আব্বাছ বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই। একথা শুনে যিয়াদ বলে উঠলো, যদি তোমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে চাও তাহলে অমুক, অমুককে হত্যা করতে হবে। একথা শুনে

হযরত ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তারা কি আজকে ফজরের নামায আদায় করেছিল। রিয়াদ জবাব দিল, হ্যাঁ তারাতো ফজরের নামায আদায় করেছে। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ বললেন, তাহলে তাদেরকে অযথা হত্যা করার প্রশ্নই আসে না। যেহেতু আমি তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নিরাপত্ত্বার মধ্যে রয়েছে বলে দেখছি। পরবর্তীতে যখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু যিয়াদের ভূমিকা সম্বন্ধে জানতে পারলেন, তখন তিনি সহসা বলে উঠলেন, এ ভূমিকা তো সেটারই অংশ যা তার সিদ্ধান্ত ছিল এবং আমাকেও সেটার প্রতি ইঙ্গিত করেছিল।

হাদিস নং ৪৭২

হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা যাবতীয় ফেৎনা থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখ। প্রথমতঃ উক্ত ফেৎনাকে কেউ চিহ্নিত করতে পারবে না। আল্লাহ্র কসম! কেউ উক্ত ফেৎনার সম্মুখিন হলে তাকে এমনভাবে ধ্বংস করবে, যেমন পাহাড়ী ঢেউ সবকিছুকে ধ্বংস করে নিয়ে যায়। উক্ত ফেৎনা প্রথম খুবই সুন্দরভাবে প্রকাশ পাবে। ফলে মূর্খপ্রকৃতির লোকজন মনে করবে, বাহ! এটা তো দেখি খুবই সুন্দর, তবে যাওয়ার সময় সবকিছু ধুলিস্যাৎ করে নিয়ে যাবে।

হাদিস নং ৪৭৩

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়েরের ফেৎনা হচ্ছে, বড় বড় ফেৎনার একটি অংশ। তবে সেটা গত হয়ে গেলেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত অন্য ফেৎনাগুলা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পাবে। উক্ত ফেৎনার প্রতি কেউ এগিয়ে গেলে ফেৎনাও তার দিকে এগিয়ে আসবে এবং সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় এগিয়ে গেলে ফেৎনাও তার দিকে সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় ধাবিত হবে।

হাদিস নং ৪৭৪

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, অতিসত্ত্বর প্রকাশ পাওয়া ফেৎনা সম্বন্ধে আমি খুব ভালোভাবে অবগত আছি। যারা অগ্রে থাকবে তারা উত্যক্ত করে মানুষকে ঘর বাড়ি থেকে বের করে আনবে, যেমন খরগোশকে তার গর্ত থেকে উত্যক্ত করে বের করা হয়। আমি উক্ত ফেৎনা থেকে মুক্তির উপায়ও জানি। উপস্থিত লোকজন বললেন, সেটা কিভাবে হতে পারে? জবাবে তিনি বললেন, আমি আমার হাতকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করব, এক পর্যায়ে কেউ এসে আমাকে হত্যা করলেও আমি কিছুই বলব না।

হাদিস নং ৪৭৫

হযরত হাসান (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমীরদের কেউ কতক ফেৎনার সময় তাকে বাধ্য করে এবং বের করে নিয়ে যায়। তিনি বলেন জনৈক শামের বাসিন্দা আত্মপ্রকাশ করে ঘোষণা করল, কে তার সাথে মোকাবেলা করবে? তার কথা শুনে জনৈক ইরাকী মোকাবেলা করার জন্য এগিয়ে আসে। এক পর্যায়ে আমি শামীর প্রতি আমার তীর তাক করি। আল্লাহ্‌র কসম! এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল তাদের উভয়ের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করা, যেন তারা মোকাবেলা করা থেকে বিরত থাকে। এভাবে আমি বললাম, এদিকে, এদিকে, এভাবে বলতে থাকলে তারা মোকাবেলা করা থেকে ফিরে গেল। আল্লাহ্‌র কসম! যখনই আমি ঘুমাতে যায় আমার সেই তীর তাক করাটা বার বার স্মরণ হতে থাকে। যার কারণে অনেক রাত্র আমার চোখে ঘুম আসে না। তেমনিভাবে আমার খাবার রাখা হলেও সেটা চোখের সামনে ভেসে উঠে। যার কারণে ঘুমের মত খাবারও আমার উপর হারাম হয়ে যায়।

হাদিস নং ৪৭৬

হযরত ইবনে দীনার (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মদীনাতে রক্তপাত করা বৈধ ঘোষণা দেয় তখন হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু রক্তপাত বর্জন করে পাহাড়ের দিকে যেতে থাকলে জনৈক শামের বাসিন্দা তার পিছু নেয়। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন বুঝতে পারলেন যে, লোকটি তার পিছু ছাড়বে না, তখন তিনি নিজেরা তখন তিনি নিজের তলোয়ার নিয়ে ঘুরে দাড়িয়ে বললেন, আমার পিছু নেয়া ছেড়ে দাও এবং এখান থেকে সরে যাও। কিন্তু শামী লোকটি যুদ্ধ করা ছাড়া সরে যেতে অস্বীকার করলেন। তার অবস্থা দেখে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু নিরুপায় হয়ে নিজের হাতিয়ার ফেলে দিয়ে বললেন, তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার প্রতি তোমার হাত প্রসারিত কর, আমি কিন্তু তোমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আমার হাত তোমার দিকে প্রসারিত করবো না। আমি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌তা'আলাকে ভয় করি। যিনি বিশ্বজাহানের পালনকর্তা। একথা শুনে শামের বাসিন্দা লোকটি হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাত ধরে পাহাড় থেকে নিচে নামিয়ে আনলেন। এক পর্যায়ে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এই স্থানে আমি যেন আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথী হয়ে যুদ্ধ করতে দেখছি। এ কথা শুনে উক্ত শামী জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? জবাবে তিনি বললেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী। এরপর উল্লিখিত শামী বললেন, চলে যাও, তোমার জন্য বরকতের দোয়া রইল।

হাদিস নং ৪৭৭

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাকে হত্যা করিনি, এবং হত্যার নির্দেশও দিইনি, তবে আমি বিজয়ী হয়েছি।

হাদিস নং ৪৭৮

হযরত জাহ্হাক থেকে বর্ণিত। জনৈক লোক, যে সর্বদা বাদশাহর মাথার কাছে অবস্থান করে। সে তাকে জিজ্ঞাসা করে, যদি এমন কাউকে বাদশাহ হত্যার নির্দেশ দেয় যার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানিনা, তাহলে আমি কি করব? জবাবে জাহ্হাক বলেন, তাকে হত্যা করো না। একথা শুনে ঐ লোক বললেন, এখানে তো জনাব বাদশাহ নামদার হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন! জাহ্হাক জবাব দেন, হ্যাঁ বাদশাহ হত্যা করার নির্দেশ দিলেও তোমার জন্য তার কথা মান্য করা ঠিক হবে না। ঐ লোক বলল, বাদশাহর কথা না মানলে তো আমাকেই হত্যা করা হবে। জবাবে জাহ্হার বললেন, তখনতো তুমি হত্যাকারী হবে না, বরং হত্যাকৃতদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

হাদিস নং ৪৭৯

মাছরূক (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্বের ভাষণে উল্লেখ করেছেন, আমার পর তোমরা কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা যে, পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।

হাদিস নং ৪৮০

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যুদ্ধরত ছিলাম। যখন আমি যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করি, তখন আমাকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ডেকে বললেন, হে মুজাহিদ! তোমার পর লোকজন কাফের হয়ে গিয়েছে। এইতো ইবনে যুবাইর এবং আহলে শাম পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

হাদিস নং ৪৮১

হযরত আবু জাফর আল-আনসারী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি চাদর আবৃত অবস্থায় নিজের তলোয়ার সহকারে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখলাম তিনি নারীদের ছায়ার মাঝে বসে রয়েছেন, যখন হযরত ওসমান

রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করা হয়েছে। তখন তিনি বলতেছিলেন, গোটা দিন তোমাদের ধ্বংস হোক।

হাদিস নং ৪৮২

হযরত কুলসুম খোযায়ী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় আমি কোনোভাবে পছন্দ করি না যে হযরত ওসমানের প্রতি কোনো তীর নিক্ষেপ করব। বর্ণনাকারী মিসআর বলেন, আমি মনে করছি, তাকে হত্যা করা আমি পছন্দ করি না যদিও এর জন্য কেউ আমাকে উহুদ পরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে থাকে।

হাদিস নং ৪৮৩

হযরত সাফওয়ান ইবনে আমর (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কা'ব (রহঃ) থেকে কতক মাশায়েখ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কোনো গোত্রের মাঝে যদি ফেৎনা প্রকাশ পায় তাহলে সেটা তাদেরকে টুকরো টুকরো করে ছাড়বে।

হাদিস নং ৪৮৪

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যার (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যে লোক কোনো মুসলমানকে হত্যা করার ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ সহযোগিতা করে, তাহলে কিয়ামতের দিন সে এমনভাবে উপস্থিত হবে, তার দু চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত।"

হাদিস নং ৪৮৫

হযরত কাতাদাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু মুসা আশ্‌আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ফেৎনা চলাকালীন মানুষের অবস্থা হচ্ছে, সে কওমের ন্যায় যারা সফর করতে গেলে তাদেরকে অন্ধকারাচ্ছন্নতা গ্রাস করে নেয়। যার কারণে তাদের একদল সে স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে অপর দল সামনের দিকে চলতে থাকে। পরবর্তীতে যখনই

অন্ধকারাচ্ছন্ন দূর হয়, তারা নিজেদেরকে মূল রাস্তা থেকে বিচ্যুত অবস্থায় দেখতে পায়।

হাদিস নং ৪৮৬

কাশেম ইবনে আবু আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমি কি তোমাদেরকে ফেৎনার চিকিৎসা সম্বন্ধে বলবো না? নিঃসন্দেহে আল্লাহ্তা'আলা এমন কোনো জিনিসকে হালাল করেন না, যা ইতিপূর্বে হারাম ছিল। তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন তোমাদের কোনো ভাই আজকে তোমার ঘরের দরজায় এসে অনুমতি চাইবে এবং পরের দিন এসে তাকে হত্যা করবে।"

হাদিস নং ৪৮৭

হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরিন (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সকালে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ঘরের দরজায় জমায়েত হলে, বাহিনী সহকারে বেরিয়ে আসেন। তাহলে বিদ্রোহীরা হয়তো তাদেরকে দেখে সরে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের কথামত হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সৈন্যবাহিনীসহ বের হয়ে আসলেন। এক পর্যায়ে উভয়দল থেকে তলোয়ার উম্মোচন করে একে অপরের উপর হামলা করে। যা ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুও দেখতে থাকেন। এ অবস্থা দেখে ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমাকে উৎখাত এবং আমার আমীর থাকা নিয়ে তারা যুদ্ধ করছে। এক পর্যায়ে তিনি ঘরে ফিরে গেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার জানামতে তিনি আর ঘর থেকে মারা যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বের হয়নি। মুহাম্মদ ইবনে সীরিন (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হত্যার ফেৎনাটি এমন সময় সংঘটিত হয়েছিল যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবায়ে কেরামের দশ হাজারেরও বেশি সংখ্যক উপস্থিত ছিলেন। যদি ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে অনুমতি দিতেন, তাহলে তারা বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে তাদেরকে মদীনার অলি-গলি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারতেন। বর্ণনাকারী মুহাম্মদ আরো বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে

যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু আব্দুল্লাহ, ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু দশ হাজারেরও বেশি সাহাবায়ে কেরামের কাফেলা নিয়ে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে এসেছিলেন যেন তাদেরকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়। তাহলে অবশ্যই তারা বিদ্রোহীদেরকে মদীনার অলি-গলি থেকে বের করে দিতে সক্ষম হতেন। বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনে যুবাইর, ইবনে ওমর ও হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখের আগমনের কথা বললেও হযরত ইবনে আওনের বর্ণনা এসেছে, হযরত নাফে (রহঃ) বলেন, সেদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু দুইবার লৌহবর্ম পরিধান করেছেন। আমি তাকে সংবাদ দিলাম, হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ঘরের আশেপাশে হাটাহাটি করছে, একথা শুনে তিনি বললেন, জানি না শেষ ফলাফল কি দাড়ায়?

হাদিস নং ৪৮৮

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অবরুদ্ধ হওয়ার দিন হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু অবরোধকারীদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, তোমরা আমাকে হত্যা করা কেন বৈধ মনে করছ? অথচ তিনটি কারণ পাওয়া যাওয়া ব্যতীত কাউকে হত্যা করা বৈধ নয়। একটি হচ্ছে, কেউ যদি ইসলাম কবুল করার পর মুরতাদ হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যিনা করলে, তৃতীয়তঃ কাউকে নাহক্বভাবে হত্যা করলে। আমি কিন্তু উল্লিখিত তিনটি অপরাধের একটিও কখনো করিনি। আল্লাহ্‌র কসম! যদি তোমরা আমাকে হত্যা কর তাহলে পরস্পরের সাথে বিরোধের কারণে তোমরা কখনো একত্রে নামায আদায় করতে পারবে না এবং একসাথে যুদ্ধ করাও সম্ভব হবে না। তার মাঝে কারো মধ্যে অবশ্যই জাগতিক বাসনা থাকবে।

হাদিস নং ৪৮৯

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে জুবাইর (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌র কসম! হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ব্যাপার নিয়ে যুগ যুগ পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকবে। এমনকি যারা এখনো পিতার ঔরশে রয়েছে তারাও পরবর্তীতে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।

হাদিস নং ৪৯০

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ফুজালা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আদম (আঃ) এর পুত্র কাবিল যখন তার ভাই হাবিলকে হত্যা করে, তখন আল্লাহ্‌তা'আলা তার আকলকে পরিবর্তন করে দেন এবং তার অন্তরের দয়া মায়া দূর করে দেয়া হয়। তার এ অবস্থা মৃত্যু পর্যন্ত বহাল থাকে এবং তার জ্ঞান-বুদ্ধি আর ফিরে আসেনি।

হাদিস নং ৪৯১

হযরত হাসান (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন অসচ্চরিত্রের আমীর এবং খারাপ চরিত্রের অধিকারী ইমামদের কথা উল্লেখ করে এ কথাও বলেছেন, তাদের কারো কারো পথভ্রষ্টতা এত ব্যাপক হবে, যার কারণে আসমান-জমিনের মধ্যবর্তী স্থান ভরে যাবে। এ কথা শুনে কেউ কেউ জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তাদের মুখোমুখি হয়ে তাদেরকে হত্যা করবোনা? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সকলে নামায আদায় করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা যাবে না।

হাদিস নং ৪৯২

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতিসত্ত্বর তোমরা এমন কতক বিষয় দেখতে পাবে যা তোমরা মারাত্মকভাবে ঘৃণা করবে। এমন অবস্থার সম্মুখিন হলে তোমরা ধৈর্য্যধারণ

করবে এবং কোনো ধরনের প্রতিবাদ–বিরোধিতা করবে না। বিরোধীতাসূলভ কোনো ভাষাও প্রকাশ করবে না। যেহেতু এগুলোর শাস্তি আল্লাহ্‌তা'আলার পক্ষ থেকে তাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

হাদিস নং ৪৯৩

হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা রাজা-বাদশাদের সত্য কথা শুনা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, রাজা-বাদশাহগণ তাদের এ অবস্থায় মাত্র একদিন স্থীর থাকে। ঐ দিনের পরই তার পরিবার-পরিজন ধ্বংস হয়ে যায়। কেননা, উঁচু কোনো পাহাড় ধসে পড়া কোনো রাজা-বাদশাহর অবস্থা পরিবর্তন করা থেকে অনেক সহজ।

হাদিস নং ৪৯৪

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যির (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যদি কেউ মুসলানকে হত্যা করার ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ সহযোগিতা করে তাহলে কিয়ামতের দিন সে এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করবে, তার দুই চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে 'আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত'।" তবে ঈসা ইবনে ইউনুসের বক্তব্যে 'যে ব্যক্তি' কথাটি উল্লেখ রয়েছে।

হাদিস নং ৪৯৫

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! নিঃসন্দেহে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এ হত্যাকান্ডে শরীক হয়েছেন কিনা আমি জানি না। তবে তিনি তখন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন, যার কারণে সকলে তাকে আমীরুল মুমিনীনের দায়িত্ব দিয়ে দেয়, ফলে তিনি যা করেন নি সেগুলোর নিসবত তার প্রতি করা হয়।

০৯ ফেৎনা থেকে দূরে থাকা প্রসঙ্গে

হাদিস নং ৪৯৬

হযরত উসাইদ ইবনে মুতাসাম্মিছ ইবনে মুআবিয়া (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিশিষ্ট সাহাবী আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, তিনি যাবতীয় ফেৎনা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! যদি আমাকে এবং তোমাদেরকে উক্ত ফেৎনা গ্রাস করে নেয়, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বলে দেয়া ভাষ্যমতে আমার এবং তোমাদের মুক্তির জন্য এমন রাস্তা আমার জানা রয়েছে, যে রাস্তা দিয়ে আমরা সকলে নিরাপদে উক্ত ফেৎনা থেকে বের হয়ে আসতে পারব। যেমন আমরা উক্ত ফেৎনার ভিতর প্রবেশ করেছিলাম। অর্থাৎ সেই ফেৎনা আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

হাদিস নং ৪৯৭

হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেৎনা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এরপর আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যদি আমরা ফেৎনার সম্মুখিন হই তাহলে যেমনভাবে ফেৎনার সম্মুখিন হয়েছি হুবহু সেভাবে বের হয়ে যাওয়া ছাড়া সেই ফেৎনা থেকে মুক্তির আর কোনো উপায় আমার জানা নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছ থেকে এমন ওয়াদা নিয়েছেন।

হাদিস নং ৪৯৮

হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে তোমাদের পরে ভয়াবহ ফেৎনা প্রকাশ পাবে। বসা অবস্থায় থাকা দাড়ানো থাকার চেয়ে উত্তম। দাড়ানো থাকা দৌড়ানো থেকে উত্তম, এভাবে সওয়ারীর কথাও উল্লেখ করেছেন। তোমরা এমন ফেৎনার সম্মুখিন হলে

নিজেদের ঘরের সম্মুখভাগে অবস্থান কর।

হাদিস নং ৪৯৯

হযরত জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতিসত্ত্বর বিভিন্ন ধরনের ফেৎনা প্রকাশ পাবে। তোমরা সেসময় নিজেদের মাটিতে থাকবে এবং ঘরের মাঝখানে অবস্থান করবে। কেননা উক্ত ফেৎনার ইচ্ছা করা ব্যতীত কাউকে সেটা গ্রাস করতে পারবে না।

হাদিস নং ৫০০

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "মানুষের জন্য এমন একটি সময় আসবে যখন তাকে অপারগতা এবং গুনাহের কাজের উপর এখতিয়ার দেয়া হবে। তোমাদের কেউ এমন ফেৎনার সম্মুখিন হলে সে যেন গুনাহের কাজ বর্জন করে অপারগতাকেই গ্রহণ করে।"

হাদিস নং ৫০১

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের কাছে এমন এক সময় আসবে যখন উম্মতের মধ্যে মুমিনগণই হবে সবচেয়ে লাঞ্চিত লোক। চালাক হবে ঐ লোক, যে তার দ্বীন নিয়ে শিয়ালের ন্যায় ধূর্ততার সাথে সরে পড়ে।

হাদিস নং ৫০২

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত কুরায্ আল-খোবায়ী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "সেদিন সবচেয়ে উত্তম মানুষ হবে ঐ লোক যে লোকজনের সঙ্গ ত্যাগ করতঃ পাহাড়ের উঁচু স্থানে চলে যায় এবং আল্লাহতা'আলাকে ভয় করে তার ইবাদতে মগ্ন থাকে। অন্যদিকে লোকজনও তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকে অর্থাৎ, সেও কারো ক্ষতি করে না এবং কারো দ্বারা আক্রান্তও হয় না।"

হাদিস নং ৫০৩

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অবশ্যই মানুষের কাছে এমন এক যুগ আসবে, যার থেকে কেউ নিরাপদ থাকবে না, তবে যদি কেউ ডুবন্ত লোকের ন্যায় দোয়া করে, তার মুক্তির আশা করা যায়।

হাদিস নং ৫০৪

হযত হোজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে পূর্বের মত বর্ণিত।

হাদিস নং ৫০৫

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফেৎনাকালীন সর্বোত্তম লোক হবে ঐ ব্যক্তি, যে বকরীর পাল সহকারে পাহাড়ের উঁচু স্থান এবং ঘাস বিশিষ্ট এলাকায় অবস্থান করে। এবং নিকৃষ্টতম লোক হচ্ছে, যাত্রাবিরতী দাতা আরোহী এবং অনলবর্ষী বক্তা।

হাদিস নং ৫০৬

হযরত হোজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অনেক লোক ফেৎনাবাজ না হওয়া সত্ত্বেও যাবতীয় ফেৎনার সম্মুখীন হয়ে যাবে।

হাদিস নং ৫০৭

হযররত মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "নিঃসন্দেহে ইসলাম খুবই পরদেশী হিসেবেই প্রকাশ হয়েছিল। অতিসত্ত্বর সেটা তার আপন পরদেশী অবস্থায় ফিরে যাবে। কিয়ামতের পূর্বে যারা এমন অবস্থায় আকঁড়ে ধরে থাকবে তাদের জন্য অত্যন্ত সুসংবাদ।"

হাদিস নং ৫০৮

হযরত আওন ইবনে আব্দুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক লোক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ফেৎনাকালীন মিসরে অবস্থান করে চিন্তিত অবস্থায় জমিনে আঘাত করছিলেন। তখন একলোক দাঁড়িয়ে বলেন, হে আবুদ্দুনিয়া! আপনি অন্তরে কোন বিষয়ে চিন্তা করছেন? জবাবে তিনি বলেন, বরং আমি চিন্তা করছি, আমার উপস্থিতিতে আজকে মানুষের উপর যে অবস্থা বিরাজ করছে সেটা নিয়ে। জবাবে তাকে বলা হলো, আপনার উন্নত ফিকরের কারণে আল্লাহতা'আলা আপনাকে উক্ত ফেৎনায় আক্রান্ত হওয়া থেকে মুক্তি দিয়েছেন। অনেকে এমন রয়েছে যে, মুক্তি চাওয়া সত্ত্বেও তাকে মুক্তি দেয়া হয়নি। কিংবা নির্ভর থাকার পর যথেষ্ট হয়নি।

হাদিস নং ৫০৯

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুরাইরা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কেউ ফেৎনায় আক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে তার একটি পা ভেঙ্গে ফেলা উচিৎ। এরপরও যদি তাকে বাধ্য করা হয়, তাহলে অন্য আরেক পাও ভেঙ্গে ফেলতে হবে। উক্ত হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনে হিমইয়ার (রহঃ) ইবনে শুরাইহের নাম উল্লেখ করেননি।

হাদিস নং ৫১০

হযরত আলকামা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আহলে হক্ব আহলে বাতেলের উপর জয়লাভ করে, তখন মনে করবে তুমি আপাতত কোনো ফেৎনার সম্মুখিন হবে না।

হাদিস নং ৫১১

হযরত আবু তাউস (রহঃ) স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "ফেৎনাকালীন সর্বোত্তম লোক হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে তার ঘোড়ার লাগাম আঁকড়ে ধরে শত্রুকে ভয়

দেখায় এবং নিজেও দুশমনকে ভয় করে। অথবা ঐ ব্যক্তি, যে লোকজনের সঙ্গ ত্যাগ করতঃ আল্লাহতা'আলার হক আদায় করে।"

হাদিস নং ৫১২

হযরত ইবনে খায়সাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "ফেৎনা চলাকালীন ঐ লোক হচ্ছে, সর্বশ্রেষ্ঠ, যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে গিয়ে গনীমত হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদ দ্বারা নিজের জীবিকা নির্বাহ করে এবং ঐ লোক যে পাহাড়ের দূর্গম এলাকায় অবস্থান করে তার বকরীর আয়-রোজগার ও দুধ দ্বারা জীবন পরিচালনা করে।"

হাদিস নং ৫১৩

হযরত খালেদ ইবনে মা'দান স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "নেককার লোক ঐ ব্যক্তি, যে যাবতীয় ফেৎনা থেকে বেঁচে থাকে। আর যে লোক ফেৎনায় আক্রান্ত হয়ে আন্তরিকভাবে ধৈর্য্যধারণ করে সে কতই ভাগ্যবান। আবার তার জন্য আফসোসও হয়।"

হাদিস নং ৫১৪

বনু রবীয়াহ ইবনে কিলাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, মানুষের জন্য এমন এক যুগ আসবে, তখন কোনো পুরুষকে অপারগতা এবং অবৈধ কাজের ক্ষেত্রে এখতিয়ার দেয়া হবে। তোমাদের কেউ এমন পরিস্থিতির সম্মুখিন হলে সে যেন অবৈধ কাজকে গ্রহণ করার বিপরীত অপারগতাকে গ্রহণ করে। কেননা, অপারগতা অনেক উত্তম অবৈধ কাজ থেকে।

হাদিস নং ৫১৫

সিলা ইবনে যুফার (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন, তোমাদের পুরুষদেরকে

অপারগতা এবং খারাপ কাজের ক্ষেত্রে এখতিয়ার দেয়া হবে। কেউ এমন ফেৎনার সম্মুখিন হলে সে যেন খারাপ কাজের বিপরীত অপারগতাকে গ্রহণ করে।

হাদিস নং ৫১৬

হযরত আওফ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এরশাদ করেছেন, এমন এক যুগ আসবে যে যুগে মুসলমানরাই হবে উম্মতের সব চেয়ে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি। এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সেসময় মুসলমানরা শিয়ালের ধূর্ত অবস্থায় পলায়নের ন্যায় পলায়ন করবে।

হাদিস নং ৫১৭

হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের জন্য এমন এক যুগ আসবে যে যুগে তাদের উত্তম বাসস্থান হবে গ্রাম।

হাদিস নং ৫১৮

হযরত আবু কুবাইল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার মায়ের কাছে খবর পাঠিয়েছেন যে, লোকজন আমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং তারা আমাকে নিরাপত্ত্বার দিকে আহবান জানাচ্ছে। এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি হতে পারে? জবাবে তার আম্মা বলে পাঠালেন, যদি তুমি কিতাবুল্লাহ এবং আল্লাহর নবীর সুন্নাতকে হেফাজত করার জন্য বের হয়ে থাকো এবং এর জন্য মারাও যাও, তাহলে তুমি হক্কের উপর মৃত্যু বরণ করবে। আর যদি তুমি দুনিয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাকো, তাহলে তোমার জীবিত থাকা এবং মারা যাওয়ার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই।

হাদিস নং ৫১৯

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের ফেৎনা মূল ফেৎনার অংশসমূহের একটি অংশ। এখনো সে ফেৎনাগুলো ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হতে চলছে। উক্ত ফেৎনার প্রতি কেউ সামান্য ধাবিত হলে ফেৎনাও তার প্রতি এগিয়ে আসে। আর কেউ ফেৎনার দিকে ঢেউযোগে এগিয়ে গেলে ফেৎনাও তার দিকে ঢেউয়ের মত ধেয়ে আসবে।

১০ বনু উমাইয়ার থেকে রাজত্ব চলে যাওয়ার নিদর্শনসমূহ

হাদিস নং ৫২০

হযরত আবুত্ তোফাইল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন, শাসন ক্ষমতা বনু উমাইয়ার হাতে বহাল থাকবে তাদের মধ্যে পরস্পর এখতেলাফ না হওয়া পর্যন্ত। আর এখতেলাফ করলে ক্ষমতা আর বাকি থাকবে না।

হাদিস নং ৫২১

সাঈদ ইবনে সালেম আল-জায়শানী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের কাছে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত না হবে এবং একে অপরের সাথে মতবিরোধ না করবে। যখন তারা এমন কার্যকলাপে জড়িয়ে যাবে তখন আল্লাহতা'আলা তাদের উপর কাফেরদের পক্ষ থেকে একটি দলকে চাপিয়ে দিবেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন শহরে হত্যা করতে থাকবে আর বিভিন্নভাবে গণনা করা হবে। আল্লাহর কসম! তারা এখতেলাফে জড়িয়ে পড়লে এক বৎসরে দুইজন এবং দুই বৎসরে চারজন বাদশাহ পরিবর্তন হয়ে যাবে। অর্থাৎ, পরস্পরের সাথে একতেলাফে জড়িত হলে এক বৎসরে দুই জন শাসক ক্ষমতাসীন হবে।

হাদিস নং ৫২২

হযরত উবাইদা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন, বনু উমাইয়ার হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার গুরু দায়িত্ব থাকবে, যতক্ষণ না তারা পরস্পরের সাথে এখতেলাফে জড়িয়ে হয়ে পড়ে। আর যদি তারা এখতিলাফে জড়িত হয়, তাহলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের হাত থেকে চলে যাবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আর কখনো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারবে না।

হাদিস নং ৫২৩

হযরত হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো জাতির মধ্যে চারটি আচরণের যে কোনো একটি প্রকাশ পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গুরুদায়িত্ব তাদের হাতে থাকবে। তার একটি হচ্ছে, আল্লাহপাক তাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করাবেন। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব দিক থেকে কালো পতাকা বিশিষ্ট একদল সৈন্যের আত্মপ্রকাশ ঘটবে, যারা ক্ষমতাসীনদেরকে হত্যা করা বৈধ মনে করবে। আরেকটি হচ্ছে, যে শহরে যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম সেখানে নিরপরাধ লোকদেরকে হত্যা করা হবে। যার কারণে আল্লাহতা'আলা তাদেরকে সহযোগিতা করা ত্যাগ করবেন। চতুর্থতঃ যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম করা হয়েছে এমন শহরে বিশাল এক বাহিনী পাঠানো হবে, এবং তারা সকলে একসাথে জমিনের ভিতর ধসে যাবে।

হাদিস নং ৫২৪

হিন্দ্ বিন্তে মুহাল্লাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত ইকরামা (রহঃ) তাকে বলেছেন, তিনি হিন্দ বিনতে মুহাল্লাবের কাছে প্রায় সময় আসতেন এবং হাদীস বর্ণনা করে যেতেন। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বনু উমাইয়ার লোকজন সামান্য বিষয় নিয়ে পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের হাতেই থাকবে। তবে এদের মধ্যে সামান্য মতপার্থক্য দেখা দিলে

কিয়ামত পর্যন্ত তাদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া হবে। পরবর্তীতে আর কখনো তারা ক্ষমতার মালিক হতে পারবে না।

হাদিস নং ৫২৫

কা'বের স্ত্রীর ছেলে তাবী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু উমাইয়া দীর্ঘ একশত বৎসর পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন। মারওয়ানের সন্তানরা ক্ষমতায় ছিলেন ষাট বৎসর থেকে কিছু বেশি সময়। তারা নিজেরাই হাতছাড়া করা পর্যন্ত তাদের হাতেই ক্ষমতা বহাল ছিল। অনেকেই তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করতে চাইলেও সেটা সম্ভব হয়নি। যখনই এক প্রান্ত থেকে আটকাতে চেয়েছে, তখনই আরেক প্রান্তে ধসে পড়বে। মীম দ্বারা তাদের বিজয় শুরু হবে এবং মীম দ্বারা সেটা শেষ হবে। তাদের কাছে রাজত্ব বাকি থাকবে, এক পর্যায়ে তাদের বংশে এক খলীফা বের হয়ে হত্যা করবে এবং তার বাহনকেও হত্যা করা হবে। তেমনিভাবে জামিরার ধূসর রংয়ের গাধাটিও হত্যা করা হয়। অতঃপর তাদের রাজত্ব খতম হয়ে যায় এবং মারওয়ানের হাতে বনু উমাইয়ার রাজত্ব এমনভাবে খতম হবে যেমন হাত-পায়ের নখকে পুরোপুরিভাবে কেটে ফেলা হয়।

হাদিস নং ৫২৬

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক যুবক খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, যার কোনো ছেলে-সন্তান ছিল না। দিমাশকে বিদ্রোহের মাধ্যমে তাকে হত্যা করা হলে, পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ে মানুষের মাঝে দ্বন্দ দেখা দিবে।

হাদিস নং ৫২৭

হযরত এরবায ইবনে মারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শাম দেশে একজন খলীফাকে হত্যা করা হলে পরবর্তীতে নাহক্বভাবে হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকে এবং আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে নির্দেশ তথা কিয়ামত না হওয়া পর্যন্ত যে খলীফাই আসুক না কেন এভাবে নাজায়েয ও

অবৈধ কাজ চলতেই থাকবে।

হাদিস নং ৫২৮

গাকাসিক গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, “যখন কুরাইশরা তাদের কোনো দায়িত্বশীলকে হত্যা করবে, তখন আল্লাহতা’আলা তাদের উপর তাদের দুশমনকে চাপিয়ে দিবেন। এমন কি তাদের বয়স্ক কিংবা আমীর সকলকে হত্যা করা হবে। তখন জাযিরার বাসিন্দাদেরকে সমূলে উৎখাত করা হবে।”

হাদিস নং ৫২৯

হযরত যির ইবনে হুবাইশ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন, খবরদার! নিঃসন্দেহে আমার নিকট সবচেয়ে বড় ফেৎনা যেটা শঙ্কিত হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে, বনু উমাইয়ার ফেৎনা। নিঃসন্দেহে সে ফেৎনা অন্ধ এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন।

হাদিস নং ৫৩০

আযহার ইবনুল ওলীদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুদ্দারদাকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি আবুদ্দারদাকে বলতে শুনেছি, শাম এবং ইরাকের মধ্যবর্তী স্থানে যখন বনু উমাইয়ার জনৈক যুবক খলীফাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়, তখন থেকে খলীফার প্রতি আনুগত্য হালকা হতে থাকে এবং নাহক্বভাবে জমিনের বুকে রক্তপাত হতে থাকবে। যুবক খলীফা হচ্ছেন, ওলীদ ইবনে ইয়াযীদ।

হাদিস নং ৫৩১

হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবীব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের উপর কোনো টেরা লোককে খলীফা নিযুক্ত করা হলে যদি তোমার শক্তি থাকে, তাহলে মিশর ছেড়ে শাম দেশের দিকে চলে যাও। এটা অবশ্যই হিশাম খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

হাদিস নং ৫৩২

সুফিয়ান আল-কালবী (রহঃ) বর্ণনা করেন, যখন ওলীদ ইবনে ইয়াযিদ নামক উমাইয়া বংশের কেউ খেলাফতের দায়িত্বগ্রহণ করবে তখনই উমাইয়া খেলাফতের বিদায়ী ঘন্টা বেজে উঠবে। অতঃপর যখন ইবনে আব্দুল মালিক খলীফা হবেন কোনো ধরনের ঝামেলা ছাড়া মারা যায়। তখন সুফিয়ান আল-কালবীকে বলা হলো, কৈ, তোমার কথা তো ঠিক হয়নি। জবাবে তিনি বলেন, হ্যাঁ আমার কথা বাস্তবায়ন হওয়ার জন্য ওলীদ ইবনে ইয়াযিদ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সুতরাং অতিসত্ত্বর সে খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে।

হাদিস নং ৫৩৩

হযরত খালেদ ইবনে আবু আমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফিয়ান আল-কালবী (রহঃ) এরশাদ করেন, বনু উমাইয়ার রাজত্বের পতন হচ্ছে যখন তাদের বংশের অল্প বয়স্ক এক যুবক খলীফা হওয়ার। তার আম্মাসহ তাকে হত্যা করা হবে। মূলতঃ তখনই বনু উমাইয়ার শাসন ক্ষমতার বিদায়ী ঘন্টা বেজে উঠবে।

হাদিস নং ৫৩৪

হযরত মুজাহিদ (রহঃ), তাবী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বনু উমাইয়ার হাতে বহাল থাকবে। এক পর্যায়ে এক লোকের ঔরশ থেকে চারজন খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। চারজন হচ্ছে, সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক, হিশাম, ইয়াযিদ এবং ওলীদ।

হাদিস নং ৫৩৫

ইবনে ওয়াহাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। একদিন হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন (তখন কি এক প্রয়োজনে মারওয়ান ইবনে হাকাম তার ঘরে এসে বের হয়ে গিয়েছেন)। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন বলেন, আপনি কি জানেন?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন হাকামের সন্তান সংখ্যা চারশত নিরান্নব্বই জন পূর্ণ হবে তখনই তাদের ধ্বংস হওয়া, খেজুর চিবিয়ে খতম করার ন্যায় শুরু হয়ে যাবে। জবাবে ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, অবশ্যই জানি। এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই।

হাদিস নং ৫৩৬

হযরত কাসির ইবনে মুররা আল-হাজরামী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। বনু উমাইয়ার শাসন ক্ষমতা পতন হওয়ার পর পৃথিবী আমার এই দুই জুতার মধ্যবর্তী স্থানের ন্যায় বিদ্যমান থাকা পছন্দ করি না। অর্থাৎ, তখন পৃথিবী অশ্লীলতায় ভরপুর হয়ে যাবে।

হাদিস নং ৫৩৭

হযরত আবু উমাইয়া আল-কালবী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি ইয়াযিদ ইবনে আব্দুল মালিক এর খেলাফতকালীন এমন একজন শেখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, যিনি জাহেলী যুগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, হিশামের মৃত্যুর পর একজন যুবক খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করতঃ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করবেন। যিনি প্রজাদেরকে এমনভাবে দান করবেন, যা ইতিপূর্বে কেউ করেনি। আহলে বাইতের একজন লোক (যার পরিচয় কোথাও উল্লেখ করা হয়নি) আত্মপ্রকাশ করে যে যুবক বাদশাহকে হত্যা করবে। তার উভয় হাতে রক্ত প্রবাহিত করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তার হাত দ্বারা যাবতীয় সম্পদ বিনষ্ট হবে। এরপর জাযিরার দিক থেকে একলোক এসে তালোয়ারের সামনে জোরপূর্বক তার হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিবে। এরপর কালো ঝান্ডা বিশিষ্ট বিশাল এক বাহিনী তোমাদের উপর রক্ত বন্যা বয়ে দিবে।

হাদিস নং ৫৩৮

ইবনে শিহাব যুহরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু উমাইয়ার খলীফা মৃত্যুবরণ করার পর একজন যুবক খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর

তাকেও হত্যা করা হবে। অতঃপর জাযিরার পক্ষ থেকে একজনের আগমন হবে। সুলাইমান ইবনে হিশাম তখন জাযিরার অবস্থান করছিলেন। এরপরই কালো ঝান্ডা বিশিষ্ট লোকের আগমন ঘটবে।

হাদিস নং ৫৩৯

হযরত নাযাল ইবনে সীরিন (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন, বনু উমাইয়ার শাসকদের উপর কঠিন কঠিন মসিবত আসতে থাকবে। এক পর্যায়ে তাদের প্রতি পঙ্গপালের ন্যায় বিশাল বাহিনী আসতে থাকবে। যারা কাউকে আমীর হিসেবেও মানবে না আবার কারো অধীনস্ততাও স্বীকার করবে না। এমন পরিস্থিতি দেখা দিলে আল্লাহতা'আলা বনু উমাইয়ার হাত থেকে রাজত্ব নিয়ে যাবেন।

হাদিস নং ৫৪০

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, শাম দেশে ব্যাপক এক ফেৎনা প্রকাশ পাবে, যার মধ্যে অনেক রক্তপাত হবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং ধনসম্পদ লুণ্ঠন করা হবে। এরপর পূর্বদিক থেকে বিশাল এক বাহিনী ধেয়ে আসবে।

হাদিস নং ৫৪১

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি এরশাদ করেন, হিশামের মৃত্যুবরণ করার পর কয়েক বৎসরের জন্য একজন লোক খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। পরবর্তীতে আরেকজন লোক খলীফা হবে, যার হাতে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর 'তীমা' নামক এলাকা থেকে আরেকজন লোক প্রকাশ পাবে, যার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসবে। ঐ লোক এবং তার সন্তানরা মিলে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর খেলাফতের দায়িত্ব পালন করবে।

হাদিস নং ৫৪২

হযরত তাবী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু উমাইয়্যার সর্বশেষ খলীফার শাসন আমল থাকবে মাত্র দুই বৎসর, বা তার চেয়েও কম।

হাদিস নং ৫৪৩

আমাদের মাশায়েখদের কতিপয় গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি বর্ণনা করেন, ইয়াশু এবং কা'ব (রহঃ) একদিন একত্রিত হয়। ইয়াশু ছিলেন, আলেম এবং কারী, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী হওয়ার পূর্বের কিতাবাদি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তারা উভয়জন একে অন্যকে জিজ্ঞাস করতে গিয়ে ইয়াশু (রহঃ) হযরত কা'ব (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কি জানা আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিদায়ের পর রাজা-বাদশাহদের কি অবস্থা হবে? জবাবে কা'ব (রহঃ) বলেন, আমি তাওরাতে পেয়েছি, প্রায় বার জন বাদশাহ হবেন। তাদের প্রথমজন হবেন সিদ্দীক, এরপর ফারুক, আল-আমীন, রা'সুল মুলুক, সাহেবুল আহরাছ, জাব্বার, সাহেবুল আ'সাব। তিনিই হবেন সর্বশেষ খলিফা এরপর হবেন সাহেবুল আলামাত। তিনিও মারা যাবেন। তবে যাবতীয় ফেৎনা প্রকাশ পাবে যখনই ইবনু মাহেক আয্-যাহীরিয়্যাতকে হত্যা করা হবে। মূলতঃ তখন থেকে তাদের উপর বিভিন্ন ধরনের বালা মসীবত আসতে থাকবে এবং নম্রতা ও সহনশীলতা উঠিয়ে নেয়া হবে। এরপর সাহেবুল আলামতের পরিবার থেকে চারজন বাদশাহ হবে। তার মধ্যে দুইজন বাদশাহ হচ্ছেন, তাদের জন্য কোনো কিতাব পাঠ করা হবে না। আরেকজন বাদশাহ যিনি নিজের বিছানায় মৃত্যুবরণ করবে। তবে তার রাজত্বকাল হবে সামান্য সময়ের জন্য। আরেকজন বাদশাহ, যিনি জওফের দিক থেকে আগমন করবে, তার হাতেই বিভিন্ন বালা-মসীবত সংঘটিত হবে। এবং মাধ্যমে সবকিছু সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। তিনি হিমস এলাকায় একশত বিশদিন পর্যন্ত অবস্থান করবে, ঐ সময় তার এলাকার পক্ষ থেকে আতংক ছড়িয়ে পড়বে। যার কারণে সকলে সেখান থেকে পলায়ন করবে এবং 'জওফ' নামক এলাকায় বালা-মসীবত

দেখা দিবে। আবার তারাও পরস্পরের সাথে বালা-মসীবতে লিপ্ত হয়ে যাবে। অতঃপর তাদের রাজত্ব খতম হয়ে যাবে এবং অন্য গোত্রের লোকজন তাদের উপর বিজয়ী হয়ে শাসনক্ষমতা চালাতে থাকবে।

হাদিস নং ৫৪৪

আবু আমর আত্তাঈ (রহঃ) বলেন, মারওয়ান যখন হিমস নগরীকে অবরুদ্ধ করে রাখে তখন আমি সেখানে ছিলাম। উক্ত অবরোধ প্রায় চারমাস কিংবা সে পরিমাণ সময় পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। যার কারণে ক্ষুধা-তৃষ্ণা তাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। সেখানে অবস্থানকারীদের জীবন সংকীর্ণ হয়ে উঠে। ফলে তারা সন্ধি করার প্রস্তাব দিয়ে পাঠায়। এদিকে মারওয়ান শহরের বাহিরে বিশাল গর্ত খনন করার নির্দেশ দেয়। যখন সীমান্তের নিচে গর্ত করা হয় হুবহু শহরের ভিতরেও সেরকম গর্ত খনন করতে হিমস এলাকার আরেকদলকে নির্দেশ দেয়া হয়। এক পর্যায়ে তারা গলিমুখে স্বাক্ষাৎ করে। এদিকে হিমসবাসীদের একটি অংশ ছিল শহরের ভিতরে। যার কারণে মারওয়ানের লোকজন গর্ত করা আরম্ভ করলে শহরে অবস্থানকারীদেরকেও তার বরাবর গর্ত করতে নির্দেশ দেয়া হয়। এভাবে উভয়দল গর্ত খনন করতে থাকে। এক পর্যায়ে উভয় দলের স্বাক্ষাৎ হয়ে যায়। কখনো কখনো গর্তের উপরের অংশ ধসে পড়ে মারা যাওয়ার ঘটনাও ঘটে যায়। সেখানেই মারওয়ান তার বাহিনীকে কোথাও গর্ত করার নির্দেশ দিতেন হুবহু তার বরাবর হিমসের বাসিন্দারা গর্ত খনন করে নিত। অতঃপর শহরের মধ্যে অবস্থানকারী মারওয়ানের লোকজন মারওয়ানকে বলল, যখনই আমরা গর্ত করি, সাথে সাথে তারাও গর্ত করা আরম্ভ করতে শুরু করে দেয়। ফলে তাদের এবং আমাদের মাঝে মোকাবেলা হয়। ফলে মারওয়ান তার বংশের লোককে ডেকে পাঠায় এবং তাকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে। তবে নিবতী লোকটি তার কাছে যেতে অস্বীকার করে। যখন মারওয়ান তার বংশের লোকের সাথে চুক্তি করতে নিরাশ হয়ে যায় তখন বললেন, তাদের দিকে পানি প্রবাহিত হওয়ার যত পথ রয়েছে সবগুলো বন্ধ করে দাও। যখন

হিমসবাসীরা মারওয়ানের সিদ্ধান্ত জানতে পারে তখন মারওয়ানের সৈন্যদের বিপরীত সীমান্তবর্তী এলাকায় একজন কালো লোককে নিযুক্ত করে। কিছুক্ষণ পর তাদেরকে ডাক দিয়ে বলে, মারওয়ান! যদি তুমি পিপার্সাত হও তাহলে আমরা তোমাকে পানি পান করাব। আর যদি ক্ষুধার্থ হও তাহলে তোমার খাবারের ব্যবস্থা করব, আর যদি তুমি চাও যে, আমরা তোমার সাথে এ আচরণ করি তাহলে অবশ্যই আমরা সে আচরণই করব। তোমার সৈন্যদলকে তুমি কন্ট্রোল কর। তোমার প্রতি প্রবাহিত হওয়া পানি তোমাকে আর ডুবিয়ে মারবে না। অতঃপর শহরে এলান করে দেয়া হলো, শহরে অবস্থিত 'হারিছ' নামক নদীটি যেন চালু করে দেয়া হয়, যেন শহরের বাহিরেও পানির প্রবাহ বাকি থাকে, তবে পানির স্রোত দেখে শহরবাসীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। আবার তার উপর বিভিন্ন কূপ থেকেও পানি ঢালা হয়, যেন সে পানি প্রবল স্রোতের সাথে মারওয়ানের সৈন্যবাহিনীর উপর আছড়ে পড়ে। যেই ভাবা সেই কাজ। স্রোতের সাথে উক্ত পানি মারওয়ানের সৈন্যবাহিনীর গায়ে গিয়ে পড়ে, তখন তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ছুটতে থাকে। হঠাৎ মারওয়ান বলে উঠল, এটা আবার কি? জবাবে সৈন্যরা বলল, হিমস নগরীর দিক থেকে তারা আপনার বিরুদ্ধে প্রবল স্রোতের সাথে পানি প্রবাহিত করেছে। অতঃপর মারওয়ান বলল, আমি তো ধারণা করেছিলাম হয়তো তারা অবরুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছে, অথচ তাদের কাছে এত বেশি পানি মজুদ রয়েছে যার দ্বারা আমার সৈন্যবাহিনীকে ডুবিয়ে দিতে সক্ষম। এরপর মারওয়ান তার সৈন্যকে অবরোধ তুলে নির্দেশ দিলে তারা অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়

১১ বনু আব্বাসের আবির্ভাব প্রসঙ্গে

হাদিস নং ৫৪৫

হযরত ইবনে শিহাব যুহরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে, কালো ঝান্ডাবাহী সৈন্য বাহিনী খোরাসান থেকে আগমন করবে। তারা খোরাসান এলাকার পাহাড় থেকে নেমে আসলে সেখানে ইসলামের বিরোধীতা করতে আরম্ভ করে। কালো ঝান্ডাবাহী দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে আগত অনারবদের বিশাল সৈন্যবাহিনী।

হাদিস নং ৫৪৬

হযরত উকবা ইবনে আবী যয়নব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বায়তুল মোকাদ্দাস আগমন করে তার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। আমি তাকে বললাম, হয়তো আপনি পশ্চিমাদের ব্যাপারে আশঙ্কা বোধ করছেন। জবাবে তিনি বললেন, না, আমি তাদের ব্যাপারে আশঙ্কা বোধ করছি না। নিঃসন্দেহে তাদের ফেৎনা তত বেশি ব্যাপক হবেনা যতক্ষণ কালো ঝান্ডা বিশিষ্ট বাহিনী আত্মপ্রকাশ করবে না। যদি তাদের আগমন হয়ে তাহলে তুমিও তাদের অনিষ্টতা থেকে বেঁচে থাক।

হাদিস নং ৫৪৭

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললাম, হে আবুল হাসান! আমাদের রাজত্বকাল কখন থেকে শুরু হবে? জবাবে তিনি বললেন, যখন তুমি দেখবে আহলে খোরাসানের কতক যুবক প্রকাশ পেয়েছে, তখন তোমরা তাদের গুনাহ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে আর আমরা সন্তুষ্ট থাকব তাদের সওয়াব নিয়ে।

হাদিস নং ৫৪৮

হযরত মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু আব্বাছের জন্য খোরাসানের পক্ষ থেকে কালো ঝান্ডা বিশিষ্ট বিশাল এক বাহিনী আত্মপ্রকাশ করবে।

হাদিস নং ৫৪৯

ইবনে শিহাব যুহরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, লুকা' ইবনে লুকা পৃথিবী বিজয় করবেন। হাদীস বর্ণনাকারী আব্দুর রব রাজ্জাক, হযরত শমর এর উদ্বৃতি দিয়ে বলেন, তিনি হচ্ছেন, আবু মুসলিম।

হাদিস নং ৫৫০

হযরত ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে আসলেন আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে খুবই সম্মান করলেন। তিনিও সম্মানের প্রতিদান দিয়ে বললেন, হে আবুল আব্বাছ! তোমাদের জন্য কি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকবে? জবাবে তিনি বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আমাকে এ দায়িত্ব থেকে ক্ষমা করুন। তিনি বললেন, আমাকে কি বলা যাবে? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, সেটা অবশ্যি আখেরী জামানায়। হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমাদের সাহায্যকারী কারা হবে? ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তারা হবে, আহলে খোরাসান। তিনি আরো বলেন, বনু হাশেম এবং বনু উমাইয়া। বনু উমাইয়া এবং বনু হাশেমের মাঝে বিভিন্ন সময় ঝগড়া-ফাসাদ হতে থাকলে সুফিয়ানীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে।

হাদিস নং ৫৫১

হযরত সালামা ইবনে মাজনূন (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, আমি আব্দুল্লাহ

ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ঘরে প্রবেশ করলে তিনি ঘরে দরজা বন্ধ করতে বলেন। এরপর জিজ্ঞাসা করেন, এখানে আমরা ছাড়া কি কেউ রয়েছে? জবাবে বলা হলো, না নেই। আমি গোত্রের বৈঠকের এক কিনারায় ছিলাম। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন তোমরা কালো পতাকাবাহী সৈন্যকে পূর্বদিক থেকে আসতে দেখবে তখন তোমরা ঘোড়াকে সম্মান করবে। কেননা, আমাদের দেশ মূলতঃ তারাই পরিচালনা করবে। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অতঃপর আমি ইবনে আব্বাছকে বললাম, আমি কি রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা কিছু শুনেছি তা কি তোমার সামনে বর্ণনা করব না। তার কথা শুনার সাথে সাথে ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমিও কি এখানে রয়েছ? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হ্যাঁ। তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা শুনেছ তা বর্ণনা কর। অতঃপর আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন কালো পতাকাবাহী সৈন্য বহর প্রকাশ পাবে, তার প্রথম অংশে ফেৎনা, মধ্যভাগে পথভ্রষ্টতা এবং শেষাংশে কুফরী।

হাদিস নং ৫৫২

হযরত মাকহুল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "আমার এবং বনু আব্বাছের কি হলো? তারা আমার উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করতঃ তাদেরকে কালো পতাকায় আচ্ছাদিত করছে। যার কারণে আল্লাহতা'আলা তাদেরকে আগুনের কাপড় পরিধান করাবেন।"

হাদিস নং ৫৫৩

আবু বকর ইবনে হাযম (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "লুকাঈ ইবনে লুকাঈ ক্ষমতাসীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।"

হাদিস নং ৫৫৪

হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন, কিয়ামত সংঘটিত হবেনা যতক্ষণ লুকাঈ ইবনে লুকাঈ শাসনভার গ্রহণ করবেনা।

হাদিস নং ৫৫৫

হযরত সাঈদ ইবনুল মুযাইয়্যার (রহঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "বনু আব্বাছের পক্ষে পূর্বদিক থেকে কালো ঝান্ডাবাহী বিশাল এক সৈন্যবাহিনী প্রকাশ পাবে, অতঃপর তারা আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী কিছুদিন অপেক্ষা করবে। এরপর আবু সুফিয়ানের এক ছেলের নেতৃত্বে ছোট্ট কালো ঝান্ডাবাহী আরেক দল আত্মপ্রকাশ করবে। তারাও পূর্বদিক থেকে প্রকাশ পাবে।"

হাদিস নং ৫৫৬

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, একশত পঁচিশ বৎসর পর আরবদের জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে। মারাত্মক বিশৃঙ্খলাকালীন তাদের জন্য ধ্বংস হয়ে পড়বে। উক্ত ধ্বংস ডানাবিশিষ্ট প্রবাহমান বাতাসের ক্ষেত্রে যার চিৎকার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, এবং বাতাসও যার চিৎকার আলোড়ন সৃষ্টি করবে। এমন বাতাস যার আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে আসবে। তাদের ধ্বংস দ্রুত মৃত্যুর চেয়ে ঘৃণিত ক্ষুধার চেয়ে এবং নীলাভ হত্যার চেয়েও। তাদের অপরাধের কারণে আল্লাহতা'আলা তাদের উপর বিভিন্ন ধরনের বালা-মসীবত চাপিয়ে দেয়া হবে। যার ফলে তাদের অন্তর কুফরীতে লিপ্ত হবে, তার পর্দা ছিন্ন করে নেয় এবং তাদের আনন্দ ভুলুণ্ঠিত হয়ে যাবে। খবরদার! তাদের অপরাধের ভিত্তিতে পেরেক ইত্যাদি উপড়ে ফেলা হবে, ধনুকের ফিতা ছিড়ে ফেলবে, তীরের পালকগুলো ভেঙ্গে ফেলা হবে। তার পশম ছেঁড়া হবে। শুনে রাখ! ধ্বংস

কুরাইশের জন্য তাদের কুফরীর কারণে, কখনো কখনো তারা এমন কথা বলবে যার দ্বারা দ্বীনকে কলুসিত করে ফেলবে। যার ফলে তাদের ভয় উঠিয়ে নেয়া হবে, যাদের উপর বিশাল পর্দা ভেঙ্গে পড়বে। তাদের সৈন্য বাহিনী বিদ্রোহ শুরু করবে। তখনই আত্মপ্রকাশ করবে, বিলাপ করে ক্রন্দনকারীনিগণ তাদের কেউ কেউ ক্রন্দন করবে দুনিয়ার জন্য, কেউ ক্রন্দন করবে দ্বীনের জন্য, কেউ কাঁদবে সম্মানিত জীবনযাপন করার পর লাঞ্ছিতা হওয়ার কারণে, কেউ কান্নাকাটি করবে তার সন্তানগণ ক্ষুধার্ত থাকার কারণে, কেউ কাঁদবে তার পেটের সন্তানের জন্য, অনেকে কাঁদবে তার গোলামের অসম্মান হওয়ার কারণে, কেউ কাঁদবে তার লজ্জাস্থান হালাল মনে করার কারণে, কেউ কেউ কান্নাকাটি করবে তার রক্তপাত করার কারণে, কেউ ক্রন্দন করবে সৈন্যবাহিনীর জন্য, আবার কেউ কাঁদবে কবরের প্রতি আগ্রহী হয়ে।

হাদিস নং ৫৫৭

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ধারণা যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, একশত পঁচিশ বৎসর পর আরববাসীদের জন্য আসন্ন অনিষ্টতার কারণে দুর্ভোগ। আর তা হলো সেনাবাহিনী, সেনাবাহিনী কী? সেনাবাহিনীর মধ্যে দুর্ভোগ ও আশীর্বাদ রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে তীব্রবেগে আগমনকারী বায়ু, উত্তাল ঝঞ্ঝা বায়ু এবং পশ্চাদগামী উত্তেজিত বায়ু। দুর্ভাগ্য তাদের জন্য ব্যাপক হত্যার কারণে, ধাবমান মৃত্যুর কারণে এবং ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কারণে, সাথে সাথে তাদের উপর কঠিনভাবে বিপদ আসবে। তখন তাদের অন্তরকে কাফের বানিয়ে ছাড়বে, তাদের আনন্দকে বিনাশ করে ফেলবে এবং তাদের গোপন বিষয়কে ফাঁস করে দেবে। খবরদার! তাদের গুনার কারণেই তাদের ধর্মচ্যুত ব্যক্তিরা প্রকাশ পাবে, তার কীলক অপসারণ করা হবে এবং তার রশি ছিঁড়ে ফেলা হবে। কুরাইশদের জন্য তাদের নাস্তিকদের কারণে আফসোস! যেই নাস্তিক নতুন জিনিস তৈরী করবে, যা তাদের

দ্বীনকে নোংরা করে দিবে। তার কারণে তাদের মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হবে, তাদের পর্দা নষ্ট করা হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের সেনাবাহিনী লেলিয়ে দেওয়া হবে। ইতোমধ্যে ভাড়াটে বিলাপকারী ও ক্রন্দনকারীর ক্রন্দনের জন্য প্রস্তুত হবে। কিছু লোক দুনিয়াবী ক্ষতির জন্য কাঁদবে। আর কিছু লোক নিজের দ্বীনি ক্ষতির জন্য কাঁদবে। আর কিছু লোক মর্যাদা ক্ষুন্ন হওয়ার পর লাঞ্ছনার কারণে কাঁদবে। আর কিছু লোক নিজেদের সন্তানের দুর্ভিক্ষের কারণে কাঁদবে। আর কিছু লোক নিজের গর্ভের সন্তানের কারণে কাঁদবে, আর কিছু লোক নিজেদের হেয় হওয়ার কারণে কাঁদবে। আর কিছু লোক নিজের লজ্জাস্থান রূপান্তরিত হওয়ার কারণে কাঁদবে। আর কিছু লোক নিজের রক্তপাতের কারণে কাঁদবে। আর কিছু লোক নিজেদের সেনাবাহিনীর কারণে কাঁদবে, আর কিছু লোক নিজের কবরের আশায় কাঁদবে।

হাদিস নং ৫৫৮

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন, "আমার এবং বনু আব্বাছের মাঝে কি হয়েছে? তারা আমার উম্মতকে একত্রিত করে তাদেরকে হত্যা করবে এবং কালো পোশাক পরিধান করাবে। যার কারণে আল্লাহতা'আলা তাদেরকে আগুনের পোশাক পরিধান করাবেন।"

হাদিস নং ৫৫৯

হযরত আবু আরদা আল-আশজাঈ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু উমাইয়া আল-কলবী (রহঃ) ইয়াযিদ ইবনে আব্দুল মালিকের খেলাফতের সময় আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে এমন একজন শেখ হাদীস বয়ান করেছেন, যিনি জাহেলী যুগও প্রাপ্ত হয়েছেন। বয়সের কারণে যার উভয় চোখের ভ্রু খসে পড়েছে। এমন একজন শেখের কাছে যুগের অবস্থা সম্বন্ধে করলে, তিনি আমাদেরকে বনু উমাইয়ার ব্যাপারে খবর দিয়েছেন। এমন কি মারওয়ান ইবনে হাকাম খলীফা হওয়ার কথাও

বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, কিছুদিন পর জাযিরার দিক থেকে কালো ঝান্ডাবাহী একদল সৈন্যের আত্মপ্রকাশ ঘটবে, যারা তোমাদের উপর রক্ত বন্যা প্রবাহিত করবে। এক পর্যায়ে তারা দিনের তৃতীয় প্রহরে দিমাশ্কে প্রবেশ করবে। দিমাশ্কবাসীদের থেকে দয়া-মায়া উঠিয়ে নেয়া হবে। পরবর্তীতে সেই দয়ামায়া আবারো ফিরে আসবে। তাদের অস্ত্রশস্ত্র ভূলুণ্ঠিত হয়ে যাবে। অতঃপর তারা সফর করতে থাকবে, এক পর্যায়ে তাদের সফর পশ্চিমে গিয়ে খতম হবে।

হাদিস নং ৫৬০

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, মাশরেকী শামীদের ফেৎনার পর হবে, বড় বড় রাজা বাদশাহদের পতন এবং আরববাসীদের বিভিন্ন লঞ্চনার সম্মুখিন হওয়া। এক পর্যায়ে পশ্চিমাদের আগমন ঘটবে।

হাদিস নং ৫৬১

হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "দুই দলের পক্ষ থেকে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার মাধ্যমে আমার উম্মতের ধ্বংস ত্বরান্বিত হবে। একদল হবে বনু উমাইয়ার মাধ্যমে, আরেকদল হচ্ছে, বনু আব্বাছের পক্ষ থেকে। এরপর পথভ্রষ্টতার প্রতি আহ্বান করা হবে।"

হাদিস নং ৫৬২

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত বনু আব্বাছের পক্ষে পূর্বদিক থেকে কালো পতাকাবাহী সৈন্যবাহিনীর আত্মপ্রকাশ হবেনা।

হাদিস নং ৫৬৩

পূর্বের হাদীসের মত।

হাদিস নং ৫৬৪

হযরত ইবনে শিহাব যুহরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পূর্বদিক থেকে কালো পতাকাবাহী বিশাল এক সৈন্যবাহিনীর আগমন ঘটবে, যাদের নেতৃত্বে থাকবে বিশাল উটের দেহের মত কিছু লোক। তারা খুবই বোধসম্পন্ন হলেও তারা হবে গ্রাম্য বংশের, তাদের নাম হবে উপনাম বিশিষ্ট। প্রথমে তারা দিমাশ্ক নামক শহরটি জয় করবে। এরপর তাদের অন্তর থেকে তিন প্রকারের দয়া মায়া তুলে নেয়া হবে।

হাদিস নং ৫৬৫

হযরত আলী ইবনে আবু তালহা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, কালো ঝান্ডা ধারণ করে বিশাল এক সৈন্যবাহিনী দিমাশ্কে প্রবেশ করবে। এবং ব্যাপকহারে গণহত্যা চালাবে। তাদের নিদর্শন হবে, বক্শ, বক্শ।

হাদিস নং ৫৬৬

হযরত আবু জাফর (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, যখন একশত উনত্রিশ বৎসর পূর্ণ হবে এবং বনু উমাইয়ার তলোয়ারসমূহ এখতেলাফের কারণে ব্যবহার হতে থাকবে এবং জাযিরার গাধাগুলো লাফিয়ে উঠবে। অতঃপর শামবাসীদের উপর বিজয়ী হলে একশত বিশ বৎসরের দিকে কালো ঝান্ডাবিশিষ্ট বাহিনীর আত্মাপ্রকাশ ঘটবে এবং আক্বাশের আগমনও হবে সেই জাতির সাথে। বড় লৌহখন্ডের ন্যায় তাদের অন্তরে কারো জায়গা থাকবেনা। তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি হবে কাঁধ পর্যন্ত, তাদের কারো মধ্যে দুশমনের প্রতি কোনো দয়ামায়া থাকবেনা। তাদের নাম হবে উপনাম বিশিষ্ট, মূল গোত্র হবে গ্রামের সাথে সম্পৃক্ত। অন্ধকার রাত্রির ন্যায় কালো কাপড় পরিহিত থাকবে। তাদেরকে বনু আব্বাছের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। মূলতঃ সেখানেই হবে তাদের রাজত্ব। সে যুগের প্রসিদ্ধ লোকজনকে তারা হত্যা করবে। এক পর্যায়ে তারা সবকিছু রেখে সমতল ভূমির দিকে পলায়ন করবে। এরপর তারাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চালাতে থাকবে পিছনে

ফিতাবিশিষ্ট তারকার আত্মপ্রকাশ কিংবা তাদের মাঝে এখতেলাফ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

হাদিস নং ৫৬৭

আব্দুস সালাম ইবনে মাসলামা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু কুবাইল (রহঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বনু উমাইয়া সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পরবর্তীতে বললেন, অতিসত্ত্বর তাদের পর কালো ঝান্ডাবিশিষ্ট লোকজন ক্ষমতাসীন হবে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তারা ক্ষমতায় থাকার পর তাদের দুইজন গোলামের হাতে বায়আত গ্রহণ করা হবে। তারা উভয়জন ক্ষমতাসীন হওয়ার পর দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের মাঝে এখতেলাফ লেগেই থাকবে। একপর্যায়ে শামীদের পক্ষ থেকে তিন প্রকারের ঝান্ডাবাহীদের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। তাদের আবির্ভাব হওয়ার পরপর রাজত্ব হাতছাড়া হয়ে যাবে। মিশরে যখন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে কোনো সংবাদ পাঠ করা হবে, পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ ইবনে আ. রহমান আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে কোনো পয়গাম ঘোষণা হওয়া পর্যন্ত তাদের রাজত্ব আর বাকি থাকবে না। তিনি হবেন পশ্চিমাদের ধারকবাহক নিকৃষ্টতম শাসক। তারা মিশর-শামসহ অনেক দেশকে বিরানভূমিতে পরিণত করবে। যখন শামদেশে তাদের রাজত্ব দৃঢ় হতে থাকবে তখনই কালো পতাকা এবং অন্য তিন পতাকাবাহী সৈন্যদল জমায়েত হবে। তেমনিভাবে পশ্চিমে অবস্থিত লোকজন পশ্চিমাদের উপর শাসনক্ষমতা চালাবে। তারা সকলে শাম ও মিশরবাসীদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শনের জন্য জমায়েত হবে। এবং যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাবে। উক্ত যুদ্ধে তিন ধরনের ঝান্ডাবাহীরা জয়লাভ করবে এবং বর্বরের রাজত্বের ইতি ঘটবে। একপর্যায়ে তা কালো ঝান্ডার অধিকারীদের সাথে তাদের ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে এবং ক্ষমতা তাদেরও হাতছাড়া হয়ে যাবে।

হাদিস নং ৫৬৮

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তার কাছে এক লোকের আগমন ঘটে, তার নিকট হোজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুও বসা ছিলেন। তিনি বলেন, হে ইবনে আব্বাছ! (আল্লাহতা'আলার বাণী পাঠ করার পর কিছুক্ষণ মাথা ঝুকিয়ে রাখে এবং কিছুক্ষণ পর্যন্ত অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। অতঃপর সে আয়াত আরেকবার তিলাওয়াত করে নেয়। যার কারণে কেউ কোনো উত্তর দেয়নি)। হযরত হোজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি তোমাকে সংবাদ দিব, যার দ্বারা জানতে পারবে কি কারণে অপছন্দ করা হয়েছিল। উল্লিখিত আয়াত আহলে বাইতের একলোক সম্বন্ধে নাযিল হয়, যাকে আব্দুল ইলাহ এবং আব্দুল্লাহ বলা হয়। যে মাশরিকের নদীসমূহ থেকে একটি নদীর পাশে এসে অবস্থান গ্রহণ করবে। যার উপর দুইটি শহর প্রতিষ্ঠা করা হয়, যার দ্বারা এক নদী দুই খন্ড হয়ে যায়। যে শহরে প্রত্যেক জালেম শাসক একত্রিত হবে। বর্ণনাকারী আরতাত বলেন, যখন ফুরাত নদীর তীরে কোনো শহর প্রতিষ্ঠিত করা হবে, অতঃপর আমরা কাওয়াসিন ও কাওয়াসিলের সাথে কথা বলবো। এবং তোমরা তোমাদের দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, যেমন কোনো মহিলা তার লজ্জাস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এমনকি লাঞ্ছনা থেকেও নিষেধ করতে পারবে না। আর যখন ইরাক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া জমিনের পাশে দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থানে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করা হয়, তখনই দুহ্‌ইামার ফেৎনা প্রকাশ পাবে।

হাদিস নং ৫৬৯

বকর ইবনে আব্দুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। ইউসুফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম একদিন মারওয়ান ইবনে হাকামের ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, উম্মতে মুহাম্মদিয়ার ধ্বংস মূলতঃ এই ঘর থেকে প্রকাশ পাবে। এভাবে চলতে থাকবে খোরাসানের পক্ষ থেকে কালো পতাকাবাহী সৈন্যবাহিনীর আত্মপ্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত।

হাদিস নং ৫৭০

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু আব্বাছের পক্ষে কালো ঝান্ডাবাহী সৈন্যের আত্মপ্রকাশ করে শাম দেশে ছাউনি ফেলবে এবং তাদের হাতে আল্লাহতা'আলা প্রত্যেক অত্যাচারী এবং শত্রুদেরকে হত্যা করাবেন। যাদেরকে পঁয়তাল্লিশ দিন পর্যন্ত আটকে রাখবে সেখানে সত্তর হাজারের বিশাল এক বাহিনী প্রবেশ করে। যাদের লক্ষণ হবে, আমিত, আমিত। এরপর ধীরে ধীরে যুদ্ধ বন্ধ হতে থাকবে। তাদের রাজত্ব সাত কিংবা নয় বৎসর স্থায়ী থাকবে। এভাবে চলতে চলতে তিয়াত্তর বৎসর পর তাদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে যাবে।

হাদিস নং ৫৭১

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবুল আশআছ আল-লাইসী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু আব্বাছের সাহায্যে দুই ধরনের ঝান্ডা আত্মপ্রকাশ করবে। যার প্রথমটির শুরু সাহায্য সম্বলিত এবং দ্বিতীয় হলো, শাস্তি। তোমরা তাদেরকে কোনো অবস্থাতেই সাহায্য করবে না, আল্লাহতা'আলাও তাদেরকে সাহায্য করবেন না। দ্বিতীয়টির শুরু হবে শাস্তি এবং শেষ হচ্ছে, কুফরীর মাধ্যমে। সে হিসেবে তাদের কখনো সাহায্য করবেনা এবং আল্লাহতা'আলাও সাহায্য করা থেকে বিরত থাকবেন।

হাদিস নং ৫৭২

সাঈদ ইবনে যুরআ (রহঃ) বলেন, আমি নউফ বুকালীকে বলতে শুনেছি। তিনি তার ছাত্রদেরকে বলেন, এই বৎসর দিমাশ্কে প্রকাশ পাবে মুছে যাওয়া, একত্রিত হওয়া এবং জটলা পাকানো। তাদের খুন হওয়া লোকদেরকে দ্রুত গতিতে বের করে আনা হবে এবং তাদের নারীদের পেট ফেঁড়ে ফেলা হবে। এ মর্মে হযরত কা'ব (রহঃ) বলেন, অতিসত্ত্বর এ ধরনের মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে পূর্বদিক থেকে আত্মপ্রকাশ করবে। তাদের সাথে কালো পতাকা থাকবে। যাতে লেখা থাকবে তোমাদের অঙ্গীকার, তোমাদের বাইয়াত

আমরা অবশ্যই পূর্ণ করবো, অতঃপর আমরা সেখানে অবস্থান গ্রহণ করব। এরপর তারা এসে হিমস এবং উপকূলের পার্শ্বে একটি গীর্জার মধ্যবর্তী স্থানে ছাউনি ফেলবে। তাদের বিরুদ্ধে আরেক কাফেলা এগিয়ে যাবে এবং তাদেরকে সমূলে উৎখাত করবে। এরপর তারা দিমাশকের দিকে এগিয়ে যাবে এবং সেটাকেও পুরোপুরি জয় করবে। তাদের নিদর্শন হবে, 'আকবিল,আকবিল' অর্থাৎ বক্‌শ বক্‌শ। তাদের অন্তর থেকে দয়ামায়া উঠিয়ে নেয়া হবে। অবশ্যই এটা হবে দিনের তৃতীয় প্রহরে।

হাদিস নং ৫৭৩

হযরত আলী ইবনে আবু তালের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তোমরা কালো পতাকাবিশিষ্ট বাহিনী দেখতে পাবে, তখন তোমরা মাটিকে আঁকড়ে ধরে থাকবে, হাত-পা নাড়াচাড়া করা যাবে না। একপর্যায়ে দুর্বল জাতিরা জয়লাভ করবে। লোহার ধাতব্য অংশের ন্যায় তাদের অন্তরে কোনো রেখাপাত হবে না। তারাই হবে ক্ষমতাসীন। যারা কোনো ওয়াদা, অঙ্গীকার পূরণ করবে না। তারা মানুষকে হক্বের দিকে আহবান জানালেও তাদের মাঝে হক্বের লেশমাত্র থাকবে না। তাদের নাম হবে উপনাম বিশিষ্ট, নিসবত হবে গ্রামের দিকে, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি নারীদের জ্ঞান-বুদ্ধির ন্যায় দুর্বল হবে। এক সময় তারা পরস্পরের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হবে। এরপর যাকে ইচ্ছা, আল্লাহতা'আলা তাকে বিজয়ী করবেন।

হাদিস নং ৫৭৪

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, জাযিরার দিক থেকে জনৈক লোক আত্মপ্রকাশ করবে এবং মানুষদেরকে মারাত্মকভাবে পাড়াতে থাকবে ও রক্তপাত করবে। এরপর খোরাসান থেকে আরেকজন লোক বনু হাশেমের তার ভাইকে হত্যা করার পর আগমন করবে। যার নাম হবে আব্দুল্লাহ। সে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ক্ষমতাসীন থাকবে। সে মারা যাওয়ার পর তার পরিবারের দুই জনের মাঝে মারাত্মক মতবিরোধ দেখা দিবে। তাদের উভয়ের নাম হবে একধরণের।

এদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হলে খলীফার এক নিকটআত্মীয় জয়লাভ করবে। অতঃপর বনুল আসকাবের মাঝে আলামত দেখা দিবে এবং ফিতাবিশিষ্ট এক তারকা উদিত হবে। ফলে তাদের হাত থেকে রাজত্ব এমনভাবে চলে যাবে, কখনো তারা আর ক্ষমতাসীন হতে পারবে না।

হাদিস নং ৫৭৫

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে শামের সবচেয়ে নেককার লোক হচ্ছে, আহলে হিমসের কালোঝান্ডা বিশিষ্ট বাহিনী, আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে, দিমাশ্কবাসী।

হাদিস নং ৫৭৬

হযরত হাফ্সা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তোমরা শুনতে পাবে, মাশরিকের দিক থেকে একটি কাফেলা এগিয়ে আসছে, যাদের অবস্থা দেখে লোকজন আশ্চর্য্য হয়ে যাবে, তখনই কিয়ামতের সময় অনেক ঘনিয়ে আসবে।

হাদিস নং ৫৭৭

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তার অসুস্থতার কথা শুনে তাকে দেখতে এসেছি। তার সম্মুখে হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কথা বললে, তিনি রাগান্বিত হয়ে কঠোর ভাষা ব্যবহার করলেন। অতঃপর আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হোসাইন ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, তিনি যেন তোমার উপর বড়ত্ব দেখাতে না পারে। কসম সেই সত্ত্বার যার হাতে আমার প্রাণ! যদি দুনিয়ার আয়ু মাত্র একদিন বাকি থাকে, আল্লাহতা'আলা সেই দিনকে দীর্ঘায়িত করে বনু হাশেমের জন্য খেলাফত কায়েম করাবেন।

হাদিস নং ৫৭৮

হযরত রাশেদ ইবনে দাউদ সানআনী (রহঃ) তার সনদের সাথে বর্ণনা করেন। তিনি এরশাদ করেন, বনু উমাইয়ার খেলাফত বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার

পর একজন রাখালের আত্মপ্রকাশ হবে। পৃথিবীর সকলে তার কাছে এসে জমায়েত হবে। তাদের কারণে আল্লাহতা'আলা এই উম্মতকে আবার দিবেন।

হাদিস নং ৫৭৯

সাঈদ ইবনে মুরছিদ আবুল আলিয়া (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, আমি শুরাহবীল ইবনে হেমাযাহর সাথে ইবনুল আ'সালের বাড়ির পাশে বসা ছিলাম। হঠাৎ খুবই বয়স্ক এক শেখ লাঠির উপর ভর করে আগমন করেন, যার চোখের উপরের অংশ চোখের উপর এসে পড়েছে। উক্ত শেখকে আহবান জানালে তিনি এসে বসলেন। তাকে বলা হলো আপনার কতটুকু স্মরণ হয়? জবাবে তিনি বলেন, কতক অশ্বরোহীকে আমি বিক্ষিপ্তভাবে বসে থাকতে দেখছি। তারা পরস্পর বলছে যে, অতি সত্ত্বর এ ভূখন্ডে মুসলমানরা জয়লাভ করবে। তাদের জন্য আল্লাহতা'আলা জলভাগ এবং স্থলভাগের ধনভান্ডার উম্মোচন করে দিবেন। তাদের লম্বা চুল, দীর্ঘ বল্লম এবং দামী পোশাক দ্বারা সকলের পরিচয় লাভ করা যাবে। তাদের সর্বশেষ বাদশাহকে স্বজনপ্রীতির কারণে হত্যা করা হবে। তাদের দস্তরখানায় টাকা পয়সা এবং বিভিন্ন প্রকারের খাবার রাখা হলেও সেগুলো দ্বারা তারা তৃপ্ত হতে পারবেনা।

হাদিস নং ৫৮০

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পূর্বদিক থেকে জনৈক লোক আত্মপ্রকাশ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবারের প্রতি আহবান জানাবে। অথচ সে আত্মীয়তার দিক দিয়ে অনেক দূরের হবে। ঐ সময় কালো ঝান্ডার লক্ষণসমূহ প্রকাশ পেতে থাকবে। তারা প্রাথমিক অবস্থায় সাহায্যপ্রাপ্ত হলেও পরবর্তীতে কুফরীর দিকে ধাবিত হবে। আরবের নিম্ন শ্রেণীর লোকজন, অনারব, পলায়নকৃত গোলাম এবং বাহিরের আশ্রয় নেয়া লোকজন তার অনুসরণ করবে। তাদের আলামত হচ্ছে কালো, দ্বীন হচ্ছে,

শিরক করা এবং তাদের অধিকাংশ হবে খৎনাবিহীন। এরপর হুজায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান! উক্ত ফেৎনা কিন্তু তোমাকে গ্রাস করবে না। জবাবে আব্দুল্লাহ বললেন, তবে আমি আমার পরবর্তীদের জন্য সেগুলো বর্ণনা করে যাব। তিনি বলেন, তারা সবকিছু ধ্বংস করে দিবে, দ্বীনকে হলক করবে অর্থাৎ, ধ্বংস করবে। যাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অর্জিনিয়াল আরব, নেককার অনারব, সম্পদশালী, ফোকাহায়ে কেরাম সকলে ধ্বংস হয়ে পড়বে। ধীরে ধীরে সবকিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

হাদিস নং ৫৮১

হযরত হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু উমাইয়া উচ্চ শিখরে উন্নীত হতে থাকবে। এক পর্যায়ে পূর্ব দিকে থেকে কালো ঝান্ডার অধিকারী বাহিনী আত্মপ্রকাশ করবে। এবং তাদেরকে গণহারে হত্যা করে রাজত্ব ছিনিয়ে নিবে।

হাদিস নং ৫৮২

হযরত হাসান এবং মুহাম্মদ ইবনে সীরিন (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়জন বলেন, খোরাসানের দিক থেকে কালো ঝান্ডার অধিকারী বিশাল বাহিনী আগমন করবে। এবং বিজয়ী হতে থাকবে। এভাবে চলতে চলতে খোরাসানে গিয়ে আবারো তাদের রাজত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

হাদিস নং ৫৮৩

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জারীন (রহঃ) হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তাদের ধ্বংস হবে মূলতঃ যেখান থেকে তাদের আবির্ভাব হয়েছিল।

হাদিস নং ৫৮৪

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, “খোরাসান থেকে কালো

ঝান্ডার অধিকারী বিশাল বাহিনীর আগমন ঘটবে। কেউ তাদের মোকাবেলা করতে পারবেনা। তাদের রাজত্ব বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত হবে।”

হাদিস নং ৫৮৫

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সে দিন বেশী দূরে নয় ইরাকবাসীকে চামড়া ঘষার ন্যায় ঘষে ফেলা হবে। শাম দেশকে এমন কষ্টে ফেলা হবে যেমন চুল উপড়ানোর সময় কষ্ট হয়। মিশরবাসীদের এমনভাবে ফুলানো হবে যেমন, ঢোসা ইত্যাদি ফুলে যায়। আর তখনই খোদা প্রদত্ত সিদ্ধান্ত এসে পৌঁছবে।

১২ আব্বাসীয় খেলাফত পতনের প্রথম আলামত

হাদিস নং ৫৮৬

হযরত আরতাত (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্বাসী খেলাফত ধ্বংস তখনই হবে যখন তাদের পরস্পরের মধ্যে এখতেলাফ দেখা দিবে। সে হিসেবে তাদের রাজত্ব ধ্বংস হয়ে যাওয়ার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে, পরস্পরের সাথে এখতেলাফে লিপ্ত হওয়া।

হাদিস নং ৫৮৭

হযরত আবু কুবাইল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, আব্বাসীয় খেলাফতের পতন না হওয়া পর্যন্ত লোকজন খুবই আনন্দময় জীবনযাপন করবে। আর যখন তাদের রাজত্ব খতম হয়ে যাবে তখন থেকে বিভিন্ন ধরনের ফেৎনা-ফাসাদ আসতে থাকবে এবং সেটা মাহদীর আগমন পর্যন্ত চলতে থাকবে।

হাদিস নং ৫৮৮

আবু উমাইয়া আল-কালবী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে এমন একজন শেখ হাদীস বয়ান করেছেন যিনি জাহেলী যুগও প্রাপ্ত হয়েছেন

এবং বয়সের কারণে তার ভ্রুযুগল চোখের উপর এসে পড়েছে। তিনি এরশাদ করেন, কালো ঝান্ডাবাহী লোকজন প্রচন্ড রণশক্তির অধিকারী হবেন, এভাবে চলার এক পর্যায়ে তারা পরস্পরের সাথে এখতিলাফে লিপ্ত হয়ে যাবে।

হাদিস নং ৫৮৯

আব্দুস সালাম ইবনে মাসলাম (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু কুবাইলকে বলতে শুনেছি, তাদের ক্ষমতা খুব ভালোভাবে চলতে থাকবে। একসময় তাদের বংশের দুই জন ছোট্ট বালকের জন্য বাইয়াত করানো নিয়ে তাদের মধ্যে এখতেলাফ চলতে থাকবে এবং সেটা দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্থায়ী হবে। এক পর্যায়ে শাম দেশে তিন ধরনের ঝান্ডার আত্মপ্রকাশ হবে। এটা প্রকাশ হওয়ার পরপরই আব্বাছীয় খেলাফতের পতন হতে থাকবে।

হাদিস নং ৫৯০

হযরত খালেদ ইবনে আবু ইমরান (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এরশাদ করেছেন, অতিসত্ত্বর এমন কতক ইমাম তোমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করবে যারা খুবই ঘৃণিত হবে। যখন তারা তিনটি ঝান্ডার অধীনে বিভক্ত হয়ে পড়বে তখন জেনে রাখ, তাদের পতন অনিবার্য।

হাদিস নং ৫৯১

হযরত আবু উমাইয়া আল-কলবী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহেলীযুগ প্রাপ্ত হয়েছে এমন একজন শেখ আমাদেরকে বর্ণনা করেন, যার বয়সের ভারে চোখের উপরের অংশ দুই চোখের উপর এসে পড়েছে। তিনি বলেন, কালো ঝান্ডাবাহীরা প্রজাদের উপর কঠোরতা প্রদর্শন করবে। এক পর্যায়ে তারা পরস্পরের সাথে মতবিরোধে জড়িয়ে পড়বে এবং একে অন্যের বিরোধীতা করতে থাকবে। যার কারণে তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। একদল নিজেদেরকে বনু ফাতেমা দাবী করবে, আরেক দল বনু আব্বাছ দাবি করবে। তবে আরেকদল নিজেদের দাবি করবে। বর্ণনাকারী বলেন,

নিজেদের বলতে কি বুঝায়? জবাবে তিনি বলেন, আমি জানিনা, আমি এমনই শুনেছি।

হাদিস নং ৫৯২

হযরত মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খোরাসানের দিক থেকে যে কালো ঝান্ডাগুলো প্রকাশ পাবে, তারা রাজত্ব চালাতে থাকবে, যার শুরুতে থাকবে সাহায্য। এক পর্যায়ে তারা নিজেদের মধ্যে এখতেলাফে জড়িয়ে যাবে। তাদের মতবিরোধ দেখে শাম থেকে তিন প্রকার ঝান্ডাবাহীদের আবির্ভাব ঘটবে।

হাদিস নং ৫৯৩

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আব্বাসীয় খলীফাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিবে, তখন সেটাই হবে তাদের রাজত্ব ধ্বংস হয়ে যাওয়ার প্রথম ধাপ।

হাদিস নং ৫৯৪

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "বনু আব্বাছের সপ্তম পুরুষ লোকজনকে কুফরীর প্রতি আহবান জানাবে তবে তারা কেউ তার আহবানে সাড়া দিবেনা। অতঃপর তাকে তার পরিবারের পক্ষ থেকে একজন বলবে, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের ধর্ম থেকে বের করে নিয়ে আসতে চাও? সে জবাবে বলবে, আমি তোমাদেরকে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর আদর্শে আদর্শবান করতে চাই। তার আহবানে সাড়া দিতে সকলে অস্বীকার করবে। শুধু তাই নয়, তার পরিবার বনু হাশেমের ইনসাফগার একজন লোক তাকে হত্যা করে ফেলবে। যখন তার উপর হামলা করে তখন তাদের মাঝে মারাত্মক এখতেলাফ সৃষ্টি হবে। সে এখতেলাফ সুফিয়ানীর আর্বিভাব হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকবে।

হাদিস নং ৫৯৫

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, কালো ঝান্ডাবাহী লোকজনের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিলে 'ইরম' নামক এলাকায় একটি গ্রাম ধসে পড়বে, যে গ্রামকে মূলতঃ 'খোরাস্তা' বলা হয়। আর তখনই শাম থেকে তিন প্রকার ঝান্ডার অধিকারী লোকজনের আগমন হবে।

হাদিস নং ৫৯৬

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, বনু আব্বাছের দুইজন লোক যখন তাদের অধীনস্থতা ত্যাগ করে নিজেদের মধ্যে এখতেলাফের সূত্রপাত করবে, তখন ধীরে ধীরে উক্ত এখতেলাফ ব্যাপক আকার ধারণ করবে এবং তাদের পতনের কারণ হবে। দ্বিতীয় এখতেলাফের সময় সুফিয়ানীর আগমন ঘটবে।

হাদিস নং ৫৯৭

হযরত আবুল জিলদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, জনৈক বনু হাশেম এবং তার ছেলে দীর্ঘ বাহাত্তর বৎসর পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করবে।

হাদিস নং ৫৯৮

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, নয় মাস কম এক হাজার বৎসর পর্যন্ত বনু আব্বাছগণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকবে। এরপর তাদের জন্য ধ্বংস অপেক্ষা করছে। উক্ত ধ্বংসের পর আরো অনেক অনেক ধ্বংস উপস্থিত রয়েছে।

হাদিস নং ৫৯৯

মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, বনু আব্বাছগণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করার পর দীর্ঘদিন পর্যন্ত খুব ভালোভাবে

চলবে। এরপর তার নিজেদের মধ্যে এখতেলাফে জড়িত হয়ে যাবে। তখন তারা পলায়ন করার জন্য বিচ্ছুর গর্ত খুঁজে পাওয়া গেলে সেটার ভিতরেও ঢুকে পড়বে। কেননা মানুষের মধ্যে দীর্ঘদিনের জন্য অনিষ্টতা–অকল্যাণ চলতে থাকবে। এক সময় রাজত্বও তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। এভাবে চলার পর মাহদীর আগমন ঘটবে।

হাদিস নং ৬০০

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যখন আমার আহলে বাইতের পঞ্চম পুরুষ মারা যাবে, তখন মারাত্মক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। এভাবে সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত চলবে, যা মাহদীর আগমন পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে।" বর্ণনাকারী বলেন, আমার কাছে শরীক থেকে সংবাদ পৌঁছে যে, তিনি বলেছেন, তিনি হচ্ছেন, ইবনুল আফার, অর্থাৎ হারুন। সেই ছিল পঞ্চম পুরুষ। আর আমরা বলব, সে হচ্ছে, সপ্তম পুরুষ।

হাদিস নং ৬০১

হযরত আবু হাস্‌সান ইবনে নওবা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু আব্বাছের তিন জন রাষ্ট্র ক্ষমতার মালিক হওয়া অতি আবশ্যক। যাদের প্রথমজনের নাম হচ্ছে, আইন।

হাদিস নং ৬০২

আবু ওয়াহাব আল-কুলাঈ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, আব্বাসী বংশের মধ্যে খেলাফতের দায়িত্ব ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে, যতক্ষণ না পশ্চিমারা তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে।

হাদিস নং ৬০৩

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'খারাস্তা' নামক কোনো এলাকা যখন ধ্বসে যাবে এবং আব্বাছের দুইজন খলীফাকে উৎখাত করা হবে আর আব্বাসীয় বংশের লোকজনের মাঝে ব্যাপকভাবে মতানৈক্য দেখা

দিবে। এক পর্যায়ে বারোটি বড় এবং বারোটি ছোট পতাকা উত্তোলন করা হবে। তখন তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ফেৎনা জয়লাভ করতে থাকবে। ধীরে ধীরে রাজত্ব তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং শামের বিরুদ্ধে বর্বর জাতির আবির্ভাব ঘটবে।

হাদিস নং ৬০৪

হযরত ইবনে শিহাব যুহরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাদের রাজত্বের পতন হবে মূলতঃ তাদের নিজেদের এখতেলাফ এবং মতানৈক্যের কারণে।

হাদিস নং ৬০৫

হযরত আরতাত (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, বনু আব্বাছের হাত থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চলে যাওয়ার শেষ আলামত হচ্ছে, তিনজন বাদশাহ যারা ধারাবাহিকভাবে ক্ষমতাসীন হবে, তাদের প্রত্যেকের নাম হবে একেক নবীর নামের মত। এদের পর আর আব্বাসীয় খেলাফত অবশিষ্ট থাকবে না। এদের হাতে খেলাফতে আব্বাছিয়া চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত বহাল থাকবে। যখন তুমি তাদের মাঝে এখতেলাফ দেখবে এবং বনু হাশেম একতাবদ্ধ হতে থাকবে। তারা উভয় নদীর কিনারায় জমায়েত হবে। বনু আব্বাছের এক লোকের হাতে পশ্চিমের কিছু এলাকা অবিশিষ্ট থাকবে। কালো ঝান্ডবাহীদের আগমন, শামের পক্ষ থেকে যুদ্ধের প্রস্তুতি, তাদেরকে দেশ ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা; এসব হচ্ছে, আব্বাছীয় খেলাফত পতনের বিভিন্ন নিদর্শন।

হাদিস নং ৬০৬

হযরত শফি আল-আসবাহী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু আব্বাছ থেকে এমন পাঁচ জন খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে, যাদের প্রত্যেকে হবে ভীষণ অত্যাচারী। তাদের কারণে জমিনে অবস্থান করা দুর্বিসহ হয়ে উঠবে। পঞ্চম খলীফা এভাবে মারা যাবে, জনৈক সিংহতুল্য লোক তার উপর

লাফিয়ে পড়বে, তাকে দাঁত দ্বারা চিবিয়ে মারবে। তার হাতে আসমান-জমিন ধ্বংস হয়ে যাবে। যাদেরকে হত্যা করা হবে তাদের চিৎকার–শোরগোল আল্লাহতা'আলা পর্যন্ত পৌঁছবে। এভাবে সে মাত্র দুই-তিন দিন খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে পারবে। এরপর তার ভাইয়ের থেকে একজন দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। এরপর আরেকজন গ্রহণ করবে। আসমান থেকে জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, 'জমী আল্লাহর জন্য এবং সকলে আল্লাহর বান্দা। সে হিসেবে আল্লাহর মালকে সকলের মাঝে বরাবর বন্টন করতে হবে'। সেই বাদশাহ দীর্ঘ দশ বৎসর পর্যন্ত রাজত্ব করবে।

১৩ আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংসের কারণ ও তুর্কীদের আত্মপ্রকাশ প্রসঙ্গে

হাদিস নং ৬০৭

ওলীদ ইবনে মুসলিম বয়ান করতে গিয়ে বলেন, আমাদেরকে কুস্তুনতুনিয়ার দিকে প্রেরিত ওলীদ ইবনে ইয়াযিদের প্রতিনিধির কাছ থেকে যে শুনেছেন সে বর্ণনা করেন, তিনি ওলীদ ইবনে ইয়াযিদকে বলতে শুনেছেন। তোমাদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ চলতে থাকবে এবং সেটা কালো পতাকাবাহীর আগমন পর্যন্ত স্থায়ী হবে। অতঃপর তোমাদের বিরুদ্ধে তুর্কিদের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। তোমাদের সাথে তাদের যুদ্ধ হলে তারা প্রতিপক্ষকে হত্যা করবে। এভাবে চলতে চলতে তোমাদের বাহনের চাদর শুকানোর পূর্বে পশ্চিমাদের আগমন ঘটবে।

হাদিস নং ৬০৮

ওলীদ ইবনে মুসলিম (রহঃ) বয়ান করেন। তিনি বলেন, আমাকে এমন এক গোত্র বর্ণনা করেছেন, যারা আরমীনিয়া থেকে আগমন করে শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। এক পর্যায়ে তাদের সাথে আবু মুসলিমের স্বাক্ষাৎ হয়। তারা বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে আলীকে অপছন্দ করি, ফলে আমরা বয়কট করতে চাই। জবাবে তিনি বলেন, তোমরা ঠিকই করেছো। কালো ঝান্ডাবাহীদের বিজয় হতেই থাকবে তাদের অধীনস্থদের উপর। তাদের এই অভিযান তুর্কি সম্প্রদায় আরমেনিয়ার দোরগোড়াই উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত থাকবে। ওলীদ ইবনে মুসলিম বলেন, তাদের পরস্পর মত বিরোধ ও এখতেলাফের মাধ্যমে রাজত্বের পতন হওয়ার প্রথম লক্ষণ।

হাদিস নং ৬০৯

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেন আমি এখন তুর্কিদের তূণীরের আওয়াজ শুনছি। সেটা 'আল আগিল্লা' ও 'বারিক' এর মধ্যবর্তী স্থলে।

হাদিস নং ৬১০

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে, যারা পর্বতে শীর্ষে ঘোড়া হাঁকায় তারা অতিসত্ত্বর শাম এবং জমিরায় গিয়ে পৌঁছবে।

হাদিস নং ৬১১

হযরত আরতাত (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন দামেশ্কে কোনো একটি গ্রাম ধ্বসে পড়বে, এবং তার মসজিদের পূর্ব সাইডের একটি অংশ ভেঙ্গে যাবে। তখনই তুর্কি এবং রোমানরা একত্রিত হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং শাম দেশে তিনটি পতাকা উত্তোলন করা হবে। অতঃপর সুফিয়ানীর সাথে তাদের যুদ্ধ হবে। এক পর্যায়ে তারা 'কারকীসিয়্যাহ' এসে পৌঁছবে। ইসমত বলেন, আমাকে আবু হুকাইমা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমার এক বোন আত্মপ্রকাশ করেছে এবং আমি শাম দেশে অবস্থান করছিলাম, অতঃপর বলা হলো, যারা পর্বতের শীর্ষে ঘোড়া হাঁকায়, অতি সত্ত্বর তারা শাম এবং জামিরার টীলার উপর অবস্থান করবে। তাদের মহিলাদেরকে বন্দি করা হবে। এমনকি কোনো পুরুষ তার স্ত্রীর পায়ের নুপুর দেখতে পেলেও তার ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারবে না।

হাদিস নং ৬১২

হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুর্কিবাহিনী জাযিরায় এসে ছাউনি ফেলবে। এক পর্যায়ে তাদের ঘোড়াকে ফুরাত নদী থেকে পানি পান করাবে। তাদের প্রতি আল্লাহতা'আলা মহামারী প্রেরণ করবে, যার কারণে অনেকে মারা যাবে। উক্ত মহামারী থেকে মাত্র একজন

লোক মুক্তি পাবে। ইবনু আইয়াশ (রহঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার সংবাদ দিয়েছেন, কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারা এসে আ'মাদ নামক এলাকায় অবস্থান করবে এবং দাজলা ও ফুরাত নদী থেকে পানি পান করবে। তারা জাযিরা দখল করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। তখন মুসলমানরা উক্ত জাযিরায় অবস্থান করবে। তারা তাদের সাথে কোনো অবস্থাতেই পেরে উঠবে না। তাদের উপর আল্লাহতা'আলা বরফ বর্ষণ করবেন। বরফের সাথে ঠান্ডা বাতাস, আওয়াজ ও তুষারাপাত। যার কারণে তারা ঠান্ডায় নির্বাক হয়ে ফিরে যাওয়ার মনস্থ করবে। তারা সহসা বলে উঠবে, আল্লাহতা'আলা অবশ্যই তাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং তাদের শাস্তির জন্য শত্রুই যথেষ্ট হবে। তাদের একজনও জীবিত থাকবে না, এমনকি সর্বশেষ লোকটিও মারা যাবে।

হাদিস নং ৬১৩

হযরত মাকহুল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন, "তুর্কিরা মোট দুইবার আত্মপ্রকাশ করবে। একবার বিশাল বাহিনী সহকারে আসবে, দ্বিতীয়বার ফুরাত নদীর তীরে তাদের ঘোড়াকে বেধেঁ রাখবে। এরপর তুর্কিদের আর আবির্ভাব ঘটবে না।"

হাদিস নং ৬১৪

হযরত আরতাত (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফিয়ানী এবং তুর্কিদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে। এরপর খলীফা মাহ্দীর হাতে তাদের মূলৎপাটন হবে। তিনিই হবেন 'মুদা' নামক স্থানে প্রথম পতাকা স্থাপনকারী, যাকে তুর্কিদের দিকে প্রেরণ করা হবে।

হাদিস নং ৬১৫

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে একটি মাত্র যুদ্ধ বাকি রয়েছে,

আর সেটা হচ্ছে, জাযিরার অধিবাসীদের সাথে তুর্কিদের যুদ্ধ।

হাদিস নং ৬১৬

হযরত মাকহুল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "তুর্কিরা মোট দুইবার আক্রমণ করবে। একবার আযারবায়জান নামক এলাকা বিরান ভূমিতে পরিণত করবে, দ্বিতীয়বার ফুরাত নদীর দুই কূলে আক্রমণ করবে।" হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযিদ তার হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন, "আল্লাহতা'আলা তাদের ঘোড়াসমূহের মধ্যে মৃত্যু চাপিয়ে দিবেন। যার কারণে তারা চলে যেতে বাধ্য হবে। পরবর্তীতে তাদের মধ্যে এমন ব্যাপক গণহত্যা চলবে, কোনো তুর্কিই আর অবশিষ্ট থাকবে না।"

হাদিস নং ৬১৭

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনুন ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, যদি তোমরা প্রথমে কোনো তুর্কিকে জাযিরাতুল আরবে দেখতে পাও তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের হাতে পরাজিত না হবে, কিংবা আল্লাহতা'আলা তোমাদেরকে শাহাদাত নসীব করবেন। কেননা, তারা হারাম শরীফকে অপবিত্র করবে, সেটাই হবে পশ্চিমাদের আত্মপ্রকাশ এবং তাদের রাজত্বের পতন হওয়ার লক্ষণ।

হাদিস নং ৬১৮

হযরত মাকহুল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "তুর্কিরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। একদল প্রকাশ হবে জাযিরা এলাকায়, যারা সুন্দরী নারীদেরকে বেঁধে রাখবে, অতঃপর আল্লাহতা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয়ী করবেন, ফলে তাদেরকে গণহারে হত্যা করা হবে।"

হাদিস নং ৬১৯

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াযির (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের নবীর পরিবারের জন্য কিছু নিদর্শন রয়েছে, সুতরাং তোমরা তোমাদের ভূখন্ডকে আঁকড়ে ধরবে। এক পর্যায়ে জনৈক তুর্কির আত্মপ্রকাশ হবে এক দুর্বল ব্যক্তির শপথের কারণে। অতঃপর দুই বৎসর পর তার বাইয়াত রহিত করে দেয়া হবে এবং তুর্কিরা রোমানদের বিপক্ষে শপথ পাঠ করাবে। ইতোমধ্যে দামেস্কের মসজিদের পশ্চিম অংশ ধ্বসে যাবে এবং শাম দেশে তিন ধরনের লোকের আবির্ভাব ঘটবে। যেখান থেকে তাদের রাজত্ব শুরু হয়েছে সেখানে গিয়ে ঠেকবে। তুর্কিদের আত্মপ্রকাশ জাযিরা থেকে হলেও রোমানরা কিন্তু ফিলিস্তিন থেকে ক্ষমতা লাভ করবে। জনৈক আব্দুল্লাহ আরেক আব্দুল্লাহকে ধাওয়া করবে এবং 'কারকীসিয়া' নামক স্থানে তার সৈন্যবাহিনীর সাথে মোকাবেলা করবে।

হাদিস নং ৬২০

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, যখন তুর্কি এবং খারয বাহিনী 'জাযিরা' ও 'আজারবায়যান' নামক এলাকায় আত্মপ্রকাশ করবে, আর রোমানরা 'আমাক' এবং তার আশেপাশের এলাকায় ক্ষমতা প্রদর্শন করবে, তখন আহলে কানসারীনের কায়স বংশের এক লোককে জনৈক রোমী হত্যা করবে। ঐ সময় সুফিয়ানী ইরাকে অবস্থান করতঃ পূর্বদিক থেকে আগত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে। প্রতিটি প্রান্ত তখন শত্রু দ্বারা আক্রান্ত থাকবে। এভাবে যুদ্ধ যখন দীর্ঘ চল্লিশ দিন পর্যন্ত চলবে এবং কোথাও থেকে সাহায্যও আসবে না, তখন রোমানরা এ মর্মে সন্ধি করার প্রস্তাব পাঠাবে যে, উভয় দলের কেউ কাউকে কিছুই দিবে না।

হাদিস নং ৬২১

হযরত আবু জাফর (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফিয়ানী যখন

আবকা’ ও মানসুর ইয়ামানীর উপর জয়লাভ করবে। অন্যদিকে তুর্কি ও রোমানবাহিনী এগিয়ে আসবে তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও সুফিয়ানী জয়ী হবে।

১৪ আব্বাসীয় শাসনামল পতনের ক্ষেত্রে আসমানী নিদর্শনের বর্ণনা

হাদিস নং ৬২২

হযরক কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু আব্বাসের রাজত্ব পতন হওয়ার অন্যতম লক্ষণ হচ্ছে, আসমানের বুকে এক প্রকার লাল বর্ণের আত্মপ্রকাশ করা এবং সেটা রমাযানের দশ তারিখ থেকে পনের তারিখ পর্যন্ত স্থায়ী হবে। আরেক ধরনের জীর্ণতা দেখা দিবে যা বিশ রমাযান প্রকাশিত হয়ে চব্বিশ রমাযান পর্যন্ত থাকবে। একটি তারকা উদিত হবে যেটা পূর্ণিমার রাত্রির মত উজ্জল হয়ে হঠাৎ বাঁকা হয়ে যাবে। হাদীস বর্ণনাকার ওলীদ বলেন, আমার নিকট হযরত কা'ব থেকে সংবাদ এসেছে। তিনি বলেন, পূর্বদিকের এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, পশ্চিমে জীর্ণতা প্রকাশ পাবে, আসমানে লালিমা দৃশ্যায়ন হবে এবং কেবলার দিকে ব্যাপকহারে মানুষ মারা যাবে।

হাদিস নং ৬২৩

হযরত আবু জাফর (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, যখন বনু আব্বাছের রাজত্বের বিস্তৃতি খোরাসান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে, তখন পশ্চিমাকাশে আলোকিত একটি শিং জাতীয় বস্তু প্রকাশ পাবে। এভাবে আলামত নূহ (আঃ) এর কওমকে পানিতে ডুবিয়ে মারার আগেও পাওয়া গিয়েছিল। তেমনিভাবে হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে নমরূদ কর্তৃক আগুনে নিক্ষেপ করার আগেও প্রকাশ পেয়েছিল। যখন আল্লাহতা'আলা ফেরআউনকে তার দলবলসহ ধ্বংস করেছিলেন তখনও সেটা উদিত হয়েছিল। হুবহু সেটা

দেখা গিয়েছিল যখন ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া (আঃ) কে শহীদ করা হয়েছিল। সুতরাং তোমরা সেই তারাটি দেখতে পেলে যাবতীয় ফেৎনার অনিষ্টতা থেকে আল্লাহতা'আলার দরবারে পানাহ চাও। সেই তারকাটি উদিত হয়েছিল, চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ নেয়ার পর। তারপর আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি, এক পর্যায়ে মিশরে আরকা'বাহিনীর আবির্ভাব হয়ে যায়।

হাদিস নং ৬২৪

হযরত ইবনে শিহাব যুহরী (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, সুফিয়ানীর আগমনের পরপর আসমানে বিভিন্ন ধরনের আলামত দেখতে পাবে।

হাদিস নং ৬২৫

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, সফর মাসে নির্দশন প্রকাশ পাওয়ার পর আসমানে একাধিক লেজ বিশিষ্ট তারকা উদিত হবে।

হাদিস নং ৬২৬

হযরত মাকহুল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "আসমানে একটি লক্ষণ প্রকাশ পাবে, দুই রাত্র অতিবাহিত হওয়ার পর। শাওয়াল মাসে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রকাশ পাবে, জিলক্বদ মাসে ব্যাপক আচরণ দেখা দিবে। জিলহজ্ব মাসে আবির্ভাব ঘটবে বিভিন্ন বালা-মসিবতের। মুহাররমে কি হবে তা বলাই যায় না। বর্ণনাকারী আব্দুল ওয়াহাব ইবনে বুখ্ত বলেন, আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "রমাযান মাসে আসমানে একটি আলামত প্রকাশ পাবে যা হবে উজ্জল একটি পিলারের ন্যায়। শাওয়াল মাসে বিভিন্ন বালা-মসিবত দেখা দিবে, জিলক্বদ মাসে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং জিলহজ্ব মাসে হারাম শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানাকারীদেরর ছিনতাই করা হবে। আর মুহাররম মাসের কথা তো কিই বা বলব।"

হাদিস নং ৬২৭

হযরত আব্দুল গাফ্‌ফার (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি সুফিয়ান আল-কালব্বী থেকে বর্ণনা করেন, এরশাদ হচ্ছে, সপ্তম মাসে বিভিন্ন বালা-মসীবত দেখা দিবে, অষ্টম মাসে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে এবং নবম মাসে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ আসবে।

হাদিস নং ৬২৮

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "**রমাযান** মাসে একটি আলামত প্রকাশিত হবে। এরপর **শাওয়াল** মাসে এক দলের আত্মপ্রকাশ হবে। অতঃপর **জিলক্বদ** মাসে ব্যাপক বালা-মসিবত দেখা দিবে, **জিলহজ্ব** মাস আসলে হাজীদের রসদপত্র ছিনতাই করে নেয়া হবে। **মুহাররম** মাসে সকলের সম্মানের উপর চরম আঘাত করা হবে। অতঃপর **সফর** মাসে বিকট এক আওয়াজ শুনা যাবে, এরপর **রবিউল-আওয়াল** ও **রবিউস-সানী** মাসদ্বয়ে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদ হবে। **রজব** এবং **জুমাদাল-উলা** ও **জুমাদিউল-উখরা** মাসে অতি আশ্চর্য বিষয় আত্মপ্রকাশ করবে।" এরপর তিনি বলেন, "হাওদা বোঝাই উট বিনোদন সামগ্রী বোঝাই লক্ষ উটের চেয়ে উত্তম।" আবু আব্দুল্লাহ নুআঈম (রহঃ) বলেন, আমি জানিনা। তবে শুনেছি মাসলামা ইবনে আলীর কাছ থেকে ইনশাআল্লাহ! তার এবং কাতাদাহ এর মাঝে মাত্র একজন লোক রয়েছে।

হাদিস নং ৬২৯

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমানদের কাছে এমন এক যুগ আসবে যখন রমাযান মাসে বিকট আওয়াজ শুনা যাবে, শাওয়াল মাসে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আবির্ভাব হবে, জিলকদ্ব মাসে এক গোত্রের লোকজন অন্য গোত্রের উপর হামলে পড়বে।

জিলহজ্ব মাসে হাজী সাহেবদের যাবতীয় রসদপত্র ছিনিয়ে নেয়া হবে। মুহাররম মাস সম্বন্ধে কি বলব; মুহাররম মাস, যেটা সম্বন্ধে কিই বা বলার আছে।

হাদিস নং ৬৩০

হযরত শহর ইবনে হাওশব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "রমাযান মাসে বিকট আওয়াজ প্রকাশ পাবে, শাওয়াল মাসে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখা যাবে। জিলকদ মাসে বিভিন্ন গোত্রের মাঝে যুদ্ধ হবে। জিলহজ্ব মাসে হাজীদের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হবে। মহররম মাসে আসমানে এক ঘোষক ঘোষণা করবে,শুনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহতা'আলার অকৃত্রিম বন্ধু হচ্ছে এমন লোক যার পিছনে অমুক ব্যক্তি রয়েছে। সুতরাং তোমরা তার কথা শুনো এবং আনুগত্য কর।"

হাদিস নং ৬৩১

আমর ইবনে শুআইব, স্বীয় পিতা এবং দাদা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "রমাযান মাসে বিকট আওয়াজ শুনা যাবে, শাওয়াল মাসে যোদ্ধাদের হুংকার চলবে, জিলক্বদ মাসে বিভিন্ন গোত্রের মাঝে যুদ্ধ বাঁধবে। সেই বৎসরই হাজীদের রসদপত্র ছিনতাই করা হবে, এবং মিনার ময়দানে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে। যার মধ্যে ব্যাপক গণহত্যা ও রক্তপাত হবে। সে অবস্থায় তারা আকাবাতুল জামাবায় থাকবে।"

হাদিস নং ৬৩২

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সকলে একসাথে হজ্ব করবে, অন্য এক ইমামের উপর সকলে পরিচিত হবে। তারা এমন অবস্থায় থাকাকালীন তারা যখন মিনায় পৌঁছবে হঠাৎ তাদেরকে কুকুরের ন্যায় আটক করা হবে। ফলে একগোত্র অন্য

আরেক গোত্রের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে গিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাবে। যার কারণে গোটা আকাবা রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে।

হাদিস নং ৬৩৩

হযরত খালেদ ইবনে মা'দান (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতিসত্ত্বর পূর্বদিক থেকে আগুনের তৈরি পিলারের ন্যায় এক নিদর্শন প্রকাশ পাবে। যেটা জমিনের সকলে দেখবে। তোমাদের কেউ এমন যুগ প্রাপ্ত হলে, সে যেন তার পরিবারের জন্য এক বৎসরের খোরাকী প্রস্তুত রাখে।

হাদিস নং ৬৩৪

হযরত কাসির ইবনে মুররা আল হাজরনী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমাযান মাসে আসমানে বিভিন্ন আলামত প্রকাশ পেতে থাকলে মানুষের মাঝে ব্যাপক এখতেলাফ দেখা দিবে । তুমি এমন অবস্থা প্রাপ্ত হলে, তোমার সাধ্যানুযায়ী খাবারের মজুদ করে রাখ।

হাদিস নং ৬৩৫

হযরত ইবনে শিহাব যুহরী (রহঃ)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দ্বিতীয় সুফিয়ানীর রাজত্ব এবং তার আবির্ভাবের মধ্যে এমন কতক আলামত রয়েছে, যা তুমি আকাশে দেখতে পাবে।

হাদিস নং ৬৩৬

হযরত কাসীর ইবনে মুররা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, সত্তর বৎসর থেকে আমি রমাযান মাসে আত্মপ্রকাশকারী নিদর্শনের অপেক্ষায় আছি।

হাদিস নং ৬৩৭

হযরত কাসীর ইবনে মুররা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রমযান মাসে সত্তর বৎসর যাবত নতুন ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার নিদশর্নের অপেক্ষা করছি।

হাদিস নং ৬৩৮

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যখন **রমযান** মাসের বিকট আওয়াজ প্রকাশিত হবে। **শাওয়াল** মাসে, যুদ্ধের ঝংকার শুনবে। **জিলকদ** মাসে, বিভিন্ন গোত্রের মাঝে মতপার্থক্য দেখা দিবে। **জিলহজ্ব** মাসে, রক্তপাত হবে। **মুহাররম** মাসে, মুহাররম কি? সে মাসে বিভিন্ন ধরনের মারামারি, হানাহানি, ঝগড়া-ফাসাদ চলতে থাকবে।" এ কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 'যায়হাহ্' কি? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এটা **অর্ধ-রমাযান মাসের জুমার রাত্রে** প্রকাশ পাবে। যার কারণে ঘুমন্ত ব্যক্তিরা জাগ্রত হয়ে যাবে। দাড়ানো অবস্থায় থাকা লোকজন বসে যাবে, কুমারী নারীগণ ভয়-আতঙ্কে পর্দার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে। এটা হবে এক জুমার রাত্রিতে, এমন এক বৎসর যখন অধিকহারে ভূমিকম্প হবে। সুতরাং তোমরা জুমার দিন নামায আদায় করার সাথে সাথে ঘরে প্রবেশ করে দরজা-জানালা লাগিয়ে দিবে। নিজেদেরকে চাদরাবৃত করলেও কানকে সজাগ রাখবে। যখনই বিকট কোনো আওয়াজ শুনতে পাবে তখনই আল্লাহ্‌র দরবারে সেজদাবনত হয়ে যাবে এবং সুবহানাল কুদ্দুছ, সুবহানাল কুদ্দুছ বলতে থাকবে।"

হাদিস নং ৬৩৯

ওয়ালিদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসের কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা দিমাশ্কবাসীদের উপর এক ধরনের ভূমিকম্প হতে দেখলাম। যার দ্বারা ১৩৭ হিজরী সনের রমযান মাসে অনেক লোক মৃত্যুবরণ করে। তবে 'খুরাস্তা' নগরীতে যে ভূমিধ্বসের কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে, আমরা দেখিনি। কিন্তু এক ধরনের লেজ বিশিষ্ট তারকা, যেটা ১৪৫ হিজরী সনের মুহাররম মাসে পূর্ব দিকে ফজরের সময় উদিত হয়েছিল, সেটা আমি দেখেছি। মুহাররমের কয়েকদিন বাকি থাকতে ফজরের পূর্ব মুহূর্তে সেটাকে

দেখা গিয়েছিল, এরপর দ্রুত আবার গায়েব হয়ে যায়। এরপর সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পশ্চিমাকাশে আবারো সেটাকে আমরা দেখতে পাই। অতঃপর ফুরাত নদী এবং তার পার্শ্বে খালি স্থানে প্রায় দীর্ঘ দুই-তিন মাস পর্যন্ত দেখা যায়। আর দুই-তিন বৎসর পর্যন্ত দেখা যায়নি। পরে আমরা আরো একটি আলোযুক্ত ছোট্ট তারকা দেখতে পেলাম, যা প্রায় এক হাত পর্যন্ত আলো ছড়ায়। যার চতুরপাশে বিভিন্ন তারকা ঘুরতে থাকে। সেটা অবশ্যই জুমাদিউল উলা, জুমাদিউল উখরা এবং রজব মাসের কিছুদিন পর্যন্ত নিয়মিত উদিত হতে থাকে, এরপর আর দেখা যায়নি। কিছুদিন পর আমরা আরেকটি তারকা দেখতে পেলাম, যা তেমন উজ্জল ছিল না। সেটা মূলতঃ উদিত হয়েছিল শাম দেশের ডান পার্শ্বে। ধীরে ধীরে তার আলো শাম থেকে জওফ এবং আরমেনিয়া পর্যন্ত ছড়াতে থাকে। উক্ত ঘটনাটি আমাদের মাঝে অলিগলি ও কক্ষপর্যন্ত সমস্ত অভিজ্ঞ লোককে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন, সে তারকাটি ঐ তারকার অন্তর্ভুক্ত নয়, যার জন্য আমরা অপেক্ষমাণ। বর্ণনাকারী বলেন, আবু জাফরের হুকুমতের কয়েক বৎসর বাকি থাকতে আরেকটি তারকা দেখতে পাই। অতঃপর সেটা ধীরে ধীরে বাঁকা হতে থাকে, এক পর্যায়ে রাত্রের কিছু অংশে তার উভয় পার্শ্ব মিলিত হয়ে বেড়ির মত হয়ে যায়।

হাদিস নং ৬৪০

ওয়ালিদ বলেন, হযরত কা'ব (রহঃ) এরশাদ করেন, সেটা ঐ তারকার অন্তর্ভুক্ত, যা পূর্বাকাশে প্রকাশ পাবে এবং পূর্ণিমার রাত্রের চন্দ্রের ন্যায় গোটা বিশ্বকে আলোকিত করে দিবে।

হাদিস নং ৬৪১

ওয়ালিদ (রহঃ) বলেন, আমরা যে লালিমা এবং তারকা দেখতে পেয়েছি, সেটা কিন্তু কিয়ামতের নিদর্শন নয়। বরং তারকা সম্বলিত আলামত হচ্ছে, যা সফর, রবিউল আওয়াল, রবিউস-সানী এবং রজব মাসে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে দেখা যাবে। ঐ সময় খাকান বাদশাহ তুর্কিদের দিকে ভ্রমণ করবে এবং

রুমবাসীরা ঝান্ডা ও ক্রুস সহকারে তার অনুসরণ করতে থাকবে।

হাদিস নং ৬৪২

ওলীদ (রহঃ) কা'ব (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত মাহদি (আঃ) এর আগমনের পূর্বে পূর্বাকাশে জুলফি বিশিষ্ট একটি তাঁরকা উদিত হবে। তিনি বলেন, আমি শরীফ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছি। তিনি বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে, হযরত মাহদি (আঃ) এর আগমনের পূর্বে রমাযান মাসে মোট দুইবার সূর্যগ্রহণ হবে।

হাদিস নং ৬৪৩

কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু আব্বাছের ধ্বংস হবে, একটি এমন তারকার সময়, যা মধ্যবর্তি স্থানে প্রকাশ পাবে। অতঃপর বিভিন্ন ধরনের দুর্বলতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। এসব কিছু হবে মূলতঃ রমযান মাসে। লালিমা প্রকাশ পাবে রমাযান মাসের পাঁচ তারিখ বিশ তারিখের মধ্যে। আর বিকট শব্দ প্রকাশ হবে রমাযানের পনের তারিখ থেকে বিশ তারিখের মধ্যে। আর দুর্বল ও রুগ্নতার আবির্ভাব হবে বিশ রমাযান থেকে চব্বিশ রমাযানের মধ্যবর্তি সময়ের মধ্যে। অতঃপর এমন একটি তারকা উদিত হবে, যার আলো হবে চন্দ্রের আলোর ন্যায়। এরপর উক্ত তারকা সাপের ন্যায় কুন্ডুলি পাকাতে থাকবে। যার কারণে তার উভয় মাথা একটা আরেকটার সাথে মিলিত হওয়ার উপক্রম হবে। দীর্ঘকার রাত্রে দুইবার ভূমিকম্প হওয়া এবং আসমান থেকে জমিনের দিকে যে তারকাটি নিক্ষিপ্ত হবে, তার সাথে থাকবে বিকট আওয়াজ। এক পর্যায়ে সেটা পূর্বাকাশে গিয়ে পতিত হবে। যার দ্বারা মানুষ বিভিন্ন ধরনের বালা-মুসিবতের সম্মুখিন হবে।

হাদিস নং ৬৪৪

মুহাদ্দিস আবুল হওসা (রহঃ), বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত তাউস (রহঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, অতিসত্তর তিন ধরনের ভূমিকম্প সংঘটিত হবে। ইয়ামানে মারাত্মক ভূমিকম্প দেখা দিবে, শামদেশে এর

চেয়েও কঠিন ভূমিকম্প সংঘটিত হবে। আরেকটি কম্পন হবে মাশরিকের দিকে। সেটিই হবে মূলতঃ সমূলে নিপাতকারী। অন্য বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, ইয়ামান এবং শামে ভূমিকম্প হবে, মাশরিকে নয়।

হাদিস নং ৬৪৫

সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমাযান মাসে এমন বিকট আওয়াজ প্রকাশ পাবে, যার দ্বারা ঘুমন্ত লোকজন জাগ্রত হয়ে যাবে এবং কুমারী নারীগণ পর্দা ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে। শাওয়াল মাসে মহামারি দেখা দিবে। জিলক্বদ মাসে একগোত্র আরেক গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে। এবং জিলহজ্ব মাসে পরস্পরের মাঝে খুন-খারাপি দেখা দিবে। অতঃপর মুহাররম মাসে, মুহাররম কি! এভাবে তিনবার উচ্চারণ করার পর বললেন, মুহাররম মাস হচ্ছে তৎকালীন রাজা-বাদশাহদের রাজত্ব খতম হয়ে যাওয়ার মাস।

হাদিস নং ৬৪৬

হোজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে আমার উম্মত ধ্বংস হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে 'তামাউয, তামাউল এবং মাআমু' প্রকাশ পাবেনা। হোজায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ 'তামাউয' কি জিনিস? উত্তরে তিনি বললেন, "আমি দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর ইসলামের ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে যে স্বজনপ্রীতি প্রকাশ পাবে সেটাই হচ্ছে, তামাউয।" অতঃপর আমি 'তামাউল' সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি বললেন, "এক গোত্র আরেক গোত্রের বিরুদ্ধে এমনভাবে লেলিয়ে পড়বে, যার দ্বারা মনে করবে"। এরপর আমি 'মাআমু' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "মাআমু হচ্ছে, এক শহরের লোকজন অন্য শহরের প্রতি যুদ্ধ করার জন্য ধেয়ে আসবে"।

হাদিস নং ৬৪৭

হযরত কাসীর ইবনে মুররা (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফেৎনার সূচনা লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাবে মূলতঃ রমযান মাসে, তীব্র আকার ধারণ করবে শাওয়াল মাসে। জিলকদ মাসে এক এলাকার লোকজন আরেক এলাকার দিকে ধাবিত হবে এবং জিলহজ্ব মাসে এক শহরের বাসিন্দাগণ অন্য শহরের বাসিন্দাদের প্রতি যুদ্ধের লক্ষে ধেয়ে আসবে। এসব কিছুর চূড়ান্ত নিদর্শন হচ্ছে, আকাশে আলোকিত-উজ্জল কোনো পিলার প্রকাশ পাওয়া।

হাদিস নং ৬৪৮

আরতাত (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দ্বিতীয় সুফিয়ানীর যুগে নিকৃষ্ট চরিত্রের কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে এবং শামের দিকে বিভিন্ন ধরনের ফেৎনা প্রকাশ পাবে। এক পর্যায়ে প্রত্যেকে মনে করবে, যে তার পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজন এর থেকে বেশি খারাপ অবস্থায় রয়েছে।

হাদিস নং ৬৪৯

ইবনে মা'দান (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তোমরা আকাশে রমাযান মাসে মাশরেক থেকে আগুনের কিছু পিলার প্রকাশ পেতে দেখবে, তখন সাধ্যমত খাবার জোগাড় করে রাখবে। কেননা তার পরবর্তী বৎসর হচ্ছে দুর্ভিক্ষের বৎসর।

হাদিস নং ৬৫০

হযরত কাসীর ইবনে মুররা হাজরামী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দীর্ঘ সত্তর বৎসর যাবত রমযান মাসে ফিৎনা প্রকাশ পাওয়ার রাত্রের অপেক্ষায় প্রহর গুনছি। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে যুবায়ের (রহঃ) বলেন, যখনই আকাশে এ ধরনের কোনো আলামত প্রকাশ পাবে সাথে সাথে মানুষের মাঝে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে থাকবে। যদি তুমি সে অবস্থার সম্মুখিন হও তাহলে সাধ্য অনুযায়ী খাবার জোগাড় করে রাখবে।

হাদিস নং ৬৫২

মুহাজির নিবাল বলেন, যখন রমযান মাস আসবে মানুষের অন্তু জ্বলে পুড়ে যাবে, শাওয়াল মাসে তারা একে অন্যকে আঘাত করতে থাকবে, জিলক্বদ মাস আসলে পরস্পর একে অন্যের এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করতে থাকবে। আর জিলহজ্ব মাস শুরু হলে মানুষ খুনোখুনিতে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

হাদিস নং ৬৫৩

শাহার ইবনে হাওশব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফিৎনা-ফাসাদের সূচনা হবে রমযান মাস থেকে, বিভিন্ন শহরের লোকজন একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে শাওয়াল মাসে, জ্বিলকদ মাসে অন্য এলাকার মধ্যে সামরিক স্থাপনা ফলবে এবং জিলহজ্ব মাস আসলে একে অপরের উপর হামলা করবে, অর্থাৎ চুড়ান্ত লড়াই শুরু হয়ে যাবে। সে বৎসরই হাজিদের উপর আক্রমণ করা হবে।

হাদিস নং ৬৫৪

কাসীর ইবনে মুররা থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, ফিৎনার সূচনা হবে রমযান মাস থেকে, মারাত্মক গোলযোগ হবে শাওয়াল মাসে, অন্য শহরের উপর হামলে পড়বে জিলক্বদ মাস আসলে, চুড়ান্ত লড়াই শুরু হয়ে যাবে জিলহজ্ব মাসে এবং ফায়সালা হবে মুহাররম মাসে। অতঃপর তিনি বলেন, আমি দীর্ঘ সত্তর বৎসর থেকে এমন ফিৎনার সূচনা দেখতে অপেক্ষায় আছি।

হাদিস নং ৬৫৫

খালেদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মোয়াবিয়া (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তুমি মানুষকে নিজের সিদ্ধান্তের উপর পুরোপরি সন্তুষ্ট হয়ে আশ্চর্য্য প্রকাশ করতে দেখবে, তখন মনে করবে তার লাঞ্ছনা অবধারিত।

১৫ শামের ফিৎনার সূচনা

হাদিস নং ৬৫৫

আব্দুর রহমান ইবনে যুবায়ের ইবনে নুফাইর, রোমের সম্রাট থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাদের এবং আরববাসীদের উদাহরণ হচ্ছে, সেই ব্যক্তির ন্যায়, যার একটি ঘর ছিল এবং সেই ঘরে একটি গোত্রকে থাকতে দিয়ে বলল, তোমরা শান্তি-শৃংঙ্খলা বজায় রেখে এখানে অবস্থান করবে। খবরদার! কোনো ধরনের ফিৎনা-ফাসাদ এবং বিশৃংঙ্খলা করবে না। যদি এরকম কিছুর আভাস পাই তাহলে কিন্তু তোমাদেরকে বের করে দিব। তারা অনেক দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করল। অতঃপর কিছুদিন পর জানা গেল যে, তারা বিভিন্ন ধরনের বিশৃংঙ্খলায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে। যার কারণে তাদেরকে বের করে দিয়ে অন্য আরেক গোত্রকে থাকতে দিল এবং পূর্বের লোকদের থেকে যেমন শর্ত নিয়েছিল এদের উপরও কোনো ধরনের বিশৃংঙ্খলা না করার শর্ত আরোপ করে। ঘর হচ্ছে, শাম দেশ। ঘরের মালিক হচ্ছে আল্লাহতা'আলা। আর ঘরে অবস্থাকারী হচ্ছে, বনী ইসরাঈল। তারা দীর্ঘদিন পর্যন্ত শামের বাসিন্দা ছিল। অতঃপর তারা বিভিন্ন ধরনের ফিৎনা-ফাসাদ ও বিশৃংঙ্খলায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। যার কারণে মালিক জানতে পেরে তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়। এরপর সেখানে আমরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত অবস্থান করতে থাকি। পরবর্তিতে আমাদের খবর জানা গেল, আমরাও নানান ধরনের বিশৃংঙ্খলায় লিপ্ত হয়ে গিয়েছি। যার কারণে আমাদেরকে বের করে দিয়েছে।

হে আরববাসী তোমাদেরকে যদি থাকতে দেয়া হয়। যদি তোমরা ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারো, তাহলে তোমরাই হবে এর স্থায়ী বাসিন্দা। আর যদি তোমরাও ফিৎনা-ফাসাদ এবং গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে যাও তাহলে তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত তোমাদেরকেও বের করে দেয়া হবে।

হাদিস নং ৬৫৬

কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। শাম দেশে মোট তিন ধরনের ফিৎনা দেখা দিবে। একটি ফিৎনা হচ্ছে, অবাধ রক্তপাতের ফিৎনা। দ্বিতীয় ফিৎনা হচ্ছে, আত্নীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন ও সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার ফিৎনা। উক্ত ফিৎনার সাথে সম্পৃক্ত হবে মারিবের ফিৎনা, যা মূলতঃ অন্ধ ফিৎনা হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করবে।

হাদিস নং ৬৫৭

ইবনে কুররা তার পিতা কুররা ইবনে হায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, “শামবাসী ধ্বংস হলে আমার উম্মতের জন্য তেমন কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না।”

হাদিস নং ৬৫৮

ইবনে ফাতেক আসাদী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শামবাসীরা জমীনে আল্লাহতা'লার পক্ষ থেকে শাস্তি দেয়ার যন্ত্র বেত এর ন্যায়, যাদের সহায়তায় যার থেকে ইচ্ছা প্রতিশোধ নিতে পারে। মুনাফিকদের জন্য মুসলমানদের উপর বিজয়ী হওয়া হারাম, এবং তারা চিন্তিত ও পেরেশান অবস্থায় মারা যাবে।

হাদিস নং ৬৫৯

সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, প্রত্যেক ফিতনা বড়ই কঠিন। এবং সেই ফিতনাই একদিন প্রকাশ পাবে শাম নামক দেশটিতে। আর যখন উক্ত শামদেশে ফিতনার উদ্ভব হবে তখনই চতুর্দিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে।

হাদিস নং ৬৬০

কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রতিটি ফিৎনা প্রাথমিক অবস্থায় থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা শাম দেশে প্রকাশ হবে না। যখনই শাম দেশে উক্ত ফিৎনা দেখা দিবে তখন বুঝতে হবে, সেটা চূড়ান্ত রুপ নিয়েছে।

হাদিস নং ৬৬১

আবুল আলিয়া (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে লোক সকল! যতক্ষণ পর্যন্ত শামের দেশের দিক থেকে কোনো ফিৎনা আসবে না, ততক্ষণ তোমরা সেটাকে কোনো ফিৎনাই মনে করো না। যখনই শামের দিক থেকে ফিৎনা আসবে, সেটাই হবে অন্ধ ফিৎনা।

হাদিস নং ৬৬২

কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, পশ্চিমদিকের দ্বারা বুঝা যায় যে, সেটা হবে অন্ধকার ফিৎনা।

হাদিস নং ৬৬৩

সাফওয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সিফ্‌ফিন যুদ্ধের দিন জনৈক লোক শামবাসীদেরকে লা'নত করলে সাথে সাথে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, থামো! শামবাসীদেরকে কক্ষনো লা'নত করো না। তারা বিরাট এক বাহিনী, নিঃসন্দেহে আব্দাল তাদের থেকে প্রকাশ পাবে।

হাদিস নং ৬৬৪

আলী ইবনে আবু তালহা, কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহতা'আলা এ পৃথিবীকে পাখির মত করে সৃষ্টি করেছেন এবং তার উভয় ডানা থেকে একটি রেখেছেন পূর্বদিকে, অন্যটি পশ্চিম দিকে। মাথাটি রেখেছেন শাম দেশে এবং মাথার সামনের অংশ যেটার সাথে পাখির ঠোঁট রয়েছে সেটা রাখা হলো হিমস শহর। অতঃপর যখনই তার ঠোঁট

দ্বারা মানুষকে আঘাত করবে এবং তার আঘাত দিমাশক পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। মূলতঃ সেখানেই থাকবে তার অন্তর। যখন তার অন্তর নাড়াচড়া দিয়ে উঠবে, তখনই তার শরীরে শিহরণ দেখা দিবে। তার মাথার জন্যও দুটি অংশ থাকবে, একটি অংশ হবে দিমাশকের পূর্বাকাশে, অন্যটি হবে পশ্চিমাকাশে, যা হিমসের দিকে থাকবে, সেটা হবে মূলতঃ ভারী অংশ। অতঃপর ধীরে ধীরে মাথার অংশটি উভয় ডানার পালকগুলো উপড়ে ফেলতে থাকবে।

হাদিস নং ৬৬৫

সুলায়মন ইবনে হাতেব হিময়ারী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে শাম দেশে নানান ধরনের ফিৎনা প্রকাশ পাবে। সেখানে ফিৎনা এমনভাবে আসবে যেন কূপের ভিতর পানি পতিত হচ্ছে, যা তোমাদের কাছে খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এবং তোমরা ক্ষুধার কারণে অত্যন্ত লজ্জিত হবে। সে সময় রুটির ঘ্রাণ মেশকের ঘ্রাণ থেকেও বেশি পছন্দনীয় হয়ে উঠবে।

হাদিস নং ৬৬৬

আবু আব্দুর রব তাবী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি এরশাদ করেন, যখন তুমি শামে আকাশচুম্বি ভবন নির্মাণ হতে দেখবে এবং সেখানে এমন ধরনের গাছ লাগানো হবে, যা হযরত নূহ (আঃ) এর যুগেও লাগানো হয়নি, তাহলে বুঝতে হবে তোমাদের প্রতি ফিৎনা ধেয়ে আসছে।

হাদিস নং ৬৬৭

কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পৃথিবীর মূল বা মাথা হচ্ছে, শাম দেশে। তার উভয় ডানা হচ্ছে, মিশর এবং ইরাকে। এবং লেজ হচ্ছে, হেজাজ ভূমিতে। আর সেই লেজের উপর বাজ পাখিরা মলত্যাগ করবে।

হাদিস নং ৬৬৮

কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন পর্যন্ত মানুষ মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হতে থাকবে। যখনই এভাবে মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ, শাম

দেশ আক্রান্ত হবে, তখনই মানুষ ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত হতে থাকবে। হযরত কা'ব (রহঃ) কে মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বললেন, মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, শাম দেশ বিরান হয়ে যাওয়া।

হাদিস নং ৬৬৯

কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শাম দেশের বিরান হওয়ার প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ বিরান ও ধ্বংসে পরিণত হয়ে যাবে।

হাদিস নং ৬৭০

আবু হারুন আবদী (রহঃ) নউফ বুকালী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি এরশাদ করেন, বসরাহ এবং মিসর পৃথিবীর যেন দুইটি ডানা। যখনই উভয় দেশ আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে, তখনই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

হাদিস নং ৬৭১

আবুল মুহাজ্জাম (রহঃ) বলেন, আমি বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, এ পৃথিবীটি হচ্ছে একটি পাখির ন্যায় এবং মিসর এবং বসরা হচ্ছে তার দুটি ডানা। যখনই উভয় দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে তখনই কিয়ামত সংঘটিত হবে। অর্থাৎ গোটা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।

হাদিস নং ৬৭২

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, শাম দেশে এমন ফিৎনা প্রকাশ পাবে যার দ্বারা পৃথিবী থেকে ভালো ও নেককার লোকের সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং খারাপ ও বদকার লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

হাদিস নং ৬৭৩

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শাম দেশে ব্যাপক ফিৎনা দেখা দিবে। যখনই উক্ত দেশের কোনো প্রান্তের ফিৎনা একটু শান্ত হবে, তখনই অন্য প্রান্তে উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। এভাবে চলতে থাকবে যা কখনো স্থিতিশীল হবে না। এক পর্যায়ে একজন ঘোষক আসমান থেকে ঘোষণা করবে, হে লোকসকল! নিঃসন্দেহে অমুক হচ্ছে, তোমাদের আমীর।

হাদিস নং ৬৭৪

সাহাবী হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহতা'আলা এক হাজার উম্মত সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে ছয়শত জল ভাগে এবং চারশত হচ্ছে, স্থল ভাগে। এদের থেকে সর্বপ্রথম ফড়িং জাতীয় উম্মত বিলুপ্ত হবে। উক্ত ফড়িং বিলুপ্ত হওয়ার সাথে সাথে মুক্তা গাঁথা সুতা কেটে দিলে যেমন মুক্তাগুলো একের পর এক ঝরে পড়তে থাকে, তেমনিভাবে এ উম্মতের উপরও ধ্বংস নেমে আসবে।

হাদিস নং ৬৭৫

সুলাইমান ইবনে হাতেব হিময়ারী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক লোক প্রায় চল্লিশ বৎসর হতে হযরত কা'ব থেকে শুনে আসছে যে, তিনি বলেন, যখন ফিলিস্তিন দেশে ফিৎনা ব্যাপক আকার ধারণ করবে, তখন কূপ বা কলসিতে পানি গড়িয়ে পড়ার ন্যায় শামের দিকে বিভিন্ন ধরনের ফিৎনা ধেয়ে আসবে। অতঃপর তাদের সামনে সবকিছু উম্মোচন হয়ে যায়, অথচ তখন তোমরা খুবই লজ্জিত ও নগণ্য জাতি হবে।

হাদিস নং ৬৭৬

সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চতুর্থ ফিৎনা হচ্ছে, অন্ধকার অন্ধত্বপূর্ণ ফিৎনা, যা সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় উত্তাল হয়ে আসবে। আরব অনারবের কোনো ঘর বাকি থাকবে না, প্রত্যেক

ঘরেই উক্ত ফিৎনা প্রবেশ করবে। যার দ্বারা তারা লাঞ্ছিত অপদস্ত হয়ে যাবে। সে ফিৎনাটি শাম দেশে চক্কর দিতে থাকলেও রাত্রিযাপন করবে ইরাকে। তার হাত-পা দ্বারা আরব ভূখন্ডের ভিতরে বিচরণ করতে থাকবে। উক্ত ফিৎনা এ উম্মতের সাথে চামড়ার সাথে চামড়া মিশ্রিত হওয়ার ন্যায় মিশ্রিত হয়ে যাবে। তখন বালা-মুসিবত এত ব্যাপক ও মারাত্নক আকার ধারণ করবে যার দ্বারা মানুষ ভালো খারাপ নির্ণয় করতে সক্ষম হবে না। ঐ মুহুর্তে কেউ উক্ত ফিৎনা থামানোরও সাহস রাখবে না। একদিকে একটু শান্তির সুবাতাস বইলেও অন্যদিকে তীব্র আকার ধারণ করবে। সকালে কেউ মুসলমান থাকলেও সন্ধা হতে হতে সে কাফের হয়ে যাবে। উক্ত ফিৎনা থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। কিন্তু শুধু ঐ লোক বাঁচতে পারে, যে সমুদ্রে ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায় করুন সুরে আকুতি জানাতে থাকে। সেটা প্রায় বারো বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। এক পর্যায়ে সকলের কাছে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ইতোমধ্যে ফুরাত নদীতে স্বর্ণের একটি ব্রিজ প্রকাশ পাবে। যা দখল করার জন্য সকলে যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে এবং প্রতি নয় জনের সাতজন মারা পড়বে।

হাদিস নং ৬৭৭

হযরত ইবনে আউন, বিশিষ্ট তাবেঈ মুহাম্মদ ইবনে সীরিন (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি কোথাও বসলে, উপস্থিত লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতেন, খুরাসানের দিক থেকে কি কোনো সংবাদ এসেছে? শামের দিক থেকে কোনো সংবাদ এসেছে কি? হাদীস বর্ণনাকারী বলেন জমরা ইবনে শাউযাব, মুহাম্মদ ইবনে সীরিন থেকে বর্ণনা করেছেন, আলা ইবনে যিয়াদের মেয়েদেরকে শাম থেকে ইতিপূর্বে বিতাড়িত করা হয়েছে। যা শুনে আমরা বলতে থাকলাম, নিঃসন্দেহে শাম দেশে মারাত্মক কোনো অঘটন ঘটেছে।

১৬ নিম্ন শ্রেণীর লোকজনের জয়লাভ করা প্রসঙ্গে

হাদিস নং ৬৭৮

বকর ইবনে সাওয়াদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা খাসআম গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আসলে তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি কিছু স্বপ্নে দেখেছ? উত্তরে তাঁরা না করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দেখলে অবশ্যই আমাকে জানাবে। এক পর্যায়ে তারা বলল, স্বপ্নে আমরা এমন একটি গাধা দেখতে পেয়েছি যার চার পা উপরের দিকে হয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল, আমরা চিন্তা করেছি এর ব্যাখ্যা এভাবে হতে পারে যে, নিম্ন ও নিকৃষ্টতম শ্রেণীর লোকজন জয়লাভ করবে এবং সম্মানিত লোকজন পরাজিত হবে। তাদের ব্যাখ্যার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। উক্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা তোমাদের ব্যাখ্যার ন্যায়।

হাদিস নং ৬৭৯

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, শাম দেশে ফিৎনা এত বেশি তীব্র আকার ধারণ করবে যার দ্বারা সমাজের সম্মানী লোকজন প্রথমে বিজয়ী হবে। অবশ্যই সেটা খুবই অল্প সময়ের জন্য থাকবে। অতঃপর নিম্ন শ্রেণীর লোকজন জয়লাভ করতে থাকবে। যাদের জ্ঞানবুদ্ধি হবে খুবই কম। তারা সম্মানী লোকদেরকে কৃতদাস বানিয়ে রাখবে, যেমন পূর্ববর্তী যুগের লোকজন গোলাম বানিয়ে রাখতো।

হাদিস নং ৬৮০

কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি প্রতিটি মুক্তা পানির ফোঁটা হয়ে ভেসে যেত কতই না ভালো হতো। অতঃপর তিনি বলেন, লোকজন বকরির বিরাট পাল লালন-পালন করতে থাকবে এবং ঐ ছাগল পাল গর্ভবতীও হবে। যার ফলে তারা অনেক সম্পদশালী হয়ে উঠলে ধীরে ধীরে সমাজ, জামাআত এবং মসজিদ বিমুখ হতে থাকবে। প্রথমেই তারা এগুলো বর্জন করবে। এদিকে আল্লাহতা'আলা য্খনই কোনো নবী রাসূল ও খলীফা প্রেরণ করতেন, প্রথমেই তাদেরকে গ্রামবাসীদের নিকট প্রেরণ করতেন। অবশ্যই তারা সম্পদশালী কিংবা শহরবাসীদের প্রতি তেমন মনোযোগী ছিলেন না। যখন আল্লাহতা'আলা তাদেরকে সমাজ, জামা'আত এবং মসজিদ বিমূখ দেখলেন তখন তাদের কাছে এমন এক গোত্রকে প্রেরণ করলেন যারা প্রথমে তাদেরকে অধীন করে নেয় এবং তাদের সাথে আরবী ভাষায় কথোপকথোন করে, আর তাদেরকে সম্মানী বানাতে চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে তারা আবারো মসজিদ ও জামা'আতমূখী হয়ে যায়। যার কারণে অনারবের বেশি লোককে কয়েদী ও বন্দি করা সম্ভব হয়নি। যদি তারা তাদের অধীনস্থদের বন্দি করা শুরু করতেন, তাহলে প্রতি দশজনের নয়জনকে হত্যা করতে পারতেন। কিন্তু না তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো উচ্চতা, সম্মান ও সম্ভ্রান্তের প্রতি। আল্লাহর কসম! তারপরও তারা পরিপূর্ণভাবে সাচ্ছন্দতা পেয়ে মৃত্যুবরণ করবে না।

হাদিস নং ৬৮১

আবুজ্ জাহিরিয়্যাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের অবস্থা কেমন হবে? যখন তোমাদের গ্রামবাসীদের লোকজন তোমাদের ভিতরে প্রবেশ করে তোমাদের ধনসম্পদের মধ্যে শরীক হয়ে যাবে এবং তোমাদের কেউ তাদেরকে বাঁধা দিতে পারবে না। যার কারণে কেউ বলে থাকে, 'যত বেশি সময় তোমরা সম্পদশালী ছিলে, আমরা তত বেশি সময় পর্যন্ত দুর্ভাগ্যতে ছিলাম'।

হাদিস নং ৬৮২

ইয়া ইবনে জাবের (রহঃ) বলেন, তোমাদের গ্রামবাসীরা তোমাদের থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তোমাদের মাঝে কল্যাণ বাকি থাকবে। তাছাড়া কল্যাণ তোমাদের সাথে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত বহন করার মত পিঠ তোমাদের সাথে থাকবে।

হাদিস নং ৬৮৩

জাহরিয়্যাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের জিম্মিদের মাঝে এমন কোনো গোত্র জন্ম লাভ করবে না যারা বালা-মুসিবতের দিক দিয়ে মাশরিকবাসীদের থেকে কঠোর হবে। যারা লবণ এবং পানি বিশিষ্ট হবে। নিঃসন্দেহে তাদের মহিলাদের থেকে কোনো মহিলা তার আঙ্গুল দ্বারা অন্য মুসলিম মহিলার পেটে আঘাত করে গালিসূলভ বলবে, হ্যাঁ আমাদেরকে কর (Tax) দাও।

হাদিস নং ৬৮৪

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি আমি তোমার গোত্রের সাথে বের হই, অতঃপর বলেন, মাআশাল্লাহ! আমি একশত পঁচিশ নামাযকে যদি পাঁচ নামাযের উপর ছেড়ে দিই। অতঃপর সাঈদ বললেন, আমি কা'বে আহবারকে বলতে শুনেছি, যদি এ দুধগুলো পানির ফোঁটাতে পরিণত হয়, কতই না ভালো হতো। তাকে বলা হলো, সেটা কীভাবে? তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে কুরাইশগণ পর্বতের উঁচু স্থানে আরোহণ করে উটের পিছনে ছুটতে থাকে এবং শয়তান একজনের সাথে এবং শয়তান দুইজন থেকে অনেক অনেক দূরে।

হাদিস নং ৬৮৫

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "কল্যাণ তোমাদের সাথে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের গ্রামবাসিরা শহরবাসীদের

থেকে অমুখাপেক্ষী থাকবে। যদি তারা তোমাদের কাছে আসে তাহলে তোমরা তাদেরকে নিষেধ করো না। যেহেতু তোমাদের কাছে সম্পদের ছড়াছড়ি থাকবে। তারা বলবে, দীর্ঘদিন থেকে আমরা ক্ষুধার্ত, অথচ তোমরা তৃপ্ত সহকারে খেয়ে যাচ্ছ এবং দীর্ঘদিন হতে আমরা কষ্ট শিকার করে যাচ্ছি অথচ তোমরা স্বাচ্ছন্দবোধ করে যাচ্ছ। অতঃপর আজকে আমরা তোমাদের সহানুভূতি দেখাচ্ছি।”

হাদিস নং ৬৮৬

হাসান বসরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, “তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজের নিষেধ করবে অন্যথায় আল্লাহতা’আলা তোমাদের বিরুদ্ধে অনারব থেকে এমন এক দুশমন পাঠাবেন, যারা তোমাদের ঘাড়ের উপর আক্রমণ করবে এবং তোমাদের যাবতীয় সম্পদ ভক্ষণ করে নিয়ে যাবে। অন্যথায় তোমরা দৃঢ় পদক্ষেপকারী সিংহের আকার ধারণ করবে”।

হাদিস নং ৬৮৭

আমের (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে আশআছকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের পূর্বে এমন কিছু বিষয় প্রকাশ পাবে, যার দ্বারা বোকা ও নির্বোধ লোক ও জ্ঞানীকে পথপ্রদর্শন করতে চেষ্টা করবে।

হাদিস নং ৬৮৮

ইবনুল আস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন কিছু বিষয় প্রকাশ পাবে যার দ্বারা বুঝা যাবে যে, নির্বোধ ও বোকা টাইপের লোকও বিচক্ষণ লোকের জন্য পথপ্রদর্শনকারী হবে এবং বেকুব লোকও জ্ঞানী লোককে পথ দেখাবে।

হাদিস নং ৬৮৯

সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, নিঃসন্দেহে প্রত্যেক মাখলুকই দৌলতপ্রাপ্ত হবে। সম্পদশালীরা অভাবীর উপর বেশি প্রাধান্য পাবে। অতঃপর শেষ যামানায় মানুষের মধ্যে যারা বেকুব ও অভাবী, তারা

পথপ্রদর্শনকারী সাব্যস্ত হবে। এক পর্যায়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে, সম্মানিত কারা? সময় ও পরিবর্তন এভাবে চলতে থাকবে, হঠাৎ করে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। অতঃপর কিয়ামত অতি নিকটে ও দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হবে।

হাদিস নং ৬৯০

সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি কুরআনের বাণী (আয়াত...) এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, তার আশপাশ থেকে কল্যাণ চলে যাবে। অর্থাৎ, শাম দেশ কিংবা পৃথিবীর কোথাও কোনো ধরণের কল্যাণ থাকবে না।

হাদিস নং ৬৯১

আমর ইবনে কাইস (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন, নিঃসন্দেহে কিয়ামতের আলামত হচ্ছে, দেশের প্রতাপশালীরাই একমাত্র পৃথিবীতে থাকবে, অন্য ভালো ও নেককারদেরকে উঠিয়ে নেয়া হবে। এবং মুনাফেকদেরকেই প্রত্যেক গোত্রের সরদার বানানো হবে।

হাদিস নং ৬৯২

হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামত সংঘঠিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজের যাবতীয় দায়িত্ব এমন লোকের হাতে ন্যস্ত করা হবেনা, কিয়ামতের দিন একটি যব পরিমাণও যার মূল্য থাকবেনা।

হাদিস নং ৬৯৩

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, “তোমাদের কি অবস্থা হবে? যখন তোমাদের মাঝে এমন যুগ আসবে, যা মানুষকে চালনির ন্যায় চালতে থাকে,

যার দ্বারা মানুষ নানান ধরনের মুসিবতের সম্মুখিন হয়ে ধ্বংস হতে থাকবে এবং নিকৃষ্টতম মানুষই একমাত্র ভালো থাকবে। এমন অবস্থা দেখা দিতে থাকলে তোমরা সৎকাজকে আঁকড়িয়ে ধর এবং অসৎকাজ থেকে দূরে থাক। বিশেষ মানুষের প্রতি ধাবিত হও এবং সর্বসাধারণ থেকে দূরে সরে থাকো।

হাদিস নং ৬৯৪

সাফওয়ান ইবনে আমর (রহঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস থেকে শুনে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন, তোমাদের অবস্থা কেমন হবে? যখন এমন একযুগ আসবে, বিশজন কিংবা তার থেকে অধিক লোক দেখা গেলেও তাদের মধ্যে আল্লাহকে ভয় করে এমন কাউকে পাওয়া যাবে না।

হাদিস নং ৬৯৫

উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, “নিঃসন্দেহে আমি আমার উম্মতের ক্ষেত্রে দুধের ব্যাপারে মদ থেকেও বেশি আশংকা করছি। একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা কীভাবে হতে পারে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারা দুধকে এত বেশি পছন্দ করবে, যার কারণে জামাআত থেকে অনেক দূরে সরে যাবে এবং ধীরে ধীরে জামাআত ত্যাগ করতে থাকবে।”

হাদিস নং ৬৯৬

কাসীর ইবনে মুররা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, “কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে, অযোগ্য লোক এ পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করবে এবং নিকৃষ্টতম লোকদেরকে সম্মানিত করবে ও সম্মানিদেরকে অপদস্ত করবে।”

হাদিস নং ৬৯৭

কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তুমি কুরাইশের আচরণে আরববাসীকে লজ্জিত হতে দেখবে। অতঃপর সমাজের বিত্তবানদেরকে লজ্জিত হতে দেখবে, আরববাসীদের কারণে এবং পৃথিবীর মুসলমানদেরকে অপমান হতে দেখবে সমাজের বিত্তবানদের কারণে। তাহলে বুঝতে হবে, তোমাকে কিয়ামতের যাবতীয় আলামত গ্রাস করে নিয়েছে। উক্ত হাদীসে বর্ণনাকারী কুরাইব (রহঃ) বলেন, আমি আবু ইসহাককে বললাম হযরত হোজাইফ ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু তো আমাদেরকে 'আহমারাইন' সম্বন্ধে বলেছেন। সেটা কি জিনিস? জবাবে তিনি বললেন, সেটা তখনই হবে য্খন কলমের সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যাবে এবং কেউ আর সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনাকারী থাকবে না।

১৭ ফিৎনার স্থান প্রসঙ্গে

হাদিস নং ৬৯৮

আম্মার ইবনে ইয়সির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তুমি শামবাসীকে হযরত মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হতে দেখবে তখন তোমরা মক্কার দিকে ধাবিত হতে থাকো।

হাদিস নং ৬৯৯

খলীফা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সুফিয়ানীরা বিজয়ী হতে থাকবে, তখন উক্ত বালা মুসিবত থেকে অবরুদ্ধকালীন ধৈর্যশীলরা ছাড়া অন্য কেউ মুক্তি পাবে না।

হাদিস নং ৭০০

সাঈদ ইবনে মুহাজির আল ওসসাবীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যখন মাগরিবের পক্ষ থেকে ফিৎনা আসতে থাকবে তখন তোমরা ইয়ামানের দিকে যাত্রা করতে থাকো, কেননা উক্ত ফিতনা থেকে তোমাদেরকে পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ রক্ষা করতে পারবে না।

হাদিস নং ৭০১

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন পশ্চিম দিক থেকে ফিৎনা প্রকাশ পাওয়ার পাশাপাশি পূর্বদিক থেকেও ফিৎনা আসতে থাকে তখন তোমরা শাম দেশে গিয়ে আত্মরক্ষা কর। ঐ মূহুর্তে জমিনের নিচের অংশ উপরিভাগ থেকে অনেক উত্তম।

হাদিস নং ৭০২

কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জমিনের পেট তখন পিঠের চেয়ে অনেক উত্তম হবে উপরের অংশ থেকে।

হাদিস নং ৭০৩

সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, “যখন পূর্ব-পশ্চিম উভয় দিক থেকে ফিৎনা আসতে থাকবে, তখন সে ফিৎনা থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। তবে ঐ লোকের বাঁচার আশা করা যায়, যে খুবই গোপনীয়তার সাথে জীবনযাপন করে। জনসমক্ষে আসলেও কেউ চিনতে পারেনা, কোথাও বসার পর উঠে চলে গেলে তাকে খোঁজা হয় না। আর ঐ ব্যক্তির মুক্তির আশা করা যায়, যে, পানিতে ডুবন্ত মানুষের ন্যায় শেষ আর্তনাদ হিসেবে ক্ষীণস্বরে সাহায্যের আকুতি জানাতে থাকে। এ দুই দল ব্যতীত অন্য কেউ বাঁচতে পারবে না।”

হাদিস নং ৭০৪

কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন চতুর্দিক থেকে ফিৎনা ধেঁয়ে আসবে তখন তুমি শীতকালীন পিঁপড়ার ন্যায় নিজের আত্নরক্ষার জন্য একটি স্থান খুঁজতে থাক। তবে সেটা হতে হবে অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে। বিন্দু মাত্রও প্রকাশ পেতে পারবে না। এ ধরনের ফিৎনা থেকে আত্নরক্ষার সর্বোত্তম স্থান হচ্ছে, মদীনা, হেজাজ এবং তার পার্শ্বের অন্যান্য এলাকা খুবই উত্তম অন্য এলাকা থেকে।

হাদিস নং ৭০৫

নজীব ইবনে সারী (রহঃ) বলেন, একদিন সায়্যিদুনা হযরত ঈসা (আঃ) খলীল পাহাড়ের নিকটে গিয়ে সেখানের বাসিন্দাদের জন্য তিন ধরনের দোয়া করতে গিয়ে বলেন, হে আল্লাহ! এ এলাকায় ভীতসন্ত্রস্থ হয়ে কেউ আসলে যেন এখানে নিরাপদ থাকে এবং উক্ত এলাকার বাসিন্দাদের উপর যেন কখনো চতুস্পদ জন্তুকে চাপিয়ে দেয়া না হয়। আর পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলেও যেন এ এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা না যায়।

হাদিস নং ৭০৬

ওজীন ইবনে আতা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "খলীল পাহাড়টি খুবই সম্মানিত পাহাড়। বনী ইসরাঈলের মধ্যে কোনো এক সময় মারাত্নক কোনো ফিৎনার আশংকা দেখা দিলে, আল্লাহতা'আলা তৎকালীন নবীদের প্রতি ওহি পাঠালেন যে, তোমরা তোমাদের দ্বীনের হেফাজত করতে হলে খলীল পাহাড়ের নিকট গিয়ে আত্নরক্ষা করতে থাকো।"

হাদিস নং ৭০৭

উমাইর ইবনে হানী আনাসী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। আমার কাছে সংবাদ এসেছে, আমার বন্ধুদেরকেও খলীল পাহাড়ের মধ্যে নিজের জন্য বাসস্থান

বানিয়ে নেয় এবং সকলের ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হয়। কেন তার এ সিদ্ধান্ত জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, কারণ হচ্ছে, অতি সত্ত্বর এখানে মিশরবাসীরা আগমন করবে, হয়তো তাদের দেশের নীল নদীর প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে, না হয় নীল নদীর পানি এতবেশি উচ্চতায় প্রবাহিত হবে যার কারণে মিশরবাসীরা ডুবে যাবে, এমন কি উক্ত পানি খলীল পাহাড়ের পর্বতের চূড়াকেও স্পর্শ করার আশংকা রয়েছে।

হাদিস নং ৭০৮

আব্দুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উল্লেখিত ফিৎনাকালীন কোনো অবস্থাতেই কেউ মুক্তি পাবে না তবে যারা অবরোধকালীন ধৈর্যধারণ করবে তাদের মুক্তির কিছুটা আশা করা যেতে পারে। সুফিয়ানীদের জন্য নির্ধারিত আশ্রয়স্থল, যেটা মূলতঃ আল্লাহতা'আলার রহমতের মাধ্যমে নির্ধারিত। অনারবের তিনটি শহর, প্রথমতঃ প্রশস্ত উপত্যকার পার্শ্বে অবস্থিত শহর, যার নাম হচ্ছে, 'এন্তাকিয়া'। দ্বিতীয় শহর হচ্ছে, যেটা 'ফুরস' হিসেবে প্রসিদ্ধ। তৃতীয় আরেকটি শহর যেটা, 'সামিসাত' নামে পরিচিত। তাছাড়া অন্য আরেকটি এলাকা হচ্ছে, এমন এক পাহড়, যা রোমবাসীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে সমৃদ্ধ, যার নাম হচ্ছে, 'আল-মুতাক'।

হাদিস নং ৭০৯

কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিমস হচ্ছে, ঐসব সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের শহীদগণ সত্তর জনের জন্য সুপারিশ করবেন, দিমাশকবাসীরা হচ্ছেন, যাদেরকে জান্নাতে সবুজ কাপড় দ্বারা পরিচিত করা যাবে। অন্য দিকে জর্দানের সৈন্যরা কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া পাবেন। ফিলিস্তিনের অধিবাসীরা হচ্ছেন, যাদের দিকে আল্লাহতা'আলা দৈনিক দু'বার দৃষ্টি দিয়ে থাকেন।

হাদিস নং ৭১০

আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন, "পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মিশর এবং ইরাক ধ্বংস হয়ে যাবে। হে আবু যর! যখন তুমি দেখতে পাবে, বাড়ি-ঘরের উচ্চতা সিলা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে, তাহলে শাম দেশকে আঁকড়িয়ে ধরবে।" আমি বললাম, যদি তারা আমাকে সেখান থেকে বের করেও দেয় তাহলেও কি আমি সেখানে যাবো? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমাকে তারা যেখানে তাড়িয়ে নিয়ে যায় সেখানে চলে যেতে সংকোচবোধ করো না।"

হাদিস নং ৭১১

কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিমস এলাকার শহীদগণ সত্তর হাজার মানুষের জন্য সুপারিশ করবেন, অন্যদিকে দিমাশকবাসীদেরকে আল্লাহতা'আলা কিয়ামতের দিন সবুজ কাপড় পরিধান করাবেন। জর্ডানের অধিবাসীদেরকে কিয়ামতের দিন আল্লাহতা'আলা তার আরশের নিচে ছায়া দান করবেন। ফিলিস্তিনবাসীদের প্রতি আল্লাহতা'আলা প্রত্যেকদিন তিনবার করে দৃষ্টি দেন।

হাদিস নং ৭১২

কাসীর ইবনে মুররা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "শাম দেশে ইসলামের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে। আল্লাহতা'আলা তার বান্দাদের থেকে যারা উৎকৃষ্টমানের তাদেরকে সেদিকে ধাবিত করবেন। একমাত্র বঞ্চিত লোকদেরকেই সেখান থেকে বিতাড়িত করবেন। শামদেশের প্রতি আল্লাহতা'আলার বিশেষ দৃষ্টি নিবন্ধিত থাকে। যার দ্বারা সেখানে ছায়া-বৃষ্টি সবকিছু যথাযথভাবে পাওয়া যায়। তারা সম্পদশালী না হলেও কখনো রুটি এবং পানির জন্য কষ্ট পাবে না।"

হাদিস নং ৭১৩

শুরাইহ ইবনে উবাইদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কা'বকে হিমস এবং দিমাশক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দিলেন, দিমাশক হচ্ছে, রোম দেশের মুসলমানদের আশ্রয়স্থল। সেখানের ষাঁড় রাখার স্থান হিমসের বড় এলাকার চেয়েও উত্তম। কেউ যদি দাজ্জাল থেকে মুক্তির আশা করে সে যেন 'আবু ফাতরাছ' নামক ঝর্ণার পাশে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। যদি তুমি খুলাফাদের সমান মর্যাদা লাভ করতে চাও তাহলে দিমাশকে অবস্থান কর। আর যদি জিহাদ এবং কষ্ট শিকার করতে চাও তাহলে হিমস নামক এলাকাতে অবস্থান করতে থাক। বর্ণনাকারী সাফওয়ান বলেন, আমাদেরকে আবুজ জাহিরিয়্যাহ (রহঃ) হযরত কা'ব থেকে বর্ণনা করেন, যুদ্ধবিগ্রহকালীন মুসলমানদের আশ্রয়স্থল হচ্ছে, দিমাশক। দাজ্জাল থেকে মুক্তির স্থান থেকে আবু ফাতরাছ ঝর্ণা আর তূর পাহাড় হচ্ছে, ইয়াজুজ-মাজুজ থেকে আশ্রয় গ্রহণের একমাত্র জায়গা।

হাদিস নং ৭১৪

কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির মত তোমাদেরকে নানান ধরনের ফিৎনা গ্রাস করে নিবে। মাশরিক মাগরিবের মুসলমানদের প্রতিটি ঘরে উক্ত ফিৎনা প্রবেশ করবে। কা'ব (রহঃ) এর কাছে উক্ত ফিৎনা থেকে মুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তিনি বলেন, একমাত্র তারাই মুক্তি পাবে যারা, লেবানানের ছায়াতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। যেসব মুসলমান লেবানান এবং তার পার্শ্ববর্তী সমুদ্রের নিকটে গিয়ে অবস্থান করবে তারা উক্ত ফিৎনা থেকে নিরাপদে থাকবে। এভাবে চলতে চলতে যখন ১২২ হিজরী সন আসবে তখন আমার এবং অন্যান্য সকল ঘর ধ্বংস হয়ে যাবে।

হাদিস নং ৭১৫

জমরা ইবনে হাবীব থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, ধ্বংসকারী ফিৎনা থেকে মুক্তি পাবে একমাত্র হেজাজ এবং নদীর পাশে অবস্থানকারী লোকজন।

হাদিস নং ৭১৬

আবুজ জাহিয়্যাহ (রহঃ) কাসীর ইবনে মুররা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে শাম দেশ ইসলাম এবং মুসলমানদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল। তিনি এ কথাটি তিনবার বলেন। আল্লাহতা'আলা তার বান্দাদের থেকে যারা উৎকৃষ্টমানের রয়েছেন তাদেরকে শাম দেশের দিকে নিয়ে যাবেন। বঞ্চিত লোকজনই শামদেশের সাথে দূরত্ব বজায় রাখবে আর ফিৎনাবাজরাই শাম দেশকে উপেক্ষা করবে। উক্ত দেশের প্রতি ছায়া দান এবং বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষেত্রে পৃথিবীর সূচনা লগ্ন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহতা'আলার সুদৃষ্টি থাকবে। সেখানের বাসিন্দাদের কাছে টাকা-পয়সা না থাকলেও কখনো রুটি-পানির কষ্ট অনুভব করবে না।" এ মর্মে ইবনুজ জাহিরিয়্যাহ বলেন, আল্লাহতা'আলা তার কিতাবে ঘোষণা দিয়েছেন, শাম দেশের চল্লিশ বৎসর পূর্বে পৃথিবীর অন্যান্য জনপদ ধ্বংস হয়ে যাবে। সেখানে কোনো প্রকার বিজলি ও বিকট শব্দে বাজ পতিত হবে না, যা অন্যান্য দেশে হরহামেশা দেখা যাবে। এক পর্যায়ে উক্ত শহরকে সেখানের বাসিন্দাদের জন্য প্রশস্থ করে দেয়া হবে, যেমন গর্ভের শিশুর জন্য মায়ের রেহেম বা বাচ্চাদানিকে প্রশস্থ করে দেয়া হয়।

হাদিস নং ৭১৭

কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহতা'আলার কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় স্থান হচ্ছে 'নারলিছ' পাহাড়। কিয়ামতের পূর্বে মানুষের কাছে এমন এক যুগ আসবে যখন তারা সকলের বিভিন্ন ধরনের ফিৎনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য উক্ত পাহাড়কে স্পর্শ করবে।

হাদিস নং ৭১৮

সাহাবী হযরত মেকদাদ ইবনে মাদি কারাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশদ করেছেন, "কিয়ামতের পূর্বে মানুষের মাঝে এমন এক যুগ আসবে, যখন দিনার-দেরহাম এবং টাকা-পয়সাই একমাত্র মানুষের উপকার করতে পারবে।"

হাদিস নং ৭১৯

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন, "যুদ্ধ বিগ্রহকালীন মানুষের আশ্রয়স্থল হবে 'দিমাশক' নামক একটি শহর। **গোতা** নামক অন্য আরেকটি এলাকায়ও লোকজন আশ্রয় গ্রহণ করবে।"

হাদিস নং ৭২০

আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "ফিৎনাকালীন সবচেয়ে উত্তম মানুষ হচ্ছে, পাক পবিত্রতা অবলম্বনকারী অপরিচিত লোক। যার অবস্থা হচ্ছে, প্রকাশ পেলেও কেউ তাকে চিনতে পারে না, আর অনুপস্থিত থাকলে তার শুন্যতা অনুভব হয়না। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম মানুষ হচ্ছে, বহুরুপি বক্তা এবং সর্বজন পরিচিত লোক। উল্লিখিত ফিৎনা থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না, একমাত্র ঐ লোকের ব্যাপারে মুক্তির আশা করা যেতে পাতে, যিনি আল্লাহতা'আলার দরবারে এখলাসের সাথে সমুদ্রে ডুবন্ত ব্যক্তির ফরিয়াদের ন্যায় ফরিয়াদ করতে পারবে।"

হাদিস নং ৭২১

সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ

করেছেন, "যখন ফিৎনা তীব্র আকার ধারণ করবে তখন তোমরা সৎকাজকে মজবুতভাবে আঁকড়িয়ে ধরবে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকবে। তোমাদের মাঝে যারা বিশেষ লোক রয়েছেন তাদের প্রতি মনোনিবেশ করবে এবং সর্বসাধারণকে এড়িয়ে চলবে।"

হাদিস নং ৭২২

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তিনি দ্রুত গতিতে চলছিলেন অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর। যার ফলে বিভিন্ন এলাকা অতিক্রম করছিলেন, অতঃপর তিনি বললেন 'ইরাম' কোথায় অবস্থিত? আমি বললাম, **ইরাম** হচ্ছে, মাগরিবের দিকে বার মাইলের দূরত্বে। তিনি বললেন, সিরাহ এবং আমার মাঝে কতটুকু দূরত্ব? উত্তরে আমি বললাম, উভয়ের মাঝে এতটুকু দূরত্ব রয়েছে। তিনি জানতে চাইলেন 'সূর' এবং 'করীনের' সাথে আমার জানাশুনা রয়েছে কিনা? আমি জবাবে বললাম, হ্যাঁ উভয় এলাকা সম্বন্ধে জানাশুনা রয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন, সেদিকে যাওয়ার কি কোনো সুযোগ রয়েছে? আমি 'না' করলে তিনি কারণ জানতে চাইলেন। জবাবে আমি বললাম, উভয়টা এমন এক ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত যার নিজের শহরে কোনো ধরনের মূল্যায়ন নেই। উভয়টা আক্রান্ত হয়েছে তার এক ঘনিষ্ট আত্নীয়ের মাধ্যমে এবং সেগুলো মূলতঃ তাদের সামনে বিদ্যমান। যার কারণে তাদের জন্য কোনো অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়নি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে কে? আমি জবাব দিলাম, সে হচ্ছে, রুহ ইবনে যি'না। একথা শুনে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। এ অবস্থা দেখে আমি বললাম, আপনার জিজ্ঞাসার ফলে আমি জবাব দিলাম। জানার বিষয় হচ্ছে, সেগুলো কি হতে পারে? তিনি বললেন, যেন আমি আখেরী যামানার কাছাকাছি নক্ষত্রের ন্যায়। নিঃসন্দেহে সেদিন মুসলমানদের জন্য সর্বোত্তম স্থান এবং ভদ্রস্থান হচ্ছে, **সূর** এবং **করীন**।

হাদিস নং ৭২৩

পাওয়া যায়নি

হাদিস নং ৭২৪

হযরত আব্দুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন এক সময় আসবে যখন মানুষের কাছে উত্তম সম্পদ হবে, তার ঘোড়া এবং অস্ত্র। যার উভয়টা সর্বদা ছায়ার মত তার সাথে থাকবে। সে যেদিকে যাবে উভয়টাও সেদিকে যাবে। সে স্থির থাকলে ঘোড়া ও অস্ত্রও স্থির থাকবে।

হাদিস নং ৭২৫

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "নিঃসন্দেহে আমি আমার উম্মতের জন্য শরাবের চেয়ে দুধের ব্যাপারে বেশি আশংকা করছি। সাহাবায়ে কেরাম তার কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, তারা দুধকে এত বেশি পছন্দ করবে, যার কারণে আমার উম্মত জামা'আত থেকে অনেক দূরে সরে যাবে এবং সেটাকে নষ্ট করতে থাকবে।"

হাদিস নং ৭২৬

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন, "অতিদ্রুত মুসলমানদের জন্য সর্বোত্তম সম্পদ হবে বকরি। যে বকরি চড়াতে গিয়ে লোকজন পর্বতের চূড়ায় চলে যাবে। এবং ফিৎনার স্থান থেকে নিজের দ্বীন নিয়ে পলায়নকারী হবে।

হাদিস নং ৭২৭

হযরত আউন ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক লোক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু এর

ফিৎনাকালীন মিশরে চিন্তাগ্রস্থ অবস্থায় আঙ্গুল দিয়ে মাটি খুঁটছিল। তার এ অবস্থা দেখে এক লোক তাকে জিজ্ঞাসা করল, হে আবুদ্দুনিয়া! কেন তুমি এত বেশি চিন্তিত? জবাবে তিনি বললেন, না, বরং মানুষের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করছি। তার কথা শুনে বলা হলো, আপনাকে তো আল্লাহতা'আলা স্বীয় চিন্তা-ফিকির দ্বারা মুক্তি দিয়েছেন। আল্লাহর কাছে আপনি যা চেয়েছেন তা না দেয়ার মাধ্যমে। অথবা আমি তার উপর নির্ভরশীল ছিলাম, কিন্তু সেটাকে যথেষ্ট মনে করা হলো না।

হাদিস নং ৭২৮

হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আখেরী যামানায় এমন এক যুগ আসবে যখন মানুষের কাছে সর্বোত্তম সম্পদ হচ্ছে, ভালো একটি ঘোড়া এবং ধারালো হাতিয়ার। উভয় সম্পদ মানুষ যেদিকে যাবে সেদিকেই যেতে থাকবে।

হাদিস নং ৭২৯

হযরত শুরাহবীল ইবনে মুসলিম খোলানী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি এরশাদ করেন, বলা হয়ে থাকে তোমাদেরকে কখনো ফিৎনা গ্রাস করে নিলে, যেন অপরিচিত, অখ্যাত কোনো সুরত অবলম্বন করো।

হাদিস নং ৭৩০

হযরত ইবনে তাউস (রহঃ) স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "ফিৎনাকালীন সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যিনি ঘোড়ার লাগাম ধরে এগিয়ে যায় এবং দুশমন সম্বন্ধে ভীত সন্ত্রস্থ থাকে। অথবা গণবিচ্ছিন্ন কোনো লোক, যে আল্লাহতা'আলার হক্ব আদায় করে যায়।

হাদিস নং ৭৩১

হযরত ইবনে খাসয়াম (রহঃ) বর্ণনা করেন, নিশ্চই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "ফিৎনাকালীন সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে

ঐ ব্যাক্তি যে, আল্লাহতা'আলার রাস্তায় তার তলোয়ার দ্বারা অর্জিত সম্পদ দ্বারা ভক্ষণ করে থাকেন এবং ঐ ব্যক্তি, যে পর্বতের চূড়ায় অবস্থান করতঃ তার বকরির পাল দ্বারা জীবনযাপন করে থাকে।”

হাদিস নং ৭৩২

হযরত আউন ইবনে আব্দুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতিসত্তর এমন কিছু জিনিস প্রকাশ পাবে যেখানে কেউ উপস্থিত না থেকেও যদি সন্তুষ্ট থাকে, সেটা হবে যেন স্বশরীরে উপস্থিত ছিল। পক্ষান্তরে কেউ উপস্থিত থেকেও অসন্তুষ্ট থাকলে সে যেন সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত ছিল।

হাদিস নং ৭৩৩

হযরত আউন ইবনে আব্দুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে অনেক লোক এমন রয়েছে, যারা গুনাহের স্থলে উপস্থিত থেকেও সেটা অপছন্দ করার কারণে যেন সেই লোক সেখানে উপস্থিত ছিল না। পক্ষান্তরে কেউ উক্ত গুনাহের স্থলে অনুপস্থিত থেকে যদি সেটার উপর রাজি থাকে তাহলে যেন সে লোক উক্ত গুনাহের কাজে উপস্থিত ছিল।

হাদিস নং ৭৩৪

রবি ইবনে আমীলা (রহঃ), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেন, যদি তুমি কাউকে অসৎ কাজ করতে দেখ আর বাঁধা দেয়া সম্ভব না হয়। তাহলে তোমার জন্য এতটুকু যথেষ্ঠ যে, আল্লাহতা'আলাকে জানিয়ে দাও, নিশ্চই তুমি অন্তর দ্বারা এ অসৎ কাজকে ঘৃণা করে থাক।

হাদিস নং ৭৩৫

হযরত আবু বকর ইবনে আইয়াশ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী ইবনে আবি তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে 'চির নিন্দ্রা' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দিলেন, যে লোক যাবতীয় ফিৎনা থেকে এত অধিক পরিমাণ চুপ থাকে, যার কারণে কোনো ফিৎনাই তাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি।

হাদিস নং ৭৩৬

হযরত আউফ (রহঃ) মুসাফির নামক এক কুফার এলাকার বাসিন্দা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, ফিৎনাকালীন যুগে প্রত্যেক মুসলমানকে তার নিদ্রায় মুক্তি দিবে।

১৮ বর্বরতার প্রথম লক্ষণ প্রসঙ্গে

হাদিস নং ৭৩৭

হযরত আলা ইবনে সুলাইমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু কাবীলকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, যখন তুমি শুনবে কিংবা মিশরের মিম্বরের নিকটে আসবে, তখন আমীরুল মু'মিনীন আব্দুল্লাহর জন্য দোয়া করা হবে তাহলে বুঝতে হবে সেদিন বেশি দূরে নয় যে, আবারো শুনতে পাবে আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান আমীরুল মুমিনীনের জন্যও দোয়া করা হচ্ছে।

হাদিস নং ৭৩৮

আব্দুস সালাম ইবনে মাসলামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু কাবিলকে বলতে শুনেছি। যখনই মিশরের মিম্বরে আব্দুল্লাহ আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্য পাঠ করা হবে। তাহলে বেশিদিন আর অপেক্ষা করতে হবে না, সেই মিম্বরে পৃথিবীর নিকৃষ্টতম বাদশাহ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে বক্তব্য পাঠ করা হবে।

হাদিস নং ৭৩৯

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি মিশরবাসীদেরকে বলেন, যখন মাশরিকবাসীদের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোনো পয়গাম আসে, যার মধ্যে আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ হতে বক্তব্য থাকবে, তখন তোমরা অন্য আরেকটি পয়গামের অপেক্ষা করতে থাকো। সেটা আসবে মূলতঃ আমীরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান কর্তৃক প্রেরিত হয়ে মাগরিববাসীদের পক্ষ থেকে আসবে। শপথ সেই সত্ত্বার যার হাতে হোজাইফার জীবন রয়েছ, তোমরা এবং তাদের মধ্যে ব্রিজের নিকটে তুমুল যুদ্ধ হবে। তারা তোমাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করে মিশর এবং শাম দেশ থেকে বের করে দিবে। এহেন পরিস্থিতিতে পঁচিশটি দেরহাম নিয়ে জনৈকা আরবী নারী দিমাশকের গেইটে

তোমাদের অনুসরণ করবে।

হাদিস নং ৭৪০

হযরত আবু সা'বা উতবা ইবনে তামীম আততানুখী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্বাসী বাদশাহদের একজন তোমাদের প্রতি একটি পয়গাম প্রেরণ করবেন, যার মধ্যে মিশরবাসীর উদ্দেশ্যে লেখা থাকবে আমীরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ'র পক্ষ থেকে। এ ধরনের কোনো ঘটনা প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে মনে করতে হবে, এটাই হচ্ছে তাদের রাজত্ব চলে যাওয়া এবং আব্বাসীয়দের সময় ফুরিয়ে আসার প্রথম লক্ষণ।

হাদিস নং ৭৪১

হযরত আলা ইবনে মুহাম্মদ কালবী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, যখন দিনের শুরুতে আব্বাসী খলীফাদের কোনো খলীফা আমীরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ এর পক্ষ থেকে কোনো পয়গাম পাঠ করা হবে, তাহলে দিনের শেষভাগে তোমাদের প্রতি প্রেরিত অন্য আরেকটি পয়গাম যা আসবে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে। তার জন্য অপেক্ষা করতে থাক।

হাদিস নং ৭৪২

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ নামক এক লোক আব্বাসীয় বাদশাহ হবে। তিনি খুবই বিচক্ষণ হবেন, তার মাধ্যমে তারা বিজয়ী হবে এবং তার হাতেই তাদের কল্যাণ নিহিত থাকবে। তিনিই হবেন, বালা-মুসিবতের চাবি এবং ধ্বংসের তলোয়ার। এক পর্যায়ে আমীরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহর পক্ষ থেকে শাম দেশ থেকে আগত একটা চিঠি পাঠ হবে। এরপর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না বরং তোমাদের কাছে এসে পৌছবে আমীরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমানের পয়গাম। সেটাও মিশরের মিম্বরে পাঠ করা হবে। উক্ত ঘটনা প্রকাশ পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই মাশরিক-মাগরিববাসীরা শামদেশের দিকে ধেয়ে আসবে।

যেন সমপর্যায়ের দুটি বাজির ঘোড়া পরস্পরের দিকে ধেয়ে আসছে। তারা দেখতে পাবে, নিঃসন্দেহে রাজত্ব ও ক্ষমতা, যারা শামবাসীদের আনুগত থাকবে তাদের হাতে বাকি থাকবে। প্রত্যেকে একথা বলবে, যারা বিজয়ী হবে একমাত্র তারাই রাষ্ট্র ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করবে।

হাদিস নং ৭৪৩

হযরত যুবাইর ইবনে নুফাইর (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমীরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহর ধ্বংস হোক। তেমনিভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমানেরও ধ্বংস হোক।

হাদিস নং ৭৪৪

হযরত যুহরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, যখন মিশরে হলুদ পতাকাবাহী বাদশাহ প্রবেশ করবে তখন তোমরা গিয়ে ব্রিজের পাদদেশে একত্রিত হতে থাকো এবং মাশরিক-মাগরিব থেকে আগত সৈন্যের অপেক্ষা করতে থাকো। সেখানে মোট সাতবার যুদ্ধ সংঘটিত হবে এবং সকলে আহত হয়ে রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে। মোটকথা, সব ধরনের ফিৎনা সেখানে হতে থাকবে। এক পর্যায়ে মাশরিকবাসীরা পিছু হঠতে থাকবে এবং ‘রামলা’ নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান নিবে।

হাদিস নং ৭৪৫

হাবীব ইবনে সালেহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পশ্চিমাদের মধ্যে আব্দুর রহমান নামক এক লোক প্রকাশ পাবে। এক পর্যায়ে সে হিমস নামক স্থানে এসে তার মিম্বরে আরোহণ করবে।

হাদিস নং ৭৪৬

আবু হাসসান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্বাসীয়দের মধ্যে তিনজন বাদশাহ এমন হওয়া জরুরী, যাদের নামের প্রথম অংশ হবে, ‘আইন’।

১৯ পশ্চিমা এবং বর্বরদের পক্ষ থেকে আগত ফিৎনার আলোচনা

হাদিস নং ৭৪৭

ওলীদ ইবনে ইয়াযিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কালো পতাকাবাহী হয়ে যখন তুর্কী সম্প্রদায় বের হয়ে আসবে, তখন তোমরা তাদের ঘোড়ার যৌবন নিঃশেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না পশ্চিমারা বের হয়ে আসে।

হাদিস নং ৭৪৮

আসমা ইবনে কাইস সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু মাগরিবী ফিৎনা থেকে আল্লাহতা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তাকে যখন বলা হলো, মাগরিবী ফিৎনা সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি? তিনি জবাবে বললেন, মাগরিবী ফিৎনা এর থেকে আরো মারাত্মক ও ভয়াবহ।

হাদিস নং ৭৪৯

আসমা ইবনে কাইস সুলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি সর্বদা তার নামাযে মাগরিবী ফিৎনা থেকে আল্লাহতা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

হাদিস নং ৭৫০

ওলীদ ইবনে মুসলিম থেকে বর্ণিত। তিনি নাজীব থেকে শুনে বর্ণনা করেন, তিনি ইবনুল মুসাইয়্যাবকে বলতে শুনেছেন, মাগরিববাসীদের জন্য কাফের শাসকের অধীন থাকা অতীব জরুরী।

হাদিস নং ৭৫১

মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাজি থেকে শুনে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, পশ্চিমারা একসময় পৃথিবী শাসন করবে। কতইনা জঘন্য হবে তাদের শাসন।

হাদিস নং ৭৫২

আবু কাবীল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পশ্চিমাদের নেতৃত্ব দিবে আব্দুর রহমান নামক একজন লোক। কতই না মারাত্মক হবে তার রাষ্ট্র পরিচালনা।

হাদিস নং ৭৫৩

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "আসমানের নিচে বর্বর জাতি থেকে নিকৃষ্টতম কোনো জাতি নেই। আল্লাহতা'আলার রাস্তায় সামান্য পরিমান জায়গা সদকা করা আমার কাছে শত বর্বর জাতি আযাদ করা থেকে অনেক উত্তম।"

হাদিস নং ৭৫৪

উম্মুল মুনিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছু সদকা করতে বলে বললেন, "এ সদকা থেকে যেন বর্বর জাতির কাউকে কোনো কিছু দান করা না হয়। যদিও সেগুলো কোনো কুকুরকে ভক্ষণ করানো হলেও।"

হাদিস নং ৭৫৫

হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পশ্চিমারা হচ্ছে, অন্ধ ফিৎনা। তার বাসিন্দারা হচ্ছে, উলঙ্গ এবং খালি পায়ে। তারা আল্লাহতা'আলার দ্বীন সম্বন্ধে কিছুই জানেনা। তারা মাটিতে এমনভাবে বিচরণ করে, যেমন ষাঁড় তার খাবারকে মাড়াতে থাকে। সুতরাং তোমরা তাদের সাক্ষাত পাওয়া থেকে আল্লাহতা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকো।

হাদিস নং ৭৫৬

হযরত তাবী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, মাগরিববাসিদের নেতৃত্ব দানকারী হবে আব্দুর রহমান ইবনে হিন্দ। লোকটি অনেক লম্বা প্রকৃতির হবে এবং তার সামনে এমন একজন লোক থাকবে, যার নাম হবে শয়তানের নাম। যারা তার অধীনে যুদ্ধ করবে, তাদের ধ্বংস অনিবার্য এবং তাদের শেষ গন্তব্য হবে জাহান্নাম।

হাদিস নং ৭৫৭

মাসলাম ইবনে আব্দুল মালিক (রহঃ) বলেন, নিঃসন্দেহে ছয়মাস পর্যন্ত মাগরিববাসীরা হিমস নামক শহরটি দখল করে রাখবে। বর্ণনাকারী মাসলামা বলেন, যেন আমি ছয় মাসের জন্য অবরুদ্ধ হিমসকে স্বচক্ষ্যে দেখেছি। অতঃপর সাকার বলেন, আমি সাঈদ ইবনে মুহাজির আল ওয়াসসাবী (রহঃ) কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, যখন আরবদেশ ফিৎনায় আক্রান্ত হবে, তখন তুমি ইয়মানের দিকে চলে যাও। কেননা, উক্ত ফিৎনা থেকে ইয়ামান ছাড়া অন্য কোনো দেশ তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।

হাদিস নং ৭৫৮

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আসমা ইবনে কাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি সর্বদা নামাযে আল্লাহতা'আলার কাছে মাশরিকী ফিৎনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। এরপর যে ফিৎনা থেকে মুক্তি চাইতেন, সেটা হচ্ছে মাগরিবী ফিৎনা।

হাদিস নং ৭৫৯

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন, "তোমাদেরকে আমি মাশরিকের দিক থেকে আগত ফিৎনা থেকে ভয় প্রদর্শন করছি। এর পর মাগরিবের দিক থেকে আগত ফিৎনা সম্বন্ধে আশংকা প্রকাশ করছি।"

হাদিস নং ৭৬০

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, ফিৎনা ও খারাপিকে মোট সত্তর ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। তার থেকে ঊনসত্তর ভাগ হচ্ছে বর্বর জাতির মধ্যে, আর মাত্র এক অংশ হচ্ছে অন্য সকল মানুষের মধ্যে।

হাদিস নং ৭৬১

কতিপয় মাশায়েখ থেকে শুনা গেছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, "বর্বর জাতির নারীরা তাদের পুরুষের তুলনায় অনেক ভালো। বর্বর জাতির প্রতি একজন নবী প্রেরণ করা হলে তারা তাঁকে হত্যা করে এবং তাদের নারীগণ ঐ নবীর দাফনের ব্যবস্থা করে।"

হাদিস নং ৭৬২

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন বর্বর গোত্রের এক কাজের ছেলেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি বললেন, "আমার পূর্বে এ গোত্রে একজন নবী এসেছিলেন, কিন্তু তাকে তারা যবেহ করে তার গোশ্‌তকে পাক করার পর ভক্ষণ করে এবং তার ঝোলকে পান করেছিল।"

হাদিস নং ৭৬৩

হযরত সাফওয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিমস বিজয়ে অংশগ্রহণকারীদের কেউ কেউ বলেন, হিমস শহরে বসবাসকারী কতিপয় রোমের বাসিন্দা সর্বদা বর্বর জাতি কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে শঙ্কিত থাকতো এবং তারা বলতো সাফওয়ান হিমস শহরেকে 'তামরা' করে নামকরণ করার পর বলতেন, হে তাম্রা, বর্বর জাতি কর্তৃক তোমার ধ্বংস হোক।

২০ বর্বর জাতি কর্তৃক ফাসাদ সৃষ্টি হওয়া এবং মিশর ও শামের ভূখন্ডে তাদের যুদ্ধ করা, আর তাদের কিছু অনিষ্টতার বর্ণনা

হাদিস নং ৭৬৪

হযরত আবু কাবীল (রহঃ) বলেন, নিঃসন্দেহে পশ্চিমারা এবং ফুজাআ ও মারওয়ানের সন্তানগণ শাম দেশের মূল ভূখন্ডে কালো পতাকার নিচে সমবেত হবে।

হাদিস নং ৭৬৫

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি একদা মিসরবাসীকে সম্বোধন করে বলেন, হে মিশরীগণ! যখন পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের দিকে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আসবে এবং তারা পুলের উপর থাকা অবস্থায় তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তোমাদের এবং তাদের মিলিয়ে প্রায় সত্তর হাজার যোদ্ধা হবে। সে তোমাদেরকে মিশর এবং শাম দেশ থেকে লাঞ্চিত অবস্থায় কাফের আখ্যায়িত করে বের করে দিবে। ঐ পরিস্থিতিতে জনৈকা আরবী মহিলা পঁচিশ দেরহাম নিয়ে দিমাশকের গেইটে অবস্থান করবে। অতঃপর পশ্চিমারা হিমস নগরীতে প্রবেশ করে দীর্ঘ আঠার মাস পর্যন্ত অবস্থান করবে। এ দিনগুলোতে তারা যাবতীয় সম্পদ বিলি করবে এবং নারী-পুরুষদেরকে নির্বিচারে হত্যা করবে। কিছুদিন পর আসমানের নিচে অবস্থানরত নিকৃষ্ট লোকদের অন্যতম একজন তাদের প্রতি ধেয়ে আসবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করবে। এক পর্যায়ে তার হিমস নগরী ছেড়ে দিয়ে মিশরের ভূখন্ডে প্রবেশ করবে।

হাদিস নং ৭৬৬

হযরত মাসলামা ইবনে আব্দুল মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, পশ্চিমার বাসিন্দাগণ হিমস নগরীকে দীর্ঘ ষোলমাস পর্যন্ত দখল করে রাখবে। বর্ণনাকারী সাকার বলেন, আমি সাঈদ ইবনে মোহাজিরকে বলতে শুনেছি, যখন পশ্চিমা ফিৎনা ব্যাপক আকার ধারণ করবে, তখন তুমি ইয়ামানের দিকে চলে যাও। কেননা, ঐ মুহূর্তে ইয়ামান ছাড়া অন্য কোনো দেশ তাদের হাত থেকে রক্ষা পাবে না।

হাদিস নং ৭৬৭

প্রসিদ্ধ সাহাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, যখন মাগরিববাসীরা মিশর ভূখন্ডে প্রবেশ করে এতক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করবে, মিশরের আদিবাসীকে হত্যা করবে এবং বন্দি করবে। সে সময় অনেক ক্রন্দনকারী মহিলা তাদের সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হওয়ার কারণে বিলাপ করতে থাকবে, অনেকে কান্নাকাটি করবে তাদের সম্মানহানী হওয়ার কারণে। আবার অনেকে কাঁদবে তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করার কারণে। আবার কেউ কেউ বিলাপ করতে থাকবে মৃত্যু ও কবরকে আলিঙ্গন করার জন্য।

হাদিস নং ৭৬৮

হযরত আবু ওয়াহাব আল কালাঈ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন পশ্চিমারা দখল করার নিয়তে এগিয়ে আসবে, তাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য আরবরাও ধেয়ে আসবে। এক পর্যায়ে সকল আরবগণ শাম দেশে এসে চারটি পতাকার অধীনে সমবেত হবে। একটি পতাকা হবে ‘কুরাইশ’ এবং তাদের অনুগতদের, দ্বিতীয়টি হবে ‘কাইস’ এবং তাদের অধিনস্থদের, তৃতীয়টি হবে ‘কাইয়ান’ এবং তাদের অনুসারীদের এবং চতুর্থটি হবে ‘কুজাআ’ গোত্রের। আরবরা কুরাইশদেরকে বলবে এগিয়ে যাও এবং তোমাদের রাজত্বের জন্য যুদ্ধ কর। এক পর্যায়ে কুরাইশরা এগিয়ে যাবে এবং

তীব্রভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, তবে এতে কোন লাভ হবে না। অতঃপর কাইস গোত্র এগিয়ে আসবে, তাতেও কোনো উপকার হবে না। এতটুকু পর্যন্ত বলে বর্ণনাকারী আবু ওয়াহাব (রহঃ), হযরত খালেদ ইবনে জহীর আল-কালবী (রহঃ) এর কাঁধে হাত রেখে বললেন, অতঃপর আমি তোমাকে এবং তোমার গোত্র 'আল বালাকুল বুকা' কে দেখলাম তারা বিজয়ীর বেশে ফিরে আসছে। ওলীদ বলেন, সেদিন একমাত্র কুজায়া গোত্রই পশ্চিমাদেরকে পরাজিত করে জয়লাভ করবে। তাদের সাথে অনেকে থাকবে যারা ইতোমধ্যে তাদের অনুসরণ করছিল এবং তারা বিভিন্ন গোত্রের দিকে যেতে থাকবে এবং মাশরিকবাসীদের সাথেও যুদ্ধ করতে থাকবে।

হাদিস নং ৭৬৯

ইবনে শিহাব যুহরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফিৎনাকালীন যুগে কালো এবং হলুদ ঝান্ডা বিশিষ্ট লোকজন পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করতে থাকবে। এক পর্যায়ে তারা ফিলিস্তিন নগরীতে আসবে। অতঃপর মাশরিকদের থেকে সুফিয়ানী নামক জনৈক লোক বের হয়ে আসবে। পশ্চিমারা জর্ডানে এসে পৌঁছলে তাদের নেতা হঠাৎ করে মারা যাবে এবং তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একদল যেদিক এসেছিল সেদিকে ফেরত যাবে, অন্যদল হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে এবং আরেকদল সেখানেই থেকে যাবে। এক পর্যায়ে তাদের সাথে সুফিয়ানীর যুদ্ধ হবে। মাগরিববাসীদের অবশিষ্টাংশ পরাজিত হয়ে তার অধীন হয়ে যাবে।

হাদিস নং ৭৭০

হযরত মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাগরিববাসিদের প্রাথমিক দল দিমাশকের মসজিদে প্রবেশ করবে। তারা সেখানে প্রবেশ করে মসজিদের সৌন্দর্য্য ও কারুকার্যগুলো দেখে আশ্চর্য্য প্রকাশ করতে থাকবে। হঠাৎ করে ভূমিকম্প আরম্ভ হবে, যার ফলে দিমাশকের মসজিদের পশ্চিম পাশে গভীর গর্ত হয়ে যাবে এবং 'হারাস্তা' নামক গ্রাম নিচের দিকে ধ্বসে পড়বে। এহেন পরিস্থিতিতে সুফিয়ানীরা

প্রকাশ পাবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করবে আর তাদেরকে মিশরের দিকে ধাওয়া করবে। কিছুদিন পর আবারো সে আসবে এবং মাশরিকবাসিদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে ইরাকের দিকে পাঠিয়ে দিবে।

হাদিস নং ৭৭১

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন বর্বর জাতির আবির্ভাব ঘটবে তখন তারা মিশরে এসে ঘাঁটি ফেলবে। তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে একদল থাকবে মিশরে এবং আরেক দল অবস্থান নিবে ফিলিস্তিনে। এভাবে চলতে চলতে এক পর্যায়ে তারা হিমস নামক এলাকায় এসে পৌঁছবে। তখনই তাদের উপর মসিবতের পাহাড় নেমে আসবে। লাগাতার চল্লিশ দিন তাদের উপর বরফ বর্ষণ হবে। তারপর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। এক পর্যায়ে তারা হিমস নগরী জয় করবে এবং সেখানে প্রবেশ করে আবারো বের হয়ে গিয়ে পশ্চিম গেইট এবং ব্রিজের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করবে। যে ব্রিজটি বাজারের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। এরপর সেখান থেকে ফিরে এসে বুহাইরায়ে ফামিয়া কিংবা তার কাছাকাছি স্থানে অবস্থান নিবে। অতঃপর কিছুলোক তাদের গতিরোধ করবে এবং তাদের সাথে তীব্রভাবে যুদ্ধ করবে। তাদের নেতা থাকবে ইসমাঈল (আঃ) এর সন্তানদের একজন। উম্মুল আরব নামক এক গ্রামে মূলতঃ তারা যুদ্ধে লিপ্ত হবে। অতঃপর হঠাৎ করে একলোক তীব্র গতিতে ধেয়ে আসবে এবং আযাদদেরকে হত্যা করবে এবং কিছু লোককে বন্দি করে ফেলবে আর মহিলাদের পেট চিরে বাচ্চা বের করে আনবে। উক্ত দল মোট দুই বার পরাজিত হবে এবং সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদেরকে কুরাইশের এক সাহসী নারী জবেহ করতে থাকবে এবং ইতোমধ্যে যারা বনু হাশেমের মহিলাদের পেট চিরে বাচ্চা বের করেছিল তাদের পেট চিরে ফেলবে।

হাদিস নং ৭৭২

হযরত যুহরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত।। তিনি বলেন, কালো ঝান্ডাবাহকরা যখন পরস্পর এখতেলাফ করতে থাকবে তখন হলুদ ঝান্ডাবাহীর আবির্ভাব ঘটবে। এবং তারা মিশরবাসীর ব্রিজের কাছে এসে জমায়েত হবে। যার কারণে মাশরিকবাসিরা মাগরিবদের সাথে মোট সাতবার যুদ্ধ করবে। একপর্যায়ে মাশরিকবাসীরা পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। এবং তারা **রামাল্লা** নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান করবে। কোনো একটা বিষয় নিয়ে পশ্চিমা এবং শাম বাসিদদের মাঝে মতানৈক্য দেখা দিলে পশ্চিমারা খুবই রাগান্বিত হয়ে বলবে, আমরা তো তোমাদেরকে সাহায্য করতে এসেছিলাম, অথচ তোমরা আমাদের সাথে এমন আচরণ করলে। আল্লাহর কসম! এখনই আমরা তোমাদেরকে মাশরিকবাসিদের হাতে ছেড়ে দিব। একথা শুনে শামের বাসিন্দাদের হুশ ফিরে এলো যে, আমরা সংখ্যায় অনেক কম। এহেন মুহূর্তে সুফিয়ানীর আবির্ভাব ঘটবে এবং শামবাসী তার আনুগত্য স্বীকার করবে, আর তারা সুফিয়ানীর নেতৃত্বে মাশরিকবাসিদের সাথে যুদ্ধ করবে।

হাদিস নং ৭৭৩

পাওয়া যায়নি।

২১ বর্বর জাতির জন্য শামের বাসিন্দাদের তুলনায় হিমসবাসীরা কঠোর হবে

হাদিস নং ৭৭৪

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শাম দেশের বাসিন্দারা বড়ই নিরাপদ এবং ভাগ্যবান তাদের সৈন্যরা যারা হলুদ ঝান্ডার অধিকারী। তেমনিভাবে দিমাশকের অধিবাসীরাও। শামবাসীদের মধ্যে নিকৃষ্টতম বাসিন্দা এবং নিকৃষ্টতম সৈন্য হচ্ছে, হিমসবাসীরা। অতিসত্ত্বর তারা শাম দেশে এমনভাবে প্রবেশ করবে যেমন, পানি কলসিতে প্রবেশ করে থাকে।

হাদিস নং ৭৭৫

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কসম সে সত্ত্বার যার হাতে আমার প্রাণ! অতি সত্ত্বর হিমস নগরীতে বর্বর বাহিনী প্রবেশ করবে। তাদের সর্বশেষ দল সেখানের বাসিন্দাদের ঘরের দরজার লক খুকে ফেলবে এবং তাদের একটা অংশ ফিলিস্তিনে অবস্থান নিবে। অতঃপর তারা হিমস থেকে বের হয়ে বুহাইরায়ে ফামিয়া কিংবা তার থেকে এক মাইলের কাছাকাছি এলাকায় চলে যাবে। তখন তাদের দিকে বাহিরের একজন ধেয়ে আসবে এবং তাদেরকে হত্যা করবে।

হাদিস নং ৭৭৬

কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন পশ্চিমারা মিশরবাসীর উপর জয়লাভ করবে, তখন শামবাসীদের জন্য জমিনের নিচের অংশ উত্তম উপরের অংশ থেকে। বড়ই দূর্ভাগ্য ফিলিস্তিন এবং জর্দানের সৈন্যদের জন্য। এদিকে হিমস শহর বর্বর জাতি দ্বারা মারাত্নকভাবে আক্রান্ত হবে। তাদের তলোয়ার দ্বারা আতর এবং কিন্দার এক লেংড়া লোকের ঘরের দরজায় আঘাত করা হবে।

হাদিস নং ৭৭৭

হাসসান (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কখনো বলা হয়ে থাকে যে, যখন হলুদ ঝান্ডার অধিকারীগণ মিশর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তখন তোমরা নিজেদের সর্বশক্তি দিয়ে সেখান থেকে পলায়ন কর। আর তোমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছে যে, তারা শাম দেশে চলে এসেছে, তখন তুমি তোমার সাধ্যমত আসমানের নিচে নিরাপদ কোনো স্থান তালাশ করে নাও অথবা তার জন্য নিজের সবকিছু ব্যয় করতে হলেও কর।

হাদিস নং ৭৭৮

হযরত হাসসান ইবনে আতিয়াহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তোমরা হলুদ ঝান্ডাবাহী লোকজনকে দেখতে পাবে তখন জমিনের উপরের অংশের তুলনায় নিচের অংশ আনেক উত্তম ও নিরাপদ হবে।

হাদিস নং ৭৭৯

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, বর্বরজাতি লুকানো জাহাজ থেকে অবতরণ করে উম্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে হিমসের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে। এক পর্যায়ে হিমস নগরীতে প্রবেশ করবে। তখন বর্বর জাতির লক্ষণ হবে, তাদের মুখে থাকবে, ইয়া হিমস! ইয়া হিমস!!

হাদিস নং ৭৮০

কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, যখন বর্বর জাতি হিমস থেকে বের হয়ে ফামিয়ার দিকে যেতে থাকবে আল্লাহতা'আলা তাদেরকে পাকড়াও করবেন এবং তাদের সওয়ারীকে এক ধরনের মহামারীতে আক্রান্ত করবেন, যার দ্বারা তাদের প্রতিটি সওয়ারী সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর তাদেরকে মুতান এবং বাতানের প্রতি দেশান্তর করা হবে, যার কারণে তারা মাশরিকের কালো পাহাড়ের পাদদেশে পলায়ন করে লুকিয়ে থাকবে। এ অবস্থা দেখে মুসলমানরা তাদের পিছু নিবে এবং উভয়ের মাঝে তীব্র লড়াই সংঘটিত হবে। এমনকি মুসলমানদের একজন তাদের সত্তর জনকে পর্যন্ত হত্যা করবে। প্রাণ নিয়ে তাদের সামান্যই ফেরত যেতে পারবে।

হাদিস নং ৭৮১

হযরত তাবী (রহঃ) কা'ব থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন তুমি হলুদ ঝান্ডাবাহী দলকে ইস্কান্দারিয়া অবস্থান করতে দেখবে। অতঃপর তারা সুররাতাশ শামে আসবে তখনই হারাস্তা নামক দিমাশকের একটি জনপদ ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে।

হাদিস নং ৭৮২

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে মিশরবাসীরা রশির বিনিময়ে জুন নামক এলাকাকে তাকসীম করবে। সেটা না হয় নীলনদের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে অথবা তীব্রভাবে প্রবাহিত হয়ে ডুবে যাওয়ার কারণে।

হাদিস নং ৭৮৩

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কা'বা শরীফে আক্রমণ করা কালীন আমি হযরত আব্দরল্লাহ ইবনে ওমরের কাছে গেলে তিনি বললেন, যখন মাশরিকের দিক থেকে কালো ঝান্ডাবাহী এবং মাগরিবের দিক থেকে হলুদ ঝান্ডাবাহী এসে দিমাশকে মিলিত হবে তখনই বিভিন্ন ধরনের বালা-মুসিবত একের পর এক প্রকাশ হতে থাকবে।

হাদিস নং ৭৮৪

পূর্বের হাদীসের ন্যায়।

হাদিস নং ৭৮৫

হযরত নাজীব ইবনুছ্ছরি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে দুটি দল বের হবে। তার থেকে একটি কানতারাতুল ফুসতাতে পৌঁছে তাদের ঘোড়াগুলোকে বাঁধবে। অন্য দলটি বের হবে শাম দেশের দিকে।

হাদিস নং ৭৮৬

হযরত বকর ইবনে সুওয়াদা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু জনৈক মিশরীকে বললেন, নিঃসন্দেহে তোমাদের উপর আন্দুলুসের অধিবাসীরা হামলা করবে এবং ওসীম নামক স্থানে তাদের সাথে তোমাদের তীব্র যুদ্ধ সংঘটিত হবে।

হাদিস নং ৭৮৭

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ওকবা ইবনে আমের জুহুনী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন পশ্চিমারা বের হবে তখন রোমবাসিরা তাদের পিছু নিবে এবং ইস্কান্দারিয়া, মিশর ও শামের পাশে উভয়ের মাঝে তীব্র যুদ্ধ হবে।

হাদিস নং ৭৮৮

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "যখন মাশরিক ও মাগরিব থেকে ফিৎনা প্রকাশ পেয়ে শাম দেশের মূল ভূখন্ডে জমায়েত হবে, তখন জমিনের নিচে অনেক উত্তম হবে উপরের অংশ থেকে।"

হাদিস নং ৭৮৯

হযরত আব্দুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন তার ঘরের ছাদে উঠে কূফা নগরীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে বললেন, অতি সত্ত্বর মাগরিবের দিক থেকে আগত এক জাতি উক্ত শহরকে মারাত্মক বিরান ভূমিতে পরিণত করবে।

হাদিস নং ৭৯০

নাজীব ইবনুসসারী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পশ্চিমাদেরকে সাথে নিয়ে আব্দুর রহমানের আবির্ভাব হবে। অথচ ইতোমধ্যে রোমবাসিরা ইস্কান্দারিয়ার উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তারা সেখানের দখল বজায় রাখবে। অতঃপর তাদের সাথে যুদ্ধ হবে এবং তারা মারাত্মকভাবে পরাজিত হয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হবে।

হাদিস নং ৭৯১

হযরত সাফওয়ান, তারা কতিপয় শেখ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রোমবাসিদের যারা হিমস নগরীতে বসবাস করবে তারা সর্বদা বর্বর জাতির আক্রমণের ব্যাপারে ভীত বর্বর জাতির আক্রমণ থেকে মুক্তির চেষ্টা কর।

হাদিস নং ৭৯২

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন শাম দেশের ভূখন্ডে যখন কালো ও হলুদ ঝান্ডা বহনকারীরা একত্রিত হবে, তখন মাটির ভিতরের অংশ উপরের অংশ থেকে অনেক উত্তম হবে। হাদীস বর্ণনাকারী সাফওয়ান বলেন, হিমসের গেইট থেকে বর্বর জাতিরা তারা ব্যতীত অন্য সবাইকে বের করে দিবে।

হাদিস নং ৭৯৩

ইবনে শিহাব যুহরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মাশরিক এবং মাগরিবের বাসিন্দাগণ হলুদ ঝান্ডার অধীনে মিশরে একত্রিত হবে, তখন কানতারার নিকটে তাদের মধ্যে সাতবার যুদ্ধ হবে। অতঃপর তারা রামাল্লায় চলে যাবে।

হাদিস নং ৭৯৪

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফেহর গোত্র থেকে জনৈক লোক বের হয়ে বর্বর জাতির সাথে মিলিত হবে। অতঃপর আবু সুফিয়ানের সন্তানদের থেকে জনৈক লোক প্রকাশ পাবে। যখন ফেহরের লোকটি তার আগমনের সংবাদ পাবে, তখন তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। একদল ফিরে যাবে। দ্বিতীয়দল তার সাথে অটল থাকবে এবং শাম দেশের দিকে চলে যাবে। অন্য আরেকদল হেজাজের দিকে যেতে থাকবে। এক পর্যায়ে আনসান নামক ভূখন্ডে শামবাসিদের সাথে তাদের স্বাক্ষাৎ হবে এবং বর্বর জাতি পরাজিত হবে। অতঃপর শামবাসীরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

হাদিস নং ৭৯৫

হযরত আরতাত (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কালো এবং হলুদ ঝান্ডার অধিকারীরা শাম দেশের পাদদেশে মিলিত হবে, তখন যেন সেখানে অবস্থানকারীদের জন্য পরাজিত সৈন্যদের পক্ষ থেকে কঠিন বিপদ এসে পড়বে এটা সামাল দিতে না দিতেই পুনরায় তারা বিজয়ীদের দ্বারা আক্রান্ত হবে। অভিশপ্ত জাতি হিসেবে তাদের জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে।

হাদিস নং ৭৯৬

হযরত আরতাত ইবনুল মুনজির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বর্বর জাতি এসে ফিলিস্তিন এবং জর্দানের মাঝামাঝি জায়গায় ঘাঁটি করবে। অতঃপর তাদের মাশরিক এবং শামের সম্মিলিত বাহিনী তাদের দিকে এগিয়ে ধাবিত হয়ে 'জাবিয়া' নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করবে। এক পর্যায়ে সাখার এর সন্তানদের থেকে একজন দুর্বলচিত্তে প্রকাশ পাবে এবং বায়ছানের পাহাড়ে পশ্চিমাদের সাথে তার সাক্ষাৎ হবে। অতঃপর তাদেরকে বায়ছান থেকে বিতাড়িত করবে। তারা আবারো পরেরদিন পরস্পরের সাথে দেখা হবে এবং সেখান থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করবে। এক পর্যায়ে তারা পিছন থেকে মারাত্নকভাবে আক্রান্ত হবে। তৃতীয়দিন তারা আবারো মিলিত হবে এবং তাদেরকে আইনুর রীহ পর্যন্ত ধাওয়া করবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে হঠাৎ তাদের নেতার মৃত্যু হবে এবং তারা তিনদলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একদল নিজেদের এলাকায় ফিরে যাবে, আরেকদল হিজায ভূমিতে গিয়ে আশ্রয় নিবে এবং অন্যদলটি চলে যাবে সাখরা নামক স্থানে। তারা অন্য দলের খোঁজে চলতে থাকবে। এক পর্যায়ে ফাতাক নামক এলাকার পর্বতের চূড়ায় উপনীত হবে এবং যেখানে তাদের দেখা মিলবে। সেখান থেকে তাদেরকে সাখরা নামক ভূখন্ডের দিকে ইঙ্গিত করা হবে। অতঃপর শাম এবং মাশরিক বাহিনী একে অপরের প্রতি আন্তরিক হয়ে উঠবে, এবং উভয়ে একস্থানে মিলিত হবে। তখন তাদেরকে জাবিয়া এবং খারিবার মাঝামাঝি জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে। তখনই তাদের মাঝে ভয়ানক এক যুদ্ধ হবে, যার কারণে

তাদের ঘোড়া রক্ত সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকবে এবং শামবাসিরা তাদের সর্দারকে হত্যা করবে। আর তাদেরকে সাখরা পর্যন্ত ধাওয়া করে নিয়ে যাবে। তাদের দিমাশকে নিয়ে গিয়ে হাত-পা কর্তন করা হবে। এক পর্যায়ে মাশরিকের দিক থেকে কালো ঝান্ডাবিশিষ্ট একটি বাহিনী প্রকাশ পাবে, যারা কুফা নগরীতে এসে অবস্থান করবে এবং তাদের সর্দার সেখানে আত্মগোপন করবে। যার কারণে তার অবস্থান চিহ্নিত করা মুশকিল হয়ে যাবে। ফলে উক্ত বাহিনী শংকিত অবস্থায় দিনাতিপাত করতে থাকবে। অতঃপর বতনুল ওয়াদী নামক স্থানে আত্মগোপন করা একলোক হঠাৎ করে আত্মপ্রকাশ করে উক্ত বাহিনীর হাল ধরবে। তার আত্মপ্রকাশের মূল কারণ হচ্ছে, সাখারবাসিরা তার পরিবারের সাথে কৃতকর্মের প্রতিশোধ নেয়া। ফলে সে মাশরিক বাহিনীকে নিয়ে শামের দিকে যেতে যেতে সাখরা ভূখন্ডে এসে উপনীত হবে। তার উদ্দেশ্য কিন্তু এ শহরই ছিল। এহেন পরিস্থিতিতে তার দিকে পশ্চিমা বাহিনীও ধেয়ে আসবে। তারা উভয় দল হিমস নগরীর একটি পাহাড়ে মিলিত হবে। তাদের এ যুদ্ধে অনেক জ্ঞানী লোক মারা যাবে। এক পর্যায়ে মাশরিক বাহিনী পলায়ন করতে থাকলে সাখরা বাহিনী তাদের পিছু নিবে। এবং দুই নদীর সংযোগস্থলের পার্শ্বে কারকিসিয়া নামক স্থানে তাকে পেয়ে যাবে এবং উভয়ে মিলিত হবে। তাদের উপর কঠিন বিপদ নেমে আসলে, যার কারণে মাশরিকীদের থেকে প্রায় দশ জনের সাত জনকে হত্যা করা হবে। এবং সাখারী বাহিনী কূফা নগরীতে প্রবেশ করবে, যার কারণে তাদের উপর ভূমিকম্পের আঘাত নেমে আসবে এবং পশ্চিমাদের থেকে এক লোক মাশরিক বাহিনী যেদিকে রয়েছে সেদিকে যেতে থাকবে। তার সামনে তাদের বন্দিদেরকে উপস্থিত করতে বলবে। এভাবে কথাবার্তা চলতে থাকবে। হঠাৎ মক্কা নগরীতে মাহদী (আঃ) এর আগমনের সংবাদ আসবে। তার বিরুদ্ধে কূফা নগরী থেকে একটি বাহিনী আত্ম প্রকাশ করলে তাদের গোটা দলকে মাটিতে ধ্বসে দেয়া হবে। বর্ণনাকারী হযরত আরতাত (রহঃ) বলেন, মাশরিক এবং মাগরিববাহিনী ব্রীজের পাদদেশে সাতদিন পর্যন্ত অবস্থান করবে। অতঃপর তারা আরীশা নামক স্থানে আবারো স্বাক্ষাৎ করবে।

এক পর্যায়ে মাশরিক বাহিনী পৃষ্ট প্রদর্শন করে জর্দান এসে পৌঁছবে। সেখানে পৌঁছার সাথে সাথে সুফিয়ানী আত্মপ্রকাশ করবে। ইতোমধ্যে হিমসে অবস্থানকারী রোমবাসিরা বর্বর জাতির আক্রমণের ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্থ থাকবে এবং তারা বলবে, হে তামরা! বর্বর দ্বারা তোমাদের ধ্বংস হোক। এখানে তামরা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, হিমস এলাকা।

হাদিস নং ৭৯৭

হযরত নাজীব (রহঃ) বর্ণিত। তিনি বলেন, পশ্চিমাদের থেকে আব্দুর রহমান নামক একলোক আত্মপ্রকাশ করবে। ইতোমধ্যে রোমবাসিরা ইস্কান্দারিয়ার উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তারা সেখানে থাকাকালীন তাদের সাথে ভয়ানক যুদ্ধ হবে এবং তারা পরাজিত হয়ে উক্ত এলাকা থেকে বিতাড়িত হবে।

হাদিস নং ৭৯৮

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খারাপি ও অকল্যাণকে সত্তর ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। তার থেকে উনসত্তর ভাগ থাকবে বর্বর জাতির মধ্যে এবং মাত্র এক ভাগ হচ্ছে গোটা জাতির মধ্যে।

হাদিস নং ৭৯৯

হযরত বিসর ইবনে আব্দুল্লাহ কতিপয় শেখ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, “বর্বর জাতির নারীগণ তাদের পুরুষদের থেকে অনেক ভালো। তাদের প্রতি একজন নবী পাঠানো হলে তারা তাকে হত্যা করলে ও বর্বর জাতির নারীগণ তার আনুগত্য শিকার করে এবং তাকে সুন্দরভাবে দাফন করে।”

হাদিস নং ৮০০

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, একদা আমি বর্বর বংশীয় আমার এক কর্মচারীকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে গেলে তিনি বললেন, "নিঃসন্দেহে এদের বংশে আমার পূর্বে একজন নবী এসেছিলেন, কিন্তু তারা তাকে হত্যা করে তার গোশতকে আগুন দ্বারা পাক করে ভক্ষণ করেছিল এবং তার শোরবাগুলো পান করেছিল।"

হাদিস নং ৮০১

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, যখন কালো এবং হলুদ ঝান্ডাবাহী বাহিনী শামদেশের পার্শ্বে পরস্পর মিলিত হবে তখন মাটির নিচের অংশ তার উপরের অংশ থেকে অনেক উত্তম হবে। হদীস বর্ণনাকারী সাফওয়ান বলেন, অতিসত্ত্বর বর্বরজাতি হিমস নগরীর গেইটকে ভেঙ্গে ফেলবে। এ অবস্থাটা পূর্বের অবস্থার চেয়ে আরো মারাত্মক হবে।

২১ সুফিয়ানীর নাম, বংশ এবং বৈশিষ্ট প্রসঙ্গে

হাদিস নং ৮০২

আবু উমাইয়া আল-কালবী (রহঃ) তার এমন এক শেখ থেকে বর্ণনা করেন, যিনি জাহেলী যুগকে পেয়েছিলেন। তিনি এরশাদ করেন, সুফিয়ানী মূলতঃ শামদেশের পশ্চিম দিকের 'আন্দারা' নামক একটি গ্রাম থেকে সাতজন লোক সহকারে প্রকাশ পাবে।

হাদিস নং ৮০৩

আবু জাফর (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফিয়ানী নামক লোকটি জনৈকা মহিলার গর্ভের সন্তানের শতমূল্য পরিমাণ সময়ে রাজত্ব করবে।

হাদিস নং ৮০৪

হযরত ইবনুল হানাফিয়্যাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খোরাসান থেকে কালো ঝান্ডাবাহী দল এবং সুআঈব ইবনে সালেহ ও মাহদী (আঃ) এর আত্মপ্রকাশ আর মাহদী (আঃ) এর হাতে ক্ষমতা আসা বাহাত্তর মাসের মধ্যেই সংঘটিত হবে।

হাদিস নং ৮০৫

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি তারকা প্রকাশ পাবে এবং কানা চোখের অধিকারী জনৈক লোকের নিতম্ব নিয়ে নড়াচড়া করতে থাকবে। এরপরই চন্দ্রগ্রহণ নিবে।

হাদিস নং ৮০৬

হযরত আবু জাফর (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সে লোকটি হবে কোটরাগত চোখ বিশিষ্ট।

হাদিস নং ৮০৭

সুলাইমান ইবনে ঈসা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জানতে পেরেছি, নিঃসন্দেহে সুফিয়ানী সাড়ে তিন বৎসর পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকতে পারবে।

হাদিস নং ৮০৮

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, জনৈকা মহিলার একটি সন্তান ভূমিষ্ট হবে, তার নাম হবে আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ। তিনিই মূলতঃ আযহার কিংবা যুহরী ইবনুল কালবিয়া। সেই নাকি সুফিয়ানী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

হাদিস নং ৮০৯

হযরত আরতাত (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আজহার ইবনুল কালবিয়্যাহ কুফা নগরীতে প্রবেশ করলে তার শরীরে এক ধরনের ঘা দেখা দিবে। যার কারণে রাস্তাতেই মারা যাবে। অতঃপর আরেক লোক প্রকাশ পাবে তায়েফ-মক্কা কিংবা মক্কা-মদীনার মাঝামাঝি জায়গায় বেতবাক এবং সাজার গোত্রের হিজাজে অবস্থানকারী বৃদ্ধদের ন্যায়। যার চরিত্র হবে নিম্নমানের, উপরের দিকে চওড়া মাথা বিশিষ্ট, শীর্ণ গোছার অধিকারী এবং তার চক্ষুদ্বয় হবে কোটরাগত। তার যুগে মূলতঃ বিভিন্ন ঝামেলা দেখা দিবে।

হাদিস নং ৮১০

আরতাত (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফিয়ানী হচ্ছে, প্রাথমিক অবস্থায় কালো এবং হলুদ ঝান্ডার অধিকারীদের মধ্যে যে যুদ্ধ হবে সেখানে সে মৃত্যুবরণ করবে। পশ্চিম বাইছানের মুনুদিরুন নামক স্থানে লাল উটের উপর আরোহণ করা অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করবে। তার মাথায় একটি মুকুট থাকবে। বড় বড় দলকে একাধিকবার পরাজিত করবে। অতঃপর নিজেও মারা যাবে। তিনি ট্যাক্স গ্রহণ করবে এবং সৈন্যদেরকে বন্দি করবে এবং গর্ভবতী নারীদের পেট চিড়ে বাচ্চা বের করে আনবে।

হাদিস নং ৮১১

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফিয়ানীর ক্ষমতা থাকবে সাত/নয় মাস। বর্ণনাকারী আবু বকর বলেন, জামরা এবং দীনার ইবনে দ্বীনার বলেছেন, তার রাজত্বের বয়স হবে মহিলার গর্ভের সময়ের সমপরিমাণ।

হাদিস নং ৮১২

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফিয়ানী হবে, খালেদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ানের বংশধর। তিনি মাথার উপরিভাগে উচ্চতার অধিকারী হবেন, চেহারায় বসন্তের দাগ থাকবে এবং চোখে সাদা একটা দাগ হবে। দিমাশকের কাছে ওয়াদিউল ইয়াবিছ নামক এলাকা থেকে প্রকাশ পাবে। বের হওয়াকালীন তার সাথে সাতজন লোক থাকবে। তাদের একজনের কাছে চিহ্নিত ঝান্ডা থাকবে। সেটা দেখে লোকজন চিনতে পারবে এবং দীর্ঘ ত্রিশ মাইল পাড়ি দিয়ে তার প্রতি আসতে থাকবে। যে লোকই উক্ত ঝান্ডার অধিকারীদের মোকাবেলা করবে সেই পরাজিত হবে।

হাদিস নং ৮১৩

হযরত আবু বকর থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, সুফিয়ানী নামক লোকটি, ওয়াদিউল ইয়াবেছ থেকে বের হয়ে আসবে। তাকে দেখে দিমাশকের গভর্নর মোকাবেলা করতে এগিয়ে আসলে তার ঝান্ডা দেখেই পরাজিত হবে। বর্ণনাকারীদের একজন আব্দুল কুদ্দুস বলেন, তৎকালীন যুগে দিমাশকের গভর্নর ছিলেন বনুল আব্বাছের দায়িত্বশীলদের একজন।

হাদিস নং ৮১৪

হযরত জামরা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফিয়ানী হচ্ছে, একজন ফর্সা রংয়ের অধিকারী, কোকড়ানো চুলবিশিষ্ট একজন লোক। এ জগতে কেউ তার সম্পদ গ্রহণ করলে কিয়ামতের দিন সেটা গ্রহণকারীর পেটে আগুনে সেক দেয়ার মাধ্যম হবে।

হাদিস নং ৮১৫

হযরত হারেছ ইবনে আব্দল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, ইয়াবেছ জনপদে আবু সুফিয়ানির বংশধর থেকে এক লোক প্রকাশ পাবে। তার হাতে থাকবে লাল ঝান্ডা। তার উভয় পায়ের গোছা হবে শীর্ণ আকৃতির। চোখ হবে লম্বা প্রকৃতির, হলুদ বর্ণের, যার মধ্যে এবাদতের চিহ্ন থাকবে।

হাদিস নং ৮১৬

হযরত যুবায়ের ইবনে নুফায়ের (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ধ্বংস হোক আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমানের জন্য।

হাদিস নং ৮১৭

বিশিষ্ট সাহাবী আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "উক্ত দ্বীন সর্বদা ইনসাফের উপর অটল ও স্থির থাকবে। এক পর্যায়ে উমাইয়া বংশের একজন লোক তার উপর কঠিনভাবে আঘাত করবে।"

হাদিস নং ৮১৮

হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী (রহঃ) বলেন, আমার কাছে পৌঁছেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আবু সুফিয়ানের বংশের এক লোক ইসলামের উপর এমনভাবে আঘাত করবে, যার ক্ষতিপূরণ করা কখনো আর সম্ভব হবে না।"

হাদিস নং ৮১৯

হযরত আমরা ইবনে কায়স (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত খালেদ ইবনুল ওলীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু শাম দেশে খুতবা দেয়াকালীন জনৈক লোক দাঁড়িয়ে বললেন, নিঃসন্দেহে ফেৎনা প্রকাশিত

হয়েছে। উত্তরে খালেদ ইবনে ওলীদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুঃ) বললেন, অসম্ভব এটা কোনো দিনই হতে পারে না। যেহেতু হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু জীবিত আছেন। ফিৎনা তার সমূলে প্রকাশ পাওয়া তখনই সম্ভব যখন লোকজন আমার মত লোকের পিছনে ছুটবে এবং জনৈক লোক এমন থাকবে, গোটা পৃথিবীতে তার এমন আলোচনা ছড়িয়ে পড়বে যার সাথে তার কোনো সম্পর্কই থাকবে না। লোকজন তার দিকে ধাবিত হবে, কিন্তু তাকে আর পাওয়া যাবে না। আর তখনই ফিৎনা প্রকাশ হবে।

হাদিস নং ৮২০

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফিয়ানীর নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ।

২২ সুফিয়ানীর প্রকাশ পাওয়ার সূচনা

হাদিস নং ৮২১

তিনি বলেন, বনু হাশেমের একজন লোক রাজত্বের মালিক হওয়ার সাথে সাথে বনু উমাইয়ার এক লোককে হত্যা করবে। এভাবে চলতে চলতে সামান্য সংখ্যক লোক বাকি থাকবে। যাদেরকে হত্যা করা হবে না। ঠিক তখনই বনু উমাইয়ার এক লোকের আবির্ভাব ঘটবে এবং সে প্রতি জনের বিপরীত দুইজন করে হত্যা করবে। ফলে নারী ব্যতীত কোনো পুরুষই আর বাকি থাকবে না। অতঃপর মাহদী (আঃ) এর আগমন হবে।

হাদিস নং ৮২২

খালেদ ইবনে মা'দান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফিয়ানীর আবির্ভাব ঘটলে তার হাতে তিনটি বাশের কঞ্চি থাকবে। এগুলো দ্বারা কাউকে আঘাত করার সাথে সাথে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে।

হাদিস নং ৮২৩

আবু বকর ইবনে আবু মারিয়ম রহঃ থেকে বর্ণিত। তিনি তার কতিপয় শেখ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সুফিয়ানীকে স্বপ্নে দেখানো হবে যে, অমুক স্থানের দিকে তুমি বের হও। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে সে কাউকে দেখতে পাবে। দ্বিতীয় দিনও এভাবে দেখানো হবে, তৃতীয়বার তাকে বলা হবে, দাড়াও এবং বের হয়ে দেখ তোমার দরজায় কে দাড়িয়ে, তৃতীয় বার স্বপ্নে দেখার পর সে দৌড়দিয়ে ঘরের দরজায় গিয়ে দেখতে পাবে সাত/নয়জন লোক একটি পতাকা নিয়ে অপক্ষা করছে। তারা তাকে দেখে বলবে, আমরা আপনার সাথী হতে চাই। অতঃপর তিনি তাদেরকে নিয়ে বের হয়ে গেলেন, অন্যদিকে ওয়াদিউল ইয়াবিছ নামক গ্রামের অনেক লোক তার অনুস্বরণ করতে লাগল। এক পর্যায়ে দিমাশকের রাজা তার মোকাবেলার জন্য বের হয়ে আসবে এবং তাদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ সংগঠিত হয়। যখন তিনি তার ঝন্ডার দিকে দৃষ্টি দেয়ার সাথে সাথে পরাজিত হয়ে যায়। সেদিন দিমাশকের রাজা হবেন বনুল আব্বাছের জিম্মাদার।

হাদিস নং ৮২৪

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু উবাদা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "দুনিয়া ন্যায়পরায়ণতার সহিত চলতে থাকবে। এক পর্যায়ে সর্বপ্রথম বনু উমাইয়ার এক লোক তার মধ্যে মারাত্নকভাবে আঘাত করবে।"

হাদিস নং ৮২৫

আবু কাবীল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফিয়ানী হচ্ছে নিকৃষ্ঠতম বাদশাহদের অন্যতম। সে অনেক ওলামায়ে কেরাম এবং বুদ্ধিজীবিদের হত্যা করবে। অথচ তাদের মাধ্যমে সে সাহায্য প্রার্থনা করতো। যে লোকই তার বিরোধীতা করতো তাকেই হত্যা করতো।

হাদিস নং ৮২৬

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছুদিনের মধ্যে জনৈক লোক তার নিতম্ব হেলিয়ে নাচতে থাকবে। যে লোক কানা চোখের অধিকারী। তার যুগে যুদ্ধ, হত্যা বন্দি ইত্যাদি ব্যাপক আকার ধারণ করবে। তিনি হচ্ছে, সেই লোক যে মদীনাতে আক্রমণ করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করবে।

হাদিস নং ৮২৭

মুহাম্মদ ইবনে জাফর (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু এরশাদ করেন, খালেক ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের সন্তানদের থেকে একজন লোক তার সাতজন সাথীসহ প্রকাশ পাবে। তাদের একজনের হাতে থাকবে চিহ্নিত একটি ঝান্ডা, যেটা দেখে সকলে বুঝতে পারবে যে, সাহায্য চাওয়া হচ্ছে। তার সাথে লোকজন প্রায় ত্রিশ মাইল পর্যন্ত ভ্রমণ করবে। যারাই উক্ত ঝান্ডা দেখবে তারাই পরাজয় বরণ করবে।

হাদিস নং ৮২৮

হযরত আবু ইসহাক (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিশামের যুগে তোমরা সুফিয়ানীকে দেখতে পাবে না। এক পর্যায়ে পশ্চিমারা তোমাদের প্রতি ধেয়ে আসবে। যখনই তুমি সেটা দেখবে, তখন দিমাশকের মিম্বরে গিয়ে ঠাঁই দাড়িয়ে থাক। ঐ মুহূর্তে পশ্চিমারা হামলা করা সময়ের ব্যাপার মাত্র।

হাদিস নং ৮২৯

হযরত তাবী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখনই শাম দেশে বায়দা নামক স্থানের পূর্বে কোনো বিদ্রোহ প্রকাশ পাবে, প্রথম সেটা সুফিয়ানীকে গ্রাস করবে। এক পর্যায়ে হাদীস বর্ণনাকারী লাইছ বলেন, উক্ত বিদ্রোহ তাবরিয়া নামক স্থানেও দেখা দিবে, ফলে আমি দ্রুত গতিতে জাগ্রত হয়ে যাই

এবং তার জন্য পাখার ব্যবস্থা করি। হঠাৎ বুঝতে পারলাম যে, মারাত্মক ও ভয়ানক একটা রাত্র ছিল।

হাদিস নং ৮৩০

হযরত ইয়যূদ ইবনে আবযু হবীব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "সুফিয়ানীর আগমন হবে, সাইত্রিশ হিজরীর মধ্যে। তার রাজত্বের স্থায়ীত্ব হবে আঠারো মাস। আর যদি তার আগমন উনচল্লিশ হিজরীতে হয়, তাহলে তার রাজত্বের স্থায়ীত্ব হবে মাত্র নয় মাস।"

হাদিস নং ৮৩১

পাওয়া যায়নি

হাদিস নং ৮৩২

হযরত আরতাত (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দ্বিতীয় সুফিয়ানীর যুগে যুদ্ধ-বিগ্রহ এত ব্যাপক আকার ধারণ করবে, যার দ্বারা প্রত্যেক জাতি মনে করবে তার পার্শ্ববর্তী এলাকা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

২৩ তিন ঝান্ডা প্রসঙ্গে

হাদিস নং ৮৩৩

হযরত আরতাত (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, যখন তুর্কী, রোম এবং খাসাফ জাতি দিমাশকের এক প্রান্তরে জমায়েত হবে এবং দিমাশকের মসজিদের পশ্চিম প্রান্তে আরেকদল ভূপাতিত হবে তখনই শাম দেশে আরকা, আসহাফ এবং সুফিয়ানীদের তিনটি ঝান্ডা প্রকাশ পাবে। দিমাশক এলাকাকে জনৈক লোক অবরুদ্ধ করে রাখবে। এক পর্যায়ে সেই লোক এবং তার সাথীদেরকে হত্যা করা হলে বনু সুফিয়ান থেকে আরো দুইজন লোকের আত্মপ্রকাশ হবে। তখন যেন দ্বিতীয় বিজয় পাওয়া গেল।

অতঃপর যখন আরকা গোত্রের লোকজন মিশর থেকে এগিয়ে আসবে তখনই সুফিয়ানী তার সৈন্যদের সাহায্যে তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করবে। রোম এবং তুর্কীরা মিলে কারকায়সিয়া নামক স্থানে তাদেরকে হত্যা করবে এবং তাদের গোশত দ্বারা জঙ্গলে বাঘ-ভল্লুকরা তৃপ্ত হবে।

২৪ মিশর-শাম এলাকায় মতপার্থক্য সৃষ্টিকারী ঝান্ডার বর্ণনা ও তাদের বিজয়

হাদিস নং ৮৩৪

হযরত আবু উমাইয়া আল কালবী (রহঃ) একজন প্রবীণ শেখ থেকে বর্ণনা করেন, যিনি জাহেলি পেয়েছিল এবং তার উভয় চোখের উপর থেকে ভ্রু খসে পড়েছে। তিনি বলেন, যখন কালো ঝান্ডার অধিকারীদের মাঝে মতপার্থক্য সৃষ্টি হবে, তখন তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। একদল বনু ফাতেমার দিকে আহবান করবে, দ্বিতীয়দল বনুল আব্বাছের দিকে ডাকবে, অন্যদল ডাকবে নিজেদের দিকে।

হাদিস নং ৮৩৫

হযরত মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তাদের মাঝে মতানৈক্য দেখা দিবে, তখন শাম দেশে তিন ধরনের ঝান্ডা প্রকাশ পাবে। তার একটি হচ্ছে, আবকা জাতির ঝান্ডা।

হাদিস নং ৮৩৬

হযরত আবু জাফর (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তাদের বক্তব্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হবে এবং যুসশিফার আত্মপ্রকাশ হবে, তখন তোমাদের আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। এক পর্যায়ে মিশরে আবকাজাতির আবির্ভাব ঘটবে। তারা লোকজনকে হত্যা করতে করতে আরম পর্যন্ত

পৌঁছিয়ে দিবে। অতঃপর মাশু গোত্র তাদের উপর হামলা করে বসবে এবং উভয়ের মধ্যে মারাত্মক একটা যুদ্ধ সংঘঠিত হবে। এরপর সুফিয়ানী মালউন প্রকাশ পাবে এবং উভয়ে জয়লাভ করবে। এর পূর্বে অবশ্যই কুফা নগরীতে প্রসিদ্ধ বারোটি ঝান্ডার প্রদর্শনী হবে। ইতোমধ্যে হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বংশ ধরদের একদল কুফাতে আগমন করে মানুষকে তার পিতার দিকে আহবান করবে। এরপর সুফিয়ানী তার সৈন্যদেরকে সংবাদ সরবরাহ করবে।

হাদিস নং ৮৩৭

হযরত সাঈদ ইবনে আসওয়াদ, যু করনাত থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, লোকজন চারদলে বিভক্ত হয়ে যাবে। দুইজন হবে শাম দেশে। অন্য জন হবে হাকাম বংশ থেকে শুভ্র রংয়ের অধিকারী আসহাব নামক এক লোক, অন্য আরেক জন হচ্ছে মুজার গোত্রের একটু খাটো প্রকৃতির, যে কঠিন স্বভাবের। তৃতীয় জন হচ্ছে, সুফিয়ানী আর চতুর্থজন হলো, মক্কা নগরীতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণকারী। মোট এ চারজন লোক চার দলের নেতৃত্ব দিবে।

হাদিস নং ৮৩৮

হযরত আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শাম দেশে মোট চারজন লোককে হত্যা করা হবে। তাদের প্রত্যেকে খলীফার সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত। একজন বনু মারওয়ান থেকে, আরেকজন আবু সুফিয়ানের বংশধর, এদিকে সুফিয়ানী মারওয়ানের উপর বিজয়ী হবে। এবং তাদেরকে হত্যা করবে। অতঃপর মারওয়ানের সন্তানরা তার পিছু নিয়ে তাকেও হত্যা করে ফেলবে। এরপর তারা বনু আব্বাছ মাশরিকের দিকে যেতে থাকবে এবং কূফা নগরীতে প্রবেশ করবে। বর্ণনাকারী আবু জাফর (রহঃ) বলেন, মারওয়ানের বংশের একজন সুফিয়ানীর সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়বে এবং তাকে সুফিয়ানী মারওয়ানীদের উপর জয়লাভ করবে এবং তাকে হত্যা করবে। এর প্রতিশোধ হিসেবে মারওয়ানের সন্তানরা তিনমাস পর্যন্ত

যুদ্ধবিগ্রহ চালিয়ে যাবে এবং মাশরিকবাসিদের সাথে কূফায় প্রবেশ করবে।

হাদিস নং ৮৩৯

তিনি বলেন, আমাকে খালেদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মোয়াবিয়ার জনৈক মওলা সংবাদ দিয়েছে যে, তিনি মারাত্মক এক রোগে আক্রান্ত হয়ে কূফা থেকে বের হবে এবং আরিক নামক স্থানের মাঝামাঝি জায়গায় মৃত্যুবরণ করবে। মূলতঃ হঠাৎ কোনো সমস্যায় জড়িত হয়ে মারা যাবে।

হাদিস নং ৮৪০

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তৎকালীন যুগের অন্ধকারাচ্ছন্নতায় নিমজ্জিত লোকজন খুনোখুনির জন্য একত্রিত হবে। এক পর্যায়ে তারা তাদের দুশমনদেরকে নিজের এবং দেশের বন্ধু মনে করবে। তাদের সবচেয়ে অনিষ্টতার মূল লোকটি এগিয়ে আসলে তারা তাকে চিনতে পারবে না। সে একজন মধ্যবর্তী লোক এবং কোঁকড়ানো চুল ও কোটরাগত চোখবিশিষ্ট। তার উভয় চোখ হবে ভ্রু শুন্য। যে যুগের শেষের দিকে তারা বিশৃঙ্খলা ও খুনোখুনি করার জন্য জমা হবে, তখন সে মনসূরের দিকে দৃষ্টিপাত করলে, তৎক্ষণাৎ মনসূর মৃত্যু কোলে ঢলে পড়বে। তারা ঐ সময় বিভিন্ন শহরে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। তাদের কাছে সংবাদটি পৌঁছার সাথে সাথে সকলে দৌড় দিয়ে এসে আব্দুল্লাহর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে। এবং সুফিয়ানী ফেরৎ যাবে। এক পর্যায়ে পশ্চিমারা জমায়েত হবে, এমন জমায়েত যা ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। অতঃপর কূফা থেকে একদল সৈন্য বের হয়ে আসবে। অন্যদিকে বসরা থেকেও সৈন্য বের হবে। তখনই জ্বলে-পুড়ে এবং ডুবে গিয়ে সর্বসাধারণ ধ্বংস হয়ে যাবে। এসময় কূফা নগরীতে বিভিন্ন ধরনের আঘাত আসতে থাকবে। পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে আরেকদল প্রকাশ পাবে, আর তখনই ঘটে যাবে ছোট খাট একটা বিপ্লব। ঐ সময় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহর ধ্বংস হবে। অতঃপর সকলে হিমস নগরীতে হামলা করে বসবে এবং দিমাশককে আগুন দেয়া হবে। ফিলিস্তিন থেকে এক লোক বের হয়ে আসবে এবং যারা তার কাছে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করবে বিজয়ী হবে।

তার হাতেই মূলতঃ মাশরিক বাহিনী ধ্বংস হবে, তার রাজত্ব স্থায়ী থাকবে মহিলাদের পেটে গর্ভের সন্তান থাকার সময় পর্যন্ত। তার জন্য কুফার সৈন্য বাহিনী থেকে তিনটি দল এগিয়ে আসবে। এসময় কুরাইশ বংশের বিভিন্ন ঘর আক্রান্ত হবে এবং তাদের দিন যাপন করা কঠিন হয়ে পড়বে।

হাদিস নং ৮৪১

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কালো ঝান্ডাবাহীরা পরস্পর মতানৈক্যে লিপ্ত হবে তখন আরম জনপদের একাংশ ধ্বসে পড়বে এবং তার পশ্চিম পার্শ্বের মসজিদের এক সাইড ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর শাম দেশ থেকে তিন প্রকারের ঝান্ডা আত্মপ্রকাশ করবে। আসহাব, আরকা এবং সুফিয়ানীর ঝান্ডা। সুফিয়ানী বের হবে শাম দেশ থেকে, এক পর্যায়ে সুফিয়ানী সবদলের উপর জয়লাভ করবে।

হাদিস নং ৮৪২

হযরত যি করনাত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন সফর মাসে বিভিন্ন ধরনের মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে যাবে এবং চারজন লোকের উপর ভিত্তি করে বিক্ষিপ্তও হয়ে যাবে। একজন হবে মক্কাতে আশ্রয় গ্রহণকারী, অন্য দুইজন শাম দেশের বাসিন্দা। তার মধ্যে একজন সুফিয়ানী, অন্যজন হাকামের বংশধর, শুভ্র রংয়ের অধিকারী আসহার নামের। চতুর্থ হচ্ছেন, মিশরের বাসিন্দা প্রতাপশালী। এরা মোট চারজন।

হাদিস নং ৮৪৩

হযরত ইবনে যুরাইর (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন চারজন জালেমের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য হয়ে যাবে। একজন হবে প্রতাপশালী, যে নিজের জন্য খেলাফতের বাইয়াত করাবে। লোকজনকে একশত একশত করে দান করতে থাকবে। অন্য দুইজন শাম দেশের বাসিন্দা তারাও মানুষকে এত বেশি দান করবে, যা ইতোমধ্যে কেউ করেনি। তাদের দুই জন থেকে সেই দিমাশকে বিজয়ী হবে, সে লোকই হবে শাম দেশের নেতৃত্ব

দানকারী।

হাদিস নং ৮৪৪

তিনি বলেন, তিনজন লোক প্রকাশ পাবে। প্রত্যেকে রাজত্বের দাবি করবে। একজন আবকা দ্বিতীয়জন আসহাব, অন্য আরেকজন হচ্ছে আবু সুফিয়ানের পরিবার থেকে। যে সাথে কুকুর নিয়ে বের হবে এবং লোকজনকে বন্দি করে রাখবে।

হাদিস নং ৮৪৫

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, শাম দেশে তিন ঝান্ডাবিশিষ্ট তিনজন লোক আত্নপ্রকাশ করবে। একজন আসহাব, দ্বিতীয়জন আবকা এবং তৃতীয়জন হবে, সুফিয়ানী। সুফিয়ানী বের হবে শাম দেশ থেকে, আবকা বের হবে মিশর থেকে। তবে সুফিয়ানী তাদের উপর জয়লাভ করবে।

হাদিস নং ৮৪৬

হযরত যি করনাত (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, লোকজন সফর মাসে বিভিন্ন মত বিরোধে জড়িয়ে যাবে এবং চারজন লোকের অনুসরণ করার মাধ্যমে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। একজন হচ্ছে, মক্কাতে আশ্রয় গ্রহণকারী, দুইজন শামের অধিবাসী, তাদের একজন হচ্ছে সুফিয়ানী, অন্য জন আসহাব নামের শুভ্র রংয়ের অধিকারী হাকামের বংশধরদের থেকে। চতুর্থজন হচ্ছে, মিশরের এক প্রতাপশালী লোক। কিন্দার একলোক রাগান্বিত হয়ে শামের দিকে ছুটবে। অতঃপর মিশরের একটি বিশাল বাহিনী ধেয়ে আসবে এবং ঐ প্রতাপশালী লোককে হত্যা করবে আর মিশরকে শুকনো লাদির ন্যায় চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলবে। অতঃপর মক্কায় আশ্রয় নেয়া লোকটির প্রতি বাহিনী প্রেরণ করবে।

হাদিস নং ৮৪৭

হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সুফিয়ানী মিশরে প্রবেশ করে সেখানে দীর্ঘ চারমাস পর্যন্ত অবস্থান করে লোকজনকে হত্যা করবে এবং সেখানের বাসিন্দাদেরকে বন্দি করবে, সেদিন অনেক ক্রন্দনকারী মহিলারা তাদের সম্ভ্রমহানী হওয়ার কারণে কান্নাকাটি করবে। অনেকে তাদের সন্তান হারানোর বেদনায় রোনাজারী করতে থাকবে, অনেকে সম্মানিত হওয়ার পর সম্মানহানী হওয়ার কারণে ক্রন্দন করবে। আবার কেউ কেউ বিলাপ করতে থাকবে কবরে চলে যাওয়ার আগ্রহ নিয়ে।

হাদিস নং ৮৪৮

আবু ওয়াহাব কালাঈ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, বর্বর জাতির ব্যাপারে আরব এবং লোকজনের মাঝে বিভিন্ন ধরনের মত পার্থক্য সৃষ্টি হবে। ঐ সময় লোকজন চার ঝান্ডার আত্মপ্রকাশ হওয়া দেখবে। তখন বিজয় হবে কুজাবাসিদের জন্য। তাদের নেতৃত্বে থাকবে আবু সুফিয়ানের বংশধরদের একজন। বর্ণনাকারী ওলীদ বলেন, অতঃপর সুফিয়ানী এগিয়ে আসবে এবং বনু হাসেম ও বাকি তিন ঝান্ডাবিশিষ্ট তাকে প্রতিরোধকারীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। সে এককভাবে তাদের সকলের উপর জয়ী হবে এবং কূফার দিকে যেতে থাকবে আর বনু হাশেমকে ইরাকের দিকে বিতাড়িত করবে। অতঃপর কূফা থেকে ফিরে এসে শামের নিম্ন ভূমিতে মারা যাবে। আবু সুফিয়ানের সন্তানদের থেকে অন্য আরেকজন লোক খলিফা হওয়ার দাবি করবে এবং সকলের উপর তারই জয় হবে। সে লোক হচ্ছে সুফিয়ানী।

হাদিস নং ৮৪৯

হযরত আবু জাফর (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবকা নামক লোকটি বিশালদেহী কিছু লোককে সাথে নিয়ে জয়লাভ করবে তখন তাদের মধ্যে মারাত্মক এবং ভয়াবহ এক যুদ্ধ সংঘঠিত হবে। অতঃপর সুফিয়ানী

মালউন আত্মপ্রকাশ করে তাদের উভয়ের সাথে যুদ্ধ করে উভয়ের উপর জয়লাভ করবে। অতঃপর মনসূর আল-ইয়ামানী সানা থেকে স্বশস্ত্র অবস্থায় তাদের উপর হামলা করবে। তার কঠোরতা অনেক বেশি হবে, যার কারণে মানুষকে জাহেলী যুগের ন্যায় নির্মমভাবে হত্যা করবে। সে এবং আখওস আর তার অধীনস্থরা পরস্পরের সাথে স্বাক্ষাৎ করবে কাপড়-চোপড় রক্তে রঞ্জিত অবস্থায়। তাদের মাঝে আবারো ভয়াবহ যুদ্ধ হবে। আখওসে সুফিয়ানী জয়লাভ করবে। এরপর রোমবাসিরাও জয়লাভ করে শাম দেশে যেতে থাকবে। এরপর সুফিয়ানী ও কিন্দার সুন্দর একটা স্থানে আত্মপ্রকাশ করবে। সে যখন সামা পাহাড়ে আরোহণ করবে তখন এগিয়ে আসবে এবং ইরাকের দিকে যেতে থাকবে। অবশ্যই এর পূর্বে কূফা নগরীতে বারো প্রকারের প্রসিদ্ধ ঝান্ডা উত্তোলন করা হবে এবং কূফায় হযরত হাসান কিংবা হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সন্তানদের একজনকে হত্যা করা হবে। যে লোকজনকে তার পিতার প্রতি দাওয়াত দিচ্ছিল। মাওয়ালীদের একজন প্রকাশ পাবে। যখন তার সার্বিক অবস্থা স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং ব্যাপকহারে লোকজনকে হত্যা করা হবে। তখন তাকে হত্যা করার জন্য সুফিয়ানী এগিয়ে আসবে এবং সে সফল হবে।

হাদিস নং ৮৫০

হযরত কা’ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রমাযান মাসে দুইবার ভূমিকম্প হবে তখন আহলে বায়তের তিনজন লোক আর্তচিৎকার করে উঠবে। তাদের একজন বড়ই দাপট প্রদর্শন করবে এবং অন্যজন সহনশীলতা ও ধৈর্যধারণের চেষ্টা করবে। তৃতীয়জন হত্যা করার জন্য এগিয়ে যাবে। তার নাম হবে আব্দুল্লাহ। ফুরাত নদীর তীরে বিশাল এক জমায়েত অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেকে সম্পদ অর্জনের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং যুদ্ধ করতে করতে প্রত্যেক নয়জনের সাতজনই মারা যাবে।

হাদিস নং ৮৫১

ইবনে শিহাব যুহরী থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, যখন ফুরাত নদীর ব্রীজের পাদদেশে হলুদ এবং কালো পতাকাবাহী বাহিনী জমায়েত হবে তখন মাশরিক বাহিনী পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পরাজিত হবে। এক পর্যায়ে তারা ফিলিস্তিনে এসে পৌঁছবে ঐ সময় সুফিয়ানি মাশরিকবাসিদের উপর হামলা করবে। পশ্চিমারা জর্দানে এসে পৌঁছলে তাদের নেতা মারা যাবে এবং তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক দল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিক চলে যাবে, দ্বিতীয় দল হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিবে, অন্যদল নিজেদের অবস্থানে অটল থাকবে এবং সুফিয়ানী তাদের উপর আক্রমণ করবে ও তাদের পরাজিত করবে। তারা পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে সুফিয়ানীর অনুগত হয়ে যাবে।

হাদিস নং ৮৫২

ইবনুল হানাফিয়া (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফিয়ানী আবকাদের উপর জয়লাভ করে মিশরে প্রবেশ করলে মিশর বিরান ভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে।

হাদিস নং ৮৫৩

আমর ইবনুল হারেস থেকে বর্ণিত। বকর ইবনে সুওয়াদা তাকে সংবাদ দিয়েছেন, তিনি আবু যামআ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর এবং আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তারা সকলে এরশাদ করেন, মিশর দেশ থেকে নিরাপত্তা অনেক আগে উঠে যাবে। বর্ণনাকারী খারেজা বলেন, আমি আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন কি মিশরে উপদেশ দানকারী কোনো ইমাম থাকবে না? জবাবে তিনি বলেন, না, তখন সব ইমামের হত্যা আখেরী পর্যায়ে পৌঁছে যাবে।

হাদিস নং ৮৫৪

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। নিঃসন্দেহে মিশর ভূখন্ডকে টুকরো করা হবে যেমন পশুর শুকনো লাদি একটা থেকে আরেকটা বিচ্ছিন্ন থাকে।

হাদিস নং ৮৫৫

হযরত যি করনাত (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তুমি বনু উমাইয়ার জনৈক ল্যাংড়া লোককে মিশরে দেখতে পাবে, তখন দ্রুত তুমি নিজের তাঁবু থেকে বের হয়ে যাও কেননা, তাকে তার ঘরের এক লোক হত্যা করবে। অতঃপর তাদের প্রতি শাম দেশ থেকে একটি বিশাল বাহিনী প্রেরণ করা হবে। তখন কিন্দার এক লোক তার প্রতি তাঁবুর খুঁটি নিক্ষেপ করবে। তাদের অনুসরণ করে প্রথম এবং দ্বিতীয় দল মারা যাবে এবং বলবে, আমিই তোমাদের জন্য এক্ষেত্রে যথেষ্ট। তারা তখন বাহিনী সহকারে এগিয়ে আসবে এবং ঐ লোককে এবং তার অনুসারীকে হত্যা করবে। এক পর্যায়ে মিশরবাসিকে অবরুদ্ধ করে রাখবে এবং তাদের 'মাজন' বাজারের দিকে নিয়ে যাবে।

২৫ বনু আব্বাস, আহলে মাশরিক এবং সুফিয়ানীর মাঝে শামদের সংঘঠিত ঘটনা প্রসঙ্গে

হাদিস নং ৮৫৬

হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হাবীবার সাথে আলোচনা করছিলেন। এক পর্যায়ে বনুল আব্বাছ এবং তাদের নেতৃত্বের আলোচনা আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, তাদের বংশের এক লোকের হাতেই বনু আব্বাসের ধ্বংস হবে।

হাদিস নং ৮৫৭

হযরত ওলীদ ইবনে মুসলিম (রহঃ) বলেন, কুজাআ বংশের লোকজন পশ্চিমাদের উপর বিজয়ী হলে তাদের কাছে তাদের বংশের একলোক আসবে। এবং তার সাথীদের সাথে বাগিনার ঘরে প্রবেশ করবে। সেখানে পৌঁছে সকলকে দেওলিয়া করে ছাড়বে। এরপর তাদের শরীরে এক ধরনের ফোঁড়া দেখা দিলে সেখান থেকে শামের উদ্দেশ্যে বের হলে ইরাক-শামের মধ্যবর্তী জায়গায় পৌঁছে মারা যাবে। এবং তাদের বংশেরই একজন নেতৃত্ব হাতে নিবে। সেই হচ্ছে, সুফিয়ানী নামক লোক, যার অনেক কান্ড কারখানা রয়েছে। যে লোক সর্বস্থানে বিজয়ী হবে। অতঃপর আরববাসিরা তার বিরুদ্ধে শাম দেশে সৈন্য জমায়েত করবে এবং তাদের মধ্যে ভয়ানক এক যুদ্ধ হবে। এক পর্যায়ে যুদ্ধ মদীনার দিকে ধাবিত হবে, অতঃপর 'বাকিউল গারকাদ' নামক স্থানে তাদের মাঝে এক ভয়ানক যুদ্ধ সংঘঠিত হবে।

হাদিস নং ৮৫৮

ইবনে শিহাব যুহরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, জনৈক লোক একটি ফোঁড়ায় আক্রান্ত হয়ে কূফা থেকে পলায়ন করতে গিয়ে মারা যাবে। পরবর্তীতে তার পিতার নামের একজন লোক তাদের জিম্মাদারী গ্রহণ করবে। তার নাম হবে আলী আট হরফবিশিষ্ট। নৈতিকতাহীন লোক, পায়ের গোছা গোশতহীন বিশিষ্ট, মাথার উপরীভাগ ন্যাড়া, কোটরাগত বিশিষ্ট চক্ষুদ্বয়। তারপর লোকজন ধ্বংস হয়ে যাবে।

হাদিস নং ৮৫৯

হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, তার রাজত্ব হিমস নগরীতে ব্যাপক আকার ধারণ করবে এবং দিমাশককে আগুন জ্বালাতে থাকবে। তার শক্তি হবে বনুল আব্বাছের পতন হওয়া।

হাদিস নং ৮৬০

হযরত ইবনে শিহাব যুহরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফিয়ানী শামবাসীদের থেকে বাইয়াত নিবে এবং মাশরিকবাসীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাবে। ফলে তাদেরকে ফিলিস্তিন থেকে বের করে দিলে তারা 'মারাজুস সফর' নামক এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করবে। তাদের সাথে শামবাসীদের স্বাক্ষাৎ হলে মাশরিকবাসিরা পলায়ন করবে এবং সানিয়া পাহাড়ের উপর গিয়ে ঘাঁটি ফেলবে। এরপর তাদের মধ্যে তীব্র যুদ্ধ হবে, সেখান থেকেও বিতাড়িত হয়ে হিমসে এসে পৌঁছবে। সেখানেও হামলার সম্মুখিন হবে এবং পিছু হঠে কারকীসিয়া নামক এক বিরান শহরে এসে পৌঁছবে। সেখানেও তীব্র যুদ্ধ হবে এবং মাশরিকবাসিরা পরাজিত হয়ে সে এলাকা ত্যাগপূর্বক আকের কূফা নামক এলাকার দিকে এসে পৌঁছবে। আবারো তারা যুদ্ধের সম্মুখিন হবে এবং পরাজিত হয়ে সুফইয়ানী সুল আমওয়াল অতিক্রম করে যাবে। এহেন অবস্থায় সুফিয়ানীর গলায় একটি ফোঁড়া হবে। এবং সকাল বেলা কূফায় প্রবেশ করে বিকাল বেলা তার সৈন্য নিয়ে বের হয়ে যাবে। শাম দেশের বর্ডারে পৌঁছলে সে মারা যাবে। এক পর্যায়ে শামবাসিরা আতঙ্কিত হয়ে উঠবে এবং তারা আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে কালবিয়্যাহ নামক এক লোকের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে। যার চোখ কোটরাগত হবে, চেহারা হবে উজ্জল। এদিকে মাশরিক বাহিনীর কাছে সুফিয়ানীর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছলে, তারা বলবে শামবাসীদের রাজত্ব হাত ছাড়া হয়ে যাবে। অতঃপর তারা হামলা করার জন্য এগিয়ে যাবে। ঐ দিকে ইবনুল কালবিয়্যাহর নিকটও এ সংবাদ পৌঁছলে সেও সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে আসবে এবং উলূবিয়্যাহ নামক স্থানে উভয় দল যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং মাশরিকবাসিরা আবারো পারাজিত হয়ে পলায়ন করবে। এক পর্যায়ে কূফা নগরীতে এসে প্রবেশ করবে। ইবনুল কালবিয়্যাহ সেখানেও আক্রমণ করবে এবং নারী-পুরুষ, শিশুসহ সবাইকে বন্দি করবে। এবং কূফা নগরী বিরান ভূমিতে পরিণত হবে। অতঃপর সেখান থেকে হিজাজ অভিমুখে একটা বিশাল বাহিনী

রওয়ানা দিবে।

হাদিস নং ৮৬১

হযরত আরতাত ইবনুল মুনজির (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অভিশপ্ত উজ্জল চেহারা বিশিষ্ট লোকটি মুন্দিরুন এলাকা থেকে বের হবে। যেটা হবে বায়ছানের পশ্চিম দিকে। প্রকাশ পাবে লাল একটি উটির উপর আরোহণ করে। তার মাথায় মুকুট থাকবে। উক্ত দল পর পর দুইবার পরাজিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। সে টেক্স গ্রহণ করবে এবং সকলকে বন্দি করবে, আর গর্ভবতী মহিলাদের পেট চিড়ে বাচ্চা বের করে আনবে।

হাদিস নং ৮৬২

হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফিয়ানী আত্নপ্রকাশ করার পর পশ্চিমাদের এক দলকে নিজের দিকে আহ্বান করবে। তার আহবানে সাড়া দিয়ে এতবেশি লোকের জমায়েত হবে, যা ইতিপূর্বে কারো জন্য হয়নি। অতঃপর কূফাতুল আম্বার থেকে একটা দল প্রেরণ করবে। উভয় দল কারকীসিয়্যা নামক স্থানে পরস্পরের সাথে মিলিত হলে তাদের থেকে ধৈর্য্যকে দূর করে দেয়া হবে এবং সাহায্য তুলে নেয়া হবে। যদি তার বাহিনী পশ্চিমদিক থেকে আত্নপ্রকাশ করে, তাহলে প্রথমে ছোট্ট একটি যুদ্ধ হবে তখনই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহর ধ্বংস হবে। যিনি হিমস নগরীর দিকে হামলার উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাবে। সে হবে নিকৃষ্টতম ধূর্ত ব্যক্তি সে দিমাশকে আগুন জালাবে এবং তার হাতে হবে মাশরিকবাসীদের পতন।

হাদিস নং ৮৬৩

হযরত মুহাম্মদ ইবনে হিমইয়ার, তার কতিপয় শেখ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, “শাম এবং ইরাকবাসীরা হিমস নগরীতে একে অপরের উপর আক্রমণ করবে, তখন ইরাকবাসীরা পরাজিত হবে এবং তাদেরকে হত্যা করতে করতে নিজেদের দেশে পাঠিয়ে দেয়া হবে।”

হাদিস নং ৮৬৪

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই আব্দুল্লাহ একে অপরের পিছু নিতে থাকবে। এক পর্যায়ে উভয় বাহিনী কারকীসিয়া নামক স্থানের নদীর পাশে সমবেত হবে।

হাদিস নং ৮৬৫

হযরত খালেদ ইবনে মা'দান (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফিয়ানী বিরাট এক বাহিনীকে মোট দুই বার পরাজিত করবে, পরবর্তীতে সে নিজেও ধ্বংস হয়ে যাবে।

হাদিস নং ৮৬৬

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, বিশাল একটি জামাআতকে সুফিয়ানী দুই দুইবার পরাজিত করে তাদের উপর কর আরোপ করবে এবং তাদের জনগণকে বন্দি করবে। কুরাইশের জনৈকা নারীকে যবেহ করার মাধ্যমে হত্যা করে তার পেট চিঁড়ে বাচ্চা বের করে আনবে। সেই হবে বনু হাশেমের পেট চিড়ে যাদের বাচ্চা বের করা হয়েছে তাদের অন্যতম। এরপর সুফিয়ানী মারা গেলে তার পরিবারের সদস্যদের থেকে কতিপয় লোক ব্যাপকভাবে হামলে পড়বে। কয়েক বৎসর পর নিকৃষ্টতম এক লোক, অভিশপ্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত লোকজনকে তার প্রতি আহবান জানাবে। তার নাম হবে আব্দুল্লাহ। সে নিজে যেমন অভিশপ্ত হবে, তার অনুসারীরাও অভিশপ্ত হবে। তাদের প্রতি আসমান-জমিনের অধিবাসী সকলে অভিশাপ দিবে। সে হবে মানুষের কলিজা ভক্ষণকারী। সে দিমাশকে এসে তার মিম্বরে আরোহণ করবে। তার যাবতীয় নির্দেশ হিমস নগরী পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এবং সে দিমাশকে আগুন জ্বালিয়ে দিবে। এবং সেটা হবে, বনুল আব্বাছ থেকে দুইজন লোক, যারা একই বংশের হবে যখন সিংহাসনের দাবীদার হবে। প্রথমজন দ্বিতীয় জনের সাথে মতবিরোধে লিপ্ত হলে সুফিয়ানীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে। সে হবে অল্প বয়স্ক, কোকড়ানো চুল বিশিষ্ট। সাদা রংয়ের অধিকারী

এবং লম্বা প্রকৃতির। তাদের মাঝে শাম দেশে অনেকগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হবে এবং বনুল আব্বাছের অনেক নারীকে বন্দি করে দিমাশকে ফেরৎ পাঠানো হবে।

হাদিস নং ৮৬৭

হযরত আরতাত ইবনে মুনযির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফিয়ানী তার নিজের বিরোধীতাকারীদেরকে হত্যা করে তাদেরকে পেরেক দ্বারা আটকিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হবে। তাদের গোশত বড় এক পাতিলে পাকানো হবে। এভাবে দীর্ঘ ছয় মাস পর্যন্ত চলতে থাকবে। এক পর্যায়ে মাশরিক মাগরিব বাহিনী পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।

২৬ শাম এবং বনুল আব্বাসের মাঝে ঘটে যাওয়া ঘটনা ও সুফিয়ানীর আলোচনা

হাদিস নং ৮৬৮

হযরত ওজীন ইবনে আতা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চতুর্থ ফিৎনা মূলতঃ রিককাহ থেকে সূচনা হবে।

হাদিস নং ৮৬৯

ওলীদ (রহঃ) জনৈক মুহাদ্দিস থেকে বর্ণনা করেন, বনুল আব্বাছের মাঝে এখতেলাফের সূচনা হচ্ছে, খোরাসান থেকে একটি ঝান্ডার আত্মপ্রকাশ হওয়া। তখন তাদের মাঝে মানবিতুয জাফরানে তীব্র যুদ্ধ সংঘঠিত হবে। সেখানে অংশগ্রহণকারী সকলে মারা যাবে। মানাবিতুয জাফরানের ঘটনা মানুষের কাছে পৌঁছলে, যখন তিনি পবিত্র মদীনাতে ঝর্ণার মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করছিলেন। এক পর্যায়ে তাদের কাছে ধন সম্পদ, টাকা-পয়সা যার কাছে যা কিছু আছে সব নিয়ে বেড়িয়ে পড়বে। ফলে হাররান নামক এলাকায় এসে যাত্রা বিরতি করবে। এহেন পরিস্থিতিতে তাদের কাছে সংবাদ আসবে, পশ্চিমাদের জনৈক বাদশাহ হামলা করেছে। তার মোকাবেলা করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করলে তারা পরাজিত হবে এবং সে এবং তার সাথীবর্গ শাম দেশে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করবে। এ সময় আমমান জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, 'ধ্বংস হোক হিমসবাসীদের জন্য, যারা স্পষ্ট চোখ বিশিষ্ট হবে'। তখনই প্রত্যেক বিবাহিত এবং সন্তানওয়ালী নারীগণ গর্ভবতী হয়ে যাবে। এভাবে চলতে চলতে নাহার সম্বলিত এলাকায় এসে অবস্থান নিবে। সেখানে এক জালেম বাদশাহকে হত্যা করা হবে। এবং তার যাবতীয় সম্পদ তাকসীম করে দেয়া হবে। এরপর তারা হাররান নামক মদীনাতুল আসনামে এসে পৌঁছবে। সেখানে বাসিন্দাদের পেট ফেঁড়ে ফেলা হবে এবং তাদের একতাবদ্ধতা নষ্ট করা হবে। আরেকটি বাহিনী মাশরিকের দিকে প্রেরণ করা

হবে এবং সেখানের বাসিন্দাদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে বাইয়াত নেয়া হবে। সেখানে দীর্ঘ আঠারো মাস পর্যন্ত অবস্থান করবে। এরপর খাবুরের দিকে যেতে থাকবে এবং সেখানেও দীর্ঘদিন থাকবে। এরপর মারবাজুস সূরের দিকে যাবে এবং সে এলাকাকে প্রচন্ড উত্ত্বপ্ত অবস্থায় রেখে আসবে। অতঃপর মাশরিকবাসিরা তাকে বর্জন করে পাহাড়ের ভিতরে চলে যাবে এবং সেখানে তার পরিবারের একজন তার সাথে গাদ্দারী করে তাকে হত্যা করবে। তারপর মাশরিক বাহিনী এসে হাররান এবং রুনা নামক স্থানের মাঝামাঝি এলাকায় অবস্থান নিবে। এবং ঘরের মাঝখান থেকে জনৈক আমরাদের আত্মপ্রকাশ হবে।

হাদিস নং ৮৭০

হযরত আবু উমাইয়া কালবী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কালো ঝান্ডাবাহীরা যুদ্ধে লিপ্ত হবেন, তাদের ভিতর থেকে সাত জনের একটা কাফেলার আত্মপ্রকাশ হবে। এবং গ্রাম বাসিদের কাছে তার সাহায্যের আবেদন করে লোক প্রেরণ করবে। তারা সরাসরি অস্বীকার করবে। এদিকে বনুল আব্বাছের অভিভাবকত্ব গ্রহণকারীর কাছে তাবরিয়া নামক স্থানে তার আগমনের সংবাদ পৌঁছে যায়। তখন তার উদ্দেশ্যে বিশাল বাহিনী প্রেরণ করে। তারা পরস্পরের মুখোমুখি হলে প্রত্যেক সৈন্য তার প্রতিপক্ষের উপর ঝাপিয়ে পড়বে। দুই দলের প্রধানদ্বয়ও একে অপরের উপর আক্রমণ করবে। এবং তাকে সবকিছু জানাবে। তখন খারেজী এবং তার সাথের লোকজন টীলার দিকে অবস্থিত বড়ই গাছের দিকে ধাবিত হবে এবং তার ছায়ায় আশ্রয় নিবে। এ সময় গ্রামবাসিরা এসে তার হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করবে এবং তার সাথে ভ্রমণ করতে থাকবে। আফহাওয়ানা নামক স্থানে পৌঁছলে বুহাইরায়ে তাবরিয়্যাহর কাছাকাছি স্থানে তাদের মধ্যে তীব্র লড়াই হবে। তাদের রক্তে সমুদ্রের পানি পর্যন্ত লাল হয়ে যাবে। অতঃপর তারা পরাজিত হবে। জাবিয়া নামক স্থানে আবারো যুদ্ধ সংঘটিত হবে, যার কারণে জাবিয়া নামক স্থানের আশেপাশের প্রায় পাঁচ মাইল পর্যন্ত এলাকা ধ্বংসস্তুপে পরিণত

হবে। ঐ সময় দূরবর্তী এলাকার লোকজনের জন্য যেন আশীর্বাদ হবে। সেখানেও তারা পরাজিত হবে আবারো তারা দিমাশকে এসে মিলিত হবে। সেখানে উভয় দলের মাঝে ভয়াবহ লড়াই হবে। এক পর্যায়ে ঘোড়ার শরীরের অর্ধেক পর্যন্ত রক্তের মধ্যে ডুবে যাবে এবং তারা পরাজিত হবে।

হাদিস নং ৮৭১

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, মাশরিক বাহিনী থেকে এক লোকের আত্মপ্রকাশ হলে সে এলাকার বাদশাহ নিজের এলাকা ছেড়ে পলায়ন করবে এবং রিককাহ ও হাররান নামক এলাকায় তাদের মধ্যে তীব্র যুদ্ধ হবে। তখন কুরাইশের এক লোক তাকে হত্যা করবে এবং সে এলাকায় আবু সুফিয়ানের বংশধর থেকে এক লোক আত্মপ্রকাশ হবে। তাকে কুফর শাসক হাররান নামক এলাকায় হত্যা করবে।

হাদিস নং ৮৭২

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সুবান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছুদিনের মধ্যে এমন এক খলীফা আত্মপ্রকাশ করবে, লোকজন যার হাতে বাইয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাবে। এবং তার নায়েব তার দুশমন হয়ে যাবে। যার কারণে একাকী সফর করা বিহীন তার আর কোনো উপায় থাকবে না। এভাবে চলতে চলতে এক সময় তার দুশমনের উপর বিজয়ী হবে। ইরাকবাসিরা তাকে ইবায় ফিরিয়ে নিতে চাইলে সে অস্বীকৃতি জানাবে এবং বলবে এটা হচ্ছে, যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত স্থান, যার কারণে তারা তাকে ছেড়ে চলে যাবে। তাদের মধ্য থেকে একজনকে নেতা নিযুক্ত করবে। সকলে তার কাছে যাবে এবং হিমস নগরীর হানাসিরা পাহাড়ে তার স্বাক্ষাৎ পাবে। শামবাসিদের কাছে এ সংবাদ পাঠানো হলে তারা একজনের সান্নিধ্যে জমায়েত হবে। তাদের সাথে ভয়াবহ একটি লড়াই হবে। এমন কি একলোক তার বাহনের উপর দাড়াতে চাইলে সে

হাদিস নং ৮৭৩

হযরত ওয়ালিদ ইবনে হিশাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারা সেখানে প্রচন্ড যুদ্ধ করবে। অতঃপর আমরা তাদের এভাবে বর্ণনা করলাম। যখন সুফিয়ানী তাদের নিয়ে বিদ্রোহ করবে, তখন উভয় দল ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। এমনকি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কূফায় প্রবেশ করাবেন। ফলে দিনের প্রথমাংশ হবে তাদের জন্য। আর শেষাংশ হবে তাদের বিরুদ্ধে।

হাদিস নং ৮৭৪

হযরত আবু নযর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমার নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জনৈক সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইরাকে জনৈক বাদশা অবস্থান নিবে। যার নিকট সিরিয়াবাসীরা বাইয়াত গ্রহণে অপছন্দ করবে। অতপর যা হবার তাই হবে। অতপর তার নিকট এ খবর আসবে যে, তার শত্রু তার দিকে আসছে। অতপর সে তার দিকে যাবার কোন পথ পাবে না । অতপর পথ পাবে এবং তার দিকে সিরিয়া দিয়ে গমন করবে। পথিমধ্যে তার সাথে সাক্ষাৎ হবে এবং তাকে হত্যা করে দিবে। অতপর সে ইরাকবাসীদের যারা তাকে সাহায্য করবে তাদের বলবে, এটা আমার দেশ। এটা আমার যমীন। এটা আমার ভূমি। আর তোমরা তোমাদের দেশে ফিরে যাও। আমি তোমাদের থেকে অমুখাপেক্ষী হতে চাই। ফলে তারা তাদের দেশে ফিরে যাবে। অতপর তারা বলবে, আমরা তাকে বাদশা বানিয়েছি। আর আমরা তাকে সাহায্য করেছি। আর আমরা তাকে ব্যতীতই মানুষদের হত্যা করেছি। তারপরও সে আমাদের দেশ ছাড়া অন্য দেশ গ্রহণ করেছে। চলো আমরা সকলেই একত্র হই, যাতে আমরা তার সাথে যুদ্ধ করতে পারি। সুতরাং তোমরা তার দিকে সফর কর। তিন লাখ সন্দেহপূর্ণ লোক থাকবে। অতপর তারা তার সাথে হিস নামক এলাকায় মিলিত হবে। অতপর তারা সেখানে যুদ্ধ করবে। আর সেখানে তাদের মাঝে প্রচন্ড যুদ্ধ হবে। এমন যুদ্ধ ইতিপূর্বে আরবদের মাঝে আর হয় নাই। তাদের উপর সবর ঢেলে দেওয়া হবে। তাদের থেকে সাহায্য উঠিয়ে নেয়া হবে।

এমনকি একজন ব্যক্তি তাদের মাঝে দাঁড়াবে এবং যদি সে তাদেরকে গণনা করতে চায়। তাহলে সে তাদের অবশিষ্ট লোকদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে সে গণনা করতে পারবে।

হাদিস নং ৮৭৫

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন বনী আব্বাসের মধ্যে শেষ বার মতানৈক্যতা দেখা দিবে। আর সেটা হবে সুফইয়ানী ইবনে আকেলাতুল আকবাদের আবির্ভাবের পর। আর তাদের শেষের মতানৈক্যতার ভিতরে ধ্বংসযজ্ঞ থাকবে। আর তখন তোমরা ছানিয়্যা এর ঘটনা, সালিমার বড় দুই বসতির ঘটনা এবং হিসের ঘটনা যা অনেক বড় তার অপেক্ষা কর। আর তখন বনু আব্বাস ও পূর্বের অধিবাসীরা পরাজয় বরণ করবে। এমনকি তাদের মহিলাদের বন্দি করা হবে। এবং তারা কূফায় প্রবেশ করবে।

হাদিস নং ৮৭৬

হযরত ইয়াকুব ইবনে ইসহাক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন লোক যে ফিতানের আলামত হবে। তিনি বলেন, সে রিক্কায় অবস্থান নিবে। আর সে হবে আব্বাসীয় বংশভূত একজন লোক। অতপর সে সেখান দুই বছর অবস্থান করবে। অতপর সে রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। অতপর সে রোমের উপর যতটানা বিপদের কারণ হবে তার বেশী বিপদের কারণ হবে মুসলমানদের উপর। অতপর সে যুদ্ধ হতে রিক্কাতে ফিরে আসবে। অতপর তার নিকট পূর্বাঞ্চল হতে যা সে অপছন্দ করে তা তার নিকট আসবে। অতপর সে সিরক এ ফিরে যাবে। কিন্তু সে সেখান থেকে এর ফিরে আসবে না। অতপর তার পুত্র তার স্থলাভিষিক্ত হবে। আর তার মাথার উপরেই সুফইয়ানির আর্বিভাব হবে। এবং তার রাজত্ব কাটা পড়বে। (অর্থাত তার আমলেই সুফিয়ানী বের হবে। এবং তার মাধ্যমেই তাদের রাজত্ব শেষ হবে।

হাদিস নং ৮৭৭

হযরত নুযাইব ইবনে সিররী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পশ্চিমাদের থেকে একজন বাদশা নির্বাচিত হবে। সে উপদ্বীপের দিকে ভেগে প্রস্থান করবে। অতপর সিরিয়াবাসীদের নিকট সাহায্য কামনা করবে। অতপর তার সকলে তার নিকট জমায়েত হবে। অতপর পশ্চিমা অধিবাসীদের দিকে অগ্রসর হবে। তারা একটি পাহাড়ের নিকট একত্র হবে। যেই পাহাড়ের নাম হবে হিস। আর সেখানে অনেক আলেমকে হত্যা করা হবে।

হাদিস নং ৮৭৮

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফইয়ানীকে ইরাকের সৈন্যদের উপর প্রেরণ করা হবে। বনু হারেসা এর একজন লোক। তার দুটি গাদরীর হবে। যাকে নামার অথবা কমার ইবনে আব্বাদ বলা হবে। সে হবে তার সম্মুখে বড় দেহওয়ালা একজন ব্যক্তি। সে হবে তার গোষ্ঠির মধ্যে দুই কাধের প্রশস্ততায় টেকো ও খাটো। অতপর তার সাথে যুদ্ধ করবে ঐ সমস্ত লোক যারা সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী হবে। আরেক স্থানে আছে যে, তাকে বানিয়্যাহ বলা হবে। আর পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধে হিমসের অধিবাসী ও তাদের সাহায্যকারীরা থাকবে। আর সেখানে সেদিন তাদের থেকে বিশাল বড় এক দল হবে। যারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে ঐ স্থানে যেটা দামেস্কের সাথে মিলানো। উহার প্রত্যেকটি তাদেরকে পরাজিত করবে। অতপর তারা দামেস্ক ও হিমস থেকে সুফইয়ানী সহকারে ভেগে যাবে এবং তারা মিলিত হবে। আর পূর্বাঞ্চলের লোকজন এক স্থানে থাকবে যাকে ইয়াদাইন বলা হবে। যেটা হিমসের পূর্বাংশের সাথে মিলিত। আর সেখানে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের থেকে তাদের চার-তৃতীয়াংশ প্রায় সত্তর হাজার লোককে হত্যা করা হবে। অতপর তাদের উপর পিছন ফিরে পলায়ন করাটা আবশ্যক হয়ে পড়বে। আর যেই সৈন্যদলকে মাশরিক তথা পূর্বাঞ্চলের দিকে পাঠানো হয়েছিল তারা সফর করে ফিরে আসবে। এবং কূফায় অবস্থান নিবে। তারপর দেখা যাবে- কত রক্ত প্রবাহিত হয়েছে!

কত উদর বিদীর্ণ হয়েছে! কত বন্ধু নিহত হয়েছে! কত সম্পদ কেড়ে নেওয়া হয়েছে! কত রক্তকে বৈধ মনে করা হয়েছে। (রক্ত প্রবাহিত হয়েছে।) অতপর সুফইয়ানী তার নিকট পত্র লিখবে যে, সে উহাকে চামড়া মুছে দেওয়ার মত মুছে দিয়ে সে হেজাজে তথা উপদ্বীপে সফর করবে।

হাদিস নং ৮৭৯

হযরত হারীস ইবনে উসমান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালমান ইবনে সামীর আলহানীকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, কূফায় অবশ্যই অবশ্যই এমন একজন বাদশা অবস্থান নিবে যে, সে সিরিয়াবাসীদেরকে পরাজিত করবে। অতপর তাদের মাঝে এবং সিরিয়ার অধিবাসীদের মাঝে আগ্রহ হবে। আলীক বিশ শাম বলা হবে। কেননা সেটা হল বাইতুল মুকাদ্দাসের ভূমি। নবীগণের ভূমি। খলীফাদের আবাসস্থল। আর মাল সম্পদ তার দিকে টেনে আনবে। আর তার থেকে সৈন্যদল পৃথক করে দিবে। ফলে তাদের সাড়া দিবে। অতপর যখন তাদের সাড়া দিবে, তখন পূর্বাঞ্চলীয় লোকজন তার উপর প্রতিশোধ নিবে। তারা বলবে আমরা তার সাথে যুদ্ধ করেছি। আমরা আমাদের রক্তকুাকে, আমাদের নিজেদেরকে আমাদের মাল সম্পদকে বিপদের সম্মুখিন করেছি। আর এখন সে আমাদের উপর কর্তৃত্ব করছে। সুতরাং তাকে খতম কর। তিনি বলেন, অতপর সিরিয়ার অধিবাসীরা কূফার দিকে অগ্রসর হবে। এবং তারা উহাকে চামড়া মুছে দেওয়ার মত মুছে দিবে।

হাদিস নং ৮৮০

হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্বাসীয় বংশধরের সপ্তম পুরুষ মানুষদেরকে যুদ্ধের দিকে ডাকবে। আর মানুষ তার ডাকে যুদ্ধের দিকে সাড়া দিবে না। অতপর সে বলবে, আমি তোমাদের মাঝে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর রীতিনীতি চালু করবো। আর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সমান ভাগে ভাগ করে দিব। তখন তার নিজের ঘরের লোকজন বলবে তুমি কি

আমাদেরকে আমাদের জীবন চলার পথ থেকে বের করে দিতে চাও? ফলে তারা তার কথার উপর অস্বীকৃতি জানাবে। অতপর সে তার ঘরের কয়েকজন লোককে হত্যা করবে। অতপর তারা তাদের মাঝে যে বিষয় থাকবে তার ভিতর মতানৈক্য করবে। আর ঐ সময়ই ফাহারের বংশধরের থেকে এক লোক বের হবে। সে বর্বর লোকদেরকে একত্রিত করবে। অতপর মিসরের মিম্বারসমূহ দখল করবে। অতপর আবু সুফিয়ানের বংশধরের থেকে একজন লোক বের হবে। আর যখন ফাহারের বংশের লোকটির নিকট উক্ত ব্যক্তির বের হওয়ার খবর পৌঁছবে, তখন তারা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে।

হাদিস নং ৮৮১

হযরত আলী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সিরিয়ায় সুফইয়ানীর আবির্ভাব হবে। অতপর তাদের মাঝে কিরকিসিয়া নামক এলাকায় একটি ঘটনা ঘটবে। অর্থাৎ যুদ্ধ হবে। এমনকি আকাশের পাখিরা ও হিংস্র জানোয়ার তাদের পঁচে গলে যাওয়া দূর্গন্ধযুক্ত শরীর দ্বারা তাদের পেট পুর্তি করবে। অতপর তাদের পরবর্তীদের উপর প্রভাত হবে। আর তাদের থেকে একদল মানুষ খোরাসানে প্রবেশ করবে। আর এদিকে সুফইয়ানির সৈন্যদল খোরাসানের অধিবাসীদের খোঁজে অগ্রসর হবে। অতপর তারা কূফার শিয়া এ আলে মুহাম্মাদ নামক স্থানে যুদ্ধ করবে। অতপর খোরাসানের অধিবাসীরা মাহদী আলাইহিস সালামের খোঁজে বের হবে।

হাদিস নং ৮৮২

হযরত আম্মার ইবনে ইয়সির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ এর অনুসরণ করবে। অতপর তাদের দুজনের সৈন্যদল কিরকিসিয়া নামক স্থানের একটি নদীর কিনারায় মিলিত হবে। অতপর সেখানে ভীষণ বড় যুদ্ধ হবে। আর পশ্চিমাঞ্চলের লোকজন চলে যাবে। ফলে তাদের পুরুষদের হত্যা করা হবে। এবং তাদের মহিলাদের বন্দি করা হবে। অতপর কাইসে প্রত্যাবর্তন করবে। এমনকি সুফইয়ানীর দিকের উপদ্বীপে অবস্থান নিবে। অতপর ইয়ামানীর অনুসরণ করবে। অতপর আরীহা নামক

স্থানে কইসীকে হত্যা করবে। অতপর তারা যা জমা করছে তা সুফইয়ানী লাভ করবে। অতপর কূফার দিকে অগ্রসর হবে। অতপর আলে মুহাম্মাদের সাহায্যকারীদের হত্যা করবে। অতপর সিরিয়ায় তিনটি ঝান্ডার উপর সুফইয়ানীর আবির্ভাব হবে। অতপর কিরকিসিয়ার পর তাদের একটি বড় ঘটনা ঘটবে। অতপর তাদের পরবর্তীদের প্রভাতের সূর্য উদয়টা তাদের উপর উদয় হবে। অতপর তাদের থেকে একটি দল সামনে অগ্রসর হবে। এমনকি তারা খোরাসানের যমীনে প্রবেশ করবে। অতপর সুফইয়ানীর সৈন্যদল রাত ও নদীর ন্যায় অগ্রসর হবে। তারা যার পাশ দিয়েই যাবে সবকিছু ধ্বংস করে দিবে। এবং নিঃশেষ করে দিবে। এমনকি তারা কূফায় প্রবেশ করবে। এবং মুহাম্মাদের পরিবারবর্গের সম্প্রদায়কে হত্যা করবে। অতপর প্রত্যেকভাবে খোরাসানবাসীদেরকে অনুসন্ধান করবে। আর খোরাসানাবাসীরা মাহদী আলাইহিস সালামের খোঁজে বের হবে। আর তারা তার জন্য দোয়া করবে। এবং তাকে সাহায্য করবে।

হাদিস নং ৮৮৩

হযরত সালমান ইবনে সামীর আলহানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অচিরেই কূফাদে একজন খলীফা অবস্থান নিবে। আর পরাজয়ের ক্ষেত্রে সিরিয়াবাসীরা একমত হবে। অতপর তাদের মাঝে আগ্রহ হবে। আর তাকে বলা হবে, তোমার জন্য আবশ্যক হল যে, তুমি সিরিয়ার ভূমিতে অবস্থান করবে। কেননা সেটা পবিত্র ভূমি। নবীদের ভূমি। খলীফাদের আবাস ভূমি। আর তার দিকে ধন সম্পদ টেনে আনবে। তার থেকে সৈন্যরা পৃথক হয়ে যাবে। তখন সে তাদের কথা মেনে নিবে। আর যখন সে তাদের কথা মেনে নিবে তখনই আহলে মাশরিক তথা পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা তার উপর বদলা নিবে। তখন তারা বলবে, আমরা তার সাথে আমাদের রক্তকে আমাদের নিজেদেরকে, আমাদের মাল সম্পদকে বিপদে ফেলেছি। আর সে আমাদের উপর অন্যকে প্রাধান্য দিল। ফলে তারা তারা বিরোধিতা করবে। আর সিরিয়াবাসীরা কূফার দিকে চলে যাবে। আর সেদিন চামড়া মুছে দেয়ার ন্যায় প্রচন্ড যুদ্ধ করবে।

২৭ বাগদাদ এবং ‘যাওয়া’ শহরে সুফইয়ানীর ধ্বংসের বর্ণনা

হাদিস নং ৮৮৪

হযরত আবু জা’ফর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সুফইয়ানী আবকাত, মানসূর, কিনদি, তুর্ক, ও রোমে প্রকাশ পাবে তখন সে বের হবে এবং কূফার দিকে যাবে। অতপর চিকিৎসা বা আরোগ্যওয়ালা উত্থিত হবে। আর সেখানেই হালাকু আব্দুল্লাহ থাকবে। আর সে অপসারিতকে অপসারিত করবে। আর সে মদীনায়ে যাহরার অধিবাসীদের অজ্ঞাতে তাদের মাঝে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে। অতপর শহরে চাপ সৃষ্টির কারণে আখওয়াছ তথা ছোট চোখবিশিষ্ট হওয়া প্রকাশ পাবে। ফলে সেখানে অনেক বড় একটা যুদ্ধ হবে। আর সে যুদ্ধে আব্বাসের বংশধরের ছয় জন নেতাকে হত্যা করা হবে। আর সেখানে বড় হত্যাযজ্ঞ হবে। অতপর সে কূফার দিকে যাবে।

হাদিস নং ৮৮৫

হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “যখন সুফইয়ানী ফুরাত পার হবে এবং এমন এক জায়গায় পৌঁছবে যার নাম হবে আকের কূফা। আল্লাহ তা’আলা তার অন্তর থেকে ঈমানকে মুছে দিবেন। আর সেখানে একটি নদীর দিকে যে নদীর নাম হবে দাজীল। উক্ত নদীর নির্জন প্রান্তরে সত্তর হাজার তরবারীধারী লোককে সে হত্যা করবে। আর তাদের ব্যতীত তাদের থেকে বেশী লোক থাকবে না। অতপর তারা বাইতুয যাহাব তথা স্বর্ণের ঘরের উপর প্রকাশ পাবে। অতপর তারা যুদ্ধ করবে এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে। অতপর তারা মহিলাদের পেট চিড়বে বা ফাঁড়বে। তারা বলবে হয়তো সে কোন গোলাম কর্তৃক গর্ভবতী হয়েছে। আর দাজলার পাড়ে র্মারা এর দিকে মহিলাগণ কুরাইশদের নিকট সাহায্য কামনা

করবে। সুফুনের অধিবাসীদেরকে তারা ডাকবে যাতে তাদেরকে উঠিয়ে নেয় এবং যাতে তারা তাদেরকে মানুষের সাথে সাক্ষাত করাতে পারে। আর তারা বনু হাশেমের উপর শত্রুতার কারণে তাদেরকে উঠাবে না। আর তোমরা বনু হাশেমের সাথে শত্রুতা পোষণ করিও না। কেননা তাদের থেকেই রহমতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর তাদের থেকে জান্নাতে পাখি হবে। আর মহিলাদের অবস্থা হল যখন রাত গভীর বা অন্ধকার হবে, তখন তারা উহার গর্তসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করবে, যে গর্তগুলো থাকবে ফাসেকদের থেকে লুকায়িত। অতপর তাদের নিকট সাহায্য আসবে। এমনকি তারা (সাহায্য) সুফইয়ানীর সাথে যে সমস্ত মহিলা ও সন্তান-সন্ততী থাকবে, তাদেরকে বাগদাদ ও কুফা থেকে উদ্ধার করবে।”

হাদিস নং ৮৮৬

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তার বংশধরের থেকে এক লোক পূর্বাঞ্চলের নদীসমূহের মধ্য থেকে একটি নদীর উপর অবস্থান নিবে। যার নাম হবে আব্দুল ইলাহ বা আব্দুল্লাহ। উক্ত নদীর উপর দুইটি শহর গড়ে উঠবে। আর উক্ত দুটি শহরের মাঝখান দিয়ে নদী বইবে। আর যখন আল্লাহতা’আলা তার রাজত্বের অবসানের অনুমতি দিবেন এবং তার মেয়াদকাল শেষ করে দিবেন, তখন আল্লাহতা’আলা উহার দুটির একটিতে কোন এক রাত্রে আগুন পাঠাবে। ফলে গাঢ় কালো ও অন্ধকার হয়ে যাবে। সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিবে। কেমন যেন ঐ স্থানে কোন কিছুই ছিল না। আর সকাল হবে আর সবাই আশ্চার্যান্বিত হবে। কিভাবে সবকিছু চলে গেল । সেদিন শুধু দিনের শুভ্রতাই থাকবে। এমনকি আল্লাহতা’আলা সেদিন সেখানে প্রত্যেক অহংকারী দাম্ভিককে একত্র করবেন। অতপর আল্লাহতা’আলা তাদের সকলকে সহ উক্ত শহর দাবিয়ে দিবেন। আল্লাহ তা’আলার কথন হা-মীম, আইন সীন ক্বাফ। আল্লাহতা’আলার পক্ষ থেকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যয়িত এবং ফায়সালা। আর আইন (অক্ষর দ্বারা উদ্দেশ্য হল) আযাব। আর সীন (এর ক্ষেত্রে) বলা হয় অচিরেই

নিক্ষিপ্ত হবে, উক্ত দুটির উপর পতিত হবে। অর্থাৎ উক্ত দুটি শহরের উপর।

হাদিস নং ৮৮৭

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে গানাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই জন বাঁদী মহিলা তাড়াতাড়ি আটা পিষতে যাতার নিকট বসবে। তাদের এক জন যমীনে ধসে যাবে আর অন্য জন দেখতে থাকবে। আর অচিরেই তারা উভয়ে পাশাপাশি জীবিত থাকবে। আর তাদের দুই জনের মাঝে একটি নদী চিরবে বা সৃষ্টি হবে। আর তারা উভয়ে সেখান থেকে পান করবে। তারা একে অপরকে পাবে। সময়ের মধ্য হতে তাদের দুই জন এমন একটি দিনে উপস্থিহ হবে যে দিনে তাদের একজনকে নিয়ে যমীন ধসে যাবে। আরেকজন তা দেখতে থাকবে।

হাদিস নং ৮৮৮

হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি, হযরত ওমর, হযরত আলী, হযরত ইবনে মাসউদ, হযরত আবু কা'ব, হযরত ইবনে আব্বাস ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কতিপয় সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহুম হা-মীম, আইন, সীন, ক্বাফ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলেন। অতপর হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন (আরবী অক্ষর) আইন দ্বারা আযাব বা শাস্তি উদ্দেশ্য। এমনিভাবে সীন দ্বারা সুন্নাত ও জামা'আত উদ্দেশ্য। আর ক্বাফ দ্বারা এমন একটি দল উদ্দেশ্য যারা শেষ যামানায় অপবাদ ছড়াবে। অতপর হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন হা-মীম দ্বারা কারা উদ্দেশ্য? তিনি বললেন, মদীনায় একটি স্থানের নাম যাওরা। সেখানে হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এর বংশধরের থেকে কিছু লোক থাকবে। আর সেখানে একটি ভীষণ যুদ্ধ হবে। আর সেখানেই কিয়ামত সংগঠিত হবে। অতপর ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন আমাদের মাঝে এমন কিছু নেই। তবে ক্বাফ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, নিক্ষেপ ও ধসে যাওয়া হবে। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, তুমি তাফসীর সঠিক করেছ। আর ইবনে

আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু মাথনা (তা'বীর) ঠিক করেছে। সুতরাং ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এর সঠিকতাকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এমনকি হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুসহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনেক সাহাবায়ে কিরাম হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে যা শুনেছেন তা থেকে তার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

হাদিস নং ৮৮৯

হযরত আবান ইবনে ওলীদ ইবনে উকবা ইবনে আবু মুঈত হতে বর্ণিত। তিনি হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন যে, সুফইয়ানী বের হবে অতপর যুদ্ধ করবে। এমনকি মহিলাদের পেট চিড়বে। এবং ছোট শিশুদেরকে কড়াই এর মধ্যে টগবগে গরমের মধ্যে জ্বাল দিবে।

হাদিস নং ৮৯০

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন বনু আব্বাসের মহিলাদেরকে আটক করা হবে। এবং তাদেরকে দামেস্কের গ্রামে নেওয়া হবে।

হাদিস নং ৮৯১

হযরত আরতাত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ফুরাতের উপর শহর স্থাপন করা হবে। আর সেটা হল নুফুক আর নিক্বাফ (যা দ্রুত শেষ হয় যা। আর পাখির চক্ষু)। আর যখন দামেস্কের ছয় মাইল দূরে শহর স্থাপন করা হবে তখন তোমরা যুদ্ধের জন্য সংকল্প কর।

২৮ সুফিয়ানি আর তালর দলের কূফায় প্রবেশ

হাদিস নং ৮৯২

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিসরে ধ্বংসযজ্ঞ হওয়া পর্যন্ত কূফা ধ্বংসযজ্ঞ হতে নিরাপদ থাকবে। হযরত হেকাম সাফওয়ান

থেকে বর্ণনা করে তার হাদীসে বলেন যে, আমার নিকট ঐ ব্যক্তি বর্ণনা করেছে, যে হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এ কথা বলতে শুনেছে যে, কূফাতে চামড়ার মত মিলিয়ে দেওয়া হবে। অতপর কূফার পর বড় যুদ্ধ সংগঠিত হবে।

হাদিস নং ৮৯৩

হযরত আরতাত রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন সুফইয়ানী কূফায় প্রবেশ করবে। অতপর কূফাকে তিন দিন ঘেরাও করে রাখবে। আর সেখানের ষাট হাজার অধিবাসীকে হত্যা করবে। অতপর সেখানে আঠারো রাত অবস্থান করবে। সেখানে কূফার মাল সম্পদ ভাগাভাগি করে নিবে। আর মক্কায় তার প্রবেশ ঘটবে তুর্ক, রোম, ও কিরকিসিয়ায় যুদ্ধের পর। অতপর তাদের পরবর্তীদের প্রভাত তাদের উপর উদিত হবে। অতপর তাদের থেকে এক দল খোরাসানে ফিরে যাবে। অতপর সুফইয়ানীর সৈন্য যুদ্ধ করবে। এবং দূর্গসমূহ ধ্বংস করে দিবে। এমনকি তারা কূফায় প্রবেশ করবে। আর খোরাসানবাসীদের খুঁজবে। আর খোরাসানে এমন এক দলের আবির্ভাব ঘটবে যারা মাহদী আলাইহিস সালামের দিকে আহবান করবে। অতপর সুফইয়ানী মদীনার দিকে প্রেরণ করবে। অতপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশধরের থেকে এক গোষ্ঠীকে পাকড়াও করবে এবং তাদের কূফায় ফেরত পাঠাবে। অতপর মাহদী আলাইহিস সালাম ও মানসূর কূফা থেকে পলায়ন করে বের হবে। আর সুফইয়ানী তাদের দুই জনকে অনুসন্ধানের জন্য সৈন্য প্রেরণ করবে। অতপর যখন মাহদী আলাইহিস সালাম ও মানসূর মক্কায় পৌঁছবেন, তখন সুফইয়ানীর দলটি একটি খোলা প্রান্তরে অবস্থান নিবে। অতপর উক্ত প্রান্তর সুফইয়ানীর সৈন্য সহকারে ধসে যাবে। অতপর মাহদী আলাইহিস সালাম বের হবেন এবং মদীনা দিয়ে অতিক্রম করবেন। আর মদীনায় অবস্থানরত বনু হাশেমের লোকদেরকে রক্ষা করবেন। এবং কৃষ্ণবর্ণের সৈন্যদল সামনে অগ্রসর হবে। এমনকি দলটি মা-এ অবস্থান করবে। অতপর যারা সুফইয়ানীর সৈন্যদের থেকে কূফায়

থাকবে তাদের নিকট তাদের অবস্থানের খবর পৌঁছবে। ফলে তারা ভেগে যাবে। অতপর তারা কূফায় অবস্থান নিবেন। এবং কূফায় বনূ হাশেমের যারা থাকবে তাদেরকে রক্ষা করবেন। এদিকে কূফার অনেক সংখ্যকের মধ্য থেকে একটি দল বের হবে যাদেরকে আ'সব বলা হবে। তাদের নিকট বেশী অস্ত্র বা হাতিয়ার থাকবে না। আর তাদের মাঝে বসরার অধিবাসীদের ছোট একটি দল থাকবে। অতপর তারা সুফইয়ানীর সাথীদেরকে পাবে। অতপর তাদের হাত থেকে কূফা থেকে বন্দিকৃত কয়েদিদের রক্ষা করবে। অতপর কৃষ্ণবর্ণের দলটি বাইয়াত নিয়ে মাহদী আলাইহিস সালামের দিকে প্রেরণ করবে।

২৯ বনি আব্বাসের ঝান্ডার মাহদীর কালো ঝান্ডা এবং তাদের মাঝে ও সুফইয়ানীদের মাঝে কোনো ঐক্যমত হবে না

হাদিস নং ৮৯৪

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া হতে বর্ণিত যে। তিনি বলেন, বনু আব্বাসের একটি কালো ঝান্ডা বের হবে। অতপর খোরাসান থেকে আরেকটি কালো ঝান্ডা বের হবে। তাদের টুপি হবে কালো। তাদের পোশাক হবে সাদা রং এর। তাদের সম্মুখে একজন লোক থাকবে যাকে শুয়াইব ইবনে সালেহ অথবা সালেহ ইবনে শুয়াইব ডাকা হবে। সে হবে তামিম গোত্রের । তারা সুফইয়ানীর সৈন্যদের পরাজিত করবে। এমনকি তারা বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থান নিবে। তারা মাহদীর রাজত্বের জন্য পথ সহজ ও প্রস্তুত করবে। আর সিরিয়া হতে তিনশত লোক তার সাথে মিলিত হবে। তার বের হওয়া ও মাহদী আলাইহিস সালামের নিকট বিষয় সমর্পণ করার মধ্যে বাহাত্তর মাসের ব্যবধান হবে।

হাদিস নং ৮৯৫

হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় হঠাৎ বনু হাশেমের একজন তরুণ আসল। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রং পরিবর্তন হয়ে গেল। অতপর আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি অবতীর্ণ হয়েছে? আমরা আপনার চেহারায় এমন কিছু দেখছি যা আমরা অপছন্দ করি। অতপর তিনি বললেন, "আমরা এমন অধিবাসী, যাদের জন্য আল্লাহতা'আলা দুনিয়ার শেষ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ যাদেরকে দুনিয়ার শেষ বয়সে কিয়ামাতের পূর্বে পাঠিয়েছেন। আর আমার ঘরের অধিবাসী ঐ সমস্ত লোক যারা অচিরেই আমার পরে বিপদ, দেশ থেকে বিতাড়ন, ঘর থেকে বিতাড়নের কারণে নিহত হবে। এমনকি এখানে পূর্ব দিক হতে একটি জাতি আসবে। যারা কালো ঝান্ডাবাহী হবে। তারা হক চাইবে। কিন্তু তাদেরকে দুই বার কিংবা তিন বার দেওয়া হবে না। ফলে তারা যুদ্ধ করবে। তারপর তারা সাহায্য করবে। অতপর তারা যা চেয়েছিল তা দিবে। কিন্তু তারা তা ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত উহা আমার ঘরের অধিবাসীদের এক জনের উপর ন্যাস্ত না করা হয়। (তা দেওয়ার পর) সে উহাকে ন্যয়পরায়ণতা দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবে, যেমনিভাবে তারা উহাকে অন্ধকার দ্বারা ভরে দিয়েছিল। আর তোমাদের মধ্যে যে উহা পাবে, সে যেন তাকে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাকে এক খন্ড বরফ দেয়। কেননা সে হল মাহদী আলাইহিস সালাম ।"

হাদিস নং ৮৯৬

হযরত ছাওবান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তোমরা কালো ঝান্ডা দেখবে যা আসবে খোরাসানের দিক হতে। তখন তোমরা উক্ত ঝান্ডাকে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাদেরকে বরফ (ঠান্ডা পানি) দিও। কেননা তার ভিতর আল্লাহ তা'আলার খলীফা থাকবে।

হাদিস নং ৮৯৭

হযরত হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু তামিমের আযাদকৃত গোলাম সুগন্ধি নিয়ে বের হবে। যে হবে মধ্যম গড়নের ও তাম্রবর্ণের যাকে শুয়াইব ইবনে সালেহ বলা হবে। তাদের চার হাজার পোষাকের মধ্যে সাদা রং এর পোষাক থাকবে। এবং তাদের ঝান্ডা হবে কালো রং এর। তাদের সম্মুখভাগে থাকবে মাহদী আলাইহিস সালাম। তার সাথে তার (কাছে) পরাজিতরা ব্যতীত কেউ মিলতে পারবে না।

হাদিস নং ৮৯৮

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমার ঘরের অধিবাসীদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি আটটি ঝান্ডার মধ্যে বের হবে। অর্থাৎ মক্কায়।"

হাদিস নং ৮৯৯

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসীর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদী আলাইহিস সালামের পতাকায় বা দলে শুয়াইব ইবনে সালেহ থাকবে।

হাদিস নং ৯০০

হযরত তাবে' হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খোরাসান হতে কালো ঝান্ডাবাহী দল বের হবে। আর তাদের সাথে দুর্বল জাতি বের হবে। তারা সকলেই একত্র হবে। আল্লাহ তা'আলা তার সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করে দিবেন। তাদের পরপরই পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীরা বের হবে।

হাদিস নং ৯০১

হযরত আবু জা'ফর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু হাশেম হতে এক যুবক বের হবে। যার ডান হাতের তালুতে খোরাসানের কালো ঝান্ডবাহী দলের বন্ধুত্ব থাকবে। যে দলের ভিতর শুয়াইব ইবনে সালেহ

থাকবে। সে সুফইয়ানীর সাথীদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং তাদের পরাজিত করবে।

হাদিস নং ৯০২

হযরত সুফিয়ান কালবী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদী আলাইহিস সালামের দলে এক কম বয়সী, পাতলা দাড়ি বিশিষ্ট, এবং হলুদ বর্ণের এক তরুণ যুবক বের হবে। আর 'ওয়ালীদ হলুদ বর্ণ' উল্লেখ করেন নাই। যদি পাহাড়ের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে পাহাড়কে কাঁপিয়ে দিবে। আর ওয়ালীদ বলেন 'ভেঙ্গে ফেলবে'।

হাদিস নং ৯০৩

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এক ব্যক্তি সিরিয়া ও মিসরের শেষাংশের রাজা হবে, তখন সিরিয়াবাসী ও মিসরবাসীদের মাঝে যুদ্ধ হবে। আর সিরিয়াবাসী মিসরের অগ্রভাগ দখল করে নিবে। আর ছোট কালো ঝান্ডা (দল) সহকারে এক ব্যক্তি পূর্বাঞ্চল থেকে সিরিয়াবাসীদের দিকে আসবে। আর সে হল ঐ ব্যক্তি যে মাহদী আলাইহিস সালামের দিকে অনুসরণতা বা আনুগত্যতা আদায় করবে। আনুগত্যতা স্বীকার করবে। হযরত আবু কুবাইল বলেন, আফ্রিকায় এক ব্যক্তি বার বছর রাজত্ব করবে। অতপর তারপর যুদ্ধ হবে। যুদ্ধের পর তামাটে রং এর এক ব্যক্তি বাদশা হবে। সে উহাকে ন্যায়পরায়ণতা দ্বারা ভরে দিবে। অতপর সে মাহদী আলাইহিস সালামের দিকে সফর করবে। এবং তার আনুগত্য স্বীকার করবে। এবং তার পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করবে।

হাদিস নং ৯০৪

হযরত হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিপদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। যা তার তার পরিবারের লোকদের উপর আসবে। এমনকি আল্লাহ তা'আলা পূর্বাঞ্চল থেকে এক কালো ঝান্ডা পাঠাবেন। যে ব্যক্তি উহাকে সাহায্য করবে। আল্লাহ

তা'আলা তাকে সাহায্য করবেন। আর যে ব্যক্তি উহাকে পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে পরিত্যাগ করবেন। এমনকি এক ব্যক্তি আসবে যার নাম আমার নামের অনুরূপ হবে। অতপর তারা তাদের বিষয়গুলো তার নিকট ন্যস্ত করবে। অতপর আল্লাহ তা'আলা তাকে শক্তিশালী করবেন এবং সাহায্য করবেন।

হাদিস নং ৯০৫

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আদম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুর রহমান ইবনে গায ইবনে রবীআ' আল জারসীকে বলতে শুনেছি যে, আমি আমর ইবনে মাররা জুমালী, যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একজন সাহাবী। তাকে বলতে শুনেছি যে, অবশ্যই অবশ্যই খোরাসান হতে একটি কালো ঝান্ডা বের হবে এমনকি সেটার খুর এই যাইতুন গাছের সাথে সংযুক্ত হবে যা লাহিয়ান ও হিরসাতা নামক এলাকার মাঝ বরাবর থাকবে। আমরা বললাম, আমরা তো উক্ত এলাকার মাঝে কোন যাইতুন গাছ দেখি নাই। তিনি বললেন, "উক্ত স্থানদ্বয়ের মধ্যে যাইতুন গাছ রোপণ করা হবে। এমনকি উক্ত ঝান্ডাবাহী দল সেখানে অবস্থান নিবে। ফলে তাদের ঘোড়ার খুরগুলি উক্ত গাছের সাথে আটকে যাবে।" আব্দুল্লাহ ইবনে আদম বলেন, আমি এ হাদীস হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সুলাইমান এর নিকট ব্যাক্ত করলাম, তখন তিনি বললেন উক্ত গাছগুলো দ্বিতীয় কালো ঝান্ডাবাহীদের ঘোড়ার খুর বাঁধবে যে ঝান্ডবাহী দল প্রথম ঝান্ডার উপর বের হবে। যখন তারা এখানে অবতরণ করবে, তখন এদের অধিবাসীদের থেকে বাহির হওয়া এক ব্যক্তি বের হবে। ফলে প্রথম ঝান্ডবাহীদের কাউকে সে পাবে না। তবে তারা সবাই আত্মগোপন করবে। অতপর তাদের পরাজিত করবে।

হাদিস নং ৯০৬

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "পূর্বাঞ্চল হতে বনু আব্বাসের কালো ঝান্ডা বের হবে। অতপর তারা আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ চান তারা

ততক্ষণ অবস্থান করবে। অতপর ছোট একটি কালো ঝান্ডাবাহী দল বের হবে। তারা আবু সুফিয়ানের বংশধরের এক ব্যক্তি ও তার সাথীদের সাথে পূর্বাঞ্চলের দিকে যুদ্ধ করবে। তারা মাহদী আলাইহিস সালামের আনুগত্যতা স্বীকার করবে।”

হাদিস নং ৯০৭

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কালো ঝান্ডা বের হবে। যা সুফইয়ানীর সাথে যুদ্ধ করবে। তাদের মধ্যে বনু হাশেমের একজন যুবক থাকবে। তার বাম কাঁধে থাকবে বন্ধুত্ব বা কার্য সম্পাদনের শক্তি। আর তার সম্মুখভাগে বনু তামিমের এ ব্যক্তি থাকবে। যাকে শুয়াইব ইবনে সালেহ বলে ডাকা হবে। সে তার সাথীদের পরাজিত করবে।

হাদিস নং ৯০৮

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসীর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সুফইয়ানী কূফায় পৌঁছবে এবং মুহাম্মাদের পরিবারের সাহায্যকারীদের হত্যা করবে। তখন মাহদী আলাইহিস সালাম শুয়াইব ইবনে সালেহ এর পতাকা তলে বের হবেন।

হাদিস নং ৯০৯

হযরত আবু জা'ফর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খোরাসান হতে যে কালো ঝান্ডা বের হবে তা কূফায় অবস্থান নিবে। অতপর যখন মক্কায় মাহদী আলাইহিস সালামের প্রকাশ ঘটবে তখন তার নিকট বাইয়াত নিয়ে পাঠাবে।

হাদিস নং ৯১০

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তুমি দেখবে যে, বনু আব্বাস শোষিত হয়। এবং সিরিয়ার যাইতুন গাছের সাথে কালো ঝান্ডবাহী দলের ঘোড়ার খুর সংযুক্ত হয়। আবং আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য রক্তবর্ণ ধ্বংস করে দেন এবং তাকে হত্যা করবেন। এমতবস্থায় যে,

তার পরিবারের সাধারণ সদস্যরা তাদের হাতে থাকবে। এমনকি তাদের মধ্য থেকে কোন উমাইয়া বংশীয় কোন লোক থাকবে না বরং সকলেই ভেগে যাবে। অথবা আত্মগোপন করবে। এবং বনু জা'ফর ও বনু আব্বাসের দাস রহিত হয়ে যাবে। এবং ইবনু আকেলাতুল আকবাদ দামেস্কের সিংহাসনে বসবে। এবং বর্বর জাতি সিরিয়ার দিকে বের হবে। আর সেটাই মাহদী আলাইহিস সালামের আবির্ভাবের আলামত।

হাদিস নং ৯১১

হযরত আবু শাওয়া হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত হাসান (রাঃ) এর নিকট ছিলাম। তখন তিনি হিমস সর্ম্পকে আলোচনা করলেন। অতপর তিনি বললেন, তারা প্রথম পান্ডুলিপি অনুযায়ী অনেক ভাগ্যবান। আর দ্বিতীয় পান্ডুলিপি অনুযায়ী অনেক দুর্ভাগ্যবান। তিনি বলেন, অতপর আমরা বললাম হে আবু সাঈদ! দ্বিতীয় পান্ডুলিপি কি? তিনি উত্তরে বললেন, পূর্বদিক হতে আশি হাজার লোকের মধ্যে আবুত তহয়ী বের হবে। ডালিমের প্রতি ভালবাসার মত তাদের অন্তর তার প্রতি বিশ্বাসের ভালবাসা পরিপূর্ণ থাকবে। প্রথম পান্ডুলিপির ধ্বংস করাটা তাদের হাতই থাকবে।

৩০ সুফিয়ানির প্রথম কাজ, এবং হাশিমিদের খুরাসান থেকে কালো পতাকা নিয়ে বের হওয়া

হাদিস নং ৯১২

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সুফইয়ানীর ঘোড়া (সৈন্য) কূফার দিকে বের হবে, সে খোরাসানবাসীদের অনুসন্ধানের জন্য সৈন্য প্রেরণ করবে। আর এদিকে খোরাসানবাসীরা মাহদী আলাইহিস সালামের খোঁজে বের হবে। অতপর সে এবং হাশেমী ব্যক্তি কালো ঝান্ডা সহকারে যে ঝান্ডাবহী দলের সম্মুখভাগে থাকবে শুয়াইব ইবনে সালেহ। অতপর তার এবং সুফইয়ানীর দলের

ইসতাখাররা বাবের নিকট সাক্ষাৎ ঘটবে। অতপর তাদের মাঝে বড় একটি যুদ্ধ হবে। অতপর কালো ঝান্ডা প্রকাশ পাবে। এবং সুফইয়ানীর সাথী বা দল রেগে যাবে। আর সে সময়ই মানুষ মাহদী আলাইহিস সালামের আকাংখা করবে। এবং তাকে ডাকবে।

হাদিস নং ৯১৩

হযরত আবু জা'ফর রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘতে বর্ণিত। সুফইয়ানী কূফা ও বাগদাদে প্রবেশের পর তার সৈন্যদলকে বিভিন্ন দিকে পাঠাবে। তখন নদীর অন্যদিক হতে তার দলের একটি শাখা খোরসানবাসীদের থেকে তার নিকটে পৌঁছবে। অতপর পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হবে। আর তারা তাদের সৈন্য সহকারে যাবে। অতপর যখন তার নিকট উক্ত খবর পৌঁছবে, তখন সে ইস্তাখাররায় বিশাল এক সৈন্য প্রেরণ করবে। উক্ত সৈন্য দলে বনু উমাইয়ার এক ব্যক্তি থাকবে। আর কাওমাস, দাওলাতুর রাই এবং তাখূমুয যারীহ নামক এলাকাসমূহে তাদের ঘটনা ঘটবে অর্থাৎ যুদ্ধ হবে। আর ঐ সময় সুফইয়ানী কূফাবাসী ও মদীনাবাসীদের হত্যার আদেশ দিবে। আর তখনই খোরাসান হতে কালো ঝান্ডাবাহী দল অগ্রসর হবে। আর সমস্ত মানুষের উপর বনু হাশেমের এক যুবক থাকবে। তার ডান হাতে থাকবে বন্ধুত্ব বা কার্য সম্পাদনের শক্তি। আল্লাহতা'আলা তার সমস্ত বিষয় ও সকল রাস্তা সহজ করে দিবেন। অতপর খোরাসানের তাখূম নামক এলাকায় তাদের একটা যুদ্ধ হবে। অতপর হাশেমী ব্যক্তি রাঈ এর পথে যাত্রা করবে। অতপর বনু তামিমের এক ব্যক্তি মাওয়াল থেকে বের হয়ে ইস্তাখাররা এর দিকে উমাইয়াদের দিকে চলে যাবে। যাকে শুয়াইব ইবনে সালেহ বলা হবে। অতপর ইস্তাখাররা এর 'বাইযা' নামক স্থানে তার, মাহদী আলাইহিস সালামের এবং হাশেমী ব্যক্তির মাঝে সাক্ষাত ঘটবে। আর তখন তাদের দুয়ের মাঝে কঠিন যুদ্ধ হবে। ফলে ঘোড়ার পায়ের গোড়ালির গিট পর্যন্ত রক্তে রঙ্গিন হয়ে যাবে। অতপর তার নিকট সিজিস্তান থেকে বড় একটি দল আসবে। উক্ত দলের উপর বনু আদি এর এক ব্যক্তি থাকবে। অতপর

আল্লাহতা'আলা তার সাহায্য ও তার সৈন্য প্রকাশ করবেন। রাঈ এর দুটি যুদ্ধের পর মাদায়েনে একটি যুদ্ধ হবে। আর আকের কূফাতে সীলীমার যুদ্ধ হবে। যার ব্যাপারে প্রত্যেক মুক্তিপ্রাপ্ত খবর দিবে। উক্ত ঘটনার পর বাকেল নামক স্থানে বড় হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে এবং যমীনের দুই অংশের কোন এক অংশে যুদ্ধ হবে। অতপর সংকীর্ণ চোখ বিশিষ্টদের উপর তাদের কালো বর্ণদের থেকে একটি জাতি বের হবে। তারা হবে একটি দল। তাদের অধিকাংশ হবে কূফা ও বসরা হতে। এমনকি তারা তার হাতে দুই কূফার যে কয়েদী থাকবে তা রক্ষা করবে।

হাদিস নং ৯১৪

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফইয়ানী ও কালো ঝান্ডাবাহী দলের সাথে সাক্ষাত ঘটবে। যে দলের মাঝে বনু হাশেমের এক যুবক থাকবে। তার বাম তালুতে থাকবে বন্ধুত্ব বা কার্য সম্পাদনের শক্তি। আর উক্ত দলের সম্মুখভাগে বনু তামিমের এক ব্যক্তি থাকবে। যাকে শুয়াইব ইবনে সালেহ বলা হবে। তাদের সাক্ষাত ঘটবে বাবে ইস্তাখাররাতে। তাদের মাঝে বড় একটি যুদ্ধ হবে। সে যুদ্ধে কালো ঝান্ডাবাহী দল জয়ী হবে। এবং সুফইয়ানীর সৈন্য পলায়ন করবে। আর সে সময়ই মানুষ মাহদী আলাইহিস সালামের আকাংখা করবে এবং তাকে খুঁজতে থাকবে।

হাদিস নং ৯১৫

হযরত যামরা ইবনে হাবীব ও তার শাইখদের থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, সুফইয়ানী তার অশ্বারোহী বাহিনী ও সৈন্যদল প্রেরণ করবে। তারা খোরাসানের আম্মাতুশ শিরকে ও পারস্য ভূমিতে পৌঁছবে। অতপর পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা তাদের সাথে বিদ্রোহ করবে। ফলে তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। আর তাদের সাথে বিভিন্ন জায়গায় অনেক যুদ্ধ হবে। যখন তাদের মাঝে যুদ্ধবিগ্রহ দীর্ঘস্থায়ী হবে, তখন বনু হাশেমের এক ব্যক্তির নিকট বাইয়াত গ্রহণ করবে। আর সে সেদিন পূর্বাঞ্চলের একেবারে শেষে থাকবে। অতপর সে খোরাসানবাসীদের নিয়ে বের হবে। উক্ত দলের সম্মুখে

থাকবে বনু তামিমের আযাদকৃত গোলাম। সে হবে হলুদ বর্ণের, পাতলা দাড়ি ওয়ালা। পাঁচ হাজারের মধ্যে তার দিকে বের হবে। যখন তার নিকট তার বের হওয়ার খবর পৌঁছবে, তখন সে তার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করবে এবং তাকে সম্মুখে দিবে। সেদিন যদি তাদের সামনে রাওয়াসীর পাহাড়ও আসে তাহলে তারা মিটিয়ে দিবে। অতপর তার সাথে সুফইয়ানীর সৈন্যদের সাথে দেখা হবে। অতপর সে তাদের পরজিত করবে। আর তাদের থেকে বিশাল এক অংশকে সেদিন হত্যা করবে। এমনিভাবে তাদেরকে এক এলাকা হতে আরেক এলাকায় পরাজিত করতে থাকবে। এমনকি তাদের ইরাকের দিকে পরাজিত করে দিবে। অতপর তাদের মাঝে ও সুফইয়ানীর অশ্বারোহীদের মাঝে যুদ্ধ হবে। আর সে যুদ্ধে সুফইয়ানীর বিজয় হবে। আর হাশেমী পলায়ন করবে। আর শুয়াইব ইবনে সালেহ গোপনে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে বের হয়ে যাবে। সে মাহদী আলাইহিস সালামের আবাস স্থল গোছাতে থাকবে, যখন তার নিকট সিরিয়ায় মাহদী আলাইহিস সালামের আবির্ভাবের খবর আসবে।

হাদিস নং ৯১৬

হযরত ওলীদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, এই হাশেমী ব্যক্তি মাহদী আলাইহিস সালামের পিতার দিকের সৎ ভাই। আর কতিপয় বলেন, উক্ত ব্যক্তি মাহদী আলাইহিস সালামের চাচাতো ভাই।

হাদিস নং ৯১৭

হযরত ওলীদসহ কতিপয় বর্ণনাকারী বলেন, সে মৃত্যুবরণ করবে না। তবে পরাজয়ের পরে সে মক্কায় উদ্দেশ্যে বের হবে। অতপর যখন মাহদী আলাইহিস সালামের আবির্ভাব হবে তখন তার সাথে বের হবে।

হাদিস নং ৯১৮

হযরত তাবে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফইয়ানী তার সৈন্য দল মুরুছুর রুযে পাঠাবে। যাতে সে উক্ত স্থানের অন্যদিকে যা আছে তা অর্জন করতে পারে।

হাদিস নং ৯১৯

হযরত যুহরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কূফা থেকে মুরু এর দিকে একটি দল পাঠানো হবে। এমনভিাবে হিজাজের দিকেও একটি দল পাঠানো হবে।

হাদিস নং ৯২১

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদী আলাইহিস সালামের দিকে তার পরিবার হতে পূর্বাঞ্চলে এক ব্যক্তি বের হবে। তার কাঁধে আঠারো মাস তরবারী থাকবে। সে যুদ্ধ করবে এবং অনুসরণ করবে অর্থাৎ যুদ্ধ করতে থাকবে। এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। সেখানে পৌঁছানোর পূর্বেই সে মারা যাবে। সে বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছতে পারবে না।

হাদিস নং ৯২২

হযরত আবু জা'ফর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খোরাসান হতে আগত যে কালো ঝান্ডাবাহী দল কূফায় অবস্থান নিবে। অতপর যখন মক্কায় মাহদী আলাইহিস সালামের আবির্ভাব ঘটবে তখন আনুগত্যের (স্বীকার করার জন্য) জন্য মাহদীর (আঃ) নিকট একটি দল প্রেরণ করবে।

৩১ সুফইয়ানীর মদিনায় সৈন্যবাহিনী প্রেরণ এবং সেখানে সৈন্য প্রস্তুত করতে না পারা

হাদিস নং ৯২২

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কূফায় ধ্বংসযজ্ঞ চালানের পর সুফইয়ানী ঐ ব্যক্তির নিকট পত্র লিখবে যে তার সৈন্যদল নিয়ে কূফায় এসেছে। সে পত্রে তাকে হিজাজের দিকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দিবে। ফলে সে মদীনার দিকে অগ্রসর হবে। অতপর সে কুরাইশের উপর অস্ত্র ধারণ করবে। অতপর তাদের থেকে ও আনসারদের থেকে চারশত লোককে হত্যা করবে। মহিলাদের পেট চিড়বে। শিশুদের হত্যা করবে। আর কুরাইশের দুইজন ব্যক্তিকে হত্যা করবে। একজন পুরুষ ও তার বোনকে। তাদেরকে মুহাম্মাদ ও ফাতেমা বলা হবে। এবং তাদেরকে মদীনার মসজিদের গেটে তাদের শুলে চড়ানো হবে।

হাদিস নং ৯২৩

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় এক সৈন্যদল প্রেরণ করা হবে। অতপর তারা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবার পরিজনদের থেকে যারা উহার উপর সক্ষম তাদের আটক করবে। আর বনু হাশেমের পুরুষ ও মহিলাদিগকে হত্যা করবে। আর ঐ সময়ই মাহদী আলাইহিস সালাম ও মাবয়ায মদীনা থেকে মক্কায় পলায়ন করবেন। অতপর তাদের দুজনের অনুসন্ধানের জন্য সৈন্য প্রেরণ করা হবে। আর তারা দুজন মিলিত হবে আল্লাহতা'আলা সম্মান ও আল্লাহতা'আলার আমানতে তথা নিরাপদে।

হাদিস নং ৯২৪

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মদীনার মানুষের নিকট সুফইয়ানীর সৈন্য আসবে তখন তারা

মদীনা হতে মক্কার দিকে পলায়ন করবে। তাদের হতে কুরাইশদের তিনটি গ্রুপ হবে। তাদের দিকে দেখতে থাকবে।

হাদিস নং ৯২৫

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তখন মদীনাকে হালাল মনে করা হবে। অর্থাৎ মদীনার সম্মান নষ্ট করা হবে। আর নিষ্পাপ মানুষকে হত্যা করা হবে।

হাদিস নং ৯২৬

হযরত হানাস ইবনে আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন যে, মদীনায় অচিরেই বনু হাশেম হতে একজন খলীফা হবে। অতপর মদীনার জনগণ তাদের থেকে বের হয়ে মক্কায় চলে যাবে। অতপর যখন তারা মক্কায় আসবে, তখন মক্কার বাদশা তাদের নিকট যারা আসবে সকলকে তাদের নিকট পাঠিয়ে দিবে। আমাদের নিকট কি তোমরা স্বস্তি পাওয়ার ধারণা করছ? অতপর তাদেরকে বনু হাশেমের এক ব্যক্তি ফিরিয়ে নিয়ে আসবে এবং তার উপর ক্রোধান্বিত হবে। অতপর মক্কার বাদশা তার উপর ক্রোধান্বিত হবে। অতপর তাকে হত্যার আদেশ দিবে। ফলে তাকে হত্যা করা হবে। অতপর যখন দিন পার হয়ে পরবর্তী দিন আসবে তখন তাদের থেকে একজন ব্যক্তি আসবে। তার কাপড়ে তরবারী জড়ানো থাকবে। অতপর বাদশাকে উদ্দেশ্য করে বলবে, আমাদের সাথীকে হত্যা করার ব্যাপারে তোমাকে কিসে উদ্বুদ্ধ করলো? অতপর বাদশা বলবে, সে আমাকে ক্রোধান্বিত করেছে। অতপর লোকটি বলবে, হে মুসলিম সম্প্রদায় তোমরা সাক্ষী থাকো এ কথার উপর যে, সে তাকে হত্যা করেছে কারণ সে তাকে ক্রোধান্বিত করেছে। অতপর সে তার তরবারী কোষমুক্ত করবে। তা দ্বারা বাদশাকে আঘাত করবে। অতপর তারা তায়েফের দিকে ঝুঁকবে তথা তায়েফে যাওয়ার জন্য রওয়ানা দিবে। অতপর মক্কার অধিবাসীদের নিকট যখন তাদের খলীফার খবর পৌঁছবে, তখন তারা বলবে আল্লাহর কসম! তারা আমাদের ক্ষতি করেছে। আমরা তাদের ছাড়বো না।

তিনি বলেন, অতপর তারা তাদের দিকে সফর করবে তথা যাবে। অতপর হাশেমীরা তাদের নিকট আল্লাহতা'আলার ওয়াস্তে তাদের নিকট অনুনয় বিনয় করবে। (এবং বলবে) আমাদের রক্তের তোমাদের রক্তের মাঝে আল্লাহ আছেন। তোমরা ভালভাবে জান যে, বাদশা আমাদের সাথীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। এমনকি তারা তাদের থেকে ফেরৎ যাবে না। তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। অতপর তাদের পরাজিত করবে। এবং তারা মক্কায় প্রভাব বিস্তার করবে (রাজত্ব করবে)। অতপর তাদের সাথে সংগঠিত সকল বিষয়ের সংবাদ মদীনার বাদশার নিকট পৌঁছবে। তখন তারা বলবে, আল্লাহর কসম! যদি আমরা তাদের ছেড়ে দেই তাহলে আমরা নিশ্চই খলীফাকে বিপদে ফেলবো। (আমরা তাদের কোন মতেই ছাড়বো না।) অতপর মদীনার বাদশা তাদের দিকে একটি সৈন্য দল প্রেরণ করবে। তখন তারা তাদেরকে পরাজিত করবে। অতপর যখন খলীফা তাদের দিকে সৈন্য প্রেরণ করবে তারা ঐ সমস্ত লোক যারা তাদের নিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।

হাদিস নং ৯২৭

হযরত ইউসুফ ইবনে যুল কিরইয়াত হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সিরিয়ায় একজন বাদশা হবে। যে মদীনায় যুদ্ধ করবে। যখন মদীনাবাসীদের নিকট তাদের দিকে আগত বাহিনীর পৌঁছবে তখন তাদের থেকে সাতটি দল মক্কার দিকে বের হয়ে যাবে। সেখানে তারা তাদেরকে হালকা মনে করবে। অর্থাৎ নিজেদের হেফাজত মনে করবে। অতপর মদীনার খলীফা মক্কার খলীফার নিকট একটি পত্র লিখবে। যাতে সে তাকে বলবে, আপনার এলাকার অমুক অমুক এসেছে। সে পত্রে তাদের নামসহ উল্লেখ করবে। সুতরাং আপনি তাদের হত্যা করে দিন। মক্কার খলীফার নিকট বিষয়টি কঠিন মনে হবে। অতপর তারা একে অপরের সাথে পরামর্শ করবে। অতপর তারা তার নিকটে রাত্র বেলায় আসবে। তারা তার অনুরোধ রক্ষা করবে। অতপর সে বলবে তোমরা মক্কা থেকে নিরাপদে বের হয়ে যাও। ফলে তারা বের হয়ে যাবে। অতপর তাদের থেকে দুই জন লোককে পাঠানো হবে। তাদের একজনকে

হত্যা করা হবে। আর অপরজন দেখতে থাকবে। অতপর সে তার সাথীদের কাছে ফিরে যাবে। অতপর তারা বের হবে এমনকি তারা তায়েফের পাহাড়সমূহ থেকে কোন এক পাহাড়ে অবতরণ করবে এবং সেখানে অবস্থান করবে। তারা জনগণের নিকট (তাদের বার্তাবাহক) পাঠাবে। ফলে তাদের দিকে মানুষের ঢল বয়ে যাবে। যখন এই বিষয়গুলি ঘটবে তখন তারা মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধ করবে। এবং তাদের পরাজিত করে মক্কায় প্রবেশ করতঃ মক্কার আমীর বা নেতাকে হত্যা করবে। অতপর তারা সেখানে থাকতে থাকবে। আর এরই মধ্যে যখন (যমীন) সৈন্য সহকারে ধ্বসে যাবে তখন তার আগমনের ব্যাপারটা প্রস্তুত হবে এবং সে বের হবে।

হাদিস নং ৯২৮

ইবনে শিহাব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তারা মদীনায় আসবে তখন তারা তিন দিন মদীনার অধিবাসীদের হত্যা করবে।

হাদিস নং ৯২৯

হযরত আবু জা'ফর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মদীনাবাসীদের নিকট এ খবর পৌঁছবে যে, তাদের দিকে সৈন্য আসছে। তখন মদীনায় হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারবর্গের যারা অবস্থান করবে তারা মদীনা হতে ভেগে মক্কায় চলে যাবে। আর সে সময় সমর্থবান ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তিকে, বড়রা ছোটদেরকে বহন করবে। অতপর তারা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারের থেকে এক ব্যক্তিকে পাবে। তাকে তারা আহযারুয যাইত নামক স্থানে (যবাহ করে) হত্যা করে দিবে।

হাদিস নং ৯৩০

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার ঘটনার (যুদ্ধের) আলামত বা নিদর্শন হল, যখন মিসরের আমীর আসবে।

হাদিস নং ৯৩১

হযরত আব্দুস সালাম ইবনে মুসলিমা হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আবু কুবাইলকে বলতে শুনেছেন যে, সুফইয়ানী মদীনায় সৈন্য প্রেরণ করবে। এবং সেখানে অবস্থানরত বনু হাশেম গোত্রের সকলকে হত্যা করার আদেশ দিবে। এমনকি গর্ভবতীকেও। আর এটা ঐ সময় ঘটবে যখন হাশেমী ব্যক্তি সৈন্য প্রস্তুত করবে। যে তার সাথীদের উপর পূর্বাঞ্চল হতে বের হয়ে গেছে। সে বলবে উহার পুরোটাই কি ধরণের বিপদ? আমার সাথীদে পূর্ববর্তীদের ব্যতীত তাদের সকলকে হত্যা করেছে। (পরবর্তীদের হত্যা করেছে।) অতপর সে তাদের হত্যার আদেশ দিবে। ফলে তাদের হত্যা করা হবে। এমনকি তাদের কোন একজনকেও মদীনায় দেখা যাবে না। তারা সেখান থেকে পৃথক পৃথক হয়ে গ্রাম্য এলাকা, পাহাড় পর্বত, ও মক্কার দিকে পলায়ন করবে। এমনকি তাদের মহিলাগণও পলায়ন করবে। তার সৈন্য তাদের মাঝে অনেক দিন পর্যন্ত তরবারী রাখবে। অতপর তাদের থেকে হাত গুটিয়ে নিবে। ফলে তারা ভীতিগ্রস্থ প্রকাশ পাবে। আর এরই মধ্যে মক্কায় মাহদী আলাইহিস সালামের বিষয়টি প্রকাশ পাবে। যখন মাহদী আলাইহিস সালামের আবির্ভাব ঘটবে তখন তার দিকে তাদের প্রত্যেক পথ প্রদর্শনকারী মক্কায় একত্রিত হবে।

হাদিস নং ৯৩২

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় একটি যুদ্ধ হবে। সে যুদ্ধে মদীনার নিকটবর্তী উন্মুক্ত যে আহজারুয যাইত (তেলের খনি) আছে সেটার ডুবে যাবে। তবে চাবুকের এক প্রহার (এর পরিমাণ ব্যতীত)। অতপর মদীনা হতে দুই বারীদ বা মাইল পরিমাণ ঝুঁকে যাবে। অতপর মাহদী আলাইহিস সালামের দিকে বাইয়াত গ্রহণ করবে।

৩২ মাহদির দিকে রওনা দেয়া সুফিয়ানী বাহিনীর ভূমিধ্বস

হাদিস নং ৯৩৩

হযরত ইবনে ওহাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু ফারেস থেকে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে বলতে শুনেছি যে, মাহদী আলাইহিস সালামের আবির্ভাবের আলামত বা নিদর্শন হল, খোলা প্রান্তর সৈন্য সহকারে ধ্বসে যাওয়া। আর সেটাই মাহদী আলাইহিস সালামের আবির্ভাবের আলামত।

হাদিস নং ৯৩৪

হযরত হানাস ইবনে আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন যে, মদীনার খলীফা মক্কার হাশেমীদের দিকে সৈন্য প্রেরণ করবে। উক্ত সৈন্যদল তাদেরকে পরাজিত করবে। অতপর সিরিয়ার খলীফা এ ব্যাপারে অবহিত হবে। তখন সে তাদের উদ্দেশ্যে সৈন্য প্রেরণ করবে। যে সৈন্যদলে অভিজ্ঞ ছয়শত সেনা থাকবে। যখন তারা খোলা প্রান্তরে আসবে ও সেখানে চাঁদনী রাতে অবতরণ করবে। কোন এক রাখাল সেখানে আসবে এবং তাদেরকে দেখবে এবং আশ্চার্য বোধ করবে। আর সে বলবে হায় আফসোস!! মক্কাবাসীদের উপর কি আসছে। (কি বিপদ আসছে।) অতপর সে তার পশুপালের কাছে যাবে। অতপর আবার ফিরে আসবে। কিন্তু তাদের একজনকেও দেখতে পাবে না। কেননা যমীন তাদের নিয়ে ধ্বসে গেছে। অতপর সে (আশ্চার্য হয়ে) বলবে সুবহানআল্লাহ। তারা সকলে এক মুহুর্তে চলে গেল। অতপর সে তাদের আবাসস্থলে আসবে। সেখানে সে মখমল বা এক প্রকার ফুল দেখবে যার কিছু অংশ ধ্বসে গেছে, আর কিছু অংশ যমীনের উপরে আছে। সে উহার চিকিৎসা করবে কিন্তু সে সক্ষম হবে না। অতপর সে বুঝবে যে, যমীন তাদের নিয়ে ধ্বসে গেছে। অতপর সে মক্কার খলীফার নিকটে আসবে। এবং

তাকে সুসংবাদ দিবে। উক্ত রাখালের কথা শুনে মক্কার খলীফা বলবে, সকল প্রশংসা আল্লাহতা'আলার জন্য। এটা সেই আলামত যার ব্যাপারে তোমাদেরকে আগে জানানো হয়েছে। অতপর তারা সিরিয়ার দিকে যাবে।

হাদিস নং ৯৩৫

হযরত তাবে' হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশ্রয়প্রার্থী অচিরেই মক্কার নিকট আশ্রয় চাইবে। কিন্তু তাকে হত্যা করে দেওয়া হবে। অতপর মানুষ তাদের যুগের কিছুকাল বসবাস করবে। অতপর আরেকজন আশ্রয় চাইবে। যদি তুমি তাকে পাও তাহলে তোমরা তাকে আক্রমণ করিও না। কেননা সে ধ্বসনেওয়ালা সৈন্যদলের একজন সৈন্য।

হাদিস নং ৯৩৬

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানিতা স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, "এই ঘর উদ্দেশ্য করে পশ্চিম দিক হতে এক দল সৈন্য এখানে আগমন করবে। এমনকি যখন তারা খোলা প্রান্তরে থাকবে তখন উক্ত প্রান্তর তাদের নিয়ে ধ্বসে যাবে। অতপর উক্ত সৈন্য দলের ইমাম বা নেতা সেখানে ফিরে যাবে যাতে সে দেখতে পারে যে, তার জাতি কি কাজ করেছে? তখন তাদেরও ঐ পরিণতি ঘটবে যা ইতিপূর্বে তাদের ঘটেছে। আর তাদের পরবর্তীদের তাদের সাথে সাক্ষাৎ ঘটবে। যাতে সে দেখতে পারে যে, তারা কি করেছে? তাদেরও ঐ পরিণতি ঘটবে যা ইতিপূর্বে তাদের ঘটেছে। অতপর যে ব্যক্তি উহাকে পুনরায় করতে চাইবে তার ঐ পরিণতিই হবে যা তাদের হয়েছে। অতপর আল্লাহ তা'আলা তার ইচ্ছা অনুযায়ী সকল বিষয় প্রেরণ করবেন।

হাদিস নং ৯৩৭

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আলী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অচিরেই মক্কার আশ্রয়প্রার্থীর দিকে সত্তর হাজার সৈন্য প্রেরণ করা হবে। তাদের সম্মুখে

কইসের এক ব্যক্তি থাকবে। এমনকি যখন তারা ছানিয়া পৌঁছবে তখন তাদের শেষ ব্যক্তি প্রবেশ করবে। আর সেখান থেকে তাদের প্রথম জন বের হবে না। হযরত জীবরাঈল আলাইহিস সালাম খোলা প্রান্তরকে ডেকে বলবেন, হে খোলা প্রান্তর! হে খোলা প্রান্তর!! তার আওয়াজ পূর্বে পশ্চিমে সকলেই শুনবে। তাদেরকে গ্রাস কর। ফলে তাদের কোন মঙ্গল থাকবে না। পাহাড়ে অবস্থানরত একমাত্র ছাগলের রাখাল ব্যতীত তাদের ধ্বংসের কোন প্রকাশ্য আলামত থাকবে না। কেননা যখন তারা মাটিতে দেবে যাবে তখন সে তাদেরকে দেখবে। অতপর সে তাদের ব্যাপারে সকলকে সংবাদ দিবে। যখন আশ্রয়প্রার্থী তাদের ব্যাপারে শুনতে পাবে তখন সে বের হয়ে যাবে।

হাদিস নং ৯৩৮

হযরত যু কিরবাত হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সুফইয়ানী মিসরবাসীদের নিকট পৌঁছবে, তখন সে মক্কাবাসীদের নিকট সৈন্যদল প্রেরণ করবে। উষ্ণতার থেকে বেশী পরিমাণে তারা মদীনাকে ধ্বংস করে দিবে। এমনকি যখন তারা খোলা প্রান্তরে পৌঁছবে, তখন উক্ত প্রান্তর তাদের নিয়ে ধ্বসে যাবে।

হাদিস নং ৯৩৯

হযরত কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সিরিয়া হতে মক্কার দিকে একূল সৈন্য প্রেরণ করা হবে। যখন তারা খোলা প্রান্তরে পৌঁছবে তখন উক্ত খোলা প্রান্তর তাদের নিয়ে ধ্বসে যাবে।"

হাদিস নং ৯৪০

হযরত ইবনে মাসউদর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একূল সৈন্য মদীনার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হবে। দুই জামাও (স্থান) এর মধ্যবর্তী স্থান তাদের নিয়ে ধ্বসে যাবে। নিষ্পাপ পবিত্র আত্মাকে হত্যা করা হবে।

হাদিস নং ৯৪১

হযরত আবু জা'ফর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাদের নিয়ে ধ্বসে যাবে। (সৈন্যদল নিয়ে যমীন ধ্বসে যাবে)। ফলে বিকারগ্রস্তদের থেকে দুই জন ব্যতীত তাদের কেই বাঁচবে না। তাদের দুইজনের নাম হল, ওবার এবং ওবাইর। তাদের দুইজনের চেহারাকে তাদের পশ্চাতের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

হাদিস নং ৯৪২

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ঐ সমস্ত লোককে অনুসন্ধানের জন্য সৈন্য অবতরণ করবে যারা মক্কার উদ্দেশ্যে বের হয়েছে। তখন তারা (সৈন্যদল) একটি খোলা প্রান্তরে অবতরণ করবে (আর তখনই) উক্ত খোলা প্রান্তর তাদের নিয়ে ধ্বসে যাবে। এবং তাদের শেষ করে দিবে। আর আল্লাহতা'আলার কথা (এই দিকে ইঙ্গিত করে), *"যদি তুমি দেখতে যখন তারা ভীত বিহ্বল হয়ে পড়বে। তখন কোন অব্যহতি থাকবে না। আর তাদেরকে নিকটবর্তী স্থান হতে পাকড়াও করা হবে।" (সূরা সাবা, ৫১)*। তাদের পায়ের নীচ থেকে। আর সৈন্যদল থেকে এক ব্যক্তি উটের সন্ধানে বের হবে। অতপর ফিরে আসবে। কিন্তু তাদের একজন কেউ পাবে না। তাদের অনুভূতিও পাবে না। (তাদের ঘ্রাণও পাবে না)। আর এই সেই ব্যক্তি যে মানুষের নিকট তাদের ব্যাপারে সংবাদ দিবে।

হাদিস নং ৯৪৩

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বার হাজার সৈন্য বিশিষ্ট একটি সৈন্যদল মদীনার মুখি হবে। অতপর খোলা প্রান্তর তাদের নিয়ে ধ্বসে যাবে।

হাদিস নং ৯৪৪

হযরত যুহরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কূফাবাসীদের থেকে দুটি সৈন্যদল পাঠানো হবে। একটি সৈন্যদল পাঠানো হবে মারউ' এর দিকে। আরেকটি

পাঠানো হবে হিজাজের দিকে। হেজাজের দিকে প্রেরিত সৈন্যদলের এক তৃতীয়াংশ (যমীনে) ধ্বসে যাবে। আরেক এক তৃতীয়াংশ জন্তুতে পরিণত হবে। তাদের চেহারা হবে তাদের দুই কাঁধের মাঝে। (চেহারা থাকবে ডান কাঁধ বরাবর বা বাম কাঁধ বরাবর)। এভাবে যে, তারা তাদের যেমনিভাবে পশ্চাতভাগ দেখতে পাবে, তেমনিভাবে তারা তাদের সম্মুখভাগও দেখতে পাবে। তারা তাদের পায়ের গোড়ালি দিয়ে পিছন দিকে হাঁটবে। যেমনিভাবে তারা পায়ের সামনের ভাগ দিয়ে হাটতো (সম্পূর্ণ উল্টা হাটবে।) আর তাদের থেকে এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকবে। তারা মক্কার দিকে যাবে।

হাদিস নং ৯৪৫

হযরত আবু জা'ফর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সুফইয়ানী পৌঁছবে এবং নিষ্পাপ লোককে হত্যা করবে। আর সে হল, ঐ ব্যক্তি যে তার উপর লিপিবদ্ধ হয়েছে। অতপর সকল মুসলমান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হারাম তথা মদীনা হতে আল্লাহতা'আলার হারাম তথা মক্কা নগরীতে ভেগে যাবে। অতপর যখন তার নিকট তাদের পলায়নের খবর পৌঁছবে, তখন সে মদীনার উদ্দেশ্যে এক সৈন্যদল প্রেরণ করবে। যাদের নেতা হবে উন্মাদদের মধ্য থেকে এক জন। যখন তারা খোলা প্রান্তরে পৌঁছবে, তখন যমীন তাদের নিয়ে ধ্বসে যাবে। আর তাদের নেতা পালিয়ে যাবে। তারা উল্লেখ করেন যে, উক্ত আমীর হবে মাযহাজ থেকে। আবার কতিপয় রাবী বলেন, উক্ত নেতা হবে কিলাব থেকে।

হাদিস নং ৯৪৬

হযরত আবু জা'ফর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাদের থেকে কালবী দুইজন ব্যক্তি ব্যাতীত আর কেই বাঁচতে পারবে না। যে দুই জনের নাম হবে ওবার এবং ওবাইর। তাদের দুইজনের চেহারা তাদের পিছনের দিকে ঘুরে যাবে।

হাদিস নং ৯৪৭

হযরত আবু কুবাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী ব্যতীত তাদের থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। (সুসংবাদ দানকারীর) সুসংবাদ হল যে, মাহদী আলাইহিস সালাম ও তার সাথীরা মক্কায় আসবে। অতপর ঐ ব্যক্তি তাদের সাথে যা ঘটেছে সে ব্যাপারে মানুষকে সংবাদ দিবে। আর তার কথার সত্যতার প্রমাণ তার চেহারায় থাকবে। আর তা হল তার চেহারা তার পিছনের দিকে ঘুরে যাবে। ফলে মানুষ যখন তার ঘোরানো মাথা দেখবে তখন তার কথা সত্য হিসাবে মেনে নিবে। আর তারা জানবে যে, কওম বা জাতিকে নিয়ে যমীন ধ্বসে গেছে। আর দ্বিতীয়টি হল তার অনুরূপ তার চেহারাও পিছন দিকে ঘোরানো থাকবে। সুফইয়ানী আসবে। অতপর সে তার সাথীদের উপর আল্লাহতা'আলা কি নাযিল করেছেন তা সম্পর্কে সংবাদ দিবে। যখন মানুষ তার মধ্যে আলামত দেখবে তখন তার কথা সত্য হিসাবে মেনে নিবে। আর জানবে যে, সে সত্য। আর তার উভয় ব্যক্তি হবে কালব হতে।

হাদিস নং ৯৪৮

হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহতা'আলা বলবেন, হে খালি প্রান্তর! তুমি তোমার অধিবাসীসহ ধ্বসে যাও। ফলে উক্ত প্রান্তর তার অধিবাসীসহ ধ্বসে যাবে।

হাদিস নং ৯৪৯

হযরত আরতাত রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন ব্যক্তি ব্যতীত আর কেউ তাদের থেকে বেঁচে থাকবে না। আল্লাহতা'আলা তার চেহারাকে তার পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দিবেন। সে (উল্টা দিকে) হাঁটবে যেমন সে পূর্বে তার সামনের দিকে সোজা ভাবে হাঁটতো।

৩৩ মাহ্দি আসার আগের শেষ নিদর্শন

হাদিস নং ৯৫০

হযরত ফালান ইবনে মাআ'ফেরী হতে বর্ণিত। তিনি আবু ফারেস থেকে শুনেছেন যে, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন যে, যখন খোলা প্রান্তর সৈন্য সহকারে ধ্বসে যাবে, আর সেটাই মাহদী আলাইহিস সালামের আবির্ভাবের আলামত বা নিদর্শন।

হাদিস নং ৯৫১

হযরত আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবেন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মাহদী আলাইহিস সালাম বের হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সূর্য নিদর্শন হয়ে উদিত হয়।

হাদিস নং ৯৫২

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদী আলাইহিস সালামের বের হওয়ার আলামত হল, আল উয়াতুন। যেটা পশ্চিম দিক থেকে আসবে। যার উপর কিনদার একজন খোড়া ব্যক্তি থাকবে।

হাদিস নং ৯৫৩

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফইয়ানী ও মাহদী আলাইহিস সালাম রিহানের দুটি ঘোড়ার মত বের হবে। অতপর সুফইয়ানীর সাথে যার সাক্ষাত হবে সে তার উপর বিজয় লাভ করবে। এমনিভাবে মাহদী আলাইহিস সালামের সাথে যার সাক্ষাত হবে সে তার উপরও বিজয় লাভ করবে। ফতর ও আবু জা'ফর বলেন মাহদী আলাইহিস সালাম দুইশত বছর অবস্থান করবেন।

হাদিস নং ৯৫৪

হযরত যুহরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দ্বিতীয় সুফইয়ানীর জন্মের সময় আকাশে আলামত বা নিদর্শন দেখা যাবে।

হাদিস নং ৯৫৫

হযরত আবু সাদেক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মাহদী আলাইহিস সালাম বের হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সুফইয়ানী তার কাষ্ঠের উপর না দাড়ায়।

হাদিস নং ৯৫৬

হযরত আবু জা'ফর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অন্ধকার না বাড়া পর্যন্ত সুফইয়ানী বের হবে না।

হাদিস নং ৯৫৭

হযরত মাতারুল ওয়ারাক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অকাট্টভাবে আল্লাহতা'আলার কুফুরী করার পরই মাহদী আলাইহিস সালাম বের হবেন।

হাদিস নং ৯৫৮

হযরত ইবেন সিরীন হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মাহদী আলাইহিস সালাম বের হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রত্যেক নয় জনের সাত জনকে হত্যা করা হয়।

হাদিস নং ৯৫৯

হযরত কাইসান রাওয়াসী কাসসার থেকে বর্ণিত। আর তিনি গ্রহণযোগ্য রাবী ছিলেন। তিনি বলেন, আমার মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) আমার নিকট বর্ণনা করে বলেন যে, আমি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি যে, ততক্ষণ পর্যন্ত মাহদী বের হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিন জনকে হত্যা করা হয়। তিন জন মারা যায়। এবং তিন জন জীবিত থাকবে।

হাদিস নং ৯৬০

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মাহদী আলাইহিস সালাম বের হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা একে অপরের চেহারায় থুথু নিক্ষেপ কর।

হাদিস নং ৯৬১

হযরত আবু ফারেস হতে বর্ণিত। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে বলতে শুনেছেন যে, মাহদী আলাইহিস সালামের আবির্ভাবের আলামত বা নিদর্শন হল, যখন খোলা প্রান্তর সৈন্য সহকারে ধ্বসে যাবে। আর সেটাই হল মাহদী আলাইহিস সালামের বের হওয়ার আলামত।

হাদিস নং ৯৬২

হযরত আবু কুবাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একশত চার বছর মাহদী আলাইহিস সালামের উপর মানুষ ভিড় করবে। ইবনে লাহইয়া বলেন, উক্ত হিসাবটা আজমী তথা অনারবী হিসাব মতে। আরবী হিসাব মতে নয়।

হাদিস নং ৯৬৩

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসীর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদী আলাইহিস সালামের আবির্ভাবের আলামত হল, যখন তুর্কি জাতি তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর তোমাদের ঐ খলীফা মারা যাবে যে মাল সম্পদ জমা করেছিল। আর তার পরে দুর্বল একজন শাসক তার স্থলাভিষিক্ত হবে। দুই বছর পর তার বাইয়াত নষ্ট হয়ে যাবে। দামেস্কের মসজিদের পূর্ব দিকের দুটি দেয়াল ধ্বসে যাবে। সিরিয়া হতে তিনটি দলের বহিঃপ্রকাশ। পূর্ব দিকের অধিবাসীদের মিসরের দিকে যাওয়া। আর সেটা সুফইয়ানীর নিদর্শন।

হাদিস নং ৯৬৪

হযরত আবু মুহাম্মাদ পূর্বাঞ্চলের জনৈক অধিবাসী হতে বর্ণনা করে বলেন যে, ততক্ষণ পর্যন্ত মাহদী আলাইহিস সালাম বের হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না এক ব্যক্তি সুন্দরী লাস্যময়ী এক বাঁদী নিয়ে বের হবে। অতপর সে বলবে, এমন কে আছে? যে ইহাকে তার সমপরিমাণ ওজনের খাদ্য দিয়ে একে ক্রয় করবে। অতপরই মাহদী আলাইহিস সালাম বের হবে।

হাদিস নং ৯৬৫

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আকাশ হতে এক সম্বোধনকারী সম্বোধন করে বলবে যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারের সত্যতা। আর সে সময়ই মাহদী আলাইহিস সালাম মানুষের সম্মুখে বের হবে। এবং মানুষ তার ভালবাসা (এর শরবত) পান করবে। তাদের নিকট তার আলোচনা ব্যতীত আর কোন আলোচনা থাকবে না।

হাদিস নং ৯৬৬

হযরত উমর ইবনে আলী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হবে। অতপর আমার পরিবার হতে এক ব্যক্তির উপর মানুষ জমায়েত হবে। যার কোন আল্লাহতা'আলার নিকট কোন অংশ থাকবে না। অতপর তাকে হত্যা করা হবে। অথবা সে মারা যাবে। অতপর মাহদী আলাইহিস সালাম দাড়াবেন। (বের হবে)।

হাদিস নং ৯৬৭

হযরত ইবনে শাযাব তার কতিপয় সাথী থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, ততক্ষণ পর্যন্ত মাহদী আলাইহিস সালাম বের হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্বীল অথবা ইবনে ক্বীল কেউ অবশিষ্ট থাকবে না বরং সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর ক্বীল হল নেতা।

হাদিস নং ৯৬৮

হযরত আবু কুবাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী হাশেমের এক ব্যক্তি বাদশা হবে। অতপর সে বনী উমাইয়াকে হত্যা করবে। এমনকি তাদের মাঝে দুর্বল ব্যতীত কেউ জীবিত থাকবে না। তাদের ব্যতীত অন্য কাউকে সে হত্যা করবে না। অতপর বনী উমাইয়া হতে এক ব্যক্তি বের হবে। সে প্রত্যেক এক ব্যক্তির পরিবর্তে দুইজনকে হত্যা করবে। এমনকি বনী হাশেমের মহিলা ব্যতীত কেউ জীবিত থাকবে না। অতপর মাহদী আলাইহিস সালাম বের হবে।

হাদিস নং ৯৬৯

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাহাড় থেকে ফুরাত (নদী) কে খুলে দেওয়া হবে। অতপর সেখানে প্রত্যেক নয় জনের সাত জনকে হত্যা করা হবে। যদি তোমরা উক্ত ঘটনা পাও, তাহলে তোমরা উহার নিকটবর্তী হইও না।"

হাদিস নং ৯৭০

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, চতুর্থ ফিতনা বা যুদ্ধ বার মাস স্থায়ী হবে। যখন অবসান হবে তখন অবসান হবে। (অবসানের সময়ে অবসান হবে।) আর স্বর্ণের পাহাড় থেকে ফুরাতকে খুলে দেওয়া হবে। অতপর তার উপর প্রত্যেক নয় জনের সাত জনকে হত্যা করা হবে।

হাদিস নং ৯৭১

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফুরাতের কিনারা সিরিয়ার কিনারায় অথবা তার একটু পরে হবে। সেখানে অনেক ভীড় হবে। অতপর সেখানে তারা মাল সম্পদের উপর যুদ্ধ করবে। অতপর সেখানে প্রত্যেক নয় জনের সাত জনকে হত্যা করা হবে। আর সেটা ঘটবে রমজান

মাসে হিদা ও ওয়াহিদার (শব্দ ও জীর্ণ এর) পর। এবং তিনটি ঝান্ডাবাহী দলের পৃথকীর পর। যারা প্রত্যেকেই নিজের জন্য ক্ষমতা চাইবে। তাদের মধ্যে একজন ব্যক্তি থাকবে যার নাম হবে আব্দুল্লাহ।

হাদিস নং ৯৭২

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "চতুর্থ ফিতনা বা যুদ্ধ আঠারো মাস দীর্ঘস্থায়ী হবে। অতপর যখন অবসান ঘটবে তখন অবসান ঘটবে। (অবসানের সময়ে অবসান ঘটবে)। আর ফুরাত নদীকে স্বর্ণের পাহাড় হতে খুলে দেওয়া হবে। আর উম্মত বা জাতি উহার উপর ঝুঁকে পড়বে। অতপর প্রত্যেক নয় জনের সাত জনকে হত্যা করা হবে।

হাদিস নং ৯৭৩

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটা যুদ্ধ হবে। যার শুরুতে থাকবে ছোটদের খেলাধুলা। (ছোটদের খেলা থেকেই যুদ্ধ শুরু হবে)। যুদ্ধটি এমন হবে যে, এক দিক দিয়ে থামলে আরেক দিক দিয়ে (যুদ্ধের আগুন) প্রজ্জলিত হয়ে উঠবে। যুদ্ধ শেষ হবে না, এমতাবস্থায় আকাশ থেকে এক সম্বোধনকারী সম্বোধন করে বলবে, অমুক ব্যক্তি নেতা। আর ইবনুল মুসাইয়িব তার দুই হাত গুটাবেন ফলে তার হাত দুটো সংকুচিত হয়ে যাবে। অতপর তিন বার বললেন, সেই আমীর বা নেতাই সত্য।

হাদিস নং ৯৭৪

হযরত আবু জা'ফর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন সম্বোধনকারী আকাশ থেকে সম্বোধন করে বলবে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারবর্গে সত্যতা রয়েছে। আরেকজন সম্বোধনকারী যমীন থেকে সম্বোধন করে বলবে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পরিবারবর্গে সত্যতা রয়েছে। অথবা ইবেন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু

আনহু বলেন আমি এ ব্যাপারে সন্দিহান। আর নিচের আওয়াজটা হবে শয়তানের। আর সেটা মানুষদেরকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিবে। আবু আব্দুল্লাহ নাঈম সন্দেহ করেছে।

হাদিস নং ৯৭৫

হযরত ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দ্বিতীয় আবু সুফিয়ানের পরিবারবর্গের থেকে একজন ব্যক্তিকে মাওসেম নামক এলাকার আমীর বা নেতা বানানো হবে। অতপর তার সাথে এক সৈন্যদল প্রেরণ করা হবে। অতপর তারা যখন মাওসেম নামক এলাকায় থাকবে, তখন তারা আকাশ হতে এক সম্বোধনকারীর আওয়াজ শুনবে। (সম্বোধনকারী বলবে) তোমরা ভালভাবে জেনে রাখ যে, আমীর বা নেতা হল অমুক। আরেকজন সম্বোধনকারী যমীন থেকে সম্বোধন করে মিথ্যা বলবে। আকাশ থেকে সম্বোধনকারী সম্বোধন করে সত্য কথা বলবে। এভাবে বিষয়টি দীর্ঘ হবে। ফলে তারা উপলব্ধি করতে পারবে না যে, তারা কার অনুসরণ করবে। আর প্রকৃতপক্ষে সত্য কথা বলবে, যে সম্বোধনকারী আকাশে থাকবে। তার দ্বিতীয় আওয়াজটা যা সে আকাশ থেকে সম্বোধন করে প্রথম বার বলবে। যখন তোমরা উহা শুনবে তখন তোমরা ভালভাবে স্বরণ রাখবে যে. আল্লাহতা'আলার কালিমা বা কথা হল উচ্চ। আর শয়তানের কালিমা হল নিম্ন।

হাদিস নং ৯৭৬

হযরত আব্দুর রহমান তার মাতা থেকে বর্ণনা করেন, তার মাতা ছিলেন বৃদ্ধা। তিনি বলেন, আমি (আমার মাতাকে) ইবনে যুবাইরের যুদ্ধের কথা বললাম যে, এটা এমন একটি যুদ্ধ যাতে মানুষ হালাক বা বরবাদ হয়েছে। তখন তিনি আমাকে বললেন হে বৎস! কখনো নয়। বরং উহার পরে এমন এক যুদ্ধ হবে (অনেক) মানুষ বরবাদ হবে। তাদের যুদ্ধ থামবে না, আর এরই মাঝে আকাশ থেকে এক সম্বোধনকারী সম্বোধন করে বলবে তোমাদের উপর অমুক ব্যক্তি। (তোমাদের আমীর অমুক ব্যক্তি।)

হাদিস নং ৯৭৭

হযরত ইবনুল মুসাইয়িব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সিরিয়ায় একটি যুদ্ধ হবে। যার শুরুটা হবে শিশুদের খেলাধুলা (দিয়ে)। অতপর তাদের এ যুদ্ধ কোনভাবেই থামবে না। আর তাদের কোন দলও থাকবে না। এমনকি আকাশ থেকে এক সম্বোধনকারী সম্বোধন করে বলবে, তোমাদের উপর অমুক ব্যক্তি। (তোমাদের আমীর অমুক ব্যক্তি) এবং সুসংবাদদাতার হাত উত্থিত হবে।

হাদিস নং ৯৭৮

হযরত ইবনুল মুসাইয়িব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি (স্পষ্ট করে) বলেছেন যে, আকাশ থেকে একজন সম্বোধনকারী সম্বোধন করে বলবে যে, তোমাদের আমীর বা নেতা অমুক।

হাদিস নং ৯৭৯

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদির, হযরত আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানেকে তাদের আলেমদের এক ব্যক্তি থেকে এরূপই (৯৭৮ নং হাদীস) বর্ণনা করতে শুনেছেন।

হাদিস নং ৯৮০

হযরত শাহর ইবনে হাওসাব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাররামে বলেছেন, আকাশ থেকে একজন সম্বোধনকারী সম্বোধন করে বলবে, তোমরা ভালভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহতা'আলার সৃষ্টি জগতে তার শ্রেষ্ঠাংশ হল অমুক। সুতরাং তোমরা তার কথা শোন ও তাকে আওয়াজ ও হট্টগোলের (যুদ্ধের) বছরে।

হাদিস নং ৯৮১

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। যখন নিষ্পাপ আত্মা ও তার ভাইকে হত্যা করা হবে। তাদের হত্যা করা হবে মক্কার এক

ছোট গ্রামে। আকাশ থেকে এক সম্বোধকারী সম্বোধন করে বলবে, নিশ্চয়ই তোমাদের আমীর হল অমুক। আর সে হল মাহদী আলাইহিস সালাম । যিনি সমস্ত পৃথিবীকে সত্য ও ন্যায় দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন।

হাদিস নং ৯৮২

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (পৃথিবীতে) অনেক দল ও মতানৈক্যতা হবে। এমনকি আকাশে হাতের তালু উদিত হবে। আর একজন সম্বোধনকারী সম্বোধন করে বলবে, তোমরা ভালভাবে জেনে রাখ যে, নিশ্চই তোমাদের আমীর বা নেতা হল অমুক।

হাদিস নং ৯৮৩

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ভূমিধ্বসের পর আকাশ হতে একজন সম্বোধনকারী দিনের প্রথমভাগে সম্বোধন করে বলবে নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারবর্গের মধ্যে সত্যতা রয়েছে। অতপর আরেকজন সম্বোধনকারী দিনের শেষাংশে সম্বোধন করে বলবে, নিশ্চই সত্যতা রয়েছে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বংশধরের মধ্যে। এর সেটা তার অনুরূপ হবে শয়তানের থেকে।

হাদিস নং ৯৮৪

হযরত যুহরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে, যখন সুফইয়ানী ও মাহদী আলাইহিস সালামের দল যুদ্ধের জন্য একত্রিত হবে। সেদিন আকাশ থেকে একটা আওয়াজ শোনা যাবে। আর তা হল তোমরা ভালভাবে জেনে রাখ যে, নিশ্চই আল্লাহতা'আলার বন্ধুরা হল অমুক ব্যক্তির সাথি। অর্থাৎ মাহদী আলাইহিস সালামের সাথি। হযরত যুহরী বলেন, হযরত আসমা বিনতে উমাইস বলেন, সেদিনের আলামত হল, সেদিন আকাশে হাতের তালু ঝুলন্ত থাকবে। যা মানুষ দেখতে থাকবে। (প্রাকৃতিক নির্দশন থাকবে)।

হাদিস নং ৯৮৫

হযরত আরতাত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মানুষ মিনা ও আরাফাতে থাকবে এবং সেখানে গোত্র দলভুক্ত হওয়ার পর একজন সম্বোধনকারী সম্বোধন করে বলবে, তোমরা ভালভাবে জেনে রাখ যে, তোমাদের আমীর বা নেতা হল অমুক। আর ইহার পরপরই আরেকটি আওয়াজ হবে। যাতে বলা হবে, তোমরা ভালভাবে জেনে রাখ যে, সে মিথ্যা বলছে। এবং ইহার পরপরই আরেকটি আওয়াজ হবে। যাতে বলা হবে যে, সে (প্রথম আওয়াজ) সত্য বলেছে। অতপর তারা ভীষণ যুদ্ধ করবে। অতপর বারাযেআ' এর অস্ত্রশস্ত্র মহিমান্বিত হবে। আর সেটা হল বারাযেআ' এর সৈন্য। আর ঐ সময় তারা আকাশে শিক্ষা দানকারী হাতের তালু দেখবে। অতপর তাদের যুদ্ধ ভীষণাকার ধারণ করবে। এমনকি আহলে বদরের (বদর যুদ্ধের মুসলমানদের সংখ্যার) পরিমাণ ব্যতীত সত্যের সাহায্যকারী এক জনও জীবিত থাকবে না। অতপর তারা চলে যাবে। এমনকি তাদের সাথীর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করবে।

৩৪ মক্কায় মানুষের একত্রিত হওয়া, মাহদীর হাতে বাইয়াত হওয়া এবং ঐ বছরের ঘটনা

হাদিস নং ৯৮৬

হযরত আমর ইবনে শুয়াইব তার পিতা হতে এবং তার পিতা তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “একবার যুলকা'দাহ মাসে গোত্রদের দলভুক্ত করা হবে। আর উক্ত বছর হাজীদের লুট করা হবে। ফলে তখন মিনায় একটি বড় যুদ্ধ হবে। আর সেখানে অনেক হত্যাযজ্ঞ হবে। অনেক রক্ত প্রবাহিত হবে। এমনকি তাদের রক্ত আকাবায়ে জামরাহ পর্যন্ত প্রবহিত হবে। এমনকি তাদের সাথী পলায়ন করবে। অতপর তাকে রুকুন ও মাকামের মাঝখানে নিয়ে আসবে। আর সে

(এ বিষয় থেকে) বিমুখ হবে।। তাকে বলা হবে, যদি তুমি অস্বীকার করতে তাহলে আমরা তোমার গর্দানে মারতাম (মেরে ফেলতাম)। অতপর আহলে বদরের সমপরিমাণ লোক তার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করবে। আকাশবাসী ও পাতালবাসী সকলেই তার থেকে খুশি থাকবে।

হাদিস নং ৯৮৭

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি বলেন, মানুষ একসাথে হজ্ব আদায় করবে। তারা একসাথে অন্য ইমামের উপর আরাফায় অবস্থান করবে। এরই মাঝে তারা মিনায় অবস্থান নিবে, আর তখনই তাদেরকে কুকুরের মত ধরবে। তখন তাদের গোত্রগুলি একে অপরের সাথে বিদ্রোহ শুরু করবে। অতপর তারা যুদ্ধ করবে। ফলে আকাবাতে তাদের রক্ত পৌঁছে যাবে। তখন তারা তাদের মঙ্গলের দিকে ভীতিগ্রস্থ হয়ে পড়বে। অতপর সে তাদের নিকট আসবে। আর তার চেহারা কা'বার দিকে লাগানো বা সংযুক্ত থাকবে। সে কাঁদবে কেমন যেন আমি তাকে ও তার চোখের পানি দেখছি। অতপর তারা বলবে আপনি আসুন। যাতে আমরা আপনাার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করতে পারি। অতপর সে বলবে, হায় তোমাদের আফসোস! এমন অঙ্গীকারের যা তোমরা ভঙ্গ করেছ। আর কতইনা রক্ত তোমরা ঝরিয়েছ। অতপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা তার বাইয়াত গ্রহণ করবে। যদি তোমরা তাকে পাও তাহলে তার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করিও। কেননা সে দুনিয়াতে মাহদী। আখিরাতেও মাহদী।

হাদিস নং ৯৮৮

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার যিলকা'দাহ মাসে গোত্রগুলি অন্যান্য গোত্রদের সাথে জোটবদ্ধ হবে। আর যিলহাজ্ব মাসে হাজীদের লুট করা হবে। হরম এবং যা মুহাররামে।

হাদিস নং ৯৮৯

হযরত শাহর ইবনে হাওসাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, একবার যিলকা'দাহ মাসে অনেক গোত্র দলভুক্ত হবে। আর যিলহাজ্ব মাসে হাজীদের লুট করা হবে। আর মুহাররামে আকাশ থেকে এক সম্বোধনকারী সম্বোধন করবে (ডাকবে)।

হাদিস নং ৯৯০

হযরত উকবা ইবনে আবু মুঈত রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহতা'আলা মাহদী আলাইহিস সালামকে পাঠাবেন ইয়াস তথা হতাশার পর। এমনকি মানুষ বলবে কোন মাহদী নেই। আর সিরিয়ার জনগণ তাকে সাহায্য করবে। তাদের সংখ্যা হল তিনশত পনের জন পুরুষ। বদর যুদ্ধের সাহাবীদের সমপরিমাণ। তারা সিরিয়া হতে তার দিকে সফর করবে। এমনকি তারা তাকে মক্কার মাঝ থেকে বের করতে চাইবে। সাফার নিকটবর্তী দরজা হতে। অতপর তারা তার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও। অতপর তিনি তাদের নিয়ে মাকামের নিকটে দুই রাকা'আত মুসাফিরের নামাজ আদায় করবেন। অতপর মিম্বরে আরোহণ করবেন।

হাদিস নং ৯৯১

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদী আলাইহিস সালাম রুকুন ও মাকামের মাঝামাঝি স্থানে বাইয়াত গ্রহণ করবেন। কোন ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুমও ভাঙ্গবে না। কোন রক্তও প্রবাহিত হবে না।

হাদিস নং ৯৯২

হযরত যুহরী (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উক্ত বছর দুইজন সম্বোধনকারী (ডাকনেওয়ালা) সম্বোধন করবে। আকাশ থেকে একজন সম্বোধন করে বলবে, তোমরা ভালভাবে জেনে রাখ যে, আমীর বা নেতা হল

অমুক। আরেক জন সম্বোধনকারী যমীন থেকে সম্বোধন করে বলবে, সে মিথ্যা বলছে। অতপর নিম্নস্বরের সাহায্যকারীরা যুদ্ধ করবে। এমনকি গাছের গোড়ায় রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আর সেদিন একটি দল যে দলের নাম হবে বারাযে' এর সৈন্য। তারা বারাযে'কে বিদীর্ণ করে দিবে। আর তারা উহাকে উন্মুক্তভাবে গ্রহণ করবে। আর সেদিন উক্ত উচ্চ আওয়াজের বদর যুদ্ধের সাহাবীদের সমপরিমাণ লোক ব্যতীত আর কোন সাহায্যকারী কেউ থাকবে না। আর তা হল তিনশত ও দশের অধিক ব্যক্তি। অতপর তারা সাহায্য করবে। অতপর তারা তাদের সাথীদের নিকট ফিরে যাবে। আর তখন তারা তাকে তার পিঠ কা'বার দিকে লাগানো অবস্থায় পাবে। তার কাঁধের মাংস আওয়াজ করতে থাকবে। আর সে আল্লাহতা'আলার কাছে ঐ অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকবে যা তাকে ঐ দিকে ডাকে। অতপর তারা তার নিকট বাইয়াত গ্রহণে অপছন্দ করবে। অতপর নিম্নস্বরের সাহায্যকারীরা সিরিয়ায় ফিরে যাবে। অতপর তারা বলবে আমরা এমন এক কওম বা জাতির সাথে যুদ্ধ করেছি, যাদের মত অন্য কোন কওম বা জাতি আমরা কখনো দেখি নাই । আর তারা হল অল্পসংখ্যাক মানুষ।

হাদিস নং ৯৯৩

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার যুদ্ধ হবে। আর মানুষ একসাথে নামাজ আদায় করবে। তারা একসাথে হজ্ব আদায় করবে। তারা একসাথে আরাফায় অবস্থান করবে। তারা একসাথে কুরবানি করবে। অতপর তাদের মাঝে কুকুরের ন্যায় অশান্ত হয়ে উঠবে। ফলে তারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। এমনকি আকাবাতে তাদের রক্ত পৌঁছে যাবে। আর নির্দোষ ব্যক্তি দেখবে যে, তার নির্দোষতা তাকে মুক্তি দিতে পারবে না। আর পৃথক হওয়া ব্যক্তি দেখবে যে, তার পৃথকীটা তার কোন উপকার আসবে না। অতপর তারা এক যুবক ব্যক্তিকে অপছন্দ করতে চাইবে। যার পিঠ রুকুনের সাথে ঠেকানো থাকবে। তার কাঁধের গোস্ত

আওয়াজ করবে। পৃথিবীতে তাকে মাহদী বলা হবে। আর সে আকাশেও মাহদী। সুতরাং তাকে যে পাবে সে যেন তাকে অনুসরণ করে।

হাদিস নং ৯৯৪

হযরত কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সে মদীনা থেকে মক্কার দিকে বের হবে। অতপর তাদের মধ্য থেকে লোকজন তার দিকে বের হতে চাইবে। অতপর তারা রুকুন ও মাকামের মাঝখানে তার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করবে। আর সে (এ বিষয় থেকে) বিমুখ হবে।"

হাদিস নং ৯৯৫

হযরত আবু জালদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার নিকট তার নেতৃত্ব আনন্দদায়ক হয়ে তার ঘরে আসবে।

হাদিস নং ৯৯৬

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কালো ঝান্ডাবাহী দল সুফইয়ানীর অশ্বারোহী বাহিনীকে পরাজিত করবে যে দলে শুয়াইব ইবনে সালেহ থাকবে। আর মানুষ মাহদী আলাইহিস সালামের আকাংখা করবে এবং তাকে অনুসন্ধান করবে। ফলে সে মক্কা থেকে বের হবে আর সাথে থাকবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঝান্ডা। অতপর সে দুই রাকা'আত নামাজ আদায় করবে (আর সে বের হবে) যখন মানুষ তার বের হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যাবে। আর যখন তাদের উপর বিপদ আপদ দীর্ঘায়িত হবে। অতপর যখন তিনি নামাজ থেকে বিরত হবেন তখন (মানুষের দিকে) ঘুরবেন। অতপর বলবেন, হে মানুষ সকল! তোমরা বিপদকে আশ্রয় দাও। হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মত! হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশেষ পরিবারবর্গ। আমাদের বিরোধিতা করেছে। এবং আমাদের সাথে বিদ্রোহ করেছে।

হাদিস নং ৯৯৭

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কার দিকে কুরাইশের তিনটি দল বের হবে। সুফইয়ানীর সৈন্যদল হতে তাদেরকে দেখা যাবে। যখন তাদের নিকট ভূমিধ্বস পৌঁছবে, তখন তারা সকলে মক্কায় বিভিন্ন দেশের উক্ত তিনটি দলের জন্য একত্রিত হবে। অতপর তাদের একজন অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাইয়াত গ্রহণ করবে।

হাদিস নং ৯৯৮

হযরত যুহরী থেকে বর্ণিত, অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাহদী মক্কা ও হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা এর পরিবার থেকে বের হতে চাইবে। অতপর বাইয়াত করবেন।

হাদিস নং ৯৯৯

হযরত আবু জা'ফর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, অতপর ইশার সময় মক্কায় মাহদী আলাইহিস সালাম বের হবে। আর তার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঝান্ডা, তার জামা ও তার তরবারী থাকবে। (তার সাথে) নিদর্শনসমূহ, নূর বা আলো, বয়ান বা প্রকাশ্য আলামত থাকবে। অতপর যখন তিনি ইশার নামাজ আদায় করবেন। তখন তার উচ্চ স্বর দ্বারা আওয়াজ করে সম্বোধন করে বলবেন, হে মানুষ সকল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহতা'আলার আলোচনা করছি। এবং তোমাদের প্রভুর সামনে তোমাদের অবস্থান বর্ণনা করছি। আর তিনি হুজ্জত বা দলীল গ্রহণ করেছেন। নবীগণ প্রেরণ করেছেন। কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর তোমাদের এ মর্মে আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তার সাথে কোন কিছুর শরীক বা অংশীদারিত্ব করিও না। আর তোমরা তার আনুগত্য, তার রাসূলের আনুগত্যতা সর্বদা সংরক্ষণ করবে। কুরআন যা জীবিত করেছে তা তোমরা জীবিত করবে। আর কুরআন যা মৃত করেছে তা তোমরা মৃত করবে। আর তোমরা হেদায়াতের সাহায্যকারী হবে। আর তাকওয়া বা খোদা ভীতির

সংরক্ষণকারী হবে। কেননা দুনিয়ার পতন ও ধ্বংস অতি নিকটবর্তী। আর পৃথিবীকে বিদায়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমি তোমাদেরকে আল্লাহতা'আলা ও তার রাসূলের প্রতি, কিতাব অনুযায়ী আমল করার প্রতি, বাতিলকে ধ্বংস করার প্রতি, তার সুন্নাতকে জীবিত করার প্রতি আহবান করছি। অতপর তিনশত তেরো জন পুরুষ প্রকাশ পাবে, যা বদর যুদ্ধের সাহাবীদের পরিমাণ। অনির্দিষ্টভাবে শরৎকালের আওয়াজের ন্যায়। রাতের রুহবান তথা সন্ন্যাসীর ন্যায়। দিনের সিংহের ন্যায়। অতপর আল্লাহতা'আলা মাহদী আলাইহিস সালামের জন্য হিজাজের ভূমি উন্মুক্ত করে দিবেন। বনি হাশেমের যারা কয়েদখানায় থাকবে তারা বের হতে চাইবে। আর কালো ঝান্ডাবাহী দল কূফায় অবস্থান নিবে। অতপর বাইয়াত গ্রহণের জন্য মাহদী আলাইহিস সালামের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করবে এবং মাহদী আলাইহিস সালাম তার সৈন্য দলকে দিকে দিকে পাঠাবেন। অন্যায় তার পরিবারসহ মারা যাবে। তার জন্য বাগান সোজা হয়ে দাড়াবে (শান্তি ফিরে আসবে)। আর আল্লাহতা'আলা তার হাতে কুসতুনতুনিয়ার বিজয় দান করবেন।

হাদিস নং ১০০০

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ব্যবসা বাণিজ্য ও পথ-ঘাট বন্ধ হয়ে যাবে। আর অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হবে। তখন বিভিন্ন দিকের উলামাদের থেকে সাত জন পুরুষ অনির্দিষ্টভাবে বের হবে। তাদের প্রত্যেকেই তিনশত দশোধিক লোককে বাইয়াত করবে। এমনকি তারা সকলেই মক্কায় একত্রিত হবে। অতপর সাতজন মিলিত হবে। অতপর তাদের কতিপয় একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করবে যে, তোমাদের কে নিয়ে এসেছে? অতপর তারা উত্তরে বলবে, আমরা ঐ ব্যক্তির অনুসন্ধানে এসেছি যার তার হাত দ্বারা এই যুদ্ধকে ধ্বংস করে দিবেন। যার মাধ্যমে কুসতুনতুনিয়া বিজিত হবে। আমরা তাকে তার নাম দ্বারা, তার পিতার নাম দ্বারা, তার মাতার নাম দ্বারা, এবং তার চেহার আকৃতি দ্বারা চিনবো। অতপর উক্ত সাতজন উক্ত ব্যাপারে একমত পোষণ করবে। অতপর তারা

তাকে অনুসন্ধান করবে। অতপর তারা তার নিকট মক্কায় পৌঁছবে। অতপর তারা তাকে উদ্দেশ্য করে বলবে, আপনি তো অমুকের পুত্র অমুক। উত্তরে সে বলবে, না। বরং আমি আনসারীদের একজন পুরুষ। এমনকি তাদের থেকে পালিয়ে যাবে। অতপর জ্ঞানী ও আহলে মা'রেফা তথা পন্ডিতের নিকট তার ব্যাপারে স্পষ্ট হয়ে যাবে। অতপর বলা হবে, সে তোমাদের ঐ সাথী যাকে তোমরা অনুসন্ধান করছ। অতপর মদীনায় মিলিত হবে। অতপর তারা মদীনায় তাকে অনুসন্ধান করবে। পরে মক্কার দিকে তারা একে অপরে বিরোধীতা করবে। অতপর তারা তাকে মক্কায় অনুসন্ধান করবে। অতপর তারা তার নিকটে পৌঁছবে। অতপর তারা তাকে বলবে, আপনি তো অমুকের পুত্র অমুক। আপনার মাতা অমুকের মেয়ে অমুক। আর আপনার মাঝে এমন এমন নিদর্শন রয়েছে। আর আপনি আমাদের থেকে একবার পালিয়ে গেছেন। সুতরাং আপনি আপনার হাত প্রসারিত করুন। আমরা আপনার হতে বাইয়াত গ্রহণ করবো। তখন সে বলবে, আমি তোমাদের সাথী নই। আমি অমুক আনসারীর পুত্র অমুক। আমার সাথে আস। আমি তোমাদের সাথীর খবর দিচ্ছি। এমনকি সে তাদের থেকে পালিয়ে যাবে। অতপর তারা তাকে মদীনায় অনুসন্ধান করবে। অতপর তারা পরস্পর মক্কার দিকে বিরোধীতা করবে। অতপর তারা মক্কায় রুকুনের কাছে তার নিকট পৌঁছবে। অতপর তারা বলবে, যদি আপনি আপনার হাত প্রসারিত না করেন যাতে আমরা বাইয়াত গ্রহণ করতে পারি তাহলে আমাদের গুনাহ আপনার উপর ও আমাদের রক্ত আপনার গর্দানে। এ হল আসকার সুফইয়ানী। যে আমাদের অনুসন্ধানে সম্মুখ হয়েছিল। তাদের উপরে (নেতৃত্বে) জারম হতে একজন লোক থাকবে। অতপর সে রুকুন ও মাকামের মাঝামাঝি স্থানে বসবে। অতপর তার হাত প্রসারিত করবে। অতপর তারা তার জন্য বাইয়াত গ্রহণ করবে। অতপর আল্লাহতা'আলা মানুষের অন্তরে তার মুহাব্বাত বা ভালবাসা ঢেলে দিবেন। অতপর সে এমন এক জাতির সাথে সফর করবে যারা দিনের বেলায় সিংহের মত। আর রাতের বেলায় সন্ন্যাসী।

হাদিস নং ১০০১

হযরত কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “তার নিকট ইরাকের মানুষের দল ও সিরিয়ার সূফী-সাধকরা আসবে। অতপর তারা তার নিকট রুকুন ও মাকামের মাঝামাঝি স্থানে বাইয়াত গ্রহণ করবে। অতপর ইসলাম তার উটের ঘাড়ের সম্মুখভাগে সাক্ষাত করবে।”

৩৫ মাহদির মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে বের হওয়া এবং বাইয়াতের পরের ঘটনা

হাদিস নং ১০০২

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আলী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মক্কায় আশ্রয়প্রার্থী যখন ভূমি ধ্বসের কথা শুনবে তখন সে বার হাজার লোকের সাথে বের হবে। যাদের মাঝে আবযাল থাকবে। এমনকি তারা ঈলায় অবস্থান নিবে। অতঃপর, যে ব্যক্তি সৈন্য প্রেরণ করেছে যখন তার নিকট ঈলার খবর পৌঁছবে। জীবনের কসম! তখন আল্লাহতা'আলা এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাকে উপদেশ ও দৃষ্টান্ত বানাবেন। উক্ত ব্যক্তির উপর উহাই পৌঁছবে যা তাদের উপর পৌঁছে ছিল। অতঃপর, তারা যমীনে ধ্বসে যাবে। আর এটাই হল উপদেশ। আর সুফইয়ানী তার দিকে আনুগত্যতা আদায় করবে। অতঃপর, সে বের হবে এমনকি একজন কালবী লোকের সাথে সাক্ষাত ঘটবে। আর তারা হল তার সময়। অতঃপর, তারা তার নিকট লজ্জিত হবে তাদের কৃতকর্মের কারণে। এবং তারা বলবে আল্লাহতা'আলা আপনাকে পরিধেয় পরিধান করিয়েছেন। আর তুমি তা অপসৃত করছ। অতঃপর, সে বলবে, তোমাদের কি আমি কি তাকে বাইয়াত হতে অব্যহতি দিব ? অতঃপর, তারা বলবে হ্যাঁ। অতঃপর, তার নিকট ঈলা হতে লোকজন আসবে। অতঃপর, সে বলবে, তোমরা কি আমাকে কম করে দিয়েছ? অতঃপর, সে বলবে, আমি এটা করবো না। সে বলবে, তাই? সে তাকে বলবে, তুমি কি চাও? আমি তোমাকে পদচ্যুত করে দেই? (বাইয়াত হতে বের করে দেই?) অতঃপর, সে বলবে হ্যাঁ। ফলে সে তাকে পদচ্যুত করে দিবে। (বাইয়াত থেকে বের করে দিবে।) অতঃপর, সে বলবে, এই ব্যক্তি আমার আনুগত্যতা ছিন্ন করেছে। অতঃপর, তাকে সে সময় হত্যা করার আদেশ দিবে। অতঃপর, তাকে ঈলার শান বাধানো পাথরের উপর যবাহ করা হবে। অতঃপর, সে কালবের দিকে সফর করবে। অতঃপর, তাদের

লুণ্ঠন করা হবে। সুতরাং ধোঁকাবাজ হল, যে কালবে লুণ্ঠনের দিন ধোঁকা দিবে।

হাদিস নং ১০০৩

হযরত যুল কিরইয়াত হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সে সফর করবে এমনকি ঈলায় অবতরণ করবে। আর তার থেকে আরেক দল তার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করবে। অতঃপর, সে অনুশোচনা করবে। অতঃপর, সে ইস্তফা চাইবে। ফলে তাকে ইস্তফা দিবে। অতঃপর, তাকে এবং যে তাকে ধোঁকার জন্য আদেশ দিয়েছে উভয় জনকে হত্যার আদেশ দিবে।

হাদিস নং ১০০৪

হযরত যুহরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার প্রেরণের আরেক দল তাকে পাবে।

হাদিস নং ১০০৫

হযরত হারেস ইবনে যায়েদ হতে বর্ণিত। তিনি ইবনে যুরাইর গাফেকী হতে শুনেছেন। তিনি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন যে, যদি কম হয় তাহলে বার হাজারের মধ্যে বের হবে। আর যদি বেশী হয় তাহলে পনের হাজার। রু'ব (ভয়) তার নিজের সামনের দিকে সফর করবে। তার শত্রুদের থেকে যাকেই পাবে সে তাকে আল্লাহতা'আলার অনুমতিতে পরাস্ত করে দিবে। তাদের নিদর্শন হবে (টিলা টিলা) উঁচু উঁচু। কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে আল্লাহতা'আলার রাস্তায় তারা পরোয়া করবে না। অতঃপর, তাদের দিকে সিরিয়া হতে সাতটি ঝান্ডা বের হবে। অতঃপর, সে তাদের পরাজিত করবে এবং বাদশা হবে। অতঃপর, মানুষের নিকট তাদের মুহাব্বাত বা ভালবাসা, তাদের ফাসসা, তাদের সুখ-সমৃদ্ধি, সফলতা ফিরে আসবে। আর তাদের পরে দাজ্জালের ফিতনা ব্যতীত আর কোন কিছু ঘটবে না। আমরা বললাম ফাসসা ও বাযযারা কি? উত্তরে তিনি বললেন, বিষয়কে ধরা হবে। এমনকি মানুষ যা চাইবে তাই বলবে। সে কাউকে ভয় করবে না।

হাদিস নং ১০০৬

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সিরিয়াবাসীদের জামা'আত বা দলকে কে খন্ড খন্ড করে দিবে? এমনকি খেঁকশিয়ালরাও যদি আক্রমণ করে তাহলে তাদেরকে পরাজিত করে দিবে। আর উক্ত সময় আমার পরিবারের থেকে এক ব্যক্তি তিনটি ঝান্ডার মধ্যে বের হবে। যাদের অধিক সংখ্যা হবে পনের হাজার। আর তাদের কম সংখ্যা হবে বার হাজার। তাদের নিদর্শন হবে (টিলা টিলা) উঁচু উঁচু। তাদের থেকে একটি ঝান্ডার উপরে এমন একজন ব্যক্তি থাকবে যে, রাজত্বের আশা করবে। অথবা তার জন্য ক্ষমতা শ্রেষ্ঠতর হবে। অতঃপর, আল্লাহতা'আলা তাদের সকলকে হত্যা করে দিবেন। অতঃপর, আল্লাহতা'আলা মুসলমানদের উপর তাদের আলফাত, ফাসসা, বাযযারা এর ইচ্ছা করবেন। অর্থাৎ মুসলমানদের ঘনিষ্ঠতা, সুখ-সমৃদ্ধি, সফলতা ফিরে আসবে।

হাদিস নং ১০০৭

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আলী হতে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি এরূপ বলেছেন যে, নয়টি কালো ঝান্ডা।

হাদিস নং ১০০৮

হযরত মুহাদ্দিস হতে বর্ণিত। মাহদি আলাইহিস সালাম, সুফইয়ানী ও কালবী ব্যক্তি বাইতুল মুকাদ্দাসে যুদ্ধ করবে। যখন সে বাইয়াত প্রত্যাখ্যান করবে। অতঃপর, সুফইয়ানীকে বন্দি করে আনা হবে। অতঃপর, বাবে রিহহাতে তাকে যবাহ করা হবে। অতঃপর, তাদের মহিলাদের ও তাদের পশুকে দামেস্কের সিঁড়ির নিকটে বিক্রি করা হবে।

হাদিস নং ১০০৯

হযরত হিশাম ইবনে আব্দুর রহমান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট ঐ ব্যক্তি বর্ণনা করেছে যে, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে

শুনেছেন যে, যখন সুফইয়ানী মাহদি আলাইহিস সালামের দিকে সৈন্য প্রেরণ করবে তখন খোলা প্রান্তর তার সৈন্য দল নিয়ে ধ্বসে যাবে। এবং এ খবর সিরিয়াবাসীদের নিকট পৌঁছবে। তখন তারা তাদের খলীফাকে বলবে, মাহদি আলাইহিস সালাম বের হয়ে গেছে। সুতরাং তার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করুন এবং তার আনুগত্যে প্রবেশ করুন। অন্যথায় আমরা আপনাকে হত্যা করবো। ফলে সে বাইয়াত গ্রহণের জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করবে। আর মাহদি আলাইহিস সালাম সফর করবে, এমনকি সে বাইতুল মুকাদ্দাসে অবতরণ করবে। আর গুপ্ত সম্পদগুলো তার দিকে চলে যাবে। আর আরবী, আজমী (অনারবী), যুদ্ধে লিপ্ত মানুষ, রোম আর অন্যান্যরা কোন যুদ্ধ ছাড়াই তার আনুগত্যে প্রবেশ করবে। এমনকি কুসতুনতুনিয়া ও এছাড়াও অন্যান্য জায়গায় মসজিদ স্থাপিত হবে। আর এর পূর্বে তার পরিবার থেকে পূর্বাঞ্চল হতে এক ব্যক্তি বের হবে। যে তার কাঁধে আট মাস তরবারী বহন করবে। সে যুদ্ধ করবে, অঙ্গ বিকৃতি করবে, এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে অগ্রসর হবে। সে সেখানে পৌঁছানোর পূর্বেই মারা যাবে।

হাদিস নং ১০১০

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আশা রাখি যে, আমি আ'রাবের লুণ্ঠন পাবো। আর তা হলো কালবের লুণ্ঠন। সুতরাং ধোঁকাবাজ হল ঐ ব্যক্তি যে কালবের দিনে ধোঁকা দিবে।

হাদিস নং ১০১১

হযরত যার ইবনে হাবস হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহতা'আলা আমাদের থেকে এক ব্যক্তির মাধ্যমে যুদ্ধ বিগ্রহ বিদীর্ণ করবেন। সে তাদের উপর ধ্বস চাপিয়ে দিবে। সে তাদেরকে একমাত্র তরবারীই দিবে। সে নাশকতার জন্য তার কাঁধে নয় মাস তরবারী রাখবে। এমনকি লোকজন বলাবলি করবে যে, আল্লাহতা'আলার কসম! এ ব্যক্তি হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহার বংশধর হতেই পারে না; যদি সে তার বংশধর হত তাহলে সে আমাদের উপর দয়াবান হত।

আল্লাহতা'আলা বনী আব্বাস ও বনী উমাইয়া দ্বারা তাকে লাগিয়ে দিবেন। (তার পতন ঘটাবেন।)

হাদিস নং ১০১২

হযরত হানাস ইবনে আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন যে, যখন যমীন সুফইয়ানীর সৈন্যদল নিয়ে ধ্বসে যাবে। তখন মক্কার বাদশা বলবে এটা হল ঐ আলামত বা নিদর্শন যার ব্যাপারে তোমাদেরকে খবর দেওয়া হয়েছে। অতঃপর, তারা সিরিয়ার দিকে সফর করবে। অতঃপর, দামেস্কের বাদশার নিকট পৌঁছবে। অতঃপর, তার নিকট তারা বাইয়াত হওয়ার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করবে। আর সে তাদের বাইয়াত গ্রহণ করবে। অতঃপর, তার নিকট কালবী ব্যক্তি আসবে। অতঃপর, তারা বলবে তুমি কি করেছ? আমাদের বাইয়াতের দিকে তুমি অগ্রসর হয়েছ। অতঃপর, সে উহা ছিন্ন করবে। এবং তা নিজের জন্য করে নিবে। অতঃপর, সে বলবে, আমি যা করেছি, মানুষ সকল আমার নিকট আত্মসমর্পণ করুক। অতঃপর, তারা বলবে নিশ্চয়ই আমরা তোমার সাথে আছি। অতঃপর, তোমার বাইয়াত (এর পরিমাণ) কম হয়ে গেছে। অতঃপর, সে হাশেমীদের বাইয়াত করার জন্য তাদের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করবে। আর তারা তার বাইয়াত প্রত্যাখ্যান করবে। অতঃপর, তারা তার সাথে যুদ্ধ করবে। অতঃপর, হাশেমীরা তাদের পরাজিত করবে। আর সেদিন যে ব্যক্তি তার বর্শা কোন জীবিত কালবীর উপর বিধবে সেটা তার হয়ে যাবে। সুতরাং ধোঁকাবাজ হল ঐ ব্যক্তি, যে কালবীদের লুণ্ঠনের দিনে ধোঁকা দিবে।

হাদিস নং ১০১৩

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কম হয় তাহলে বার হাজার (মানুষ) তাদের নিয়ে সফর করবে। তাদের নিদর্শন হবে টিলা (এর মত)। এমনকি তার সাথে সুফইয়ানীর সাক্ষাত হবে। অতঃপর, সে বলবে তোমরা ইবনে আ'মার দিকে বের হয়ে

যাও। এমনকি সে তার জয়ধ্বনি করবে। অতঃপর, সে তার দিকে বের হবে। এবং তার জয়ধ্বনি করবে। অতঃপর, তার নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবে এবং তার আনুগত্য স্বীকার করে নিবে। অতঃপর, যখন সুফইয়ানী তার সাথীদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে তখন কালবী তার তিরস্কার করবে। অতঃপর, সে ফিরে আসবে যাতে সে তাকে পদত্যাগ করতে পারে। এবং পদত্যাগ করাবে। এবং সে এবং সুফইয়ানীর সৈন্যদের মাঝে সাতটি ঝান্ডার উপর যুদ্ধ হবে। আর প্রত্যেক ঝান্ডার মালিকই তার নিজের জন্য ক্ষমতার আশা করবে। অতঃপর, মাহদি আলাইহিস সালাম তাদের সকলকে পরাস্ত করবেন। হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মাহরুম হল ঐ ব্যক্তি যে কালবের লুণ্ঠনের দিনে মাহরুম হবে।

হাদিস নং ১০১৪

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "প্রকৃত মাহরুম বা বঞ্চিত হল ঐ ব্যক্তি যে কালবের দিনে গণীমাত থেকে বঞ্চিত হবে।"

হাদিস নং ১০১৫

হযরত যুহরী থেকে বর্ণিত। যমীন ধ্বসের পর বদরের যুদ্ধের সাহাবীদের পরিমাণ তথা তিনশত চৌদ্দজন মানুষ নিয়ে মাহদি আলাইহিস সালাম মক্কা থেকে বের হবে। অতঃপর, তার সাথে সুফইয়ানীর সৈন্যদের নেতার সাথে সাক্ষাত ঘটবে। আর সেদিন মাহদি আলাইহিস সালামের সাথীদের জান্নাত বা বাগান হবে বারাযেআ' অর্থাৎ তাদের নিশ্চিন্ততা। আর এর পূর্বে উহার নাম হবে বারাযেআ' এর দিন। আর বলা হবে যে, আর সেদিন সে আকাশ থেকে একটি আওয়াজ শুনবে যে, একজন সম্বোধনকারী সম্বোধন করে বলবে তোমরা ভালভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহতা'আলার বন্ধু হল অমুক ব্যক্তির সাথীরা। অর্থাৎ মাহদি আলাইহিস সালামের সাথীরা। অতঃপর, সুফইয়ানীর সাথীদের উপর পলায়ন আবশ্যক হয়ে যাবে। ফলে তারা তাদেরকে হত্যা

করবে। এমনভাবে যে, তাদের বিতাড়িতরা ব্যতীত কেহই জীবিত থাকবে না। সুতরাং বিতাড়িতরা পলায়ন করে সুফইয়ানীর নিকট যাবে এবং তাকে যুদ্ধের ব্যাপারে খবর দিবে। আর মাহদি সিরিয়ার দিকে যাবেন। অতঃপর, সুফইয়ানী মাহদি আলাইহিস সালামের সাথে তার বাইয়াতের জন্য সাক্ষাত করবে। সবদিক থেকে মানুষ তার দিকে দ্রুত আসতে থাকবে। আরা সারা দুনিয়ায় ন্যায় পরায়ণতা দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাবে। যেমনিভাবে সারা পৃথিবী জুলুম অত্যাচারে ভরে গিয়েছিল।

হাদিস নং ১০১৬

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি সাতজন পুরুষ আলেমকে বাইয়াত করবেন। যারা পৃথিবীর বিভিন্ন দিক হতে বিভিন্ন সময়ে মক্কামুখি হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই তিনশত এবং দশোধিক ব্যক্তির জন্য বাইয়াত গ্রহণ করবে। অতঃপর, তারা সকলেই মক্কায় জমায়েত হবে। অতঃপর, তারা সকলেই তার হতে বাইয়াত গ্রহণ করবে। আর আল্লাহতা'আলা মানুষের অন্তরে তার মুহাব্বাত বা ভালবাসা ঢেলে দিবেন। অতঃপর, তিনি তাদের নিয়ে সফর করবেন। অতঃপর, তারা ঐ সমস্ত লোকের দিকে যাবে যারা সুফইয়ানীর অশ্বারোহীতে বাইয়াত হয়েছে। তাদের নেতৃত্বে একজন জারমী ব্যক্তি থাকবে। অতঃপর, যখন সে মক্কা থেকে বের হবে তখন তার সাথীরা তার পিছু নিবে। আর তারা (তার পিছনে) ইযার ও চাদর পরে চলতে থাকবে। এমনকি তারা জারমীতে পৌঁছবে। অতঃপর, তার বাইয়াত গ্রহণ করা হবে। অতঃপর, কালবী এক ব্যক্তি তাকে তার বাইয়াতের তিরস্কার করবে। অতঃপর, সে তার নিকট আসবে এবং তার বাইয়াত প্রত্যাখ্যান করতে চাইবে এবং সে তাকে বাইয়াত অপসৃত করবে। অতঃপর, সে তার সৈন্যদলকে তার সাথে যুদ্ধ করার জন্য বলবে। অতঃপর, তাকে পরাজিত করবে। আর আল্লাহতা'আলা তার হতে রোমকে পরাজিত করবেন। আর আল্লাহতা'আলা তার হাত দ্বারাই যুদ্ধ বিগ্রহ দূর করবেন। আর সে সিরিয়ায় অবতরণ করবে।

হাদিস নং ১০১৭

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তুমি বাইতুল মুকাদ্দাসের খলীফাকে দেখবে। আর তাকে ব্যতীত আরেকজনকে দেখবে তথা দামেস্কের। তখন তুমি তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে অনুসরণ করিও না। কেননা সে হবে গাধার বংশধরের থেকেও নিকৃষ্ট।

হাদিস নং ১০১৮

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "অতঃপর, বাইতুল মুকাদ্দাস ব্যতীত অন্য যে খলীফা থাকবে তাকে হত্যা করা হবে।"

হাদিস নং ১০১৯

হযরত আবু বকর বলেন, আমার নিকট আমাদের শাইখগণ বর্ণনা করে বলেন যে. সুফইয়ানী হল ঐ ব্যক্তি যে মাহদি আলাইহিস সালামের নিকট খেলাফত হস্তান্তর করবে।

হাদিস নং ১০২০

হযরত আরাতাত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ছখরী (নামক এক ব্যক্তি) কূফায় প্রবেশ করবে। অতঃপর, তার নিকটে মক্কায় মাহদি আলাইহিস সালামের আবির্ভাবের খবর পৌঁছবে। অতঃপর, সে কূফা হতে এক সৈন্যদল তার দিকে প্রেরণ করবে। অতঃপর, উক্ত সৈন্যদল যমীনে ধ্বসে যাবে। শুধুমাত্র একজন মাহদি আলাইহিস সালামের সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী যে ছখরীকে সতর্ক করবে। সে ব্যতীত সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর, মাহদি আলাইহিস সালাম মক্কা হতে ও ছখরী কূফা হতে সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হবে। তারা কেমন যেন একই বাজির দুটি ঘোড়া। অতঃপর, ছখরী আগে চলে যাবে। অতঃপর, ছখরী সিরিয়া হতে মাহদি আলাইহিস সালামের দিকে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করবে। তাদের সাথে

মাহদি আলাইহিস সালামের হেজাজে সাক্ষাত হবে। সেখানে অবস্থান করবে। এবং তাকে বলা হবে, তুমি কার্যকর কর। ফলে সে উক্ত পথ (কাজ) অপছন্দ করবে। এবং সে বলবে তুমি ইবনে আ'ম এর নিকট পত্র লিখ। কেননা সে তার বাইয়াত বা আনুগত্যতা ছিন্ন করেছে। আর আমরা নিশ্চয়ই আপনাদের সাথী। অতঃপর, যখন উক্ত পত্র ছখরীর নিকট পৌঁছবে, তখন সে তার জন্য আত্মসমর্পণ করবে এবং তার বাইয়াত গ্রহণ করবে। অতঃপর, মাহদি আলাইহিস সালাম সফর করবেন এমনকি তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে অবতরণ করবেন। আর মাহদি আলাইহিস সালাম সিরিয়ার কোন ব্যক্তির হাতে এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও ছেড়ে দিবেন না। বরং তা তিনি আহলে যিম্মাদের ফিরিয়ে দিবেন। আর সকল মুসলমানদের জিহাদে ফিরিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর, তা তিন বছর অবস্থান করবে। অতঃপর, কালবী এক লোক বের হবে। যাকে কিনানা বলা হবে। সে হবে তার কওমের গোষ্ঠিতে তারকার মত। এমনকি সে ছাখরী এর নিকটে আসবে। অতঃপর, বলবে আমরা আপনার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করবো। এবং আপনাকে সাহায্য করবো। এমনকি যখন আপনি বাদশা হয়ে যাবেন, তখন আমাদের শত্রুদের বাইয়াত করবেন। যাতে আমরা তাদেরকে বের করতে পারি ও তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারি। অতঃপর, সে বলবে কাদের মধ্যে বের হবে? অতঃপর, সে বলবে আপনার থেকে বড় আমেরীর মাতা বাকী থাকবে না। বরং সে আপনার সাথে মিলিত হবে। মোজাওয়ালা মহিলা আপনার থেকে ভিন্ন হবে না। ক্ষুর (ওয়ালা) নয়। অতঃপর, সে প্রস্থান করবে এবং তার সাথে আমের তার পূর্ণাঙ্গরূপে তার সাথে প্রস্থান করবে। এমনকি তারা বাইসান নামক স্থানে অবতরণ করবে। আর মাহদি তাদের দিকে ঝান্ডা (বাহী দল) নিয়ে তাদের দিকে আসবে। আর মাহদির সময়ে সব থেকে বড় ঝান্ডাবাহী দল হবে একশত লোক বিশিষ্ট। অতঃপর, তারা ইবরাহীমের ফাছূরে তারা অবতরণ করবে। অতঃপর, কালব, তার অশ্ব, তার ঘোড়া, তার পশু কাতার দিয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর, যখন দুটি ঘোড়া অন্যের বিপদে আনন্দে উৎফুল্ল হবে, তখন কালব তার পিছনের দিকে পলায়ন করবে। এবং ছখরীকে

পাকড়াও করা হবে। অতঃপর, তাকে যমীনে কিনসিয়ার নিকটে পরিস্কার প্রতিবাদকারীর উপর যবাহ করা হবে। যেটা বতনে ওয়াদীতে অবস্থিত। যেটা তূরে যাইনা অভ্যন্তরে ব্রিজের দিকে অবস্থিত। যেটা ওয়দীর ডান দিকে অবস্থিত। যেটা যমীনে পরিস্কার প্রতিবাদকারীর উপর অবস্থিত। উহার উপর যবাহ করা হবে, যেমন নাকি ছাগল যবাহ করা হয়। আর প্রকৃত ধোঁকাবাজ হল ঐ ব্যক্তি যে, কালবের দিনে ধোঁকা দিবে। এমনকি কুমারী দাসীদেরকে নয় দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করা হবে।

হাদিস নং ১০২১

হযরত আরতাত হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার আনুগত্যের শপথ করবে। অতঃপর, মাহদি মক্কার দিকে ফিরে আসবে। সেখানে তিন বছর থাকবে। অতঃপর, কালব থেকে এক ব্যক্তি বের হবে। অতঃপর, যে ব্যক্তি আরমে কারহাতে থাকবে, সে বের হবে। অতঃপর, সে বাইতুল মুকাদ্দাসে বার হাজার লোক নিয়ে মাহদি আলাইহিস সালামের দিকে সফর করবে। অতঃপর, সে সুফইয়ানীকে গ্রেফতার করবে এবং বাবে জিরানের উপর তাকে হত্যা করবে।

৩৬ মাহদির চরিত্র ও তার ন্যায়পরায়ণতা ও তার সময়ের উর্বরতা সম্পর্কে

হাদিস নং ১০২২

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি আলাইহিস সালাম রোমে যুদ্ধের জন্য সৈন্য পাঠাবেন। সেখানে দশজন বুদ্ধিমান জ্ঞানী দিবেন। যারা আন্তাকিয়ার এক গুহা থেকে তাবুতের সাকীনা খুঁজে বের করবে। যেটার ভিতর আল্লাহতা'আলা মুসা আলাইহিস সালামের উপর যে তাওরাত নাযিল করেছিলেন এবং ঈসা আলাইহিস সালামের উপর ইঞ্জিল নাযিল করেছিলেন তা থাকবে। তিনি তাওরাত ওয়ালাদেরকে তাওরাত দ্বারা বিচার করবেন এবং ইঞ্জিল ওয়ালাদের ইঞ্জিল দিয়ে বিচার করবেন।

হাদিস নং ১০২৩

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি আলাইহিস সালামকে মাহদি বলে নামকরণের কারণ হচ্ছে, কেননা সে লুকায়িত বিষয়ের পথপ্রদর্শন (হেদায়াত) করবেন। এবং তাওরাত ও ইঞ্জিলকে এমন এক জায়গা হতে খুঁজে বের করবেন যার নাম হবে আন্তাকিয়া।

হাদিস নং ১০২৪

হযরত জা'ফর ইবনে সিয়ার শামী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে মাহদি আলাইহিস সালামকে প্রত্যাখ্যান করবে সে অত্যাচারীর কাছে পৌঁছবে। এমনকি মানুষের মাড়ির দাঁতের নীচে যদি কিছু থেকে থাকে অপসারণ করবে যাতে তার কাছে ফিরে আসে।

হাদিস নং ১০২৫

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শারীক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি আলাইহিস সালামের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঝান্ডা থাকবে। আর তা হল বিজয়। হায়! যদি আমি তাকে পেতাম। আর আমি বিকলাঙ্গ।

হাদিস নং ১০২৬

হযরত নওফ বাকালী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি আলাইহিস সালামের ঝান্ডার মধ্যে আল্লাহতা'আলার আনুগত্যতা লেখা থাকবে।

হাদিস নং ১০২৭

হযরত ইবনে সিরীন হতে বর্ণিত। তাকে বলা হল, কে উত্তম? হযরত আবু বকর ও ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, নাকি মাহদি আলাইহিস সালাম? তিনি বলেন, তিনি তাদের উভয়ের চেয়ে উত্তম। তিনি নবীর বরাবর।

হাদিস নং ১০২৮

হযরত আবু রওবাতা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি আলাইহিস সালাম (এর ব্যাপারটা) কেমন যেন মিসকীনদের মাখনের সাথে ঝুলে থাকার মত।

হাদিস নং ১০২৯

হযরত মাতরুল ওয়ারাক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি আলাইহিস সালাম তাওরাতকে বের করবেন গুযযা (ঘাটতি) এর জন্য। অর্থাৎ তাজা (মিশ্রণবিহীন) কিতাব আন্তাকিয়া থেকে।

হাদিস নং ১০৩০

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। হযরত কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উত্তম মানুষ হল মাহদি আলাইহিস সালামের সাহায্যকারী ও তার বাইয়াত গ্রহণকারী। দুই কূফার, ইয়ামানের অধিবাসীদের, ও সিরিয়ার সূফী সাধকদের থেকে। তার সামনে থাকবে হযরত জীবরাঈল আলাইহিস সালাম। তাদের পিছনে থাকবে মিকাঈল আলাইহিস সালাম। তারা হল আল্লাহতা'আলার সৃষ্টিতে প্রিয় সৃষ্ট। আল্লাহতা'আলা যুদ্ধ বিগ্রহ, অন্ধকারতা দূর করে দিবেন। আর পৃথিবী নিরাপদ হবে (শান্তি ফিরে আসবে), এমনকি একজন মহিলা পাঁচ জন মাহিলার মাঝে হজ্ব করবে, আর তাদের সাথে কোন পুরুষ থাকবে না। তারা আল্লাহতা'আলাকে ব্যতীত আর কাউকে ভয় পাবে না। যমীন তার প্রবৃদ্ধিতা দিবে। আসমান তার বরকত দিবে।

হাদিস নং ১০৩১

হযরত তাউস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি আলাইহিস সালামের আলামত হল, সে আমমাল তথা কাজের উপর কঠিন হবে। মাল সম্পদের দিক দিয়ে দানশীল হবে। মিসকীনদের ক্ষেত্রে দয়াশীল হবে।

হাদিস নং ১০৩২

হযরত আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "শেষ যমানায় একজন খলীফা বের হবে। সে মাল সম্পদ গণনা ব্যতীত দিবে (দান করবে)।"

হাদিস নং ১০৩৩

হযরত মাতার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার নিকট হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয আলোচনা করলেন। অতঃপর, বললেন আমাদের নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, মাহদি আলাইহিস সালাম এমন কিছু করবেন যা উমর ইবনে আব্দুল আযীযও করে নাই। আমরা বললাম সেটা কি? তিনি বললেন তার নিকট এক ব্যক্তি আসবে অতঃপর, তাকে কাছে (কিছু) চাইবে। অতঃপর, সে বলবে তুমি বাইতুল মালে (রাষ্ট্রীয় কোষাগারে) প্রবেশ কর। এবং গ্রহণ কর। অতঃপর, সে সেখানে প্রবেশ করবে এবং গ্রহণ করবে। অতঃপর, সে সেখান থেকে বের হবে। আর মানুষ তাকে দেখবে যে, সে পরিতৃপ্ত। (মানুষ দেখার কারণে সে) লজ্জিত হবে। এবং তার দিকে ফিরে আসবে এবং তাকে বলবে আমাকে আপনি যা দিয়েছেন তা ফিরিয়ে নিন। অতঃপর, সে অস্বীকৃতি জানাবে এবং বলবে, আমি দেই। গ্রহণ করি না।

হাদিস নং ১০৩৪

হযরত আবু যিয়াদ হতে বর্ণিত। তিনি হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন যে, আমি নবীগণের কিতাবসমূহে মাহদি আলাইহিস সালাম সম্পর্কে পেয়েছি যে, তার কাজে যুলুম বা অত্যাচার থাকবে না এবং দোষও থাকবে না।

হাদিস নং ১০৩৫

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি আলাইহিস সালামের নামকরণ মাহদি করে করার কারণ হচ্ছে যে, সে তাওরাত কিতাবের পথের দিকে পথ দেখাবে। সে তাওরাত কিতাবকে সিরিয়ার এক পাহাড় থেকে খুঁজে বের করবে। সে ইহুদিদেরকে উহার দিকে ডাকবে। অতঃপর, উক্ত কিতাবের উপর অনেক দল আত্মসমর্পণ করবে। অতঃপর, তিনি ত্রিশ হাজারের মত উল্লেখ করলেন।

হাদিস নং ১০৩৬

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন হতে বর্ণিত। তিনি একবার যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। অতঃপর, বললেন যখন উহা ঘটবে তখন তোমরা তোমাদের ঘরে উপবেশন করবে (অবস্থান করবে)। যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে মানুষের উপর ভালো কিছু হবে। বলা হল হে আবু বকর! হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতেও উত্তম!! তিনি বললেন তাকে কতিপয় নবীর উপরও মর্যাদা দেওয়া হবে।

হাদিস নং ১০৩৭

হযরত কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সে (মাহদি) খুঁজে গচ্ছিত সম্পদ বের করবে। এবং মাল সম্পদ বন্টন করে দিবে। আর ইসলামকে তার পাশ্ববর্তীর সাথে সাক্ষাত করাবে।

হাদিস নং ১০৩৮

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তার উপর আকাশের অধিবাসীরা ও যমীনের অধিবাসীরা খুশি থাকবে। তোমরা আকাশের এক ফোঁটা চাইও না। তবে যা বর্ষণ করবে। এমনিভাবে তোমরা যমীনের কাছে কিছু চাইও না। তবে যা উৎপন্ন করবে। এমনকি জীবিতরা মৃত্যুর আকাংখা করবে।"

হাদিস নং ১০৩৯

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন "সে এমনভাবে মাল সম্পদ ছড়াবে (মাল সম্পদ বন্টন করবে) যে, বন্টনের ক্ষেত্রে গণনা করবে না। সে সারা পৃথিবীকে ন্যায় বিচার দ্বারা পরিপূর্ণ করে

দিবে যেমনিভাবে সারা পৃথিবীতে অত্যাচার ও নিপিড়ন ভরে গিয়েছিল।”

হাদিস নং ১০৪০

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “তার নিকট তার ক্রীতদাসী আশ্রয় গ্রহণ করবে। যেমনিভাবে উপহার মোমের সাথে। সে পৃথিবীতে ন্যায় বিচার দ্বারা ভরে দিবে। যেমনিভাবে অত্যাচার জুলুম ভরে গিয়েছিল। এমনকি তারা তাদের প্রথম বিষয়ের মত হয়ে যাবে। ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুম ভাঙ্গবে না। আর রক্তপাতও হবে না।”

হাদিস নং ১০৪১

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “সে (মাহদি আলাইহিস সালাম) পৃথিবীকে ন্যায়বিচার দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবে। যেমনিভাবে এর পূর্বে পৃথিবীতে জুলুম অত্যাচারে ভরে গিয়েছিল। আর সে রাজত্ব করবে সাত বছর।”

হাদিস নং ১০৪২

হযরত ইবরাহীম ইবনে মাইসারা হতে হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাউসকে হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) এর মাহদি হওয়ার ব্যাপারে বললাম। তখন তিনি বললেন না, কারণ তিনি পৃথিবীতে পরিপূর্ণভাবে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নাই।

হাদিস নং ১০৪৩

হযরত ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে এক সম্প্রদায়ের নিকট বর্ণনা করতে শুনলাম যে, তিনি বলেন, মাহদি তিন জন। (প্রথম জন) মাহদিউল খাইর। (ভালোর পথ প্রদর্শক) আর সে হল উমর ইবনে আব্দুল আযীয। (দ্বিতীয় জন) মাহদিউদ দম (রক্তপাতের পথ প্রদর্শক) আর সে হল ঐ ব্যক্তি, যার উপর রক্ত প্রবাহিত

হবে। (তৃতীয় জন) মাহদিউদ দ্বীন (দ্বীন বা ধর্মের পথ প্রদর্শক) আর সে হল হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম। তার যমানায় তার দাসী তার নিকট আত্মসমর্পণ করবে।

হাদিস নং ১০৪৪

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদিউল খাইর (কল্যাণের পথ প্রদর্শক) সুফইয়ানীর পর বের হবে।

হাদিস নং ১০৪৫

হযরত তাউস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি আলাইহিস সালাম এহসানকারীর এহসাকে বাড়িয়ে বলবে। খারাব কাজকারীর কাছে তার খারাব কাজের জন্য ক্ষমা চাওয়া হবে। আর সে কাজ করনেওয়ালার উপর মাল সম্পদ খরচ করবে এবং মিসকীনদের উপর দয়া করবে।

হাদিস নং ১০৪৬

হযরত ইবরাহীম ইবনে মাইসারা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত তাউস বলেন আমি আশা করি যে, মাহদির সময় না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবো না। এহসানকারীর এহসানকে বাড়ানো হবে। আর খারাব কাজকারীর কাছে ক্ষমা চাওয়া হবে।

হাদিস নং ১০৪৭

হযরত সাব্বাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি আলাইহিস সালামের সময়ে ছোটরা বড় হওয়ার আকাংখা করবে। আর বড়রা ছোট হওয়ার আকাংখা করবে।

হাদিস নং ১০৪৮

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "মাহদি আলাইহিস সালামের সময়ে আমার উম্মতকে এমন নেয়ামত দেওয়া

হবে যে, ঐরূপ নেয়ামত আর কখনো দেওয়া হয় নাই। আকাশ প্রচুর বর্ষণ করবে। আর যমীন ফসল উৎপন্ন করবে না। তবে যা বের করে। মাল সম্পদ হবে পদদলিতের মত। একজন লোক দাঁড়াবে এবং বলবে হে মাহদি! আমাকে দাও। অতঃপর, সে বলবে গ্রহণ কর।"

হাদিস নং ১০৪৯

হযরত আবু সাঈদ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে ঐরূপই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি মাল সম্পদের কথা উল্লেখ করেন নাই।

হাদিস নং ১০৫০

হযরত সুলাইমান ইবনে ঈসা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, মাহদি আলাইহিস সালামের হাতে বুহাইরাতুত তাবরিয়্যাহ হতে তাবূত আস-সাকীনা প্রকাশ পাবে। এমনকি বহন করা হবে (বয়ে আনা হবে)। অতঃপর, বাইতুল মুকাদ্দাসে তার সামনে রাখা হবে। যখন ইহুদিরা উহার দিকে দেখবে তখন তাদের অল্প সংখ্যাক ব্যতীত সবাই আত্মসমর্পণ করবে (ইসলাম গ্রহণ করবে)। অতঃপর, মাহদি আলাইহিস সালাম ইন্তেকাল করবেন।

হাদিস নং ১০৫১

হযরত আবু মুহম্মাদ আহলে মাগরিব এর এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করে বলেন যে, যখন মাহদি আলাইহিস সালাম বের হবে। তখন আল্লাহতা'আলা বান্দাদের অন্তরে ধনাঢ্যতা ঢেলে দিবেন। এমনকি মাহদি আলাইহিস সালাম বলবে, কে মাল চায়? অর্থাৎ কার মাল সম্পদের প্রয়োজন। তখন তার নিকট একজন ব্যতীত কেউ আসবে না। সে এসে বলবে, আমি (আমার মাল সম্পদের প্রয়োজন)। অতঃপর, তিনি বলবেন তুমি নিক্ষেপ কর। অতঃপর, সে নিক্ষেপ করবে। অতঃপর, সে উহা তার পিঠে বহন করবে। এমনকি যখন সে আসবে তখন মানুষ দূরে সরে যাবে। সে বলবে তোমরা কি আমাকে এখানে সব থেকে খারাপ মনে করছ? অতঃপর, সে ফিরে আসবে। এবং

তাকে মাল সম্পদ ফিরিয়ে দিবে। অতঃপর, বলবে তুমি তোমার মাল রাখ। এতে আমার কোন দরকার নেই।

হাদিস নং ১০৫২

হযরত দীনার ইবনে দীনার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি আলাইহিস সালাম প্রকাশ পাবে আর যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন করা হবে। আর তখন তার নিকট যা পৌঁছবে তা মানুষ একে অপরের মাঝে সহযোগিতা করবে। (বন্টনের ক্ষেত্রে)। সেখানে কাউকে কোন একজনের উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে না। আর সে হক অনুযায়ী কাজ করবে। এমনকি সে মৃত্যুবরণ করবে। (মৃত্যু পর্যন্ত সে হক অনুযায়ী কাজ করবে)। আর উহার পর দুনিয়া উত্তেজিত হয়ে যাবে (বিশৃংখল হয়ে যাবে)।

হাদিস নং ১০৫৩

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহতা'আলা মাহদি আলাইহিস সালামকে এক রাত্রে সংশোধন করবেন।"

হাদিস নং ১০৫৪

হযরত তাউস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘর জমা রাখলেন। অতঃপর বললেন, তুমি কি মনে কর? আমি ঘরের সম্পদ এবং উহার মধ্যে অস্ত্র ও মাল সম্পদ হতে যা আছে তা জমা করবো। নাকি তা আমি আল্লাহতা'আলার রাস্তায় ভাগ করে দিব। তখন হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি অতিবাহিত হন (জমা করুন)। কারণ আপনি তার সাথী নন। কেননা তার সাথী হল কুরাইশের মধ্য থেকে আমাদের এক যুবক। আর সে শেষ যামানায় উহাকে আল্লাহতা'আলার রাস্তায় ভাগ করে দিবে।

হাদিস নং ১০৫৫

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “আমার উম্মতের মধ্য হতে একজন খলীফা হবে। যিনি মাল এমনভাবে খরচ করবে যে, সে উহা গণনা করবেন না (অগণিতভাবে দান করবে)।

হাদিস নং ১০৫৬

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “আমার পরিবার হতে যামানায় কর্তনের সময় (শেষ যামানায়) এবং যুদ্ধের প্রকাশের সময়। তার দানটা হবে নিক্ষেপের মত। তাকে সিফাহ বলা হবে।”

হাদিস নং ১০৫৭

যামান ইবনে যুবাইর, যিনি জাহেলিয়্যাহ আলামত হিসাবে পেয়েছেন। তার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খেলাফত বাইতুল মুকাদ্দাসে অবতরণ করবে। তখন বাইয়াত এমন ধরনের হবে যে, ঐ ব্যক্তির জন্য তাদের মহিলা হালাল হবে যে সেখানে তাদের বাইয়াত গ্রহণ করবে। সে বলবে তাদের উপর তালাক অথবা মুক্ত হওয়া গ্রহণ করা হবে না।

হাদিস নং ১০৫৮

হযরত কা’ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তুমি বাইতুল মুকাদ্দাসে খলীফা দেখবে এবং উহা ব্যতীত আরেক জায়গায় দেখবে তথা দামেস্কে। তখন উহা ব্যতীত অনুসরণ করিও না। কেননা সেটা হবে গাধার বংশধরের থেকেও নিম্ন।

হাদিস নং ১০৫৯

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "অতঃপর, বাইতুল মুকাদ্দাসে যে খলীফা থাকবে যে উহা ব্যতীত তাকে হত্যা করা হবে।"

হাদিস নং ১০৬০

হযরত আরতাত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথম যে পতাকা যা মাহদি আলাইহিস সালাম গ্রহণ করবে তা সে তুর্কের দিকে পাঠাবে। অতঃপর, তাদের পরাজিত করবে। এবং তাদের সাথে বন্দি ও মাল সম্পদ থেকে যা থাকবে তা গ্রহণ করবে। অতঃপর, সিরিয়ার দিকে সফর করবে। অতঃপর, তা বিজয় করবে। অতঃপর, তার সাথে থাকা প্রত্যেক মালিকানাধীনকে মুক্ত করে দিবে। আর তার সাথীদের তাদের মূল্য দিয়ে দিবে।

৩৭ মাহদির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ গুণাগুণ

হাদিস নং ১০৬১

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি আলাইহিস সালাম আল্লাহতা'আলাকে ভয়কারী হবে। ঈগলের ভয় করার মত (ভয়ের কারণে) উহা ডানা প্রসারিত করে।

হাদিস নং ১০৬২

হযরত আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন যে, "মাহদি আলাইহিস সালাম সম্পদ দানকারী ও (মন্দ) বিতাড়িতকারী হবে।"

হাদিস নং ১০৬৩

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আজলাল জাবীন (ললাটের বিতাড়িতকারী)। আকানাল আনফ (নসিকার দিক দিয়ে মাল সম্পদ দানকারী)।

হাদিস নং ১০৬৪

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "মাহদি আলাইহিস সালাম হবে সম্পদ দানকারী ও (মন্দ) বিতাড়িতকারী।"

হাদিস নং ১০৬৫

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "মাহদি আলাইহিস সালাম হবে আকনাল আনফ ও আজলাল জাবীন। (মাল সম্পদ দানকারী ও মন্দ বিতাড়নকারী)

হাদিস নং ১০৬৬

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি আলাইহিস সালাম হবে এক বছরের শিশু বা দুই বছরের অথবা পঞ্চাশ বছরের ব্যক্তি।

হাদিস নং ১০৬৭

আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি আলাইহিস সালাম বের হবে আর তখন সে হবে চল্লিশ বছরের এক জন ব্যক্তি। কেমন যেন সে একজন বনী ইসরাঈলের ব্যক্তি।

হাদিস নং ১০৬৮

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি আলাইহিস সালাম হবে যুবক।

হাদিস নং ১০৬৯

হযরত আবু তুফাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মাহদি আলাইহিস সালামের গুণাগুণ বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন, "তার ভাষায় হবে ওজনতা। তার যখন তার উপর কথা বিলম্বিত হবে তখন বাম উরু ডান হাত দ্বারা মারবে। তার নাম হবে আমার নাম। তার পিতার নাম হবে আমার পিতার নাম।"

হাদিস নং ১০৭০

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যামানার কর্তনের সময় (পৃথিবীর শেষ সময়ে) এবং যুদ্ধের প্রকাশের সময়ে এক ব্যক্তি বের হবে। যার দান হবে নিক্ষেপের মত। যাবে সিফাহ বলা হবে।"

হাদিস নং ১০৭১

হযরত সুফিয়ান কালবী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদির পতাকাতলে এক যুবক বের হবে। অল্প বয়সের, পাতলা দাড়ি বিশিষ্ট হলুদ বর্ণের। আর হযরত ওয়ালীদ তার হাদীসের মধ্যে আসফার (হলুদ বর্ণের হওয়া) উল্লেখ করেন নাই। যদি সে পাহাড়ের সম্মুখিন হয়, তাহলে পাহাড়কেও কাঁপিয়ে দিবে। আর হযরত ওয়ালিদ বলেন, তা ভেঙ্গে ফেলবে। এমনকি সে ঈলাতে অবতরণ করবে।

হাদিস নং ১০৭২

হযরত সাকার ইবনে রুসতম তার পিতা হতে বর্ণনা করে বলেন যে, মাহদি আলাইহিস সালাম হবে মধ্যম গড়নের প্রদ্বীপ্তময়, ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট। সে হিজাজ হতে আগমন করবে। এমনকি সে নয় বছর বয়সে দামেস্কের সিংসহাসনে আরোহণ করবে।

হাদিস নং ১০৭৩

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি আলাইহিস সালামের জন্ম মদীনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারের থেকে হবে। তার নাম হবে আমার নাম। তার পিতার নাম হবে আমার পিতার নাম। আর তার হিজরত হবে বাইতুল মুকাদ্দাসে। ঘন দাড়ি বিশিষ্ট। উভয় চোখ হবে কালো। তার সামনের দাঁত হবে উজ্জল ঝকঝকে ফাঁকা ফাঁকা। তার চেহারায় তিলক থাকবে। সে হবে সম্পদ দানকারী ও (মন্দ) বিতাড়িতকারী। আর তার কাঁধে নবীর আলামত বা নিদর্শন থাকবে। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঝান্ডা নিয়ে মারাত থেকে বের হবে। যে ঝান্ডা হবে মখমল কাপড়ের, কালো রংয়ের, চতুর্ভোজী। উহার ভিতর একটি পাথর থাকবে। যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের পর প্রসারিত হয় নাই। আর মাহদি আলাইহিস সালামের বের হওয়া পর্যন্ত উহা প্রসারিত হবে না। আল্লাহতা'আলা উক্ত পাথরকে তিন হাজার ফেরেশতা দিয়ে প্রসারিত করবেন। যারা তাদের বিরুদ্ধে ও পশ্চাতে থাকবে তাদেরকে মারবে। আর তাকে প্রেরণ করা হবে, আর তার বয়স হবে ত্রিশ হতে চল্লিশের কোঠায়।

হাদিস নং ১০৭৪

হযরত তাউস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সে (মাহদি) হবে কুরাইশের এক যুবক। পুরুষদের চামড়ার অনুরূপ।

হাদিস নং ১০৭৫

হযরত আরতাত হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি আলাইহিস সালাম হবে ষাট বছরের একজন মানুষ।

৩৮ মাহদির নাম

হাদিস নং ১০৭৬

হযরত আব্দুল্লাহ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "মাহদি আলাইহিস সালামের নাম আমার নামের সমান হবে (আমার নাম ও তার নাম এক হবে)। তার পিতার নাম আমার পিতার নাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আরেকবার হাদীসটি শুনেছি যাতে তার পিতার নাম উল্লেখ করেন নাই।

হাদিস নং ১০৭৭

হযরত আব্দুল্লাহ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "মাহদি আলাইহিস সালামের নাম আমার নামের সমান হবে (আমার নাম হবে)। আর তার পিতার নাম হবে আমার পিতার নাম। আরেক বর্ণনায়, তিবরানী ও যর পিতার নাম ব্যতীত উল্লেখ করেছেন।

হাদিস নং ১০৭৮

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি আলাইহিস সালামের নাম হবে মুহাম্মাদ। অথবা তিনি বলেন, মাহদি আলাইহিস সালামের নাম হবে নবীর নাম।

হাদিস নং ১০৭৯

হযরত সামামা বলেন, আমি তার (মাহদির) নাম, তার পিতার নাম ও তার মাতার নাম জানি না।

হাদিস নং ১০৮০

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"মাহদি আলাইহিস সালামের নাম হবে আমার নাম।"

হাদিস নং ১০৮১

হযরত আবু তুফাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "মাহদির নাম হবে আমার নাম। আর তার পিতার নাম হবে আমার পিতার নাম।"

৩৯ মাহদির বংশ

হাদিস নং ১০৮২

হযরত কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললাম, মাহদি কি হক বা সত্য? তিনি উত্তরে বললেন, হক বা সত্য। তিনি বলেন, আমি বললাম, সে কাদের থেকে হবে? তিনি উত্তরে বললেন, কুরাইশ থেকে। আমি বললাম কুরাইশের কোন শাখা হতে? তিনি উত্তরে বললেন, বনী হাশেম হতে। আমি বললাম, বনী হাশেমের কোন শাখা হতে? উত্তরে তিনি বলেন, বনী আব্দুল মুত্তালিব হতে। আমি বললাম কোন আব্দুল মুত্তালিব হতে? উত্তরে তিনি বললেন, ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহু এর বংশধর হতে।

হাদিস নং ১০৮৩

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "মাহদি আলাইহিস সালাম হল আমার বংশধর হতে এক ব্যক্তি অথবা তিনি বলেন, মাহদি হল আমার পরিবারের থেকে এক ব্যক্তি।"

হাদিস নং ১০৮৪

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি আলাইহিস সালাম হবে আমার হতে (আমার বংশধর হতে)।

হাদিস নং ১০৮৫

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের থেকে হবে সঠিক পথের দিশারী ও সঠিক পথপ্রাপ্ত। আর আমাদের থেকেই হবে পথভ্রষ্ট ও বিপদগামী।

হাদিস নং ১০৮৬

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি আলাইহিস সালাম আমাদের পরিবারের থেকে এক যুবক হবে। তিনি বলেন, আমি বললাম তা থেকে তোমাদের বৃদ্ধরা হতাশ হয়ে যাবে। আর তোমাদের যুবকরা উহার আশা করবে। উত্তরে সে বলল, আল্লাহতা'আলা যা চান তাই করেন।

হাদিস নং ১০৮৭

হযরত আবান ইবনে ওয়ালীদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, আর তখন তিনি হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকটে ছিলেন। আল্লাহতা'আলা আমাদের বংশধরের থেকে মাহদি আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করবেন।

হাদিস নং ১০৮৮

হযরত ইবনে আব্বাছ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি আমাদের বংশ থেকে হবে। পরবর্তীতে তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হযরত ঈসা (আঃ) এর হাতে সমর্পণ করবেন।

হাদিস নং ১০৮৯

হযরত আলী ইবনে আবি তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, ইমামুল হুদা মাহদি আমাদের বংশধর থেকে হবে, নাকি অন্য কোনো বংশ থেকে? জবাবে তিবি বললেন, "হ্যাঁ তিনি আমাদের বংশধর থেকে হবে।

আমাদের মাধ্যমে যেমনিভাবে দ্বীনের সমাপ্তি হয়েছে তেমনিভাবে আমাদের মাধ্যমে বিজয় অর্জনও হবে। আমাদের সহায়তায় ফিতনা পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে যেমনিভাবে শিরকের পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি পাওয়া গিয়েছিল। আমাদের মাধ্যমে ফেৎনা শত্রুতার পর দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহতা'আলা তাদের অন্তরে আন্তরিকতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যেমনিভাবে আল্লাহতা'আলা তাদের অন্তরে দ্বীনের ব্যাপারে শিরকের দুশমনীর পর আন্তরিকতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।"

হাদিস নং ১০৭০

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবুত তোফায়েল রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, অন্য বর্ণনায় হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, "আমাদের মাধ্যমে যেমনিভাবে বিজয় অর্জন হয়েছে তেমনিভাবে দ্বীনের সমাপ্তিও হবে। আমাদের মাধ্যমে গুমরাহী কিংবা শিরক থেকে মুক্তি পেয়েছে, আমাদের সহায়তায় গুমরাহী কিংবা শিরকের দুশমনীতে লিপ্ত থাকার পর পুনরায় তাদের অন্তরে আল্লাহতা'আলা ইসলামের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করে দিবেন।"

হাদিস নং ১০৭১

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত মাহদি হলেন আমার আহলে বাইত তথা আমার বংশের একজন ব্যক্তি।

হাদিস নং ১০৭২

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, "হযরত মাহদি হলো আমার পরিবারের একজন ব্যক্তি, সে আমার সুন্নতের উপর ভিত্তি করে জিহাদ করবে, যেমনিভাবে আমি জিহাদ করেছি ওয়াহির

উপর ভিত্তি করে।”

হাদিস নং ১০৯৩

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মাহদি হলো আমার উম্মতের মধ্য থেকে একজন ব্যক্তি।

হাদিস নং ১০৯৪

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, “মাহদি হলো আমার পরিবারের একজন ব্যক্তি।”

হাদিস নং ১০৯৫

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পশ্চিম দিক থেকে হুসাইনের বংশধর থেকে জনৈক লোক বের হবে। কোনো পাহাড় তার সামনে এগিয়ে আসলে তিনি সেটাকে উড়িয়ে দিয়ে রাস্তা বানিয়ে ফেলবেন।

হাদিস নং ১০৯৬

আফলাত ইবনে ছলেহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহকে মাহদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন যে, যদি মাহদি আগমন করেন, তাহলে তিনি আবদে শামস-এর বংশের থেকে হবেন।

হাদিস নং ১০৯৭

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন ইবনুল হানাফিয়াকে বললেন, তোমরা যেভাবে মাহদি বলে থাক সেটা কেমন? জবাবে তিনি বলেন, কোনো মানুষ ভালো হলে এবং তার স্বভাব-চরিত্র উন্নতমানের হলে তাকে ‘মাহদি’ বলা হয়। একথা শুনে হযরত

ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুবই নারাজ ও অসন্তুষ্ট হলেন।

হাদিস নং ১০৯৮

আশআল ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি আবু ক্বিলাবাকে বলতে শুনেছেন যে, ওমর ইবনে আব্দুল আযীযই (রহঃ) হলেন সত্যিকারের মাহদি।

হাদিস নং ১০৯৯

হযরত হাসান থেকে বর্ণিত। তাকে মাহদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, অতঃপর, তিনি বল্লেন, মাহদি সম্পর্কে আমার কোন মতামত নেই, যদি মাহদি হয়ে থাকে তাহলে ওমর ইবনে আব্দুল আযীযই হলেন সেই মাহদি।

হাদিস নং ১১০০

হযরত তাউয (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) যুগের মাহদি ছিলেন, তিনি আসল মাহদি না হলেও মূলতঃ সেযুগে যারা অধিকহারে ভালো কাজ করে এবং খারাপ কাজ করা থেকে বিরত থাকে তাদেরকে মাহদি বলা হয়।

হাদিস নং ১১০১

হযরত আবু কুবাইল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হোসাইন এর সন্তানদের থেকে জনৈক লোক আত্মপ্রকাশ করবে। তার প্রতি কোনো উচ্চ পাহাড় ধেয়ে আসলেও তিনি সেটাকে ধূলিস্যাৎ করে রাস্তা বের করে নিবেন।

হাদিস নং ১১০২

আবু জা'ফর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি বনী হাশেম গোত্রের হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহু এর বংশের থেকে হবেন।

হাদিস নং ১১০৩

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি হলেন ঐ ব্যক্তি যার নিকট হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) অবতরণ করবেন এবং তাঁর পিছনে হযরত ঈসা (আঃ) নামায আদায় করবেন।

হাদিস নং ১১০৪

ইবনে যারির আল-গাফেকী থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন যে, মাহদি হলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পরিবারের একজন।

হাদিস নং ১১০৫

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি হলেন হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এর বংশের একজন ব্যক্তি।

হাদিস নং ১১০৬

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মাহদি হলো আমার মধ্য থেকে একজন ব্যক্তি।"

হাদিস নং ১১০৭

মুহাম্মদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি হলো এই উম্মতের মধ্য থেকে একজন ব্যক্তি আর তিনি হলেন ঐ ব্যক্তি যিনি হযরত ঈসা (আঃ) এর ইমামতি করবেন।

হাদিস নং ১১০৮

হযরত হাসান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি হলেন হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)।

হাদিস নং ১১০৯

(এই হাদীসটি ১০০৮ নং হাদীসের অনুরুপ)।

হাদিস নং ১১১০

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি হলেন যিনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশের থেকে হবেন।

হাদিস নং ১১১১

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, মাহদি হলো আমার আহলে বাইত তথা আমার পরিবারের একজন ব্যক্তি।

হাদিস নং ১১১২

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি হলেন যিনি হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহু এর বংশের থেকে হবেন।

হাদিস নং ১১১৩

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসানের নাম রেখেছেন সায়্যেদ। আর অচিরেই তাঁর বংশের থেকে একজন ব্যক্তি জন্মলাভ করবে, যার নাম হবে তোমাদের নবীর নামে। তিনি গোটা পৃথিবীতে ন্যায় বিচারে ভরপুর করে দিবেন যেমন পৃথিবী জুলুমে ভরে গেছে।

হাদিস নং ১১১৪

হযরত জুহরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি হবেন হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহার বংশের থেকে।

হাদিস নং ১১১৫

হযরতে কা'বে আহবাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি কুরাইশ বংশ থেকে হবে এবং খেলাফতও তাদের মধ্যে বাকি থাকবে। তবে কতক ইয়ামানীও খলীফা হবেন, যাদের সাথে কুরাইশের বৈবাহিক বা আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে।

হাদিস নং ১১১৬

হযরত সালেম (রহঃ) বলেন, একদা নাজদায়ে হারুরী বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে মাহদি সম্বন্ধে জানতে চেয়ে লিখে পাঠায়। তিনি জবাব দেন, নিশ্চয় আল্লাহতা'আলা, আহলে বাইতের প্রথম মানুষের মাধ্যমে এ উম্মতকে হেদায়েত দান করেছেন এবং উক্ত আহলে বাইতের সর্বশেষ খলীফা দ্বারাও এ উম্মতকে মুক্তি দান করবেন। তার মধ্যে শিং বিশিষ্ট দুটি বস্তু এক সাথে আঘাত করবেনা। তিনি আরো বলেন, বনু আবদে শামস থেকে দুইজন মাহদির আত্মপ্রকাশ হবে, তাদের একজন হচ্ছে, ওমর আল আসাজ্জ।

হাদিস নং ১১১৭

হযরত যার ইবনে হুবাইশ থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছেন যে, মাহদি হলেন যিনি আমাদের মধ্য হতে হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহু এর বংশের থেকে হবেন।

হাদিস নং ১১১৮

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মাহদি হবে আমাদের আহলে বাইতের মধ্য হতে।

হাদিস নং ১১১৯

মানসূর হযরত হাসান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মাহদি হলেন হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)।

হাদিস নং ১১২০

হযরত আরত্বাত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে, মাহদি চল্লিশ বছর জীবিত থাকবে।

৪০ মাহদির শাসনক্ষমতার সময়সীমা

হাদিস নং ১১২১

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, মাহদি এর মধ্যে তথা শাসন ক্ষমতা লাভ করার পর সাত বছর অথবা আট বছর অথবা নয় বছর জীবিত থাকবেন।

হাদিস নং ১১২২

হযরত আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে অনুরূপ হাদীস তথা (১১২১) নং হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেন।

হাদিস নং ১১২৩

হযরত ক্বাতাদাহ বলেন, আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মাহদি এর মধ্যে সাত বছর জীবিত থাকবেন।"

হাদিস নং ১১২৪

আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, "মাহদি শাসন

ক্ষমতা পাওয়ার পর সাত বছর অথবা নয় বছর জীবিত থাকবেন।”

হাদিস নং ১১২৫

আবু সিদ্দীক, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন মাহদি এর মধ্যে সাত বছর বেঁচে থাকবেন। অতঃপর, মৃত্যুবরণ করবেন।

হাদিস নং ১১২৬

আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন মাহদি এর মধ্যে সাত, আট অথবা নয় বছর বেঁচে থাকবেন। হযরত আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, মাহদি সাত বছর শাসন করবেন।

হাদিস নং ১১২৭

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এই উম্মতের মধ্যে মাহদি বেঁচে থাকবেন, যদি কম হয় তাহলে সাত বছর অন্যথায় আট বছর, তাও যদি নয় তাহলে নয় বছর।

হাদিস নং ১১২৮

হযরত ছবাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের মাঝে মাহদি উনচল্লিশ বছর অবস্থান করবেন। তখন ছোট শিশুরা বলবে হায় আফসোস! যদি আমি ছোট হতাম।

হাদিস নং ১১২৯

জমরাহ ইবনে হাবীব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদির হায়াত হলো ত্রিশ বছর।

হাদিস নং ১১৩০

ছক্বর ইবনে রুস্তম, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, মাহদি শাসনকার্য পরিচালনা করবেন, সাত বছর দুই মাস এবং আরো কিছু দিন।

হাদিস নং ১১৩১

ইয়াযীদ ইবনে সালমান দীনার ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, মাহদি চল্লিশ বছর জীবিত থাকবেন। (বর্ণনাকারী বলেন) দুজনের কোন একজন আবার বলেছেন চল্লিশ এবং আরেকবার বলেছেন চব্বিশ বছর।

হাদিস নং ১১৩২

যুহরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মাহদি চব্বিশ বছর জীবিত থাকবেন অতঃপর, একেবারে মৃত্যুবরণ করবেন।

হাদিস নং ১১৩৩

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মাহদি মানুষের শাসনকার্য পরিচালনা করবেন ত্রিশ বছর অথবা চল্লিশ বছর।

৪১ মাহদির পর যা হবে

হাদিস নং ১১৩৪

হযরত দীনার ইবনে দীনার (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, নিঃসন্দেহে মাহদি মৃত্যুবরণ করলে মানুষের মাঝে ব্যাপক গণহত্যা দেখা দিবে এবং একে অন্যকে হত্যা করবে। অনারবদের জয়জয়কার হবে এবং ভয়াবহ যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রকাশ পাবে। মানুষের মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা এবং একতাবদ্ধতা থাকবে না, এক পর্যায়ে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।

হাদিস নং ১১৩৫

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদির ইন্তেকাল হলে আহলে বাইতের জনৈক লোক মানুষের যিম্মাদারী গ্রহণ করবে। তার মাঝে ভালো-খারাপ সবকিছু থাকলেও তার ভালো কাজ থেকে খারাপ কাজ অনেক বেশি হবে। তিনি মানুষের উপর খুবই রাগান্বিত হবেন এবং মানুষের একতাবদ্ধতার মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করতে থাকবে। তবে তার হুকুমতের স্থায়িত্ব থাকবে খুবই কম সময়ের জন্য। তার অবস্থা দেখে আহলে বাইতের অন্য আরেকজন লোক তার উপর হামলা করার মাধ্যমে তাকে হত্যা করবে। এরপর লোকজনের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে। এভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলার পর খুবই কম সংখ্যক মানুষ জীবিত থাকবে। এরপর আরো অনেক লোক মারা যাবে। অতঃপর, পশ্চিমাদের মুজার গোত্রের আরেকজন লোক ক্ষমতা গ্রহণ করবে। সে মানুষকে কুফরীর প্রতি দাওয়াত দিবে এবং তাদের দ্বীন থেকে বের করে নিয়ে আসবে। দুই নাহরের মাঝামাঝি জায়গায় তার সাথে ইয়ামানবাসিদের যুদ্ধ সংগঠিত হবে এবং আল্লাহতা'আলা ঐ লোক এবং তার সাথে থাকা সবাইকে পরাজিত করবেন।

হাদিস নং ১১৩৬

হযরত ইবনে শিহাব যুহরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি (আঃ) এর মৃত্যুর পর লোকজনের মাঝে ফেৎনা, বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ঐ সময় বনু মাখজুমের জনৈক লোক এগিয়ে এসে নিজের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করতে থাকবে। কিছুদিন তার রাজত্ব চলার পর সে মানুষকে খাদ্য থেকে বঞ্চিত করবে। তার এসব কাজের কেউ বিরুদ্ধাচরণ করবে না। এরপর মানুষের জন্য দান করা বন্ধ করে দিবে, কিন্তু তারপরও তার কাজের প্রতিবাদ করার মত কাউকে পাওয়া যাবে না। একদিন বায়তুল মোকাদ্দাস পৌঁছলে সে এবং তার সাথীরা টালমাটাল হয়ে যাওয়া চাকার মত হয়ে যাবে। তার ঘরের মহিলারা উলঙ্গ প্রায় হয়ে স্বর্ণরূপা পরিধান করতঃ বাজারে ভ্রমণ করতে থাকবে। কিন্তু তাদেরকে সংশোধন করে দেয়ার মত কাউকে পাওয়া যাবে না। ইয়ামান থেকে বনুকুজাআহ, মুয়হাজ্ব, হামদান, হিমইয়ার, আযদি, গাছদান এবং যারা তার কথা শুনেনা তাদের সকলকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিবে। এক পর্যায়ে তাদেরকে বের করা দেয়া হলে তারা এসে ফিলিস্তিনের এক পাহাড়ের চুড়ায় আশ্রয় নিবে। অন্যদিকে জাদীয়, লাখাম ও জুযাম এবং আরো অনেকে শাসকের এহেন আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে খাবার-পানি নিয়ে এগিয়ে আসবে। ইউসুফ (আঃ) যেমন তার ভাইদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন এরাও এসব লোকের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। এমন মুহূর্তে হঠাৎ আসমান একটি গায়েবী আওয়াজ আসবে, যা কোনো মানুষ কিংবা জ্বিনের কণ্ঠ থাকবে না। সে বলবে ‘তোমরা অমুকের হাতে বায়আত গ্রহণ করো, তোমরা হিজরতের পর পুনরায় পিছনে ফিরে যেয়ো না’। তারা সকলে এদিক ওদিক দৃষ্টি দিয়ে কাউকে দেখতে পাবে না। এভাবে তিনবার গায়েবী আওয়াজ আসলে, তারা সকলে মানসূরের হাতে বায়আত গ্রহণ করবে। অতঃপর, দশজনের একটি প্রতিনিধিদল মাখযূমির কাছে পাঠানো হলে তাদের নয়জনকে সে হত্যা করবে, কেবল একজনকে জীবিত রাখবে। এরপর পাঁচজনের আরেকটি দল প্রেরণ করলে তাদের চারজনকে হত্যা করে

একজনকে জীবিত রাখা হবে। অতঃপর, তিনজনের আরেকটি প্রতিনিধি পাঠানো হলে দুইজনকে হত্যা করে একজনকে জীবিত রাখা হবে। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর মুসলমানরা তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে এবং তার সাথীবর্গসহ তাকে হত্যা করা হবে। গোপনে পলায়নকারী ব্যতীত কেউ বাঁচতে পারবে না। প্রত্যেক কুরাইশীকে হত্যা করা হবে। তখন হাজারো তালাশ করেও একজন কুরাইশী পাওয়া যাবে না, যেমন বর্তমানে কেউ জুরহুম গোত্রের কাউকে তালাশ করে পাওয়া যাবে না। ঠিক তেমনিভাবে কুরাইশ গোত্রের লোকজনকেও ব্যাপকভাবে হত্যা করা হলে, পরবর্তীতে আর তাদের কাউকে পাওয়া যাবে না।

হাদিস নং ১১৩৭

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, দুই নদীর মাঝামাঝি এলকায় ইয়ামানবাসীদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে। এক পর্যায়ে যে এবং তার সাথে থাকা লোকজনকে আল্লাহতা'আলা পরাজিত করবেন। পশ্চিমাদের মাঝে এক প্রকার হত্যা আতঙ্ক বিরাজ করবে। তারা নদীর কিনারায় চলতে থাকলে পরাজিত হওয়ার সংবাদ প্রাপ্ত হবে। তাদের অশ্বরোহী ইয়ামানের দিকে গিয়ে দুই নদীর মাঝামাঝি স্থানে ছাউনি ফেলবে। আল্লাহতা'আলা তাকে এবং তার সাথে থাকা লোকজনের প্রসিদ্ধি করাবেন। সকলে এক কালিমার উপর চুক্তি সম্পাদন করতঃ তারা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে শাম নগরীতে গিয়ে উপনীত হবে। সেখানে এক নেককার লোকের নেতৃত্বে কিছুদিন অবস্থান করবে। এরপর কায়স গোত্রের লোকজন তাদের উপর হামলা করলে তাদেরকে ইয়ামানবাসীরা হত্যা করবে। সকলে মনে করবে কায়স গোত্রের আর কেউ যেন বেঁচে নেই। অতঃপর, ইয়ামানীদের জনৈক লোক দাঁড়িয়ে বলবে, আল্লাহ-আল্লাহ তোমাদের ভাই। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর কায়সগোত্রের অবশিষ্ট লোকজন সফর করতে করতে দুই নদীর মাঝামাঝি এলাকায় পৌঁছে যাবে। সেখানে তাদের স্বগোত্রীয় অনেকে এসে জমায়েত হবে এবং বনু মাখযুমের

একজনকে তাদের আমীর নিযুক্ত করা হবে। অন্যদিকে ইয়ামানের সেই আমীর মৃত্যুবরণ করলে কায়স বংশের লোকজন খুব খুশি হবে। কায়স গোত্রের সরদার মাখযুমী তার দলবল নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে ফুরাত নদী পাড়ি দেয়া শেষ হলে সেই মাখযুমী মারা যাবে। যার কারণে ইয়ামানীরা এক এলাকায় অবস্থান করবে এবং কায়স গোত্রের লোকজন অন্যদিকে অবস্থান করবে। এ অবস্থা দেখে মাওয়ালীরা খুবই ক্ষুদ্ধ হবে। অবশ্যই এরা হবে সংখ্যায় অনেক বেশি। তারা বলবে, চলুন দ্বীনদার একজনকে আমাদের আমীর নিযুক্ত করি। অতঃপর, ইয়ামান, মুজার এবং মাওয়ালীদের একেকটি দল বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে প্রেরণ করবে। অতঃপর, তারা কিতাবুল্লাহর তিলাওয়াত করে কল্যাণ কামনা করতে থাকবে। তারা মাওয়ালীদের একজন তাদের আমীর নিযুক্ত করতঃ ফিরে আসবে। শাম নগরী এবং তাদের লোকজনের জন্য ঐ লোকের রাজত্ব ধ্বংস ডেকে আনবে। অতঃপর, তারা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মুজার এলাকার দিকে যেতে থাকবে। তবে পূর্বদিকের জনৈক লোক এগিয়ে আসবে, সে লোক হবে খুবই লম্বা এবং মোটাসোঁটা। তার সাথে যার দেখা হবে তাকে হত্যা করবে এক পর্যায়ে বায়তুল মোকাদ্দাসে প্রবেশ করবে। হঠাৎ তার উপর একটি জানোয়ার চড়াও হলে মারা যাবে। যার কারণে পৃথিবী আবারো অনাচারে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর মুজার গোত্রের আরো একজন লোক আমীর নিযুক্ত হবে, যাকে কতিপয় ভালো লোকজন হত্যা করতে সামর্থ্য হবে। এরপর মুজারী, আম্মানী, কাহতানী গোত্রের জনৈক লোক আমীর হবে। যে মূলতঃ মাহদি চরিত্রে চরিত্রবান হবে এবং তার হাতে রোমানদের শহর জয় হবে। লেখক আবু আব্দুল্লাহ নুআঈম (রহঃ) বলেন, তিনি এক্কা নামক এক গ্রাম থেকে বের হয়ে আসবেন, যে গ্রামটি সানা নামক শহর থেকে এক মারহালা পিছনে অবস্থিত, তার পিতা কুরাইশি হলেও মাতা হবেন ইয়ামানী।

হাদিস নং ১১৩৮

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে কায়স ইবনে জারের আস-সাদাফি (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, “মাহদি ব্যতীত আর কেউ কাহতানী হবে না।”

হাদিস নং ১১৩৯

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামত সংগঠিত হবেনা যতক্ষণ না কাহতান এলাকার এক লোক মানুষকে তার অধীন করবেন না।

হাদিস নং ১১৪০

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, “কিয়ামতের পূর্বে কাহতান এলাকার জনৈক লোক তার শাসনের লাঠি দ্বারা মানুষকে তার অধীন করে নিবেন।”

হাদিস নং ১১৪১

মুত্তালিব ইবনে হানতাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রায় সময় বলতেন, যারা মাখযুমীর খেলাফতের যুগ প্রাপ্ত হবে, যেন তাদের ধ্বংস হয়।

হাদিস নং ১১৪২

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এরশাদ করেছেন, উক্ত ইয়ামানীর হাতে আ'কা যুগরার যুদ্ধ সংগঠিত হবে। এটা অবশ্যই তখনই হবে যখন হিরাকলের বংশধরদের পঞ্চমজন রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করবে।

হাদিস নং ১১৪৩

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ইয়ামানী বিজয়ী হয়ে বায়তুল মোকাদ্দাসে কুরাইশকে হত্যা করবে এবং তার হাতেই ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে।

হাদিস নং ১১৪৪

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হাজ্জাজ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিয়াল্লাহু আনহু হিসাব করে বলতেন, প্রথমে জালেম শাসক হবে জাবের, অতঃপর, মাহদি, এরপর মানসুর, অতঃপর, সালাম, এরপর আমীরুল গজব আমীর নিযুক্ত হবে। এরপর যাদের সাধ্য রয়েছে, তারা যেন মৃত্যুবরণ করে।

হাদিস নং ১১৪৫

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে ইয়ামান জাতিরা! তোমরা বলে থাক যে, নিঃসন্দেহে মানসুর তোমাদের দলভুক্ত। কসম সে সত্ত্বার যার হাতে আমার প্রাণ! মানসূরের পিতা কুরাইশী। ইচ্ছা করলে আমি তার ও তার বংশের লোকজনের নাম বলে দিতে পারব।

হাদিস নং ১১৪৬

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে কায়স ইবনে জাবের আস্-সাদাফি (রহঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, "অতিসত্ত্বর আহলে বায়তের একজন লোক খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, তিনি গোটা পৃথিবী ইনসাফে পরিপূর্ণ করে দেবেন, যেমন ইতিপূর্বে জুলুম-নির্যাতনে পরিপূর্ণ ছিল। এরপর জনৈক কাহতানী আমীর নিযুক্ত হবেন। কসম সে সত্ত্বার যিনি আমাকে হক্ব নিয়ে পাঠিয়েছেন, উক্ত কাহতানী পূর্বের শাসক থেকে খুবই নিম্নমানের হয়ে থাকবে।"

হাদিস নং ১১৪৭

হযরত আরতাত্ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উক্ত ইয়ামানী খলিফার হাতে এবং তার খেলাফতকালীন সময়ে রোমানদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন হবে।

হাদিস নং ১১৪৮

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "পৃথিবীতে দুইজন লোক জীবিত থাকলেও খেলাফতের দায়িত্ব কুরাইশের হাতে থাকবে। অন্য কারো হাতে যাবে না।"

হাদিস নং ১১৪৯

হযরত আওয়াম ইবনে হাওশাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কুরাইশের বিলুপ্তির পর অজ্ঞতাবিহীন পৃথিবীতে আর কিছুই থাকবে না।

হাদিস নং ১১৫০

হযরত আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে মানুষের কাছে এমন এক যুগ আসবে, যখন পৃথিবীতে কোনো কুরাইশীকে পাওয়া যাবে, তখন তার সাথে শিকার করতে গিয়ে সফল হওয়া গাধার মত আচরণ করা হবে এবং তার মাথায় পাগড়ি রাখা হবে। অতঃপর, তার মাথা থেকে পাগড়ি ছিনিয়ে নিয়ে তাকে হত্যা করা হবে।

হাদিস নং ১১৫১

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাদেরকে আল্লাহতা'আলা কোনো কুরাইশকে হত্যাকালীন লাঞ্ছিত এবং অপদস্ত করবেন, আমার ইচ্ছা হচ্ছে, তাদেরকে হত্যা করা।

হাদিস নং ১১৫২

হযরত কা'বে আহবার (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মানুষের মাঝে হত্যা ইত্যাদি বৃদ্ধি পাবে, তখন লোকজন বলবে এ যুদ্ধ মূলতঃ কুরাইশদের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং কুরাইশদেরকে হত্যা করলে তোমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। একথা শুনার পর সকলে মিলে কুরাইশদেরকে এমনভাবে হত্যা করবে, তাদের একজনও বাকি থাকবে না। কিন্তু এরপর গিয়ে মানুষ পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে, যেমন জাহেলী যুগে লিপ্ত ছিল এবং গোলামদের একজন মানুষের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে।

হাদিস নং ১১৫৩

হযরত কা'বে আহবার (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, যখন ইয়ামানী শাসন ক্ষমতায় বসবে, তখন বায়তুল মোকাদ্দাস এলাকা অসংখ্য কুরাইশীকে হত্যা করা হবে।

হাদিস নং ১১৫৪

যু মিখবার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এরশাদ করেন, রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বটি মূলতঃ হিমইয়ার গোত্রের কাছে ছিল, পরবর্তীতে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সেটা কুরাইশদের হাতে অর্পণ করা হয়। তবে কিছুদিনের মধ্যে আবার সেটা তাদের কাছে ফিরে যাবে।

হাদিস নং ১১৫৫

হযরত আবু উমাইয়া আযিমারী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাকে খুবই চিন্তিত মনে হচ্ছে, কারণ কি? জবাবে তিনি বলেন, জিফারের কবরে একটি পাথর পাওয়া গিয়েছে, যার মধ্যে লেখা রয়েছে যে, তোমাদেরকে ক্ষমতা গ্রহণের এখতিয়ার দেয়া হলো, এরপর ক্ষমতা খুব ভালোভাবে পরিচালনা কর। তবে একদিন সেটা দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে। যদি ভালো হয় তাহলে প্রশংসিত হবে এবং অনেক মর্যাদাবান হতে পারবে। এক

সময় আযাদ হওয়া লোকজন ক্ষমতা ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে উঠবে, কিন্তু ক্ষমতার মালিক হবে হিমইয়ার এলাকার সম্মানীত লোকজন। এরপর সমাজের নিকৃষ্টত লোকজন ক্ষমতা হাতে নিবে, অতঃপর, পারস্যবাসিরা, অতঃপর, কুরাইশ বংশের লোকজন, এরপর তীব্র যুদ্ধ সংগঠিত হবে। প্রত্যেকবার প্রায় অর্ধেক অর্ধেক লোকজন মারা যাবে।

হাদিস নং ১১৫৬

হযররত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, যখন ইয়ামানী ও বায়তুল মোকাদ্দাসের জিম্মাদারদের মাঝে তীব্র যুদ্ধ হবে, তখন তোমরা কুরাইশের দিকে অগ্রসর হয়ে তাদেরকে হত্যা করবে। প্রত্যেক কুরাইশীকে এমনভাবে হত্যা করা হবে তাদের কেউ জীবিত থাকবে না। এমন কি কখনো কোনো এলাকার মাটি খুঁড়তে গিয়ে জুতা পাওয়া গেলে বলা হবে, এটা কুরাইশের জুতা।

হাদিস নং ১১৫৭

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু জুরহুমের মধ্যে জনৈক লোকের হাতে শাসন ক্ষমতা ছিল, কিছুদিন পর তাদের মাঝে গৌরব এসে যায় এবং হিংসাপ্রবণ হয়ে বাদশাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে সকলে এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিছুদিনের মধ্যে কুরাইশরাও হিংসাত্মকভাবে তাদের বাদশাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলে সকলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এমনকি মক্কা-মদীনাসহ পৃথিবীর কোথাও কোনো কুরাইশী তালাশ করে পাওয়া যাবে না। যেমন, বর্তমানে পৃথিবীর কোথাও বনু জুরহুমের কাউকে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, জুরহুম গোত্রের মত কুরাইশরাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

হাদিস নং ১১৫৮

হযরত আবু বকর আল-আব্দী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, বায়তুল মোকাদ্দাস এলাকায় জনৈক বাদশাহ ছাউনি ফেলে গোটা বায়তুল মোকাদ্দাসকে মাড়তে থাকবে। এক পর্যায়ে সে তাজ পরিধান করবে। এ

লোক মূলতঃ সেই রাজা, যিনি ইয়ামানবাসীদেরকে তাদের এলাকা থেকে বের করে দিবে। আমি যেন স্বচক্ষে দেখছি, যে, একটি পাথরের উপর সে বসে থাকবে আর ইয়ামানীরা তাদের একজনকে প্রতিনিধি হিসেবে তার কাছে পাঠালে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হবে। দ্বিতীয়জন পাঠানো হলে তাকেও সেভাবে হত্যা করবে। তারা এ পরিস্থিতি দেখে সকলে একসাথে তার উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে ফেলবে।

হাদিস নং ১১৫৯

হযরত আরতাত (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি বায়তুল মোকাদ্দাস এসে পৌঁছবে এবং কিছুদিন পর তার এন্তেকাল হলে আহলে বায়তের জনৈক লোক খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত সে এই দায়িত্বে বহাল থাকবে, মানুষের উপর জুলুম নির্যাতন চালাতে থাকবে। এক পর্যায়ে লোকজন বনু আব্বাছ এবং বনু উমাইয়ার লোকজনের উপর বদদোয়া দিতে থাকবে। হাদীস বর্ণনাকারী জিরাহ (রহঃ) বলেন, সে লোক প্রায় দুইশত বৎসর পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় থাকবে।

হাদিস নং ১১৬০

হযরত আবু কুবাইল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদির পর আহলে বায়তের কোনো ইনসাফগার লোক শাসনক্ষমতার মালিক হবে না। তাদের জুলুম নির্যাতনের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এক পর্যায়ে মানুষ বনু আব্বাছকে গালিগালাজ করতে থাকবে। তারা বলবে এরা যদি এখানে না এসে তাদের এলাকায় অবস্থান করত, কতইনা ভালো হত। মানুষের মাঝে এমন অবস্থা বিরাজ করতে থাকলে কুস্তুনতুনিয়ার গভর্নরের সাথে তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাবে। তিনি একজন নেককার ও সৎ লোক থাকবে, মানুষকে ঈসা (আঃ) এর ধর্মের দাওয়াত দিবে। মোট কথা, আব্বাছি খেলাফতের সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত মানুষের এমন খারাপ অবস্থা বাকি থাকবে। বনু আব্বাছের রাজত্ব শেষ হয়ে আসলে হযরত মাহদির আগমন পর্যন্ত লোকজন বিভিন্ন ধরনের ফেৎনা-ফাসাদের মাঝে ডুবে থাকবে।

হাদিস নং ১১৬১

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামত সংগঠিত হবে না, যতক্ষণ জনৈক কুরাইশ খলিফা বায়তুল মোকাদ্দাসে এসে কুরাইশ বংশের সবাইকে সেখানে জমায়েত হতে নির্দেশ দিবেন। তাদের ঘরবাড়ি, অবস্থান সবই যেন সেখানে হবে। তারা তাদের নির্দেশে জয়লাভ করবে এবং নম্রতা প্রদর্শন করবে। এমনকি তারা তাদের ঘরবাড়ি স্বর্ণ-রূপা দ্বারা তৈরি করবে। ধীরে ধীরে অনেক শহর তাদের হাতে আসবে এবং মানুষ দ্বীনদার হয়ে যাবে। খেরাজ রহিত করা হবে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহও হ্রাস পাবে।

হাদিস নং ১১৬২

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। বনু হাশেমের জনৈক লোক বায়তুল মোকাদ্দাসে এসে ছাউনি ফেলবে। তার নিরাপত্ত্বার দায়িত্বে বার হাজার সৈন্য মোতায়েন থাকবে।

হাদিস নং ১১৬৩

হযরত কা'ব (রহঃ) আরো বলেন, তার নিরাপত্ত্বার দায়িত্ব পালন করবে ছত্রিশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী। বায়তুল মোকাদ্দাসের প্রতিটি রাস্তায় বার হাজার করে সৈন্য থাকবে।

হাদিস নং ১১৬৪

হযরত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ শাসক অনেক হায়াত পাবেন এবং জুলুম-নির্যাতন করতে থাকবেন, শেষ সময়ে এসে তা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করে নিবেন। তার এবং তার সাথে থাকা লোকজন অঢেল সম্পদের মালিক হবে। তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ হবে সকল মুসলমানের সম্পদ সমতুল্য। সে প্রসিদ্ধ সুন্নাতগুলোকে রহিত করতঃ নতুন এমন কিছু বেদআতের আহবান জানাবে যা ইতিপূর্বে ছিল না। যিনা ব্যাপকতা লাভ করবে এবং প্রকাশ্যভাবে শরাব পান করা হবে। ওলামায়ে কেরামের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে। এমনকি একলোক ঘোড়ার উপর

সওয়ার হয়ে বিভিন্ন শহর ঘুরে এমন কোন লোক পাবে না, যে একটি হাদীস বর্ণনা করতে পারে। ইসলাম তার প্রাথমিক অবস্থার ন্যায় দুর্বল আকার ধারণ করবে। সেদিন দ্বীনের উপর অটল থাকা আগুনের উত্তপ্ত কয়লা হাতে নেয়ার মত কঠিন হবে। তার নির্দেশ মত জনৈকা মহিলাকে স্বাজসজ্জা করানোর পর স্বর্ণের নুপুর পরিধান করানো হবে এবং পেট-পিট খোলা এমন পোশাক পরিধান করিয়ে পুলিশের বেষ্টনিতে শহরে ঘুরানো হবে। এ সম্বন্ধে কেউ মুখ খুললে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে।

হাদিস নং ১১৬৫

আবু আব্দুর রহমান কাশেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের এই মসজিদের আশেপাশে এমন এক নারীকে ঘুরানো হবে, যার কাপড়ের ভিতর থেকে লজ্জাস্থানে পশম দেখা যাবে। এ সম্বন্ধে কেউ যদি বলে যে, আল্লাহর কসম এটা ইসলাম সর্মথন করে না, তখন মারা যাওয়া পর্যন্ত ঐ লোককে মাটিতে পাড়ানো হবে। আমি যদি সে লোক হতাম কতই ভালো হতো।

হাদিস নং ১১৬৬

হযরত আরতাত (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ শাসকের যুগে ভূমিকম্প, বিকৃতি, ধ্বসে যাওয়াসহ সব ধরনের গজব আসবে। হে ইয়ামানবাসিরা! ইসলামের প্রথম যুগ তোমাদের অনুকূলে থাকলেও আখেরী যামানা কিন্তু তোমাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। এমনকি শাম এবং হামরা থেকে ইয়ামানীদেরকে বের হতে নির্দেশ দেয়া হলে, তারা বের হয়ে যাবে এবং রীফ নগরীর সর্বশেষ সীমানায় গিয়ে আশ্রয় নিবে, যেখান থেকে আর বিতাড়িত করা সম্ভব হবে না।

হাদিস নং ১১৬৭

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, ইলিয়া নামক প্রান্তরে লোকজন জমায়েত হয়ে যখন নাজার গোত্রের লোকজন বলবে হে নাজার! অন্যদিকে কাহতান গোত্রের লোকজন

বলবে হে কাহতান! তখন ধৈর্য্য ফিরে আসবে, সাহায্য উঠে যাবে এবং একে অপরের উপর হাতিয়ার প্রয়োগ করবে।

হাদিস নং ১১৬৮

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তুমি উল্লিখিত পরিস্থিতির সম্মুখিন হও তাহলে ইয়ামানবাসিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, কেননা তারা বিজয়ী হবে।

হাদিস নং ১১৬৯

হযরত হুজায়ফা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে কায়স গোত্র গোপনে আল্লাহর দ্বীন তালাশ করতে থাকবে। এমনকি তারা অশ্বারোহী হয়ে চলতে থাকবে এবং কোনো পাহাড়-পর্বত তাদের জন্য বাঁধা হয়ে দাড়াবে না। এরপর আমর ইবনুস্ সালীকে বলা হলো, হে আবু মাহারিব! তুমি কায়স গোত্রের লোকজনকে শাম নগরীতে প্রবেশ করতে দেখলে তোমার মুক্তির উপায় খুজঁতে থাক।

হাদিস নং ১১৭০

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, যখন যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করবে, তখন মুজারবাসিরা কুরাইশীকে বলবে যা বায়তুল মোকাদ্দেসে ছিল, আল্লাহতা'আলা তোমাকে এমন কতক নিয়ামত দান করেছেন, যা ইতিপূর্বে কাউকে দান করা হয়নি। যেগুলো শুধু তোমার পিতার সন্তানদের মাঝে ব্যয় করবে। সেখানে অবস্থানরত ইয়ামানী বলবে, তোমরা ইয়ামান চলে যাও। আর যারা পারসিক থাকবে তারা যেন এন্তাকিয়ায় চলে যায়। আমরা তাদের জন্য তিনটি বিষয় নির্ধারণ করেছি। কেউ সেটা না মানলে তাকে হত্যা করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, ইয়ামানীরা যারা চলে যাবে এবং পারসিকরা এন্তাকিয়া চলে যাবে। এহেন পরিস্থিতিতে যারা নামক এলাকায় অবস্থানরত ইয়ামানীরা শুনতে পাবে রাত্রে কেউ ডাক দিচ্ছে যে, হে মানসূর! হে মানসূর! উক্ত আওয়াজের দিকে কতক লোক দৌঁড়ে গেলে

কাউকে দেখতে পায়না। এভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাত্রেও আওয়াজ শুনতে পায়। বর্ণনাকারী বলেন, তারা জমায়েত হয়ে বলবে, হে লোক সকল! তোমরা কি হিজরতের পর আবারো আরবে ফিরে যাবে, তাহলে তো তোমরা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে। তোমরা তোমাদের লোকজন ও মুজাহিদকে আহবান জানাবে এবং তোমাদের হিজরতের স্থান এবং কবরাস্থানের দিকে ফিরে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর, তারা এক লোককে তাদের আমীর নিযুক্ত করবে।

হাদিস নং ১১৭১

হযরত আরতাত (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারা জমায়েত হয়ে দেখবে কার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করা যায়। এমন চিন্তা-ফিকির চলা অবস্থায় হঠাৎ তারা একটি আওয়াজ শুনতে পাবে। যে আওয়াজ কোনো মানুষেরও নয় আবার কোনো জ্বিনেরও নয়। যেখান থেকে বলা হবে, তোমরা অমুকের হাতে বাইয়াত হও। কিন্তু সে লোক হবে ইয়ামানী খলীফা।

হাদিস নং ১১৭২

হযরত কাবে আহবার (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ খলীফা হবেন ইয়ামানী কুরাইশী এক সময় তিনি সমাজের গোত্রপতি ছিলেন। তারা ঐসব লোক যারা একসময় বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। এটা যেন ইয়ামানের বাদশাহ্ তুব্বার বক্তব্যের প্রতিধ্বনি।

হাদিস নং ১১৭৩

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামানীরা প্রায় প্রাথমিক অবস্থায় বের হয়ে লাখাম এবং জুযাম এলাকায় ছাউনি ফেলবে। উভয় গোত্রের লোকজন ইয়ামানীদের জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা করবে। এক পর্যায়ে তারা সকলে এলাকার হয়ে যাবে।

হাদিস নং ১১৭৪

হযরত আরতাত (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লাখাম, জুযাম, জাদাছ এবং আমেলা গোত্রের লোকজন ইয়ামানীদেরকে এমনভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকবে, যেমন সায়্যিদুনা হযরত ইউছুফ (আঃ), ইয়াকুব (আঃ) এর পরিবারের জন্য সাহায্যকারী হয়ে গিয়েছিলেন। যার ফলে ইয়ামানী এবং হামরা গোত্রের লোকজন একসাথে চলতে থাকবে। তারা বিক্ষিপ্ত মেঘমালার জমায়েত হওয়ার ন্যায় পরস্পরে সাথে মিশে যাবে।

হাদিস নং ১১৭৫

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ধীরে ধীরে দ্বীনের মধ্যে ঘাটতি দেখা দিতে থাকবে। এমনকি! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার মত লোক পাওয়া যাবে না। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ! আল্লাহ!! বলার মতও লোক পাওয়া যাবে না। অতঃপর, সামান্য অপরাধের কারণে তাকে হত্যা করা হবে। এরপর আল্লাহতা'আলা আরেকটি দল বিক্ষিপ্তভাবে সেখানে জমা করবেন, যেমন বিক্ষিপ্ত মেঘমালা এক সময় জমায়েত হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে আমি তাদের আমীরের নাম এবং তাদের ঘোড়া বাঁধার স্থান সম্বন্ধে জানি।

হাদিস নং ১১৭৬

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, গোত্র নেতার পর তোমাদের কারো যদি মৃত্যুবরণ করা সাধ্য থাকে, তাহলে সে যেন মারা যায়।

হাদিস নং ১১৭৭

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনজন আমীর ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হবেন, তাদের হাতে অনেক এলাকা জয় হবে। উক্ত খলীফাদের প্রত্যেকজন হবেন খুবই সৎ। তাদের একজন আল-জাবের, অন্যজন আল-মুকরাহ আর তৃতীয়জন হচ্ছেন,

যুল আসাব। তারা তিনজন মোট চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকবেন। এদের তিনজনের মৃত্যুর পর পৃথিবীতে আর কোনো কল্যাণ থাকবে না। বরং সব ধরনের কল্যাণ যেন এদের সাথে দূর হয়ে যাবে।

হাদিস নং ১১৭৮

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামানীদের একজন জিম্মাদার থাকবে, লোকটি হবে বনু হাশেম গোত্রের। তার অবস্থান হবে বায়তুল মোকাদ্দাসে। ঐ শাসকের নিরাপত্ত্বার দায়িত্বে থাকবে বার হাজার সৈন্য। এদিকে ইয়ামানীরা সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। এক পর্যায়ে জমীনের সামনের প্রান্তে পৌঁছে যাবে। অতঃপর, তারা লাখাম, জুযাম এলাকায় ছাউনি ফেলবে। ঐ গোত্রের লোকজন ইয়ামানীদেরকে জীবিকা নির্বাহে সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকবে। এক পর্যায়ে তারা সকলে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। এরপর ইয়ামানীরা পরস্পরের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমরা কোথায় যাচ্ছ এবং কোনদিকে ফিরে যাওয়া হয়? তাদের একজন উচ্চস্বরে বলবে, আমি তোমাদের আমীরের প্রতি তোমাদের রাসূল হয়ে তোমাদের চিঠি নিয়ে এসেছি। উক্ত চিঠি নিয়ে চলতে চলতে এক পর্যায়ে বায়তুল মোকাদ্দাস পৌঁছে সেটাকে পেশ করবে, যেখানে লেখা থাকবে তাদেরকে যেন মাফ করে দেয়া হয় এবং তাদের বাড়িতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তার বক্তব্যের উপর আমল করার পরিবর্তে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিবে। উক্ত নির্দেশ পালনে দেরি করলে আরেকজনকে পাঠানো হবে। সে এগিয়ে আসলে তার গর্দান উড়িয়ে দিতে বলবে। তারা দেরি করলে অন্য আরেকজন পাঠানো হবে। তবে আল্লাহতা'আলা তাকে মুক্তি দান করবেন। এমনকি তার কাছে গিয়ে বলা হবে যে, তার দুই সাথীকে হত্যা করা হয়েছে এবং তাকেও হত্যা করার ইচ্ছা প্রসঙ্গে বলা হবে। এরপর সকলে জমায়েত হয়ে তাদের একজনকে আমীর নিযুক্ত করবেন। এরপর সবাই তার কাছে যেতে থাকবে এবং তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে। আল্লাহতা'আলাও তার

বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সাহায্য করবেন এবং মুসলমানরা তাকে হত্যা করতে সামর্থ্যবান হবে। এরপর তারা কুরাইশ বংশের লোকজনকে হত্যা করার প্রতি মনোযোগী হবে এবং যেখানে কোনো কুরাইশীকে পাবে তাকে হত্যা করবে। এমনকি পৃথিবীতে আর কোনো কুরাইশী থাকবে না। যার কারণে কখনও কেউ মাটি খুঁড়তে গিয়ে কোনো জুতাজোড়া বের হয়ে আসলে বলবে হয়তো এটা কোনো কুরাইশীর জুতা।

হাদিস নং ১১৭৯

কোন হাদিস পাওয়া যায়নি।

হাদিস নং ১১৮০

হযরত সানাবেহী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেদিন কায়সের লোকজন এগিয়ে আসবে, যার কারণে তাদের কাউকে পৃথিবীর কোথাও কিংবা কোনো পর্বতের চূড়ায় পাওয়া যাবে না।

হাদিস নং ১১৮১

হযরত সুলাইমান ইবনে ঈসা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তার কাছে যাবতীয় ফেৎনা সংক্রান্ত আরো অনেক বক্তব্য রয়েছে। তিনি বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, মাহদি দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত বায়তুল মোকাদ্দাসের নেতৃত্ব দান করে মারা যাবে। তার মৃত্যুর পর মানসূর নামক আরেকজন সম্মানী লোক আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং তিনি হবেন তুব্বা বাদশাহর বংশধরদের একজন। তিনি দীর্ঘ একুশ বৎসর পর্যন্ত বায়তুল মোকাদ্দাস এলাকার নেতৃত্ব দিলেও পনের বৎসর পর্যন্ত খুব ভালোভাবে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করবেন। তবে এর পরবর্তী তিন বৎসর মানুষের উপর মারাত্মক জুলুম-নির্যাতন করবে। আর পরের তিন বৎসর দূর্নীতি করতে থাকবে। কাউকে একটি দেরহাম দিবেনা। জিম্মিদের তার সৈন্যদের মাঝে বন্টন করে দিবেন। তিনিই আমাক এলাকায় মাওয়ালীদেরকে বাকি রাখবেন। তিনি বনু ইসমাঈলকে গরুর মাড়ানোর মত মাড়াতে থাকবে। তার বিরুদ্ধে

মাওয়ালীদেরকে অবস্থান নিতে যিনি উৎসাহিত করবেন, তার নাম হবে কোন নবীর নামের মত এবং তার উপনাম হবে হুবহু নবীর উপনাম। আমাক এলাকা থেকে কিছু লোক তার কাছে যাওয়ার পথে মানসূরের সাথে স্বাক্ষাত হলে উভয় পক্ষ তীব্র যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে। এক পর্যায়ে তাকে হত্যা করা হবে। অতঃপর, সে মাওয়ালীদের মালিক হয়ে যাবে এবং বনু কাহতান এবং বনু ইসমাঈলকে দেশ থেকে বিতাড়িত করবে। তারা অবশ্যই আরবের দুই বড় শহরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করবে। দুই শহরের একটি হচ্ছে, মদীনা এবং অন্যটি হচ্ছে সানা নগরী, যার হাতে তুর্কী ও রোমানরা বিতাড়িত হতে বাধ্য হবে। এক পর্যায়ে তারা উভয় দল এন্তাকিয়্যা নগরীর আমাক থেকে শুরু করে ফিলিস্তিনের আকা পর্যন্ত বিশাল ভূন্ডের মালিক হয়ে যাবে। তিন বৎসর পর্যন্ত মাওয়ালীদের রাজত্ব করার পর তাকে হত্যা করা হবে। এরপর দ্বিতীয় মাহদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করবে। তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতঃ জয়লাভ অর্জন করে ইস্তাম্বুল শহরও জয় করে নিবে। সেখানেও তিন বৎসর চার মাস দশ দিন অবস্থান করবে। এরপর হযরত ঈসা (আঃ) আগমন করবেন। এবং উক্ত বাদশাহ হযরত ঈসা (আঃ) এর কাছে রাজত্ব হস্তান্তর করবেন।

হাদিস নং ১১৮২

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতিসত্ত্বর কুরাইশের কিছু কিশোর শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে। যারা কম খাবারের ক্ষেত্রে ভক্ষণকারী অধিক সংখ্যকের ন্যায় অবস্থা করবে। রেখে দেয়া হলে অন্য কেউ খেয়ে ফেলবে আর সুযোগ দেয়া হলে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়া হবে।

হাদিস নং ১১৮৩

কা'বান গোত্রের এক লোক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিয়াল্লাহু আনহু দিমাশকের মসজিদে বসা ছিলেন। সেখানে কেবলমাত্র ইয়ামানীরাই উপস্থিত ছিল। তাদেরকে সম্মোধন করে তিনি বলবেন, হে ইয়ামানীরা! তোমাদেরকে শাম নগরী থেকে বের করে দেয়ার সময় তোমাদের কি অবস্থা হবে? আর আমরাও আমাদের

গোত্রের লোকদেরকে তোমাদের উপর প্রাধান্য দিব। তারা বললেন, এমন অবস্থাও কি হবে? জবাবে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন কা'বার প্রভুর কসম! নিঃসন্দেহে সেটা হবে। ইয়ামানীদের বলবে, তখন আপনাদের কি অবস্থা হবে আপনারা কি কথা বলবেন না? এরপর মজলিসের এক লোক বলে উঠল, যেদিন আমরা অত্যচারিত বেশি হব, নাকি আপনারা বেশি হবেন। জবাবে তিনি বললেন, না বরং আমরা অত্যাচারিত বেশি হব। জবাবে ইয়ামানী বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! অতিসত্ত্বর জালেমরা জানতে পারবে তাদের জন্য কি শাস্তি অপেক্ষা করছে।

হাদিস নং ১১৮৪

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক খলীফা বায়তুল মোকাদ্দাসে এসে ছাউনি ফেলার পূর্ব পর্যন্ত তোমরা খুব ভালোভাবে জীবনযাপন করতে থাকবে।

হাদিস নং ১১৮৫

ওয়ালিদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, আখেরী যামানায় মাহদি (আঃ) পৃথিবীর শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবেন। তার যুগে পৃথিবীতে ইনসাফ প্রকাশ পাবে, অতঃপর, তিনি মারা গেলে আহলে বায়তের আরেকজন ইনসাফগার লোক শাসনক্ষমতা গ্রহণ করবেন। তার মৃত্যুর পর এমন একজনের হাতে ক্ষমতা যাবে, যে সবসময় জুলুম ও অত্যাচার করতে থাকবে। এক পর্যায়ে তাদেরই বংশের এক লোক ক্ষমতাসীন হবে এবং ইয়ামান দখল করবে। এরপর পর পর তার উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করবে এবং মুহাম্মদ নামক একজনকে তাদের শাসক নিযুক্ত করবে। কতক ওলামায়ে কেরাম বলেন, ঐ লোকটিও ইয়ামানের অধিবাসী হবে এবং তার মাধ্যমে ভয়ানক যুদ্ধ সংগঠিত হবে।

হাদিস নং ১১৮৬

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদির ইন্তেকালের পর এমন একলোক শাসনভার গ্রহণ করবেন, যিনি ইয়ামানবাসিদেরকে তাদের এলাকা থেকে বিতাড়িত করবেন। অতঃপর, খলীফা মানসূর ক্ষমতার মালিক হবে, এরপর মাহদি নামক আরেকজন শাসনভার গ্রহণ করবেন, যার হাতে রোমানদের শহর বিজয় হবে।

হাদিস নং ১১৮৭

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি এবং খলীফা অবশ্যই কুরাইশ বংশের হবে। যদিও মূল এবং বংশগতভাবে মাহদি ইয়ামানের বাসিন্দা হবে।

হাদিস নং ১১৮৮

হযরত আবুয্যাহিরিয়্যাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে কুরাইশদেরকে এমন নিয়ামত দান করা হয়েছে, যা অন্যদেরকে দেয়া হয়নি। তাদের দানসমূহ স্থায়ী থাকবে যতদিন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে, নদীগুলো প্রবাহিত হবে এবং বিভিন্ন ঢেউ প্রবাহমান থাকবে। বিগত লোকদের মাঝে কল্যাণ বর্তমান লোকদের থেকে বেশি হবে। কুরাইশের জনৈক লোক উক্ত দায়িত্ব পালনে খুবই কষ্ট স্বীকার করবে। তবে সেটা ব্লাকমেইল কিংবা ভয় দেখানোর মাধ্যমে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে। আল্লাহ্‌র কসম! যদি তোমরা কুরাইশের অনুসরণ কর, তাহলে নিঃসন্দেহে পৃথিবীর অনেক এলাকা তোমাদের অধীন হয়ে যাবে। হে লোকসকল! তোমরা বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে কুরাইশের অনুসরণ না করলেও তাদের কথা, বক্তব্য অবশ্যই শুনবে।"

হাদিস নং ১১৮৯

হযরত ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, "হে কুরাইশ সম্প্রদায়! যতদিন পর্যন্ত তোমরা আল্লাহতা'আলার অনুসরণ করবে, তার কথা মত চলবে, ততদিন পর্যন্ত তোমাদের হাতেই পৃথিবীর শাসনক্ষমতা থাকবে। আর যদি তোমরা আল্লাহতা'আলার নাফরমানী করো, তাহলে তোমাদেরকে পৃথিবীর বুক থেকে এমনভাবে দূরে সরিয়ে দিবে, যেমন আমার লাঠি এই বস্তুকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। অতঃপর, একদল লোক তাদেরকে উঠিয়ে আনবে এবং পৃথিবীর বুকে আবারো আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দিবে।"

হাদিস নং ১১৯০

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, মাহদির ইন্তিকালের পর ইয়ামানের কাহতান অঞ্চলের এক লোক খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। সেইলোক মাহদির দ্বীনিভাই হবে এবং মাহ্দির ন্যায় আমল করবে। তিনিই হবে এমন এক খলীফা যার হাতে রোম শহরের বিজয় নিশ্চিত হবে এবং সেখানের যাবতীয় গনীমতের মাল প্রাপ্ত হবে। এ মর্মে হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বনু হাশিমের জনৈক লোক বায়তুল মোকাদ্দাসের ক্ষমতার মালিক হবে, তখন শরীয়তের প্রচলিত সুন্নাতসমূহ বিলুপ্ত করে দিবে এবং নতুন করে অনেক বেদআত উদ্ভাবন করবে। অবস্থা এমন হবে, একটি হাদীস বর্ণনা করার জন্য কোনো একজন আলেম পাওয়া যাবে না। তার যুগে ধ্বসে যাওয়া ও বিকৃতি হয়ে যাওয়াসহ অনেক আযাব পরিলক্ষিত হবে। ইসলাম ধীরে ধীরে প্রাথমিক অবস্থার ন্যায় দুর্বল আকার ধারণ করবে এবং সেদিন দ্বীনের উপর অটল থাকা আগুনের জ্বলন্ত কয়লা হাতে রাখার মত কঠিন হবে এবং অন্ধকার রাত্রিতে চলাচলকারী পথিকের ন্যায় হবে। তার মেয়ে বাজারের অলি-গলিতে পুলিশ প্রহরায় ঘুরাফেরা করবে। তার পরনে স্বর্ণের অলংকার থাকবে, যা সামনে-পিছনে প্রকাশিত অবস্থায় থাকবে। কেউ

এ সম্বন্ধে কথা বললে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে।

হাদিস নং ১১৯১

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শুরাহবীল ইবনে হাসানা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে হযরত আমর ইবনুল আ'স রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, "পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম কুরাইশ বংশ নিঃশেষ হয়ে যাবে।"

হাদিস নং ১১৯২

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, যখন নাযার তার গোত্রের লোকদেরকে ডাক দিয়ে বলবে, হে নাযার! এবং ইয়ামানবাসিরা বলবে, হে কাহ্তান! তখন মানুষের মাঝে ধৈর্য্য ফিরে আসবে, সাহায্য-সহযোগিতা উঠে যাবে এবং তাদের উপর বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক অস্ত্র প্রয়োগ করা হবে।

হাদিস নং ১১৯৩

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে কাইয সাদাকি স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, "কাহ্তানী মূলতঃ হযরত মাহদির পরে ক্ষমতাসীন হবে। কসম সে সত্তার যিনি আমাকে সত্য ধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন, তিনি তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।"

হাদিস নং ১১৯৪

হযরত আরতাত (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মাহদি এবং রোমানদের মাঝে একটি চুক্তি সম্পাদন হওয়ার কিছুদিন পর মাহদি মৃত্যুবরণ করবে। এরপর তার পরিবারের একজন খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে মাত্র কিছুসময়ের জন্য। এরপর ফিলিস্তিনীদের উপর তার তলোয়ার পরিচালনা করবে। যার কারণে তারা সকলে তার উপর আক্রমণ করে বসবে। ফলে সে জর্দানবাসিদের কাছে সাহায্য কামনা করবে।

মাহদির পর ইনসাফের সাথে মাত্র দুইমাস খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে। এরপর নিজের প্রজাদের উপর জুলুম করতে থাকবে। এক পর্যায়ে সকলে মিলে তার উপর হামলা করলে সে দিমাশ্কের দিকে পালিয়ে যাবে। তোমরা কি জাবিয়ার ফটকের পার্শ্বে স্থাপিত ফাঁসির মঞ্চ দেখেছ। যেখানে গোল পাথরটি রয়েছে তার পাঁচ হাত পিছনে। সেখানেই তাকে হত্যা করা হবে। লোকজন তার হত্যার কথা ভুলে যাওয়ার পূর্বেই বলা হবে রোমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হও। এ যুদ্ধটি সূর এবং আকার মধ্যবর্তী স্থানে সংগঠিত হবে। এটি সর্ববৃহৎ যুদ্ধের অন্যতম।

হাদিস নং ১১৯৫

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে ইয়ামানবাসি! যখন মুজার তোমাদেরকে বের করে দিবে তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে! তারা জবাবে বলল, হে আবু মুহাম্মদ! সেটাও সম্ভব? তিনি জবাব দেন, কসম সেই সত্ত্বার যার হাতে আমার প্রাণ! হ্যাঁ এমনই হবে। তারা তোমাদের উপর জুলুম করবে। ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর কথা শুনে জনৈক ইয়ামানী বলে উঠলেন, জালেম ও অত্যাচারীগণ অতি সত্ত্বর জানতে পারবে, তারা কোন অবস্থার সম্মুখিন হবে। জবাবে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি যদি সেটা জানতাম তাহলেতো তোমাদের সাথেই অবস্থান করতাম।

হাদিস নং ১১৯৬

হযরত মুররা ইবনে রবিয়া (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, ভয়াবহ যুদ্ধের দিন এক অস্ত্রধারী সৈন্য বেহুশ হওয়া থেকে হঠাৎ হুশ ফিরে পাবে। সে থাকবে মূলতঃ ঘোড়ার সাথে ঝুলন্ত অবস্থায়। যার কারণে তার উরু এবং পায়ে চিহ্ন থাকবে।

হাদিস নং ১১৯৭

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা কুরাইশদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করোনা, কেননা তারাই হবে সর্বপ্রথম যারা ধ্বংস হয়ে যাবে তাদের অন্তর্ভুক্ত। এমন কি গোবরের স্তুপে কিংবা কোনো ময়লা-আবর্জনার ভিতর কেউ কারো জুতা দেখতে পেয়ে বলবে, উক্ত জুতাটি হেফাজত করে রাখ, যেহেতু সেটা হয়তো কোন কুরাইশের হবে।

হাদিস নং ১১৯৮

হযরত ইবনে শিহাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, "নিঃসন্দেহে তোমার বংশের লোকজন সর্বপ্রথম ধ্বংস হওয়া জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা শুনে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কাঁদতে আরম্ভ করলেন। তার অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হে আয়েশা! কাঁদছ কেন? তুমি কি আমাকে কুরাইশ বংশের মনে করো না, আমি কি বনু তামীমের অধিবাসী? আমি তো বিশেষ করে তোমার বংশ বুঝাইনি, বরং আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমগ্র কুরাইশ। আল্লাহতা'আলা যাদেরকে গোটা পৃথিবীর ক্ষমতা দিয়েছেন। ধীরে ধীরে তারা সম্মানিত হয়ে উঠেছে এবং মৃত্যু তাদেরকে গ্রাস করে নিয়েছে। সে হিসেবে কুরাইশ বংশই সর্বপ্রথম পৃথিবীর বুক থেকে নির্বংশ হবে।"

হাদিস নং ১১৯৯

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তুমি আরববাসিকে কুরাইশদের ব্যাপারে উদাসীন অনুভব করবে। এরপর শাসকবর্গ আরবদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে থাকবে। আর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলমানরাও শাসকদের কথাকে তুচ্ছ আখ্যায়িত করে তাহলে তোমাকে

কিয়ামতের আলামত গ্রাস করে নিবে। বর্ণনাকারী কুরাইশ বললেন, একথা শুনে আমি বললাম হে আবু ইসহাক! হুজায়ফা রাযিয়াল্লাহু আনহুতো আমাদেরক দুই লাল সম্বন্ধে হাদীস বর্ণনা করেছেন। জবাবে তিনি বললেন, এটা মূলতঃ তখনই হবে যখন কিতাব এবং বিভিন্ন আমলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। বর্ণনাকারী আবু আব্দুল্লাহ বলেন, আল-ওসায়িদ দ্বারা আমল উদ্দেশ্য হয় এবং কলম দ্বারা কিতাবই উদ্দেশ্য হয়ে থাকবে।

হাদিস নং ১২০০

হযরত মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু হাশেমের একজন লোক বায়তুল মোকাদ্দাস এলাকার খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর গোটা পৃথিবীতে ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে এবং বায়তুল মোকাদ্দাস নতুনরূপে সংস্কার করবে। সে ধরনের সংস্কার ইতোমধ্যে করা হয়নি। তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করবেন। তার খেলাফতের সাত বৎসর বাকি থাকতে তার হাতে রোমানদের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন হবে। কিছুদিন পরই রোমানরা উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং আমাক নগরীতে তার বিরুদ্ধে বিশাল সৈন্যবাহিনী জমা করবে। এ শোকে তিনি মৃত্যুবরণ করবেন। এরপর বনু হাশেমের জনৈক লোক তার স্থলাভিষিক্ত হবে। তার হাতেই রোমানরা পরাজিত হবে এবং ইস্তাম্বুল নগরীর বিজয় হবে। অতঃপর, সে রোমিয়া নগরীর দিকে অগ্রসর হবে এবং সেটা জয় করতঃ সেখানে গচ্ছিত রাখা সম্পদগুলো বের করে আনবে এবং সেখানে থাকা হযরত সুলাইমান ইবনে দাউদ (আঃ) এর দস্তরখানাও বের করবে। অতঃপর, বায়তুল মোকাদ্দাসে গিয়ে অবস্থান করবে। তার যুগেই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে এবং হযরত ঈসা (আঃ) ও আসমান থেকে অবতরণ করবে। ঐ শাসক হযরত ঈসা (আঃ) এর পিছনে নামায আদায় করবেন।

হাদিস নং ১২০১

হযরত আরতাত (রহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উক্ত খলীফার নেতৃত্বে ভারতের যুদ্ধ সংগঠিত হবে, তার নাম হবে ইয়ামন। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু ও এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাদিস নং ১২০২

হযরত সাফ্ওয়ান ইবনে আমর জনৈক সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে রেওয়ায়েত করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, “আমার উম্মতের একদল ভারতের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করবে, আল্লাহতা'আলা তাদেরকে বিজয়ী করবেন। এক পর্যায়ে শিকল পরা অবস্থায় ভারতের রাজার সাথে মুসলমানদের স্বাক্ষাৎ হবে। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের যাবতীয় অপরাধ আল্লাহতা'আলা ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর, তারা শাম নগরীর দিকে অগ্রসর হবে এবং সেখানেই তারা সায়্যিদুনা হযরত ঈসা (আঃ) কে পেয়ে যাবে।”

হাদিস নং ১২০৩

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, তার কাছে সর্বমোট বারোজন খলীফার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এইসব খলীফার পর শাসক ও বাদশাহ্ দেশ পরিচালনা করবেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর কসম! এরপর খেলাফতে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন, সিফাহ্, মানসুর এবং মাহদি। উক্ত মাহ্দিই খেলাফতের দায়িত্ব হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) এর হাতে দিয়ে যাবেন।

হাদিস নং ১২০৪

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খেলাফতের দায়িত্বে প্রথমে সিফাহ থাকবে

তারপর মানসূর, জাবের, মাহদি, আল-আমীন, সীন-সালাম, অতঃপর, কা'ব ইবনে লুয়াই এর বংশধর থেকে ছয়জন খেলাফতের দায়িত্ব পালন করবে। এরপর আসবে কাহ্‌তান গোত্রের আরেকজন লোক। এদের মত নেককার লোক সাধারণত দেখা যায় না।

হাদিস নং ১২০৫

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সিফাহ, সালাম, মানসুর, জাবের আল-আমীনসহ প্রত্যেক খলীফা নেককার, যা কেউ কখনো দেখেনি, তাদের প্রত্যেকে কা'ব ইবনে লুইয়াই এর বংশধর। আরেকজন খলীফা কাহ্‌তান গোত্রের। একমাত্র ইয়ামান ছাড়া তার মত আর কেউ হতে পারে না।

হাদিস নং ১২০৬

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, খলীফা মানসূর, মাহদি এবং সিফাহ প্রত্যেকে বনু আব্বাছের অন্তর্ভুক্ত।

হাদিস নং ১২০৭

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, খলীফা মানসূর বনু হাশেমের একজন।

হাদিস নং ১২০৮

হযরত আরতাত (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রত্যেক আমীর যারা আত্মীয়তার মাধ্যমে আমীর নিযুক্ত হবে, তারা সকলে ইয়ামানী হবেন। হাদীস বর্ণনাকারী ওয়ালীদ (রহঃ) বলেন, কা'ব (রহঃ) এর ধারণামতে ইয়ামানী মূলতঃ কুরাইশী হবেন, আর তিনিই হবেন গোত্রের মনোনীত ব্যক্তি।

হাদিস নং ১২০৯

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে কাইস ইবনে জাবের সাদাফী রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, "কাহতানী এবং পরবর্তীতে আরো যারা খলীফা ও আমীর নিযুক্ত হবেন, তারা প্রত্যেকে মাহদির পর আসবেন।"

হাদিস নং ১২১০

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানসূর হিময়ার পনের খলীফা হতে পঞ্চম খলীফা হবেন।

হাদিস নং ১২১১

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, খলীফা হবেন, জাবের, মাহদি, মানসূর, সালাম। অতঃপর, খলীফা হবে গোত্রের নির্বাচিত ব্যক্তিগণ। এমন মহৎ ব্যক্তিবর্গের মৃত্যুর পর সাধ্য থাকলে তুমিও মারা যাও।

হাদিস নং ১২১২

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, ধারাবাহিকভাবে তিনজন খলিফা আগমন করবেন। তাদের সকলে খুবই ন্যায়পরায়ণ ও নেককার হবেন। যাদের নেতৃত্বে অনেক এলাকা বিজয় হবে। প্রথম জনের নাম হবে, জাবের, দ্বিতীয় জনের নাম হচ্ছে আল-মুফরাহ এবং তৃতীয় জন হচ্ছেন, সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। তারা সর্বমোট চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করবেন। এরপর পৃথিবীর বুকে আর কোনো ধরনের কল্যাণ থাকবেনা।

হাদিস নং ১২১৩

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদুরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, "আমার পরিবারের এক লোকের আত্মপ্রকাশ হবে, যার নাম হবে সিফাহ্। তার প্রকাশ হবে আখেরী যামানায় এবং ফিতনা প্রকাশের যুগে হবে। তিনি দুই হাত ভরে মানুষকে দান-সদকা করবেন।"

হাদিস নং ১২১৪

হযরত আরতাত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, মাহদি দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর জীবিত থাকবেন। এরপর নিজের বিছানায় মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর, কাহতান গোত্রের আরেকজন লোক যার উভয় কান ছিদ্রবিশিষ্ট হবে যিনি খলীফা নিযুক্ত হবেন এবং খলীফা মাহদিকে অনুসরণ করবেন। তিনি বিশ বৎসর পর মারা যাবে। মূলতঃ তাকে হত্যা করা হবে। অতঃপর, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশধর থেকে একজন লোক খলীফা হবেন, যার নাম মাহদি হবে। তিনি হবেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তার হাতে কায়সারের শহর জয় হবে। তিনি উম্মতে মুহাম্মদিয়ার সর্বশেষ আমীর। তার যুগেই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) পৃথিবীর বুকে পুনরায় আগমন করবেন।

হাদিস নং ১২১৫

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বায়তুল মোকাদ্দাসের জনৈক বাদশাহ ভারতের দিকে সৈন্য প্রেরণ করে ভারত জয় করবেন এবং সেখানে অবস্থিত যাবতীয় সম্পদসমূহ হস্তগত করার পর সেগুলোকে বায়তুল মোকাদ্দাসের অলংকার হিসেবে রেখে দিবেন। এরপর ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্র জয় করার পর দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া পর্যন্ত তারা ভারতেই অবস্থান করতে থাকবে।

হাদিস নং ১২১৬

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, খেলাফত বায়তুল মোকাদ্দাসে এসে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত, তোমরা খুবই সাচ্ছন্দের সাথে জীবনযাপন করবে।

হাদিস নং ১২১৭

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুর রহমান ইবনে যুবাইর ইবনে নুফাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমার উম্মতের কিছু লোক হযরত ঈসা ইবনে মারইয়ামের যুগ পাবে। তারা মর্যাদার দিক দিয়ে তোমাদের মত, কিংবা তোমাদের চেয়ে আরো উত্তম।"

হাদিস নং ১২১৮

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, কুরাইশের নিকৃষ্টতম এক লোক খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর বায়তুল মোকাদ্দাসে এসে ছাউনি ফেলবে। সেখানের সম্পদ ও সম্মানি লোকদেরকে তার কাছে নিয়ে আসা হলে, তাদের উপর মারাত্মকভাবে জুলুম-অত্যাচার করা হবে। তার গেইটের প্রহরী বৃদ্ধি করা হবে এবং তারা অল্প সময়ে খুবই সম্পদশালী হয়ে যাবে। যার কারণে কেউ কেউ একমাস, কেউ দুইমাস আবার কেউ দীর্ঘ তিনমাস পর্যন্ত ভক্ষণ করতে পারবে, এমন কি তাদের পরিত্যক্ত খাবার খাবার খেয়ে অন্য সকলে মোটাতাজা হয়ে যাবে। তারা যুদ্ধবিদ্ধস্ত এলাকায় অবস্থানকারীদের ন্যায় ব্যাপক নিরাপত্তার ভিতর জীবনযাপন করতে থাকবে। উক্ত খলীফা পূর্ব থেকে চলে আসা নিয়মনীতিগুলোকে রহিত করে দিয়ে নতুন করে কিছু নিয়ম উদ্ভাবন করবে। তার যুগে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ বৃদ্ধি পেতে থাকবে, যিনা ব্যাপকতর লাভ করবে, মানুষ প্রকাশ্যে মদ পান করবে। সে সময় ওলামায়ে কেরামের সংখ্যা খুবই কমে যাবে; এমনকি কোনো লোক ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে গোটা

শহর তন্ন তন্ন করেও এমন একজন আলেম পাওয়া যাবে না, যিনি কোনো একটি হাদীস বর্ণনা করবেন। তার যুগে ধ্বসে যাওয়া, আকার-আকৃতি বিকৃত হয়ে যাওয়াসহ অনেক ধরনের আযাব দেখা দিবে। ইসলাম তার সূচনালগ্নের ন্যায় দূর্বল হয়ে যাবে। দ্বীনের উপর অটল থাকা হবে হাতে জ্বলন্ত আগুনের কয়লা রাখার মত কঠিন এবং অন্ধকার রাত্রে মানচিত্র অন্বেষণকারীর মত হয়ে যাবে। তার অবস্থা এমন লজ্জাষ্কর হবে, তার মেয়েকে আধুনিক ও অত্যন্ত সুন্দর কাপড় ও অলংকারে সজ্জিত করে পুলিশ প্রহরায় বাজারে ঘুরতে থাকবে। থাকবেনা তার পরনে কোনো শালীন পোষাক। উলঙ্গের মত চলাফেরা করবে। এ সম্বন্ধে কেউ আপত্ত্বিমূলক কোনো কথা বললে তাকে সাথে সাথে হত্যা করা হবে। মানুষকে তাদের ন্যায্য পাওনা খাবার থেকে বঞ্চিত করবে। তাদেরকে কোনো উপঢৌকন দিবে না। এরপর ইয়ামানবাসিদেরকে শাম নগরী থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিবেন। ফলে প্রত্যেককে একাকীভাবে পুলিশের সহায়তায় এলাকা ত্যাগে বাধ্য করা হবে। কোনো একজন সৈন্যকে আস্ত রাখা হবেনা। যার কারণে তাদেরকে রীফ থেকে বের করে দেয়া হবে। ফলে তারা বুসরা শহরের দিকে চলে যাবে। তবে সেটা হবে তার শেষ বয়সে। অতঃপর, ইয়ামানবাসিদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, যার কারণে তারা শরৎকালের পানির ন্যায় জমায়েত হবে। তারা যেখানেই অবস্থানকারী হোক না কেন আত্মীয়তার কারণে সকলে এক হয়ে যাবে। এরপর তারা একে অপরকে বলবে, তোমরা তোমাদের এলাকা, হিজরতের স্থান ত্যাগ করে কোথায় যাচ্ছ? এরপর সকলে এ কথার উপর একমত হবে যে, তাদের একজনের হাতে সকলের বাইয়াত গ্রহণ করা উচিৎ। তাদের কেউ বলবে অমুকের হাতে বাইয়াত হওয়া উচিৎ, আবার অন্য আরেকজন বলবে, না অমুকের হাতে বাইয়াত হতে হবে। হঠাৎ তারা এমন একটি আওয়াজ শুনতে পাবে, যা কোনো মানুষেরও নয়, আবার কোনো জ্বিনেরও নয়। সেখান থেকে বলা হবে, তোমরা অমুকের হাতে বাইয়াত গ্রহণ কর। ঐ লোকের উপর সকলে একমত হয়ে যাবে। এবং তার কথা মেনে নিবে। সেও কখনো কারো পক্ষাবলম্বন করবে না। এভাবে

বাইয়াতের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর কুরাইশের জালেম ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করবে। কিন্তু উক্ত জালেম শাসক তাদের সকলকে নির্মমভাবে হত্যা করবে এবং খবর পৌঁছানোর জন্য মাত্র একজন লোককে জীবিত রাখবে। এরপর ইয়ামানের বাসিন্দারা কিছু সংখ্যক সৈন্য সহকারে উক্ত জালেমের বিরুদ্ধে অগ্রসর হবে। কিন্তু কাফেরদের সৈন্য থাকবে প্রায় বিশ হাজার। তবে তাদের সৈন্যের আধিক্যকে পরোয়া না করে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে যায় এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ইয়ামানবাসিদের সহযোগিতা করতে লাখাম, জুযাম, আমেলা ও জাদাছ এলাকার বাসিন্দারা এগিয়ে আসে। তাদের জন্য খাবার এবং রসদপত্রও সরবরাহ করে। সেদিন তারা ইয়ামানবাসিদের এমনভাবে সাহায্য করবে যেমন সায়্যিদুনা হযরত ইউসুফ (আঃ) তার ভাইদেরকে করেছিলেন। কসম সেই সত্ত্বার যার হাতে কা'বের প্রাণ নিঃসন্দেহে লাখাম, জুযাম, আমেলা ও জাদাছ এলাকার বাসিন্দাগণ মূলতঃ ইয়ামানীদের অন্তর্ভুক্ত। যদি তারা কখনো তোমাদের কাছে এসে তোমাদের সাথে বংশগত সম্পর্ক আছে বলে দাবি করে তাহলে তাদেরকে তোমাদের গোত্র বা বংশের অন্তর্ভুক্ত করে নিবে। এরপর সকলে একসাথে এগিয়ে যেতে যেতে বায়তুল মোকাদ্দাস এসে পৌঁছবে। সেখানে তাদের সাথে কুরাইশের সেই অত্যাচারী শাসকের সাথে দেখা হবে। সম্মিলিতভাবে আক্রমণের মাধ্যমে তার ইয়ামানীদের হাতে পরাজিত হবে। ইয়ামানবাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে তাদের কেউ এক টুকরো কাপড় নিয়েও দাঁড়াতে পারবে না।

হাদিস নং ১২১৯

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একদা হযরত মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সম্মোধন করে বলতে শুনেছি, আমাদের বংশের জনৈক লোক দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করবেন। তার খেলাফতের সাত বৎসর বাকি থাকতে বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে। অতঃপর, আ'মাক নামক স্থানে তার মৃত্যু হলে

তাদের বংশের আরেকজন লোক শাসনভার গ্রহণ করবেন। তার হাতেই রোমানদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন হবে।

হাদিস নং ১২২০

হযরত আবু কুবাইল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু হাশেমের জনৈক লোক, যার নাম হবে, আস্বাগ ইবনে ইয়াযিদ। তার হাতেই রোমানদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন হবে।

হাদিস নং ১২২১

কাইস আস-সাদাফী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, "মাহদির পর জনৈক কাহতানী নামক লোক শাসক নিযুক্ত হবে। কসম সেই সত্ত্বার যিনি আমাকে হক্ব নিয়ে প্রেরণ করেছেন, তার হাতেই বিজয় হবে।"

হাদিস নং ১২২২

হযরত আবু আমের আলহানী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খাদেম সু'বান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, হে আবু আমের! তুমি তোমার তলোয়ারকে প্রস্তুত কর, চল্লিশটি থেকেও বেশি পরিমাণে তীর সংগ্রহ কর এবং যথেষ্ট পরিমাণে রসদপত্র প্রস্তুত রাখ। হতে পারে এ এলাকা থেকে তোমাকে খুবই নাজুকভাবে বের হয়ে যেতে হবে।

হাদিস নং ১২২৩

হযরত ইমরান ইবনে সেলিম আল-কুলাঈ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, বড়ই দুর্ভাগ্য ধনী এবং মোটা লোকদের জন্য, খুবই সুসংবাদ গরীবদের জন্য। তোমরা তোমাদের নারীদেরকে চামড়ার তৈরি মোজা পরিধানে অভ্যস্ত করাও এবং তাদেরকে ঘরের ভিতরে হাঁটতে শিখাও। হতে পারে একদিন তাদেরকে এখান থেকে পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে।

হাদিস নং ১২২৪

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, "কুরাইশ বংশের বিশজন লোক অবশিষ্ট থাকলেও দ্বীন ইসলাম সঠিকভাবে বাকি থাকবে।"

হাদিস নং ১২২৫

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত যু মিখবার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, "রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব মূলতঃ হিমইয়ারবাসীদের কাছে ছিল। আল্লাহতা'আলা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কুরাইশদের হাতে অর্পণ করেছেন। অতিসত্ত্বর আবার তাদের কাছে ফিরে যাবে।"

হাদিস নং ১২২৬

হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুজারবাসীদের অন্ধকার সর্বদা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে থাকবে। প্রত্যেক নেককার ও ভালো লোককে হত্যা করা হবে। একসময় তারা আল্লাহ এবং তার ফেরেশতা কর্তৃক আক্রান্ত হবে। তখন একমাত্র আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে স্বীকৃতপ্রাপ্ত লোকজনই মুমিন থাকবে, ঐ সময় তারা কোনো প্রকার গুনাহের কাজে জড়িত হবে না। একথা শুনে তাকে আমর ইবনুল সালি বলেন, তুমি শুধুমাত্র মুজারবাসীদের কথা বলে থাক কেন, অন্যদের কথা মুখে উচ্চারণ না করার কারণ কি? জবাবে তিনি বলেন, তুমি কি একজন যোদ্ধা? তিনি হ্যাঁ সূচক জবাব দিলে তার কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, তুমি কি উম্মে কাইস হাফসার যোদ্ধাদের দেখেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তার কথা শুনে বললেন, যখন তুমি কাইসকে সারিবদ্ধভাবে শাম নগরীতে প্রবেশ করতে দেখবে তখন তুমি আত্মরক্ষার হাতিয়ার প্রস্তুত করো।

হাদিস নং ১২২৭

হযরত আবু আরতাত্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, যারা আল্লাহর নিয়ামতকে কুফরীতে রূপান্তরিত করেছে এবং তাদের গোত্রকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। তাদের সাথে লোকজনের কোনো সুসম্পর্ক থাকবে না, বরং সকলের সম্পর্ক থাকবে কুরাইশদের সাথে। অতঃপর, তিনি বলেন, দিনরাত্র আপন গতিতে চলবে যতক্ষণ না একজন কুরাইশকে উপস্থিত করে তার মাথা থেকে পাগড়ি খুলে নেয়া হবে। এভাব চলতে চলতে তাদের অনিষ্টতা ও অভ্যাসে কোনো ধরনের পরিবর্তন আসবে না।

হাদিস নং ১২২৮

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, “আমার উম্মতের ধ্বংস হবে কুরাইশের কতিপয় অল্পবয়স্ক লোকের শাসন ক্ষমতার দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে হবে।”

হাদিস নং ১২২৯

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

হাদিস নং ১২৩০

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আমর ইবনে সালী! যখন তুমি কাইস বংশের লোকজনকে শাম নগরীতে প্রবেশ করত দেখবে তখন তুমি তোমার যুদ্ধাস্ত্রগুলো প্রস্তুত করে নাও। অতঃপর, তিনি বলেন, বনু মুজার বিচ্ছিন্ন হয়ে মুমিনদেরকে হত্যা করবে এবং তাদেরকে অত্যাচার করতে থাকবে। এক পর্যায়ে আল্লাহতা'আলা মুমিন এবং ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে আযাব নাযেল

হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে প্রকাশ্য কোনো গুনাহ দেখা যাবেনা।

হাদিস নং ১২৩১

হযরত ইয়াযিদ ইবনে হিময়ার (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিফার বংশের হাতে থাকবে শাসন ক্ষমতা এবং হিময়ারবাসীদের নেতৃত্ব থাকবে ব্যবসায়ীদের উপর।

হাদিস নং ১২৩২

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হালাবাছ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, "নিঃসন্দেহে কুরাইশদেরকে এমন বস্তু দান করা হয়েছে, যা অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। তাদেরকে এভাবে দেয়া হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হবে কিংবা নদী বহমান থাকবে, নদীতে ঢেউ চলতে থাকবে। বিগত বৎসরগুলো অনেক ভালোভাবে অতিবাহিত হয়েছে আগত বৎসরের তুলনায়। কুরাইশের জনৈক লোক শাসনভার গ্রহণের জন্য চেষ্টা ও কৌশল অব্যাহত রাখবে। সেটা ছিনিয়ে নেয়ার মাধ্যমেও হতে পারে, আবার ব্লাকমেইল কিংবা ভয় দেখিয়েও হতে পারে । আল্লাহর কসম! যদি তোমরা কুরাইশের অনুসরণ করতে থাক তাহলে এ জমিনে তোমাদের রাজত্ব অব্যাহত থাকবে। হে লোক সকল! তোমরা কুরাইশের কথা মত চললেও তাদের ন্যায় আমল করা থেকে বিরত থাক। উত্তম লোক সেই হবে যে উত্তমরূপে কুরাইশের অনুসরণ করেছে এবং নিকৃষ্টতম লোক হবে যারা কুরাইশের অনুসরণ করেনি। পাঁচটি কাজ যথাযথভাবে আঞ্জাম দিলে তারাই সর্বদা প্রাধান্য পাবে। যদি কখনো আমানতের খেয়ানত না করে, কখনো কোনো ধরনের ওয়াদা ভঙ্গ না করে, বন্টনের ক্ষেত্রে যদি ইনসাফ করে, বিচারের ক্ষেত্রে যদি ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করে। কেউ তাদের কাছে দয়া চাইলে যেন দয়া করে। যারা এমন কাজ করতে পারেনা তাদের উপর আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে আযাব আসবে।

হাদিস নং ১২৩৩

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আমর ইবনুল আ'স রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেনে, পৃথিবী থেকে সর্বপ্রথম কুরাইশ বংশই হারিয়ে যাবে, বিশেষ করে কুরাইশের মধ্যে সর্বপ্রথম আমার আহলে বাইত নিঃশেষ হয়ে যাবে।

হাদিস নং ১২৩৪

হযরত আরতাত্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহদি মৃত্যুবরণ করার পর কাহতান গোত্রের উভয় কান ছিদ্রবিশিষ্ট একজন লোক শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে। তার চরিত্র হবে হুবহু মাহদির মত। তিনি দীর্ঘ বিশ বৎসর পর্যন্ত শাসক হিসেবে থাকার পর, তাকে অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করা হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশধর থেকে জনৈক লোকের আত্মপ্রকাশ হবে। যিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবেন। তার হাতে কায়সার সম্রাটের শহর বিজয় হবে। তিনিই হবেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মতের মধ্যে সর্বশেষ খলীফা বা বাদশাহ। তার যুগে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং হযরত সায়্যিদুনা ঈসা (আঃ) আসমান থেকে অবতরণ করবেন।

৪২ হিন্দের যুদ্ধ

হাদিস নং ১২৩৫

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, বায়তুল মোকাদ্দাসের একজন বাদশাহ ভারতের দিকে সৈন্য প্রেরণ করবে এবং সেখানের যাবতীয় সম্পদ ছিনিয়ে নিবে। ঐ সময় ভারত বায়তুল মোকাদ্দাসের একটি অংশ হয়ে যাবে। তখন তার সামনে ভারতের সৈন্যবাহিনী গ্রেফতার অবস্থায় পেশ করা হবে। প্রায় গোটা পৃথিবী তার শাসনের অধীনে থাকবে। ভারতে তাদের অবস্থান দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া পর্যন্ত থাকবে।

হাদিস নং ১২৩৬

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা ভারতের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, "তোমাদের পক্ষ থেকে একদল সৈন্য ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলে আল্লাহতা'আলা ভারতের বিপক্ষে তোমাদেরকে জয়লাভ করাবেন। তাদের সম্রাটকে শিকল দ্বারা বেঁধে বায়তুল মোকাদ্দাসে নিয়ে আসা হবে। তবে আল্লাহতা'আলা তাদের যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। এরপর তারা পুনরায় ভারতে ফিরে গিয়ে শাসনক্ষমতা চালাতে থাকবে এবং এ অবস্থায় হযরত ঈসা (আঃ) এর আগমন হবে।" হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু উল্লিখিত হাদীস বর্ণনার পর বলেন, আমি যদি ভারতের সেই যুদ্ধ পাই, তাহলে আমি আমার যাবতীয় সম্পদ বিক্রি করে রসদপত্র সংগ্রহ করার পর উক্ত যুদ্ধে শরীক হব। অতঃপর আল্লাহর সাহায্যে জয়লাভ করার পর আমি আযাদ আবু হুরায়রা হিসেবে ফিরে আসতাম। শাম নগরীতে আসার পর ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) এর সাক্ষাৎ যদি পেয়ে যেতাম, তাহলে তার নিকটবর্তী হয়ে বলে দিতাম, আমি কিন্তু আপনার সান্নিধ্যার্জন করতে পেরেছি, হে আল্লাহর রাসূল। হযরত আবু হুরায়ারার কথাটি শুনে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে মুচকি হাসলেও পরে কিন্তু হেসে দিয়ে বললেন, ভালো ভালো।

হাদিস নং ১২৩৭

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে ভারতের যুদ্ধ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এক পর্যায়ে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, যদি আমার উক্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ হয় তাহলে এর জন্য আমার জান-মাল সবকিছু কোরবানী দিয়ে দিব। সেখানে আমি যদি শহীদ হয়ে যাই, তাহলে আমি হব উত্তম শহীদদের একজন। আর গাজী হয়ে ফিরে আসলে আমি হয়ে যাব স্বাধীন আবু হুরায়রা।

হাদিস নং ১২৩৮

হযরত আরতাত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উক্ত ইয়ামানী খলীফার নেতৃত্বে কুস্তুনতুনিয়া (ইস্তাম্বুল) এবং রোমানদের এলাকা বিজয় হবে। তার যুগে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং হযরত ঈসা (আঃ) আগমন করবেন। তার আমলে ভারতের যুদ্ধ সংগঠিত হবে, যে যুদ্ধের কথা হযরত আবু হুরায়রা বলে থাকেন।

হাদিস নং ১২৩৯

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সাফওয়ান ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "আমার উম্মতের একদল লোক ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং আল্লাহতা'আলা তাদেরকে বিজয়ী করবেন। এক পর্যায়ে তারা ভারতের সম্রাটকে শিকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে আসবে। আল্লাহতা'আলা তাদের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং তারা শামের দিকে ফিরে যাবে। অতঃপর শাম দেশে হযরত ঈসা (আঃ) কে পেয়ে যাবে।"

৪৩ মাহদির পর হিমস নগরীতে কাহতানীর রাজত্বকালীন ঘটনা প্রসঙ্গে

হাদিস নং ১২৪০

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাহতানীর রাজত্বকালীন হিমইয়ার ও হিমস নগরীতে তীব্র যুদ্ধ সংগঠিত হবে। তখন হিমস এলাকার গভর্নর থাকবে কিন্দাহ এলাকার একজন লোক। তাকে কুজাআহ নামক একলোক হত্যা করবে এবং তার কর্তিত মাথাটি মসজিদের পাশে একটি গাছের সাথে লটকিয়ে রাখা হবে। এ কাজটি দেখে হিমইয়ারবাসীরা খুবই রাগান্বিত হবে এবং তাদের মাঝে এত মারাত্মক যুদ্ধ হবে যার কারণে প্রত্যেকে মসজিদের পাশে থাকা ঘরের দেয়াল ভেঙ্গে ফেলবে, যাতে করে যুদ্ধের কাতার প্রশস্থ করা যায়। ঐ সময় পশ্চিমাদের জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে। তখনই তারা হিমস নগরীতে গিয়ে পৌঁছবে। অতঃপর ইয়ামানের নিকৃষ্টতম গোত্রের মাঝে আশ্বস্থতা নেমে আসবে, কেননা তারা হবে এদের প্রতিবেশি।

হাদিস নং ১২৪১

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিমস নগরীতে কুজাআ এবং হিমইয়ারবাসিদের মাঝে তীব্র যুদ্ধ সংগঠিত হবে। উক্ত যুদ্ধ হবে মূলতঃ ধূসর বর্ণের একটি খচ্চরকে নিয়ে। এক পর্যায়ে কুজাআ বংশের লোকজন ফুরাত নদীর পাশে হিমইয়ারবাসির উপর হামলা করবে। অতঃপর রুস্তুনের বাজারে উভয় দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাবে। দুটি ঘোড়া বাজারের দুই দিক থেকে এগিয়ে আসলেও কেউ কাউকে দেখবে না। এটা অবশ্যই ঘরবাড়ি এবং দেয়াল ইত্যাদি স্থাপনের পূর্বে। আমরা খুবই আশ্চর্য্য হয়েছি, এটা কীভাবে হতে পারে যে, একজন অন্য জনকে দেখা ব্যতীত বাজারের দিকে দুইটি ঘোড়া এগিয়ে আসবে। অথচ তখন সেখানে কোনো ধরনের দেয়াল ছিলনা। এক পর্যায়ে সেখানে ঘরবাড়ি-দেয়াল ইত্যাদি বানানো হয়েছে।

অতঃপর আমরা জানতে পারি যে, সেটা ছিল যে হাদীসের ব্যাখ্যা যা আমরা এতদিন পর্যন্ত শুনে আসছিলাম। তার বাস্তবতা হচ্ছে, দুই দল অশ্বারোহীর মাঝে তীব্র যুদ্ধ সংগঠিত হবে। অতঃপর কুতুনের গলি থেকে একজন সুলতান বের হয়ে আসবে। অন্যদিকে সাফওয়ানের ভাষ্যমতে, তিনি একটি ধূসর বর্ণের উন্নতজাতের ঘোড়ার উপর আরোহণ করে এগিয়ে আসবে, অতঃপর খচ্চরের দখল নেয়ার জন্য লটারীর ব্যবস্থা করবে। এরপর উভয়দল লজ্জিত হয়ে ফিরে যাবে। ধ্বংস হোক আদ গোত্রের জন্য, যারা আইম থেকে এগিয়ে আসবে, এবং আইম গোত্রের জন্যও ধ্বংস যারা আদ এলাকা থেকে এগিয়ে আসবে। আদ গোত্র হচ্ছে, হিময়ারের অন্তর্ভুক্ত এবং আইম গোত্র কুজাআর একটা অংশ। সাফওয়ানের হাদীসে এসেছে, ঐ সময়ই কুজাআ ধ্বংস হয়ে যাবে।

হাদিস নং ১২৪২

হযরত হারিজ ইবনে উসমান (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিমইয়ার এবং কুজাআ গোত্রের মাঝে হিমস নগরীতে তীব্র যুদ্ধ সংগঠিত হবে। সেটা হবে রুস্তন এবং কুব্বা এলাকার মাঝামাঝি স্থানে। তাদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ হবে।

হাদিস নং ১২৪৩

হজরত তাবী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিমস নগরীতে ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে, এমনকি বাজারের দেয়াল ইত্যাদি ভেঙ্গে পড়বে। ফুরাত এলাকা থেকে কুজাআদের জন্য সাহায্য এসে পৌঁছবে। এক পর্যায়ে তারা পলায়নপূর্বক পৃষ্টপ্রদর্শন করবে। ঐ সময় যুদ্ধটি মূলতঃ হিমসের কুব্বার পিছনে হবে। হাদীসের বর্ণনাকারী আব্দুস সালাম, বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিমস নগরীতে কুজাআ এবং হিমইয়ার এলাকার বাসিন্দাদের মাঝে তীব্র যুদ্ধ সংগঠিত হবে। এক পর্যায়ে যুদ্ধের কাতারের প্রশস্ততার জন্য তারা তাদের বাজারের দেয়াল ভেঙ্গে ফেলবে। অন্যদিকে ইয়ামানবাসীরা তাদের মাঝে থাকা দেয়াল ও অন্যান্য

বস্তু ভেঙ্গে ফেলবে, যেন যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত জায়গার ব্যবস্থা হয়ে যায়। অতঃপর হিমইয়ারের প্রত্যেক গোত্রের লোকজন বসে যাবে। তারা পূর্ব-পশ্চিমের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ঝান্ডা হাতে নিয়ে এগিয়ে আসবে। অতঃপর বাজারের উন্মুক্ত মাঠে উভয়দল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে হিমস নগরীতে ভয়াবহ যুদ্ধ হবে। উক্ত যুদ্ধে অনেক রক্তপাত হবে। এমনকি ঘোড়ার ক্ষুর পর্যন্ত রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে। বাজারে অলিগলিগুলো রক্তে সয়লাব হয়ে যাবে। মোটকথা, সেখানে ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে। তোমাদের কেউ সেই এলাকায় উপস্থিত হয়ে গেলে সে যেন সেখান থেকে বের হওয়ার সাধ্যমত চেষ্টা করে। সুসংবাদ সেদিন যারা গ্রামে বসবাস করে অথবা হিমসের কিবলার দিকে অবস্থান করে। অতঃপর হিমইয়ারবাসিরা কুজাআর উপর আক্রমণ করে তাদেরকে সেখান থেকে রুস্তনের গেইট দিয়ে বের করে দিবে। যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করলে জনৈক বাদশাহ ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে এগিয়ে আসবে, লোকজন তাকে দেখতে পাবে। তখন তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, কিন্তু সেই বাদশাহ তাদের মাঝে বাধা হয়ে দাড়াবেন। এদিকে কুজাআবাসিরা উপস্থিত হিমইয়ারের উপর তীব্র আক্রমণ করবে। ঐ সময় কুজাআ গোত্রের পাশে ফুরাত নদী থাকবে। অতঃপর তারা বিশাল এক বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসবে এবং শাম নগরীতে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং বিশৃঙ্খলা তীব্র আকার ধারণ করবে।

হাদিস নং ১২৪৪

হারিয ইবনে উসমান (রহঃ) বলেন, আমি ইয়াযিদ ইবনে আব্দুল মালিকে রাজত্বকালীন শুনেছি, স্বজনপ্রীতির কারণে হিমস নগরীতে কুজাআ গোত্র এবং ইয়ামানবাসিদের মাঝে তীব্র এক যুদ্ধ সংগঠিত হবে। এক পর্যায়ে যুদ্ধ করার সুবিধার্থে উভয়দল বাজারের মাঝখানে থাকা দেয়াল ভেঙ্গে ফেলবে। তখন হিমসের বাজারের মাঝখানে তেমন কোনো দোকানপাট ছিলনা। তবে হিশাম ক্ষমতাশীল হওয়ার পর সেখানে যথেষ্ট ঘরবাড়ি ও দোকানপাট করা হয়েছে। সে দোকানগুলো সেদিন ধ্বংস করে ফেলা হবে। হাদীস বর্ণনাকারী

হারীয (রহঃ) বলেন, আমরা শুনতাম যখন হিমস নগরীতে চারটি বড় বড় মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, সে মসজিদ এবং মুসা ইবনে সুলায়মান যে মসজিদটি স্থাপন করেছেন সেটা হচ্ছে সেই চার মসজিদের তিন নাম্বার মসজিদ।

হাদিস নং ১২৪৫

হযরত কা'ব আহবার (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিমস নগরীতে মোট তিনটি মসজিদ হবে। তার মধ্যে একটি মসজিদ হচ্ছে শয়তানের, তার মুসল্লিগণও হবেন শয়তানের, আরেকটি হচ্ছে, আল্লাহর জন্য, তবে তার প্রতিবেশিরা শয়তানের জন্য। অন্য আরেকটি মসজিদ আল্লাহর জন্য, তার প্রতিবেশিরাও আল্লাহর জন্য। যে মসজিদ শয়তানের জন্য এবং তার শয়তানের জন্য সেটা হচ্ছে, হযরত মারইয়াম (আঃ) এর এবাদতগাহ। আর যে মসজিদ আল্লাহর জন্য এবং তার আহল শয়তানের জন্য, সেটা হচ্ছে, আমাদের মসজিদ, তার প্রতিবেশিদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের লোকজন রয়েছে। আর যে মসজিদটি আল্লাহর জন্য এবং তার আহলও আল্লাহর জন্য, সেটা হচ্ছে হযরত যাকারিয়া (আঃ) এর মসজিদ। তার প্রতিবেশি হবে হিমইয়ার এলাকার বাসিন্দাগণ সেখানে অবশ্যই আহলুল ইয়ামানও জমা হবে।

হাদিস নং ১২৪৬

হযরত আবুয্যাহিরিয়্যাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্বাছের ঘরে তোমরা পানি প্রবাহিত করো না, কেননা সেটাকে অল্প সময়ের মধ্যে মসজিদে রূপান্তর করা হবে। এটিই হবে মূলতঃ তোমাদের মসজিদ। বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন এ এলাকায় আসতে থাকবে এবং এটাকে মসজিদ বানানো হবে সুতরাং, তোমরা সে স্থানে প্রশ্রাব করোনা।

হাদিস নং ১২৪৭

হাদিসটি পাওয়া যায়নি

হাদিস নং ১২৪৮

হযরত সাদ ইবনে সিনান কতিপয় শেখ থেকে বর্ণনা করেন। তারা বলেন, হিমস নগরীর বিকট একটি আওয়াজ শুনা যাবে। তখন প্রত্যেকে যেন ঘরের ভিতরে অবস্থান করে। এবং তিন ঘন্টা পর্যন্ত নিজেদের ঘরের ভিতরে অবস্থান করতে থাকবে, ঘর থেকে বের হবে না।

হাদিস নং ১২৪৯

হযরত আবু আব্দুল্লাহ নুআইস (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বাকিয়্যাহকে বলতে শুনেছি, তিনি এরশাদ করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে একবার কোমর বেঁধে ঘুমাতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কি ব্যাপার আপনাকে কোমর বাধা অবস্থায় দেখা যাচ্ছে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা সকলে ঈসা ইবনে মারইয়ামের সহযোগিতা করার প্রস্তুতি গ্রহণ কর।

৪৪ আ'মাক ও কুসতুন্তুনিয়া বিজয়

হাদিস নং ১২৫০

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, জনৈক শাসক রোমানদের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে। তাৎক্ষণিৎভাবে কেউ তার বিরোধিতা করবে না এবং ভবিষ্যতেও এমন কোনো আশঙ্কা নেই। তিনি তার সৈন্যদেরকে নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে হতে একটি এলাকায় কিছুদিনের জন্য ছাউনি ফেলবে। বর্ণনাকারী বলেন, গেইটের মধ্যে লেখা থাকবে, নিশ্চয় মুমিনদেরকে আদন এলাকা থেকে সাহায্য করা হবে যা তাদের উটের উপর প্রকাশ পাবে। এভাবে তারা চলতে থাকবে এবং দশজনকে হত্যা করবে। এভাবে চলতে

গিয়ে তারা নিজেদের রসদপত্র থেকে ভক্ষণ করেছে এবং রাত্র ব্যতীত কোনো বস্তুই তাদের জন্য বাঁধা হয়নি। তাদের তীর, তলোয়ার কামান ইত্যাদি সর্বদা প্রস্তুত অবস্থায় থাকবে। এক পর্যায়ে আল্লাহতা'আলা তাদের উপর পরাজয় চাপিয়ে দিবেন। তখন এমন এক যুদ্ধ সংগঠিত হবে যা সাধারণতঃ দেখা যায় না, ভবিষ্যতেও দেখা যাবে কিনা সন্দেহ। অবস্থা এমন হবে যে, কোনো একটি পাখি তার ডানার সাহায্যে উড়তে থাকলে মৃত মানুষের দুর্গন্ধের কারণে মারা যাবে। সে দিনের শহীদদের জন্য দুটি অবস্থা হবে, একটি হচ্ছে, পূর্বে শাহাদাত বরণ করা শহীদদের মত হবে। অথবা সেদিন মুমিনদের জন্য এমন অবস্থা হবে যা পূর্বে অতিবাহিত হওয়া মুমিনদের ন্যায় হবে। তাদের আর কখনো আগমন হবে না। আর অবশিষ্ট লোকজন দাজ্জালের সাথে মোকাবেলা করবে। উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনে সীরিন (রহঃ) বলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলতেন। যদি আমি উক্ত যুগ পর্যন্ত জীবিত থাকি, আর সে যুদ্ধে যোগ দেয়ার মত কোনো শক্তি আমার মাঝে মজুদ না থাকে তাহলে আমি একটি খাটিয়ার উপর রেখে সেটা বহন করে যুদ্ধে দু দলের ঠিক মাঝখানে রেখে দিবো। মুহাম্মদ ইবনে সীরিন (রহঃ) বলেন, হযরত কা'বে আহবার (রহঃ) বলতেন, আল্লাহর কসম! খ্রিস্টানদের মাঝে দুটি গণহত্যা হবে, তার একটি চলে গিয়েছে, অন্যটি এখনো বাকি আছে।

হাদিস নং ১২৫১

হযরত মাসলামা ইবনে আব্দুল মালিক (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি কুস্তুনতুনিয়া বা ইস্তাম্বুল নগরীতে পৌঁছলে একজন যুবক তার কাছে এগিয়ে আসে। যুবকটি পরনে উত্তম পোশাক এবং উন্নত মানের ঘোড়ার উপর সওয়ার। সে এসে বলল, 'আমি তাবারিস'। তার কথা শুনে মাসলামা তাকে খুব সম্মান করলেন, তাকে কাছে টেনে নিলেন। এরপর তাবারিস নামক লোকটি মুসলিম আর-রুমির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি ছিলেন বনু সরওয়ানের একজন গোলাম, যাকে রোমানদের থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে

আসা হয়েছে। মুসলিম আর-রুমিকে বলা হলো, এ লোকটি দাবি করছে সে নাকি 'তাবারিছ'। এ কথা শুনে সে বলে উঠল, লোকটি মারাত্মক মিথ্যাবাদি। আমি তাবারিসকে খুব ভালোভাবেই চিনি। সে যদি দশ হাজার লোকের মাঝেও হয় অবশ্যই আমি তাকে বের করে আনব। তাবারিস হচ্ছে, একজন মোটা প্রকৃতির লোক, প্রশস্ত কপালবিশিষ্ট, তার দাঁতগুলো হবে খুবই বিশ্রীভাবে বের হওয়া। তার বয়স ষাট বৎসর হবে। পানি পান করার সময় দাঁতগুলো দৃশ্যায়ন হবে। আমরা আমাদের এলাকায় উট খাওয়া ছেড়ে দিলে, সে বলবে আমাদের এলাকায় এসে যাও ইচ্ছামত উটের গোশ্‌ত খেতে পারবে। তার কথা শুনে বিশাল একদল সেদিকে এগিয়ে যাবে, ইতিপূর্বে সেই রকম হয়নি। তারা এসে আ'মাক নামক এলাকায় পৌঁছবে এবং মুসলমানরাও সেখানে পৌঁছে যাবে। তারা সাহায্য কামনা করলে ইয়ামানের পক্ষ থেকে সাহায্য এসে পৌঁছবে। যারা ইসলামের সাহায্য করবে এবং জাজিরা ও শামের খ্রিস্টানদেরকে সাহায্য করবে। মুসলমানরা খ্রীস্টানদের দিকে এগিয়ে তাদের কাছ থেকে সাহায্য সহযোগিতা উঠিয়ে নেয়া হবে আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে তাদের উপর ধৈর্য্য নেমে আসবে। এ দিকে তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধাস্ত্র স্থাপন করে রাখবে। কারো সাথে তলোয়ার থাকলে তার কোনো ক্ষতি হবেনা তার নাক-কান কাটা যাবেনা, তার অবস্থান গোপন রাখতে হবেনা, বরং যেখানে ইচ্ছা সেখানে প্রকাশ্যভাবে চলাফেরা করতে পারবে। মুসলমানদের আরেকদল লাঞ্ছিত-অপদস্থ হয়ে ফেরৎ আসবে, যার কারণে তারা নিম্নস্তরে উপনীত হবে। জান্নাত তো কখনো দেখবে না, জান্নাতের বাসিন্দাদেরকেও দেখবে না। অন্য আরেকদল জান-প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করবে, তাদের উপর আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য নেমে আসবে। সে সময় তারাই হবে জমিনের বুকে সর্বশেষ শহীদ। ইতিপূর্বে যারা অতিবাহিত হয়েছে কিংবা পরবর্তীতে আসবে তাদের থেকে এরা সত্তরগুণ সওয়াব বেশি প্রাপ্ত হবে। বাকি লোকদের জন্য সামান্যমাত্র প্রতিদান থাকবে। উভয় দল একত্রিত হলে যে ব্যক্তি ঝান্ডা উচিয়ে ধরবেন তাকে হত্যা করা হবে। অতঃপর আরেকজন, অতঃপর আরেকজন। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর

কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট জনৈক লোক ঝান্ডা ধারণ করবে, যার কপালটি সামান্য বাঁকা প্রকৃতির হবে। তাকে আল্লাহ পাক বিজয়ী করবেন। এবং কাফেরদের হত্যা ও পরাজিত করবেন। তাদেরকে একজন লোক মুসলমানদের ঝান্ডা ধারণকারীর অনুসরণ করবে, মূলতঃ সে ছিল কাফেরদের ঝান্ডাবাহক। যে ঝান্ডা সে ছাড়া আর কেউ বহন করেনি। এক পর্যায়ে তারা সমুদ্রের কাছে এসে পৌঁছবে, সেখানে পৌছে ওজু করতে গেলে তাদের কাছ থেকে পানি অনেক দূরে সরে যাবে। আবারো পানির কাছে গেলে পানি দূরে চলে যাবে। এ অবস্থা দেখে তার সওয়ারীর কাছে ফিরে আসবে এবং সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দিবে। সমুদ্রের পানি তখন দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে, এক ভাগ তার ডান পাশে থাকবে, আরেকভাগ থাকবে বাম পাশে। এক পর্যায়ে সে তার সাথীদেরকে সমুদ্র পাড়ি দিতে নির্দেশ দিয়ে বলবে, আল্লাহতা'আলা তোমাদের জন্য সমুদ্রের বুকে পানিকে দুইভাগ করে রাস্তা করে দিয়েছেন, যেমন বনী ইসরাঈলের জন্য করা হয়েছিল। তারা সকলে একসাথে সমুদ্র পাড়ি দিবে। এরপর সমুদ্রের পাশে পরিস্কার এক স্থানে একটি ঝর্ণার আত্মপ্রকাশ হবে। হাদীস বর্ণনাকারী আবু যুরআ বলেন, উক্ত ঝর্ণাটি আমি স্বচক্ষে দেখেছি এবং সে ঝর্ণা থেকে ওজুও করেছি। সেই পানি থেকে কেউ ওজু করলে সাথে সাথে দুই রাকাত নামাযও আদায় করে। ঐ ঝান্ডা বাহক তার সাথীদেরকে বলবে, এটা আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে ইঙ্গিত দেয়া একটি বিষয়। একথা শুনার সাথে সাথে সকলে তাকবীর দিয়ে উঠবে এবং সে তাদেরকে আল্লাহ তা'রীফ ও তাহলীল করতে বললে, সকলে সেটা বাস্তবায়ন করবে। এরপর বারটি বুরুজ তাদের দিকে হেলে মাটিতে পতিত হবে। সকলে সেখানে প্রবেশ করে তাদের যুবকদেরকে হত্যা করবে এবং গনীমতের মাল বন্টন করবে। সে এলাকাকে এমনভাবে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে দিবে কখনো সেটা আর আবাদ হবে না।

হাদিস নং ১২৫২

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "রোম এবং মুসলমানদের মাঝে একটি চুক্তি এবং সন্ধি স্বাক্ষরিত হবে। এরপরও তাদের কিছু দুশমনের সাথে যুদ্ধ সংগঠিত হবে এবং তারা তাদের গনীমতের মাল তাকসীম করবে। অতঃপর রোমানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মারাত্মক যুদ্ধ করবে, যার কারণে তাদের মধ্যে যারা যুদ্ধ করার সামর্থ্য রাখে তাদেরকে হত্যা করা হবে এবং নারী-শিশুদেরকে বন্দি করা হবে। এক পর্যায়ে রোমানরা বলবে, তোমরা আমাদের জন্য গনীমতের সম্পদ বন্টন করো, যেমন তোমাদের জন্য আমরা যাবতীয় সম্পদ ও নারী শিশুকে বন্টন করেছ। এরপর রোমানরা বলবে, তোমাদের শিশুদের থেকে যা তোমরা প্রাপ্ত হয়েছ সেগুলো তোমাদের মাঝে বন্টন করে দাও। জবাবে মুসলমানরা বলবে, আমরা কখনো মুসলমানদের সন্তানদেরকে তোমাদের মাঝে বন্টন করতে পারি না। একথা শুনে তারা বলবে, তাহলে তোমরা আমাদের সাথে গাদ্দারী করেছ। অতঃপর তারা কুস্তুনতুনিয়া নগরীতে তাদের মূল সম্রাটের কাছে ফিরে যাবে। গিয়ে বলবে, আরবরা আমাদের সাথে গাদ্দারী করেছে, অথচ আমরা সংখ্যায় তাদের থেকে অনেক বেশি এবং তাদের চেয়ে অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়ে আমরা বেশি শক্তিশালী। আপনি আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সাহায্য করুন। জবাবে সে বলবে, আমি তাদের সাথে গাদ্দারী করতে পারবো না, দীর্ঘদিন থেকে বিভিন্ন যুদ্ধে তারাই আমাদের উপর জয়লাভ করেছে। অতঃপর তারা রোমানদের সম্রাটের কাছে এসে বিস্তারিত আলোচনা করলে তিনি আশি প্লাটুন সৈন্য সমাগমের প্রতি মনযোগ দেন, প্রত্যেক ঝান্ডা বা প্লাটুনে প্রায় বারো হাজার করে সামুদ্রিক সৈন্য থাকবে। এরপর সে তার সৈন্যদেরকে বলবে, যখন তোমরা শাম দেশের বন্দরে নোঙ্গর করবে তখন তোমাদের প্রতিটি বাহনকে জ্বালিয়ে দিবে, যাতে করে তোমরা আবার

নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে জড়িয়ে না যাও। তারা তাদের সম্রাটের কথামত সব কাজ করবে ফলে শামের জল-স্থল উভয়ভাগ দখল করে নিবে। তবে দিমাশ্ক এবং আল-মু'তার শহরদ্বয় তাদের দখলমুক্ত থাকবে। ঐসময় বায়তুল মোকাদ্দাসকে বিরান ভূমিতে পরিণত করবে।" হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সে সময় দিমাশ্ক নগরীতে মুসলমানদের স্থান সংকুলান হবে কিনা? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কসম সেই সত্ত্বার যার হাতে আমার প্রাণ, দিমাশ্ক নগরীতে যেসব মুসলমানের আগমন হবে প্রত্যেকের সংকুলান হয়ে যাবে, যেমন বাচ্চাদানিতে শিশুর সংকুলান হয়ে যায়।" আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মু'তাক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্ল্যাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দেন যে, "আল-মু'তাক হচ্ছে, হিমসের নিকটবর্তী শামের সমুদ্রের পাশে একটি পাহাড়ের নাম । যাকে মূলতঃ আরণাত বলা হয়। মুসলমানদের সন্তানরা আল-মু'তাকের উঁচু স্থানে অবস্থান করবে। আর মুসলমানরা থাকবে আরণাতের সমুদ্রের নিকটে। আর মুশরিকরা থাকবে আরণাতের নদীর পিছনে। তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে সকাল-সন্ধ্যা যুদ্ধ করতে থাকবে। কুস্তুনতুনিয়ার সম্রাট এটা দেখতে পেলে তিনি ছয় লক্ষ সৈন্য নিয়ে কুনসারীনের স্থলভাগের দিকে মনোযোগী হয়ে উঠবে। এক পর্যায়ে সত্তর হাজারের বিশাল এক বাহিনী নিয়ে ইয়ামান থেকে এগিয়ে আসে। আল্লাহতা'আলা তাদের অন্তরকে ঈমানের আলোতে যেন আলোকিত করেন। তাদের সাথে হিমইয়ার নগরীর আরো চল্লিশ হাজার লোক যোগ দিবে। এক পর্যায়ে তারা বায়তুল মোকাদ্দাসে এসে পৌঁছবে এবং রোমানদের সাথে যুদ্ধ সংগঠিত হলে তারা মারাত্মকভাবে পরাজিত হবে। তাদেরকে দলে দলে বের করে দেয়া হবে। তারা ঐ সময় কুনসারীন এসে পৌঁছবে এবং তাদের কাছে মাদ্দাতুল মাওয়ালী আসবে।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম মাদ্দাতুল মাওয়ালী কি জিনিস? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তার হচ্ছেন, তোমাদের আযাদকৃত লোকজন এবং তারা তোমাদের থেকে হবে।

আরেক গোত্র পারস্যের দিক থেকে এগিয়ে আসবে এবং বলবে, হে আরবদল! তোমরা আমাদের বিপক্ষে স্বজনপ্রীতি দেখিয়েছ। আমরা কাউকে সহযোগিতা করতঃ দুই দলে বিভক্ত হব না। অথবা তোমাদের কালিমার সাথে ঐক্যমত পোষণ করব। অতঃপর তোমরা নাযার গোত্রের সাথে একদিন যুদ্ধ করবে, আবার একদিন যুদ্ধ করবে ইয়ামানীদের সাথে। ইতিমধ্যে রোমানরা আ'মাক এলাকার দিকে যেতে থাকবে। মুসলমানরা প্রসিদ্ধ একটি নদীর পাশে ছাউনি ফেলবে। অন্যদিকে মুশরিকগণ রকবা নামক একটি নদীর কিনারায় অবস্থান করবে। যে নদীকে মূলতঃ কালো নদী বলা হয়। এক পর্যায়ে উভয়পক্ষ ভয়াবহ এক যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়বে। এদিকে আল্লাহতা'আলা উভয়দল থেকে সাহায্য তুলে নিয়ে ধৈর্য্যধারণ করার সুযোগ দিবেন। যার কারণে মুসলমানদের এক তৃতীয়াংশ মৃত্যুবরণ করবে, অন্য এক তৃতীয়াংশ পলায়ন করিলেও আরেক তৃতীয়াংশ দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করে যাবে। যে তৃতীয়াংশ মৃত্যুবরণ করেছে তারা একেকজন বদর যুদ্ধে শাহাদাতবরণকারী দশজনের মর্যাদার সমতুল্য হবে। বদর যুদ্ধের প্রত্যেক শহীদ কমপক্ষে সত্তর জনের জন্য সুপারিশ করবেন আর উক্ত যুদ্ধের শহীদগন সাতশত জনের জন্য সুপারিশ করবেন। যে এক তৃতীয়াংশ পলায়ন করেছিল তারা আবার তিনভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক তৃতীয়াংশ রোমানদের সাথে মিশে গিয়ে বলবে, যদি আল্লাহতা'আলার কাছে এ দ্বীনের কোন প্রয়োজন হতো তাহলে অবশ্যই এদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। অথচ, তারা আরবদের সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। অন্য এক তৃতীয়াংশ বলবে, আমাদের বাপ-দাদার অবস্থান রোমানদের থেকে অনেক উর্দ্ধে। যার কারণে রোমানরা আমাদের কাছেও পৌঁছতে পারবেনা। তারা বলবে, আমাদেরকে গ্রামে পৌঁছে দাও। তারা হবে সত্যিকারের আরবের বাসিন্দাদের অন্তর্ভুক্ত। অন্য এক তৃতীয়াংশ বলবে, প্রত্যেক কিছু আল্লাহতা'আলার নাম এবং সিদ্ধান্তে হয়ে থাকে এবং শাম নগরীতে এক প্রকারের অকল্যাণ জড়িত। সুতরা আমরা সকলে ইরাক, ইয়ামান ও হেজাজ অভিমুখে চলে যাক, যেখানে রোমানদের পক্ষ থেকে আর কোনো আশঙ্কা

থাকবে না। যে এক তৃতীয়াংশ দৃঢ়চিত্ত্বে ছিল, তারা পরস্পরের সাথে জড়ো হয়ে বলবে, হে আল্লাহ! তাদের থেকে স্বজনপ্রীতি দূর করে দিন, যেন সকলে আপনার কালিমার উপর অটল থাকতে পারে এবং আপনার শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে। কেননা স্বজনপ্রীতি থাকা অবস্থায় আপনার পক্ষ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে না। অতঃপর তারা সকলে জমায়েত হয়ে একথার উপর বাইয়াত গ্রহণ করবে যে, তাদের শহীদ হওয়া ভাইদের সাথে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকবে। যখন রোমানরা মুসলমানদের আগমন দেখবে এবং তাদের কতক লোক মৃত্যুবরণ করাও উপলব্ধি করতে পারবে। একপর্যায়ে মুসলমানদের সংখ্যা স্বল্পতা দেখে জনৈক রোমান সৈন্য উভয় দলের মাঝখানে একটি লম্বা পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে যাবে। পতাকাটির সাথে একটি ক্রুশ সংযুক্ত থাকবে। উক্ত ক্রুশকে উঁচু করে ধরে এ মর্মে আওয়াজ দিয়ে উঠবে 'ক্রুশের জয় হয়েছে, ক্রুশের জয় হয়েছে'। এ অবস্থা দেখে মুসলমানদের এক মুজাহিদও একটি পতাকা হাতে উভয় দলের মাঝখানে এসে উচ্চস্বরে বলবে, 'বরং আল্লাহর সৈনিকদের জয় হয়েছে, বরং আল্লাহ্র সৈনিকদের জয় হয়েছে'। কাফেরদের 'ক্রুশের জয় হয়েছে' কথাটি শুনে আল্লাহতা'আলা কাফেরদের উপর খুবই রাগান্বিত হবেন, এবং ফেরেশতাদের সরদার হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে বলবেন, "হে জিবরাঈল আমার বান্দাদেরকে সাহায্য কর"। একথা শুনে জিব্রাঈল (আঃ) এক লক্ষ ফেরেশতার বিশাল বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে নেমে আসবেন। অতঃপর আল্লাহতা'আলা হযরত মিকাঈল (আঃ) কে বলবেন, "হে মিকাঈল! আমার বান্দাদেরকে সাহায্য কর"। একথা শুনে হযরত মিকাইল (আঃ) দুই লক্ষ ফেরেশতার বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে দ্রুত গতিতে নেমে আসবেন। অতঃপর আল্লাহতা'আলা বলবেন, "হে ইসরাফিল! আমার বান্দাদেরকে সাহায্য কর"। এ কথা শুনার সাথে সাথে হযরত ইসরাফিল (আঃ) তিন লক্ষ ফেরেশতার বিশাল বাহিনী নিয়ে নিচে নেমে আসবেন। আল্লাহতা'আলা মুসলমানদের আরো বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করলেও কাফেরদের উপর ক্রোধ প্রদর্শন করবেন। যার কারণ তারা অনেক সংখ্যক মারা পড়বে এবং পরাজিত

হবে। বিজয়ী বেশে মুসলমানরা রোমানদের এলাকায় প্রবেশ করতে করতে অমৃরিয়্যাহ এলাকায় পৌঁছে সেখানের সীমানায় অনেক লোকের সমাগম দেখবে। যারা বলবে, এত অধিক সংখ্যক রোমান বাহিনী মারা পড়তে আমরা আর কখনো দেখিনি। এত নির্মমভাবে পরাজিত হওয়াও আর দেখা যায়নি। আর এ শহরে এবং এ শহরের সীমানায় এত বেশি লোকও কখনো দেখা যায়নি। মুসলমানরা রোমানদেরকে ঈমান গ্রহণ করতে বলবে। না হয় জিযিয়া প্রদান করতে নির্দেশ দিবে। তারা জিযিয়া দিতে রাজি হলে রোমান এবং তার আশপাশের লোকজনের জন্য নিরাপত্ত্বা নিশ্চিত করা হয়। হঠাৎ করে সংবাদ পৌঁছবে, হে আরবদল! তোমাদের দেশে দাজ্জালের আবির্ভাব হয়েছে। অথচ সংবাদটি ডাহা মিথ্যা ছিল। এ খবর শুনে হাতের কাছে যার যা ছিল সবকিছু নিয়ে দাজ্জালের মোকাবেলা করতে এগিয়ে যায়। সেখানে পৌঁছে খবরটি মিথ্যা হিসেবে সাব্যস্থ হয়। এদিকে রোমানদের এলাকায় থাকা অবশিষ্ট মুসলমানদেরকে রোমানরা এমনভাবে হত্যা করবে, এক পর্যায়ে কোনো আরব নারী-পুরুষ কিছু ছেলে সন্তানকে রোম দেশে রাখেনি, বরং সবাইকে সমূলে হত্যা করেছে। এ সংবাদ মুসলমানরা পাওয়ার সাথে সাথে আবারো তারা ফিরে আসবে। এদিকে আল্লাহতা'আলা তার ক্রোধকে আবারো প্রকাশ করবেন, যার কারণে রোমানদের যুবকদেরকে হত্যা করা হবে এবং নারী–শিশুদেরকে বন্দি করা হবে। এ যুদ্ধে অনেক গনীমতের মাল মুসলমানদের হস্তগত হবে। যেকোনো শহর কিংবা কেল্লায় মুসলমানগণ হামলা করলে তিন দিনের ভিতরেই সেটা জয় করা সম্ভব হতো। প্রতিটা শহর-কেল্লা জয় করার পর মুসলমান সাগরের কিনারায় গিয়ে ছাউনি ফেলবে এবং সমুদ্রের প্রবাল জোয়ারের কারণে গোটা এলাকা প্লাবিত হয়ে যাবে। ইস্তাম্বুলের অধিবাসিরা এ অবস্থা অবলোকন করে বলবে, সমুদ্র আমাদেরকে যথেষ্ট জোয়ার দিয়েছে এবং মাসীহও আমাদের সাহায্যকারী। কিন্তু তাদের সকল আশা–ভরশা নিরাশায় পরিণত করে সকাল হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র শুকিয়ে যায় এবং তার মধ্যে মুসলমানরা তাবু স্থাপন করে এবং ইস্তাম্বুলের নদীর উপর একটি ব্রীজ তৈরী করে। এদিকে জুমার রাত্রিতে মুসলমানরা

কাফেরদের শহরকে তাহমীদ, তাকবীর ও তাহলীল দ্বারা সকাল পর্যন্ত অবরুদ্ধ করে রাখে। তাদের কেউ ঘুমানোর কিংবা বসার সুযোগ পায়নি। সকাল হওয়ার সাথে সাথে মুসলমানরা উচ্চস্বরে তাকবীর দিয়ে উঠলে দুই বুরুজের মাঝামাঝি এলাকা ধ্বসে পড়ে যায়। নিজেদের এ অবস্থা দেখে রোমানরা বলবে, এতদিন পর্যন্ত আমরা আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছিলাম, বর্তমানে আমাদের প্রভুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। যেহেতু তিনি আমাদের শহরকে ধ্বসে দিয়েছেন এবং আমাদের এলাকাকে বিরান ভূমিতে পরিণত করেছেন। রোমানদের এলাকায় মুসলমানরা অবস্থান করতে থাকবে, ঢালের মাধ্যমে স্বর্ণকে ওজন দেয়া হবে এবং তাদের নারী ও শিশুদেরকে বন্টন করা হবে। তারা সংখ্যায় এত বেশি হবে, যার কারণে একজন পুরুষ তিনশত কুমারী নারীর মালিক হবে। তাদের হাতে থাকা প্রত্যেকটি বস্তু দ্বারা তারা উপকৃত হতে থাকবে। এরপর বাস্তবিকই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। ঐ সময় কতক আল্লাহর ওলীর হাতে কুস্তুনতুনিয়া তথা ইস্তাম্বুল নগরীর জয় হবে। তারা এমন আল্লাহর ওলী যারা দীর্ঘদিন পর্যন্ত হায়াত পাবেন এবং আল্লাহতা'আলা তাদেরকে সুস্থ রাখবেন। এক পর্যায়ে সায়্যিদুনা হযরত ঈসা (আঃ) আগমন করলে তারা ঈসা (আঃ) এর সাথে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন।"

হাদিস নং ১২৫৩

হযরত কা'বে আহবার (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোম বিজয় হওয়ার পর সমুদ্রে আর কখনো জাহাজ চলবে না। এর পর হযরত কা'ব (রহঃ) বলেন, আ'মাক এলাকার যুদ্ধ যাবতীয় ফিৎনার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, তিনটি গোত্র পুরোপুরিভাবে তাদের প্রজাসহ কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। হাম্রা গোত্রের মাঝে মারাত্মকভাবে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে এবং তারাও কাফেরদের দলভুক্ত হয়ে যাবে। হযরত কা'ব (রহঃ) আরো বলেন, যদি তিনটি বিষয় না হতো তাহলে আমি এক মুহূর্তও জীবিত থাকা পছন্দ করতাম না। **প্রথম হচ্ছে,** আরবদের থেকে লুণ্ঠন করা। কেননা এর দ্বারা

তাদের অনেকে নিজ এলাকা ছাড়তে বাধ্য হবে। তিনি বিভিন্ন যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করেছেন। অতঃপর তারা বলবে, যেমন ইসলামের প্রাথমিক যুগে বলেছিল, যখন সাহায্য চাওয়া হয়েছিল তখন তারা বলেছিল, তুমি আমাদের ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন নিয়ে ব্যস্ত করে রেখেছ। এ আহবানে কেউ কেউ সাড়া দিয়েছিল, আবার কেউ প্রত্যাখান করেছিল। তাদের থেকে ভয়াবহ যুদ্ধকালীন দ্বিতীয়বার সাহায্য চাওয়া হলে তারা সরাসরি অস্বীকার করে দেয়। এক পর্যায়ে তাদেরকে সম্বোধনপূর্বক যে আয়াতটি নাযিল করা হয়েছিল সেটা তাদের উপর প্রয়োগ করা হয়। যেমন আল্লাহতা'আলা এরশাদ করেন *"তাদের থেকে যারা বিরোধীতাকারী রয়েছেন তাদেরকে বলে দিন, অতিসত্ত্বর তোমাদেরকে ভয়াবহ এক যুদ্ধের প্রতি আহবান করা হবে, তোমরা তাদের মোকাবেলা করবে, না হয় তারা আত্মসমর্পণ করবে।"* মূলতঃ এটিই হচ্ছে, আরবদের যুদ্ধ। বনু কালবের যুদ্ধের দিন যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে তারাই হচ্ছে, লাঞ্ছিত ও অপদস্ত জাতি। **দ্বিতীয়টি হচ্ছে,** যদি আমি বড় এবং ভয়াবহ যুদ্ধে শরীক না হতে পারতাম। যেহেতু সেদিন নিঃসন্দেহে আল্লাহতা'আলা প্রত্যেক অস্ত্রধারীর উপর কাপুরুষতা অবলম্বন করাকে হারাম করে দিবেন। সেদিন কোনো মুজাহিদ কাফেরকে তলোয়ারের উল্টো সাইড দ্বারা আঘাত করলেও কেটে টুকরো হয়ে যাবে। **তৃতীয় হচ্ছে,** যদি আমি কাফেরদের শহর জয়ের মিশনে শরীক না হতাম। কেননা, সে যুদ্ধ ছাড়া বাকি সব যুদ্ধ খুবই ছোট ও নগণ্য সাব্যস্ত হবে। হযরত কা'বের কাছে কেউ জানতে চাইল, যেসব গোত্র কাফেরদের দলভুক্ত হয়ে যাবে, তারা কারা? জবাবে তিনি বললেন, তানুখ, বাহযা, কলব গোত্র। বনু কাজাযার একলোক এদেরকে কাফেরদের সাথে সংযুক্ত করার নানান ধরনের কৌশল অবলম্বন করবে। এভাবে তারা শামবাসীদের থেকে বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন ধরনের উপকার গ্রহণ করবে। এক পর্যায়ে সময়-সুযোগমত তাদের দলভুক্তও হয়ে যাবে।

হাদিস নং ১২৫৪

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য এমন এক বিজয়ার্জন হয়েছে, যা ইতিপূর্বে কখনো হয়নি। এরপর আমি তাকে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনাকে বিজয় এসে মোবারকবাদ জানায়। আপনি এ যুদ্ধে খুব ভালোভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "নিঃসন্দেহে, কসম সেই সত্ত্বার যার হাতে আমার প্রাণ, হে হুজায়ফা! ছয় নিদর্শন রয়েছে, যার প্রথমটি হচ্ছে, আমার মৃত্যুবরণ করা। একথা শুনে আমি বললাম, ইন্নালিল্লাহী.....। এরপর হচ্ছে, বায়তুল মোকাদ্দাসের বিজয়, এরপর, এমন এক ফেৎনা, যার মধ্যে বড় দুই দলের মধ্যে মারাত্মক যুদ্ধ সংগঠিত হবে। প্রায় গণহত্যার রূপ নিবে। উভয় দলের দাবি হবে এক। এরপর তোমাদের প্রতি গণহারে মৃত্যুবরণ করা ধেয়ে আসবে, যেমন মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ছাগল গণহারে মারা যায়। অতঃপর মানুষের মধ্যে ব্যাপকহারে সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, কেউ কাউকে একশত দীনার দান করলেও কম মনে করে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে। এরপর বনু আসফারের বাদশাহদের সন্তানদের মধ্যে এক শিশু জন্মলাভ করবে।" আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বলুন আসফার কারা? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "বনুল আসফার হচ্ছে রোমানরা। শিশুটি দ্রুত গতিতে বেড়ে উঠতে থাকবে। একটি শিশু একমাসে যতটুকু বেড়ে উঠে এ শিশুটি একদিনে অতটুকু পরিমাণ বাড়বে। অন্য শিশু এক বৎসরে যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এ শিশুটি এক মাসে ততটুকু পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। শিশুটি বালেগ হলে সকলে তাকে এতবেশি মহব্বত এবং অনুসরণ করবে যা ইতিপূর্বে কোনো রাজা-বাদশাহকে করা হয়নি। একদিন সে তার গোত্রের লোকজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলবে, এখনো কি আরবদের এই দলকে ত্যাগ করার সময় আসেনি। যারা সর্বদা তোমাদের পক্ষ থেকে এক প্রকার সহানুভুতি

পেয়ে আসছে অথচ আমরা সংখ্যায় তাদের চেয়ে অনেক বেশি এবং জলভাগ ও স্থলভাগে আমাদের রসদপত্র অনেক। সুতরাং আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কবে তাদের সঙ্গ আমরা ত্যাগ করব। আমি তোমাদেরকে এমন কত বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করছি, যা তোমরা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছ। এ কথাগুলো বলার এক পর্যায়ে তাদের মুরব্বীদের কয়েকজন দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, হ্যাঁ, তোমার কথা ঠিক এবং সিদ্ধান্ত তোমার উপর ন্যস্ত করলাম। নেতাদের সমর্থন পেয়ে সে বলে উঠল, আমরা সকলে এ কথার শপথ গ্রহণ করতে হবে যে, আরবদেরকে নিঃশেষ করে দেয়া ছাড়া আমরা তাদের সঙ্গ ত্যাগ করবো না। অতঃপর তারা রোম দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে সৈন্য প্রেরণের জন্য আবেদন জানাবে। তারা আশি প্লাটুন সৈন্য দিয়ে সহযোগিতা করবেন। প্রত্যেক প্লাটুনের পতাকার অধীনে বার হাজার যোদ্ধা থাকবে। দ্রুত সময়ের মধ্যে তার কাছে সাত লক্ষ ছয় শত যোদ্ধা এসে উপস্থিত হবে। প্রত্যেক জাযিরাতে আবারো লিখে পাঠাবে, যেন জাহাজের ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে তিনশত জাহাজ প্রস্তুত হয়ে যাবে। একদিন সেই এবং তার সৈন্য রসদপত্র সহ জাহাজে আরোহণ করবে। যার ফলে এন্তাকিয়া এবং আরীশের মাঝামাঝি জায়গায় শুধু তাদেরকেই দেখা যাবে। তবে সেদিন খলীফা অনেক ঘোড়া এবং অসংখ্য রসদপত্র প্রেরণ করবেন। এক পর্যায়ে তাদের সামনে একজন দাঁড়িয়ে বলবেন, তোমরা কি উপলব্ধি করছ, আমি তোমাদেরকে নিজেদের সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দিচ্ছি। আমি কিন্তু কঠিন এক মুহূর্ত দেখতে পাচ্ছি, আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহতা'আলা তার ওয়াদা পূর্ণ করবেন, এবং সকল দ্বীনের উপর আমাদের দ্বীনকে প্রাধান্যতা দিবেন। তবে এখন আমাদের সম্মুখে বিরাট এক মসিবত উপস্থিত।" আমি একথা ভালো মনে করছি যে, আমি এবং আমার সাথে যারা রয়েছে সকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মদীনায় ফিরে যাব। এরপর ইয়ামানসহ অন্যান্য আরব দেশে লিখে পাঠাব। নিঃসন্দেহে একথা সত্য যে, যারা আল্লাহকে সাহায্য করে আল্লাহতা'আলা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন, কাফেরদের এ ভূখন্ড ছেড়ে গেলেও তারা আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা। হয়তো

দেখা যাবে সেটা পুনরায় তোমাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "তারা বের হয়ে যাবে এবং আমার শহরে এসে পৌঁছবে, যার নাম হবে তাইবা। সেখানে মুসলমানরা অবস্থান করবে। বিভিন্ন দেশ থেকে তারা মদীনায় এসে অন্যান্য আরব দেশে সাহায্য চেয়ে সংবাদ পাঠাবে। এভাবে মদীনায় বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা বিশাল সৈন্য বাহিনীর জমায়েত হবে। যা মদীনাতে সংকুলান হবে না। এরপর তারা খালি হাতে ঐক্যবদ্ধভাবে বের হয়ে ইমামের হাতে মৃত্যুর উপর বাইয়াত গ্রহণ করবে। অর্থাৎ বিজয় কিংবা মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ়তার সহিত অবস্থান করার বাইয়াত গ্রহণ করবে। এভাবে বাইয়াত করার পর প্রত্যেকে তলোয়ারের খাপ ভেঙ্গে ফেলবে এবং কোনো প্রকারের লৌহবর্ম পরিধান করা ছাড়া সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। মুসলমানদের এ অবস্থা দেখে রোমানদের সম্রাট বলে উঠবে, মুসলমানরা এ ভূখন্ড দখল করার জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসছে। তারা জীবনবাজি রেখে তোমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এখন আমি তাদের কাছে লিখে পাঠাব যে, তাদের হাতে বন্দি যেসব অনারব রোমান রয়েছে তাদেরকে যেন আমার হাতে তুলে দেয়া হয়। তারা এ কথার উপর রাজী হলে, আমরা তাদের এ ভূখন্ডকে তাদের জন্য ছেড়ে দিব। এই এলাকা আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। তারা একথার উপর একমত হলে, আমি সেটা সানন্দে গ্রহণ করব, অন্যথায় তাদের সাথে যুদ্ধ করব। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ আমাদের এবং তাদের মাঝে একটা ফায়সালা করেন। তাদের এ সিদ্ধান্ত মুসলমানদের সুলতানের কাছে পৌঁছলে তিনি রোমান সম্রাটকে বলে পাঠাবেন, আমাদের কাছে অনারব যেসব রোমান রয়েছে, যদি তারা রোমানদের কাছে ফিরে যেতে চায় তাহলে আমাদের পক্ষ থেকে কোনো বাধা নেই, তারা স্বেচ্ছায় চলে যেতে পারে। একথা শুনে ঐসব অনারব রোমানদের একজন দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মকে গ্রহণ করা থেকে আমরা আল্লাহর কাছে মাফ চাচ্ছি। অতঃপর তারাও আগের মুসলমানদের ন্যায় মৃত্যুর উপর বাইয়াত গ্রহণ করবেন। এবং মুসলমানদের

কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সামনে অগ্রসর হতে থাকবে। মুসলমানদের অগ্রযাত্রা আল্লাহর দুশমনগণ দেখতে পেয়ে অত্যন্ত আগ্রহী ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। অতঃপর মুসলমানরা তাদের তলোয়ার উন্মুক্ত করে তালোয়ারের খাপ সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে ফেলবে। এদিকে আল্লাহতা'আলা তার দুশমনের উপর যথেষ্ট রাগান্বিত হবে। এক পর্যায়ে মুসলমানরা কাফেরদেরকে এত ব্যাপকভাবে হত্যা করবে, যার কারণে ঘোড়ার অর্ধেক অংশ পর্যন্ত রক্তে ডুবে যাবে। এরপর তাদের যারা বাকি থাকবে তারা রাত্র-দিন সফর করে তাইবার দিকে যেতে থাকবে। ফলে তারা মনে করবে যে, সত্যিই তারা দূর্বল হয়ে গিয়েছে। এক পর্যায়ে আল্লাহতা'আলা তাদের প্রতি এক ধরনের তীব্র বাতাস প্রবাহিত করলে তারা পূর্বের স্থানে ফেরৎ যাবে। এরপর মুহাজিরদের হাতে তাদেরকে এমনভাবে হত্যা করা হবে, তাদের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছানোর জন্যও কেউ বাকি থাকবেনা। হে হোজায়ফা! মূলতঃ এটিই হচ্ছে, তীব্র যুদ্ধ। তারা দীর্ঘদিন জীবিত থাকবে, এরপর তাদের কাছে সংবাদ আসবে যে, দাজ্জালের আবির্ভাব হয়েছে।"

হাদিস নং ১২৫৫

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। মুসলমানদের ইমাম বায়তুল মোকাদ্দাসে অবস্থান করা কালীন মিশর ও ইরাকের বাসিন্দাদের নিকট সাহায্য চেয়ে অনেক লোক পাঠাবেন। কিন্তু তারা কেউ সাহায্য করবেনা। বুরাইদা হিমসের একটি শহরে পৌঁছলে সেখানে দেখতে পায় যে, অনারব ও রোমানরা সে শহরের নারী-শিশুকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। তার কাছে এটা খুবই মারাত্মক একটা ঘটনা মনে হল। যার ফলে সে উপস্থিত মুসলমানদের সাথে নিয়ে আ'কা নগরীতে কাফেরদের গতিরোধ করে এবং উভয় দলের মাঝে তীব্র যুদ্ধ সংগঠিত হয়। আল্লাহতা'আলা কাফেরদের পরাজিত করবেন। তাদেরকে ধাওয়া করতে করতে তাদের শহর পর্যন্ত নিয়ে যাবে এবং হিমস পৌঁছে সেটাও কাফেরদের হাত থেকে মুক্ত করবে।

হাদিস নং ১২৫৬

হযরত হাসসান ইবনে আতিয়্যাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আ'কার সমতলভূমিতে রোমানরা ছাউনি ফেললে ফিলিস্তিন, জর্দান এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের উপর জয়লাভ করলেও দীর্ঘ চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও আফীক গিরিপথ অতিক্রম করতে পারবেনা। এদিকে মুসলমানদের ইমাম তাদেরকে আ'কা নগরীর টীলাতে অবরুদ্ধ করে রাখবে এবং কাফেরদেরকে গণহারে হত্যা করবে, যার কারণে ঘোড়ার অর্ধেক অংশ পর্যন্ত রক্তে ভিজে যাবে। আল্লাহতা'আলা কাফেরদেরকে পরাজিত করবেন এবং তাদের সকলকে হত্যা করা হবে। তবে তাদের একটি দল প্রথমে লেবাননের পাহাড়ে চলে যাবে, পরবর্তীর্তে রোমান অধ্যুষিত একটি পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে প্রাণে বেঁচে যাবে।

হাদিস নং ১২৫৭

হযরত মাকহুল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোমান সৈন্যবাহিনী দীর্ঘ চল্লিশ দিন পর্যন্ত শাম নগরীর উপর আক্রমণ করে তেমন কোনো ফলাফল অর্জন করতে পারবেনা, বরং দিমাশ্ক ও বলক শহরের উঁচু এলাকার কিছু অংশ দখল করতে সক্ষম হবে।

হাদিস নং ১২৫৮

আবুল আইয়াছ আব্দুর রহমান ইবনে সুলাইমান (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক রোমান সম্রাট শাম দেশের উপর আক্রমণ করে দিমাশ্ক ও আম্মান এলাকা ছাড়া প্রায় পুরোটি দখল করে নিবে। এর কিছুদিন পর তারা পরাজয় বরণ করবে এবং রোম ভূখন্ডে কায়সারিয়্যাহ শহর প্রতিষ্ঠা করবে। এরপর শাম এলাকার পক্ষ থেকে বিরাট এক সৈন্য বাহিনী গঠন করা হবে। অতঃপর আদন শহরে আবইয়ান নামক এলাকা থেকে একটি আগুন প্রকাশ পাবে।

হাদিস নং ১২৫৯

হযরত তাবী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এরপর রোমানরা সন্ধির প্রস্তাব পাঠালে মুসলমান বা তাদের সাথে চুক্তি করবে। এরকম চুক্তির মাধ্যমে সকলের মাঝে নিরাপত্তা এমনভাবে কাজ করবে একাকী কোন মহিলা দারব্ থেকে শাম নগরীর দিকে নিশ্চিন্তে যাতায়াত করতে পারবে। তখন রোমানদের এলাকায় কায়সারিয়া নামক একটি শহর আবাদ করা হবে। উক্ত সন্ধিকালীন সময়ে কুফাবাসিরা পরস্পর মারাত্মকভাবে সংঘাতে লিপ্ত হবে। এটা হয়তো মুসলমানদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা থেকে বিরত থাকার কুফল হতে পারে। নাকি তাদের জন্য আরেকটি লাঞ্ছনা অপেক্ষা করছে। অন্যদিকে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে আসলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমোদন হয়ে যাবে। এবং রোমানরাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন এলাকার সাহায্য চেয়ে পাঠাবে। তোমাদেরকেও সাহায্য করা হবে। এক পর্যায়ে তোমরা টীলা বিশিষ্ট এক এলাকায় ছাউনি ফেলবে। কিছুক্ষণ খ্রীষ্টানদের থেকে একজন বলে উঠবে, তোমরা আমাদের ক্রুশের বদৌলতে জয়লাভ করেছ, সুতরাং আমাদের গনীমতের অংশ এবং নারী–শিশুদের অংশ আমাদের দেয়া হোক। এদিকে মুসলমানরা সেগুলো দিতে অস্বীকার করলে আবারো তীব্র যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাবে। অতঃপর মুসলমানরা ফিরে এসে ভয়াবহ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

হাদিস নং ১২৬০

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত যু মিখবার ইবনে আখী নাজ্জাশী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, “তোমাদের এবং রোমানদের মাঝে বিশেষ এক চুক্তি সম্পাদিত হবে। তোমাদের সকলের দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরা উভয় দল গনীমত প্রাপ্ত হবে।”

হাদিস নং ১২৬১

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুস্তুনতুনিয়া অর্থাৎ, ইস্তামবুল এলাকায় তোমরা তিন প্রকারের যুদ্ধ করবে, প্রথম যুদ্ধে তোমরা অনেক বালা-মসীবতের সম্মুখীন হবে, দ্বিতীয়তঃ তোমাদের এবং তাদের মাঝে বিশেষ এক চুক্তি সম্পাদিত হবে, যার ফলে তাদের শহরে তোমরা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এবং তারা এবং তোমরা মিলে তৃতীয় আরেক দল শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, অতঃপর তোমরা ফিরে এসে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তৃতীয়তঃ রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আল্লাহতা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করবেন।

হাদিস নং ১২৬২

হযরত যু মিখবার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, "তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত ও গনীমতের মাল নিয়ে ফেরৎ আসবে এবং টীলা বিশিষ্ট একটি পর্বতে ছাউনি ফেলবে। যেখানে জনৈক লোক বলে উঠবে, ক্রুশের জয় হয়েছে। একথা শুনে অন্য এক মুসলমান বলবে, না, বরং আল্লাহতা'আলারই জয় হয়েছে। এভাবে কিছুক্ষণ তর্কবিতর্ক চলতে থাকলে হঠাৎ একজন মুসলমান তার কাছে থাকা ক্রুশের দিকে ছুটে গিয়ে ক্রুশটি ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলবে। সে এ কাজটি করার সাথে সাথে সকল খ্রীষ্টান তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে এবং তাকে নির্মমভাবে হত্যা করবে। এ অবস্থা দেখে মুসলমানরা তাদের অস্ত্রের প্রতি ধাবিত হবে এবং আল্লাহতা'আলা মুসলমানদের এই দলকে শাহাদত নসীব করার মাধ্যমে সম্মানিত করবেন। অন্যদিকে কাফেররা তাদের সম্রাটের কাছে এসে বলবে, আমরা আপনার পক্ষ থেকে আরবদেরকে উত্তম শায়েস্তা করে এসেছি। এরপর তার চুক্তি ভঙ্গ করতঃ গাদ্দারী করে ভয়াবহ যুদ্ধের জন্য সৈন্য সমাগম করবে।

হাদিস নং ১২৬৩

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোমানরা তাদের সাথে থাকা লোকজনের সাথে গাদ্দারী করবে, অতঃপর তোমরা সৈন্যের জমায়েত করবে। ইতোমধ্যে একজন রোমীর নেতৃত্বে সমুদ্রপথে রোমানদের বিশাল এক বাহিনী এসে উপস্থিত হবে। যার নেতৃত্বে এই বাহিনী রয়েছে তাকে আল-জামাল বলা হয়। তার পিতামাতার একজন শয়তান কিংবা জ্বিন ছিল। জাহাজের সাহায্যে চলতে চলতে আকা নগরীর আ'মাক এলাকার এক গীর্জার পাশে ছাউনি ফেলবে।

হাদিস নং ১২৬৪

হযরত আরতাত ইবনুল মুনযির (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দিমাশ্ক থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে কখনো মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হলে তোমরা ভয়াবহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর।

হাদিস নং ১২৬৫

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ছয় হাজার জাহাজের উপর আরোহণ পূর্বক বিশাল এক বাহিনীর আত্মপ্রকাশ হবে, অতঃপর তারা সেই জাহাজ জ্বালিয়ে–পুড়িয়ে দিবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তখনই যুদ্ধ-বিগ্রহ, ব্যাপক আকার ধারণ করবে।

হাদিস নং ১২৬৬

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সে জাহাজগুলো এমনভাবে জ্বলতে থাকবে, যার দ্বারা জুদাম এলাকায় অবস্থিত উটের উপরিভাগ আলোকিত হয়ে যাবে।

হাদিস নং ১২৬৭

হযরত আবু মুসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি একদা শাম দেশে অবস্থানরত তার গোত্রের লোকজনকে বলেন, হে আশআরী সম্প্রদায়! তোমরা কৃষি ক্ষেত, ঘর-বাড়ি বানানো থেকে দূরে থাক, কেননা সেগুলো তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না, বরং তোমরা উন্নতমানের তলোয়ার বানাও, ঘোড়া লালন-পালন কর এবং লম্বা লম্বা তীর প্রস্তুত করতে থাক।

হাদিস নং ১২৬৮

ইবনে শিহাব যুহরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, হয়তো রোমানরা তাদের এলাকা থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতকে বের করে দেয়ার পর একমাত্র গমই তাদের রিযিক হবে।

হাদিস নং ১২৬৯

হযরত তরীক ইবনে ইয়াযিদ আল-কালবী তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন আমাকে ওরওয়াহ ইব্নুয যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ঐ সময় তার চুল-দাড়ি একেবারে সাদা রূপ ধারণ করেছে। তিনি বলেন, হে আহলুশ শামের ভ্রাতা! নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে রোমানবাহিনী তোমাদের শাম দেশ থেকে বের করে দিবে এবং অবশ্যই রোমানদের অশ্বারোহীরা এই পাহাড়ের উপর অবস্থান করবে। যে দিন সেই পাহাড়টি সিলা নামক পাহাড়ের উপর থাকবে, অতঃপর তারা শহরবাসিকে বন্দি করে নিবে। এরপর আল্লাহতা'আলা রোমানদের বিরুদ্ধে সাহায্য অবতরণ করবেন।

হাদিস নং ১২৭০

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বড় ও ভয়াবহ যুদ্ধে কাফের সম্প্রদায়ের সম্রাটদের থেকে বারজন শরীক হবে। তাদের সবচেয়ে ছোট রাজ্য এবং কম সৈন্যের অধিকারী হচ্ছেন রোমানদের সম্রাট। আল্লাহর কসম! ইয়ামেনে দুই প্রকার গচ্ছিত সম্পদ ছিল। ইয়ারমুক যুদ্ধে তার একটি

নিয়ে আসা হয়েছিল। সে সময় বনু আসাদের লোকসংখ্যা পৃথিবীর লোক সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ ছিল। দ্বিতীয় খাজিনাকে নিয়ে আসা হবে ভয়াবহ যুদ্ধের দিন। তার সৈন্যবাহিনী হবে, সত্তর হাজার, তাদের তলোয়ার হবে 'আল-মাসাদ'।

হাদিস নং ১২৭১

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন বিশেষ এক প্রকার ভূতের পুজা করা হবে এবং রোমানবাহিনী শামের উপর জয়লাভ করবে, সেদিন তারা কুরাজবাসির কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠাবে এবং তাদের উটের উপর সওয়ার হয়ে উপস্থিত হবে। তাহলে কুরাজ বলতে, কেউ, আহলে হেজাজ বলেছেন, আবার কেউ বলেছেন আহলে ইয়ামান।

হাদিস নং ১২৭২

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অবশ্যই সামরিক সাহায্য আসবে এবং তাদের ও তোমাদের মাঝে একটা ফায়সালা হবে।

হাদিস নং ১২৭৩

আল্লাহতা'আলার বক্তব্য *"নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে বিপুল সামরিক শক্তির অধিকারী শক্তিশালী এক দুশমনের সাথে মোকাবেলা করার জন্য আহ্বান করা হবে।"* এই আয়াতের মর্ম বয়ান করতে গিয়ে রোমানরা বলে, সেটা হচ্ছে, ভয়াবহ যুদ্ধের দিন। তবে কা'বে আহবার (রহঃ) বলেন, আরবদের সামনে ইসলাম পেশ করা হলে তারা বলে উঠল, আমাদের ধন-সম্পদ এবং পরিবার পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছে। অতঃপর আল্লাহতা'আলা কুরআনের আয়াত নাযিল করার মাধ্যমে বলেন, অতিসত্ত্বর তোমাদেরকে কঠিন ও প্রচন্ড রণশক্তির অধিকারী এক গোত্রের প্রতি আহবান করা হবে। সেটা ভয়াবহ যুদ্ধের দিন। ঐসময় তারা একথা বলবে যা ইসলামের শুরু

অবস্থায় বলেছিল যে, আমাদেরকে ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা ও পরিবার-পরিজন ব্যস্ত করে রেখেছে। আর তখনই আয়াতের বিধান তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। অর্থাৎ, তাদের উপর কঠিন শাস্তি এসে পড়বে। আমি উক্ত হাদীস আব্দুর রহমান ইবনে ইযীদের সামনে পেশ করলে তিনি সেটাকে সত্যায়ন করেছেন। হাদীস বর্ণনাকারী বাকিয়্যাহ বলেন, যদি কাফেরদের শহর জয় করাকে স্বচক্ষে দেখার আগ্রহ আমার মধ্যে না থাকত তাহলে আমি জীবিত থাকা পছন্দ করতাম না। কেননা সেদিন আল্লাহতা'আলা প্রত্যেক যুবকের জন্য কাপুরুষতা অবলম্বন করাকে হারাম করে দিয়েছেন। বর্ণনাকারী সাফওয়ান (রহঃ) বলেন, আমাদের শেখ হাদীস বর্ণনা করেছেন, আরবদের মাঝে সেদিন অনেকে মুরতাদ হয়ে কাফের হয়ে যাবে, আবার অনেকে ইসলামের সাহায্যের ক্ষেত্রে সন্দেহপোষণকারী হয়ে যাবে এবং তাদের সৈন্যরাও যথেষ্ট সন্দেহকারী হবে। আর যখন সেদিন মুসলমানরা জয় লাভ করবে্ তখনই মুসলমানদের থেকে মুরতাদ হয়ে যাওয়া এবং সন্দেহপোষণকারীদের উপর আক্রমণ করার জন্য লোক পাঠানো হবে। অতঃপর যারা গণীমতের ক্ষেত্রে আত্মসাৎ করার আশ্রয় নিয়েছে তারা সেদিন মারাত্মকভাবে লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার স্বীকার হয়েছে।

হাদিস নং ১২৭৪

হাদিসটি পাওয়া যায়নি

হাদিস নং ১২৭৫

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেসব দলকে আল্লাহতা'আলা বিজয়ী করতে ইচ্ছা করেন, তাদেরকে অবশ্যই বিজয়ী করবেন। যার কারণে তাদের দুশমনরা ধীরে ধীরে দূরে সরে যাবে। অতঃপর কিছু লোক না বুঝে শুনে কুফরীকে গ্রহণ করে নিবে। হাদীস বর্ণনাকারী মুহাম্মদ বলেন, আমরা কাফের হয়ে যাওয়া এবং মুরতাদ হওয়াকে এক জিনিসই মনে করি।

হাদিস নং ১২৭৬

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে আরবের এক গোত্র পুরোপুরিভাবে রোমবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, পুরোপুরিভাবে বলতে কি বুঝায়? উত্তরে তিনি বললেন, তাদের সব জনগণ আমার কথা শুনে। তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ, হে আবু মুহাম্মদ! অতঃপর তিনি খুবই রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলে উঠলেন, আল্লাহ পাক চাইছেন এবং সেটা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

হাদিস নং ১২৭৭

হযরত আব্দুল্লাহ রহমান ইবনে সানাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, এক তৃতীয়াংশ কাফের হয়ে যাবে এবং এক তৃতীয়াংশ সন্দেহজনক ভাবে ফেরৎ আসবে। অতঃপর তার ধ্বসে পড়বে।

হাদিস নং ১২৭৮

আবু আব্দুর রহমান কাসেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমানদের নিম্নস্তরের একদল আককা এবং এনতাকিয়ার গভীরে অবস্থান করবে। তাদের জন্য জমিন মারাত্নকভাবে ফেটে যাবে, যদ্দরা তারা তার ভিতরে ঢুকে পড়বে। সেখানে থেকে তারা জান্নাত তো দেখবেই না, এমন কি কখনো নিজের পরিবারের কাছেও ফেরৎ আসতে পারবে না।

হাদিস নং ১২৭৯

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, সৈন্যদের এক তৃতীয়াংশ লোক পরাজিত হবে এবং তারাই হবে আল্লাহতা'আলার কাছে নিকৃষ্টতম মাখলুকের অন্তর্ভুক্ত।

হাদিস নং ১২৮০

হযরত আবান ইবনুল ওলীদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযিয়াল্লাহু আনহু একদিন হযরত মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে কথা বলতে গিয়ে তার কাছে যুগের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আখেরী যামানায় জনৈক লোক প্রায় চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকবে। তার রাজত্ব সাত বৎসর বাকি থাকতে বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ-বিগ্রহ হতে থাকবে। অসম্ভব পেরেশানীর সম্মুখীন হয়ে আমাক স্থানে মারা যাবে। অতঃপর লম্বা নাকের অধিকারী এক লোকের হাতে ক্ষমতা যাবে, তার হাতে বিজয় আসবে।

হাদিস নং ১২৮১

হযরত সাফওয়ান (রহঃ) থেকে বর্ণিত। কা'ব (রহঃ) এরশাদ করেছেন, ১০০৪ হিজরী সনের মধ্যে সব ধরনের খলীফাকে হত্যা করা হবে। কেবলমাত্র আমীর এবং ঝান্ডা বাহকরাই বাকি থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘোষণা মতে, এর থেকে মারাত্মক আর কোনো মসিবত হবে না।

হাদিস নং ১২৮২

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একদা তার নিকট বারোজন খলীফা এবং আমীরের আলোচনা করা হলে, তিনি এরশাদ করেন, আল্লাহর কসম! উক্ত রক্তপাতের পর খলীফা মনসুর, মাহদী সিংহাসনে বসবে। এক পর্যায়ে তারা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) এর সাথে মিলিত হবে।

হাদিস নং ১২৮৩

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাক নামক স্থানে তীব্র যুদ্ধ সংঘঠিত হবে, তখন সাহায্য–সহযোগিতা তুলে নেয়া হবে। মানুষ ধৈর্য হারা হয়ে যাবে এবং উভয় পক্ষ পরস্পরের প্রতি ভারী অস্ত্র প্রদর্শন করবে।

সর্বত্র এত বেশি রক্তপাত হবে, লাগাতার তিনদিন পর্যন্ত ঘোড়ার অর্ধেক পর্যন্ত রক্তের মধ্যে ডুবে থাকবে। একমাত্র রাত্র ব্যতীত যুদ্ধ থেকে কোনো জিনিসই তাদেরকে বিরত রাখতে পারবে না। এমন মুহূর্তে একদল লোক ঘোষণা করবে, ইসলাম একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল, এখন সে মেয়াদ শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। সুতরাং তোমরা সকলে তোমাদের বাপ-দাদার দ্বীন এবং জন্মস্থানে ফিরে যাও। অতঃপর এ কথা শুনে অনেকে কাফের ও মুরতাদ হয়ে যাবে। তবে তখনও মুহাজিরদে বংশধরগণ তাদের দ্বীনের উপর অটল থাকবে, এবং তাদের একজন ঘোষণা করবে, হে লোক সকল! তোমরা কি দেখছ না, এরা কি বলছে? চলো আমরা আল্লাহতা'আলার দ্বীনের সাথে একাত্বতা পোষণ করব। কিন্তু একজনও তার অনুসরণ করবে না। এক পর্যায়ে সে একাই তাদের দিকে এগিয়ে যাবে। তারা তাকে পাকড়াও করার পর হত্যা করে উপরে তাদের বর্শার সাথে ঝুলিয়ে রাখবে। যার কারণে তার রক্ত দ্বারা তাদের গোটা শরীর রঞ্জিত হয়ে যাবে। অতঃপর তাদেরকে আল্লাহতা'আলা পরাজিত করবেন।

হাদিস নং ১২৮৪

উল্লিখিত হাদীসের পর হযরত কাব (রহঃ) আরো বলেন, হযরত হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের পর ইসলামের মধ্যে সেই হবে সবচেয়ে সম্মানিত শহীদ। এ পরিস্থিতিতে ফেরেশতাগণ আল্লাহতা'আলার কাছে এ বলে ফরিয়াদ করবে, হে আল্লাহ! আমাদের আপনার বান্দাদেরকে সহযোগিতা করার অনুমতি দিন। জবাবে আল্লাহতা'আলা বলবেন, আমার বান্দাদের সহযোগিতার জন্য আমিই যথেষ্ট। তখনই আল্লাহতা'আলা তার তীর ও তলোয়ার অর্থাৎ নির্দেশ দ্বার আঘাত করবেন। ফলে তারা পরাজয় বরণ করবে এবং আল্লাহতা'আলা তাদেরকে এতই লাঞ্চিত করবেন, যার কারণে তাদেরকে পরিত্যক্ত বস্তুর ন্যায় পাড়ানো হবে। এরপর রোমবাসীদের জন্য কোনো দলও থাকবে না আবার তারা কখনো রাজত্ব ও করতে পারবে না।

হাদিস নং ১২৮৫

হযরত আরতাত (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কৃষ্ণাংগরা ইসকান্দারিয়া এবং মিসরের ভূখন্ডের উপর জয়লাভ করবে তখন অনারবরা ইয়াছরাব ও হিজাযে চলে যাবে, আর তাদেরকে শাম দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে। যার কারণে প্রত্যেক দল তার সদস্যদের সাথে মিশে যাবে। অবশেষে আল্লাহতা'আলা তাদের প্রতি একটি বাহিনী প্রেরণ করবেন, তারা দুই জাযিরার মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছলে হঠাৎ শুনতে যে, প্রত্যেক দূর্বল–সবল লোকজন আমাদের কাছে ফিরে এসো, যারা ইতোপূর্বে মুসলমান ছিলে। একথা শুনার সাথে সাথে সকল দায়িত্বশীলগণ রাগান্বিত হয়ে যাবে। ঐ সময় সালেহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস ইবনে ইছার নামক এক লোকের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে। তিনি তাদেরকে নিয়ে বের হয়ে যাবে, অতঃপর রোমবাহিনীর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হবে। এক পর্যায়ে রোমদের মাঝে ব্যাপক মৃত্যু প্রকাশ পাবে। তখন তারা বায়তুল মোকাদ্দাসে থাকবে, তারা সেখানের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে এবং ফড়িংয়ের ন্যায় মৃত্যুবরণ করতে থাকবে। তাদের সাথে কৃষ্ণাংগের সর্দারও মারা যাবে। তখন সালেহ ইবনে আব্দল্লাহ তার সাথীদেরকে নিয়ে সিরিয়ার একটি স্থানে অবতরণ করবে এবং আবাদী স্থলে প্রবেশ করবে। তারপর কুমুলিয়াহ নামক স্থানে অবতরণ করবে এবং যানতিয়্যাহ নামক এলাকা জয় করবে। তখন তার সৈন্যরা উচ্চস্বরে তৌহীদের ঘোষণা দিবে। আনিয়্যাহ নামক স্থানে তারা গনীমতের সম্পদ বন্টন করবে এবং রোমবাহিনীর উপর বিজয় লাভ করবে। সাইহুন গেইট দিয়ে তারা বের হতে চেষ্টা করবে এবং তাদের সাথে হাওয়া (আঃ) এর কানের দুল সম্বলিত একটি সিন্দুক ছিল এং হযরত আদম (আঃ) এর চাদর ও হযরত হারুন (আঃ) জামা জোড়াও ছিল। তার এভাবে দিনাতিপাত করবে, হঠাৎ তাদের কাছে একটি দুঃসংবাদ আসবে এবং সকলে ফিরে যাবে।

হাদিস নং ১২৮৬

হযরত জাররাহ (রহঃ) আরতাত (রহঃ) থেকে বর্ণনা করে বলেন, হযরত দানিয়াল (আঃ) এর ভাষ্যমতে, প্রথম যুদ্ধ সংঘঠিত হবে ইস্কান্দারিয় নামক স্থানে, তারা নৌকা ও জাহাজে করে সেখানে থেকে বের হয়ে আসবে। অতঃপর মিশরবাসিরা শামের বাসিন্দাদের কাছে সাহায্য চাইবে। তারা পরস্পর সাক্ষাত হলে তাদের মাঝে তীব্র যুদ্ধ হবে এবং অনেক মেহনত ও কষ্ট স্বীকার করার পর মুসলমানরা রোমবাসিদের পরাজিত করতে সক্ষম হবে। অতঃপর তারা সেখানেই অবস্থান করতে থাকবে এবং বিরাট একটি বাহিনী গড়ে তুলবে। এরপর সকলে সামনের দিয়ে অগ্রসর হয়ে ফিলিস্তিনের ইয়াফা নগরীতে ছাউনি ফেলবে। এদিকে সেখানের বাসিন্দারা তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে। তাদের সাথে মুসলমানদের মোকাবেলা হলে মুসলমানরা তাদের উপর বিজয়ী হবে এবং তাদের বাদশাহকে হত্যা করবে। দ্বিতীয় যুদ্ধ হচ্ছে, তারা পরাজিত পর বিরাট এক বাহিনী গড়ে তুলবে, সেটা পূর্বের চেয়েও বড় হবে। অতঃপর তারা অগ্রসর হয়ে আককা নামক স্থানে যাত্রাবিরতী করবে ইতিপূর্বে তাদের বাদশাহ ইবনুল মাকতূল মারা যায়। আককা নামক স্থানে তাদের সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষ বাধলে দীর্ঘ চল্লিশ দিন পর্যন্ত মুসলমানদেরকে অররুদ্ধ করে রাখা হবে। অন্যদিকে শামবাসিরা মিশরের বাসিন্দাদের কাছে সাহায্য চাইলে তাদেরকে সাহায্য করতে বিলম্ব করবে। সেদিন নাসারাদের প্রত্যেক আযাদ-গোলাম মুশরিক রোমবাসিদেরকে বেষ্টন করে নিবে। তখন শামবাসিদের এক-তৃতীয়াংশ যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করবে এবং এক-তৃতীয়াংশ মারা যাবে। বাকিদের উপর আল্লাহতা'আলার সাহায্য নেমে আসবে আর এমন মারাত্নকভাবে পরাজিত হবে যা কেউ কখনো শুনেনি এবং তাদের সম্রাটও মারা পড়বে। তৃতীয় যুদ্ধ হচ্ছে, তাদের থেকে যারা সমুদ্রে চলে গিয়েছিল তারা ফিরে আসবে, তখন যারা স্থলভূমিতে পলায়ন করেছিল তারাও ফিরে এসে এদের সাথে মিলিতে হবে। অন্যদিকে একেবারে অল্প

বয়স্ক খুন হওয়া বাদশাহর ছেলে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তাদের সকলের অন্তর উক্ত বালকের ভালোবাসা বাসা বাঁধবে। যার কারণে তার সিদ্ধান্তগুলো এমনভাবে গ্রহণ করবে যা ইতিপূর্বে অতিবাহিত হওয়া রাজা-বাদশাহদের গ্রহণ করা হয়নি। তারা এন্তাকিয়ার ভিতরে গিয়ে ছাউনি ফেলবে। তখন মুসলমানরাও একত্রিত হয়ে তাদের পাশাপাশি ফেলবে। ফলে দীর্ঘ দুই মাস পর্যন্ত উভয়ের মাঝে যুদ্ধ চলতে থাকবে। অতঃপর আল্লাহতা'আলা মুসলমানদের সাহায্য প্রেরণ করলে রোমবাসিন্দা পরাজিত হবে। সেখানেই তাদেরকে পরায়নরত অবস্থায় পর্বতের উপর আরোহণকালীন হত্যা করা হবে। ঐসময় তাদের কাছে সাহায্য আসলে তারা কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করবে এবং মুসলমানদের উপর মারাত্মক মসিবত নেমে আসবে। তারা তাদেরকে হত্যা করবে এবং তাদের এলাকা দখল করে নিবে। অবশিষ্টরা পরাজিত হবে। অতঃপর মুহাজিরগণ তাদেরকে খুঁজে নিয়ে মারাত্মকভাবে হত্যা করবে। এখনই ক্রুশ ধ্বংস করা হবে এবং রোমবাসিরা তাদের পিছনে আন্দুলুসের কিছু লোকের কাছে পৌঁছলে দারব নামক স্থানে ছাউনি ফেলবে। ঐ সময় মুহাজিরগণ দুই দলে বিভক্ত হয়ে এক দল দারব নামক স্থানের স্থলভাগের দিকে যেতে থাকবে এবং আরেক দল সমুদ্রের দিকে নিজেদের অশ্ব দৌঁড়াবে। এভাবে চলতে চলতে মুহাজিরদের স্থলভাগ এবং দারব নামক স্থানের বাসিন্দাদের সাথে তাদের দুশমনের সাথে যুদ্ধ বেধে যাবে এবং মুহাজিরগণের উপর আল্লাহতা'আলার সাহায্য নেমে আসবে। আর তাদের দুশমন মারাত্মকভাবে পরাজিত হবে, যা পূর্বের পরাজয়ের তুলনায় জঘন্য হবে। অন্যদিকে সমুদ্রে অবস্থানকারীদের জন্য সুসংবাদ আসবে যে, নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য অঙ্গীকারের স্থান হচ্ছে মদীনা, অতঃপর আল্লাহতা'আলা তাদেরকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী করবেন। এক পর্যায়ে তারা মদীনাতে এসে পৌছবে এবং সেটা জয় করবে। এরপর উক্ত শহরকে বিরান ভূমিতে পরিণত করে ছাড়বে। অতঃপর আন্দুলুসিয়ার দিকে অগ্রসর হবে, সেখানে বিশাল জমায়েত হবে এবং তারা শাম দেশে পৌঁছলে সেখানে অবস্থানরত মুসলমানদের সাথে তাদের সংঘর্ষ হবে এবং আল্লাহতা'আলা

তাদেরকে পরাজিত করবেন।

হাদিস নং ১২৮৭

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোমবাসিরা সত্তর দলে বিভক্ত হয়ে বায়তুল মোকাদ্দাস প্রবেশ করবে এবং সেটাকে ধ্বংস করে ছাড়বে। বায়তুল মোকাদ্দাস এবং শাম দেশে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় সেখানে সম্পূর্ণরূপে আনুগত্য বাকি থাকবে। নদীর কূলের এলাকার উপর আল্লাহতা'আলার গজব নিপতিত হবে, এবং কায়সাবিয়্যাহ, বৈরুত সারিফিয়্যাহ নামক এলাকাটি মাটিতে ধ্বসে যাবে। নদীর সে এলাকা থেকে শুরু করে জর্দান ও বায়সান পর্যন্ত বিলাল এলাকার উপর রোম–শামবাসিরা আধিপত্য বিস্তার করবে। পরবর্তীতে মুসলমানরা জয়লাভ করলে তাদের সাথে চুক্তি হবে এবং তাদের উপর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। যার কারণে সাত থেকে নয় বৎসর পর্যন্ত গোটা এলাকায় শান্তি বিরাজ করবে। হযরত কা'ব (রহঃ) বলেন, প্রথমে ইরাকবাসিরা আনুগত্যের হাত তুলে নিয়ে এবং শামবাসিদের পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত আমীরকে হত্যা করবে। যার কারণে তাদের সাথে শামবাসিদের যুদ্ধ সংঘঠিত হবে এবং তাদের প্রতি রোমীরাও হাত বাড়িয়ে দিবে। ইতিপূর্বে রোমবাসিদের সাথে তাদের চুক্তি হয়েছিল, এবং দশ হাজার দিয়ে তাদেরকে সাহায্যও করেছিল। এভাবে তারা সকলে ফুরাত নদীর তীরে পৌঁছবে এবং উভয়ের মাঝে তীব্র লড়াই হবে। যে লড়াইয়ে শামবাসিরা জয়লাভ করবে। এরপর তারা কূফা নগরীতে ঢুকে সেখানকার বাসিন্দাদেরকে বন্দি করতে থাকলে রোমবাসিরা শাম দেশের বাসিন্দাকে বলবে 'তোমরা যারা বন্দি হয়েছ, তারা আমাদের সাথে শরীক হয়ে যাও'। তারা আরো বলবে, মুসলমানদের জন্য মুক্তির কোনো উপায় নেই। আমরাই গনীমতের মান বন্টন করব। রোমবাসিরা আরো বলবে তোমরা তাদের উপর মূলতঃ ক্রুশের কারণে বিজয়ী হতে পেরেছ। জবাবে মুসলমানরা বলবে, কক্ষনো নয়। আমরা আল্লাহতা'আলা এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কৌশলের কারণে বিজয়ী হয়েছি। তারা

এভাবে কথা কাটাকাটি করলে রোমবাসিরা ক্রোধান্বিত হয়ে উঠবে। এহেন পরিস্থিতে জনৈক মুসলমান দ্রুত গতিতে গিয়ে তাদের সালীব (ক্রুশ) ভেঙ্গে? ফেলবে। ফলে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। রোমের বাসিন্দারা তাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী একটি নদী অতিক্রম করবে এবং রোমবাসিরা তাদের মধ্যকার চুক্তি ভঙ্গ করবে, আর কুস্তুনতুনিয়া নামক জনপদে অবস্থানকারী মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাবে। রোমের সৈন্যরা হিমসের পাশ দিয়ে বের হয়ে যাবে এবং হিমসের বাসিন্দরা তাদের মোবেলায় এগিয়ে আসলে আজমীগণ হিমস শহরের গেইট বন্ধ করে দিবে। তখন রোমের সম্রাট ফাহমা নামক স্থানে এসে পৌঁছবে, কিন্তু বাহরা গীর্জার পিছনে অবস্থিত ব্রীজটি অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না। রোমবাসিরা মুসলমানদেরকে হিমস নগরী খালি করে দিতে আহবান জানিয়ে বলবে, হিমস নগরীটি আমাদের বাপ-দাদার এলাকা ফলে তাদের মাঝে এত তীব্র যুদ্ধ হবে, যার দ্বারা ঘাসহীন চারণভূমির সাত স্থানে অবস্থিত পাথর পর্যন্ত রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে। এক পর্যায়ে রোমবাসিরা পরাজিত হবে এবং মুসলমানরা হিমসের দিকে ফিরে যাবে। সেখানে পৌঁছে তাদের বাহনকে যয়তুন গাছের সাথে বাধার পর তার উপর মিনজানিক স্থাপন করবে। এবং মাসহাল নামক এলাকায় অবস্থিত গীর্জাকে ধ্বংস করে ছাড়বে। একজন ইহুদীর বিনিময়ে মুসলমানদের জন্য পূর্বদিকের ফটক খুলে দেয়া হবে, অথবা দিমাশকের দিকের বন্ধ ফটক খুলে দেয়া হবে। যার কারণে মুহাজিরগণ দলে দলে সে শহরে প্রবেশ করতে থাকবে এবং বনু আসাদের গীর্জা থেকে আনসারদের একদল পলায়ন করবে, যাদেরকে পরবর্তীতে মুসলমানরা এবং তাদের সাথে থাকা আজমিরা হত্যা করবে। তাদের এক তৃতীয়াংশ বিরান হয়ে যাবে, এক তৃতীয়াংশ আগুনে পুড়ে যাবে এবং অন্য এক তৃতীয়াংশ ডুবে মরবে। যতদিন পর্যন্ত হিমস নগরী আবাদ থাকবে ততদিন পর্যন্ত শাম দেশও আবাদ থাকবে।

হাদিস নং ১২৮৮

হাদিসটি পাওয়া যায়নি

হাদিস নং ১২৮৯

হযরত আবু আমের আলহানী রহঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি গ্রামে থাকাকালীন দুপুরের দিকে হারিছ ইবনে আবু আনআম আমার কাছে আসে। তখন কিন্তু তীব্র গরম চলছিল। তাকে দেখে বললাম, হে চাচা! এমন মুহূর্তে কেন আসলেন। জবাবে তিনি বললেন, ইহুদীদের গেইট সংলগ্ন গ্রামটি খুঁজতে এসেছি। সেটা তার আভিজাত্যের সাথে গোপন হতে চলছে। ফলে উক্ত ভূমিটি অন্য এলাকার সাথে মিশ্রিত হয়ে যায়। এখন কি তোমার এ এলাকায় বয়স্ক কোনো আছেন, যিনি আমাকে উক্ত এলাকাটি শনাক্ত করে দিতে পারবেন। জবাবে আমি বললাম, হ্যাঁ। উক্ত এলাকায় খুবই বয়স্ক একজন লোক রয়েছে। আমরা তার কাছে পৌঁছলে হারিছ তাকে উল্লিখিত এলাকা ও নদী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি উত্তর দিলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, উক্ত নদীর পানি এত বেশি মারাত্মক ছিল, যা কোনো গর্ভবতী মহিলা পান করলে তার গর্ভপাত হয়ে যেত। এর পানি কোনো গাছের গোড়ায় দিলে তার পাতা ঝড়ে পড়ত। যা উপলব্ধি করে সকলে পেরেশান হয়ে পড়ে এবং তার একটা আশু সমাধান খুঁজতে থাকে। এক পর্যায়ে একজন লোকের দেখা পাওয়া গেলে তার সামনে অনেক নজরানা রাখা হয়। তিনি শিশা, চর্বী, আলকাতরা এবং পশম দ্বারা তৈরীকৃত একটি ইট দিতে বললে আমরা যখন সে ইট তার সম্মুখে রাখি, তখন তিনি উক্ত ইট নিয়ে পাহাড়ে বন্য প্রাণীর একটি গুহাতে গিয়ে কিছু আমল করলে উক্ত নদীটি লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। হাদীস বর্ণনাকারী আবু আমের (রহঃ) বলেন, আমরা যখন উল্লিখিত শেখের স্বাক্ষাৎ শেষে বের হচ্ছিলাম। তখন তিনি বললেন, আমি কতক সাহাবায়ে কেরামকে বলতে শুনেছি, নিঃসন্দেহে সেটা ছিল জাহান্নামের একটি এলাকা। হিমস নগরীর অর্ধেক অংশ সেখানে নিমজ্জিত হবে এবং বাকি অর্ধেক অংশ আগুনে জ্বলে যাবে।

হাদিস নং ১২৯০

হযরত কা'ব (রহঃ) তার হাদীসে উল্লেখ করেছেন, অতঃপর রোমবাসিরা দ্বিতীয় বাহিনীর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। যার কারণে তাদের সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য রটানো হবে এবং সকল রোমবাসি, কুস্তুতুনিয়া ও আরমেনিয়ার বাসিন্দারা তাদের পতাকাতলে সমবেত হবে। এমন কি এসব এলাকার রাখালরাও জমায়েত হবে। অন্যদিকে উক্ত এলাকার কৃষকগণ রোমের বাদশাহর উপর নিজেদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। ফলে রোম বাহিনী ছাড়া অনেক দল এগিয়ে আসবে, যারা প্রায় দশ বাদশাহর সৈন্যের সমতুল্য হবে। তাদের সংখ্যা হবে প্রায় এক লক্ষ আশি হাজার। এদিকে আরবরাও বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে পরস্পরের সাথে মিলিত হবে এবং পৃথিবীর দুই ডানা মিশর এবং ইরাক ও শাম দেশে জমায়েত হবে। সেটা হবে মূলনীতি। রোমের সম্রাট মিম্বরের দিকে এগিয়ে আসবে, তখন তিনি দুটি খচ্চরের উপর আরোহণ অবস্থায় থাকবে। তখন তাদের সৈন্যরা পুরোপুরিভাবে শামের দিকে ধাবিত হতে থাকলেও দিমাশকে প্রবেশ করতে পারবে না। মুসলমানরা পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে চার স্থানে তাদের সাথে মোকাবেলা হবে। উভয় দল এমন একটি নদীর কিনারায় জমায়েত হবে, যার পানি **গ্রীস্মকালে ঠান্ডা এবং শীতকালে গরম হয়ে থাকে**। তার পানি খুবই বেশি হয়ে উঠে। সে নদীতে মুহাজিরগণ কিছু অংশে অবতরণ করলেও রোমবাসিরা বিশাল এক এলাকা দখল করবে। তারা তাদের রসদ পত্রের কাছে থাকা গাছের সাথে পশুগুলো বেঁধে রাখবে এবং সকলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে। ফলে তারা কানসারীন নামক এলাকায় এসে পৌঁছবে। তাদের অবস্থান হবে, হিমস, এন্তাকিয়া এবং আরব দেশে। যা বুসরা, দিমাশক এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকা নির্ধারণ করা হবে। এ অবস্থায় রোমবাহিনীরা সব গাছপালা জ্বালিয়ে, পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলবে। নদীর পাদদেশে উভয় এলাকার সেনারা জমা হবে, যেটা হচ্ছে, হালব এবং কানসারীন এলাকার মাঝখানে অবস্থিত থাকবে। এরপর তারা বিরাট এক

এলাকার আধিপত্য বিস্তার করবে। সেদিন গোটা এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে। তখন তোমাদের কেউ থাকলে সে যেন প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত হয়। যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ কিংবা অন্য কোনো দলের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে তাহলে একতাবদ্ধতাকে বাধ্যতামূলকভাবে আকড়ে ধরতে হবে কক্ষনো সেটা ত্যাগ করা যাবে না। কেননা আল্লাহতা'আলার সাহায্য একতাবদ্ধতার সাথেই রয়েছে। তবে সেদিন যারা পলায়ন করবে তারা জান্নাতের সুঘ্রানও পাবেনা। ঐ সময় রোমবাসিরা মুসলমানদেরকে বলবে, আমাদের জন্য আমাদের ভূখন্ড ছেড়ে দাও, এবং তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক শ্বেতাঙ্গ নিস্কর্মা এবং কয়েদির সন্তানদেরকে আমাদের শরণাপন্ন কর। জবাবে মুসলমানরা বলবে, যাদের ইচ্ছা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত হবে আর যাদের ইচ্ছা তার নিজের এলাকা এবং দ্বীনের উপর থাকবে, সেটা সম্পূর্ণ তার এখতেয়ার। মুসলমানদের একথা শুনে ইতর শ্রেণীর লোকজন, শ্বেতাঙ্গ এবং কয়েদীরা খুবই রাগান্বিত হয়ে উঠবে। এক পর্যায়ে তারা শ্বেতাঙ্গদের একজনের জন্য একটি ঝান্ডা তৈরী করবে। তিনিই হবেন সেই বাদশাহ, যার সম্বন্ধে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসহাক (আঃ) এ মর্মে ওয়াদা করেছেন যে, আখেরী যামানায় এ ধরনের এক লোকের হাতে ঝান্ডা দেয়া হবে এবং সকলে তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে। অতঃপর তারা এককভাবে রোমবাহিনীর সাথে মোকাবেলা করে জয়লাভ করবে এবং আরব দেশের বিস্তৃতি রোম পর্যন্ত নিয়ে যাবে। এদিকে মুনাফিকরা তাদের মনিবদের জয়লাভ করা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে। কুজা গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত থাকা বিভিন্ন গোত্রগুলো এবং শ্বেতাঙ্গদের কিছু লোক পলায়ন করতে থাকবে। এমন কি তাদের ঝান্ডাগুলোকে তাদের ভিতরেই গেড়ে রাখা হবে। এক পর্যায়ে তাদের প্রতি সহানুভুতিশীলগণ পৃথক হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিবে। পৃথক হওয়ার পর যখন কিছু কিছু লোক জমায়েত হবে, তখন তারা উচ্চস্বরে ঘোষণা করবে যে, ক্রুশের জয় হয়েছে। তখন আরবরা মুহাজিরদের উত্তম দল হিময়ার ইলহান এবং কাইস গোত্রকেই নির্বাচন করে নিবে। সেদিন তারা হবে সর্বোত্তম

লোকজনের অর্ন্তভুক্ত। সে সময় কাইস গোত্রের লোকজন এত বেশি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করবে, কেউ তাদের সাথে মোকাবেলা করতে পারবেনা। তেমনিভাবে আযদ গোত্রও যুদ্ধ করবে। সেদিন মুসলমানগণ চার দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একদল শহীদ হয়ে যাবে, আরেক দল ধৈর্য ধারণ করবে, আরেক দল পলায়ন করবে এবং চতুর্থ দল শত্রুদের সাথে হাত মিলাবে। বর্ণনাকারী বলেন, রোমবাহিনীর লোকজন আরবদের উপর মারাত্নকভাবে কঠোরতা প্রদর্শন করবে। এক পর্যায়ে তাদের খলীফা কুরাশী, ইয়ামানী আস-সালেহ তিন হাজার সৈন্য বাহিনী সহকারে এগিয়ে আসবে এবং একজনকে তাদের আমীর মনোনীত করবেন। এভাবে তার সাথে ঝান্ডার অধিকারী আরো প্রায় সত্তর জন আমীর থাকবেন। সেদিন যারা মৃত্যুবরণ কিংবা ধৈর্য্যধারণ করবে প্রত্যেকে সমান প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। এরপর রোমবাসিদের উপর আল্লাহতা'আলা এক ধরনের বাতাস প্রবাহিত করবেন, যা তাদের মুখ ও চেহারা স্পর্শ করার সাথে সাথে তাদের চোখ নষ্ট হয়ে যাবে এবং জমিন তাদেরকে আছড়ে ফেলবে, যার ফলে তারা বজ্রপাত এবং ভূমিকম্পে আক্রান্ত হয়ে গভীর খাদের মধ্যে ঝুলে থাকবে। তবে আল্লাহতা'আলা ধৈর্যশীলদেরকে সহযোগীতার মাধ্যমে শক্তি বৃদ্ধি করবেন এবং তাদেরকে বিরাট প্রতিদান দিবেন, যেমন প্রতিদান দেয়া হয়েছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবায়ে কেরামকে। যার ফলে তাদের অন্তর এবং বুক বীরত্ব ও বাহাদুরীতে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। রোমান বাহিনীরা যখন ধৈর্যশীল দলের সংখ্যা একেবারে কম দেখতে পাবে, তখন তারা লোভাতুর হয়ে বলবে, তোমরা প্রত্যেকে নিজেদের ঘোড়ার উপর আরোহণ করতঃ এদের পিষে ফেল এবং চুর্ণবিচূর্ণ করে দাও। একথা শুনার সাথে সাথে মুসলমানদের একজন ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে সামনে এবং ডানে-বামে তাকাতে থাকবে, কিন্তু মুক্তি বা যুদ্ধ বন্ধের কোনো লক্ষণ না দেখে বলবে, তোমাদের প্রতি একমাত্র আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে, সুতরাং তোমরা মৃত্যুবরণ করার জন্য প্রস্তুত হও এবং শত্রু মুলৎপাটনের জন্য এগিয়ে যাও। একথা শুনে তাদের এক জনের হাতে

খেলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করবে। তিনি তাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করবে। এরপর স্বয়ং আল্লাহতা'আলা তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিয়ে সাহায্য নাজিল করবেন এবং বলবেন আজকে পৃথিবীতে একমাত্র আমি, আমার ফেরেশতা এবং আমার মোহাজির বান্দাগণই থাকবে। পশুপাখি এবং চতুস্পদ জন্তুকে রোমবাহিনীর গোশত ভক্ষণ করার আর তাদেরকে রোমবাসির রক্ত পান করাব। অতঃপর আল্লাহতা'আলা চতুর্থ আসমানে বিদ্যমান অস্ত্রের ভান্ডার খুলে দিবেন, যা মূলতঃ আল্লাহতা'আলা সম্মান এবং বড়ত্বের হাতিয়ার। ফলে মুসলমানগণ তাদের তীর ফেলে দিবে, তাদের তলোয়ারের খাপ নষ্ট করে ফেলবে এবং নাঙ্গা তলোয়ার হাতে ধারণ করতঃ রোমবাহিনীর উপর আক্রমণ করে বসবে। রোমীদের পক্ষ থেকে নিক্ষেপকৃত তীরসমূহকে তাদের মুখোমুখি করে দিবে। অন্যদিকে আল্লাহতা'আলা কাফেরদের অস্ত্রের দিকে নিজের হাতকে প্রসারিত করতঃ সেগুলোকে মিলিয়ে নিবেন। যার সে অস্ত্রের ক্ষমতা বাকি থাকবেনা। ফলে তাদের হাতকে তাদের ঘাড়ের সাথে ঝুলিয়ে রাখবেন এবং মুসলমানদের হাতিয়ার তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে কাবু করে ফেলবে। সেদিন মুসলামানরা সামান্য একটি লোহা নিক্ষেপ করলেও সেটা কাফেরদের মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়াবে। এক পর্যায়ে জিবরাঈল (আঃ) এবং মিকাঈল (আঃ) স্বশরীরে নীচে নেমে আসবেন এবং কাফেরদের সাথে থাকা কিছু নগণ্য ফেরেশতাকে প্রতিহত করবেন। আল্লাহতা'আলা কাফেরদেরকে মারাত্মকভাবে পরাজিত করবেন এবং ছাগলের ন্যায় তাদেরকে তাড়া করে নিয়ে যাবেন। এক পর্যায়ে তারা তাদের বাশাহর কাছে গিয়ে আশ্রয় নিবে। তাদেরকে এ অবস্থায় দেখে স্বয়ং তাদের বাদশাহও ভয়ে আতংকিত হয়ে তাদের সামনে বেহুশ হয়ে যাবে এবং প্রত্যেকের মাথা থেকে শিরস্থান খুলে নিয়ে ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট করতে নির্দেশ দিবে। যার কারণে তাদের প্রত্যেককে হত্যা করা হবে। তাদের রক্ত ঘোড়ার উঁচু শিখর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তবে যে রক্তগুলোকে মাটির কোনো অংশই চুষবেনা। যেসব রক্ত ঘোড়ার পিঠের উঁচু অংশ পর্যন্ত পৌঁছবে। সেটা হবে আরো মারাত্মক এক পরিণতি সেটা মূলতঃ তাদেরকে যবেহ করে দেয়ার

মত হবে। এটাই হচ্ছে, রোমবাহিনীর জন্য নির্মমভাবে পরাজিত হওয়া। অন্যদিকে আল্লাহতা'আলা রোমবাসিদের পক্ষ থেকে নদী এলাকায় অবস্থানরত কতক লোকদের প্রতি ফেরেশতা প্রেরণ করে তাদেরকে রোমবাহিনীর পরাজয় এবং হত্যার সংবাদ দিয়ে দিবেন।

হাদিস নং ১২৯১

হযরত ইমরান ইবনে সুলাইম আল-কালায়ী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো মহিলার ঘরে একটি বদনা এবং এক জোড়া জুতার চেয়ে উত্তম কোনো সংবাদ থাকবেনা। মোটা এবং সম্পদশালীদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য, অন্যদিকে ফকীর এবং দুর্বলদের জন্য সুসংবাদ থাকবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের মহিলাদেরকে চামড়ার মোজা পরিধান করাবে এবং তাদেরকে ঘরের ভিতরে হাঁটার জন্য জোর দিবে। কেননা হয়তো কোনো দিন তাদেরকে দীর্ঘ পথ পায়দল পাড়ি দিতে হবে এবং এভাবে অজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে।

হাদিস নং ১২৯২

হযরত আবুজ জাহরিয়্যাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় রোমবাসিরা বাহরা নামক এলাকার একটি গীর্জার নিকট গিয়ে অবস্থান করলে তারা শপথ করার মাধ্যমে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছবে যে, আর কখনো হিমস এলাকায় ফিরে যাবেনা, তবে তাদের প্রতি মুসলমান ধেয়ে এসে আক্রমণ করে বসবে এবং তাদেরকে পরাজিত করে মুসলমানরা জয়লাভ করবে।

হাদিস নং ১২৯৩

হযরত আবুল বাহরিয়্যাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে রোমবাহিনী পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা পদানত করতে করতে বাহরা নামক এলাকার একটি গীর্জার কাছে এসে ছাউনি ফেলবেন। এক পর্যায়ে তাদের সম্রাটের কাছে থাকা ক্রুশটি রাখবে এবং ফাহমায়া নামক এলাকায় অবস্থিত পর্বতের উঁচু স্থানে আরোহণ করবে। তখনই এন্তাকিয়া নামক এলাকার এক

লোকের হাতে তাদের প্রথম ধ্বংস আসবে। তিনি লোকজনকে আহ্বান জানালে, মুসলমানদের বিরাট এক কাফেলা তার আহ্বানে সাড়া দিবে। তিনিই হবেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি যার হাত ধরে মুসলমানরা এগিয়ে যাবে এবং কাফেরদেরকে পরাজিত করবে।

হাদিস নং ১২৯৪

হযরত ইবনে আইআশ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমাদের মাশায়েখদেরকে বলতে শুনেছি, যখন সেটা হতে তখন হে হিমস বাসিরা! তোমরা তোমাদের নিজেদের ঘরে দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকবে। কেননা, তাদের ধ্বংস মূলতঃ ফাহমায়া নামক এক পাহাড়ের টিলার নিকট হবে। তারা কখনো তোমাদের কল্যাণ কামনা করবেনা। এহেন পরিস্থিতিতে যারা স্থির থাকবে, তারা মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যারা দিমাশকের দিকে যেতে থাকবে তারা তৃষ্ণার্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।

হাদিস নং ১২৯৫

আবু আমের (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি তাবী (রহঃ) এর সাথে রাসতীনের গেইট অতিক্রম করলে তিনি বলেন, হে আবু আমের! যখন এ দুইটি ডাস্টবিন শুকিয়ে যাবে, তখন তুমি তোমার পরিবারকে হিমস নগরী থেকে বের করে আনবে। যখন জবাবে আমি বল্লাম, আমি তাদরকে হিমস নগরী থেকে বের না করলে কি সমস্যা হতে পারে? তিনি জবাব দিলেন, আন্তুরসুস সেখানে এসে যখন হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে আঙ্গুর গাছের নীচে আনুমানিক তিনশত লোককে হত্যা করবে, তখন তুমি তোমার পরিবারের সদস্যদেরকে হিমস নগরী থেকে অবশ্যই বের করে দিবে। জবাবে আমি বললাম, যদি আমি সেটা না করি তাহলে কি হবে? তিনি উত্তর দিলেন, উষ্ঠি বাহিনী বের হয়ে যখন ইয়াফা এবং আকরা নগরীর মাঝে দুরত্ব তৈরী করবে তখন তুমি তোমার পরিবারের লোকজনকে হিমস থেকে বের করে দিবে, আমি জবাব দিলাম, সেটার উপর আমল না করলে কি অবস্থা হবে? উত্তরে তিনি বললেন, যদি বের করা না হয় তাহলে হিমস নগরী যেমন আক্রান্ত হবে

ঠিক তারাও তেমন সমস্যার মধ্যে পতিত হবে। আমি আবারো বললাম, তারা কোন ধরনের মসিবতের সম্মুখিন হবে? তিনি উত্তর দিলেন, তখন হিমস নগরীর গেইটের ফটক বন্ধ করে দেয়া হবে। অতঃপর তিনি সামনে দিকে এগিয়ে যেতে যেতে মাসহাল এলাকার গীর্জায় এসে ঢুকলেন এবং আমাকে সম্মোধন করে বললেন, হে আবু আমের! তুমি কি এ কাঠ-গাছগুলো দেখছো অথচ বেশ কিছুদিনের মধ্যে মুসলমানরা এ শুকনো গাছগুলোকে মিনজানিক হিসেবে ব্যবহার করবে। তার কথা শুনে আমি বললাম, ইন্তারসুসের প্রবেশ এবং উষ্ট্রি বাহিনী বের হওয়ার মাঝে কয়দিনের পার্থক্য থাকবে? জবাবে তিনি বললেন, প্রথম যুদ্ধের পর তিন বৎসরেরও বেশি সময় লাগবে না।

হাদিস নং ১২৯৬

হযরত শুরাইহ ইবনে উবাইদ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত কাব (রহঃ) কে বলতে শুনেছি। তিনি এরশাদ করেন, একদিন আমি হযরত আবু যর গিফারী রাযিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে স্বাক্ষাৎ করি, যখন তিনি ক্রন্দনরত অবস্থায় আবু এরবাজ এর মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত কাব বললেন, হে আবু যর! তোমার কান্নাকাটি করার কারণ কি? জবাবে তিনি বললেন, আমি আমার দ্বীনের কারণে কান্নাকাটি করছি। তার কথা শুনে হযরত কাব (রহঃ) বললেন, আপনি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হারিয়েছেন অনেক পূর্বে, অথচ কাঁদছেন আজকে। বর্তমানে লোক খুবই ভাল অবস্থায় রয়েছে এবং ইসলাম নতুনভাবে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, যা ইহুদীদের দরজায় গিয়ে মাযবালা নামক স্থানে স্থির হয়েছে। অতঃপর হযরত কাব (রহঃ) বললেন, হে আবু যর! এ শহরের বাসিন্দাদের উপর এমন একদিন আসবে যেদিন তাদের উপকুল এলাকা থেকে এমন মারাত্মক এক আতংক ছড়িয়ে পড়বে, যার কারণে সকলে তাদের দুশমনদের হামলে পড়বে এবং আকাবায়ে সুলাইমানে পরস্পরের সাথে স্বাক্ষাৎ হবে। তখন তারা একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং আল্লাহতা'আলা তাদেরকে পরাজিত

করবেন। ঐ সময় সে শহরের জনপদ এবং পাহাড়ি এলাকায় তাদেরকে হত্যা করা হবে। তারা এমন অবস্থায় দিনাতিপাত করবে, এক পর্যায়ে তাদের কাছে সংবাদ আসবে যে, মুহাজিরদের রেখে আসা পরিবার ও ছেলে-সন্তানদের উপর এদের একদল হামলা করে তাদের ঘরের ফটক বন্দ করে দিয়েছে। একথা শুনার পরপর তারা সেদিকে যেতে থাকবে এবং নিজেদের শহরকে রক্ষার জন্য তারা প্রাণপণভাবে এগিয়ে যাবে এবং আল্লাহতা'আলা তাদেরকে বিজয়ী করবেন। যদি সেদিন এ শহরবাসিরা জানতে পারতো তাদের এলাকায় বিদ্যমান গীর্জায় কি ধরনের লাভ রয়েছে তাহলে তারা তৈল জাতীয় পদার্থ এনে সেখানকার গাছপালাগুলোতে ঢেলে দিতো। যখন আল্লাহতা'আলা তাদেরকে বিজয়ী করলেন তখন সেখানে একটু বুঝমান যাকে পাওয়া গিয়েছে তাকেই হত্যা করা হয়েছে। এমন কি মুহাজিরগণ এমন নাসারাদেরকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে, যারা উভয়জন এক সময় এক মায়ের উভয় স্তন নিয়ে ঝগড়া করেছিল। এত ব্যাপকভাবে হত্যা করা হবে, যার কারণে হিমস নগরী থেকে বের হওয়া পানির নালা দ্বারা পানির পরিবর্তে রক্ত প্রবাহিত হবে, যার সাথে কোনো বস্তু মিশ্রিত হবেনা।

হাদিস নং ১২৯৭

হযরত সাফওয়ান (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কতক মাশায়েখ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি একদা আরাকা নগরীতে অনস্থানরত জামাতের নিকট থাকাকালীন আমার কাছে একজন লোক এসে বলল, তোমাদের মাঝে রাত্রে অবস্থানকারী কেউ থাকলে রাত্রে আসতে পারো। একথা শুনে কল্যাণকামী একজন লোক দাঁড়িয়ে গেলেন, যাকে দেখলে মনে হয়, যেন সে দ্বীনি ইলম হাসিল করতে এসেছে। অতঃপর সে বলল, তোমাদের কি সুসিয়্যাহ সম্বন্ধে ধারণা আছে। জবাবে তারা হ্যাঁ বললে, তিনি সেটার অবস্থান জানতে চাইলেন। আমরা বললাম, সেটা সমুদ্র উপকুলে একটি বিরান ভূমি। আমাদের কথা শুনে তিনি জানতে চাইলেন, সেখানে কি এমন কোনো ঝর্ণা রয়েছে, যেদিকে সিড়ি এবং ঠান্ডা, মিষ্টি

পানির ধারা নেমে গিয়েছে। তার কথা শুনে সকলে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিল। অতঃপর তিনি জানতে চাইলেন, উক্ত ঝর্ণার পাশে কি বিরান হয়ে যাওয়া কোনো কেল্লা রয়েছে? সকলে জবাব দিল, হ্যাঁ রয়েছে। আমরা বললাম, হে আব্দুল্লাহ! আপনার পরিচয় কি? তিনি জবাব দিলেন, আমি আসজা গোত্রের একজন লোক। তার জবাব শুনে সকলে বলল, যেসব বিষয় আপনি জানতে চেয়েছেন সেগুলো জানতে চাওয়ার কারণ কি? একথা শুনে তিনি বললেন, সমুদ্রে রোমবাসিদের জাহাজ এগিয়ে এসে উল্লিখিত ঝর্ণার নিকটবর্তী এক স্থানে ছাউনি ফেলবে এবং তাদের প্রতিটি জাহাজ জ্বালিয়ে দিবে। তাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য দিমাশকবাসিরা সৈন্য প্রেরণ করবে। অতঃপর তারা তিন দিন পর্যন্ত অবস্থান করবে, এ পর্যায়ে রোমবাসিরা তাদের জন্য শহর খালি করে দেয়ার আবেদন করবে। রোমবাসিদের দাবিকে দিমাশকবাসিরা অস্বীকার করলে তাদের এবং মুহাজিরদের মাঝে যুদ্ধ বেধে যায়। যুদ্ধের প্রথম দিন উভয় পক্ষের বরাবর ক্ষতি সাধিত হয়। দ্বিতীয় দিন, দুশমনরা বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় আর তৃতীয় দিন, আল্লাহতা'আলা তাদেরকে পরাজিত করবেন। তাদের অবস্থা এত বেশি শোচনীয় হবে, মাত্র কয়েকটি জাহাজ তারা ফেরৎ নিতে পারবে। এবং! তাদের অনেক জাহাজ জ্বালিয়ে দেয়া হবে। তারা এক সময় বলেছিল, আমরা এ শহরে সর্বদা থাকব এবং উক্ত শহর আমাদের দখলে থাকবে। এর পরপরই তাদেরকে আল্লাহতা'আলা ধ্বংস করে দিবেন। সেদিন মুসলমানদের বৈশিষ্ট থাকবে বুরুজের নিকটবর্তী যুদ্ধ বিদ্ধস্থ সৈনিকের ন্যায়। এমনভাবে সময় অতিবাহিত করতে থাকবে যে, আল্লাহতা'আলা তাদের শত্রুকে পরাজিত করেছেন। এক পর্যায়ে জনৈক সংবাদ বাহক তাদের পিছন থেকে ঘোষণা করবে, কানসারীনবাসিরা দিমাশকের দিকে হামলা করার জন্য এগিয়ে আসছে। অন্যদিকে রোমবাসিরা তাদের উপর হামলা করে বসেছে। তারা জলপথ ও স্থলপথ ধরে এগিয়ে আসবে। সেদিন সকল মুসলমানের আশ্রয়স্থল হবে দিমাশক।

হাদিস নং ১২৯৮

হযরত যুবাইর ইবনে নুফাইর আশ হাজরামী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত কাব (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, নিঃসন্দেহে মাগরিব এলাকার একজন সম্রাজ্ঞী বিরাট একটি গোত্রের নেতৃত্ব দিবেন। তিনি সে গোত্রকে খৃস্টান ধর্মের প্রতি উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে একটি জাহাজ বানিয়ে রওয়ানা দেয়ার নিয়ত করে যখন জাহাজ তৈরি শেষ হল এবং সেটাতে আলকাতরা লাগিয়ে প্রস্তুত করার পর পর তার উপর যুদ্ধের সরঞ্জাম ইত্যাদি উঠিয়ে বললেন, আমরা ইনশাআল্লাহ অতি সত্ত্বর জাহাজে আরোহণ করব। যদি আল্লাহতা'আলা ইচ্ছা না করেন, তাহলে যেন আল্লাহতা'আলা গর্জনকৃত বাতাস প্রবাহিত করে গোটা জাহাজই ধ্বংস করে দেন। তিনি বারবার এমনই করতে লাগলেন এবং এমন ভাবে থাকেন। এদিকে আল্লাহতা'আলাও তার সাতে এমন আচরণ করতে থাকেন। এক পর্যায়ে যখন আল্লাহতা'আলা তাকে অনুমতি দেয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন উক্ত রানী তার সভাসদকে বললেন, ইনশাআল্লাহ আমরা অমুক দিন জাহাজে আরোহণ করব। ফলে প্রস্তুতকৃত এক হাজার জাহাজ নিয়ে রওয়ানা দিলেন। এর পূর্বে কখনো এত বেশি জাহাজ সমুদ্রের বুকে চলাচল করেনি। তারা এক সময় সমুদ্র পাড়ি দিয়ে রোম দেশে গিয়ে পৌঁছে এবং রোমের বাদশাহকে তার রাজত্ব ত্যাগ করতে বলেন। তার কথা শুনে রোমবাসিরা জিজ্ঞাসা করল, তোমরা আবার কারা? জবাবে তারা বললো, আমরা এমন একদল যারা মানুষকে নাসারা দ্বীনের দিকে দাওয়াত দিয়ে থাকি। বর্তমানে আমরা এমন এক গোত্রের সন্ধানে এসেছি যারা এ জগতের সবচেয়ে খারাপ জাতি। তাদেরকে আমরা হয় নাসারা ধর্ম গ্রহণ করাব, না হয় আমরা তাদের ধর্ম গ্রহণ করব। জবাবে রোমের সম্রাট বলল, এরা ঐ জাতি যারা আমাদের শহর বিরান করবে, আমাদের পুরুষদেরকে হত্যা করবে এবং আমাদের নারী–পুরুষদেরকে দাস–দাসি বানিয়ে ছাড়বে। সুতরাং তোমরা তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ো। একথা শুনে রোমবাহিনী সাড়ে তিনশত জাহাজ নিয়ে তাদেরকে ধাওয়া

করবে। এক পর্যায়ে আককা নামক এলাকায় পৌঁছলে তাদের পাকড়াও করতে সামর্থ্য হয় এবং সকলে জাহাজ থেকে অবতরণের পর জাহাজগুলো জ্বালিয়ে দেয়া হয়। ঐ সময় তারা বলবে, এ শহর আমাদের। এখানেই আমাদের জীবন, এখানেই আমাদের মরণ। এহেন মুহূর্তে মুসলমানগণ বায়তুল মোকাদ্দাস থাকাকালীন একজন ঘোষক এসে বলবে, এমন একদল দুশমন তোমাদের প্রতি ধেয়ে আসছে, যাদের সাথে মোকাবেলা করার শক্তি–সাহস তোমাদের নেই। একথা শুনে তারা মিশর এবং ইরাকের প্রতি সাহায্য চেয়ে লোক পাঠাবে। কিন্তু উক্ত লোক মিশর থেকে ফিরে এসে বলবে, মিশরবাসিদের বক্তব্য হচ্ছে, আমরাও দুশমনের আশঙ্কায় রয়েছি। তোমাদের প্রতি দুশমন এসেছে সমুদ্রের দিক থেকে এবং আমরা সমুদ্র উপকুলে অবস্থান করছি। তাই তোমাদেরকে সাহায্য করার অর্থ হবে, তোমাদের সন্তানদের রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে যেন আমরা নিজের পরিবার–পরিজনকে দুশমনের হাতে তুলে দিলাম। আর ইরাকবাসিদের বক্তব্য হচ্ছে, আমরাও দুশমনের সম্মুখে বিদ্যমান। আমরা তোমাদের পরিবার–পরিজন রক্ষা করতে গিয়ে নিজেদের পরিবারকে ধ্বংস করতে পারি। এদিকে ইরাক থেকে ফেরৎ আসা প্রতিনিধিদল হিমস নগরীতে পৌঁছলে দেখতে পেল সেখানে থাকা আজমী লোকজন মুসলমানদের পরিবার–পরিজনকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। তাছাড়া এ খবর ও এসেছে যে, আরবরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। সংবাদ সরবরাহকারীর সংবাদকে বারবার অস্বীকার করা হলে তারা তিন তিনবার সংবাদ দেয়। এক পর্যায়ে সেখানের জিম্মাদার হুংকার দিয়ে উঠল যে, আমরা কি শাম দেশের প্রতিটি শহরের বাসিন্দাদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখা পর্যন্ত বসে থাকব! ফলে তিনি লোকজনকে জড়ো করার আহ্বান জানিয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও দরুদ পেশ করার পর বললেন, আমি আমাদের ভাই ইরাকী এবং মিশরবাসিদের নিকট সাহায্য চেয়ে লোক পাঠিয়ে ছিলাম, কিন্তু তারা তোমাদেরকে সাহায্য করতে সরাসরি অস্বীকার করে দেয়। তবে এক্ষেত্রে হিমসবাসিদের অবস্থা গোপন রাখে। সুতরাং একমাত্র আল্লাহতা'আলাই সাহায্যকারী হিসেবে যথেষ্ট।

দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো। এক পর্যায়ে তারা উভয় দল আককা নামক স্থানে মুখোমুখি হবে। হযরত কাব (রহঃ) বলেন, শপথ সে সত্ত্বার যার হাতে কাব এর প্রাণ! এরপর তারা সকলে শামবাসিদের উপর হামলে পড়ে এবং দুশমনকে পরাজিত করতে বাধ্য করে। অতঃপর তারা সমুদ্র উপকূলে এসে পৌঁছলেও সেখানে কোনো সাহায্যকারী পাবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি যেন সেখানের মুসলমানদের অবস্থা দেখছি, আককা নগরীর পাদদেশে তারা কাফেরদের ঘাড়ের উপর আঘাতের পর আঘাত করে যাচ্ছে। এক পর্যায়ে তারা লেবাননের পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছবে। তাদের সংখ্যা গণনা করে দেখা যাবে মাত্র দুইশতজন তাদের সাথে ফেরৎ আসতে পেরেছে। এ দিকে লেবাননের পাহাড়েও তারা নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে না, বরং রাস্তা হারিয়ে রোম ভূখন্ডে এসে পৌঁছবে। মুসলমানগণ হিমস নগরীর দিকে মনোযোগ দিবে এবং গোটা হিমস নগরীকে অবরুদ্ধ করে ফেলবে। ঐ হিমসের অভ্যন্তর থেকে এমন কিছু মাথা নিক্ষেপ করা হবে যাদেরকে তোমরা চিনতে পারবে। সেখানে অবশ্যই একটি বা দুইটি মাথা হবে। সেদিন এবং আরো কয়েকদিন হিমস নগরী বিরান ভূমিতে পরিণত হয়ে বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। তারা বলবে, আমরা এমন শহরে কিভাবে বসবাস করব যেখানে আমাদের মা-বোনদের সাথে এমন জঘন্য আচরণ করা হয়েছে। উক্ত হাদিসের বর্ণনাকারী সায়বানী (রহঃ) বলেন, ইয়াফা নগরী প্রায় বারজন শাসক শাসন করবে, কিন্তু তাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম এবং জঘন্য হবে রোমের বাদশাহ।

হাদিস নং ১২৯৯

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খলিফা মানসূর মাহদী মৃত্যুবরণ করার পর আসমান জমিনের অধিবাসি এবং আসমানের পশুপাখি তার জানাযায় শরীক হবে এবং দোয়া করবে। তিনি রোমবাসিদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ বিশ বৎসর পর্যন্ত যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন এবং ভয়াবহ এক যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করবেন। ঐ যুদ্ধে তিনি এবং তার সাথে থাকা আরো দুই হাজারের মত সৈনিক শাহাদাতবরণ করবেন। তাদের প্রত্যেকে আমীর এবং

ঝান্ডাবাহী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর মুসলমান এত মারাত্মক আর কোন মসিবতের সম্মুখিন হয়নি।

হাদিস নং ১৩০০

হযরত আরতাত ইবনে মুনজির (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু আমের আলহানী (রহঃ) কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি একদা তাবী এর সাথে রুস্তনের গেইট দিয়ে বের হচ্ছিলাম। তখন তিনি বললেন, হে আবু আমের! যখন এই দুই নদী শুকিয়ে যাবে তখন তুমি তোমার পরিবার–পরিজনকে হিমস নগরী থেকে বের করে নিয়ে আসবে। একথা শুনে আমি বললাম, যদি আমি একাজ করতে না পারি তাহলে কি করব? জবাবে তিনি বললেন, যখন তুমি আনতারসুস নগরীতে প্রবেশ করবে এবং সেখানে প্রায় তিনশত লোক শাহাদাতবরণ করবে তখন তুমি তোমার পরিবার-পরিজন নিয়ে হিমস নগরী থেকে বের হয়ে যাও। আমি বললাম সেটা না করলে কি হবে? জবাবে তিনি বললেন, এক হাজার সৈন্যবাহিনী নিয়ে যখন আন্দুলুস থেকে উট এসে পৌঁছবে এবং তারা আকরা ও ইয়াফা নগরীর মাঝে বিভক্ত হয়ে যাবে, তখন তুমি তোমার পরিবারকে হিমস নগরী থেকে বের করে দাও। একথা শুনে বললাম, তারা কেন আক্রান্ত হবে? জবাবে তিনি বললেন, সে এলাকার আজমীগণ মুসলমানদের স্ত্রী ও পরিবার-পরিজনকে অবরুদ্ধ করে রাখবে। অতঃপর তিনি বললেন, এক পর্যায়ে আমরা চলতে চলতে মিসহাল গীর্জার পাদ দেশে পৌঁছলাম। সেখানে গিয়ে তিনি বললেন, তুমি কি এ লাকড়ি খন্ডকে দেখতে পারছ? এ লাকড়ির টুকরোটি সেদিন মুসলমানদের জন্য মিনজানিক বা কামানের কাজ দিবে। এরপর আমি বললাম, আন্তরসুস এবং উটের বাহিনীর মাঝখানে কয় বৎসরের দূরত্ব হবে? জবাবে তিনি বললেন, প্রায় তিন বৎসরের বেশি হবে না। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, রোমবাহিনী মোট তিনবার আত্মপ্রকাশ করবে। উল্লিখিত ঘটনাটি হচ্ছে প্রথম আত্মপ্রকাশ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, সমুদ্র উপকূল থেকে প্রায় এক হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীর আগমন হবে। এরপর তারা প্রত্যেক অংশ

নিজেদের দায়িত্ব পালনে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং প্রত্যেকে নির্দিষ্ট একদিন দায়িত্ব পালনে বের হওয়ার জন্য তৈরি থাকবে। ধীরে ধীরে যখন সেদিন আসবে তাদের পাশ্ববর্তী মুসলমানদের প্রত্যেক গোত্রের লোকজন বের হয়ে এসে উক্ত বাহিনীর জন্য সজ্জিত করে রাখা জাহাজগুলো জ্বালিয়ে দিবে এবং তাদের তাঁবুগুলোকে উপড়ে ফেলবে। এরপর উভয়দল পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়বে। দেখতে দেখতে যুদ্ধ ও হত্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। তাদের কেউ অন্যের উপর জয়লাভও করতে পারবে না, আবার কাউকে পরাজিত করাও সম্ভব হবে না। এদিকে আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য সহযোগিতা আসবে না এবং সকলে নিজেদের অস্ত্র প্রদর্শনীতে ব্যস্ত থাকবে। ধীরে ধীরে মুসলমানগণ আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য পেতে থাকবে এবং মাদায়েন নগরীতে তারা অত্যন্ত সুরক্ষিত একটি কেল্লা গড়ে তুলবে। এদিকে রোমবাহিনীর পক্ষ থেকে একটি ঘোষণা পত্র মাদায়েনের অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে দেয়া হবে। এমন পরিস্থিতিতে হিমস নগরীতে অবস্থানরত আজমীগণ সেখানে থাকা মুসলমানদের পরিজন ও নারী-শিশুদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখবে। এভাবে লাগাতার চারদিন পর্যন্ত ফিলিস্তিন ভূখন্ডে যুদ্ধ চলতে থাকবে। হাদীস বর্ণনাকারী আবুয যাহিরিয়্যাহ (রহঃ) বলেন, তুমি জানতে চাইলে আমি বলব, উক্ত যুদ্ধের প্রথম চারদিনও হতে পারে আবার আখেরী চারদিনও। অতঃপর চতুর্থদিন আল্লাহতা'আলা মুসমানদেরকে বিজয়ী করবেন এবং রোমবাহিনী পরাজিত হবে। বিজয়ী মুসলমানগণ পরাজিত রোম বাহিনীকে প্রত্যেক অলি-গলি ও পাহাড়-পর্বত থেকে তালাশ করে বের করে করে হত্যা করবে। এক পর্যায়ে রোমবাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্যরা কুসতুনতিনিয়্যাহ নগরীতে গিয়ে ঢুকবে। সেখানে গিয়ে তারা বেশিদিন অপেক্ষা করবে না, বরং দ্রুত সময়ের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করে তারা তোমাদের সাথে চুক্তি করার জন্য প্রস্তাব নিয়ে লোক পাঠাবে। বর্ণনাকারী কা'ব (রহঃ) বলেন, তাদের প্রস্তাব মতে মুসলমানগণ দীর্ঘ দশ বৎসরের জন্য তাদের সাথে সন্ধি করবে। সন্ধিকালীন সময়ে জনৈকা আমেনা নামক এক নারী উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করবে, অতঃপর মুসলমান এবং রোমবাসিরা

কুসতুনতিনিয়্যাহ এলাকার পিছনে প্রত্যেকের শত্রুর সাথে মোকাবেলায় লিপ্ত হবে এবং মুসলমানগণ সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে জয়লাভ করবে। পিছনে প্রত্যেকের শত্রুর সাথে মোকাবেলায় লিপ্ত হবে এবং মুসলমানগণ সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে জয়লাভ করবে। ফিরে আসার সময় তোমরা যখন কুসতুনতুনিয়্যাহ দেখতে পাবে এবং বুঝবে যে, তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনের কাছে পৌঁছে গিয়েছ, তখন তারা কুফা নগরীতে থাকাকালীন আরারো যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। সে যুদ্ধে তোমরা তাদেরকে চিবানো ঘাসের ন্যায় করে ফেলবে। অতঃপর আবারো মুসলমানদের সাথে রোম বাহিনী এবং কতিপয় মাশরিক বাহিনীর সাথে যুদ্ধ সংগঠিত হবে এবং মুসলমানগণ সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে জয়লাভ করবে। তোমরা শত্রুদের নারী-শিশুদেরকে বন্দি করবে এবং তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিবে। উক্ত এলাকা থেকে প্রত্যাবর্তন করার সময় এমন এক এলাকায় যাত্রাবিরতি করবে যেখানে তোমাদের কাছে থাকা গনীমতের সম্পদ বন্টন করা হবে। সেখানে এসে রোমবাসিরা বলবে, আমাদের নারীও শিশুদেরকে আমাদের কাছে ফেরৎ দিয়ে দাও। জবাবে মুসলমানগণ বলবে, এভাবে নারী-শিশুদেরকে ফেরৎ দেয়া আমাদের ধর্মীয় বিধান মতে সুযোগ নেই, তবে তোমরা অন্যান্য সম্পদ নিয়ে যেতে পার। একথা শুনার পর রোমবাসিরা বলবে, আমরা সবকিছুই ফেরৎ নিতে চাই। এদের কথার জবাবে মুসলমানগণ বলবে, এসব জিনিস তোমরা কক্ষনো ফেরৎ পাবেনা। অতঃপর রোমের বাসিন্দাগণ বলবে, তোমরাতো আমাদের উপর জয়লাভ করেছ, এটাই কি যথেষ্ট নয়, আবার আমাদের নারীও শিশুদেরকে বন্দি কেন করেছ? তাদের কথার জবাবে মুসলমানগণ বলবে, বরং আমরা আল্লাহতা'আলার সাহায্যে জয় লাভ করেছি। এমন অবস্থা চলাকালীন তারা পরস্পরের সাথে তর্ক বিতর্ক করতে থাকবে। হঠাৎ কাফেরদের একজন তাদের সাথে থাকা ক্রুশকে তুলে ধরবে। এটা দেখার সাথে সাথে মুসলমানগণ রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়বে। মুসলমানদের একজন তার উপর হামলা করে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। এ পরিস্থিতিতে উভয় দল একে অপরের উপর হামলা করে বসবে যেন যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। অতঃপর

রোমবাসিরা রাগান্বিত অবস্থায় তাদের সম্রাটের কাছে ফিরে গিয়ে বলবে, আরববাসিরা আমাদের সাথে গাদ্দারী করে আমাদেরকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছে এবং ক্রুশকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করেছে এবং আমাদের অনেক সৈন্যকে হত্যা করেছে। রোমের সম্রাট একথা শুনার সাথে সাথে রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং রোমবাসিদের থেকে বিরাট এক দল সৈন্যবাহিনী জমায়েত করে। এর সাথে সাথে অন্যান্য এলাকার সাথে সন্ধি করতে থাকে। এটিই হচ্ছে, সবচেয়ে বড় যুদ্ধ। অতঃপর মুসলমানদের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসবে এবং মুসলমানরাও তাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য এগিয়ে যাবে। সেদিন মুসলমানদের খলীফা কাব (রহঃ) বলেন, তিনি ইয়ামানী হলেও কুরাইশের বংশধর। যার কারণে শুরুতে তাদের সাথে যুদ্ধ সংগঠিত হবে। ঐসময় রোম বাহিনী মুসলমানদের উপর তলোয়ার দ্বারা আক্রমণ করবে এবং তাদেরকে তাদের সৈন্যবাহিনী থেকে বের তেমনিভাবে যখনই তারা মিলিত হবে তখনই মুসলমানদের উপর মারাত্নকভাবে আক্রমণ করবে। আর এ সংবাদ খুবই দ্রুত গতিতে হিমস নগরীতে পৌঁছে যাবে। এভাবে চলতে চলতে হিমসবাসিরা আল–গাবারা এবং রাহজবাসিদের সাহায্য করতে থাকবে। আর তখন হিমসবাসিরা শিশু, মহিলা এবং দূর্বলদেরকে দিমাশকের দিকে তাড়িয়ে দিতে থাকবে, যার ফলে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় হিমস এবং ছানিয়তুল ইকাব এলাকার মাঝামাঝি স্থানে হাজার হাজার লোক মারা যাবে। এমন কি অনেক নারীকে ঘোড়া বেঁধে রাখার ন্যায় বেঁধে রাখা হবে। কখনো কখনো কোনো নারীর আত্নীয়-স্বজন আওয়াজ করে বলতে থাকবে, তোমরা কি অমুকের মেয়ে অমুককে দেখেছ। একথা শুনে জনৈক লোক বলে উঠবে, হে আব্দুল্লাহ! আমি তাকে অমুক স্থানে কাপড় দ্বারা রক্তে রঞ্জিত পা বেঁধে পড়ে থাকতে দেখেছি। এদিকে রোম বাহিনী এবং মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ আরো তীব্র আকার ধারণ করবে এবং উভয় পক্ষ উভয়ের সাহায্য বন্ধ করে দিবে এবং পরস্পরের উপর অস্ত্র চালনা করতে থাকবে। কেউ কোনো ধরনের আশ্রয় স্থল পাবে না। তখন মাত্র একদিনেই মুসলমানদের সত্তরজন আমীরকে হত্যা করা হবে। যার কারণে মুসলমানরা কুরাইশের এক জনের

হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে। ঐ সময় অল্প সংখ্যক লোকজন ছাড়া প্রায় সকলে রোমবাসিদের সাথে একাত্মতা পোষণ করবে এবং প্রত্যেক গোত্রের জিম্মাদারগন রোম বাহিনীকে সমর্থন জানাবে। মুসলমানদের একদল কাফেরদের সাথে হাত মিলাবে, অন্যদল শাহাদাতবরণ করবে, তৃতীয়দল পলায়ন করবে এবং অন্য আরেকদল ফিরে আসবে। অতঃপর রোমবাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হবে, হে আরববাসি! আমরা নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছি, তোমরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে অপছন্দ করে থাক তাহলে আমাদের কাছে আত্মসমর্পন করো এবং আমাদের অধীনস্ততা গ্রহণ পূর্বক তোমাদের ভূখন্ড এবং এলাকায় ফিরে যাও। জবাবে আরবরা রোমবাসিকে বলবে, নিঃসন্দেহে তারা তোমাদের সব কথা মনোযোগ সহকারে শুনেছে। এ ব্যাপারে তারাই ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এহেন মুহুর্তে উল্লিখিত মনীবদের একজন খুবই রাগান্বিত হয়ে যাবে। তারা আরবদেরকে বলবে, তোমরা তো জানো যে, আমাদের অন্তরে কিছু হলেও ইসলাম অবশিষ্ট আছে, অতঃপর তারা তাদের একজনের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে সামনের দিকে এগুতে থাকবে। তারা একদিকে যুদ্ধ করবে, আবার আরববাসিরাও অন্য লাইনে যুদ্ধ করতে থাকবে। এহেন পরিস্থিতিতে আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে এবং রোম সম্রাট ধ্বংস হয়ে যাবে, সাথে সাথে রোম বাহিনী পরাজয় বরণ করবে। ঐ সময় একজন লোক উচ্চ একটি ঘোড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বলবে, হে মুসলিম বাহিনী! আল্লাহতা'আলা আমাদেরকে হয়তো এমন বিজয় আর দিবেন কিনা সন্দেহ রয়েছে। যদি তোমরা তার থেকে ফেরৎ না আস এবং মুসলমানগণ তাদের পশ্চাদাবন করতঃ প্রত্যেক অলি-গলিতে, পাহাড়ে-পর্বতে তাদেরকে হত্যা করতে থাকবে। কারো জন্য এর থেকে বিরত থাকা জায়েয হবেনা। এক পর্যায়ে মুসলমানগণ কুস্তুনতুনিয়া নগরীতে ছাউনি ফেলবে এবং তখন মুসলমানগণ মুসা (আঃ) এর এক কউমের সাথে স্বাক্ষাৎ করবে, যারা মুসলমানদের সাথে বিজয়ের স্বাক্ষী হবে। মুসলমানরা ঐ গোত্রের একটি অংশ থেকে উচ্চস্বরে তাকবীর দিয়ে উঠবে। এক পর্যায়ে ঐ এলাকার একটি দেয়াল ধ্বসে পড়বে এবং লোকজন দ্রুত

গতিতে উঠে দাড়াবে। আর তখনই তারা কুস্তুনতুনিয়া এলাকায় প্রবেশ করবে। তারা গনীমতের মাল এবং বন্দিদেরকে জমায়েত করা অবস্থায় হঠাৎ উক্ত শহরের এক প্রান্তে আসমান থেকে একটি আগুনের টুকরা খসে পড়বে। সেটা প্রজ্জলিত থাকা অবস্থায় মুসলমান আক্রান্ত এলাকা থেকে বের হয়ে আসবে এবং ফারকাদূনা নামক এলাকায় এসে প্রবেশ করবে। এ এলাকায় আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে পাওয়া গনীমতের মাল বন্টন করাকালীন শুনতে পাবে যে, তাদের পরিবার-পরিজনের মাঝে দাজ্জালের আত্নপ্রকাশ হয়েছে। একথা শুনার সাথে সাথে তারা সেদিকে দৌঁড় দিবে এবং শুনতে পাবে যে, খবরটি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ছিল। ফলে তারা বায়তুল মোকাদ্দাসে চলে যাবে এবং দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া পর্যন্ত তারা সেখানেই থাকবে।

হাদিস নং ১৩০১

হযরত আবুজ জাহিরিয়্যাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোমবাহিনী বাহরা নামক স্থানে অবস্থিত গীর্জায় এসে পৌঁছলে এক ধরনের আশঙ্কা তাদেরকে গ্রাস করে নিবে, যা কাটিয়ে উঠে তারা হিমস নগরীতে প্রবেশ করতে পারবেনা। আর তখনই মুসলমানগণ শক্তি সঞ্চয় করতঃ তাদের উপর আক্রমণ করবে এবং আল্লাহতা'আলা রোম বাহিনীকে পরাজিত করবেন।

হাদিস নং ১৩০২

হযরত কাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি একদা মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন যে, হিমস নগরীতে মুসলমানদেরকে এক ধরনের তীব্র বাতাস গ্রাস করে নিবে, ফলে তারা সেখান থেকে দ্রুত গতিতে প্রত্যাবর্তন করবে। দুনিয়ার সবকিছু তারা ফেলে চলে যাবে। এমনকি কোনো মহিলা একাকি তার দাসীকে ফেলে রেখে চলে যাবে এবং উক্ত দাসী পিছন থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে তার চাদর টেনে ধরে বলবে, এভাবে আমাকে রেখে কোথায় যাচ্ছেন। তখন দিমাশক ও সানিয়াতুল ইকবের মধ্যবর্তী স্থানে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় জর্জরিত হয়ে প্রায় সত্তর হাজার মানুষ মারা যাবে। এমন কি পুরুষ লোক পর্যন্ত তাদের পরিবার-পরিজনকে গোতা নামক

স্থানে বেঁধে রেখে আসবে এবং এক সময় তাদেরকে হারিয়ে ফেলবে। পথিমধ্যে যার সাথে দেখা হবে তাদের কথা জিজ্ঞাসা করতে থাকবে। তার অবস্থা দেখে হঠাৎ করে কেউ বলে উঠবে, অমুক স্থানে এক মহিলাকে তার সন্তানসহ দেখতে পেয়েছি, যে মহিলা তার পরনের উড়না দ্বারা নিজের পা বেঁধে রেখেছে। এরপর তার অবস্থা আর কি হয়েছে জানিনা। হে হিমসবাসি! তোমাদের কি অবস্থা হবে যখন তোমাদের মহিলাদের এ অবস্থা হবে, তাদেরকে সাথে নিয়ে তোমরা পলায়ন করা কালীন তোমাদের যা কিছু ভারী হবে সেগুলো তোমাদের শত্রুদের মালিকানায় চলে যাবে। সে যুগের লোকজন যখন এই হাদিসটি শুনতে পাবে, তখন কোনো ভারী মহিলাকে দেখার সাথে তাকে সাথে তাকে আল্লাহতা'আলার লানত দ্বারা লানত করতে থাকবে।

হাদিস নং ১৩০৩

হযরত কাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় রোমের শাসক বাহরা নামক এলাকার একটি গীর্জাতে এসে ছাউনি ফেলবে। সেখানে তীব্র এক যুদ্ধ সংগঠিত হবে, যার কারণে সেখানে সাদা পাথরও রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে।

হাদিস নং ১৩০৪

হযরত কাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুদ্ধের কারণে পদতলে পিষ্ট হয়ে হিমস এবং সানিয়তুল ইকাব নামক এলাকার মাঝামাঝি স্থানে প্রায় সত্তর হাজার মানুষ মারা যাবে। তোমাদের থেকে কেউ উক্ত সমস্যার সম্মুখিন হলে সে যেন হিমস নগরী থেকে সারবাল যাওয়ার পথে পূর্বের রাস্তাকে নির্বাচন করে নেয়। সারবালক দাখিরা, দাখিরা থেকে ব্যাংক থেকে কাতীফা এবং কাতীফা থেকে দিমাশকের রাস্তা নির্বাচন করে। উল্লিখিত পথে যাতায়াত করলে কেউ আর কোনো ধরনের ঝামেলার সম্মুখিন হবেনা এবং সর্বদা শান্তি ও আরামের সহিত থাকতে পারবে।

হাদিস নং ১৩০৫

হযরত কাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষজন সর্বদা কল্যাণ ও শান্তিতে বসবাস করতে পারবে যতক্ষণ পর্যন্ত জাযিরাবাসি কুনসুরদের উপর আঘাত করবেনা এবং কুনসুনবাসিও হিমস নগরীতে অবস্থান কারীদের উপর আক্রমণ করবেনা। এ ধরনের কোনো পরিস্থিতি হওয়ার সাথে সাথে লোকজনের মাঝে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করবে এবং মানুষ আতংকিত হয়ে দিমাশকের দিকে যেতে থাকবে।

হাদিস নং ১৩০৬

হযরত কাব (রহঃ) থেকে উল্লিখিত হাদিসের মত বর্ণনা করা হয়েছে।

হাদিস নং ১৩০৭

হযরত আবুত তাইয়াহ (রহঃ) স্বীয় পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আমার পিতা আমাকে সম্বোধন করে বললেন, হে প্রিয় বৎস! আমরা হাদীস বর্ণনা করি যে, নিঃসন্দেহে একটি গোত্রকে তার পরিবার-পরিজন ধ্বংসের স্থানে আটকিয়ে রাখবে।

হাদিস নং ১৩০৮

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতি সত্ত্বর মূল হিজরতের পর আরো একটি হিজরত হবে, যার মধ্যে বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন সায়্যিদুনা হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর হিজরতের স্থানে হিজরত করবে, ফলে সে সব এলাকায় একমাত্র নিকৃষ্টতম লোকজন ব্যতীত আর কেউ থাকবে না।

হাদিস নং ১৩০৯

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তুমি কোনো মিম্বর থেকে শুনতে পাবে যে, বলা হচ্ছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহর পক্ষ থেকে বের হয়ে যাও।

হাদিস নং ১৩১০

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে জানতে চাইলাম যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! দাজ্জাল আগে আসবে নাকি ঈসা (আঃ) আগে আসবেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "প্রথমে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে, এরপর হযরত ঈসা (আঃ) আসবেন। এরপর কারো ঘোড়া বাচ্চা দিলে সেটার উপর সওয়ারের উপযুক্ত হওয়ার সময় আসার পূর্বেই কিয়ামত এসে যাবে।"

হাদিস নং ১৩১১

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের মাঝে এমন এক সময় আসবে, বিভিন্ন ধরনের বালা-মসিবতের কারণে তারা ভাসমান নৌকা বা জাহাজ তাদেরকে নিয়ে ঢেউয়ের তালে তালে চলতে থাকবে।

হাদিস নং ১৩১২

হযরত হারেছ ইবনে হিশাম রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে আমার পিতা হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, কতক সাহাবায়ে কেরামকে তিনি বলতে শুনেছেন, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সমাজের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম ব্যক্তিগণ এ পৃথিবীর রাজত্বভার গ্রহণ করবে। পরবর্তীতে তাদের সন্তানগণ উক্ত দায়িত্ব পালন করবে।

হাদিস নং ১৩১৩

হযরত শুরাইহ ইবনে উবাইদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত কাব (রহঃ) কে বলতে শুনেছি, বায়তুল মোকাদ্দাসের ধ্বংসের পর পরই কুস্তুনতুনিয়া আবাদ করা হবে। সেখানে অনেকে সম্মানিত এবং বড়ত্ব প্রদর্শন করবে, অতপর তাদেরকে বড়ত্ব প্রদর্শনকারী হিসেবে আহ্বান করা হবে। তখন সে বলবে, আমার প্রভুর আরশ পানির উপর স্থাপন করা হয়েছে

এবং আমিই সেটাকে পানির উপর প্রতিষ্ঠা করেছি। অতঃপর আল্লাহতা'আলা কিয়ামতের পূর্বে আযাব দেয়ার ওয়াদা করেছেন। এরপর আল্লাহতা'আলা বলেছেন, আমি অবশ্যই তখন তোমার অলঙ্কার, তোমার কাপড় এবং উড়না ছিনিয়ে নিব এবং তোমাকে এমন এলাকায় ছেড়ে দিব সেখানে মোরগ পর্যন্ত ডাকবেনা। তোমার এলাকায় শিয়াল ব্যতীত কোনো জীবজন্তু আবাদ হবেনা। সেখানে কোনো গাছপালা, পাথর, ঘাস বলতে কিছুই থাকবেনা এবং তোমার উপর আমি তিন প্রকারের আগুন অবতীর্ণ করব। এক প্রকারের আগুন হবে আলকাতরার, দ্বিতীয় প্রকারের হবে দিয়াশলাইয়ের এবং তৃতীয় প্রকারের আগুন হবে পেট্রোলের। এবং আমি টেকো মাথা এবং উদ্ভিদবিহীন ভূখন্ডের অধিকারী করে ছাড়বো। আসমানের নিচে জমিনের উপরে তোমার সাথে কেউ থাকবেনা। তোমার চিৎকার এবং আহাজারী কোথাও পৌঁছবেনা। এবং আসমানের উপর অধিষ্ঠিত থাকব। যেহেতু সে দীর্ঘ দিন থেকে আল্লাহর সাথে শিরক করে আসছিল এবং আল্লাহতা'আলা ব্যতীত অন্যের উপাসনায় লিপ্ত ছিল। যে প্রতিবেশী তার সৌন্দর্যে পাগল হয়ে বারবার তাকে সূর্যের সাথে দেখতে চেয়েছিল, সে এসে তোমার দরজায় করাঘাত করবে। যারা তার মালিকানাধীন ঘরের দিকে পায়ে হেঁটে আসতে চেয়েছিল তারা আর কখনো দুর্বল হবে না। যেহেতু তারা সেখানে প্রায় বারোজন বাদশাহর সম্পদ প্রাপ্ত হবে প্রত্যেকের সম্পদ বৃদ্ধিই পেতে থাকবে কোনো ধরনের কমতি হবে না। সেই সম্পদ গরুর সমতুল্য হবে, আর কারো কারো সম্পদ হবে শিশার তৈরি ঘোড়ার সমতুল্য। যেগুলোর মাথার উপর পানি প্রবাহিত থাকবে। তাদের সম্পদগুলো ঢালের উপর রেখে বন্টন করা হবে এবং কুড়াল দ্বারা সেটা কর্তন করা হবে। তারা এমন অবস্থায় দিনাতিপাত করতে গেলে হঠাৎ করে আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে ওয়াদাকৃত আগুন এসে যাবে। এ অবস্থা দেখে তারা সাধ্যমত মাল-সামানা বহন করে নিয়ে যাবে এবং ফরকাদুনা নামক স্থানে সেটা বন্টন করবে। অতঃপর শামের দিক থেকে হঠাৎ সংবাদ এসে পৌছবে যে, দাজ্জালের আবির্ভাব হয়েছে। একথা শুনে তারা হাতের সবকিছু ছুড়ে ফেলে দিয়ে দৌঁড় দিবে এবং শামে পৌঁছে জানতে পারবে

সংবাদটি প্রতারণা এবং মিথ্যা ছিল। হাদীস বর্ণনাকারী আবু আইউব (রহঃ) বলেন, শব্দটি হচ্ছে, নাফজাতুন। তিনি আরো বলেন, ঐ সময় যারা নিজেদের ঘরের দেয়ালের উপর দাঁড়াবে, তারা ভয়ে আতংকে প্রশ্রাব করে দিবে।

হাদিস নং ১৩১৪

হযরত কাব (রহঃ) বলতেন, যখন সবচেয়ে বড় যুদ্ধ, অর্থাৎ, রোমের যুদ্ধ সংগঠিত হবে, তখন তোমাদের এক তৃতীয়াংশ পলায়ন করে রোমবাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে, দ্বিতীয় আরেক তৃতীয়াংশ বেরিয়ে পড়বে। আল্লাহতা'আলা তোমাদেরকে নিরাপদে রাখবেন। তবে আল্লাহতা'আলা তাদের অবশিষ্টদের প্রতি এক প্রকারের পাখি প্রেরণ করবেন, যারা তাদের চোখ উপড়ে ফেলবে। ফলে বাকি লোকজন বিকৃতাবস্থায় পড়ে থাকবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমাদের কেউ এমন অবস্থার সম্মুখিন হলে নিজেকে কাপুরুষতা থেকে বাঁচিয়ে রেখে যেন পালানের নিচে এসে প্রবেশ করে। অথবা উক্ত পালানের খুটি শক্ত করে ধরবে এবং ধৈর্য্য ধারণ করবে। যেহেতু আল্লাহতা'আলা এ তৃতীয় দলকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। এটা তখনই হবে যখন তোমাদেরকে রোম বাহিনী দুর্বল করে ফেলবে এবং তোমাদের প্রতি তারা লোভী হয়ে উঠবে। রোমীরা বলবে সকাল হলেই তোমরা নিজেদের ঘোড়ার উপর আরোহণ করতঃ মুসলমানদেরকে পিষে মাটির সাথে মিশে দাও, যেন এ জমিনে কেউ কখনো ইসলামের কথা বলতে না পারে। তার কথা শুনে আল্লাহতা'আলা খুবই রাগান্বিত হবেন। এক পর্যায়ে চতুর্থ আসমানে থাকা আল্লাহর হাতিয়ার ও আযাবকে সম্মোধন করে বলবেন, এ পৃথিবীতে একমাত্র আমার দ্বীন ইসলাম এবং আমিই বাকি থাকব। আর ইয়ামানবাসি ও কাইস বাকি থাকবে। আজ আমি আমার বান্দাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করব। আল্লাহতা'আলার দুই হাত দুই কাতারের উপর থাকবে। উক্ত হাতকে কোনো গোত্রের উপর প্রসারিত করলে তারা পরাজিত হয়ে পৃষ্টপ্রদর্শন করতে বাধ্য হয়। হে ইয়ামানবাসিরা! তোমরা কাইসের

সাথে শত্রুতা পোষণ করোনা। হে কাইস! তোমরা ইয়ামানবাসিকে ভালোবাসো। যেহেতু কাইসবাসিরা ব্যক্তিগত ও চারিত্রিকভাবে উত্তম মানুষদের অন্তর্ভুক্ত। কসম সে সত্তার যার হাতে কাবের প্রাণ, হে ইয়ামানবাসিরা! কাইস ও তোমরাই সেদিন ইসলাম ধর্মের উপর পুরোপুরি অবিচল থাকবে। সেদিন কাইস গোত্রের লোকজন অনেক দুশমনকে হত্যা করলেও দুশমনের কেউ তাদেরকে হত্যা করতে পারবেনা। তেমনিভাবে বনী আযদও শত্রুদেরকে হত্যা করবে, তবে তাদেরও কতক লোক মারা যাবে। আর লাখমও জুযাম গোত্রের লোকজনও শত্রুদেরকে হত্যা করবে এবং শত্রুরা তাদের কাউকে হত্যা করতে পারবেনা।

হাদিস নং ১৩১৫

হযরত কাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাবা এবং কাযের এর সন্তানদের হাতে কুস্তুনতুনিয়া নগরীর বিজয় হবে।

হাদিস নং ১৩১৬

বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত কাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতিসত্ত্বর ইয়াফা এলাকার ঘটনা সংঘঠিত হবে, যার মধ্যে মুসলমানগণ তাদেরকে হত্যা করবে। যে যুদ্ধটি লাগাতার বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি ও রবিবার পর্যন্ত চলতে থাকবে। এরপর সোমবার দিন আল্লাহতা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয়ী করবেন। হাদীস বর্ণনাকারী হযরত সাফওয়ান (রহঃ) বলেন, আমি এ হাদীসটি সম্বন্ধে হযরত খালেদ ইবনে কায়সানকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমার কাছে আমার পিতা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ইয়াফা নগরীতে যখন আল্লাহতা'আলা রোম বাহিনীকে পরাজিত করবেন তখন তারা সেখান থেকে চলে গিয়ে আমাক নামক স্থানে সংঘটিত হবে। অতঃপর সে এলাকায় মারাত্মক এক যুদ্ধ হবে।

হাদিস নং ১৩১৭

হযরত কাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতিসত্ত্বর তোমরা কায়সারিয়াতুর রোম আবাদ করবে তখন মুসলমানগণ সে এলাকার পাহাড়গুলোকে রশি ও পরিমাপের স্কেলের বিনিময়ে বিক্রি করবে। সে সময় পৃথিবীতে শান্তি এবং নিরাপত্ত্বা এমনভাবে বিরাজ করবে জনৈকা মহিলা একাকীভাবে তার গাধার উপর আরোহণ করে বায়তুল মোকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। একমাত্র তার সাথে পিছনে পিছনে তার কুকুরই আসবে। সে মহিলা লোকজনকে জিজ্ঞাসা করবে বায়তুল মোকাদ্দাসের সহজ রাস্তা কোনটি? এভাবে চলার পথে সে কাউকে ভয় করবেনা। লোকজনের কাছ থেকে কোনো প্রকারের আশংকা বোধ করবেনা, এমনকি হাতে কোনো লাঠিও রাখবেনা, যেটা থাকবে এক সময় সেটাকেও ফেলে দিবে। একমাত্র আল্লাহতা'আলা ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না।

হাদিস নং ১৩১৮

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর আবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে রোমবাহিনী ছিন্নভিন্ন করতে করতে বের করে দিবে। এমনকি তোমাদেরকে লাখম ও জুযাম এলাকায় ছাউনি ফেলতে বাধ্য করবে। একপর্যায়ে তোমাদেরকে পৃথিবীর একপ্রান্তে কোনঠাসা হতে বাধ্য করবে।

হাদিস নং ১৩১৯

হযরত কাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহতা'আলা শামবাসিদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করবেন, যখন রোমবাহিনীর সাথে তাদের মারাত্নকক যুদ্ধ হবে। উক্ত যুদ্ধে রোমবাহিনীর আক্রমণে আহলে ইয়ামনের মুসলমানগণ দুই দফায় আক্রান্ত হবে এবং প্রথম দফায় সত্তর হাজার এবং দ্বিতীয় দফায় প্রায় আশি হাজার ইয়ামানী মারা যাবে। তাদের তলোয়ার বহনকারী আল-মাসাদ বলবে, আমরা হলাম নিঃসন্দেহে আল্লাহর

বান্দা এবং আল্লাহর দুশমনদের সাথে আমরা যুদ্ধ করব। আল্লাহতা'আলা তাদের উপর থেকে মহামারী, দুর্ভিক্ষ এবং বালা–মসিবত উঠিয়ে নিবেন। ফলে ঐ সময় শাম নগরী থেকে নিরাপদ ও ভালো আবহাওয়াবিশিষ্ট কোনো এলাকা থাকবে না। অথচ কিছদিন আগেও শাম দেশ ছিল মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও নানান ধরনের বালা–মসিবতে জর্জরিত শহর। হাদীস বর্ণনাকারী হযরত কাব (রহঃ) বলেন, নিঃসন্দেহে পশ্চিমাদের মধ্যে একজন বাদশাহ হবেন, যে বাদশাহ শামবাসিদেরকে এক হাজার বার উৎখাতের ওয়াদাবদ্ধ হবে। তার গণনা শেষ হলে আল্লাহতা'আলা তার প্রতি তীব্র বাতাস প্রবাহিত করবেন, এক পর্যায়ে তারা উক্ত এলাকা ত্যাগ করে চলে যেতে থাকবে এবং তাদেরকে আল্লাহতা'আলা আক্কা এবং নাহরের মধ্যবর্তী এলাকায় আছড়ে ফেলবেন। অতঃপর সকল সৈন্য একে অপরকে সাহায্য করতে ব্যস্ত হয়ে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সে নাহারটি কোনটি? জবাবে তিনি বললেন, মেহরাকুল আরণাত, অর্থাৎ হিমস নগরীর একটি ছোট্ট নদী। আর উক্ত নদী আকরা এবং মসীসা স্থানের মধ্যবর্তী এলাকা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে থাকে।

হাদিস নং ১৩২০

হযরত বশির ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াছার (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুলাহ ইবনে বুসর রাযিয়াল্লাহু আনহু আমার কান ধরে বলেন, হে ভাতিজা! হয়তো তুমি কুস্তুনতুনিয়া নগরীর বিজয়ের যুগ পেয়ে থাকবে। যদি তুমি সে এলাকার বিজয় পেয়ে যাও তাহলে সেখানের কোনো গনীমত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা কুস্তুনতুনিয়ার বিজয় এবং দাজ্জালের আবির্ভাবের মাঝখানে মাত্র সাত বৎসরের পার্থক্য থাকবে।

হাদিস নং ১৩২১

হযরত ইয়াহ ইয়া ইবনে আবু আমর (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, রোমবাহিনী চল্লিশদিন পর্যন্ত বায়তুল মোকাদ্দাসে নাকুস স্থাপন করবে। এক পর্যায়ে মুসলমান এবং রোমবাহিনী তূর পাহাড়ের পাশে অবস্থিত

এক পাহাড়ের পাদদেশে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। এ যুদ্ধে রোমবাহিনীর কাছে মুসলমানগণ পরাজিত হবে। তাদেরকে ধাওয়া করে আরীহা নামক এলাকা পর্যন্ত নিয়ে যাবে। এরপর তাদেরকে দাউদ গেইট দিয়ে বের করে দিবে। এভাবে তারা মুসলমানদেরকে হত্যা করতে করতে সমুদ্রের পাশে নিয়ে যাবে। যার কারণে বায়তুল মোকাদ্দাসের নিকটে একটি এলাকার নাম কিয়ামত পর্যন্ত আওদিয়াতুল জীফ হিসেবে উল্লেখ থাকবে।

হাদিস নং ১৩২২

হযরত আবু কাবীল (রহঃ) একাধিক সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, মুসলমান এবং রোমবাহিনীর মাঝখানে মারাত্নক এক যুদ্ধ সংগঠিত হবে। এক পর্যায়ে মুসলমানগণ তাদের প্রতি বিশাল এক বাহিনী কুস্তুসতুনিয়া নামক এলাকায় প্রেরণ করবে। যারা মুসলমানদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। তখন হঠাৎ করে পিছন থেকে রোমবাসিরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে বসবে। অতঃপর মুসলমান এবং রোমবাহিনী সাজ সাজ রব নিয়ে একে অপরের উপর হামলা করবে। আল্লাহতা'আলা মুসলমানদেরকে রোমবাহিনীর বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন এবং রোমবাহিনী নির্মমভাবে পরাজিত হবে। এহেন পরিস্থিতিতে রোমবাহিনী থেকে একজন লোক দাড়িয়ে বলবে ক্রুশের জয় হয়েছে। তার কথা শুনে জনৈক মুসলমান চিৎকার করে বলে উঠবে, ক্রুশ নয় বরং আল্লাহতা'আলারই জয় হয়েছে। উভয়দল একে অপরের প্রতি তেড়ে আসবে। এক পর্যায়ে মুসলমান লোকটি রোমী সৈন্যের দিকে এগিয়ে তার ঘাড়ে আঘাত করবে। এ কাজটি দেখার সাথে সাথে রোমবাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে এবং কুস্তুনতুনিয়া এলাকার দিকে ফিরে যাবে এবং ঈমান গ্রহণ করবে। মুমিন হওয়া সত্ত্বেও যখন তাদেরকে হত্যা করা হবে। তাদের হত্যা করা দেখে তারা অনুধাবন করবে যে, নিশ্চয় মুসলমানগণ তাদের প্রত্যেককে হত্যা করে ফেলবে। তখন রোমবাহিনী আশিজন লোকের নেতৃত্বে বিশাল এক কাফেলা প্রেরণ করবে এবং প্রত্যেকের অধীনে বারো হাজার সৈন্য থাকবে। হাদীস বর্ণনাকারী আবু

কাবীল (রহঃ) বলেন, রোমবাহিনী প্রকাশ হলে তাদের সাথে মোকাবেলা করার কারো শক্তি থাকবে না। সেদিন তাদের সাথে তুর্কী, বারজান এবং সাকালিবাসহ অনেক সৈন্য থাকবে।

হাদিস নং ১৩২৩

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যখন দুই আতীক অর্থাৎ, আতীকুল আরব, আতীকুর রোম পৃথিবীর উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে থাকবে তখন উভয়ের মাঝে মারাত্মক যুদ্ধ সংগঠিত হতে থাকবে।"

হাদিস নং ১৩২৪

হযরত মুহাজির ইবনে হাবীব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "হিরাক্লিয়ার্সের পঞ্চম বংশের এক নেতৃত্বে মারাত্মক যুদ্ধ সংগঠিত হবে। প্রথমে হিরাকল নেতৃত্ব দিবে, এরপর তার ছেলে কিস্তাহ ইবনে হিরাকল, এরপর তার ছেলে কুস্তুনতিন ইবনে কিস্তাহ, এরপর তার ছেলে ইস্তেপার ইবনে কুস্তুনতিন। অতঃপর হেরাকলের বংশধর থেকে রোমের এক বাদশাহ আত্মপ্রকাশ করবে, যে লাবুন এলাকার শাসক হবে। এরপর তার ছেলে শাসক হবে, অতঃপর ঐ ছেলের হাতে ক্ষমতা আসবে সে বাদশাহর যুগে কঠিন যুদ্ধ হবে"।

হাদিস নং ১৩২৫

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আল্লাহতা'আলা এ পৃথিবী সৃষ্টি করার পরে আসমানের নিচে সর্বপ্রথম এবং সকলের চেয়ে উত্তম যাকে হত্যা করা হয়েছে, সে হচ্ছে হাবিল ইবনে আদম, যাকে তার ভাই কাবিল জুলুমের মাধ্যমে হত্যা করেছে। এরপর হচ্ছেন ঐ সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম যাদেরকে সেসব

উম্মতের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিল তারা হত্যা করা হয়েছে। যখন তারা তাদের উম্মতকে একথা বলেছেন, আমাদের সকলের প্রভু হচ্ছেন, আল্লাহতা'আলা। তোমরা সকলে তার ডাকে সাড়া দাও। এরপর হচ্ছেন, ফেরআউনের পরিবারের মু'মিন লোকজন, এরপর হচ্ছেন, সুরা ইয়াসিনে উল্লেখকৃত হাওয়ারী। অতঃপর হযরত হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহু। এরপর বদর যুদ্ধে শহীদ হওয়া সাহাবায়ে কেরাম। অতঃপর উহুদ যুদ্ধে শহিদ হওয়া সাহাবায়ে কেরাম। তারপর হুদায়বিয়ার শহীদগণ, অতঃপর আহযাব যুদ্ধের সাহাবাগণ। এরপর হুনাইন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরাম। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকালের পর যাদেরকে খারেজীগণ হত্যা করবে। যে খারেজীগণ মারাত্মক অপরাধের কাজে জড়িত ছিল। এরপর আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধরত মুজাহিদগণের যে কেউ হতে পারে। অতঃপর রোমবাহিনীর সাথে যুদ্ধ সংগঠিত হবে। উক্ত যুদ্ধে শহীদ হওয়া লোকজন বদর যুদ্ধে শহীদ হওয়া সাহাবায়ে কেরামের সমতুল্য হবে। এরপর তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ হবে, তাদের শহীদগণ ওহুদ যুদ্ধের শহীদগণের সমতুল্য হবে। অতঃপর দাজ্জালের সাথে ব্যাপক যুদ্ধ হবে। সেই যুদ্ধের শহীদগণ হবে হুদাইবিয়ার শহীদগণের সমতুল্য। এরপর হবে ইয়াজুজ-মাজুজের সাথে যুদ্ধ, উক্ত যুদ্ধে যারা শহীদ হবেন তারা আহযাবের শহীদের সমতুল্য হবে। এরপর হবে ব্যাপক যুদ্ধ যার শহীদগণ হবেন হুনাইনের শহীদের সমপরিমাণ হবে। এসব যুদ্ধের পর মুসলমানদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত কোনো যুদ্ধ আর হবেনা।”

হাদিস নং ১৩২৬

হযরত আবু কুবাইল (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তোমরা রোমীদের সাথে যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয়ী হবে, তখন তোমরা তার মাশরিকে অবস্থিত বড় এলাকায় প্রবেশ করবে। এরপর তোমরা সাত স্তর পাড়ি দিয়ে অষ্টম স্তরে অবশ্যই পৌঁছবে। যেহেতু তার নিচে হচ্ছে, হযরত মুসা (আঃ) এর লাঠি, হযরত ঈসা (আঃ) এর ইঞ্জিল এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের অলংকারসমূহ।

হাদিস নং ১৩২৭

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুস্তুনতুনিয়া নামক এলাকাটির বিজয় এমন একজন লোকের হাতে হবে, যার নাম হবে আমার নামের মত।

হাদিস নং ১৩২৮

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা কুস্তুনতুনিয়া এলাকায় তিন ধরনের যুদ্ধ সংগঠিত হবে। এক প্রকারের যুদ্ধ হচ্ছে, যার মধ্যে তোমরা বিভিন্ন ধরনের বালা-মসিবতের সম্মুখিন হবে। দ্বিতীয় যুদ্ধ তোমাদের মধ্যে এবং তাদের সাথে চুক্তি হবে। এক পযার্য়ে মুসলমানরা সেখানে মসজিদ স্থাপন করবে এবং কুস্তুনতুনিয়ার পিছনে থেকে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। এরপর তারা সেদিকে ফিরে যেতে থাকবে। তৃতীয় যুদ্ধ হচ্ছে, যা আল্লাহতা'আলা তোমাদেরকে তাকবীরের মাধ্যমে বিজয়ী করবে। যেটা মোট তিনবার হবে। এক তৃতীয়াংশ বিরান হয়ে যাবে, আরেক তৃতীয়াংশ ডুবে মারা যাবে। বাকি এক তৃতাংশ বিভিন্ন ধরনের ধাতব্য বস্তু বন্টন করবে।

হাদিস নং ১৩২৯

হযরত আবু কুবাইল ও ইয়াসীর ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তারা বলেন ইস্কান্দারিয়া এবং আ'মাকের যুদ্ধ সংগঠিত হবে তাবারিস ইবনে আসতিবইয়ান ইবনে আখরাম ইবনে কুস্তুনতীন ইবনে হিরাকল এর হাতে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি শুনতে পেয়েছি যে, নিঃসন্দেহে সে লোক হবে রোমবাসিদের অন্তর্ভুক্ত।

হাদিস নং ১৩৩০

হযরত হ্ওয়ায়াল ইবনে শুরাহীল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, নিঃসন্দেহে আন্দালুসবাসি সমুদ্রের দিকে এগিয়ে আসবে। সমুদ্রে

তাদের জাহাজের দৈর্ঘ্য থাকবে পঞ্চাশ মাইল এবং প্রস্থ থাকবে তের মাইল। এক পর্যায়ে তারা আ'শক নামক এলাকায় ছাউনি ফেলবে। বর্ণনাকারী ইবনে ওয়াহাব (রহঃ) বলেন সেটা জলে-স্থলে উভয় স্থানে হবে।

হাদিস নং ১৩৩১

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আন্দালুসে মুসলমানদের দুশমনদের একজন লোক থাকে যুলউর্ফ বলা হবে। মুশরিক গোত্রের লোকজন ব্যাপকভাবে জমায়েত হবে। আন্দালুসের মুসলমানদের মাঝে এ কথা প্রসিদ্ধ থাকবে যে, মুসলমানদের তাদের সাথে মোকাবেলা করার শক্তি নেই। যার কারণে অনেক মুসলমান পলায়ন করবে, ফলে শক্তিশালী মুসলমানগণ জাহাজের মাধ্যমে তানজাহ নামক এলাকার দিকে চলে যেতে থাকবে এবং মুসলমানদের মধ্যে দুর্বলরাই একমাত্র থাকবে। তাদের জামাআতের মাঝে যাদের কোনো জাহাজ থাকবে না তারা সে এলাকা অতিক্রম করে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আল্লাহতা'আলা তাদের জন্য বন্য প্রাণী প্রেরণ করবেন, যার কারণে আল্লাহতা'আলা সমুদ্রের মধ্যে তাদের জন্য একটা সহজ পথ বের করে দিবেন। যার মাধ্যমে তারা সমুদ্র অতিক্রম করতে পারবে। যা লোকজন খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে। তারা বন্য প্রাণী এর অনুসরণ করবে এবং তার অনুসরণ করে চলতে থাকবে, অতঃপর সমুদ্রের মাধ্যমে তারা আবারো ফিরে আসবে এবং দুশমন তাদেরকে বাহনের উপর সওয়ার হয়ে হন্য হয়ে খুঁজতে থাকবে। এ কথা আফ্রিকাবাসি জানার পর তারা বের হয়ে আসবে এবং তাদের সাথে আন্দালুসের মুসলমানগণও বের হয়ে আসবে। এক পর্যায়ে তারা মিশরে পৌঁছে যাবে এবং দুশমনরা তাদের পিছু নিবে। যার কারণে তারা আহরাম থেকে পাঁচ মাইলের দূরত্বে থাকা মারবূত নামক এলাকায় ছাউনি ফেলবে। তারা সেখানে অবস্থান করার সাথে সাথে মুসলমানদের পতাকা হাতে একদল লোক এগিয়ে আসবে। আল্লাহতা'আলাও তাদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সাহায্য করবেন এবং কাফেররা মারাত্মকভাবে পরাজিত

হবে। মুসলমানগণ ওবিয়্যাহ এলাকা পর্যন্ত প্রায় বিস্তৃত দশ মাইল এলাকা অবধি তাদেরকে ধাওয়া করে হত্যা করবে। মিশরবাসিরা দীর্ঘ সাত বৎসর পর্যন্ত তাদের সরঞ্জাম ও রসদপত্র বহন করতে থাকবে। এক পর্যায়ে যূল আরাফ নামক লোকটি পলায়ন করবে। তার সাথে একটি লিপিবদ্ধকৃত চিঠি থাকবে, যা না দেখেই সে মিশরে ফিরে আসবে। তখন চিঠিটা খুলে দেখবে, তবে তখন সে হবে একজন পরাজিত শাসক। তখন উল্লিখিত চিঠিতে ইসলাম ধর্মের আলোচনা দেখতে পাবে এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে একথা লিখিত পাওয়ার পর সে মুসলমানদের কাছে নিরাপত্ত্বা প্রার্থনা করবে, সাথে সাথে যারা তার আবেদনে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের জন্যও নিরাপত্তা চাইবে। ফলে সে ইসলাম কবুল করতঃ মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এর পরের বৎসর হাব্শা এলাকা থেকে একজন লোকের আত্মপ্রকাশ হবে। যাকে বলা হবে আসইয়াস, কিংবা আসবাস। সে বিশাল একদল সৈন্যের সমাগম করবে। যা অবলোকন করতঃ মুসলমানগণ আসওয়ান এলাকা থেকে পলায়ন করে চলে যাবে। যার কারণে সেখানে এবং তার আশেপাশে কোনো মুসলমানকে পাওয়া যাবে না। যারা ছিপে সকলে বিভিন্ন তাবু এবং হাবশা এলাকায় চলে যাবে। অনেকে আবার মানাফ নগরীতে গিয়ে পৌঁছবে। কিছুদিন পর মুসলমানগণ সুসংগঠিত হয়ে পতাকা সহকারে এগিয়ে যাবে এবং আল্লাহতা'আলা কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন। ফলে তাদের সাথে কঠিন এক যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলমানরা জয়লাভ করবে। সেদিন একেকজন হাবশিকে একটি জামার বিনিময়ে বিক্রি করা হবে।

হাদিস নং ১৩৩২

হযরত আবু মুহাম্মদ আল-জিন্নী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি তুবরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন। আরব মুসলমানদের বিশাল একদল পুরোপুরিভাবে রোমবাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে। আমি পুরোপুরিভাবে কথাটির ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি বলেন, তাদের

দানা-পানি, জায়গা-জমিন সবকিছুসহ। তার কথা শুনে সুলাইম ইবনে আতর (রহঃ) তাকে বললেন, হে আবু মুহাম্মদ! ইনশাআল্লাহ একথা শুনার সাথে সাথে তিনি রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলবেন, হয়তোবা আল্লাহতা'আলা ইচ্ছা করেছেন এবং লিপিবদ্ধও করেছেন।

হাদিস নং ১৩৩৩

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, যখন মানুষ যুল খালাছা নামক ভুতের উপাসনা করতে থাকবে তখনই শামবাসির ওপর রোমবাহিনী জয়লাভ করবে।

হাদিস নং ১৩৩৪

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যখন তীব্র যুদ্ধ সংগঠিত হবে। দিমাশ্ক নগরী থেকে বিরাট একদল মাওয়ালীর আত্মপ্রকাশ হবে। তখন তারাই হবে আরবের সবচেয়ে উত্তম অশ্বারোহী এবং আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী। তাদের মাধ্যমে আল্লাহতা'আলা মূলতঃ দ্বীন ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করবেন।"

হাদিস নং ১৩৩৫

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোমীবাসিরা পথভ্রষ্ট না হলে সূর্যের কান্নার আওয়াজ অবশ্যই তারা শুনে থাকতো।

হাদিস নং ১৩৩৬

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খ্রিস্টানরা সর্বপ্রথম রোম শহরের উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করবে। উক্ত এলাকার লোকজন কাফের না হলে নিঃসন্দেহে সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদারত হয়ে কান্নাকাটি করার আওয়াজও শুনতে পারত।

হাদিস নং ১৩৩৭

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথমে যে কুস্তুনতুনিয়া নামক এলাকা জয়লাভ করা হবে, অতঃপর রোমবাহিনীর সাথে ভয়াবহ একযুদ্ধ হবে, এবং সে যুদ্ধে রোমবাহিনী মুসলমান বিপক্ষে জয়লাভ করবে। হাদীস বর্ণনাকারী আবু কাবীল বলেন, মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ নামক একলোক আফ্রিকিয়্যারে শাসক নিযুক্ত হবে, যিনি মূলতঃ আসবে। এরপর আরেকজন বনি হাশেম থেকে আত্মপ্রকাশ করবে, যার নাম হবে ইস্বা ইবনে ইয়াযিদ। সে রোমবাহিনীর নেতৃত্ব দান করে এবং তার হাত রোমের বিজয় নিশ্চিত হবে।

হাদিস নং ১৩৩৮

হযরত বকর ইবনে সুয়াদা (রহঃ) হিময়রের জনৈক শেখ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, অতিসত্ত্বর এই আফ্রিকী রামলায় তোমাদের সাথে তোমাদের দুশমনের যুদ্ধ হবে। সেদিন রোমবাহিনী আটশত জাহাজে করে তোমাদের দিকে ধেয়ে আসবে এবং এ রামলা এলাকায় তোমাদের সাথে তাদের তীব্র যুদ্ধ হবে এবং আল্লাহতা'আলা তাদেরকে পরাজিত করবেন। অতঃপর তাদের জাহাজগুলো তোমরা নিজেদের আয়ত্ত্বে নিয়ে নিবে এবং তার উপর আরোহণ পূর্বক তোমরা রোমিয়ার দিকে যেতে থাকবে। সেখানে এসে তোমরা তিনবার 'আল্লাহু আকবর' বলবে। তোমাদের তাকবীরের আওয়াজে তাদের কেল্লা কেঁপে উঠবে। যার কারণে তৃতীয় তাকবীরে প্রায় একমাইল পরিমাণ ঝর্ণা প্রবাহিত হবে। যেটা দিয়ে তোমরা প্রবেশ করবে। এক পর্যায়ে আল্লাহতা'আলা তোমাদের উপর একটি মেঘমালা দ্বারা ছায়া দান করবেন। যার দ্বারা তোমাদের আর কোনো কষ্ট ক্লেশ থাকবে না। এ অবস্থা তোমরা তোমাদের বিছানায় যাওয়া পর্যন্ত বাকি থাকবে।

হাদিস নং ১৩৩৯

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বমোট পাঁচ প্রকারের যুদ্ধ প্রকাশ হবে। তার থেকে দুইটি অতিবাহিত হলেও তিনটি এখনো বাকি আছে। তার প্রথম হচ্ছে, জাজিরার মালিকানা নিয়ে তুর্কিদের সাথে যুদ্ধ। দ্বিতীয়টি হল, আ'মাক এলাকার যুদ্ধ, তৃতীয় এবং সর্বশেষ যুদ্ধ হচ্ছে, দাজ্জালের সাথে সংগঠিত হওয়া যুদ্ধ। যার পরে আর কোনো যুদ্ধ হবে না।

হাদিস নং ১৩৪০

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হঠাৎ করে রোমীদের মাঝে একজন লোকের আত্মপ্রকাশ হবে। যে পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করেছে। সে যুবক রোমবাহিনীর মালিকানাধীন এলাকায় অবস্থানপূর্বক বলবে, অতিসত্ত্বর আমরা এদের উপর বিজরী হয়ে আমাদের ভূখন্ডকে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিব এবং অবশ্যই তাদেরকে হত্যা করব। আর যেসব এলাকা তারা আমাদের কাছ থেকে দখল করে নিয়েছে সেগুলো আমরা বিজরী হওয়ার মাধ্যমে তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিব। না হয় তারা এমনভাবে আঘাত করবে যার দ্বারা আমার পায়ের নিচের মাটিও দখল করে নিবে। এক পর্যায়ে সে সাত হাজার জাহাজের মাধ্যমে বিশাল এক বাহিনী তৈরি করে এগিয়ে যাবে। এভাবে চলতে চলতে আরীশ এবং আক্কা নামক স্থানের মাঝামাঝি এলাকায় পৌঁছলে তার সকল জাহাজে আগুন লাগিয়ে দেয়া হবে। তখনই মিশর থেকে মিশরবাসিরা এবং শামদেশ থেকে শামবাসিরা বের হয়ে আসবে। সকলে এসে জাজিরাতুল আরবে জমায়েত হবে। এদিন হচ্ছে, সেদিন, যেদিন সম্বন্ধে হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, যে নিকৃষ্টতম দিনে আরবদের ধ্বংস অনিবার্য। যেদিন সকলে যাবতীয় রসদপত্র নিয়ে নিকটবর্তী হবে। এভাবে জমায়েত হওয়া নিজের পরিবার এবং সম্পদ থেকে পছন্দনীয় হবে। আরবরা সবধরনের সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করবে। এক পর্যায়ে তারা চলতে

চলতে এন্তাকিয়ার আ'মাক এলাকায় গিয়ে পৌঁছবে। সেদিনই ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে। যার কারণে ঘোড়ার অর্ধেক অংশ পর্যন্ত রক্তে ডুবে যাবে। প্রত্যেক দল থেকে আল্লাহ্‌তা'আলা সাহায্য বন্ধ করে দিবেন। অবস্থা এমন হবে যে, ফেরেশতারা বলবে, হে আল্লাহ! আপনার মুমিন বান্দাদেরকে সাহায্য কি করবেন না? তাদেরকে জবাব দেয়া হবে যে, তাদের শহীদ আরো অধিক হারে হোক। উক্ত যুদ্ধে এক-তৃতীয়াংশ শহীদ হয়ে যাবে, এক তৃতীয়াংশ ফিরে যাবে এবং অন্য এক-তৃতীয়াংশ ধৈর্য্যধারণ করে থাকবে। আল্লাহতা'আলা ফিরে যাওয়া এক-তৃতীয়াংশকে ধ্বসে দিবেন। এহেন পরিস্থিতিতে রোমবাহিনীরা বলবে, তোমাদের প্রত্যেক অংশ এই এলাকা ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত আমরা তোমাদেরকে হত্যা করতে থাকবে। তাদের কথা শুনে অনারবের লোকজন বলতে থাকবে, আমরা ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী কবুল করা থেকে আল্লাহতা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তখনই আল্লাহতা'আলা খুবই রাগান্বিত হয়ে উঠবেন এবং কাফেরদেরকে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করা হবে এবং তীরের সাহায্যে মেরে ফেলা হবে। যার কারণে তাদের সংবাদ পৌঁছানোর জন্যও কেউ জীবিত থাকবেনা। এরপর মুসলমানগণ সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে। প্রত্যেক শহরকে তারা আল্লাহু আকবর তাকবীর দ্বারা জয় করতে থাকবে। এভাবে বিজয়ী বেশে চলতে চলতে এক সময় রোমীদের এলাকায় এসে দেখবে তাদের শহরের গোটা এলাকা জনমানবশুন্য। ফলে আল্লাহতা'আলার সাহায্যে সেটাও জয় করবে। সেদিন অসংখ্য কুমারী নারী ধর্ষিতা হবে এবং টেনে টেনে গনীমতের মাল বন্টন করা হবে। তখনই তাদের কাছে সংবাদ পৌঁছবে, মসীহে দাজ্জালের আবির্ভাব হয়েছে। এ সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে তারা সকলে সেদিকে দৌড় দিবে এবং বায়তুল আলিয়া নামক স্থানে তারা দাজ্জালকে দেখতে পাবে। আর সেখানে আট হাজার নারী এবং বার হাজার লোককে শহীদ হওয়া অবস্থায় পাবে। তারা হচ্ছে, পৃথিবীর বুকে সর্বোত্তম লোক। তারা হবেন, অতিবাহিত হওয়া নেককার লোকদের ন্যায়। তারা এভাবে মেঘের ছায়া তলে অবস্থান করতে থাকবে, হঠাৎ সেই মেঘ সকালের দিকে

কিছুটা ঘোমটা ছেড়ে বের হবে। তখন সকলে হযরত ঈসা (আঃ) কে তাদের সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে।

হাদিস নং ১৩৪১

হযরত ইবনে আবু যর (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবু যর গিফারী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, "বনু উমাইয়ার নিকৃষ্টতম এক লোক মিশরের শাসকের উপর জয়লাভ করতঃ মিশরের শাসন ক্ষমতা দখল করবে। পরবর্তীতে তার হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং পূর্বের শাসক পলায়ন করে রোমের দিকে চলে যাবে। অতঃপর রোমবাহিনীকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্ররোচিত করবে। সেটিই হবে প্রথম যুদ্ধ।"

হাদিস নং ১৩৪২

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তাকে বলতে শুনা গিয়েছে, তিনি বলেন, যখন তুমি দেখবে বা শুনতে পাবে যে, অত্যাচারী শাসকদের একজন অন্য আরেকজনের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে এবং রোমের দিকে পলায়ন করবে, তাহলে সেটা হবে রোমবাহিনী এবং মুসলমানদের মাঝে সংগঠিত হওয়া সর্বপ্রথম যুদ্ধ। তাকে বলা হলো, মিশরবাসিরা আক্রান্ত হবে, অথচ তারা আমাদের দ্বীনিভাই। জবাবে তিনি বলেন, হ্যাঁ। যখন তুমি মিশরবাসিদেরকে দেখতে পাবে যে, তাদের ইমামকে তাদেরই সামনে হত্যা করা হয়েছে, তাহলে তুমি সাধ্যমত সেখান থেকে বের হয়ে যাও এবং কক্ষনো শাহী ভবনের নিকটবর্তী হবে না। কেননা তাদের সহযোগিতার মাধ্যমে অনেক লোককে বন্দি করা হবে এবং গণহত্যা চালানো হবে।

হাদিস নং ১৩৪৩

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোম এলাকা বিজয়কালীন পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে ঝড়ের গতিতে বিশাল একটি বাহিনী এগিয়ে আসবে, যাদের সাথে কেউ মোকাবেলা করে বিজয়ী হতে পারবেনা। কোনো বাধা তাদের পথ রোধ করতে পারবেনা এবং কোনো কেল্লায় আশ্রয় নিয়ে তাদের থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। কোনো আত্মীয়তা তাদেরকে আপন উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুতি করতে পারবে না। এক পর্যায়ে তারা রোম এলাকা পদানত করে, সেটা জয় করবে। হাদীস বর্ণনাকারী হযরত কা'ব (রহঃ) বলেন, সেখানে একটি ঐতিহাসিক গাছ থাকবে। কিতাবুল্লাহর ভাষ্যমতে, সেই গাছের ছায়ায় প্রায় তিন হাজার লোকের অবস্থান হবে। যে লোক উক্ত গাছের সাথে নিজের হাতিয়ার বা তলোয়ারকে লটকিয়ে রাখবে কিংবা উক্ত গাছের সাথে নিজেদের ঘোড়া বেঁধে রাখবে তারা হবে আল্লাহতা'আলার নিকট সর্বোত্তম শহীদ। অতঃপর হযরত কা'ব (রহঃ) বলেন, নিকিয়া নামক এলাকার আগে উমুরিয়ার বিজয় হবে। নিকিয়া নগরী জয়লাভ করা হবে ঐতিহাসিক কুস্তুনতুনিয়ার পূর্বে এবং কুস্তুনতুনিয়া জয় করা হবে রোমিয়া এলাকার পূর্বে।

হাদিস নং ১৩৪৪

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বসা ছিলাম। কেউ একজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সর্বপ্রথম কোন শহর জয়লাভ করা হবে, রোমিয়া নাকি কুস্তুনতুনিয়া? জবাবে রাসূলুল্লাহ বললেন, "ইবনুল হেরকলের শহর অর্থাৎ, কুস্তুনতুনিয়া সর্বপ্রথম জয় করা হবে। এরপর অন্য শহরের পালা আসবে।"

হাদিস নং ১৩৪৫

কিবাছ ইবনে রাযিন (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আলী ইবনে রিয়াহ (রহঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের সময় রোমানরা সংখ্যায় অনেক বেশি থাকবে। একথা শুনে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে ধমক দিতে চাইলেন। এরপর হযরত আমর ইবনুল আ'স রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তারা হবে পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে অত্যাচারী জাতি। তারা পরাজিত হবে, মারাত্মকভাবে দুর্ভিক্ষের সম্মুখিন হবে। সেখানে কল্যাণজনক কাজ খুবই কম থাকবে। যে কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে, সেটা হচ্ছে, বাদশাহর অত্যাচার না করা।

হাদিস নং ১৩৪৬

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ইবনে মুহাইরিজ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আহলে কারেস এর দাপট মাত্র কিছুদিন চলবে। এরপর রোমানদের মত তাদেরও আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। এ দাপট মাত্র কয়েক যুগ পর্যন্ত থাকবে। তাদের সে যুগ চলে যাওয়ার পর আরেক দল এসে তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। যারা জল–স্থলের অধিকারী হবে এবং দীর্ঘদিন বিভিন্ন ধরনের অপরাধ-অবিচার তারা করতে থাকবে। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহতা'আলা এ পৃথিবীতে কল্যাণ রাখতে ইচ্ছা, ততদিন পর্যন্ত এরা তোমাদের প্রতিবেশি ও সাথি হয়ে থাকবে। এরপর পৃথিবীতে নানান ধরনের অরাজকতা চলতে থাকবে।

হাদিস নং ১৩৪৭

হযরত আবু কুবাইল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো নবীর নামের সাথে মিল রয়েছে এমন একজনের হাতে কুস্তুনতুনিয়া নগরীর বিজয় হবে। হাদীস বর্ণনাকারী ইবনে লেহইয়্যাহ (রহঃ) বলেন, তাদের কিতাবে

লেখা রয়েছে যে, উক্ত নবীর নাম হবে সালেহ।

হাদিস নং ১৩৪৮

হযরত হুসাইম আযিয়্যাদী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, ইয়াব-সানের রশি, লেবনানের লাঠি এবং মারীছের লোহার সাহায্যে গ্রীক এলাকা জয় করা হবে। তোমরা সেখানে একটা তালাবদ্ধ কফিন প্রাপ্ত হবে। সেটা হস্তগত করার জন্য মিশরবাসি এবং শাম দেশের বাসিন্দাগণ হামলা করে বসবে। শেষ পর্যন্ত মিশরবাসিরা পেয়ে যাবে।

হাদিস নং ১৩৪৯

হযরত মুস্তাউরিদ আল-কুরাশী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "কিয়ামতের সময় রোমান ধর্মের অনুসারীরা সংখ্যায় অনেক বেশি হবে"। এ হাদীস বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আমর ইবনুল আ'স রাযিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে পৌঁছলে তিনি বলেন, তুমি এ কেমন হাদীস বর্ণনা করছ? এ কথাটি কি আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। জবাবে হযরত মুসতাউরিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা শুনেছি হুবহু তা বর্ণনা করছি। এ কথা শুনে হযরত আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তুমি যা বর্ণনা করছো তা যদি সত্য হয় তাহলে নিঃসন্দেহে তারা হবে ফিতনাকালীন খুবই বিচক্ষণ মানুষের অন্তর্ভুক্ত। মসিবতের সময় অধিক অবগত লোক এবং তাদের দুর্বল-মিসকীনদের সাথে উত্তম আচরণকারী।

হাদিস নং ১৩৫০

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, হিরাকলের চতুর্থ ও পঞ্চম সন্তানদের থেকে একজনের হাতে হবে মারাত্মক যুদ্ধ, যার নাম হবে তাবারাহ্। হাদীস বর্ণনাকারী হযরত কা'ব (রহঃ) বলেন, যেদিন বনু হাশিমের একজন লোক আমীরের দায়িত্ব পালন করবেন, সেদিন ইয়ামানের

দিক থেকে সত্তর হাজার জাহাজ বোঝায় করা যুদ্ধের রসদপাত্র এসে পৌঁছবে। তাদের তলোয়ার হবে মাসাদ গাছের সাথে লটকানো।

হাদিস নং ১৩৫১

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু সা'লাবা খুশানী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তুমি শামদেশের বাসিন্দাকে আহলে বায়াতের একজনকে খুব বেশি মেহমানদারী করতে দেখবে মূলতঃ তখনই কুস্তুনতুনিয়া জয় হবে।

হাদিস নং ১৩৫২

হযরত কা'ব (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বিভিন্ন যুদ্ধ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে যা বলেছেন আমি এখন সেগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরব। প্রায় বারজন শাসকের যুগে ফিতনা সংগঠিত হবে। তাদের মধ্যে রোমান বাদশাহ হবে সর্বকণিষ্ঠ এবং তার যুগে সবচেয়ে কম যুদ্ধ হবে। কিন্তু তারাই সবচেয়ে বেশি মানুষকে পথভ্রষ্টতার প্রতি ধাবিত করবে এবং এর জন্য সাহায্য-সহযোগিতা করবে। হারামের দিকে নিয়ে যাবে। তখন ইসলামের কোনো সাহায্য করা হবে না। তবে যেদিন মুসলমানদের সাহায্যের লক্ষ্যে সানা এলাকার সৈন্যরা এগিয়ে আসবে, তখন খ্রিষ্টানদের সাহায্য করা হারাম হয়ে যাবে। ঐ সময় জাজিরা এলাকায় ত্রিশ হাজারের বিশাল খ্রিষ্টান বাহিনীর সমাগম হবে। অন্যদিকে একলোক তাদের পক্ষ ত্যাগ করে বলবে, আমি খ্রিষ্টানদের সাহায্য করে যাব, যার কারণে প্রত্যেকে তাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে। সেদিন কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তার সাথে একটি ধারালো তলোয়ার থাকবে। ফলে তাকে কেউ কোনো আঘাতও করতে পারবেনা। তার স্থলে একজন দালাল থাকবে যেদিন যার উপরই তলোয়ার দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল তাকে মারা যেতে হয়েছে। এক পর্যায়ে প্রত্যেকে একে অন্যকে সাহায্য করা হারাম মনে করেছে এবং উভয় দল ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। এক সময় প্রত্যেক দল অস্ত্রের মহড়া আরম্ভ করে দেয়। যাতে করে প্রতি পক্ষকে দুর্বল করতে সক্ষম হয়। যেদিন মুসলমানদের এক-তৃতীয়াংশ মারা

যাবে, অন্য এক-তৃতীয়াংশ পলায়ন করবে। যার কারণে তার জমিনের সর্বনিম্ন স্তরে উপনীত হবে, যেখান থেকে কখনো জান্নাত তো দেখবেনা এমনকি জান্নাতীদেরকেরও দেখতে পাবেনা। আরেক তৃতীয়াংশ ধৈর্য্যধারণ করবে, তাদের লাগাতার তিনদিন পর্যন্ত পাহারা দিয়ে রাখা হবে। তাদের কেউ পলায়নকারী সাথীদের মত পলায়ন করবে না। তৃতীয় দিন হলে তাদের একজন হঠাৎ দাড়িয়ে উচ্চস্বরে বলবে, হে মুসলমানগণ! তোমরা কিসের জন্য অপেক্ষা করছ, দাড়াও এবং তোমাদের সাথীদের ন্যায় জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত হও। যখন তারা এভাবে এগিয়ে যাবে তখনই আল্লাহতা'আলারর পক্ষ থেকে নুসরাত বা সাহায্য আসবে। আল্লাহতা'আলা খ্রিষ্টানদের উপর ক্রোধ প্রকাশ করতে থাকবে। যার কারণে তাদেরকে তীর, তলোয়ার ও বল্লম দ্বারা হত্যা করা হবে। এরপর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত কোনো খ্রিষ্টানদের পক্ষে অস্ত্রধারণ করার আর কারো সাহস থাকবেনা। তাদেরকে মুসলমানরা যেখানে পাবে সেখানে হত্যা করতে থাকবে। যেদিন সব কেল্লা এবং শহর মুসলমানগণ জয় করবে। এভাবে জয় করতে করতে একসময় কুস্তুনতুনিয়া নগরীতে এসে পৌঁছবে। অতঃপর সকলে আল্লাহতা'আলার বড়ত্ব, পবিত্রতা ও প্রশংসা করতে থাকবে। ফলে সেখানে বারটি বুরুজ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং যেখানে নির্বিঘ্নে প্রবেশ করবে। সেখানের যুবকদেরকে হত্যা করা হবে এবং নারীদের ইজ্জত লুন্টন করা হবে। আল্লাহতা'আলার নির্দেশক্রমে সেখানে থাকা ধনভান্ডার খুলে দেয়া হলে যার যা ইচ্ছা তা গ্রহণ করতঃ বাকিগুলো রেখে দেয়া হবে। উক্ত ভান্ডার থেকে সম্পদ গ্রহণকারী এবং বর্জনকারী উভয়দল লজ্জিত হবে। একথা শুনার সাথে সাথে সকলে বলে উঠলো, উভয় গ্রুপের লজ্জা কীভাবে জমা হবে। জবাবে বলা হবে, সম্পদ গ্রহণকারীরা চিন্তিত ও লজ্জিত হবে, কেন আরো গ্রহণ করলোনা, অন্যদিকে বর্জনকারীগণও গ্রহণ না করার কারণে খুবই পেরেশান হয়ে যাবে যে, কেন গ্রহণ করলোনা। একথা শুনে সকলে বলল, নিঃসন্দেহে আপনি আখেরী যামানায় দুনিয়ার প্রতি আন্তরিক হয়ে যাবেন। জবাবে তিনি বললেন, এটাও অবশ্যই শাদ্দাদ এবং দাজ্জালের আবির্ভাবের বৎসরগুলোতে

সাহায্য করার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকবে। ঐসময় হঠাৎ প্রকাশ পাবে, তোমাদের শহরে দাজ্জালের আবির্ভাব হয়েছে। একথা শুনে সকলে নিজের পরিবার-পরিজনের কাছে গিয়ে দেখতে পাবে যে, সংবাদটি ডাহা মিথ্যা বলেছে। তবে এর জন্য আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবেনা, বরং দ্রুত দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।

হাদিস নং ১৩৫৩

হযরত আবু কুবাইল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু ফাররাস, মুসানুসাইর এবং আযাজ ইবনে উকরা (রহঃ) এক স্থানে জমায়েত হয়ে কুস্তুনতুনিয়া এবং সেখানে স্থাপিত মসজিদ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। হযরত মুসা ইবনে নূসাইর বলেন, নিঃসন্দেহে আমি সে স্থান সম্বন্ধে অবগত। হযরত আযাজ ইবনে উকরা (রহঃ) বলেন, উভয় দলের প্রত্যেকে আমাকে কথাটির কথা বলেছে, অতঃপর তিনি বলেন তোমরা উভয়দলই সঠিক কাজ করবে। হাদীস বর্ণনাকারী আবু ফাররাস বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আমকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় তোমরা কুস্তুনতুনিয়া এলাকাটিতে মোট তিনবার যুদ্ধ করবে। প্রথমবার হবে বিভিন্ন ধরনের বালা-মসিবতের মাধ্যমে, দ্বিতীয় দফা হবে চুক্তির মাধ্যমে। এমনকি সেখানে মুসলমানরা একটি মসজিদও প্রতিষ্ঠা করবে এবং অন্য এলাকায় যুদ্ধ করে নিরাপদে কুস্তুনতুনিয়া ফিরে আসবে। তৃতীয় দফা যুদ্ধের মাধ্যমে যেটা আল্লাহতা'আলা জয় করার ব্যবস্থা করবেন। মূলতঃ কুস্তুনতুনিয়া জয় হবে তাকবীরের মাধ্যমে। অতঃপর তার এক-তৃতীয়াংশ ধুলিস্যাৎ হয়ে যাবে, আরেক তৃতীয়াংশ আল্লাহতা'আলা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিবেন, অন্য এক তৃতাংশের সম্পদকে তোমরা নিজেদের মাঝে সমান ভাগে বন্টন করবে।

হাদিস নং ১৩৫৪

হযরত উমাইর ইবনে মালেক (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট ইস্কান্দারিয়া এলাকায় উপস্থিত ছিলাম। সেখানে কুস্তুনতুনিয়া এবং

রোমান এলাকার বিজয় নিয়ে আলোচনা করা হলে কেউ কেউ বললেন, কুস্তুনতুনিয়া এলাকা গ্রীকের আগে জয় করা হবে। আবার কেউ বলেন, না গ্রীক আগে বিজয় করা হবে, এরপর হবে কুস্তুনতুনিয়া। এসব শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি বাক্স আনতে বললেন, যার মধ্যে লিখিত কিছু কাগজপত্র ছিল। এসব দেখে তিনি বললেন, গ্রীকের পূর্বে কুস্তুনতুনিয়া জয় করা হবে। এরপর মূলতঃ রোম বিজয় করা হবে। না হলে আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। একথা তিনি তিনবার বলেছেন।

হাদিস নং ১৩৫৫

হযরত ইয়াযিদ ইবনে যিয়াদ আল-আসলামী থেকে বর্ণিত। তিনি সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে ইবনুল মোরেক অর্থাৎ, রোমান বাদশাহ তিনশত জাহাজের সাহায্যে বিশাল বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে সারসিনা এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

হাদিস নং ১৩৫৬

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইস্কান্দারিয়ার যুদ্ধ সংগঠিত হবে তাবারিছ ইবনে আসতীনান ইবনুল আখরামের হাতে। দিনের দুপুরে যে মিনারের প্রান্তে অবতরণ করবে, সেখানে থাকবে চারশত সৈন্য, অতঃপর আরো চারশত সৈন্য আসবে। সকলে এসে মিনারের প্রান্তে অবতরণ করবে, যেখানে থাকবে চারশত সৈন্য, অতঃপর আরো চারশত সৈন্য আসবে। সকলে এসে মিনারের প্রান্তে অবতরণ করবে।

হাদিস নং ১৩৫৭

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যখন দুই

আতীক দেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে, অর্থাৎ, আতীকুল আরব এবং আতীকুর রোম, তখন তাদের হাতে মূলতঃ যুদ্ধ সংগঠিত হবে।”

হাদিস নং ১৩৫৮

হযরত আবু যর গিফারী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে শুনেছি, “বনু উমাইয়ায় নাক চেপ্টাবিশিষ্ট একজন লোক থাকবে। যে মিশরে অবস্থান করবে। সে শাসনভার গ্রহণ করবে এবং অন্য একজন শাসককে পরাজিত করবে। একসময় তার থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া হলে সে রোমান এলাকায় পলায়ন করবে এবং কিছুদিন পর তাদের প্ররোচিত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে উৎসাহিত করবে। এটাই হবে সর্বপ্রথম যুদ্ধ।”

হাদিস নং ১৩৫৯

হযরত উরওয়া ইবনে আবু কাইছ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু উমাইয়ার এক লোক, আমি ইচ্ছা করলে তার প্রশংসা করতে পারি। তার অবস্থা এমন হবে, বিভিন্ন ধরনের পুরস্কারের মাধ্যমে তাকে চেনা যাবে। মিশরের শাসনক্ষমতা তার হাতে থাকা অবস্থায় সেখানের এক গণআন্দোলনের মুখে সে শাসন ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে মিশর ত্যাগ করে রোমান এলাকায় আশ্রয় নিবে। কিছুদিন পর রোমানদের সহযোগিতায় তাদেরকে মিশরের শাসন ক্ষমতা দখলের জন্য উৎসাহিত করবে। এ যুদ্ধই হবে মূলতঃ প্রথম যুদ্ধ।

হাদিস নং ১৩৬০

খুমাইমা আল-যিয়াদী থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, আমি একদিন তাবীকে রোমানদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, যখন তুমি দেখবে জাজিরায় স্থাপনকৃত তাঁবুগুলোতে জাহাজ বানানো হচ্ছে, যার কাঠ হবে লেবনানের, বাঁধার রশি হবে মীসান এলাকার এবং তার লোহাগুলো হচ্ছে মারীদের প্রস্তুতকৃত। এরপর তার সৈন্যদলকে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে

বলবেন। একথা শুনে তারা যুদ্ধ করতে থাকবে। তবে এ যুদ্ধে কোনো বাধা অতিক্রম করতে পারবে না এবং কোনো খুঁটি ভাঙ্গতে সক্ষম হবেনা। যেহেতু তারা রোমান এলাকা জয় করবে এবং তারা সাকানিয়্যাহর বাক্স নিয়ে শাম ও মিশরবাসিরা ঝগড়া করবে। যারা সেটাকে ইলিয়া নামক এলাকায় পৌঁছে দিবে অতঃপর লটারীর ব্যবস্থা করবে, এই কারণে মিশরবাসিদের উপর বিভিন্ন ধরনের বালা-মসিবতের আসতে থাকবে। অতঃপর তারাও সেটাকে ইলিয়াবাসিদেরকে ফেরৎ দিবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমি তাকে কুস্তুনতুনিয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, যেখানে কিছু লোক যুদ্ধ করবে, যারা কান্নাকাটি করবে এবং আল্লাহতা'আলার প্রতি কাকুতি-মিনতি করতে থাকবে। তারা সে এলাকায় পৌঁছলে তিনদিন পর্যন্ত রোযা রাখবে, আল্লাহতা'আলার দরবারে দোয়া করতে থাকবে এবং আল্লাহতা'আলার প্রতি বিনয়ী হবে। ফলে উক্ত এলাকার পূর্বপাশের বিশাল এক অংশ ধ্বসে পড়বে, সেখান দিয়ে মুসলমানগণ প্রবেশ করতে থাকবে এবং সেখানে অনেকগুলো মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

হাদিস নং ১৩৬১

হযরত রবীয়া ইবনুল কায়েসী (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদেরকে সাথে নিয়ে রোমানদের এলাকায় প্রবেশ করবে এবং সে এলাকা জয় করবে। এরপর বায়তুল মোকাদ্দাসের গচ্ছিত অলংকার থাকার বাক্স, লাঠি, দস্তর খানা এবং হযরত আদম (আঃ) এর জামাজোড়া আত্মসাৎ করে নিবে। অতঃপর একজন যুবককে নির্দেশ দিলে সেগুলোকে বায়তুল মোকাদ্দাসে ফেরৎ দিয়ে আসবে।

হাদিস নং ১৩৬২

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইলিয়া নামক এলাকার অলি-গলিতে রোমানদের হৃদয়ে মারাত্মকভাবে কম্পন সৃষ্টি হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বললাম, সেটা কি

প্রথমে একবার ধ্বংস হয়ে যায়নি। তিনি জবাব দিলেন হ্যাঁ, ফলে তাদের কোনো যাতায়াতের রাস্তা থাকবেনা। তিনি বলেন, রোমানরা বলবে, এটা ঐসময় পর্যন্ত চলবে, যতক্ষণ না তোমাদের পর্বতের বিভিন্ন অংশ থেকে খেতে থাকবে। অতঃপর তোমাদের খতীব দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর তোমাদের কতক লোক বলবে, তোমাদের কিছুক্ষণ ধৈর্য্যধারণ করতে হবে এবং কিছু সময়ের জন্য তোমরা একটু পিছু হটতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদের পতাকা দেখতে পাবে। আবার তোমাদের কেউ কেউ বলবে, বরং দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে যাও। যতক্ষণ না আল্লাহতা'আলা আমাদের এবং তাদের মাঝে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করবেন। তোমাদের একদল বের হয়ে যাবে এবং আরেকদল তাদের প্রতি এগিয়ে পানি বিশিষ্ট একটি এলাকায় এসে যুদ্ধ করবে। তার কথা শুনে আমি বললাম, আমি এমন এক এলাকা সম্বন্ধে জানি যেখানে কোনো পানি নেই, তবে সেখানে একটি নদী রয়েছে। একথা শুনে তিনি বললেন, আল্লাহতা'আলা যদি তাকে প্রকাশ করতে চান তাহলে অবশ্যই প্রকাশ করবেন। তিনি বলেন, অতঃপর আল্লাহতা'আলা তাদেরকে পরাজিত করবেন। এভাবে তারা চলতে থাকবে, কেউ কাউকে পরাজিত করতে পারবেনা এবং সেদিন খচ্চরসহ অনেক পশুর দাম বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। অথচ ইতিপূর্বে এমন বৃদ্ধি কোনো সময় হয়নি। এক পর্যায়ে তারা একটি শহরে প্রবেশ করবে এবং দিনের মধ্যে একটি দল চলে গেলেও অন্য দল বাকি থাকবে। অতঃপর ঐ শহরও তারা জয় করবে এবং প্রত্যেক বাহিনী নিজেদের সামনের দিকে চলতে থাকবে।

হাদিস নং ১৩৬৩

হযরত তাবী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আ'মাকের দিন রোমানদেরকে মাওয়ালীদের খলীফা পরাজিত করবেন।

হাদিস নং ১৩৬৪

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর রোমানরা তোমাদের কাছে সন্ধি করার প্রস্তাব নিয়ে পাঠাবে, ফলে তোমরা তাদের সাথে

চুক্তিতে আবদ্ধ হবে। তখন মানুষ এতবেশি নিরাপত্তা অনুভব করবে, একজন মহিলা নিরাপদে একাকী শামের রাস্তা দিয়ে চলতে থাকবে এবং রোমানদের এলাকায় কায়সারিয়্যাহ নামক একটি শহর প্রতিষ্ঠা করা হবে।

হাদিস নং ১৩৬৫

হযরত তাবী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রুজছ এর ধ্বংস হওয়া এবং হাশেমী এর আত্মপ্রকাশের মাঝখানে সত্তর বৎসরের ব্যবধান রয়েছে।

হাদিস নং ১৩৬৬

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, দুই আতীক অর্থাৎ, আতীকুল আরব ও আতীকুর-রোম যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তাহলে তাদের উভয়ের হাতে বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধ সংগঠিত হবে।

হাদিস নং ১৩৬৭

হযরত ইকরিমা কিংবা সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রহঃ) আল্লাহতা'আলার নিম্নের আয়াত .... (আরবী হবে) এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, একটি শহর, যেটাকে রোমানরা জয় করবে।

হাদিস নং ১৩৬৮

হযরত কা'ব (রহঃ) আল্লাহতা'আলার বক্তব্য ....(আরবী হবে) সম্বন্ধে বলেন, বণী ইসরাইলের এক অংশ ব্যাপক যুদ্ধের দিন তারা মারাত্মক গণহত্যা চালাবে। অতঃপর মুসলমান এবং আহলে ইসলামকে সাহায্য করা হবে। তখন হযরত কা'ব রহঃ নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত করেনঃ .... (আরবী হবে)।

হাদিস নং ১৩৬৯

হযরত কা'ব (রহঃ) বলেন, ফিলিস্তিন এলাকায় রোমানদের সাথে দুইটি ঘটনা সংগঠিত হবে। একটি হচ্ছে, কাত্তাকের ঘটনা আর অপরটির নাম হচ্ছে, আল-হাসাদ।

হাদিস নং ১৩৭০

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, তারা রোমানদের এলাকা জয় করার পর মুহাজিরদের সন্তানগণ নিজেদের তলোয়ার রোম এলাকায় লটকিয়ে রাখবেন। এদিকে কুস্তুনতুনিয়া থেকে আগত জনৈক লোক তাদেরকে তালাবদ্ধ করে রাখবে। কিছুক্ষণ পর তারা বুঝতে পারে যে, তাদেরকে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

হাদিস নং ১৩৭১

হযরত আব্দুল মালিক ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমাকে হযরত কাব (রহঃ) থেকে শুনেছেন এমন একজন বর্ণনা করেছেন। কা'ব (রহঃ) বলেন, যদি রোমানদের মাঝে ভালো চরিত্রের অধিকারী কেউ থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে সে আসমানে চলমান সূর্যের আওয়াজ শুনতে পেত। যেমন কোথাও কোনো বস্তু কাটতে গিয়ে করাত চালানোর আওয়াজ শুনা যায়।

হাদিস নং ১৩৭২

হযরত আবুয্যাহিরিয়্যাহ এবং জমরা ইবনে হাবীব (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত। তারা উভয়জন বলেন, রোমানরা রোম থেকে রোমানিয়া পর্যন্ত এলাকার লোকজনকে সমুদ্র পথে তোমাদের প্রতি এক প্রকার টেনে নিয়ে আসবে। যার কারণে তারা তোমাদের এলাকার দশ হাজার সৈন্যের সমাগমের মাধ্যমে দখল করে নিবে। তারা হিজর এবং ইয়াফা নগরীর মাঝখানে অবস্থান করতে থাকবে। তাদের সর্বশেষ দল এবং জামাআত আক্কা নগরীতে ছাউনি

ফেলবে। যার কারণে শামবাসিরা সর্বশেষ সীমানায় পলায়ন করবে। তাদের সংখ্যা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকবে। এক পর্যায়ে সাহায্য চেয়ে ইয়ামানবাসিদের কাছে লোক পাঠানো হবে এবং তারাও চল্লিশ হাজার সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবে। প্রত্যেকের তলোয়ার খেঁজুর গাছের আঁশের সাথে লটকানো থাকবে। এরপর তারা আককা নামক এলাকায় পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকবে এবং সেখানেই হবে তাদের এবং তাদের দলের সর্বশেষ সীমানা। ফলে আল্লাহ্‌তা'আলা তাদেরকে বিজয় দান করবেন এবং তাদেরকে হত্যা করা হবে। তাদের পিছু নিয়ে রোমান এলাকা পর্যন্ত ধাওয়া করা হবে। এছাড়া অন্যদেরকে হত্যা করা হয় তারা হচ্ছে, ঐসব লোক যারা আমাক এলাকার বড় যুদ্ধে শরীক হয়েছে। এক পর্যায়ে শাম দেশে অবস্থানরত প্রত্যেক খ্রিষ্টান এক স্থানে জমায়েত হয়। এমনভাবে একত্রিত হয়, শামের কোথাও আর কোনো খ্রিষ্টান থাকেনা, বরং গোটা আমাক এলাকা যেন খ্রিষ্টানদের দখলে চলে গিয়েছে। তাদের প্রতি মুসলমান এগিয়ে আসবে, তাদের প্রত্যেকে ইয়ামানবাসীদের যারা আক্কা নামক স্থানের দিকে চলে গিয়েছিল, তাদের সাথে দখলদার খ্রিষ্টানদের ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে। সর্বক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার স্থাপন করা হবে। যেদিন অস্ত্রধারী কেউ কোনো প্রকারের কাপুরূষতা দেখাবে না। মুসলমানদের এক-তৃতীয়াংশ শহীদ হয়ে যাবে, বিরাট একটা অংশ দুশমনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে। এবং অন্য আরেক অংশ বের হয়ে যাবে। মুসলমানদের সৈন্যদল থেকে যারা বের হয়ে যাবে তারা মৃত্যু পর্যন্ত আফসোস করতে থাকবে। সেদিন যেসব মুসলমান কাপুরুষতা প্রদর্শনপূর্বক বের হয়ে যাবে তারা যেন জমিনের উপর শুয়ে থাকবে। অতঃপর তার উপর ইফাফ রাখার নির্দেশ দেয়া হয় এবং যেন ইফাফের উপর থেকে তার মাথার উপর ফেলা হয়। এরপর লোকজনকে চুক্তি করার জন্য আহ্বান করা হলে তারা বলবে, ইয়ামানবাসীরা তো ইয়ামান চলে গিয়েছে এবং কায়স গোত্রের লোকজন গ্রামে ফেরৎ গিয়েছে। এক পর্যায়ে মুহাব্বিরগণ দাঁড়িয়ে বলতে থাকবে, আমরা কুফরী গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো। একথা শুনে তাদের সর্দার দাড়িয়ে যাবে এবং তার গোত্রের

লোকজনকে উৎসাহিত করবে, যেন রোমানদের উপর হামলা করা হয়। তখনই তাদের দলনেতার মাথার উপরিভাগে তলোয়ার দ্বারা মারাত্মকভাবে আঘাত করা হবে এবং তার মাথা দুইভাগ হয়ে যাবে। এ অবস্থা দেখে সকলের মাঝে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করবে। আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে মুসলমানদের উপর সাহায্য আসবে তারা বিজয়ী হবে এবং রোমানরা পরাজিত হবে। ঐ দিন পরাজিত সৈন্যদেরকে পাহাড়, পর্বত, অলি-গলির যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই হত্যা করা হবে। যার কারণে তাদের অনেকেই গাছ, পাথর ইত্যাদির পিছনে আত্মগোপন করে থাকবে। তখনই ঐ গাছ-পাথর বলবে, হে মুমিন। আমার পিছনে কাফের রয়েছে তাকে হত্যা করা হোক।

হাদিস নং ১৩৭৩

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিমযার এবং হুমাইরবাসির জন্য বড় যুদ্ধের দিন খুবই সুসংবাদ। আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে আল্লাহতা'আলা তাদেরকে দুনিয়া আখেরাত উভয়টা দান করবেন, যদিও লোকজন সেটাকে অপছন্দ করে।

হাদিস নং ১৩৭৪

হযরত ইউনুস ইবনে সাইফ আল-খাওলানী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা রোমনদের সাথে নিরাপত্তামূলক এক চুক্তিতে আবদ্ধ হবে। এক পর্যায়ে তোমরা এবং রোমানরা তুর্কী এবং ফিরমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।ফলে আল্লাহতা'আলা তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। একপর্যায়ে রোমানরা তাদের ক্রুশ জয় হওয়ার ঘোষণা দিবে। তাদের এ আচরণ দেখে মুসলমানরা ক্ষেপে যাবে এবং একদল অন্য দলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে। উভয় দলের মাঝে পর্বতের উঁচু স্থানে ভয়াবহ এক যুদ্ধ সংগঠিত হবে। আল্লাহতা'আলা মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করবেন। এরপর ছোট্ট-বড় আরো অনেক যুদ্ধ হবে।

হাদিস নং ১৩৭৫

হাদিসটি পাওয়া যায়নি

হাদিস নং ১৩৭৬

হযরত যি মিখবার ইবনে আখী আন-নাজ্জালী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, “রোমানদের সাথে তোমরা দীর্ঘ দশ বৎসরের জন্য চুক্তি করবে, তবে তারা সে চুক্তি কেবল দুই বৎসর পর্যন্ত মেনে চলবে এবং তৃতীয় বৎসরই গাদ্দারী করবে, আবার চতুর্থ বৎসর চুক্তি মেনে চললেও পঞ্চম বৎসর আবারো গাদ্দারী করবে। তাদের অবস্থা দেখে তোমাদের একদল সৈন্য তাদের শহরে পৌঁছবে। তবে কিছুদিন পর তোমরা এবং রোমানরা মিলে অন্য আরেকজন দুশমনের সাথে যুদ্ধ করবে এবং আল্লাহতা'আলা তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। অতঃপর তোমরা সওয়াব এবং গনীমত অর্জনের মাধ্যমে সাহায্য প্রাপ্ত হবে। এরপর তোমরা টিলাবিশিষ্ট এক এলাকায় ছাউনি ফেলবে। ঐ সময় তোমাদের একজন বলবে, আল্লাহ জয়লাভ হয়েছে। একথা শুনে তাদের থেকে একজন বলে উঠবে ক্রুশই বিজয়ী হয়েছে। এটা নিয়ে উভয়ের মাঝে কিছুক্ষণ তর্কাতর্কি চলতে থাকবে। এদিকে মুসলমানরা রাগে–ক্ষোভে ফেঁসে উঠবে, ঐ ক্রুশটি কিন্তু মুসলমানদের পাশেই রাখা ছিল। যা দেখে একজন মুসলমান রাগ সামলাতে না পেরে উক্ত ক্রুশটি ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলবে। এর সাথে সাথে যে মুসলমান উক্ত ক্রুশ ভেঙ্গেছে সকলে তার উপর আক্রমণ করে শহীদ করে ফেলবে। অন্যদিকে মুসলমানদের উক্ত দলটিও অস্ত্র হাতে উঠিয়ে নিবে এবং রোমানরাও হাতে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে। উভয় দল যুদ্ধ করতে থাকবে। আল্লাহতা'আলা মুসলমানদের এ জামাআতকে শাহাদাত নসীব করার দ্বারা সম্মানিত করবেন। পরবর্তীতে তারা তাদের বাদশাহর কাছে এসে বলবে, আমরা আপনার দেশের সীমানা এবং রণশক্তি প্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছি। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? জবাবে বাদশাহ প্রত্যেককে এক লোকের বোঝায় সামানা

দিয়েছেন। এরপর তারা আশিটি দল নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসবে, প্রত্যেক দলে বার হাজার করে সৈন্য থাকবে।

হাদিস নং ১৩৭৭

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি তিনটি বিষয় না হতো তাহলে আমি জীবিত থাকা পছন্দই করতামনা। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, বড় যুদ্ধ, যেহেতু সেদিন আল্লাহতা'আলা প্রত্যেক অস্ত্রধারী লোকের উপর কাপুরুষতা অবলম্বন করাকে হারাম করে দিয়েছেন। তখন কেউ যদি তার তলোয়ারের উপরের অংশ দ্বারা শত্রুর আঘাত করে তাহালেও সে শত্রু দ্বিখন্ডিত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় হচ্ছে, কাফেরদের একটি শহরকে জয় করা। কেননা এ শহর জয় করা ছাড়া অন্যগুলো একেবারে নগণ্য মনে হবে, যেগুলো যতবড় যুদ্ধই হোক না কেন।

হাদিস নং ১৩৭৮

হযরত আলী ইবনে রবাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আজলান নামক স্থানে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিয়াল্লাহু আনহু তার ক্ষেতে কাজ করাকালীন ফিলিস্তিনের কায়সারিয়া এলাকার পাশে থাকা অবস্থায় তার কাছে ঘোড়ার উপর আরোহণ করতঃ একেবারে ধুসরিত অবস্থায় একজন লোক আসে। তার নিজের তলোয়ারে চুমো খেয়ে বলে উঠলো, লোকজন আতংকগ্রস্থ হয়ে পড়েছে, সে কায়সারিয়া যুদ্ধে শরীক হতে আশাবাদী। তিনি বললেন, সেটা তো আমার বা তোমার যুগে হবে না। যতক্ষণ না জালেম এক শাসককে মিশরের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না দেখবে। অতঃপর গণআন্দোলনের মুখে সে রোমের দিকে পলায়ন করবে। অতঃপর কিছুদিন যেতে না যেতেই সে রোমানদের সহায়তায় মিশরের উপর আক্রমণ করে বসবে। এটিই হবে সর্বপ্রথম যুদ্ধ।

হাদিস নং ১৩৭৯

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে হাসানা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “কসম যে সত্ত্বার যার হাতে আমার প্রাণ! নিঃসন্দেহে ঈমান মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করে যাবে, যেমন সাপ তার গর্তে প্রবেশ করে। আর ঈমান যেন মদিনার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে যাবে, যেমন বিভিন্ন ময়লা-আবর্জনা নদীর স্রোতের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায়। এহেন পরিস্থিতিতে আরবগণ স্বশস্ত্র সাহায্য প্রার্থনা করবে, যার কারণে প্রত্যেকে যার কাছে যা কিছু আছে তা নিয়ে বেরিয়ে যাবে। নেককার, বদকার সকলের একটি কথা থাকবে তাদেরকে এবং রোমানদেরকে হত্যা কর। এক পর্যায়ে বিবাহের মোড় ঘুরে যাবে এবং এন্তাকিয়া নগরীর আ'মাক স্থানের দিকে ধাবিত হবে, সেখানে দীর্ঘ তিন দিন পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকবে। আল্লাহতা'আলা উভয় দল থেকে সাহায্য উঠিয়ে নিবেন। যার কারণে এত বেশি রক্তপাত হবে, এমনকি ঘোড়ার শরীরের অর্ধেক অংশ পর্যন্ত রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে। এমন অবস্থা দেখে ফেরেশতাগণ বলবেন, হে আল্লাহ! আপনার বান্দাদেরকে কি সাহায্য করবেন না ? জবাবে আল্লাহতাআলা বলবেন, না এখন সাহায্য করা যাবে না, যতক্ষণ না তাদের শহীদদের মিছিল দীর্ঘ হয়। এই যুদ্ধে এক তৃতীয়াংশ শহীদ হয়ে যাবে, আরেক তৃতীয়াংশ ধৈর্য্যধারণ করবে এবং অন্য অংশ সন্দেহপ্রবণ হয়ে ফিরে যাবে। শাস্তি হিসেবে আল্লাহতা'আলা তাদেরকে ধ্বসে দিবেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রোমানরা বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের বংশের লোকদের আমাদের হাতে সোপর্দ করবেনা ততক্ষণ আমরা তোমাদেরকে ছাড়বোনা। আরবরা, অনারবদেরকে বলবে, তোমরা ধর্ম গ্রহণ কর, একথা শুনে অনারবরা বলবে, ঈমান গ্রহণ করার পরও কি আমরা আবার কুফরী ধর্মে ফিরে যাব। তখনই সকলের রাগ চরমে পৌঁছবে এবং রোমানদের উপর এক যোগে হামলা করবে। উভয় দলের মাঝে ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। এ অবস্থার পর আল্লাহতা'আলা খুবই রাগান্বিত হবে, যার কারণে রোমানদেরকে

আল্লাহর তলোয়ার ও তীর দ্বারা আক্রমণ করবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমরকে আল্লাহর তলোয়ার ও তীর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহর তীর-তলোয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুমিনের তীর এবং তলোয়ার। এভাবে কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর রোমানরা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং খবর পৌঁছানোর জন্যও কেউ থাকবেনো। তাদেরকে পরাজিত করার পর মুসলমানরা রোম শহরের দিকে এগিয়ে গিয়ে আল্লাহ আকবর তাকবীর দ্বারা রোমের কেল্লা এবং শহর জয় করবে। এক পর্যায়ে তারা হেরাকলের শহরে পৌঁছে, সেটাকে পুরোপুরি খালি ও জনমানবশুন্য দেখতে পাবে। অতঃপর উক্ত শহরকেও তাকবীর দ্বারা জয় করে নিবে। সেখানে গিয়ে আল্লাহ আকবর বলার সাথে সাথে যে শহরের একটি দেয়াল ধ্বসে পড়বে। আরেকবার তাকবীর বলার সাথে সাথে আরেক পাশের দেয়াল ধ্বসে পড়ে যাবে। সমুদ্রের দিকের দেয়ালটি বাকি থাকবে। যা ধ্বসে পড়বেনা। অতঃপর রোমিয়ার দিকে এগিয়ে গেলে, সেটাও তাকবীর দ্বারা জয় করবে। তখন যুদ্ধ থেকে পাওয়া গণীমতের মাল সমানভাবে বন্টন করতে থাকবে।

হাদিস নং ১৩৮০

হযরত সাঈদ ইবনে জাবের (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এর বংশধর থেকে জনৈক লোক বলেন, তুমি কি তোমার ভাইয়ের কিতাবটি পড়েছ? জবাবে তিনি বলেন, তার প্রতি একটি কিতাব নিক্ষেপ করবে, যেখানে লেখা থাকবে .... (আরবি হবে)। তার অনেকগুলো নাম থাকবে। যেমন .... ইত্যাদি, ইত্যাদি। এর পর আহলে ইয়ামানে একটি সন্তান জন্মলাভ করবে, যারা জিকিরকে এমনভাবে গ্রহণ করবে যেমনভাবে ক্ষুধার্ত পাখি গোশতের প্রতি আগ্রহী হয় এবং ক্ষুধার্ত বকরি পানির প্রতি উৎসাহী হয়ে উঠে। তাদের পরিবার থেকে দুর্বলতা দূর করে দিব, তাদের অন্তরে দৃঢ়তা দান করব। যুদ্ধের সময় তাদের আওয়াজকে সিংহের হুংকারের মত করে দিব। তারা বনজঙ্গল থেকে বের তাদের রাখালদেরকে যখন আওয়াজ দিলে সেই আওয়াজ থেকে বিরত্ব ও

বাহাদুরী প্রকাশ পাবে। তাদের ঘোড়ার ক্ষুরকে আমি সমতল স্থানে চলন্ত লোহার মত করে দিব, যাতে করে যুদ্ধকালীন শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। তাদের কামানের রশিগুলোকে খুবই শক্ত করে দিব। এবং তোমাকে সূর্যের নিচে হাড্ডিসার করে রেখে দিব, আর তোমাকে জনমানবশূন্য এলাকায় থাকতে দিব, যেখানে কেবলমাত্র পশুপাখিই তোমার সাথী হবে। তোমার ঘরকে দেয়াশালাইয়ে পরিণত করব, তোমার জ্বলন্ত ঘরের ধোঁয়া আসমানের পাখিকে পর্যন্ত স্পর্শ করবে। তোমার আর্তনাদের আওয়াজ আমি জাজিরার বাসিন্দাদেরকেও শুনাব। এভাবে আরো ধমকসূলভ আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলো সব আমি সংরক্ষণ করতে পারিনি।

হাদিস নং ১৩৮১

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, আল্লাহতা'আলার দরবারে সর্বোত্তম শহীদ হচ্ছে, সমুদ্রের শহীদ, এন্তাকিয়ার আ'যাফের শহীদ, এবং দাজ্জালের সাথে মোকাবেলা করে যারা শহীদ হবে।

হাদিস নং ১৩৮২

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বড় যুদ্ধের শহীদদের কবর তার পূর্বে শহীদ হওয়া লোকজনের কবর থেকে বেশি আলোকিত হবে।

হাদিস নং ১৩৮৩

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি আমি সবচেয়ে বড় যুদ্ধে শরীক হতে পারতাম, তাহলে এরপূর্বে যেসব কিছুতে শরীক হতে পারিনি তার জন্য কোনো আফসোস থাকতো না এবং এরপর আর জীবিত থাকতে না পারলেও কোনো পরোয়া ছিলনা। বড় যুদ্ধের দিন দাজ্জালের যুদ্ধের দিনে থেকে আরো বেশি ভয়াবহ হবে। কেননা দাজ্জালের সাথে থাকবে মাত্র একটি তলোয়ার, কিন্তু বড় যুদ্ধের সময় উভয় পক্ষের কাছে অনেক ধরনের আধুনিক অস্ত্র থাকবে।

হাদিস নং ১৩৮৪

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহতা'আলা রোমানদের মধ্যে তিন প্রকারের হত্যা রাখবেন। এক প্রকার হচ্ছে, ইয়ারযুকের হত্যা, দ্বিতীয়, কাইয়ান কাছের হত্যা অর্থাৎ, হিমস নগরীর যুদ্ধ আর তৃতীয় হচ্ছে, আযাফ এলাকার হত্যা বা যুদ্ধ।

হাদিস নং ১৩৮৫

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুস্তুনতুনিয়ার উভয় পার্শ্ব অর্থাৎ, কিলাইত জয় করা ছাড়া কুস্তুনতুনিয়া জয় করা সম্ভব হবে না। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো কিলাইত আবার কোন এলাকা? জবাবে তিনি বলেন কিলাইত হচ্ছে, উমুরিয়া নামক এলাকা।

হাদিস নং ১৩৮৬

হযরত কা'ব (রহঃ) বর্ণনা করেন, কুস্তুনতুনিয়ার নাম জয় করা ছাড়া কুস্তুনতুনিয়া জয় করা যাবে না, না'র কি জিনিস জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দেন, নাথষ'র হল উমূরিয়া। কেউ কেউ না'র বলতে কুস্তুনতুনিয়ার পার্শ্ববর্তী এলাকা বুঝানো হয়েছে।

হাদিস নং ১৩৮৭

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমূরিয়া এলাকা কুস্তুনতুনিয়া এলাকার মূল। কেননা, কুস্তুনতুনিয়া এলাকার যাবতীয় সবকিছু সেখানেই জমা রাখা হয়।

হাদিস নং ১৩৮৮

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিরাকলের শহর জয় করার পর আমার আর জীবিত থাকার ইচ্ছা নেই। কেননা তখন এ পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকারের খারাবি ও গুনাহের দরজা উম্মোচন হয়ে যাবে। এবং অনেক অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হবে।

হাদিস নং ১৩৮৯

হযরত যুবায়ের (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, হিরাকলের শহর জয় করতে তাড়াহুড়ো করো না। কেননা, এ শহর জয়ের সাথে অনেক লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার সম্পর্ক রয়েছে।

হাদিস নং ১৩৯০

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কুস্তুনতুনিয়া থেকে কুরাইশের কোনো লোক পলায়ন করবে, তখন এমন একজন আমীর এবং তার সৈন্যদল উপস্থিত হবে, যারা কুস্তুনতুনিয়া জয় করবে। তাদের মধ্যে কোনো চোর, যিনাকারী ডাকাত থাকবে না। তীব্র যুদ্ধ হবে মূলতঃ হেরাকলের বংশের এক লোকের নেতৃত্বে।

হাদিস নং ১৩৯১

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু হাশেম, সাবা, কাদের এর সন্তানদের হাতের মাধ্যমে জয় হবে। অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, হিরাকলের সন্তানদের থেকে কোনো একজনের হাতে ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে। ঐ লোকের নাম হচ্ছে, তাবার কিংবা তাবরাহ।

হাদিস নং ১৩৯২

হযরত মোহাজির ইবনে হাবীব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিরাকলের পঞ্চম পুরুষ যার নাম হবে তাবার, তার হাতেই হবে, মূলতঃ ভয়াবহ যুদ্ধ।

হাদিস নং ১৩৯৩

হযরত যুবায়ের ইবনে নুফাইর (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, মুসলমানগণ, 'আল্লাহু আকবর' তাকবীর দ্বারা কাফেরদের একটি শহর দখল করবে। উক্ত শহরের তিনটি দেয়াল আল্লাহতা'আলা তিন দিনে ধ্বংস করে

দিবেন। এভাবে যুদ্ধ চলাকালীন তাদের কাছে দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়ার খবর এসে পৌঁছবে। উক্ত খবর যেন তোমাদের মাঝে কোনো আতংক বিরাজ না করে, কেননা সংবাদটি মিথ্যা হবে। সুতরাং উল্লিখিত খবর শুনে দৌড় না দিয়ে গনীমতের মাল সংগ্রহ করতে থাকবে।

হাদিস নং ১৩৯৪

হযরত বশির (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুছর আল-মাজনীকে বলতে শুনেছি। যদি তোমাদের কাছে দাজ্জালের আবির্ভাবের খবর আসে এবং তোমরা যুদ্ধকালীন অবস্থায় থাক, তাহলে তোমরা তোমাদের গনীমতের মাল সংগ্রহ করা থেকে বিরত থেকো না। কেননা, দাজ্জাল তখনো বের হবে না।

হাদিস নং ১৩৯৫

হযরত আবু সা'লাবা আল-খুশানী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি আরীশ এবং র্দারা এলাকার মাঝখানে বিশাল দস্তরখানের ব্যবস্থা হবে, তখন কুস্তুনতুনিয়া এলাকার জয় খুবই নিকটবর্তী হবে।

হাদিস নং ১৩৯৬

হযরত আউফ ইবনে মালেক আল-আশজাঈ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "৬ষ্ঠ ফিতনা হবে মূলতঃ যুদ্ধবিরতী চুক্তির মাধ্যমে। যা তোমাদের এবং রোমানদের মাঝে সংগঠিত হবে। অতঃপর তারা আশি দলে বিভক্ত হয়ে তোমাদের দিকে এগিয়ে আসবে।" সাহাবায়ে কেরাম বলবেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'গায়াহ' কি জিনিস? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "গায়াহ হচ্ছে, ঝান্ডার নাম। প্রত্যেক ঝান্ডার অধীনে বার হাজার করে সৈন্য থাকবে।"

হাদিস নং ১৩৯৭

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবার কিংবা তাবারাহ নামক হিরাকলের এক সন্তানের নেতৃত্বে ভয়াবহ যুদ্ধ হবে।

হাদিস নং ১৩৯৮

হযরত আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহতা'আলা কি বলেননি যে, আমরা যাবুর নামক কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছি যে, নিঃসন্দেহে এ ভূখন্ডের মালিক হবে নেককার ব্যক্তিবর্গ। আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন আমরাই হলাম, সেই নেককার ব্যক্তি।

হাদিস নং ১৩৯৯

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। ভয়াবহ যুদ্ধের দিন মুসলমানদের এক তৃতীয়াংশ পরাজিত হবে। তার হচ্ছে, আল্লাহতা'আলার নিকট নিকৃষ্টতম জাতি।

হাদিস নং ১৪০০

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহেলী যুগে দাউস গোত্রের লোকজন যুলখালাসা নামক প্রতীমার উপাসনা শুরু করে তাহলে সেটাই হবে শাম দেশের উপর রোমানদের আধিপত্য বিস্তার লাভের মাধ্যম।

হাদিস নং ১৪০১

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে কাইস জাতি, তোমরা ইয়ামানবাসীদেরকে ভালোবাসো। হে ইয়ামানীগণ! তোমরা কাইযগোত্রকে ভালোবাসো। হতে পারে এমন একসময় আসবে যখন তোমরা দুই গোত্র ব্যতীত অন্য কোনো গোত্র যুদ্ধ পরিচালনা করবেনা। আওযায়ী (রহঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্য আমি শুনেছি। কাইস গোত্র হচ্ছে, ভয়াবহ যুদ্ধের দিন বীরত্ব প্রদর্শনকারী, আর

ইয়ামানবাসীরা হচ্ছেন ইসলামের চালিকাশক্তি।

হাদিস নং ১৪০২

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, যখন ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে, তখন দিমাশ্ক্ থেকে বিশাল এক বাহিনীর আত্মপ্রকাশ হবে। তারাই হবে আরবের সবচেয়ে সম্মানিত অশ্বারোহী এবং অত্যাধুনিক অস্ত্রের অধিকারী। তাদের মাধ্যমে আল্লাহতা'আলা দ্বীনের শক্তি বৃদ্ধি করবেন।

হাদিস নং ১৪০৩

হযরত আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে কাইস আদ্ দিমাশকী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোমানবাহিনী ভয়াবহ যুদ্ধের দিনগুলিতে নদীর পাশে কোনো পানি রাখবে না বরং সব পানিকে তার দখল করে নিবে।

হাদিস নং ১৪০৪

হযরত আতিয়া ইবনে কাইস (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হলে দিমাশ্ক্ থেকে বিশাল এক বাহিনী প্রকাশ পাবেন, তারাই হবেন দুনিয়া এবং আখেরাতের সর্বোত্তম বান্দা।"

হাদিস নং ১৪০৫

হযরত রাশেদ ইবনে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে আল্লাহতা'আলা আমার সাথে ওয়াদা করেছেন। পারস্যবাসি অতঃপর রোমানরা মুসলমানদের অধীনে চলে আসবে। তাদের সন্তান এবং নারীরা মুসলমানদের হস্তগত হবে আর তাদের যাবতীয় সম্পদ মুসলমানদের হাতে চলে আসবে। এভাবে মুসলমানদের রাষ্ট্রের বিস্তৃতি হিময়ার পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।"

হাদিস নং ১৪০৬

হযরত আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, রোমানরা তোমাদেরকে কুফরী গ্রহণের দাওয়াত দিতে গিয়ে তোমাদেরকে শাম দেশ থেকে বের করে দিবে। এক পর্যায়ে তোমাদেরকে বাল্কা নগরীতে কোণঠাসা করে ছাড়বে। মনে রাখতে হবে, ইহকাল চিরস্থায় নয়, যেটা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, পক্ষান্তরে আখেরাত চিরস্থায়ী এবং কখনো ধ্বংস হবেনা।

হাদিস নং ১৪০৭

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ভয়াবহ যুদ্ধ, কুস্তুনতুনিয়া নগরী ধ্বংস হওয়া এবং দাজ্জালের আবির্ভাব প্রায় ছয়–সাত মাসের মধ্যেই হবে, অথবা আল্লাহতা'আলা যে কয়দিনের ভিতরে ইচ্ছা করেছেন।

হাদিস নং ১৪০৮

আবু ওয়াহাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি মাকহুলকে বলতে শুনেছেন, ভয়াবহ যুদ্ধ দশটি হবে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, ফিলিস্তিনের কায়সারিয়া নগরীর যুদ্ধ। আর সর্বশেষ হচ্ছে, এন্তাকিয়ার আ'মাক এলাকার যুদ্ধ।

হাদিস নং ১৪০৯

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকরা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, হয়তো হামলুদ্দান তিনবার প্রকাশ পাবে। আমি তাকে 'হামলুদ্দান' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, জনৈক লোক যার পিতামাতার একজন শয়তান, যে রোমানদের সম্রাট হবে। সে জলের-স্থলের বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমাক নামক এলাকায় ছাউনি ফেলবে। সে তার সাথীদেরকে দ্রুত জাহাজ খালি করতে বলবে এবং সকলে জাহাজ থেকে নিচে নেমে আসলে সে জাহাজগুলো জ্বালিয়ে দিতে বলবে। অতঃপর বলবে, কুস্তুনতুনিয়া তোমাদের জন্যও নয়, আবার রোমানদের জন্যও নয়। যাদের ইচ্ছা দাঁড়াতে পার। এদিকে

মুসলমানগণ একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে, অতঃপর বিভিন্ন ধরনের অপরাধে জর্জরিত কুস্তুনতুনিয়াকে তোমরা জয় করবে। আমি কিতাবুল্লাহতে যানিয়াহ নামেই পেয়েছি। এরপর তাদের আমীর বলবে, আজকে কোনো ধরনের দুর্নীতি থাকবেনা।

হাদিস নং ১৪১০

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, ভয়াবহ যুদ্ধকালীন শামদেশের বিশাল এক ধ্বংস হয়ে যাবে। উক্ত এলাকা শহর-গ্রামের কান্নার ন্যায় কান্নাকাটি করবে।

হাদিস নং ১৪১১

হযরত হাস্সান ইবনে আতিয়া (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বায়তুল মোকাদ্দাস এবং জর্দানের উপকুলের ছোট্ট একযুদ্ধে রোমানরা জয়লাভ করবে।

হাদিস নং ১৪১২

হাকাম ইবনে আবু সুলায়মান (রহঃ) বলেন, আমি উক্বা ইবনে আবু যয়নবকে বলতে শুনেছি, যখন কাবরাস নগরী শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে বিরান ভূমিতে পরিণত হবে, তখন তোমার বাকি জীবন আন্তরিকভাবে কান্নাকাটি করা উচিৎ।

হাদিস নং ১৪১৩

হযরত মুহাজির ইবনে হাবীব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, “হিরাকলের বংশের পঞ্চম পুরুষের হাতে মারাত্মক ও ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে।” হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আয়তাত (রহঃ) বলেন, হিরাকলের বংশধরদের চতুর্থজন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করবে। বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, এরপর পুরুষ বাকি থাকবে। আরতাত বলেন, পঞ্চমজন এখনো ক্ষমতা গ্রহণ করেনি।

হাদিস নং ১৪১৪

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এরশাদ করেন, জনৈকা মহিলা রোমানদের সুলতান হওয়ার পর কর্মচারিদেরকে পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান কাঠের থেকে উত্তম গাছ দ্বারা এক হাজার জাহাজ তৈরি করতে নির্দেশ দিবেন। এরপর বলবে, তোমরা ঐসব লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হবে যারা আমাদের পুরুষদেরকে হত্যা করেছে এবং নারী ও শিশুকে বন্দি করে রেখেছে। জাহাজ তৈরি করার কাজ শেষ হলে তিনি বলেন, ইনশাআল্লাহ আমরা অবশ্যই উক্ত জাহাজে আরোহণ করব, আর আল্লাহ্র ইচ্ছা না হলেও বের হব। অতঃপর আল্লাহ পাক তাদের প্রতি এক প্রকারের বাতাস প্রেরণ করবে, ফলে সে তার কথা 'আল্লাহ যদি ইচ্ছা না করেন' নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। এরপর পূর্বের ন্যায় আরো একহাজার জাহাজ বানাতে নির্দেশ দিলেন। আবারে আগের মত বলতে লাগলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি একধরনের বাতাস প্রবাহিত করবেন এবং আবারো তার সিদ্ধান্ত আটকে থাকবে। অতঃপর আরো এক হাজার জাহাজ বানানোর নির্দেশ দিবেন। এরপর বলবে ইনশাআল্লাহ্, তোমরা জাহাজে আরোহণ করবে। এক পর্যায়ে তারা বের হয়ে আসবে এবং চলতে চলতে আক্কা নামক একটি পাহাড়ের টিলার প্রান্তে পৌঁছবে। সেখানে উপস্থিত হয়ে তারা দাবি করবে যে, এটা আমাদের এবং আমাদের বাপ-দাদার শহর। এরপর তাদের বাহনের সব জাহাজ জ্বালিয়ে দিবে। সেদিন মুসলমানরা বায়তুল মোকদ্দাসে থাকবে। উক্ত এলাকার সুলতান ইরাক, মিশর এবং ইয়ামানের শাসক ও জনগণের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালে তারা জবাব দিবে, আমরাও তোমাদের ন্যায় আমাদের এলাকা আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান। এভাবে সাহায্য চেয়ে হিমস নগরীতে উপস্থিত হয়ে দেখলো, সেখানের মুসলমানরা সবদিক থেকে অবরুদ্ধ। যেখানে এক নারীকে হত্যা করা হয়েছে। এই লোক বাহির থেকে সবকিছু অবলোকন করে ফিরে আসে। এদিকে সাহায্য প্রার্থনাকারী সুলতান সকলের কাছে হিমসের বিষয়টি চেপে

যায় এবং সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বলতে থাকবে, তোমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ো, নিজে মরে যাও কিংবা কাফেরদেরকে হত্যা করো। এভাবে উভয় দলে মারাত্মক যুদ্ধ সংগঠিত হবে। যার কারণে মুসলমানদের এক-তৃতীয়াংশ শহীদ হয়ে যাবে এবং অন্য এক-তৃতীয়াংশ পরাজিত হবে জাহান্নামের নিম্নস্তরে নিক্ষিপ্ত হবে। আরেক তৃতীয়াংশ বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে চলে যাবে। সেখান থেকে বের হয়ে মাউজাব অর্থাৎ, বালকা নগরীতে চলে যাবে। মাউজাব হচ্ছে, এমন এক এলাকা যার মধ্যে বিভিন্ন ঝর্ণাধারা রয়েছে। যেখানে বিভিন্ন উন্নতমানের ঘাস উৎপাদন হয়ে থাকে। মুসলমানরা সেখানে গিয়ে পৌঁছলে শত্রুরা অগ্রসর হতে হতে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। সেখানে গিয়ে তারা মুসলমানদের অবশিষ্টাংশকেও হত্যা করতে নির্দেশ দিবে। অন্যদিকে মুসলমানদের সুলতান তার সাথে থাকা মুসলমানদেরকে শত্রুর মোকাবেলা করার নির্দেশ দিবেন। সাথে সাথে আল্লাহতা'আলার দরবারে কায়মনোবাক্যে দোয়া-মোনাজাত করতে থাকলে, সেদিন আল্লাহতা'আলার রাগ চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছে এবং তীর, তলোয়ার-বল্লম দ্বারা শত্রুর উপর আক্রমণ করে এবং আল্লাহতা'আলা শত্রুদের প্রতি আধুনিক অস্ত্র স্থাপন করবেন। এমনকি কেউ কোনো প্রকার চক্রান্ত ভয় করলে উভয়ের মাঝে তীব্র লড়াই চলতে থাকবে। সেদিন এতবেশি সংখ্যক শত্রু মারা যাবে, তাদের মাত্র কিছু সংখ্যক জীবিত থাকবে। যারা লেবনানের এক পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করবে। মুসলমানরাও তাদের পিছনে পিছনে গিয়ে ধাওয়া করতে করতে কুস্তুনতুনিয়া নামক এলাকায় পৌঁছে যাবে। মুসলমানদের জিম্মাদার হচ্ছেন,বাদামী রংয়ের এক লোক যার সাথে সর্বদা তীর বল্লম বিদ্যমান থাকে। এভাবে চলতে চলতে কুস্তুনতুনিয়ার নিকটে থাকা নদীর কাছে পৌঁছলে যেখানে নামায আদায় করার লক্ষে ওযু করতে গেলে পানি হঠাৎ তার থেকে দূরে সরে যায়। আবারো পানির খোঁজে বের হলে তা হারিয়ে যায়। এভাবে দেখতে থাকলে তিনি তার বাহনে আরোহণ করে বলে উঠেন, হে লোক সকল এটা মূলতঃ আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় হচ্ছে। চলো, আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই।

এভাবে চলতে চলতে এক সময় কুস্তুনতিনিয়্যার দেয়াল দেখে ‘আল্লাহ আকবর’ বলে উচ্চস্বরে তাকবীর বলে উঠবে।

হাদিস নং ১৪১৫

হযরত খালিদ ইবনে মাদান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে বাছারকে বললাম, কুসতুনতুনিয়া (বর্তমান কনোস্টান্টিনোপল) বিজিত হয়েছে। তিনি বললেন ততক্ষণ পর্যন্ত বিজিত হতে পারেনা যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান ও তাদের মাঝে সন্ধি হয়। অতপর তারা সকলে যুদ্ধ করবে। অতপর তারা যুদ্ধলব্ধ মাল পেয়ে ফিরে যাবে। এমনকি তাদের মাঝে বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। অতপর তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি ক্রুশ উঁচু করে বলবে ক্রুশের জয় হয়েছে। অতপর মুসলমানদের কিছু লোক তাদের আক্রমণ করবে। এবং তাদের ক্রুশ আঘাত করবে এবং তা টুকরো টুকরো করে ফেলবে। আর মুসলমানগণ যুদ্ধ করা অবস্থায় ছড়িয়ে পড়বে। অতপর আল্লাহতা’আলা তাদের বিজয় দান করবেন। আর তখনই প্রকৃত বিজয়।

হাদিস নং ১৪১৬

হযরত খালিদ ইবনে মাদান আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ হতে বর্ণনা করে বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহতা’আলা আমাকে পারস্য, তাদের মহিলাবর্গ, তাদের সন্তানাদী এবং তাদের সরঞ্জাম আমাকে দিয়েছেন। (এমনিভাবে) রোম, তাদের মহিলাবর্গ, তাদের সন্তানাদী এবং তাদের সরঞ্জাম আমাকে দিয়েছেন। এবং আমাকে হুমাইরা দ্বারা সাহায্য করেছে।”

হাদিস নং ১৪১৭

হযরত খালিদ ইবনে মাদান বলেন, আন্ত্রাসুসে অবশ্যই অবশ্যই ফজরের সময় রোমের শত্রুরা আক্রমণ করবে। অতপর তারা তিনশ লোককে দানিয়া বৃক্ষের নিচে হত্যা করবে। তাদের নূর আরশে পৌঁছে যাবে।

হাদিস নং ১৪১৮

হযরত ফজর ইবনে ইয়াহমাদ হতে বর্ণিত। তিনি তার কওমের কতিপয় শাইখ হতে বর্ণনা করে বলেন, আমরা সুফিয়ান ইবনে আউফ আল গামেদীর সাথে ছিলাম। এমনকি আমরা কুসতুনতুনিয়ার দরজায় আসলাম। যেটা ছিল নদীর কিনারায়, তিন হাজার পারস্য লোকের স্বর্ণের দরজা। অতপর আমরা নদী বা উপসাগর পার হলাম। তিনি বলেন, অতপর তারা ভয় পেল ও তাদের ধনুকে প্রহার করলো। অতপর তারা বলল, হে আরবের সম্প্রদায় তোমাদের কি হলো? তখন আমরা বললাম, আমরা এমন একটি এলাকার দিকে যাচ্ছি যার অধিবাসীগণ অত্যাচারী। যাতে আল্লাহতা'আলা আমাদের হাতে তা ধ্বংস করে দেন। অতপর তারা বলল, আল্লাহর কসম আমরা জানিনা কিতাব কি মিথ্যা বলছে না আমরা হিসাবে ভুল করছি। নাকি তোমরা শক্তি প্রয়োগে তাড়াতাড়ি করছো। আল্লাহর কসম! আমরা জানি, উহা অচিরেই বিজিত হবে। তবে আমরা জানিনা এটাই সেই সময় কিনা।

হাদিস নং ১৪১৯

হযরত আবুল ইয়ামান হাওযানী থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করে বলেন, যখন আমি পশ্চিমের হামাদানকে দেখলাম এমতাবস্থায় যে, আমি রুসতান ও হিমসের মাঝামাঝি স্থানে অবতরণ করেছি। আর সেখানে যুদ্ধ বিদ্যমান এবং দাজ্জালের আবির্ভাবের স্থান। আমি বললাম, রুসতানে তাদের অবতরণের কারণ কি? তিনি বললেন, তাদের পূর্ব থেকে শত্রুতা।

হাদিস নং ১৪২০

হযরত আবু কুবাইল থেকে বর্ণিত। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি বলেন, ইরাকের অন্তর্গত মাযহাজ ও হামাদান এর (লোকদের) এমনভাকে হত্যা করা হবে যে, সেখানে প্রচন্ড বার্ধক্যতা নেমে আসবে।

হাদিস নং ১৪২১

হযরত খাইমা, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রোম সৈন্য প্রেরণ করবে। তখন শামের অধিবাসীরা সাহায্য কামনা করবে ও ফরিয়াদ করবে। তখন তাদের থেকে একজন মুমিনও থাকবে না। তিনি বলেন, তখন রোমকে এমনভাবে পরাজিত করবে যে, তার স্তম্ভ পর্যন্ত তাদের শেষ করে দিবে। আর উক্ত স্থানটা আমি চিনি। তখন তারা সেখানে অবস্থান করতে থাকবে এমতাবস্থায় তারা হাঠাৎ একটা শব্দ শুনতে পাবে (আর তা হলো) দাজ্জাল তোমাদের পরিবারবর্গের ভিতর পিছু নিয়েছে। তখন তারা তাদের হাতে যা থাকবে তা পরিত্যাগ করবে এবং অনুরূপ কিছু গ্রহণ করবে।

হাদিস নং ১৪২২

যুবাইর বিন নাকীর হতে বর্ণিত। তিনি আবু সা'লাবা আল খাসানী থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি বলেন, আমি যখন আরিশ হতে ফুরাত পর্যন্ত এলাকার একটি ঘরের ভোজের অবস্থা দেখলাম (তখনই বুঝলাম) সেটাই যুদ্ধের আলামত।

হাদিস নং ১৪২৩

হযরত ইয়াজিদ ইবনে আবুল আতা, হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি বলেন, আমার উপর ইয়ামানীর হাত রয়েছে। যে কুরাইশের এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে।

হাদিস নং ১৪২৪

হযরত মালেক ইবনে আমর কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি বলেছেন, ঐ ইয়ামানীর হাত আমার উপর রয়েছে, যা ছোট একরে যুদ্ধ হবে। আর সেট হবে যখন হিরাকলের পঞ্চম পুরুষ রাজা হবে।

হাদিস নং ১৪২৫

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যখন দুই প্রাচীন রাজত্ব করবে অর্থাৎ প্রাচীন আরব ও প্রাচীন রোম, তখন দাদের হাদে যুদ্ধ সৃষ্টি হবে।"

হাদিস নং ১৪২৬

হযরত হুযাইফাতুল ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মাঝে ও রোমের আসফার গোত্রের লোকদের সাথে একটি অস্ত্রবিরতি চুক্তি হবে। অতপর তারা তোমাদেরকে একজন মহিলার মালপত্রের মাধ্যমে ধোঁকা দিবে এবং তারা জলে ও স্থলে বারটি পতাকা নিয়ে তোমাদের দিকে আসবে। এবং প্রত্যেক পতাকার অধীনে বার হাজার সৈন্য থাকবে। এমনকি তারা ইযাফা ও আকা এর মধ্যবর্তী স্থানে অবতরণ করবে। অতপর তাদের রাজা তাদের জাহাজ ছিদ্র করে দিবে। তখন সে তার সাথীদের বলবে, তোমরা দেশ সম্পর্কে যুদ্ধ করো। ফলে তারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে এবং তারা একে অপরের সৈন্য সম্প্রসারণ করবে এ পর্যন্ত যে, তারা তোমাদের মধ্যে যারা ইয়ামেনের হাযরামাউতে থাকবে তাদের সম্প্রসারিত করে দিবে। আর তখনই দয়াময় তাদের মাঝে তার বর্শা দ্বারা আক্রমণ করবেন। তাদের মাঝে তার তরবারী দ্বারা আঘাত করবেন। তাদের মাঝে তার তীর নিক্ষেপ করবেন। তার পক্ষ থেকে তাদের জন্য হবে বড় হত্যাযজ্ঞ।

হাদিস নং ১৪২৭

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, একদল মানুষ ঈদ বা যবাহ এর জন্য বাবের নিকট আসলো। অতপর মদীনার দিকে আসলো। অতপর কাঁদলো, অতপর চলে গেলো। এমনকি বাবুল মুয়াল্লাকায় গেলো, তার সম্মুখীন হলো, অতপর প্রচন্ড কাঁদলো। অতপর কাকে রুসতানে না এসে

বাবে মুয়াল্লকে আসলো। অতপর তার সম্মুখীন হয়ে প্রচন্ড কাঁদলো। অতপর কাকে মারকীতে আসলো। অতপর জানবিয়্যা ও বাবের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করলো ও প্রচন্ড হাসলো এবং প্রচন্ড খুশি হলো। অতপর বললো, হে আল্লাহ তোমার জন্য সকল প্রশংসা। এবং সে তাকবীর দিল, তার প্রশংসা করলো, তার তাসবীহ করলো, তার তাকবীর দিলো। অতপর আমি তাকে বললাম, হে আবু ইসহাক মাওকেফে, তোমার পিতার কি হলো? সেখানে তুমি কেঁদেছো ও হেসেছো, আর এখানে খুশি হয়েছে। অতপর সে বললো, এই শহরের বাসিন্দারা হলো মুসলমান। তাদের (তীর) ভূমির দিকে পালাতে চাইবে। শত্রুদের দিকে যারা তাদের দিকে আসতে থাকবে সেদিক থেকে। ফলে এমন একজন ব্যক্তিও এই শহরে অবশিষ্ট থাকবে না, যে অস্ত্রধারণ করতে পারে। তবে তীরের দিকে আকেটি দল ব্যতীত। আর তার অধিবাসী হবে কাফের। তারা একত্রিত হবে। অতপর বলবে, আমরা তোমাদের সাহায্যের জন্য এসেছি। আর তোমরা তোমাদের শহরে যারা আছে তাদের পরাভূত করেছ। সুতরাং ইহা মুসলমানদের সন্তানাদী ও পরিবারসহ আটকিয়ে দাও। অতপর আল্লাহতা'আলা মুসলমানদের জন্য খুলে দিবেন। এবং তাদেরকে ঐ সমস্ত শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন যারা তাদের নিকট এসেছিল। ফলে তাদের খবর দেয়া হবে যে, তাদের স্ত্রী ও সন্তানাদীসহ আটকিয়ে দেয়া হয়েছে। অতপর তারা অগ্রসর হবে। এমনকি তারা আমার প্রথম স্থানে অবস্থান করবে। তারা তাদের নিকট আল্লাহতা'আলার আবেদন করবে, অঙ্গীকার ও যিম্মার ব্যাপারে। ফলে তারা কিছুতেই ফিরে যাবে না এবং তাদের জন্য খোলাও হবে না। অতপর তারা আমার দ্বিতীয় অবস্থানের স্থানে আসবে। অতপর তারা তাদের নিকট আল্লাহতা'আলার আবেদন করবে, যিম্মাহ ও অঙ্গীকারের ব্যাপারে। তারা কিছুতেই তাদের দিকে ফিরে যাবে না। এবং তারা আবাসা গোত্রের এক মহিলার ব্যাপারে তাদের অপবাদ দিবে। অতপর তারা আমার তৃতীয় অবস্থান স্থলে আসবে। অতপর তারা তাদের নিকট আল্লাহতা'লার আবেদন করবে। তারা কিছুতেই তাদের দিকে ফিরে যাবে না এবং তাদের জন্য খোলাও হবে না। অতপর তারা আমার

অবস্থানের চতুর্থ স্থানে আসবে। অতপর যখন মুসলমানগণ উহা দেখবে আল্লাহতা'লার দিকে (দোয়া করবে) হাত উঠাবে, তার নিকট আবদন করবে ও সাহায্য কামনা করবে। অতপর আল্লাহর নামে কসম করবে যে, এই বাবে একজন শত্রু, একটা লোহা ও একটা পেরেকও থাকবে না। সব একেবারে ভেঙ্গে ফেলবে। অতপর মুসলমানগণ তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এবং উহার ভিতর এমন একজন কাফেরকেও ছাড়বে না যে, সান্ত্বনা দান করবে। বরং দাদের গর্দানে মারবে। সেদিন তাদের রক্ত তাদের ঘোড়ার খুড়ের নিচ দিয়ে সমস্ত বাজারের নিচে পৌঁছাবে।

হাদিস নং ১৪২৮

হযরত যাররাহ তিনি আরতাত থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মাহদী (আঃ) ও রোমের অত্যাচারীদের মাঝে একটি চুক্তি হবে। সুফইয়ানী হত্যার ও বিকারগ্রস্থের লুণ্ঠের পর। এমনকি তোমাদের ব্যবসা তাদের দিকে পরিবর্তিত হবে এবং তাদের ব্যবসা তোমাদের দিকে। তারা তাদের জাহাজ তৈরীতে তিন বছর নিবে। অতপর মাহদী (আঃ) ধ্বংস করে দিবে। অতপর তার পরিবার থেকে এমন একটি ব্যক্তি তার মালিক হবে যে কম ন্যায় বিচার করবে। অতপর উহা চালাবে। অতপর তাকে হত্যা করা হবে এবং তার আলোচনা শেষ হবে না। এমতাবস্থায় রোম (সৈন্য) সুওর থেকে আসা পর্যন্ত স্থানে অবস্থান নিবে। আর সেটাই মালাহেম বা যুদ্ধ।

৪৫ আসকান্দারিয়া, মিশরের অধঃপতন ও মিশরের আবর্তন-বিবর্তন সম্পর্কে

হাদিস নং ১৪২৯

হযরত আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি একবার ইসকান্দারিয়ায় ছিলেন। অতঃপর তাকে বলা হলো, কতগুলো নৌকা দেখা যাচ্ছে? অতঃপর লোকজন ভীত সন্ত্রস্ত হলো। অতঃপর আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমরা খোপা বাঁধো (তৈরী হও)। অতঃপর বললেন, কোন দিক থেকে দেখা যাচ্ছে? লোকজন বলল, মিনারার দিক থেকে। অতঃপর তিনি বললেন নিশ্চিন্ত থাকো। আমার ভয় পশ্চিম দিক থেকে আসাকে।

হাদিস নং ১৪৩০

হযরত শাফী বিন উবাইদ আল আসবাহী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,, ইস্কান্দরিয়ার দুটি যুদ্ধ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি বড়, আরেকটি ছোট। সুতরাং বড়টি হলো মিনারার থেকে সমুদ্র এক বারিদ বা দুই বারিদ দূর হয়ে যাবে। অতঃপর যিলকর নাইনের গুচ্ছ সম্পদ বের হবে। তার গুচ্ছ সম্পদের নয়টি পূর্বে পশ্চিমে থাকবে।

হাদিস নং ১৪৩১

হযরত উবাই কাবাইল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইস্কান্দারিয়ায় তবারেস ইবনে ইসতিনান ইবনে আখবাস ইবনে কুসতুনতীন ইবনে হেরাকেলের হাতে হত্যাযজ্ঞ হবে।

হাদিস নং ১৪৩২

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোম সাতশ নৌকা বানাবে। অতঃপর ঐগুলির মাধ্যমে আস্কান্দারিয়ার

দিকে অগ্রসর হবে। আর আস্কান্দরিয়ায় একজন কুরাইশ বংশের লোক থাকবে। অতঃপর তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পায়তারা করবে। তারা তাদের নৌকা ঐ মাসালেহে সিগার এর মুখি করবে যেখানে আস্কান্দারিয়া ডুবে গেছে। অতঃপর কুরাইশী ব্যক্তি তার বন্ধুকে পৃথক করে দিবে। উক্ত ডুবন্ত নৌকার দিকে সে চালাবে। আর কিছু তার ঘোড়া তার নিকট থাকবে। আব্দুল্লাহ বললেন, হে আহমক! তোমার ঘোড়াকে পৃথক করিও না। সে বলল, অতঃপর তারা নামবে। অতঃপর মুসলমানগণ তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। এমনকি রোম সৈন্যরা মুসলমান সৈন্যদের মাছের বাজার পর্যন্ত যেতে বাধ্য করবে। তারা এমনভাবে হত্যা করবে তাদের রক্ত ঘোড়ার খুঁড়ের নীচে এসে পড়বে। অতঃপর মুসলমানদের প্রকাশ্য সাহায্য আসবে। যখন রোম সৈন্যরা উহা দেখবে, তখন তারা তাদের নৌকার দিকে মুখ করে পালাবে। এবং নৌকায় চড়বে, ভেগে যাবে ও চলে যাবে। এমনকি দৃষ্টিশক্তি দূর্বল ব্যক্তি বলবে আমি তাদের দেখিনা। আর প্রখর দৃষ্টিশক্তির অধিকারী বলবে, আমি তাদের শেষ অংশ দেখছি। অতঃপর আল্লাহতা'আলা তাদের উপর প্রচন্ড বাতাস পাঠাবেন আর তা তাদেরকে ইস্কানদারিয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। অতঃপর তাদের নৌকাগুলি ইস্কান্দারিয়া ও মিনারা এর মধ্যবর্তী স্থানে ভেঙ্গে যাবে। অতঃপর তারা তাদেরকে আটক করবে। তবে একটি নৌকা ব্যতীত। উক্ত নৌকাটি তার আরোহীসহ বেঁচে যাবে। এমনকি যখন উহা তাদের দেশে পৌঁছাবে। অতঃপর তাদের সাথে সংগঠিত সকল সংবাদদিকে। আল্লাহতা'আলা উক্ত নৌকার প্রতি প্রচন্ড বাতাস পাঠাবেন। উক্ত বাতাস উক্ত নৌকাকে ইস্কান্দারিয়ায় নিয়ে আসবে। এবং ভেঙ্গে ফেলবে। অতঃপর উক্ত নৌকার আরোহীগণকে গ্রেফতার করা হবে।

হাদিস নং ১৪৩৩

হাদিসটি পাওয়া যায়নি।

হাদিস নং ১৪৩৪

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তুমি আরবের সরদারদের মধ্য থেকে দুইজন সরদারকে রোমের দিকে পালাতে দেখবে, তখন মনে রেখ সেটাই ইস্কান্দারিয়ার ঘটনার আলামত।

হাদিস নং ১৪৩৫

হযরত ইয়াযিদ ইবনে আবী আমর সাইবানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে তা'লা একবার তার ছেলেকে বললেন যখন তোমার নিকট আস্কান্দারিয়ার বিজয়ের খবর পৌঁছবে, তখন যদি তোমার পর্দা পশ্চিমে থাকে তাহলে ধরিও না যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্বদিক থেকে মিলে।

হাদিস নং ১৪৩৬

হযরত শাফী বর্ণনা করেন মিশরের প্রথম অধঃপতন হলো তার শত্রুরা উহাকে বিচক্ষণতা দ্বারা জালিয়ে দিবে।

হাদিস নং ১৪৩৭

হযরত আবু যরআ বর্ণনা করে বলেন, তিনি শাফিকে বলতে শুনেছেন। হে মিশরবাসী, অচিরেই তোমাদের উপর তোমাদের এলাকা কাটা হবে। গ্রীস্মকালের প্রচন্ড ঠান্ডায়। অতএব তোমরা তোমাদের জন্য ভালো ইখতিয়ার করো। তারা বলল, তার ভালো কি? তিনি বললেন, প্রত্যেক এলাকা বা অঞ্চল পানি তলাবে না। অতঃপর শত্রুরা তোমাদের উপর জলাতঙ্কের সৃষ্টি করবে এবং তারা তোমাদের অঞ্চলে তোমাদেরকে নযরে রাখবে। এমনকি তোমাদের একজন ধোঁয়ার দিকে দেখবে সে সেখানে দয়াপরবশ হয়ে পৌঁছতে পারবে না। কারণ তার পরিবারের দিকে তার শত্রুরা বিরোধীতা করবে।

হাদিস নং ১৪৩৮

হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তবারেস ইবনে ইস্তীনানের হাতে ইস্কান্দারিয়ার যুদ্ধ হবে। যখন নৌকা মিনারাতে নোঙ্গর করবে। অতঃপর রাখবে। অতঃপর তিন বার উঠবে। অতঃপর যখন নদীর মাঝখানে পৌঁছবে, তখন তোমাদের নিকট চারশ নৌকা আসবে। অতঃপর আবারো চারশ নৌকা আসবে। এমনকি ঐ গুলি মিনারায় নোঙ্গর করবে।

হাদিস নং ১৪৩৯

হযরত আবু যর আ, তিনি তাবী থেকে বর্ণনা করে বলেন তিনি বলেন, ইস্কান্দারিয়ায় সেদিন যুদ্ধের সময় একজন কুরাইশী আহমক থাকবে। তখন যুদ্ধটা হবে মাছের বাজারে আর রোমের বাদশা কায়সার ও সবুজ-শ্যামল কুবায় তাদের আধিপত্য বিস্তার করবে। আর মুসলমানগণ সুলাইমান (আঃ) এর মসজিদের দিকে চলে যাবে। তাদেরকে আরবের নেতৃস্থানীয় একটি দল ঘিরে নিবে। তাদের মধ্যে একজন ঘোড়সওয়ার এমন একটি ঘোড়ার উপর থাকবে যা ঔজ্জল্য ও অনুগত ও তার ভিতর সাদা কালো দাগ থাকবে মিনারার সারির মধ্যে।

হাদিস নং ১৪৪০

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাসেদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি অচিরেই কুরাইশ থেকে এমন একজন লোক যে পিতা ও মাতার দিকে থেকে বংশগত পরিচিত। সে রাগ হয়ে রোমে চলে যাবে। অতঃপর রোমের লোকেরা তাকে গ্রহণ করবে এবং সম্মান করবে। অতঃপর তার রোমের দিকে বাহির হওয়ার দিন থেকে বিশ মাস হবে, অতঃপর রোমের লোকেরা তাদের নৌকায় করে ইস্কান্দারিয়ার দিকে অতঃপর এমন তারা প্রচন্ড বাতাসের সম্মুখিন হবে তাদের থেকে একজন লোকও তাদের দেশে ফিরে যেতে পারবে না। তবে একজন সংবাদদাতা ব্যতীত। তার

পিতা বলেন, যদি আমি চাই যেরূপ রোমের আমিরের হয়েছে, আমি সেদিন তাকে দেখছি পুরাতন খাযরা এর মধ্যবর্তী হতে মিনারার দিকে যা ইস্কান্দারিয়া সংযুক্ত।

হাদিস নং ১৪৪১

হযরত বাশার ইবনে মাআ'ফিরি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু ফিরাসকে বলতে শুনেছি আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমরকে বলতে শুনেছি ইস্কান্দারিয়ার যুদ্ধের আলামত হলো, যখন তোমরা দেখবে আরবের নেতাদের মধ্যে দুইজন নেতা রোমের দিকে চলে যাবে। আর সেটাই হলো ইস্কান্দারিয়ার যুদ্ধের আলামত।

হাদিস নং ১৪৪২

হযরত আবু ফিরাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইস্কান্দারিয়ায় আমরা একবার আব্দুল্লাহ ইবনে আমর এর সাথে ছিলাম। তখন তাকে বলা হলো মানুষ ভয় পাচ্ছে। অতঃপর তিনি তার অস্ত্র ও ঘোড়া সম্পর্কে আদেশ দিলেন। অতঃপর তার নিকট একজন লোক আসলো এবং বলল, কোন দিক থেকে এই ভয়টা আসবে? তিনি বললেন, অনেক নৌকা যেটা দেখা যাবে কাবরাস এর দিক থেকে। অতঃপর বললেন, আমার ঘোড়া থেকে পৃথক হও। তিনি বলেন, আমরা বললাম আপনার সাথি আল্লাহ। আর মানুষ আরোহণ করেছে। অতঃপর তিনি বললেন, এটা ইস্কান্দারিয়ার যুদ্ধ নয়। কেননা সেটা আসবে আরবের আনতাবিলিসের দিক থেকে। অতঃপর আসবে একশ তারপর একশ এভাবে সাতশ পর্যন্ত।

হাদিস নং ১৪৪৩

হযরত যাবের আল হাযরামি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শাফী আল আসবাহীকে বলতে শুনেছি আস্কান্দারিয়ার দুটি যুদ্ধ রয়েছে। একটি হলো ছোট। আরেকটি হলো বড়। আর ছোট যুদ্ধ এর ক্ষেত্রে পাঁচশ নৌকা আসবে। আর বড় যুদ্ধের ক্ষেত্রে এমন একশ নৌকা আসবে। ছোট যুদ্ধের

সময় সত্তর জন দক্ষ লোক যুদ্ধ করবে। আর বড় যুদ্ধের সময় চারশ জন দক্ষ লোক যুদ্ধ করবে। ছোট যুদ্ধের আলামত হলো, মিনারার থেকে সমুদ্রের দূরত্ব হবে দুই বারিদ। অতঃপর যুলকারনাইনের নয়টি গুপ্তধন পূর্ব ও পশ্চিমে বাহির হবে।

হাদিস নং ১৪৪৪

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আস্কান্দারিয়ার যুদ্ধের সময় রোম আনতাবিলিস এর দিকে অগ্রসর হবে। এমনকি যখন তারা লুবিয়া এলাকাধীন 'মানহার আলবারযুন' নামক স্থানে পৌঁছবে তখন আস্কান্দারিয়ার অধিবাসীদের তাদের ব্যাপারে খবর পৌঁছবে। হায় আফসোস! সেদিন কুরাইশের একজন বোকা জীবিত থাকবে। অতঃপর আমি বললাম, হে আহমক তোমার উপর তোমার ঘোড়াকে আটকে রাখ, কারণ তারা তোমাকে ঘিরে রেখেছে।

হাদিস নং ১৪৪৫

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,, আমি আশা করি আস্কান্দারিয়ার দিন না দেখা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবো না। তাকে বলা হলো আস্কান্দারিয়া কি বিজিত হয় নি? তিনি বললেন, না। এটা আস্কন্দারিয়ার বিজয়ের দিন নয়। বরং তার বিজয় হলো যখন তার দিকে একশ নৌকা বা জাহাজ আসবে এবং তার পরপরই আরো একশ নৌকা বা জাহাজ আসবে। এভাবে সাতশ পূর্ণ হবে। এভাবে একের পর এক আসবে। আর সেদিনই হবে তার (বিজয়) দিন। ঐ সত্ত্বার কসম, যার হাতে কা'বের জীবন। সেদিন এমন যুদ্ধ হবে মানুষের রক্ত ঘোড়ার পায়ের গোছার নিচে হবে।

৪৬ দাজ্জালের আগমনের ব্যাপারে মানুষের নিকট যে খবর এসেছে

হাদিস নং ১৪৪৬

হযরত আবু উমামা আল বাহেলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ভাষণ দিতেন। আর তার ভাষণের অধিকাংশ সময় বিষয়বস্তু থাকতো দাজ্জাল সম্পর্কে আমাদের কি ঘটাবে। আমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করতেন। তার কথা এরূপ হতো, হে মানুষ সকল, দাজ্জালের ফিতনা থেকে বড় কোন ফিতনা দুনিয়াতে নেই। আর আল্লাহতা'লা তার উম্মতকে সতর্ক করার জন্য কোন নবী প্রেরণ করবেন না। আর আমি হলাম শেষ নবী। আর তোমরা হলে শেষ উম্মত। আর দাজ্জাল নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে বাহির হবে। আমার জীবিত থাকা অবস্থায় যদি সে বাহির হয়, তাহলে আমি সকল মুসলমানদের মধ্যে আমিই দলিল প্রমাণে বিজয়ী হব। আর যদি আমার পরে বের হয় তাহলে তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই সরাসরি দলিল প্রমাণে তার মুকাবিলা করবে। নিশ্চই আল্লাহতা'লা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সহায়ক। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে তার সাক্ষাত পাবে, সে যেন তার চেহারায় থুথু নিক্ষেপ করে এবং সুরা কাহাফের প্রথমাংশ পড়ে।

হাদিস নং ১৪৪৭

হযরত কা'ব আল আহরাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামতের কুকুর হলো দাজ্জাল। যে দাজ্জালের ফিতনার উপর সবর করবে সে কখনো জীবিত ও মৃত অবস্থায় ফিতনায় পড়বে না এবং পড়ানোও হবে না। আর যে ব্যক্তি তাকে পাবে অথচ তার অনুসরণ করবে না। তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যখন ব্যক্তি মুক্তি পাবে এবং দাজ্জাল একবার মিথ্যা কথা বলবে এবং সে বলবে, আমি ভাল করেই জানি তুমি কে? তুমি হলে দাজ্জাল।

অতঃপর সে দাজ্জালের উপর (সামনে) সূরা কাহাফের প্রথমাংশ তেলাওয়াত করবে। সে তাকে ভয় পাবে না। আর দাজ্জালও তাকে ফিতনায় ফেলতে পারবে না। আর উক্ত আয়াতগুলো তার জন্য দাজ্জাল থেকে তাবিজের মতো হবে। সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে তার ঈমানসহ দাজ্জালের ফিতনা, তার লাঞ্ছনা ও তার হীনতার পূর্বে মুক্তি পেল। সে যেন (স্থিরচিত্তে দাঁড়িয়ে থাকে) মোকবেলা করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উত্তম সাথীদের ন্যায়।

হাদিস নং ১৪৪৮

হযরত শুরাইহ ইবনে উবাইদ হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথীদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করতেন। অতঃপর বলতেন, "হে মানুষ সকল তোমরা ভালোভাবে জেনে রাখ, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাত করতে পারেবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা মৃত্যুবরণ করো। আরা তোমাদের রব অন্ধ নন। নিশ্চই দাজ্জাল আল্লাহতা'লার উপর মিথ্যা আরোপ করবে। তার এক চক্ষু হবে সমান। অর্থাৎ একেবারে ভিতরে ডুবে থাকবেনা এবং বাহিরেও উঠে থাকবে না । তার দুই চক্ষুর মাঝখানে কাফের লেখা থাকবে। যেটা প্রত্যেক মুমিনই পড়তে পারবে। আমি তোমাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় যদি সে বের হয়, তাহলে আমি তোমাদের মধ্যে দলিল প্রমাণসহ বিজয়ী হবো। আর যদি আমার পরে বের হয় তাহলে প্রত্যেকে দলিল প্রমাণ সহকারে মোকাবেলা করবে। আর আল্লাহ আমার খলিফা প্রত্যেক মুসলমানের উপর। তোমাদের মধ্যে যার তার (দাজ্জালের) সাথে সাক্ষাত হয়, সে যেন সূরা কাহাফের প্রথমাংশ পড়ে।"

হাদিস নং ১৪৪৯

হযরত আবু কিলাবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মানুষদেরকে এক ব্যক্তির নিকট ভিড় জমাতে দেখলাম। মানুষ অনেক ভিড় করলো এমনকি আমি তার দিকে মুক্তি পেলাম। অতঃপর তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম।

উত্তরে লোকজন বলল, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একজন সাহাবী। অতঃপর আমি তাকে বলতে শুনলাম, নিশ্চই তোমাদের পরে একজন বড় মিথ্যাবাদী, ভ্রান্তকারী আসবে। আর তার মাথায় উপর থেকে কোকড়ানো কোকড়ানো হবে। আর সে নিশ্চই বলবে আমি তোমদের রব। অতঃপর যে বলবে তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি আমাদের রব নও। বরং আল্লাহতা'লাই আমাদের রব। আমরা তার উপরই ভরসা করি। আর আমরা তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবো। আমরা তোমার থেকে আল্লাহতা'লার নিকট আশ্রয় পার্থনা করি। তাহলে তার উপর দাজ্জালের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না।

হাদিস নং ১৪৫০

হযরত হিশাম ইবনে আমের হতে বর্ণিত। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি আদম (আঃ) এর সৃষ্টি হতে কিয়ামত সংগঠিত হওয়া পর্যন্ত বড় বিষয় (ফিতনা) হলো দাজ্জাল।

হাদিস নং ১৪৫১

হযরত আতা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "দাজ্জালের কোন বিষয়ে ক্রোধান্বিত হয়ে রাগান্বিত অবস্থায় বের হবে।"

হাদিস নং ১৪৫২

হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর এক মাস পূর্বে বলেন, "কিয়ামাতের সামনে (পূর্বক্ষণে) অনেক মিথ্যাবাদীর আর্বিভাব ঘটবে। তাদের মধ্য থেকে একজন ইয়ামানের অধিবাসী। তাদের মধ্য থেকে আরেকজন সানা'র অধিবাসী। তাদের মধ্য থেকে আরেকজন হামীর এর অধিবাসী। তাদের মধ্য থেকে হলো দাজ্জাল। আর দাজ্জাল হলো তাদের মধ্যে বড় ফিতনা।"

হাদিস নং ১৪৫৩

হযরত ওহাব ইবনে মানবাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামাতের নিদর্শনের মধ্যে প্রথম হলো রোম। দ্বিতীয় হলো, দাজ্জাল। তৃতীয় হলো, ইয়াজুজ। চতুর্থ হলো, ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ)।

হাদিস নং ১৪৫৪

হযরত উবাদা ইবনে সমেত রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমি তোমাদের দাজ্জাল সম্পর্কে বলেছি আমার ভয় হয় তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার নাই। মাসীহে দাজ্জাল হলো খাটো, পায়ের নলা লম্বা লম্বা। চুল কোঁকড়ানো কোকড়ানো, এক চক্ষু কানা, অপর চক্ষু সমান। অথবা একেবারে ভিতরেও ডুবে থাকবে না এবং বাহিরেও থাকবে না। এরপরও যদি তোমাদের সংশয় হয়, তাহলে জেনে রাখ, তোমাদের রব অন্ধ নন। আর তোমাদের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তোমাদের রবকে দেখতে পারবে না।"

হাদিস নং ১৪৫৫

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "দাজ্জালের বাম চক্ষু কানা। তার ললাটের মাঝখানে 'কাফের' শব্দটি লেখা থাকবে। আর তার ডান দিকে নখ পরিমাণ মোটা চামড়া থাকবে।" সাহল বলেন, তা হলো 'কাফ ফা রা'। আর 'কাফ ফা রা' একে অপরের সাথে লেখার মত লেগে থাকবে।

হাদিস নং ১৪৫৬

হযরত আনাস ইবনে মালক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বে আরো সত্তর জন দাজ্জাল বের হবে।"

হাদিস নং ১৪৫৭

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জালের সাথে 'তীবা' নাম্নী এক মহিলা থাকবে। সে প্রত্যেক এলাকায় গিয়ে বলবে, এই ব্যক্তি তোমাদের উপর প্রবেশ করবে। অতএব তোমরা তাকে ত্যাগ করিও।

হাদিস নং ১৪৫৮

হযরত ওহাব ইবনে মানবাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামাতের নিদর্শনের মধ্যে প্রথম হলো রোম। দ্বিতীয় হলো, দাজ্জাল। তৃতীয় হলো, ইয়াজুজ মাজুজ। চতুর্থ হলো, ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ)।

হাদিস নং ১৪৫৯

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন একজন ব্যক্তি আছে ঘটনা প্রবাহ তাকে হীন করে দিবে। যখনই কোন ঘটনা ঘটবে সেটাকে সে মিথ্যা করে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। তার থেকে আগ বাড়িয়ে তার উদ্দেশ্যেকে বিলিন করে দিবে। আর যদি সে দাজ্জালকে পায়, তাহলে তার অনুসরণ করবে।

হাদিস নং ১৪৬০

হযরত ছালেম তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মাঝে দাঁড়ালেন। অতঃপর আল্লাহতা'লার যথাযথ প্রশংসা করলেন। অতঃপর দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। অতঃপর বললেন, "আমি তোমাদেরকে তার সম্পর্কে সতর্ক করছি। কোন নবী তার কওমকে সতর্ক করে নাই। নূহ (আঃ) তার কওমকে তার ব্যাপারে সতর্ক করেছে। কিন্তু আমি তোমাদেরকে এমন কথা বলবো যা কোন নবী তার কওমকে বলেন নাই। তোমরা জান যে, সে হবে অন্ধ। আর নিশ্চই আল্লাহতা'আলা অন্ধ নন।"

হাদিস নং ১৪৬১

হযরত উমর ইবনে ছাবেত আল আনসারী হতে বর্ণিত। যে তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কতিপয় সাহাবী আমাকে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিন মানুষদের জন্য কথা বলেছেন। আর তিনি তাদেরকে দাজ্জালের ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, "তোমরা জান তোমাদের মধ্যে কেহ মৃত্যুর পূর্বে তার রবকে দেখতে পারবে না। তার দুই চক্ষুর মাঝ বরাবর কাফের লেখা থাকবে। যা প্রত্যেক এমন মুমিনই পড়তে পারবে যে তার কাজকে ঘৃণা করে।"

৪৭ দাজ্জাল বের হওয়ার আগের নিদর্শন

হাদিস নং ১৪৬২

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে বাশার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যুদ্ধ ও কুস্তুনতুনিয়া বিজয়ের মধ্যে ছয় বছরের ব্যবধান হবে। অতঃপর সপ্তম বছরে দাজ্জাল বের হবে।"

হাদিস নং ১৪৬৩

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। যে তিনি বলেন, দাজ্জাল বের হবে এমনকি কুস্তুনতুনিয়া বিজিত হবে।

হাদিস নং ১৪৬৪

হযরত কাসীর ইবনে মিররা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুস্তুনতুনিয়ায় উপস্থিত হয় সে যেন যতটুকু পারে বহন করে এবং গ্রহণ করে। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা বলেন নাই যে তার বিজয় ও দাজ্জালের বাহির সাত বছরে।

হাদিস নং ১৪৬৫

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। একবার তারা তাদের গণীমতের মাল ভাগাভাগি করছিলেন। এমতাবস্থায় তাদের নিকট দাজ্জাল বাহির হওয়ার খবর পৌঁছল। উনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে তোমরা যা পার নিয়ে নাও। কারণ তোমরা ছয় বছর বসবাস করতে পারবে। অতঃপর দাজ্জাল সপ্তম বছরে বের হবে।

হাদিস নং ১৪৬৬

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনা বিজিত না হওয়া পর্যন্ত দাজ্জাল বের হবে না।

হাদিস নং ১৪৬৭

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াসার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে বাশার আমার কান ধরলেন। অতঃপর বললেন, হে ভ্রাতুস্পুত্র! সম্ভবত তুমি কুস্তুনতুনিয়ার বিজয় পাবে। যদি তুমি কুস্তুনতুনিয়ার বিজয় পাও তাহলে তার গণীমত পরিত্যাগ থেকে বিরত থাকবে। কেননা তার বিজয় ও দাজ্জালের বের হওয়ার মধ্যে সাত বছরের ব্যবধান।

হাদিস নং ১৪৬৮

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুস্তুনতুনিয়া বিজয়ের পর এবং ঈসা (আঃ) এর বাইতুল মুকাদ্দাসে অবতরণের পূর্বে দাজ্জাল বের হবে।

হাদিস নং ১৪৬৯

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তাদের নিকট এ খবর পৌঁছেছে, তাদের কুস্তুনতুনিয়া বিজয়ের পর দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। অতঃপর তারা ফিরে যাবে এবং

কিছু পাবে না। অতঃপর কিছুদিন অবস্থান করবে এরই মধ্যে দাজ্জাল বের হবে।”

হাদিস নং ১৪৭০

হযরত সাঈদ ইবনে উবাইদ ইবনে সিয়াক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) কে বলতে শুনেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বে সাতটি ধোঁকার বছর আসবে। সে বছরগুলোতে সত্যবাদীরা মিথ্যা কথা বলবে। আর মিথ্যাবাদীরা সত্য কথা বলবে। আর খেয়ানতকারী আমানত পূরণ করবে। আর আমানতদার খেয়ানত করবে। আর সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা সমাজে কথা বলবে।

হাদিস নং ১৪৭১

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সমুদ্রে একবার যুদ্ধ হবে। যে ঐ যুদ্ধ করবে সে মুক্তি পাবে। সে কখনো গরীব বা অভাবগ্রস্থ হবে না। আর যে ঐ যুদ্ধ করবে না তার মাল সম্পদ তার পর বাড়বে না। পূর্বে যেমন ছিল তেমনই থাকবে। উক্ত যুদ্ধের পর সমুদ্র ছয় বছর কঠিন (শুকিয়ে) থাকবে। অতঃপর ছয় বছর পর সমুদ্র ফিরে আসবে। যেমন ছয় বছর ছিল। অতঃপর আবার ছয় বছর কঠিন (শুকিয়ে) থাকবে। এভাবে আঠারো বছর হবে। অতঃপর দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।

হাদিস নং ১৪৭২

হযরত আতা ইবনে ইয়াসার হতে বর্ণিত। তিনি হযরত কা’ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে শুনেছেন, দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বে তিনটি ফিতনা হবে। একটি হলো উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এর ফিতনা। আরেকটি হলো ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর ফিতনা। অতঃপর তৃতীয়টি। অতঃপর দাজ্জাল বের হবে।

হাদিস নং ১৪৭৩

হযরত তাবে' রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জালের সম্মুখে তিনটি আলামত থাকবে। আর তা হলো, তিন বছর এমন হবে তাতে দুর্ভিক্ষ থাকবে, আর নদী শুকিয়ে যাবে। বাগান হলুদবর্ণ ধারণ করবে, ঝর্ণা পানিশূন্য হয়ে যাবে এবং মাযহাজ ও হামাদান হতে ইরাক পর্যন্ত এমন যুদ্ধ হবে যাতে তারা কিনসীরিন ও হালাবে নেমে আসবে। অতঃপর তোমাদের দরজায় প্রভাতে অথবা সন্ধ্যায় দাজ্জাল উপস্থিত হবে।

হাদিস নং ১৪৭৪

হযরত মায়ায ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "বড় যুদ্ধ, কুস্তুনতুনিয়ার বিজয় এবং দাজ্জালের আবির্ভাব হবে সাত মাসের মধ্যে।"

হাদিস নং ১৪৭৫

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে এরূপই বর্ণিত আছে।

হাদিস নং ১৪৭৬

হযরত যামরা ইবনে হাবীব হতে বর্ণিত। একবার আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান, আবু বাহরিয়া এর নিকট একটি পত্র লিখেন। তার নিকট এ খবর পৌঁছেছে, তুমি মায়ায থেকে যুদ্ধ, কুস্তুনতুনিয়া, দাজ্জালের আবির্ভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছ। তখন তার উত্তরে আবু বাহরিয়া তার নিকট লিখেন, তিনি মায়াযকে বলতে শুনেছেন বড় যুদ্ধ, কুস্তুনতুনিয়ার বিজয়, দাজ্জালের আবির্ভাব হবে সাত মাসের মধ্যে।

হাদিস নং ১৪৭৭

হযরত ইবনে মুহাইরিয হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বড় যুদ্ধ কুস্তুনতুনিয়ার অচালাবস্থা আর দাজ্জালের আবির্ভাব হবে গর্ভবতীর মহিলার সময়ের সমান।

হাদিস নং ১৪৭৮

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াসার রাযিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, যুদ্ধ ও কুস্তুনতুনিয়ার বিজয়ের মধ্যে ছয় বছরের ব্যবধান। আর সপ্তম বছরে দাজ্জাল বের হবে।

হাদিস নং ১৪৭৯

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জালের আবির্ভাব হবে আশি (তম) বছরে। আর এটা আল্লাহতা'লাই ভালো জানেন, সেই আশিটা কোনটা? সেটা কি দুইশত আশি নাক অন্য কোন আশি?

হাদিস নং ১৪৮০

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহতা'লা এই উম্মতের উপরে দাজ্জালের তরবারি ও যুদ্ধের তরবারি একত্র করবেন না।"

হাদিস নং ১৪৮১

হযরত আসমা বিনতে যায়েদ আনসারী হতে বর্ণিত। যে তিনি বলেন, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে ছিলেন। তখন তিনি দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। অতঃপর বললেন, দাজ্জালের সম্মুখে (পূর্বে) তিনটি বছর এমন হবে, তার **প্রথম বছর** আকাশ তার এক তৃতীয়াংশ বর্ষণ এবং যমীন তার এক তৃতীয়াংশ উৎপাদন বন্ধ রাখবে। **দ্বিতীয় বৎসর,** আকাশ দুই-তৃতীয়াংশ বর্ষণ এবং যমীন দুই-তৃতীয়াংশ উৎপাদন বন্ধ রাখবে। আর শেষ **তৃতীয় বৎসর,** আকাশ তার সমস্ত বর্ষণ এবং যমীন তার সমুদয়ে উৎপাদন বন্ধ রাখবে। ফলে প্রাণীসমূহের মধ্য থেকে ক্ষুরবিশিষ্ট কোন প্রাণী এবং দংশনকারী কোন প্রাণী জীবিত থাকবে না। সকল প্রাণীই ধ্বংস হয়ে যাবে।

হাদিস নং ১৪৮২

হযরত ইবরাহীম ইবনে আবলা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলা হত, দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বে বাইসান নামক এলাকায় লাওয়ী ইবনে ইয়াকুব এর বংশধর হতে একজন সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। যার শরীরে তরবারী, ঢাল, নেযা, চাকু এর অস্ত্রের আকৃতি আঁকা থাকবে।

হাদিস নং ১৪৮৩

হযরত উমাইল ইবনে হানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যখন মানুষ দুটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যাবে, একটি গ্রুপ এমন হবে, তারা আমানত আদায় করবে তাদের মধ্যে মুনাফেকী থাকবে না। আরকে গ্রুপ এমন হবে, তারা মুনাফেকী করবে, আমানত আদায় করবে না। অতঃপর যখন তারা উভয় গ্রুপ একত্র হয়ে যাবে, তখন তুমি ঐ দিনই বা পরের দিন দাজ্জালকে দেখ।" (দাজ্জালের আবির্ভাব হবে)

হাদিস নং ১৪৮৪

হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের ভয় করতেন এবং দাজ্জালের আলামত বা প্রকাশ্য নিদর্শন, আলামত বা গোপন নিদর্শনসমূহ ও দাজ্জালের আগমনের ভূমিকাসমূহ আলোচনা করতেন। এমনকি সভাসদবৃন্দ ধারণা করতো, দাজ্জাল তাদের উপর তাদের মধ্য থেকে খেজুর গাছ থেকে উত্থিত হবে। অথবা খেজুর গাছের বাহির থেকে তাদের উপর উত্থিত হবে। অতঃপর তিনি তার প্রয়োজনে গেলেন এবং ফিরে আসলেন। আর উপস্থিতবৃন্দদের মধ্যে দাজ্জালের উপস্থিতির ভয় ও তাদের ক্রন্দনের কারণে পরিবেশ কঠিন হয়ে উঠলো। অতঃপর তিনি তিনবার বললেন কি হলো? কোন জিনিস তোমাদেরকে কাঁদালো? তখন তারা বললো আপনি দাজ্জালের আলোচনা করেছেন, (আর দাজ্জালের) বিষয় নিকটবর্তী হয়েছে। এমনি আমরা ধারণা করেছি দাজ্জাল আমাদের উপর উত্থিত। আর

সে খেজুর গাছ থেকে আমাদের উপর বাহির হবে। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তোমাদের মধ্যে বর্তমান থাকা অবস্থায় যদি সে বাহির হয় তাহলে আমিই তাকে দলীল প্রমাণে প্রতিরোধ করবো। আর যদি আমি তোমাদের মধ্যে অবর্তমান অবস্থায় সে বাহির হয় তাহলে প্রত্যেক মুমিন নিজে দাজ্জালকে দলীল প্রমাণে প্রতিরোধ করবে। আর প্রত্যেক মুমিনের উপর আল্লাহতা'লাই যথেষ্ঠ হবেন, আমার স্থলাভিষিক্ত হিসাবে। দাজ্জালের একটি চক্ষু মিলানো (থাকবে না)। আরেকটি চক্ষু থাকবে রক্ত মিশ্রিত। কেমন যেন গোলাপ।

হাদিস নং ১৪৮৫

হযরত আরতাত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুস্তুনতুনিয়া বিজিত হবে। অতঃপর তাদের নিকট দাজ্জালের আবির্ভাবের খবর আসবে। উক্ত খবরটা হবে ভুল। অতঃপর তারা তিনটি বিপদে অবস্থান করবে। অতঃপর তার প্রথম বছর আকাশ তার এক তৃতীয়াংশ বর্ষণ এবং যমীন তার এক তৃতীয়াংশ উৎপাদন বন্ধ রাখবে। দ্বিতীয় বৎসর আকাশ দুই তৃতীয়াংশ বর্ষণ এবং যমীন দুই তৃতীয়াংশ উৎপাদন বন্ধ রাখবে। আর শেষ তৃতীয় বৎসর আকাশ তার সমস্ত বর্ষণ এবং যমীন তার সমুদয় উৎপাদন বন্ধ রাখবে। ফলে প্রত্যেক নখ ও দাঁতবিশিষ্ট প্রাণী ধ্বংস হয়ে যাবে, দুর্ভিক্ষ হবে। ফলে এমনহারে মৃত্যু হবে, প্রত্যেক সত্তরজনে দশ জনও জীবিত থাকবে না। আর মানুষ ইন্তেকিয়ার দিকস্থ জওফ পাহাড়ের দিকে ভেগে যাবে। আর দাজ্জালের আবির্ভাবের নিদর্শন হলো, পূর্ব দিকের বাতাস যেটা গরমও হবে না আবার ঠান্ডাও না। যে বাতাসটা আস্কান্দারিয়ার মূর্তিকে ধ্বংস করে দিবে। পশ্চিম ও সিরিয়ার যাইতুন গাছকে মূল থেকে কেটে ফেলবে। ফুরাতসহ ঝর্ণা ও নদীর পানি শুকিয়ে ফেলবে। মানুষ তার কারণে দিন ও মাসের সময়ের হিসাব এবং চাঁদের সময়ের হিসাব।

হাদিস নং ১৪৮৬

হযরত সুলাইমান ইবনে ঈসা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট এখবর পৌছেছে কস্তুনতুনিয়ার বিজয়ের পর দাজ্জারের আবির্ভাব হবে। (শুধু তাই নয়) মুসলমানদের কুস্তুনতুনিয়ায় তিন বছর চার মাস দশ দিন অবস্থানের পর দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।

হাদিস নং ১৪৮৭

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। একবার এক গ্রাম্য ব্যক্তি হযরত আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। অতঃপর সে এক পরিপূর্ণ মজলিসের নিকট আসলো। আর সেখানে আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু ও কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বসা ছিলেন। আর তাদের দুজনের নিকট লোকজন ছিল। অতঃপর লোকটি বলল, তোমাদের মধ্যে আবু দারদা কে? তারা বলল, ইনি। অতঃপর লোকটি বলল, দাজ্জাল কখন বের হবে? তিনি বললেন আল্লাহ মাফ করুন, তোমার থেকে আমাদের পৃথক করুন। অতঃপর তিনি এটা তার উপর দুইবার আবৃতি করলেন। যখন লোকটি তার প্রশ্ন সম্পর্কে হযরত আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু এর অপছন্দ দেখল, সে বলল, হে আবু দারদা! আল্লাহর কসম আমি আপনার নিকট আপনার মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে আসি নাই। বরং আপনার জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। তিনি বলেন, হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু তার দুই কাঁধে মারলেন। অতঃপর বললেন, হে দাজ্জাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী। যখন আকাশকে তুমি দেখবে কঠিন হয়ে যেতে যে আকাশ একটুও বৃষ্টি বর্ষণ করে না। যখন তুমি যমীনকে দেখবে শুকিয়ে যেতে যমীন কিছুই উৎপন্ন করে না। এবং নদী ও ঝর্ণা ফিরে যাবে তার মূলের দিকে। আর বাগান হলুদ বর্ণ ধারণ করবে। তখন তুমি দাজ্জালের অপেক্ষা কর। তখন দাজ্জাল তোমার সকাল বেলায় বা সন্ধ্যা বেলায় উপস্থিত হবে।

হাদিস নং ১৪৮৮

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কায়সার অথবা হিরাকেল বিজিত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না। সেখানে মুয়াযিযনগণ আযান দিবে। সেখানে তারা মাল ও ঢাল বন্টন করবে। তারা দুনিয়ার সর্বোচ্চ সম্পদশালী হয়ে যাবে। তখন তারা একটা চিৎকার শুনবে তোমাদের পরিবারের মধ্যে তোমাদের পিছু নিয়েছে। তখন তাদের সাথে যা কিছু থাকবে তা সাথে নিবে। অতঃপর তারা আসবে ও তার সাথে যুদ্ধ করবে।

হাদিস নং ১৪৮৯

হযরত জামযা তার শাইখদের থেকে বর্ণনা করে বলেন, ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার বাহির হলেন। অতঃপর এক আহবানকারী তাকে ডাকলেন। আর সে অস্পষ্টভাবে ডাকেন নাই। অতঃপর বললেন, 'মালতাত' হলো ফুরাতের তীর যা দাজ্জালের ভয়ে পলায়নকারী অবশিষ্ট মুমিনদের পথ। তাহলে তারা আমল দ্বারা কিসের অপেক্ষা করছে? তারা কি দাজ্জালের আবির্ভাবের অপেক্ষা করছে? তাহলে কতইনা খারাপ অপেক্ষাকারী। নাকি কিয়ামাতের অপেক্ষা করছে? আর কিয়ামাত হলো, কঠিন ও তিক্ত। অতঃপর একটি পাথর ধরলেন। পরক্ষণে বললেন, মুমিনের ক্ষতিকারী কি বের হবে এই পাথর থেকে? অতঃপর তার নখের উপর একটি পাথর ধরলেন। আমার নখ থেকে এই পাথর থেকে যতটুকু ঘাটতি হয়েছে ।

হাদিস নং ১৪৯০

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারা কুস্তুনতুনিয়া বিজয় করবে। অতঃপর তাদের নিকট দাজ্জালের সংবাদ আসবে। ফলে তারা সিরিয়ার দিকে বের হবে। অতঃপর যারা বের হয় নাই তারা তাকে পাবে। অতঃপর তুমি বল, সে বিলম্ব করবে না এমনকি সে বাহির হবে।

৪৮ দাজ্জাল কোথা থেকে বের হবে

হাদিস নং ১৪৯১

হযরত আবু উমামা আল বাহেলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "দাজ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী চলার রাস্তা দিয়ে বাহির হবে।"

হাদিস নং ১৪৯২

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাদের নিকট উহা বিজিত হওয়ার পর খবর আসবে। অর্থাৎ কুস্তুনতুনিয়া বিজয়। তখন তারা তাদের হাতে যা থাকবে তা ফেলে দিবে এবং তারা বাহির হবে। তখন তারা এটাকে ভুল পাবে। তার পরেই দাজ্জাল বাহির হবে। তার সাথে সমুদ্রের দিকে উর্বরতা সংযুক্ত থাকবে। অতঃপর সে বাহির হবে।

হাদিস নং ১৪৯৩

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জালের সাথে সমুদ্রের তীরের দিকে উর্বরতা সংযুক্ত। অতঃপর সে বাহির হবে।

হাদিস নং ১৪৯৪

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইরাকে হাই নামক গ্রাম থেকে দাজ্জাল বাহির হবে। তখন দাজ্জালের বাহির হওয়ার সময় মানুষ বিভক্ত হয়ে যাবে। তখন একদল বলবে, সিরিয়ার দিকে চলে যাও। তোমাদের ভাইদের দিকে চলে যাও।

হাদিস নং ১৪৯৫

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জাল তার ইহুদিয়্যাতের চকমকি নিয়ে বাহির হবে।

হাদিস নং ১৪৯৬

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জাল খোরাসান হতে বাহির হবে।

হাদিস নং ১৪৯৭

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জালের জন্ম হবে মিসরের একটি গ্রামে। যাকে কওস বলা হয়। আর সেটা হলো বাছারী।

হাদিস নং ১৪৯৮

শুরাইহ, মাকদাম, আমর ইবনে আসওয়াদ এবং কাসীর ইবনে মাররা হতে বর্ণিত। তারা বলেন, দাজ্জাল মানুষ নয় বরং দাজ্জাল হলো শয়তান।

হাদিস নং ১৪৯৯

হযরত সালেম তার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, দাজ্জাল হবে একজন শিকারীর সন্তান। যে মদীনায় জন্মগ্রহণ করবে।

হাদিস নং ১৫০০

হযরত যায়েদ ইবনে ওয়াহাব, তিনি আব্দুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, দাজ্জাল কূসা থেকে বাহির হবে।

হাদিস নং ১৫০১

হযরত হাসান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খোরাসান হতে একদল সৈন্য বাহির হবে। তাদের পিছনেই দাজ্জাল বাহির হবে।

হাদিস নং ১৫০২

হযরত আবু উরইয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, দাজ্জাল কূসা থেকে বাহির হবে।

হাদিস নং ১৫০৩

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জাল কূসা থেকে বাহির হবে।

হাদিস নং ১৫০৪

হযরত হাইসাম ইবনে আসওয়াদ বলেন। আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আর সে সময় তিনি হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকটে বসা ছিলেন। তোমাদের পূর্বের স্থান তোমরা চিন? যাকে কূসা বলা হয়, যার অধিকাংশ জায়গা অনাবাদি। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সেখান থেকে দাজ্জাল বাহির হবে।

হাদিস নং ১৫০৫

হযরত ইবনে তাউস তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, দাজ্জাল ইরাক থেকে বাহির হবে।

হাদিস নং ১৫০৬

হযরত শাহর ইবনে হাউসাব হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে শুনেছেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, "অচিরেই মানুষ পূর্বদিক হতে বাহির হবে। তারা কুরআন তিলাওয়াত করবে যা তাদের হুলকুম অতিক্রম করবে না। যখনই তাদের থেকে সাথী বাহির হবে কেটে দেওয়া হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত কথাটা দশবারের বেশি আবৃতি করেন। যখনই তাদের থেকে সাথী বাহির হবে কেটে দেওয়া হবে। এমনকি দাজ্জালের আবির্ভাব হবে তাদের বাকী থাকা অবস্থায়।"

৪৯ দাজ্জালের আবির্ভাব, তার আকৃতি এবং দাজ্জালের হাতে যে যে ফাসাদ সংগঠিত হবে

হাদিস নং ১৫০৭

হযরত কা’ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম দাজ্জাল যে পানি ফিরিয়ে দিবে তা হলো বসরার উঁচু পাহাড়ের মূলের পানি। এবং তার নিকটের দিকে অনেক অতিক্রমকৃতে পানি। অর্থাৎ রমল আর সেটাই প্রথম পানি যা দাজ্জাল সর্বপ্রথম ফিরিয়ে দিবে।

হাদিস নং ১৫০৮

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করে বলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, দাজ্জাল পূর্বদিকের এলাকা হতে বাহির হবে। যাকে খোরাসান বলা হয় ।

হাদিস নং ১৫০৯

হযরত সুলাইমান ইবনে ঈসা বলেন। আমার নিকট এ খবর পৌঁছেছে, দাজ্জাল সমুদ্রের উপদ্বীপ আসবাহান থেকে বাহির হবে। যাকে মাতুলাহু বলা হয়।

হাদিস নং ১৫১০

হযরত ইবনে তাউস তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, দাজ্জাল ইরাক থেকে বাহির হবে।

হাদিস নং ১৫১১

হযরত হাইসাম ইবনে আসওয়াদ বলেন, আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন। আর তিনি হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকটে ছিলেন। তোমদের পূর্বের স্থান তোমরা চিন? যাকে কূসা বলা হয় যার অধিকাংশ জায়গা অনাবাদি। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সেখান

থেকে দাজ্জাল বাহির হবে।

হাদিস নং ১৫১২

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, “দাজ্জাল বাহির হবে। অতঃপর ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ)।”

হাদিস নং ১৫১৩

হযরত আবু সাদেক, তিনি আব্দুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম যে অধিবাসীদের দাজ্জাল ভীতি প্রদর্শন করবে তারা হলো কূফার অধিবাসী।

হাদিস নং ১৫১৪

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূল (সাঃ) আমার ঘরে ছিলেন। তখন তিনি দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। এ প্রসঙ্গে বললেন, “দাজ্জালের সব থেকে বড় ফিতনা হলো সে এক বেদুইনের নিকট এসে বলবে, বল তো যদি আমি তোমার মৃত উটগুলি জীবিত করি, তাহলে তুমি কি বিশ্বাস করবে আমি তোমার রব? সে বলবে হ্যাঁ। তখন শয়তান তার উটের আকৃতিতে উত্তম স্তন এবং মোটা তাজা কুঁজবিশিষ্ট অবস্থায় সম্মুখে উপস্থিত হবে। অতঃপর দাজ্জাল এমন এক ব্যক্তির নিকট আসবে, যার ভ্রাতা ও পিতা মারা গেছে। তাকে বলবে, তুমি বল তো, যদি আমি তোমার পিতা ও ভ্রাতাকে জীবিত করি, তাহলে কি তুমি আমাকে তোমার রব বলে বিশ্বাস করবে না? সে বলবে, হ্যাঁ। তখন শয়তান তার পিতা ও ভ্রাতর অবিকল আকৃতি ধারণ করে আসবে”। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন প্রয়োজনে বাহিরে গেলেন এবং ফিরে আসলেন। এদিকে দাজ্জালের এই সমস্ত তান্ডবের কথা শুনে উপস্থিত লোকেরা ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়লো। আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরজার উভয় বাজুতে হাত রেখে

বললেন, “হে আসমা কি হয়েছে?” আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনায় আপনি তো আমাদের কলিজা বাহির করে ফেলেছেন। তখন তিনি বললেন (এতে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই। কেননা) “সে যদি বাহির হয় আর আমি জীবিত থাকি তখন আমিই দলীল প্রমাণের দ্বারা তাকে প্রতিরোধ করবো, আর যদি আমি জীবিত না থাকি তখন প্রত্যক মুমিনের সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহতা'লাই হবেন আমার স্থলাভিষিক্ত”। আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর কসম আমাদের অবস্থা হল আমরা আটার খামির তৈরী করি এবং রুটি প্রস্তুত করে অবসর হতে না হতেই পুনরায় ক্ষুধায় অস্থির হয়ে পড়ি। সুতরাং সেই দুর্ভিক্ষের সময় মুমিনদের অবস্থা কিরূপ হবে? উত্তরে তিনি বললেন, “তাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য সেই বস্তুই যথেষ্ট হবে যা আকাশবাসীদের জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে। আর তা হলো তাসবীহ ও তাকদীস (অর্থাৎ, আল্লাহর যিকর ও পবিত্রতা বর্ণনা করা)।”

হাদিস নং ১৫১৫

হযরত আবু যা'রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট দাজ্জালের আলোচনা করা হল। তখন আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে মানুষ সকল, তোমরা বিভেদ করছ? (জেনে রাখ) দাজ্জালের বাহির হওয়ার সময় মানুষ তিন দলে ভাগ হবে। একদল দাজ্জালকে অনুসরণ করবে। একদল তাদের পূর্বপুরুষদের মমি আঁকড়ে বসে থাকবে। সুগন্ধিযুক্ত গাছের জন্মানোর স্থানের মত। আরেক দল ফুরাত নদীর তীরে অবস্থান নিবে। তারা যুদ্ধ করবে। তারা দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে। এমনকি সকল মুমিনগণ সিরিয়ার পশ্চিমে একত্র হবে। অতঃপর তার অগ্রভাগকে তার দিকে পাঠাবে। তাদের মধ্যে একজন সুদর্শন বা সাদাকালো দাগবিশিষ্ট ঘোড়সওয়ার থাকবে। অতঃপর তার যুদ্ধ করবে এবং তাদের থেকে একজন মানুষও ফিরে আসবে না। সালামা বলেন, রবীয়া

ইবনে নাজেদ থেকে আবু সাদেক আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সুদর্শনধারী ঘোড়া। অতঃপর আব্দুল্লাহ বলেন, আহলে কিতাবগণ ধারণা করে মাসীহ ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ) অবতরণ করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। আবু যারআ' বলেন, আমি আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আহলে কিতাবদের বিষয়ে কথা বলতে শুনি নাই। তবে একথা ব্যতীত তিনি বলেন, অতঃপর ইয়াজুয-মাজুয বাহির হবে।

হাদিস নং ১৫১৬

হযরত আবু উমামা আল বাহেলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেন, "যখন দাজ্জাল বাহির হবে, তখন দাজ্জাল ডানে ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে এবং বামেও ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা নত হও। কেননা দাজ্জাল সে শুরু করবে। অতঃপর সে বলবে, আমি নবী। (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন) অথচ আমার পরে কোন নবী নেই। অতঃপর সে গুণগান করবে। অতঃপর সে বলবে, আমি তোমাদের রব বা প্রতিপালক। (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন) অথচ তোমরা তোমাদের রব বা প্রতিপালককে মৃত্যুর পূর্বে দেখতে পাবে না। আর দাজ্জাল হবে অন্ধ। অথচ তোমাদের রব অন্ধ নন। আর দাজ্জালের দুই চক্ষুর মধ্যখানে কাফের লেখা থাকবে। যা প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তিই পড়তে পারবে। আর দাজ্জালের ফিতনাসমূহ থেকে হল- তার সাথে একটি জান্নাত ও একটি জাহান্নাম থাকবে। (আর বাস্তবতা হল) তার জাহান্নাম হল জান্নাত। আর তার জান্নাত হল জাহান্নাম। সুতরাং যে ব্যক্তি তার জাহান্নাম কর্তৃক নির্যাতিত হয়, সে যেন সূরা কাহাফের প্রথমাংশ তেলাওয়াত করে। আর যেন আল্লাহতা'লার নিকট সাহায্য কামনা করে যাতে করে দাজ্জালের আগুন বা জাহান্নাম তার উপর ঠান্ডা ও শান্তিদায়ক হয়। যেমনিভাবে আগুন ঠান্ডা ও শান্তিদায়ক হয়েছিল ইবরাহীম (আঃ) এর উপর । আর দাজ্জালের ফিতনা থেকে আরেকটি হল- তার সাথে অনেক শয়তান

থাকবে। উক্ত শয়তানগুলি তার জন্য মানুষের আকৃতি ধারণ করবে। অতঃপর দাজ্জাল এক বেদুইন বা গ্রাম্য ব্যক্তির নিকট এসে বলবে (যার পিতা মাতা মারা গেছে) তুমি বল তো, যদি আমি তোমার পিতা মাতাকে ফিরিয়ে আনি তাহলে কি তুমি আমাকে তোমার রব হিসাবে সাক্ষ্য দিবে? বেদুইন লোকটি উত্তরে বলবে, হ্যাঁ। অতঃপর তার শয়তানগুলি উক্ত বেদুইন লোকের পিতা মাতার আকৃতি ধারণ করবে। অতঃপর উক্ত শয়তান দুটি বলবে, হে আমার সন্তান তুমি তাকে (দাজ্জালকে) অনুসরণ কর। কেননা সে তোমার রব বা প্রতিপালক। দাজ্জালের আরো ফিতনা হল- একজন মানুষের উপর কব্জা করে নিবে। ফলে তাকে হত্যা করবে এবং জীবিত করবে। এবং তারপর আর ফিরে আসবে না। ঐ মানুষ ব্যতীত অন্য মানুষের উপর কোন কাজ করতে পারবে না। দাজ্জাল বলবে, তোমরা আমার বান্দাকে দেখ, আমি তাকে এখন জীবিত করছি। আর সে ধারণা করে আমি ব্যতীত তার অন্য রব আছে। অতঃপর তাকে জীবিত করবে। অতঃপর দাজ্জাল তাকে বলবে, তোমার রব কে? তার উত্তরে লোকটি বলবে, আমার রব হল আল্লাহ। আর তুই আল্লাহর শত্রু দাজ্জাল। আর তার আরেকটি ফিতনা হল- সে এক বেদুইনকে বলবে, তুমি বল তো, যদি আমি তোমার উটকে জীবিত করি তাহলে কি তুমি আমাকে তোমার রব হিসাবে সাক্ষ্য দিবে? উত্তরে লোকটি বলবে, হ্যাঁ। অতঃপর তার জন্য শয়তান তার উটের আকৃতি ধারণ করবে। আর তার আরেকটি ফিতনা হল- সে আকাশকে বৃষ্টির জন্য আদেশ করবে। ফলে আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ হবে। আর যমিনকে ফসল উৎপন্নের আদেশ দিবে। ফলে যমিন ফসল উৎপন্ন করবে। আর সে জীবিতদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে, তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। ফলে তাদের সমস্ত গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে যাবে। এবং সে এমনকিছু জীবিতদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে যারা তাকে সত্যায়ন করবে। তখন সে তাদের জন্য আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণের এবং যমিনকে ফসল উৎপন্নের আদেশ দিবে। ফলে তাদের গবাদিপশুগুলি ঐদিন হৃষ্টপুষ্ট হবে, মোটাতাজা হবে। পশুর কোমর লম্বা এবং পশুর ওলান হবে পরিপূর্ণ বা ভরা।”

হাদিস নং ১৫১৭

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন দাজ্জাল আরদানে অবস্থান করবে, তখন সে তূর ও ছাবুর পাহাড়কে, এবং জুদী পাহাড়কে ডাকবে। তখন উক্ত পাহাড়গুলি নড়াচড়া করবে আর তা মানুষ দেখতে থাকবে। যেমনিভাবে দুটি ষাঁড় ও ছাগল নড়াচড়া করে। অতঃপর দাজ্জাল উক্ত পাহাড় দুটিকে নিজের জায়গায় আসার আদেশ দিবে।

হাদিস নং ১৫১৮

হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহর শত্রু দাজ্জাল বাহির হবে। আর তার সাথে ইয়াহুদিদের একদল সৈন্য ও কয়েক শ্রেণী মানুষ থাকবে। দাজ্জালের সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে এবং এমন কিছু লোক থাকবে যাদেরকে দাজ্জাল হত্যা করবে ও জীবিত করবে। তার সাথে খাদ্যের পাহাড় ও পানির নদী থাকবে। আর আমি তোমাদের নিকট তার আকৃতি বর্ণনা করছি; সে বাহির হবে এক চক্ষু মিলানো অবস্থায়। তার কপালে কাফের লেখা থাকবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই পড়তে পারবে চাই সে ভালভাবে পড়তে পারুক বা না পারুক। আর তার জান্নাত হল জাহান্নাম। আর তার জাহান্নাম হল জান্নাত। আর সে হল মসীহ কাযযাব বা মিথ্যাবাদী। ইয়াহুদিদের দশ হাজার মহিলা তার অনুসরণ করবে। অতঃপর এক ব্যক্তিকে দয়া করা হবে সে তার তার নির্বোধকে তার অনুসরণ করতে নিষেধ করবে। আর সেদিন কুরআন দ্বারা শক্তি তার উপর থাকবে। আর তার শান হল কঠিন পরীক্ষা। আল্লাহতা'আলা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে শয়তান প্রেরণ করবেন। তখন তারা তাকে বলবে, তুমি যা চাও তাতে আমাদের সাহায্য কামনা কর। অতঃপর সে বলবে, তোমরা যাও আর মানুষদের এ খবর দাও আমি তাদের রব। আর আমি তাদের নিকট আমার জান্নাত ও জাহান্নাম নিয়ে আসব। অতঃপর শয়তানগুলি ঐ খবর ছড়ানোর জন্য চলে যাবে এবং একশ এর বেশী শয়তান এক ব্যক্তির কাছে যাবে। অতঃপর উক্ত ব্যক্তির পিতা, সন্তান, বোন,

মনিব, বন্ধুর আকৃতি ধারণ করবে। অতঃপর তারা তাকে বলবে, হে অমুক! আমাদেরকে চিনেছ? তখন উক্ত ব্যক্তি বলবে, হ্যাঁ। ইনি আমার পিতা, ইনি আমার মাতা, ইনি আমার বোন, এবং ইনি আমার ভাই। অতঃপর লোকটি বলবে তোমাদের খবর কি? তখন তারা বলবে, তুমি কেমন আছ? তোমার কি খবর, আমাদের তা জানাও। তখন লোকটি বলবে, আমরা খবর পেয়েছি আল্লাহর শত্রু দাজ্জাল বাহির হয়েছে। তখন শয়তানগুলি তাকে বলবে, খবরদার একথা বলোনা। কেনান সে তোমাদের রব। সে তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করতে চান। এটা তার জন্নাত, এটা জাহান্নাম যা তিনি সাথে করে নিয়ে এসেছেন। আর তার সাথে আছে নদী, খাবার। ফলে তার সাথে পূর্বের খাবারই থাকবে। তবে আল্লাহতা'আলা যা চান। তখন লোকটি বলবে, তোমরা মিথ্যা কথা বলছ। তোমরা শয়তান ছাড়া আর কেউ নও। আর সে; সে তো মহামিথ্যাবাদী আর এ খবর আমরা পেয়েছি। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের ব্যাপারে আমাদেরকে বলে দিয়েছেন। শুধু তাই নয় আমাদেরকে সতর্ক করেছেন এবং ভালভাবে খবর দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের জন্য কোন শুভ কামনা নেই। তোমরা হলে শয়তান। আর সে হল আল্লাহর শত্রু। আর আল্লাহতা'আলা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ) কে পাঠাবেন এমনকি তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন। অতঃপর শয়তানরা অপদস্থ হবে ও দ্রুত পালাবে"। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমি একথা তোমাদেরকে বলছি যাতে তোমরা উপলব্ধি ও ভালভাবে ও মন দিয়ে বুঝতে পার। আর একথাগুলো তোমরা তোমাদের পরবর্তী লোকদের নিকট বর্ণনা করবে। এভাবে একে অপরের কাছে বর্ণনা করবে। কেননা তার তথা দাজ্জালের ফিতনা হল সব থেকে বড় ফিতনা।"

হাদিস নং ১৫১৯

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জালের দুই বাহু হবে মাংশপেশী ওয়ালা। আঙ্গুল হবে খাটো খাটো, ঘাড় বিহীন, এক চক্ষু থাকবে মিলানো (এক চক্ষুবিহীন)। তার দুই চক্ষুর

মাঝখানে লেখা থাকবে কাফের ।

হাদিস নং ১৫২০

হযরত লাকীত ইবনে মালেক হতে বর্ণিত। দাজ্জালের বাহির হওয়ার দিন মুমিন থাকবে বার হাজার পুরুষ এবং সাত হাজার মহিলা ও সাতশ বা আটশ মহিলা।

হাদিস নং ১৫২১

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বাভাস হল, নিমরান থেকে বার হাজার লোক দ্রুত ও ক্ষিপ্ত বেগ হবে। এক ব্যক্তি বলল, তাদের সাথে কে পারবে? তিনি বলেন, আল্লাহ ব্যতীত কেউ পারবে না।

হাদিস নং ১৫২২

হযরত হাইছাম ইবনে মালেক তায়ী থেকে বর্ণিত। তিনি কথা উঠালেন এবং বলেন, ইরাকে দাজ্জালের এমন দুইশত লোকের সাথে দেখা হবে যারা তার ন্যায়পরায়ণতার প্রশংসা করবে। আর মানুষদেরকে তার দিকে আনবে। অতঃপর, একদিন দাজ্জাল মিম্বারে উঠবে এবং সেখানে খুতবা দিবে। অতঃপর তাদের সামনে আসবে এবং তাদেরকে বলবে, তোমাদের খবর কি, তোমরা কি তোমাদের রব কে চিন? এক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করবে, তাহলে আমাদের রব কে? উত্তরে দাজ্জাল বলবে, আমি। তখন মানুষের মধ্য থেকে এক আল্লাহর বান্দা অস্বীকার করবে। তিনি বলেন, অতঃপর তাকে পাকড়াও করবে ও হত্যা করবে। আর তার উপর আকাশ হতে দুজন ফেরেশতা নেমে আসবে। অতঃপর তাদের একজন তখন তাকে বলবে। সে বলবে, আমি তোমাদের রব এটা মিথ্যা কথা। আর তাকে তার সাথী বলবে, সে তার সাথীকে সত্য কথা বলেছে। অতঃপর যাকে আল্লাহতা'আলা হিদায়াত দান করেন তাকে অটুট রাখেন। আর ফেরেশতা তার সাথীকে সত্য কথা বলেছে। আর যাকে আল্লাহতা'আলা পথভ্রষ্ঠ করতে চান, তাকে সন্দিহান

করে দেন। অতঃপর তিনি বলেন, ফেরেশতা তার সাথীকে সত্য কথা বলেছে। আর দাজ্জাল তার ভ্রষ্ঠতার দিকে লক্ষ করে সত্য কথাই বলেছে। অতঃপর দাজ্জাল ছড়িয়ে যাবে এবং যে তার কথায় সাড়া দিবে তার জন্য আকাশকে বৃষ্টি দিতে বলবে। আর যে তার বিরোধীতা করবে তাকে ধ্বংস করে দিবে। আর তাদের সকল মাল সম্পদ দাজ্জালের অনুসরণ করবে ও ইয়াহুদিদের বড় এক অংশ তার অনুসরণ করবে। আর মুসলমানদের সব কিছু কম হয়ে যাবে এবং তাদের উপর (পৃথিবী) সংকুচিত হয়ে যাবে। এমনকি অনেক সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিবারে সন্ধ্যার খাবারে থাকবে একটি ছাগল।

হাদিস নং ১৫২৩

হযরত হাসসান ইবনে আতীয়া হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জালের ফিতনা থেকে বার হাজার পুরুষ ও সাত হাজার মহিলা নাজাত পাবে।

হাদিস নং ১৫২৪

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দাজ্জালের ফিতনাতে ধৈর্য্য ধারণ করবে, তার ফিতনায় পতিত হবে না; সে আর কখনো জীবিত মৃত অবস্থায় ফিতনার মধ্যে পড়বে না। আর যে ব্যক্তি দাজ্জালকে পাবে অথচ তার অনুসরণ করবে না, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যখন কোন ব্যক্তি খালেছ থাকবে আর দাজ্জালকে এক বার মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, সে বলবে তুমি কে সেটা আমি ভাল করেই জানি। তুমি তো দাজ্জাল। অতঃপর সে সূরা কাহাফের প্রথমাংশ তেলাওয়াত করবে। আর দাজ্জাল তাকে তার ফিতনায় ফেলতে পারবে না। তার জন্য উক্ত আয়াতগুলি দাজ্জাল থেকে তাবীজের মত হবে। সুতরাং সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে দাজ্জালের ফিতনা, বিপদ ও হীনতার পূর্বে তার ঈমান নিয়ে নাজাত পেল। আর যে তাকে পাবে সে যেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উত্তম সাথীদের মত দাজ্জালের বিরুদ্ধে দন্ডায়মান থাকে।

হাদিস নং ১৫২৫

মাকদাম ইবনে মা'দিয়াকারুবা, আমর ইবনে আসওয়াদ ও কাসীর আবনে মাররা সকলেই বলেন, দাজ্জাল কোন মানুষ নয় বরং সমুদ্রের তীরের সে হল শয়তান। যে সত্তর চক্র দ্বারা প্রত্যায়িত। তাকে কি সুলাইমুন প্রত্যায়ন করেছে না অন্য কেউ। যখন তার প্রথম উদ্ভব হবে তখন আল্লাহতা'আলা তার থেকে প্রতি বছর এক চক্র বিচ্ছিন্ন করবেন। অতঃপর যখন সে প্রকাশ পাবে, তখন তার নিকটে দুজন এমন লোক আসবে যাদের দুই কানের মধ্যখানে চল্লিশ গজ বিরাট জায়গা হবে। আর সেটা হল দ্রুত গতির আরোহণকারীর এক ফরসাখ দূরত্ব। অতঃপর তার পিঠে তামার তৈরী একটি মিম্বর বসাবে। অতঃপর তার উপর বসবে। তারপর জ্বিনদের অনেক দল তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে। তারা তার জন্য যমীনের গুপ্তধন বাহির করে আনবে। তার জন্য তারা মানুষদের হত্যা করবে।

হাদিস নং ১৫২৬

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জাল হল একজন মানুষ। তাকে এক মহিলা জন্মদান করবে। তার সম্পর্কে তাওরাত ইঞ্জিলে কোন কথা নেই। তবে আম্বিয়া (আঃ) এর কিতাবসমূহে তার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। সে মিসরের এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করবে। যাকে কওস বলা হয়। তার জন্ম ও বাহির হওয়ার মধ্যে ত্রিশ বছরের পার্থক্য হবে। যখন সে প্রকাশ হবে তখন ইদরীস ও খানুক চিৎকার করতে করতে মাদায়েন ও গ্রামসমূহে বাহির হবে। তারা বলবে দাজ্জাল বাহির হয়ে গেছে। অতঃপর যখন সিরিয়ারর অধিবাসীদের নিকট দাজ্জালের বাহির হওয়ার সংবাদ আসবে তখন তারা পূর্ব দিকে চলে যাবে। অতঃপর দামেস্কের পূর্ব দিকের গেটের নিকট অবস্থান নিবে। অতঃপর খুঁজবে কিন্তু তার উপর পারবে না। অতঃপর কিসওয়া নদীর নিকটে যে মিনারা আছে তার নিকটে দেখা যাবে। অতঃপর খুঁজবে। কিন্তু তারা জানবে না যে, কোথায় চলে গেছে। তারা আর পাবে না। ফলে ভুলে যাবে, এবং এ বিষয়টাকে অপছন্দ করবে।

অতঃপর পূর্ব দিকে আসবে। সেখানে প্রকাশ পাবে ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। অতঃপর খেলাফত কায়েম করবে। ফলে অনুসরণ করবে। আর সেটা মাসীহ এর বাহির হওয়ার সময়। আর সে অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীদের ভাল করবেন। এমনকি লোকজন আশ্চার্যবোধ করবে। অতঃপর সেহেরের আবির্ভাব হবে আর সে নবুওয়াতের দাবী করবে। অতঃপর মানুষ তার থেকে পৃথক হয়ে যাবে। আর তাকে সিরিয়ার অধিবাসীগণ পৃথক করে দিবে। আর পূর্ব দিকের অধিবাসীগণ তিন ভাগে বিভক্ত হবে। একভাগ সিরিয়ায় অবস্থান করবে, একভাগ আরবে অবস্থান করবে, আরেক ভাগ তার সাথে অবস্থান করবে। অতঃপর সে তাদেরকে নিয়ে সামনে আসবে যারা তার সাথে থাকবে। কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তারা হল চল্লিশ হাজার লোক। আর কতক আলেম বলেন, তারা হল সত্তর হাজার লোক। অতঃপর অনেক জাতি আসবে। তাদেরকে আহলে সিরিয়ারর উপর গ্রহণ করবে। অতঃপর তারা তার অনুগত হবে এবং তার দিকে সমস্ত ইয়াহুদিদের একত্র করবে। অতঃপর সিরিয়ার দিকে যাবে। যার প্রারম্ভিকা হল, পূর্ব দিকের অনেকগুলি দল তাদের সাথে গ্রাম্যও থাকবে, তারা তাদের উপর প্রভাব ফেলবে। ফলে সিরিয়াবাসীরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এবং পাহাড়ের দিকে হিংস্র প্রাণীদের আবাসস্থলে পালাবে। তাদের মধ্যে থাকবে বার হাজার পুরুষ ও সাত হাজার মহিলা। তাদের অধিকাংশ বালকা পাহাড়ের দিকে যাবে। তারা সেখানে নিরাপদে থাকবে। তবে তারা লবণাক্ত গাছ ব্যতীত আর কিছু খাওয়ার মত জিনিস পাবে না। কারণ প্রাণীগুলি তাদের থেকে সমতল ভূমিতে চলে যাবে। তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও থাকবে যে কুস্তুতুনতুনিয়ায় আসবে। আর সেখানে বসবাস করবে। অতঃপর তারা পাঠাবে এবং তারা দ্রুত সামনের দিকে আসতে থাকবে। এমনকি তারা আবু ফিতরাস নদীর (নিকটে) জর্দান নামক অঞ্চলের সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থান নিবে। দাজ্জাল থেকে ভেগে আসা প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের কাছে দ্রুত জমা আসবে এবং তারা মিনারার নিকটে জর্দানের উক্ত সীমান্তবর্তী এলাকায় দাজ্জালের বিরুদ্ধে অস্তশস্ত্র প্রস্তুত করবে। অতঃপর দাজ্জাল আসবে এবং সে রাস্তার সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ধ্বংস করে

দিবে। অতঃপর পূর্ব জর্দানে অবস্থান নিবে। আর সে তাদেরকে চল্লিশ দিন আটকে রাখবে। অতঃপর সে আবু ফাতরাস নদীকে আদেশ দিবে, ফলে তা তার দিকে জারি হবে। অতঃপর সে বলবে ফিরে যাও। ফলে তা নিজের জায়গায় পুনরায় ফিরে যাবে। অতঃপর সে বলবে শুকিয়ে যাও। ফলে তা শুকিয়ে যাবে। সে ছওর পাহাড় ও তূর পাহাড়ের গাছকে নড়াচড়ার আদেশ দিবে। ফলে তা নড়াচড়া করবে। আর সে বাতাসকে সমুদ্র থেকে মেঘ বয়ে আনার আদেশ করবে। ফলে তা যমিনে বৃষ্টি বর্ষণ করবে, তারপর ফসল উৎপন্ন হবে। আর সে বড় শয়তান তার বংশধরদের তার অনুসরণের আদেশ দিবে। ফলে উক্ত শয়তানগুলি তার জন্য যমীন থেকে গুপ্তধন বাহির করে আনবে। এমনকি তারা এমন কোন বিরান অঞ্চল বা যমীন দিয়ে যাবে না, যেখানে কোন গুপ্তধন পাবে না। আর তার সাথে জ্বীনদের দল থাকবে যারা তাদের (মানুষদের) মৃত ব্যক্তির আকৃতি ধারণ করবে। অতঃপর (আকৃতি ধারণকৃত) বন্ধু তার বন্ধুকে বলবে, তুমি তো মৃত্যুবরণ করেছিলে? আর তুমি জীবিত হয়ে গেছো!! তৃতীয় দিন সমুদ্র পানির নিচে চলে যাবে। তার হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছবে না। ফলে মুমিন মুনাফেক এবং কাফেরের মাঝে পার্থক্য হয়ে যাবে। তার সামনে দাড়িয়ে থাকার চেয়ে পালানো ভালো হবে। সেদিন বক্তার জন্য একটি কথা যা দ্বারা ছাওয়াবের আশা করা হয় তা দুনিয়ার বালিকণার পরিমাণ হবে। আর মানুষ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। সুতরাং তাদের মধ্যে যে নিহত হবে, সে তাদের কবর গাঢ় কালো অন্ধকার রাত্রে আলোকিত করবে। হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন মুমিনগণ দেখবে তারা তাকে ও তার সাথীদের হত্যা করতে পারছে না। তখন তারা জর্দানের সেই সীমান্তবর্তী এলাকায় চলে যাবে যেখানে বাইতুল মুকাদ্দাস অবস্থিত। সেখানে আল্লাহতা'আলা তাদের ফলের মধ্যে বরকত দিবেন এবং অল্প খাদ্যে ভক্ষণকারী পেট পূর্তি করে খাবে। খানার ভিতর অনেক বরকত থাকার কারণে। তারা সেখানে তারা রুটি ও যাইতুন দ্বারা পরিতৃপ্ত হবে। তারপর দাজ্জাল তাদের পিছু নিবে। তার নিকট দুজন ফেরেশতা আসবে। অতঃপর দাজ্জাল বলবে, আমি রব। অতঃপর তাদের

একজন তাকে বলবে, তুমি মিথ্যা বলছো। তাদের আরেকজন তার সাথীকে বলবে, তুমি সত্য বলছো। আর দাজ্জালের গুণাগুণ হল, তার দুই রানের মাঝখানে বেশী ব্যবধান হবে। লালচে, কণ্ঠ বিভিন্নতা, ডান চক্ষু মিলানো। তার এক হাত অন্য হাত হতে বড় হবে। সে তার লম্বা হাতটা সমুদ্রে ডুবাবে। তা সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছবে। ফলে সেখান থেকে মাছ বাহির হবে। পৃথিবীর শেষ বা তার চেয়ে কম দুই দিনে সফর করবে। তার কদম হবে তার দৃষ্টি সমান। পাহাড়, নদী, মেঘ তার অনুগত হবে। পাহাড় আসবে অতঃপর সে পাহাড়কে চালাবে, এক দিনে তার ফসল পাবে। আর সে পাহাড়কে বলবে, রাস্তা থেকে সরে যাও, ফলে সরে যাবে এবং যমিনের দিকে আসবে। অতঃপর বলবে, স্বর্ণ অলংকার যা তোমার মধ্যে আছে, বাহির কর। ফলে পাহাড় তা মৌমাছি ও পঙ্গপালের ন্যায় নিক্ষেপ করে করে বাহির করে দিবে। আর তার সাথে থাকবে পানির নদী, আগুনের নদী, সবুজ শ্যামল জান্নাত, লাল আগুনের জাহান্নাম। আর বাস্তবিক পক্ষে তার জাহান্নাম হল জান্নাত। আর তার জান্নাত হল জাহান্নাম। যদি কেউ রুটির পাহাড়ও তার আগুনে নিক্ষেপ করে তাহলে পুড়বে না। আলিয়ার নিকট একবার প্রকাশ পাবে। আরেকবার দামেস্কের বাবে। আরেকবার আবু ফাতরাস নদীর নিকটে। এবং ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ) অবতরণ করবেন।

হাদিস নং ১৫২৭

হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন, "দাজ্জালের গাধার দুই কানের মাঝখানে চল্লিশ গজ ব্যবধান হবে। আর তার গাধার কদম সাধারণ কদমে তিন দিনের সমান। সে তার গাধার উপরে সমুদ্রে প্রবেশ করবে যেমন নাকি তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার উপর থাকা অবস্থায় ছোট নদীতে প্রবেশ করে। সে বলবে, আমি সমগ্র পৃথিবীর রব। এই সূর্য আমার অনুমতিতে চলে। তোমরা কি চাও আমি তা বন্দি করে দেই? অতঃপর সে সূর্যকে বন্দি করে দিবে ফলে এক দিন এক মাস ও জুম'আর সমান হবে। অতঃপর সে বলবে, তোমরা কি চাও আমি তা

তোমাদের জন্য জারি করে দেই? তখন লোকজন বলবে, হ্যাঁ। তখন এক দিন এক ঘন্টার সমান হয়ে যাবে। অতঃপর তার নিকট একজন মহিলা আসবে। সে বলবে হে প্রভু, আমার সন্তানকে জীবিত করে দিন। আমার স্বামীকে জীবিত করে দিন। এমনকি মহিলা শয়তানের সাথে গলা মিশাবে। শয়তানের সাথে সহবাস করবে। তাদের নিকট সকল শয়তান আসবে। আর তার নিকট গ্রাম্য লোক এসে বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের ছাগলগুলি, আমাদের উটগুলি জীবিত করে দাও। তখন শয়তানগুলি তাদের ছাগল ও উটের বয়স, মোটাতাজা ও প্রচুর চর্বি সহকারে যে অবস্থায় ছাগল ও উট তাদের থেকে পৃথক হয়েছিল সেরূপ আকৃতি ধারণ করবে। তখন তারা বলবে, ইনি যদি আমাদের রব না হতেন তাহলে তো তিনি আমাদের মৃত উট ও ছাগল জীবিত করতে পারতেন না। তার সাথে গরম গোস্ত, তরকারি, ঝোল থাকবে যা ঠান্ডা হবে না। আর তার সাথে থাকবে প্রবাহিত নদী। সবুজ শ্যামল ও অনেক বাগান বিশিষ্ট পাহাড়। আগুন ও ধোঁয়ার পাহাড়। সে বলবে, এটা আমার জান্নাত। এটা আমার জাহান্নাম। এটা আমার খাবার। এটা আমার পানীয়। আর ইয়াসা তার সাথে থাকবে সে মানুষদের সতর্ক করতে থাকবে। আর সে বলবে, এটা (দাজ্জাল) মাসীহ মহা মিথ্যাবাদী। অতএব তাকে ত্যাগ কর। আল্লাহর লা'নত দাজ্জালের উপর। আল্লাহ তা'আলা তাকে দ্রুত ও গোপনে তাকে সম্পদ দিবেন। তার সাথে দাজ্জাল মিলিত হবে। যখন দাজ্জাল বলবে, আমি পৃথিবীর রব। তখন মানুষগণ বলবে, তুমি মিথ্যা বলছ। তখন ইয়াসা বলবে, মানুষ সত্য কথা বলেছে। অতঃপর সে মক্কায় যাবে। আর সেখান এক বিরাট মাখলূক দেখবে। অতঃপর সে বলবে তুমি কে? আর এই দাজ্জাল তোমাদের নিকট এসেছে। অতঃপর সে বলবে, আমি মিকাঈল। আল্লাহতা'আলা আমাকে পাঠিয়েছেন, যাতে আমি তাকে তার হারাম থেকে বিরত রাখতে পারি এবং সে মদীনায় যাবে। আর সেখানেও এক মহান মাখলূক দেখতে পাবে। অতঃপর সে বলবে, তুমি কে? এই দাজ্জাল তোমার নিকট এসেছে। উত্তরে সে বলবে, আমি জিবরাঈল। আল্লাহতা'আলা আমাকে পাঠিয়েছেন, যাতে আমি দাজ্জালকে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হরম থেকে বিরত রাখতে পারি। অতঃপর দাজ্জাল মক্কায় যাবে। যখন দাজ্জাল মিকাঈল (আঃ) কে দেখবে তখন ভেগে পালাবে। আর হারামে প্রবেশ করবে না। অতঃপর দাজ্জাল একটি চিৎকার দিবে। ফলে মক্কার থেকে পুরুষ মুনাফেক ও মহিলা মুনাফেক তার দিকে বাহির হয়ে আসবে। অতঃপর দাজ্জাল মদিনায় যাবে। আর যখন সেখানে জিবরাঈল (আঃ) কে দেখবে তখন ভেগে পালাবে। অতঃপর দাজ্জাল একটি চিৎকার দিবে। ফলে মদীনা থেকে তার দিকে পুরুষ মুনাফেক ও মহিলা মুনাফেক বাহির হয়ে আসবে। আর যে দলের হাতে আল্লাহতা'আলা কুস্তুনতুনিয়ার জয় দিয়েছেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের মুসলমানদের থেকে যারা তাদের সাতে সমন্বিত হয়েছেন, তাদের নিকট একজন সতর্ককারী আসবে। তারা বলবে এই হল, দাজ্জাল। তোমাদের নিকট এসেছে। অতঃপর তারা বলবে, তোমরা বস। কেননা আমরা তাকে হত্যা করতে চাই। অতঃপর সে বলবে বরং তোমরা মানুষের নিকট তার বাহির হওয়ার খবর আসা পর্যন্ত ফিরে যাও। অতঃপর সে যখন ফিরবে তখন দাজ্জাল তার সাথে শামিল হবে। অতঃপর সে বলবে, এই হল সেই ব্যক্তি যে ধারণা করে আমি তার সাথে পারব না। সুতরাং তোমরা তাকে অত্যন্ত খারাপভাবে হত্যা কর। ফলে তারা অস্ত্র নিয়ে ছড়িয়ে পরবে। অতঃপর দাজ্জাল বলবে, যদি আমি তোমাদের জন্য তাকে জীবিত করি তাহলে তোমরা কি আমাকে রব হিসাবে মেনে নিবে? অতঃপর তারা বলবে, আমরা জানি তুমি আমাদের রব। আর আমরা এটা পছন্দ করি আমাদের একীন বা বিশ্বাস বাড়াবো। অতঃপর সে বলবে, হ্যাঁ। অতঃপর আল্লাহতা'আলার অনুমতিতে একজন জীবিত হবে। আর আল্লাহতা'আলা দাজ্জালকে উক্ত ব্যক্তি ব্যতীত আর কাউকে জীবিত করার অনুমতি দিবেন না। অতঃপর দাজ্জাল বলবে আমি কি তোমাকে মৃত্যু দান করিনি? অতঃপর তোমাকে জীবিত করেছি। সুতরাং আমি তোমার রব। অতঃপর লোকটি বলবে, এখন তুমি একীন বা বিশ্বাস বাড়িয়েছ। আমি হলাম ঐ ব্যক্তি যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সুসংবাদ দিয়েছেন, তুমি আমাকে হত্যা করবে তারপর আল্লাহ

তা'আলার অনুমতিক্রমে জীবিত করবে। আল্লাহতা'আলা আমাকে ব্যতীত আর কাউকে তোমার জন্য জীবিত করবেন না। অতঃপর সে সতর্ককারীর চামড়ার উপর লোহ বা তামার পাত স্পর্শ করবে। কিন্তু তাদের অস্ত্র দ্বারা তার কোন চাল কাজে আসবে না। কোন তরবারী এবং কোন চাকু এবং কোন পাথর তাকে মারতে পারবে না। বরং তার থেকে ফিরে আসবে। তার থেকে তার কোন ক্ষতি হবে না। অতঃপর দাজ্জাল বলবে, তাকে আমার জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। অতঃপর আল্লাহতা'আলা উক্ত পাহাড় (দাজ্জালের জাহান্নাম) কে সতর্ককারীর উপর সবুজ শ্যামল বাগানে পরিবর্তন করে দিবেন। অতঃপর জনগণ তাতে সন্দেহ পোষণ করেবে এবং প্রতিযোগিতামূলকভাবে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে যাবে। যখন তারা আফিকের গিরিপথে উঠবে, তখন তার ছায়া তাদের উপর পড়বে। তখন তারা তাদের ধনুকে তীর সংযোজন করবে তাকে হত্যা করার জন্য। সেদিন মুসলমানগণ নিঃস্ব বা অভাবগ্রস্থ হয়ে যাবে। (মুসলমানদের থেকে) যে হাঁটু গেড়ে বসবে বা উপবেশন করবে সে ক্ষুধার কারণে হাঁটু গেড়ে বসবে বা ক্ষুধার কারণে উপবেশন করবে। অতঃপর তার একজন ঘোষণাকারীর ডাক শুনবে, হে লোক সকল তোমাদের নিকট সাহায্য এসে গেছে।

হাদিস নং ১৫২৮

হযরত হাসান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সেদিন মুমিনদের খাদ্য হবে আল্লাহতা'আলার তাসবীহ এবং তাহলীল এবং আল্লাহতা'আলার তাহমীদ বা প্রশংসা।

হাদিস নং ১৫২৯

হযরত উবাইদ ইবনে উমাইর আল লাইসী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জাল বাহির হবে। আর তাকে এমন একদল মানুষ অনুসরণ করবে যারা বলবে আমরা সাক্ষ্য দেই সে (দাজ্জাল) কাফের। আর আমরা তাকে অনুসরণ করি যাতে আমরা তার খাদ্য থেকে খেতে পারি। আর আমরা গাছ থেকে রক্ষা পেতে পারি। আর যখন আল্লাহতা'আলা গযব নাযিল করবেন

তখন তাদের সকলের উপর (দাজ্জাল ও তাকে কাফের স্বীকৃতি দানকারী দল) গযব নাযিল করবেন।

হাদিস নং ১৫৩০

হযরত মুয়াম্মার বলেন, আমার নিকট এ খবর পৌঁছেছে, দাজ্জাল তার গলায় একটি তামার পাত রাখবে। আর আমার নিকট এ খবরও পৌঁছেছে যেই সতেজতা দাজ্জাল হত্যা করবে তা পুনরায় আবার জীবিত করবে।

হাদিস নং ১৫৩১

হযরত মুয়াম্মার বলেন, তার নিকট ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর বর্ণনা করে বলেছেন, সাধারণভাবে যারা দাজ্জালের অনুসরণ করবে তারা হল ইস্পাহানের ইহুদি।

হাদিস নং ১৫৩২

হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন দাজ্জালের বাম চক্ষু হবে কানা। মাথার চুল হবে অত্যাধিক। তার সাথে একটি জান্নাত ও একটি জাহান্নাম থাকবে। (আর বাস্তবিক পক্ষে) তার জাহন্নাম হল জান্নাত এবং তার জান্নাত হল জাহান্নাম।

হাদিস নং ১৫৩৩

হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জালের বাহির হওয়াটা আমার নিকট পুরুষ ছাগলের গোস্তের চেয়ে আগ্রহের কিছু নয়।

হাদিস নং ১৫৩৪

হযরত আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জালের অধিকাংশ অনুসারী হবে ইহুদি এবং মাওয়ামেসের সন্তান।

হাদিস নং ১৫৩৫

হযরত উবাইদ ইবনে উমাইর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “অনেক দল মানুষ দাজ্জালের সাথী হবে। তারা বলবে, আমরা দাজ্জালের সঙ্গ দিয়েছি অথচ আমরা জানি, দাজ্জাল কাফের। তবুও আমরা তার সঙ্গ দিয়েছি যাতে আমরা তার খাদ্য থেকে খেতে পারি এবং গাছ থেকে বাঁচতে পারি। অতঃপর যখন আল্লাহতা'আলা তাদের উপর গযব নাযিল করবেন তখন তাদের সকলের উপর গযর নাযিল করবেন।”

হাদিস নং ১৫৩৬

হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন দাজ্জালের এক চক্ষু হবে নিঃশ্চিহ্ন আরেক চক্ষু হবে রক্তমিশ্রিত কেমন যেন গোলাপ। আর তার সাথে দুটি পাহাড় চলবে। একটি পাহাড় হল, নদী ও ফলমূলের। আরেকটি পাহাড় হল ধোঁয়া ও আগুনের। সে চুলকে খন্ড বিখন্ড করার মত সূর্যকে খন্ড বিখন্ড করবে এবং পাখিকে বাতাসে শামিল করবে।

হাদিস নং ১৫৩৭

হযরত ছালেম হতে বর্ণিত। তিনি হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে বলতে শুনেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আমি এক ব্যক্তিকে (স্বপ্নে) দেখেছি, যার গায়ের রং লাল। চুলগুলি কোঁকড়ানো। ডান চক্ষু কানা। তোমার দেখা মানুষের মধ্যে ইবনে কাতানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।” ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম এই লোকটি কে? উত্তরে বলা হল, মাসীহ দাজ্জাল।

হাদিস নং ১৫৩৮

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের যুদ্ধ বিগ্রহ হল পাঁচটি। দুটি অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর বাকী তিনটি এই উম্মতের মধ্যে সংঘঠিত হবে। আর তা হল তুর্কের যুদ্ধ। আরেকটি হল রোমের যুদ্ধ। আরেকটি হল দাজ্জালের যুদ্ধ। আর দাজ্জালের যুদ্ধের পর আর কোন যুদ্ধ নেই।

হাদিস নং ১৫৩৯

হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জালের গাধার কান সত্তর হাজার লোককে ছায়া দিবে।

হাদিস নং ১৫৪০

হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। দাজ্জালের গাধার কানের ছায়ায় সত্তর হাজার লোক ছায়া গ্রহণ করবে।

হাদিস নং ১৫৪১

হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জালের গাধার কান সত্তর হাজার লোককে ছায়া দিবে।

হাদিস নং ১৫৪২

হযরত ছালেম তার পিতা থেকে, তার পিতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবী সহকারে ইবনে ছাইয়াদের পাশ দিয়ে গেলেন। আর সাহাবীগণের মধ্যে হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন। আর ঐসময় ইবনে ছাইয়াদ অন্যান্য বালকদের সাথে বনী মাগালার টিলার নিকটে খেলাধুলা করতে ছিল। আর সে ছিল বালক। কিন্তু সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমন অনুভব করতে পারে নাই, অবশেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পিঠে হাত মারলেন এবং

বললেন, "তুমি কি সাক্ষ্য প্রদান কর আমি আল্লাহর রাসূল?" তখন ইবনে ছাইয়াদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে দেখল এবং বলল আমি সাক্ষ্য দেই আপনি উম্মীদের রাসূল। অতঃপর ইবনে ছাইয়াদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, আপনি কি সাক্ষ্য দেন আমি আল্লাহর রাসূল? অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, "আমি আল্লাহ ও তার রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছি।" অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, "তোমার নিকট কি আসে?" ইবনে ছাইয়াদ বলল, আমার নিকট সত্যবাদী (ফেরেশতা) ও মিথ্যাবাদী (শয়তান) আসে। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার নিকট প্রকৃত ব্যাপার এলোমেলো হয়ে গেছে। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আমি (আমার অন্তরে) একটি বিষয় তোমার নিকট গোপন করেছি।" (যদি পার তাহলে বল) (আর বর্ণনাকারী বলেন) আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার থেকে نيبم ناخدب ءامسلا يتأت موي গোপন রাখলেন। ইবনে ছাইয়াদ বলল, উহা হল দাখ বা ধোঁয়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তুমি দূর হও। তুমি কখনও নিজের সীমার বাহিরে যেতে পারবে না।" তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে অনুমতি প্রদান করুন, আমি তার গর্দানে মেরে দেই (হত্যা করে দেই)। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "এই যদি সেই (দাজ্জাল) হয়, তাহলে তুমি তাকে কব্জা করতে সক্ষম হবে না। আর যদি সে (দাজ্জাল) না হয়, তাহলে তার হত্যা করায় তোমার কোন কল্যাণ নেই।"

হাদিস নং ১৫৪৩

হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বৃক্ষ বাগানের দিকে রওয়ানা দিলেন। যেখানে ইবনে ছাইয়াদ ছিল। এমনকি যখন

তারা বাগানে প্রবেশ করলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুর গাছের আড়ালে লুকিয়ে অগ্রসর হলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল ইবনে ছাইয়াদ তাঁকে দেখার পূর্বে তিনি তার কিছু কথা শুনে নিবেন। আর তখন ইবনে ছাইয়াদ একখানা চাদর জড়িয়ে তার বিছানায় শোয়া ছিল এবং গুনগুন শব্দ করতেছিল। তখন ইবনে ছাইয়াদের মা দেখতে পেল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুর গাছের আড়ালে আছেন। অতঃপর সে ইবনে ছাইয়াদকে ডাকল, হে সাফ আর এটা তার নাম। এই যে মুহাম্মাদ! অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "যদি তার মা তাকে ডাক না দিত তাহলে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যেত।"

হাদিস নং ১৫৪৪

হুসাইন ইবনে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার ইবনে ছাইয়াদের থেকে 'দুখান' গোপন করেন। অথবা তাকে যা তিনি গোপন করেছেন তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে ইবনে ছাইয়াদ বলল 'দাখ'। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তুমি দূর হও। তুমি কখনও নিজের সীমার বাহিরে যেতে পারবে না।" অতঃপর যখন ইবনে ছাইয়াদ চলে গেল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন সে কি উত্তর দিয়েছে? তখন তাদের কেউ বলল 'দাখ'। আর কেউ বলল, 'যবাহ' অথবা 'দাখ'। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আমি তোমাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তোমরা মতানৈক্যতা করছ। সুতরাং তোমরা আমার পরে প্রচন্ড মতানৈক্যতায় পড়বে।"

হাদিস নং ১৫৪৫

হযরত হিশাম ইবনে আরওয়া তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, ইবনে ছাইয়াদের জন্ম হবে অন্ধ ও খতনা করা অবস্থায়।

হাদিস নং ১৫৪৬

হযরত আবু বাকরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসাইলামার ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একথা বলার পূর্বে তার ভিতর কিছু আছে। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন। অতঃপর বললেন, "পর কথা হল এই যে, এই ব্যক্তি যার ব্যাপারে তোমরা বেশী করছ। সে হল ত্রিশজন বড় মিথ্যাবাদীদের মধ্যে একজন বড় মিথ্যাবাদী যারা মাসীহ এর সামনে বাহির হবে। আর সে একমাত্র মদীনা ব্যাতীত পৃথিবীর প্রত্যেকটি এলাকায় যাবে এবং তার প্রত্যেক ছিদ্র দিয়ে ভয় দেখাবে। দুইজন ফেরেশতা মদীনাকে প্রতিরক্ষা করবে মাসীহ এর ভয় থেকে।"

হাদিস নং ১৫৪৭

হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ উতবা হতে বর্ণিত। আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট দাজ্জালের ব্যাপারে অনেক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আর আমাদের নিকট যে আলোচনা করেছেন সে আলোচনার মধ্যে বলেছেন দাজ্জালের জন্য হারাম হল, সে মদীনার কোন ছিদ্র দিয়ে সে মদীনায় প্রবেশ করবে। আর সেদিন তার দিকে মানুষের মধ্যে ভাল এক ব্যক্তি তার দিকে বাহির হবে। অথবা সেদিন ভাল মানুষদের থেকে। অতঃপর বলবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি হলে দাজ্জাল। যার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আলোচনা করেছেন। অতঃপর দাজ্জাল বলবে, তোমাদের মতামত কি? যদি আমি এই ব্যক্তি কে হত্যা করি ও পুনরায় জীবিত করি তাহলে কি তোমরা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করবে? তখন তারা বলবে, না। অতঃপর দাজ্জাল তাকে হত্যা করবে ও পরে জীবিত করবে। অতঃপর যখন উক্ত লোকটিকে জীবিত করবে তখন সে বলবে, আল্লাহর কসম! এখন তুমি তোমার ব্যাপারে আমার থেকে অধিক বিচক্ষণ নও। তখন দাজ্জাল দ্বিতীয়বার তাকে হত্যা করতে উদ্যত হবে কিন্তু তার উপর প্রভাব ফেলতে পারবে না।

হাদিস নং ১৫৪৮

হযরত মুয়াম্মার বলেন, আমার নিকট এ খবর পৌঁছেছে, দাজ্জালের গলায় একটি তামার পাত ঝুলানো থাকবে। আর এ খবরও পৌঁছেছে, সে সতেজতাকে ধ্বংস করবে অতঃপর আবার জীবিত করবে।

হাদিস নং ১৫৪৯

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার লোক দাজ্জালের অনুসরণ করবে। যাদের মাথায় মুকুট থাকবে।”

হাদিস নং ১৫৫০

মুয়াম্মার, ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর হতে বর্ণনা করে বলেন। তিনি বলেন, সাধারণত ইস্পাহানের ইহুদিরা দাজ্জালের অনুসরণ করবে।

হাদিস নং ১৫৫১

হযরত আমর ইবনে আবু সুফিয়ান, এক আনসারী ব্যক্তি থেকে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কতিপয় সাহাবী থেকে বর্ণনা করে বলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেন। এবং উক্ত আলোচনায় বলেন, দাজ্জাল মদীনার ছিদ্রের নিকট আসবে। আর তার উপর মদীনায় তার ছিদ্রপথ দিয়ে প্রবেশ করা হারাম। অতঃপর মদীনা তার অধিবাসীসহ একবার বা দুইবার কেঁপে উঠবে। আর তা হল যালযালা বা কম্পন। ফলে সেখান থেকে প্রত্যেক পুরুষ মুনাফেক ও মহিলা মুনাফেক বাহির হয়ে যাবে। অতঃপর দাজ্জাল সিরিয়ার দিকে পলায়ন করবে। অতঃপর সে তাদের ঘিরে ফেলবে। আর অবশিষ্ট মুসলমানগণ সিরিয়ার পাহাড়গুলোর থেকে একটি পাহাড়ের চূড়া দিয়ে নিজেদের আত্মরক্ষা করবে। অতঃপর দাজ্জাল তাদের ঘিরে ফেলবে এবং উক্ত পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান নিবে । এমনকি তাদের উপর বিপদ দীর্ঘ হবে।

মুসলমানদের থেকে এক ব্যক্তি বলবে, হে মুসলমানগণ! কতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এমনভাবে চলবে। অথচ আল্লাহর শত্রু তোমাদের পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান নিয়েছে। তোমাদের হাতে দুটি বিষয় রয়েছে, একটি হল আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হবে। আরেকটি হল, আর নয় তোমরা পলায়ন করবে। অতঃপর সকল মুসলমান মৃত্যুর উপর বাইয়াত গ্রহণ করবে। যা আল্লাহতা'আলা জানবেন তারা তাদের মৃত্যুর উপর গৃহীত বাইয়াত তাদের অন্তর থেকে সত্য হবে। অর্থাৎ তারা অন্তর থেকে সত্য বাইয়াত করবে। অতঃপর তাদের এমন অন্ধকার ঘিরে নিবে কোন লোক কব্জি পর্যন্ত দেখবে না। অতঃপর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন।

হাদিস নং ১৫৫২

হযরত মুগীরা ইবনে কো'বা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট দাজ্জাল সম্পর্কে আর কেহ বেশী জিজ্ঞাসা করে নাই। অতঃপর বলেন, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। তিনি বলেন, অতঃপর আমি বললাম মানুষ ধারণা করে দাজ্জালের সাথে খাদ্য ও পানীয় থাকবে। তিনি বললেন, সেটা আল্লাহতা'আলার নিকট বেশী সহজ উহা থেকে।

হাদিস নং ১৫৫৩

হযরত জানাদা ইবনে আবু উমাইয়া থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীদের মধ্য থেকে কোন এক সাহাবীকে বলতে শুনেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন। অতঃপর আমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করলেন। অতঃপর বললেন, তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। আর বাস্তবতা হল তার জাহান্নাম হল জান্নাত। আর তার জান্নাত হল জাহান্নাম। আর তার সাথে রুটির পাহাড় ও পানির নদী থাকবে। সে বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং যমীনে শস্য ফলাবে। আর সে একজন মানুষের উপর কব্জা করে নিবে, ফলে সে তাকে হত্যা করবে তারপর জীবিত করবে। উক্ত মানুষ ব্যতীত অন্য মানুষের

উপর সে কব্জা করতে পারবে না।

৫০ দাজ্জালের স্থায়ীত্বের পরিমাণ

হাদিস নং ১৫৫৪

হযরত আবু উমামা আল বাহেলী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, দাজ্জালের স্থায়ীত্বের সময় হবে চল্লিশ দিন। সুতরাং এক দিন হবে এক বছরের সমান। এবং আরেক দিন তার চেয়ে কম। এভাবে এক দিন হবে এক মাসের সমান এবং আরেক দিন তার চেয়ে কম। এভাবে এক দিন হবে এক সপ্তাহের সমান এবং আরেক দিন তার চেয়ে কম। এভাবে এক দিন হবে দীর্ঘ সময়ের এবং আরেক দিন তার চেয়ে কম। আর তার শেষ দিন হবে কাগজে আগুনের স্ফুলিঙ্গের সময়ের মত। এমনকি এক ব্যক্তি সকাল বেলায় মদীনার এক গেট দিয়ে প্রবেশ করবে আর সে অন্য গেটে পৌঁছতে পারবে না তার পূর্বেই সূর্যাস্ত হয়ে যাবে। তারা বললেন, হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা সেই ক্ষুদ্র সময়গুলিতে কিভাবে নামাজ আদায় করবো? উত্তরে তিনি বললেন, “তোমরা সে সময়গুলোতে নামাজের সময় নির্ধারণ করবে যেমনিভাবে বর্তমান দীর্ঘ সময়ে করে থাক। অতঃপর নামাজ আদায় করবে।”

হাদিস নং ১৫৫৫

হযরত আবু ইয়া’ফুর বলেন, আমি আবু আমর শায়বানীর থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, দাজ্জালের ফিতনা হবে চল্লিশ দিন।

হাদিস নং ১৫৫৬

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ বিন সিকন আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, দাজ্জাল চল্লিশ বছর জীবিত থাকবে। আর তখন একটি বছর হবে

এক মাসের সমান। আর এক মাস হবে এক সপ্তাহের সমান। আর এক সপ্তাহ হবে এক দিনের সমান। আর এক দিন হবে খেজুর গাছের পাতা আগুনের পোড়ার সময়ের মত।

হাদিস নং ১৫৫৭

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত সালমান ফারসী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, দাজ্জালের স্থায়ীত্বের সময় হবে আড়াই বছরের মত।

হাদিস নং ১৫৫৮

হযরত আবু ইয়া'ফুর বলেন, আমি আব আমর শাইবানী থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে মসজিদে ছিলাম। আর তখন একজন গ্রাম্য ব্যক্তি দ্রুত আসল এবং তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। অতঃপর বলল, দাজ্জাল কি বাহির হয়ে গেছে? তখন হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি যখন দাজ্জালের সামনে আমার থেকে দাজ্জালকে বেশী ভয় পাই। আর দাজ্জালের ফিতনা হবে চল্লিশ দিন।

হাদিস নং ১৫৫৯

হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সে চতুর্থ ফিতনার সময় বাহির হবে। আর তার স্থায়ীত্ব হবে চল্লিশ বছর। উহা আল্লাহতা'আলা মুমিনদের উপর সহজ করে দিবেন, ফলে একটি বছর একটি মাসের সমান হবে।

হাদিস নং ১৫৬০

হযরত জুনাদা ইবনে আবু উমাইয়া হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীদের মধ্য থেকে একজন সাহাবীকে বলতে শুনেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শেষ সপ্তমাংশের চল্লিশ সকাল অবস্থান করবে।

হাদিস নং ১৫৬১

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে হত্যা করবেন, লুদ বাবের নিকট সতের গজ দ্বারা।"

হাদিস নং ১৫৬২

হযরত আবু উমামা বাহেলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে তার থেকে পলায়নের পর দাজ্জালকে পাবেন। আর যখন সে তার অবস্থানের স্থানে পৌঁছবেন, তখন দাজ্জালকে পূর্ব দিকের লুদ বাবের নিকট পাবেন। অতঃপর দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

হাদিস নং ১৫৬৩

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ঈসা আলাইহিস সালাম বাইতুল মুকাদ্দাসে অবতরণ করবেন, এমতাবস্থায় দাজ্জাল মানুষকে বাইতুল মুকাদ্দাসে আটকে রাখবে। সে তার দিকে আসবে। তখন ঈসা আলাইহিস সালাম সকালের নামাজের পর দাজ্জালের দিকে যাবেন। আর দাজ্জাল তার শেষ সময়ে উপস্থিত হবে। অতঃপর ঈসা আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে মারবেন এবং তাকে হত্যা করবেন।

হাদিস নং ১৫৬৪

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন তখন তিনি তার কোন ঘ্রাণ পাবেন না এবং কোন কাফেরের ঘ্রাণও পাবেন না। সকলেই মারা যাবে। তার প্রসারিত দৃষ্টি দূরে পৌঁছবে এবং দাজ্জালকে লুদ বাবের এক বিঘত পরিমাণ উপরে দেখবেন। এমতবস্থায় দাজ্জাল ঝুর্ণা থেকে পানি পান করার জন্য ঝুর্ণার

নিচের ঢালে নেমেছে। অতঃপর সে দুই বার মোমের আস্বাদন নিবে অতঃপর মারা যাবে।

হাদিস নং ১৫৬৫

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযিদ তার চাচা হযরত মাজমা' ইবনে জারিয়া হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, "হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম লুদ বাবের নিকট দাজ্জালকে হত্যা করবেন।"

হাদিস নং ১৫৬৬

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন দাজ্জাল হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালামের অবতরণের কথা শুনবে তখন সে পালাবে। অতঃপর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তার পিছু নিবেন। অতঃপর তাকে বাবে লুদ-এ পাবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। ফলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তবে দাজ্জালের অনুসারীদের উপর প্রমাণিত হবে। অতঃপর তিনি বলবেন, হে মুমিন! এই হল কাফের।

হাদিস নং ১৫৬৭

হযরত আবু যারআ', তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিনা করেন। তিনি বলেন, আহলে কিতাবীগণ ধারণা করে হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন এবং দাজ্জাল ও তার সাথীদের হত্যা করবেন। হযরত আবু যারআ' বলেন, আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আহলে কিতাব সম্পর্কে এই হাদীস ব্যতীত অন্য কোন হাদীস বলতে শুনি নাই।

হাদিস নং ১৫৬৮

হযরত সুলাইমান ইবনে ঈসা বলেন। আমার নিকট এ খবর পৌঁছেছে, হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে মালাহেমের টিলার উপর হত্যা করবেন। আর সে হল নাহর ইবনে ফাতরাস। অতঃপর তিনি

বাইতুল মুকাদ্দাসে ফিরে আসবেন।

হাদিস নং ১৫৬৯

হযরত আবু গালেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাওফের সাথে সফর করতে ছিলাম। এমনকি আমরা আফিকের গিরিপথে পৌঁছলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, এই হল সেই জায়গা যেখান হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

হাদিস নং ১৫৭০

হযরত মাজমা' ইবনে জারিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর থেকে শুনেছি, "লুদ নামক বাবে হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে হত্যা করবেন অথবা লুদ নামক বাবের দিকে।"

হাদিস নং ১৫৭১

হযরত ছালেম তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু ইহুদি এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলেন ফলে সে বর্ণনা করল। অতঃপর হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, আমি তোমার থেকে সত্যতার পরীক্ষা নিচ্ছি। সুতরাং তুমি আমাকে দাজ্জাল সম্পর্কে খবর দাও। অতঃপর সে বলল, ইহুদিদের খোদা আর ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম তাকে লুদের শেষ প্রান্তে হত্যা করতে আসবেন।

৫১ দাজ্জাল থেকে প্রতিরক্ষা

হাদিস নং ১৫৭২

হযরত আবু উমামা বাহেলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "দাজ্জাল দুনিয়ায় কিছুই অবশিষ্ট রাখবে না। সবকিছুই সে শেষ করে দিবে। আর সে মক্কা মদীনা

ব্যতীত সকল এলাকার উপর বিজয় লাভ করবে। কেননা সে মক্কা মদীনার ছিদ্র বা পথসমূহ থেকে কোন ছিদ্র বা পথে আসতে পারবে না। যেই ছিদ্র বা পথ দিয়ে সে আসতে চাইবে সেখানেই তার সাথে স্বীয় তরবারী নিয়ে প্রস্তুত থাকা ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ হবে। এমনকি দাজ্জাল তরীবে আহমারের নিকট এবং অনাবাদী যমীন শেষ প্রান্তে এবং সিউলের সমষ্টির স্থানে অবস্থান নিবে। অতঃপর মদীনা তার অধিবাসীদের নিয়ে তিন বার ঝাঁকি দিবে। যার ফলে কোন পুরুষ মুনাফেক এবং কোন মহিলা মুনাফেক মদীনায় অবশিষ্ট থাকতে পারবে না। সকলেই তার দিকে বাহির হয়ে যাবে। আর সেদিন মদীনা তার থেকে নাপাকি বা খারাবি শেষ করবে যেমনিভাবে কিবর (এক ধরনের গাছ) লোহার খারাবি দূর বরে। অতঃপর উম্মে শারীক বললেন, ঐসময় মুসলমানগণ কোথায় থাকবে? তিনি বললেন, বাইতুল মুকাদ্দাসে। দাজ্জাল বাহির হবে অতঃপর তাদেরকে আটকাবে। এমনকি তার নিকট ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণের খবর আসবে। তখন সে পলায়ন করবে।"

হাদিস নং ১৫৭৩

হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সংরক্ষিত এলাকা হল মক্কা, মদীনা, ইলয়া এবং নাজরান। এক রাত্রে নাজরানে সত্তর হাজার ফেরেশতা অবতরণ করে এবং পরিখাবাসীদের উপর সালাম বর্ষণ করে। এবং তারা ফিরে যায় আর কখনো ফিরে আসে না।"

হাদিস নং ১৫৭৪

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জাল থেকে দূর্গ হল ইবনে ফাতরাস নদী।

হাদিস নং ১৫৭৫

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন দাজ্জাল বাহির হবে তখন মুসলমানদের দূর্গ হবে বাইতুল মুকাদ্দাস।

হাদিস নং ১৫৭৬

হাদিসটি পাওয়া যায়নি।

হাদিস নং ১৫৭৭

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাইতুল মুকাদ্দাসের রিদা নামক এলাকা দাজ্জালের সময়ে সারা দুনিয়া এবং তার ভিতর যা আছে সব কিছুর থেকে বেশী দামি হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই কথার কারণে দাজ্জাল থেকে মুসলমানদের দূর্গ হল বাইতুল মুকাদ্দাস। তারা বাহির হবে না এবং পরাজিতও হবে না।

হাদিস নং ১৫৭৮

হযরত জুনাদা ইবনে আব উমাইয়া থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এক সাহাবী থেকে শুনেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে খুতবা দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন এবং বললেন, "নিশ্চয়ই দাজ্জাল প্রত্যেক পানি পানের স্থানে বা ঘাটে যাবে তবে চারটি মসজিদ ব্যতীত। আর উক্ত মসজিদগুলো হল মসজিদুল হারাম, মদীনার মসজিদ, তূরে সাইনা এর মসজিদ, এবং মসজিদে আকসা।"

হাদিস নং ১৫৭৯

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফ যেভাবে নাযিল হয়েছে সেভাবে তেলাওয়াত করবে, তা তার মাঝে ও মক্কার মাঝে যা তা আলোকিত করে দিবে। আর যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের শেষাংশ তেলাওয়াত করবে অতঃপর দাজ্জালকে পাবে, তার উপর দাজ্জাল কোন প্রভাব ফেলতে পারবে না।

হাদিস নং ১৫৮০

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহতা'আলার ফেরেশতাগণ মদীনাকে প্রত্যেক দিক হতে ঘিরে রেখেছে। মদীনায় এমন কোন ছিদ্র পথ নেই যেখানে কোন ফেরেশতা তার তরবারী প্রসারিত করে উপস্থিত নেই। অর্থাৎ প্রত্যেক পথেই ফেরেশতা নিয়োজিত আছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহতা'আলার ঐ সমস্ত ফেরেশতাদের ভাগিয়ে দিও না, যারা তোমাদের ঘিরে আছে।

হাদিস নং ১৫৮১

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ সিকন আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "দাজ্জাল প্রত্যেক পানি পানের স্থান বা ঘাট চাইবে। অর্থাৎ প্রত্যেক স্থানেই যাবে। তবে দুটি মসজিদ ব্যতীত।"

হাদিস নং ১৫৮২

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফ যেভাবে নাযিল হয়েছে সেভাবে তেলাওয়াত করবে অতঃপর দাজ্জালের জন্য বাহির হবে, তার উপর দাজ্জাল কোন প্রভাব ফেলতে পারবে না। আর তার উপর দাজ্জালের (তার উপর প্রভাব ফেলার) কোন পথও থাকবে না।

হাদিস নং ১৫৮৩

আব্দুল্লহা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা থেকে বর্ণিত। আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, দাজ্জালের উপর হারাম হল যে, সে মদীনার কোন ছিদ্রপথে প্রবেশ করবে।

হাদিস নং ১৫৮৪

হযরত আবু বাকরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন রাসূল (সাঃ) বলেন, "পৃথিবীতে

এমন কোন গ্রাম নেই, যেখানে দাজ্জাল পৌঁছবে না এবং ভীতি সন্ত্রস্ত করবে না। তবে সে মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না, এবং ভীতি সন্ত্রস্ত করতে পারবে না। কারণ মদীনার প্রত্যেক ছিদ্র পথে দুইজন ফেরেশতা থাকবে। সেখান থেকে তারা মাসীহের ভীতি দূর করবে।"

হাদিস নং ১৫৮৫

হযরত আমর ইবনে সুফিয়ান সাকাফী জনৈক এক আনসারী সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কতিপয় সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "দাজ্জাল মদীনার ছিদ্রপথে আসবে অথচ তার মদীনার কোন ছিদ্র পথ দিয়ে প্রবেশ করা হারাম। অতঃপর দাজ্জালের দিকে মদীনার প্রত্যেক পুরুষ মুনাফেক ও মহিলা মুনাফেক বাহির হয়ে যাবে। অতঃপর তারা সিরিয়ার দিকে পলায়ন করবে।"

হাদিস নং ১৫৮৬

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "সেদিন ক্ষুধা নিবারণের জন্য মুমিনগণ খাদ্য গ্রহণ করবে যা আকাশবাসীরা গ্রহণ করে তাসবীহ ও তাকদীস দ্বারা। অর্থাৎ আল্লাহতা'আলার যিকির ও তার পবিত্রতা বর্ণনা করার দ্বারা।"

হাদিস নং ১৫৮৭

হযরত হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সেদিন মুমিনদের খাদ্য হবে তাসবীহ তথা আল্লাহতা'আলার যিকির, তাহমীদ তথা আল্লাহতা'আলার প্রশংসা, তাহলীল তথা আল্লাহতা'আলার একত্বতা, তাকদীস তথা আল্লাহতা'আলার মহানত্ব, এবং তাকবীর তথা আল্লাহতা'আলার বড়ত্ব।"

হাদিস নং ১৫৮৮

হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, দাজ্জালের সময়ে মুসলমানদের খাদ্য কি হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "ফেরেশতাদের খাদ্য"। তারা বললেন, ফেরেশতারা কি খায়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তাদের খাদ্য হল তাদের তাসবীহ ও তাকদীস দ্বারা কথা বলা। অর্থাৎ যিকির আযকার করা। সুতরাং ঐদিন যাদের কথন হবে তাসবীহ ও তাকদীস দ্বারা। আল্লাহতা'আলা তাদের থেকে তাদের ক্ষুধা নিবারণ করে দিবেন। তার আর ক্ষুধার ভয় পাবে না।"

৫২ ঈসা (আঃ) এর নেমে আসা, আর উনার চেহারা

হাদিস নং ১৫৮৯

হযরত আবু উমামা বাহেলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। অতঃপর উম্মে শারীক রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, ইয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সেদিন মুসলমানগণ কোথায় থাকবে? তিনি বললেন, "বাইতুল মুকাদ্দাসে। সে বাহির হবে এমনকি তাদেরকে ঘিরে ধরবে। আর সেদিন মুসলমানদের নেতা হবে একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। অতঃপর বলা হল, ফজরের নামাজ আদায় করবে। অতঃপর যখন তাকবীর দিবে ও তাতে প্রবেশ করবে তখন ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহস সালাম অবতরণ করবেন। যখন ঐ ব্যক্তি তাকে দেখবে তাকে চিনবে। তখন সে পিছনে ফিরে আসবে। অতঃপর ঈসা আলাইহিস সালাম অগ্রসর হবেন। অতঃপর তিনি তার হাত তার কাঁধে রাখবেন এবং বলবেন আপনি নামাজ পড়ান। কেননা আপনার জন্যই নামাজ প্রস্তুত করা হয়েছে। অতঃপর ঈসা আলাইহিস সালাম তার পিছনে নামাজ আদায় করবেন। অতঃপর বলবেন, দরজা খুলে দাও। ফলে তার দরজা খুলে দিবে। আর সেদিন দাজ্জালের সাথে সত্তর হাজার ইহুদি থাকবে। তারা প্রত্যেকেই থাকবে অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত। অতঃপর যখন সে ঈসা আলাইহিস সলামকে দেখবে তখন সে চুপসে যাবে যেমন নাকি সীসা চুপসে যায় এবং পানিতে লবণ বিলীন হয়ে যায়। অতঃপর সে পালিয়ে বাহির হয়ে যাবে। তখন ঈসা আলাইহিস সালাম বলবেন, নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে আমার জন্য মার আছে। আমাকে তা থেকে বিরত করিও না। অতঃপর তিনি তাকে পাবেন ও হত্যা করে দিবেন। এরপর পৃথিবীতে আর এমন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, যার দ্বারা ইহুদিরা আত্মগোপন করবে। বরং তাদের ব্যাপারে আল্লাহতা'আলা বলে দিবেন। প্রত্যেক পাথর, প্রত্যেক গাছ, প্রত্যেক প্রাণীই বলবে, হে আল্লাহর বান্দা মুসলিম! এই যে ইহুদি। তাকে

হত্যা কর। তবে ঝাউ গাছ ব্যতীত। কেননা সেটা তাদের গাছ। সুতরাং সেটা কোন কথা বলবে না। আর ঈসা হবে আমার উম্মতের মধ্যে বিচারক, ন্যায়পরায়ণ ইমাম। তিনি ক্রুশকে চূর্ণবিচূর্ণ করবেন। শুকর হত্যা করবেন। (গাইরে মুসলিমদের উপর) জিযিয়া ধার্য করবেন। তিনি সদকা গ্রহণ করবেন না। ছাগলের উপর ধাবিত হবেন না। শত্রুতা, ক্রোধ উঠিয়ে নেয়া হবে। প্রত্যেক প্রাণীর উষ্ণতা উঠিয়ে নেয়া হবে। এমনকি ছোট বাচ্চা তার হাত বিষধর (প্রাণীর গুহায়) ঢুকিয়ে দিবে, কিন্ত তাকে তা দংশন করবে না। আর ছোট শিশুর সাথে সিংহের দেখা হবে কিন্তু সিংহ তাকে কোন ক্ষতি করবে না। আর কেমন যেন গরুর পালে সিংহ পালের কুকুর। এমনিভাবে সাপ ছাগলের পালের ভিতর কেমন যেন ছাগলের পালের কুকুর। আর সমস্ত দুনিয়ায় ইসলাম ভরে যাবে। আর কাফেরদের থেকে তাদের রাজ্য ছিনিয়ে নেয়া হবে। ফলে পৃথিবীতে ইসলামের রাজ্য ব্যতীত অন্য কোন রাজ্য থাকবে না। আর যমীনের রৌপ্যের জাগরণ হবে। ফলে যমীনে তার ফসল ফলাবে যেমন নাকি হযরত আদম আলাইহিস সালামের সময় ছিল। দলে দলে মানুষ একটি আঙ্গুরের থোকার নিকট জমায়েত হবে। আর তা থেকেই সবাই খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে খাবে। এমনিভাবে দলে দলে মানুষ একটি আনারের নিকট জমায়েত হবে। আর তা থেকে সকলেই খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে। এমনিভাবে অন্যান্য মাল সম্পদে জাগরণ ঘটবে। আর খুব কম মূল্যে ঘোড়া পাওয়া যাবে।”

হাদিস নং ১৫৯০

হযরত কা’ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাসীহ ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম পশ্চিম দামেস্কের সাদা ব্রিজের উপর গাছের দিকে অবতরণ করবেন। তাকে একটি ঘোড়া বহন করে আনবে। তার হাত দুটি দুইজন ফেরেশতার কাঁধে থাকবে। তার উপর দুটি চাদর থাকবে। তন্মধ্যে একটি হবে দেহের নিম্নাংশে পরিহিত, আরেকটি হবে দেহের উপর পরিহিত। যখন তিনি মাথা নিঁচু করবেন তখন তার মাথা হতে মুক্তার মতো

টপ টপ করে পড়বে। অতঃপর তার নিকট ইহুদিগণ আসবে এবং তারা বলবে আমরা আপনার সাথী। তখন তিনি বলবেন, তোমরা মিথ্যা বলছো। অতঃপর তার নিকটে নাসারাগণ আসবে এবং বলবে আমরা আপনার সাথী। তখন তিনি বলবেন, তোমরা মিথ্যা বলছো। বরং আমার সাথী হল, যুদ্ধের অবশিষ্ট সাথীগণ। অতঃপর তার নিকট সকল মুসলমানগণ আসবে। এমনকি চিন্তিত হবে। অতঃপর তারা তাদের খলীফাকে পাবে। সে তাদের নিয়ে নামাজ আদায় করবে। অতঃপর সে (খলিফা) যখন মাসীহকে দেখবেন তখন তার জন্য অপেক্ষা করবেন। অতঃপর বলবেন, হে আল্লাহর মাসীহ! আমাদেরকে নিয়ে নামাজ আদায় করুন। তখন তিনি বলবেন, বরং আপনি আপনার সাথীদের নিয়ে নামাজ আদায় করুন। আর আল্লাহতা'আলা আপনার থেকে রাজি আছেন। আর আমি উজির হিসাবে প্রেরিত হয়েছি। আমি আমির হিসাবে প্রেরিত হই নাই। অতঃপর তাদের নিয়ে মুহাজিরদের খলিফা এক বা দুই রাকাত নামাজ আদায় করবেন। আর ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম তাদের মাঝে থাকবেন। অতঃপর মাসীহ আলাইহিস সালাম তার পরে তাদের জন্য নামাজ আদায় করবেন এবং তাদের খলিফাকে অপসারণ করবেন।

হাদিস নং ১৫৯১

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যারা দাজ্জালের সাথে থাকবে তাদের মাঝে শয়তান থাকবে। কিছু বনী আদম দাজ্জালের অনুসরণে লেগে থাকবে। অতঃপর তার নিকটে আসবে এবং তাদের কতিপয় তাকে বলবে তোমরা হলে শয়তান। আর নিশ্চই আল্লাহতা'আলা অচিরেই হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালামকে ইলিয়া নামক এলাকায় পরিচালিত করবেন। অতঃপর তিনি তাকে হত্যা করবেন। আর সেখানে মুসলমানদের দল ও তাদের খলিফা থাকবে। আর মুয়াযযিনের ফজরের আযান দেয়ার পর মুয়াযযিন মানুষের আওয়াজ শুনবে আর তা হল ঈসা ইবনে মারিয়াম

আলাইহিস সালাম। তখন ঈসা আলাইহিস সালাম নেমে আসবেন। অতঃপর লোকজন তাকে স্বাগত জানাবে। আর মানুষ তার আগমনের এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হওয়ার কারণে আনন্দিত হবে। অতঃপর তিনি মুয়াযযিনকে নামাজ পড়াতে বলবেন। অতঃপর লোকজন ঈসা আলাইহিস সালামকে বলবে, আমাদের নামাজ পড়ান। অতঃপর তিনি বলবেন, তোমরা তোমাদের ইমামের নিকট যাও। সে তোমাদের নিয়ে নামাজ আদায় করবে। কারণ সে কতইনা উত্তম ইমাম। অতঃপর তাদের ইমাম তাদেরকে নিয়ে নামাজ আদায় করবে। আর ঈসা আলাইহিস সালাম তাদের সাথে নামাজ আদায় করবেন। অতঃপর ইমাম ফিরে আসবেন এবং ঈসা আলাইহিস সালামের আনুগত্য স্বীকার করবেন। অতঃপর তিনি মানুষদের নিয়ে সফর করবেন। এমনকি যখন তিনি দাজ্জালকে দেখবেন যে, সে দ্রবীভূত হয়ে যাচ্ছে যেমন নাকি আলকাতরা দ্রবীভূত হয়। তখন তিনি তার দিকে যাবেন এবং আল্লাহতা'আলার ইচ্ছায় তাকে হত্যা করবেন এবং তার সাথে যাকে আল্লাহতা'আলা চাইবেন তাকেও হত্যা করবেন। অতঃপর তারা পৃথক হয়ে যাবে এবং প্রত্যেক গাছ ও পাথরের নিচে তারা নিঃশেষ হতে থাকবে। তখন গাছ বলবে, হে আল্লাহর বান্দা! হে মুসলিম, এই যে আমার নিচে ইহুদি তাকে হত্যা কর। এভাবে পাথরও ডাকতে থাকবে। তবে গারকাদ তথা ঝাউ গাছ বলবে না। কারণ সেটা ইহুদিদের গাছ। উক্ত গাছগুলো তার দিকে কাউকে ডাকবে না, যারা তার নিকটে থাকবে।" অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আমি তোমাদের নিকট এসব আলোচনা করতেছি যাতে তোমরা ভালভাবে উপলব্ধি করতে, বুঝতে ও স্মরণ রাখতে পার এবং তার ব্যাপারে জানতে পার। আর তোমরা তার ব্যাপারে তোমাদের পরে যারা আসবে তাদের নিকট আলোচনা করিও। এভাবে একে অপরের কাছে আলোচনা করবে। কেননা নিশ্চয়ই তার ফিতনা হল, সবচেয়ে বড় ফিতনা। অতঃপর তোমরা ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে জীবনযাপন করবে যেভাবে আল্লাহতা'আলা চান।"

হাদিস নং ১৫৯২

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম দালান অট্টলিকা ভেঙ্গে পড়বে।

হাদিস নং ১৫৯৩

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "ঈসা আলাইহিস সালামের এই শেষ বারের জীবনটা তার পূর্বের জীবনের মত হবে না। কারণ তার শেষ জীবনে তার উপর মৃত্যুর ভয় দেয়া হবে। তিনি মানুষের চেহারা স্পর্শ করবেন আর তাদের জান্নাতের সুসংবাদ দিবেন।"

হাদিস নং ১৫৯৪

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে যে জীবিত থাকবে সে অচিরেই দেখবে যে, ঈসা আলাইহিস সালামকে দেখবে ইমাম রূপে, সঠিক পথের দিশারী হিসাবে, এবং ন্যায়পরায়ণ বিচারক হিসাবে। তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন। শুকর হত্যা করবেন। জিযিয়া ধার্য্য করবেন এবং যুদ্ধ তার অস্ত্র রেখে দিবে। মুহাম্মাদ বলেন, আমি হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে এতটুকুই জানি যে, তিনি বলেন, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম দুই আজানের মাঝে অবতরণ করবেন। তার পরনের কাপড় থেকে পানি ঝরবে। আর তার উপর দুটি কাপড় থাকবে যা জড়ানো থাকবে বা পরিহিত অবস্থায় থাকবে। মুহাম্মাদ বলেন, আমি ধারণা করি যে, তারা উক্ত কথাগুলো কোন কিতাবে পেয়েছে। যা তারা জানেনা যে, তার রং কি? অতঃপর ঈসা আলাইহিস সালাম এই উম্মতের এক ব্যক্তির পিছনে নামাজ আদায় করবেন।

হাদিস নং ১৫৯৫

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যারা কুস্তুনতুনিয়া বিজয় করবে, তাদের নিকট দাজ্জালের আবির্ভাবের খবর

পৌঁছবে। অতঃপর তারা সামনে অগ্রসর হবে। এমনকি তারা দাজ্জালের সাথে বাইতুল মাকদাসে মিলিত হবে। আর সেখানে আট হাজার মহিলা ও বার হাজার যোদ্ধাকে আটকে রাখা হয়েছে। তারা অবশিষ্টদের মাঝে উত্তম ও অতিবাহিতদের মাঝে সৎ জনের ন্যায়। অতঃপর তারা মেঘের কুয়াশার মধ্যে থাকবে, আর তখনই সকাল হওয়ার সাথে সাথে কুয়াশা দূর হয়ে যাবে। আর তখন ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ) তাদের মাঝে আসবেন। তখন তাদের ইমাম হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ) কে তাদের নিয়ে নামাজ আদায়ের জন্য দায়িত্ব দিবেন। তখন হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম আসবেন এমনকি উক্ত দলের সম্মানার্থে তাদের ইমাম নামাজ আদায় করবেন। অতঃপর তারা দাজ্জালের শেষ সময়ে দাজ্জালের দিকে অগ্রসর হয়ে তাকে আঘাত করবে ও হত্যা করবে। আর তখনই যমীন চিৎকার করবে, কোন পাহাড়, গাছ বা জিনিস অবশিষ্ট থাকবে না, বরং প্রত্যেকেই বলবে, হে মুসলিম! এখানে আমার পিছনে ইহুদি, সুতরাং তাকে হত্যা কর। তবে গারক্বাদ (এক প্রকার গাছ বিশেষ) ব্যতিত। কেননা এটা ইহুদি গাছ। অতঃপর একজন ন্যায় বিচারক অবতরণ করবেন এবং ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শুকর হত্যা করবেন, জিযিয়া ধার্য করবেন। অতঃপর কুরাইশরা আমীরের পদ বলপূর্বক নিয়ে নিবে। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। আর তখন পৃথিবী রৌপ্যের কাঁচের বোতলের ন্যায় হবে। শত্রুতা, হিংসা ও বিদ্বেষ এবং প্রত্যেক কাঁটাওয়ালা বস্তু বা রোগজীবাণু উঠিয়ে নেয়া হবে। যেমনিভাবে পাত্র পানিতে ভরে গিয়ে পাত্রের পাশ দিয়ে পানি উবলে পড়তে থাকে ঠিক তেমনিভাবে পৃথিবীও শান্তিতে ভরে যাবে। এমনকি ছোট কিশোরী সিংহের মাথার উপর যাবে। সিংহ গরুর (পালের) ভিতর প্রবেশ করবে। আর বাঘ ছাগলের (পালের) ভিতর প্রবেশ করবে এবং বিশ দিরহামের বিনিময়ে একটি ঘোড়া বিক্রি হবে। একটি ষাড় অনেক মূল্যবান হবে। মানুষ সৎ হয়ে যাবে। তখন (মানুষ) আকাশকে আদেশ করবে ফলে আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে। (তারা যমীনকে আদেশ করবে, ফলে) যমীন ফসল উৎপন্ন করবে। এমনকি তাদের সময় হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর সময়ের মতো হয়ে যাবে।

এমনকি তারা একটি বেদানা ফল থেকে অনেক মানুষ খাবে। এবং এক গুচ্ছ হতে অনেক দল খাবে। তারা বলবে, হায়! আমাদের পূর্বপুরুষগণ যদি এ আরাম আয়েশ পেত!!

হাদিস নং ১৫৯৬

হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি সালেম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন যে, আমি হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কা'বা ঘরের নিকটে যেখানে মাকাম অবস্থিত সেখানে আমি একজন লোক যার মাথার চুল অকোঁকড়ানো, দুই হাত তার পায়ের উপর মাথা ঝরানো বা তার মাথা হতে পানি ঝরতেছে। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই ব্যক্তি কে? অতঃপর একজন বলল, ইনি ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম।"

হাদিস নং ১৫৯৭

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "অবশ্যই আমার উম্মতের কিছু লোক হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালামকে পাবে। তারা তোমাদের মতোই বা তাদের সৎ জনেরা তোমাদের মতো বা ভালো।"

হাদিস নং ১৫৯৮

হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তারা কুস্তুনতুনিয়ার গণীমাত বন্টন করতে থাকবে, তখন তাদের নিকট দাজ্জালের খবর আসবে। তখন তারা তাদের হাতে যা থাকবে তা প্রত্যাখ্যান করে সামনে অগ্রসর হবে। অতঃপর তারা বাইতুল মাকদাসে মিলিত হবে। অতঃপর মুসলমানদের আমীরের পিছনে নামাজ আদায় করবে। অতঃপর আল্লাহতা'আলা হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম এর উপর ইয়াজুজ মাজুজ এর প্রতি যাওয়ার ব্যাপারে অহী প্রেরণ করবেন। অতঃপর যমীন দুনিয়ার শুরু থেকে যে গুপ্তধন তার ভিতর গুপ্ত ছিল তা বের করে

দিবে। অতঃপর সাত বছর অবস্থান করবে। অতঃপর আল্লাহতা'আলা মুমিনদের রুহ কবজকারী বাতাস প্রেরণ করবেন।

হাদিস নং ১৫৯৯

হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম দামেস্কের পূর্বদিকের গেইটের নিকটে যে মিনার রয়েছে, সেটার নিকটে অবতরণ করবেন। আর তিনি হবেন হলুদ বর্ণের একজন যুবক। তার সাথে দুইজন ফেরেস্তা থাকবে। তিনি তাদের কাঁধের উপর ভর করে থাকবেন। যে কাফের তার নিঃশ্বাস বা বাতাস পাবে, সে মারা যাবে। আর এটা একারণে যে, তার নিঃশ্বাস তার দৃষ্টিশক্তির সীমা পর্যন্ত পৌঁছবে। অতঃপর দাজ্জাল তাঁর নিঃশ্বাস পাবে। অতঃপর সে মোমবাতির গলার ন্যায় গলে যাবে। (শক্তিহীন হয়ে যাবে) তারপর সে মারা যাবে। হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম বাইতুল মাকদাসে যে সকল মুসলমান রয়েছে তাদের দিকে সফর করবেন। তাদেরকে দাজ্জালের হত্যার সংবাদ দিবেন। এক ওয়াক্ত নামাজ তাদের আমীরের পিছনে আদায় করবেন। অতঃপর ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম তাদের জন্য নামাজ আদায় করবেন। আর এটাই হল মালহামা বা লড়াই। অতঃপর অবশিষ্ট খ্রীষ্টান ইসলাম গ্রহণ করবে। ঈসা আলাইহিস সালাম (তাদের মাঝে) অবস্থান করবেন এবং তাদেরকে জান্নাতের মধ্যে তাদের অবস্থানের ব্যাপারে সুসংবাদ দিবেন।

হাদিস নং ১৬০০

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম এর অবতরণের জন্য মসজিদসমূহ সংস্কার করা হবে। ফলে ক্রুশ ধ্বংস করবে, শুকর হত্যা করবে, জিযিয়া ধার্য করবে। অতঃপর তিনি ঘুরলেন এবং আমাকে নতুন গোত্রের মধ্যে আমাকে দেখলেন এবং বললেন, হে আমার ভ্রাতুস্পুত্র! যদি তুমি তাকে পাও, তাহলে তাকে আমার পক্ষ থেকে সালাম দিও।

হাদিস নং ১৬০১

হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন যে, যখন দাজ্জাল আফীক নামক ঘাঁটিতে পৌছবে, তখন তার ছায়া মুসলমানদের উপর পড়বে। তখন তারা তাকে হত্যা করার জন্য তাদের ধনুকে তীর সংযোজন করবে। অতঃপর তারা একটি আওয়াজ শুনবে, হে মানুষ সকল! তোমাদের নিকট সাহায্য এসে গেছে। আর তারা ক্ষুধার কারণে দূর্বল হয়ে গেছে। অতঃপর তারা বলবে, এটা পরিতৃপ্ত ব্যক্তির কথা। তারা এ কথাটা তিনবার শুনবে। আর যমীন তার আলো দিয়ে আলোকিত করবে। কা'বার প্রতিপালকের কসম! অতঃপর হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন এবং সকলকে ডেকে বলবেন, হে মুসলিম জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রশংসা কর। তার তাসবীহ পাঠ কর। প্রশংসা ধ্বনি কর। তার নামের তাকবীর দাও। অতঃপর তারা তাই করবে। অতঃপর তারা পালানোর জন্য একে দৌড়ে পাল্লা দিবে। এবং তারা তা দ্রুতভাবে করবে। অতঃপর যখন তারা অর্ধেক সময়ের মধ্যে লুদ দরজায় আসবে, তখন আল্লাহতা'আলা তাদের উপর যমীন খাটো করে দিবেন। তারা ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম এর সমর্থন করবে। আর ঈসা আলাইহিস সালাম লুদ এর দরজায় অবতরণ করবেন। অতঃপর যখন সে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কে দেখবে তখন সে বলবে, নামাজ কায়েম কর। তখন দাজ্জাল বলবে, হে আল্লাহর নবী! নামাজ কায়েম হয়ে গেছে। তখন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলবেন, হে আল্লাহর শত্রু! তোমার জন্য কায়েম হয়েছে। সুতরাং সামনে অগ্রসর হও ও নামাজ আদায় কর। অতঃপর যখন সামনে অগ্রসর হয়ে নামাজ আদায় করবে, তখন হযরত ঈসা (আ) বলবেন, হে আল্লাহর শত্রু! তুমিতো ধারণা কর যে, তুমি পৃথিবীর পালনকর্তা। সুতরাং কেন নামাজ আদায় করলে? অতঃপর তিনি তার সাথে থাকা মোটা লাঠি দিয়ে দাজ্জালকে আঘাত করে হত্যা করবেন। সুতরাং কোন জিনিসের নিচে বা পিছনে (লুকানো) তার কোন সাহায্যকারী অবশিষ্ট

থাকবে না। কেনান প্রত্যেক জিনিসই ডেকে ডেকে বলবে, হে মুমিন! এই যে দাজ্জালি, তাকে হত্যা কর।

হাদিস নং ১৬০২

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কতিপয় সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন যে, সিরিয়ার পাহাড়সমূহের কোন এক পাহাড়ে দাজ্জাল সিরিয়ার মুসলমানদের অবরুদ্ধ করে রাখবে। তারা দাজ্জালকে হত্যা করতে চাইবে। তখন তাদেরকে এমন এক অন্ধকার ঘিরে ধরবে যে, উক্ত অন্ধকারে কোন ব্যক্তি তার হাত দেখতে পারবে না। অতঃপর ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন অতঃপর তাদের থেকে অন্ধকার দূর হয়ে যাবে (আর তারা দেখবে যে,) তাদের মাঝে এমন একজন লোক যার উপর তার বর্ম থাকবে। অতঃপর তারা বলবে, হে আল্লাহর বান্দা তুমি কে? তখন তিনি বলবেন, আমি আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল। তার রূহ ও কালিমা, ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম। তোমরা তিনটি বিষয়ের কোন একটি গ্রহণ কর। হয়তো আল্লাহতা'আলা দাজ্জাল ও তার দলের উপর আকাশ হতে শাস্তি প্রেরণ করবেন বা আল্লাহতা'আলা তাদেরকে যমীনে দাবিয়ে দিবেন বা তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের হাতিয়ার চাপিয়ে দেয়া হবে আর তাদের হাতির সংকুচিত করে দেয়া হবে। অতঃপর তারা বলবে, হে আল্লাহর রাসূল এটিই (তৃতীয়) আমাদের নফস ও আত্মার জন্য বেশি প্রশান্তিকারক। তিনি বলেন, সেদিন অধিক পানাহারকারী, লম্বা, বড় দেহের অধিকারী ইহুদিকে দেখা যাবে যে, সে ভয়ের কারণে তার তরবারী উঠাতে পারবে না। অতঃপর তারা তাদের দিকে অবতরণ করবে। আর যখন দাজ্জাল হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালামকে দেখবে তখন সে সীসা গলে যাওয়ার মতো সে গলে যাবে। (শক্তিহীন হয়ে যাবে।) এমনকি হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তার নিকট আসবে বা তাকে পাবে এবং তাকে হত্যা করে দিবে।

হাদিস নং ১৬০৩

হযরত সালেম তার পিতা হতে, তার পিতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "ইহুদিরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে। আর তাতে তোমাদেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। এমনকি পাথরও বলবে, হে মুসলিম! এখানে আমার পিছনে ইহুদি আছে। তাকে হত্যা কর।"

হাদিস নং ১৬০৪

হযরত ইবনু মুসাইয়িব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, "ঐ সত্ত্বার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই হয়তো, তোমাদের মাঝে হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক, সঠিক নেতা, হিসেবে অবতরণ করবে। সে ক্রুশ ধ্বংস করবে, শুকর হত্যা করবে, জিযিয়া ধার্য করবে। এত পরিমাণে অধিক সম্পদ হবে যে, মানুষ তা গ্রহণ করবে না।"

হাদিস নং ১৬০৫

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, "তোমাদের অবস্থা কেমন হবে, যখন হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম তোমাদের মাঝে অবতরণ করবে। অথবা তিনি বলেছেন, তোমাদের হতে তোমাদের নেতা।"

হাদিস নং ১৬০৬

হযরত হানযালা আল আসলামী হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ঐ সত্ত্বার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম হজ্ব বা উমরার সময়ে রাওহার গিরিপথ হতে তাকবীর দিবে অথবা সে উভয় সময়ে পুনরাবৃত্তি করবে। (হজ্ব ও

উমরার সময় তাকবীর দিবে)।”

হাদিস নং ১৬০৭

হযরত ইবনে তাউস তার পিতা হতে বর্ণনা করে বলেন যে, তার পিতা তার নিকট বর্ণনা করে বলেন যে, ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম একজন সঠিক পথপ্রদর্শনকারী নেতা ও ন্যায়নিষ্ঠ হিসেবে অবতরণ করবেন। যখন তিনি অবতরণ করবেন তখন তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শুকর হত্যা করবেন, জিযিয়া ধার্য করবেন। (তখন) সকল জাতি এক হয়ে যাবে। যমীনে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। এমনকি সিংহ গাভীর সাথে থাকবে আর গাভী সিংহকে নিজেদের গাভী মনে করবে। এমনিভাবে বাঘ ছাগলের সাথে থাকবে আর ছাগল বাঘকে নিজেদের কুকুর মনে করবে। প্রত্যেক কাঁটাদার বা কষ্টদায়ক জিনিস অপসারিত করা হবে। মানুষ সাপের মাথার উপর পাড়াবে তবুও সাপ তাকে ক্ষতি করবে না। কিশোরী ছোট কুকুরছানা বসানোর মতো সিংহকে বসাবে (বাগে আনবে)। আর এক আরবী ঘোড়ার মূল্য হবে বিশ দিরহাম।

হাদিস নং ১৬০৮

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয়ই নবীগণ (সম্পর্কে একে অপরের) বৈপিত্রিয় ভাই। কারণ তাদের দ্বীন এক, তবে মাতা ভিন্ন ভিন্ন। তাদের সন্তান ঈসা ইবনে মারিয়াম আমার সাথে। আমার ও তার মাঝে কোন নবী নেই। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন। সুতরাং তোমরা তাকে চিনিও। সে হবে) মাঝারি গড়নের একজন লোক। (গায়ের রং) সাদা ও রক্তিম বর্ণের দিকে (ধাবিত)। সে শুকর হত্যা করবে, ক্রুশ ধ্বংস করবে, জিযিয়া ধার্য করবে। সে ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করবে না। আর তার আহ্বান হবে সমগ্র পৃথিবীর প্রতিপালক এক আল্লাহর জন্য। আর তার সময়ে বিষয়গুলি এমন হবে যে, সিংহ গরুর সাথে থাকবে, বাঘ ছাগলের সাথে থাকবে, শিশুরা সাপের সাথে খেলা করবে, একে অপরের কোন ক্ষতি করবে না।”

হাদিস নং ১৬০৯

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ সময় পর্যন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম নিষ্ঠ নেতা ও ন্যায় বিচারক শাসক হিসেবে অবতীর্ণ হন। (এমনিভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না) কুরাইশরা জোরপূর্বক নেতৃত্ব নেয়, শুকর হত্যা করা হয়, ক্রুশ ধ্বংস করা হয়, জিযিয়া ধার্য করা হয়, সিজদা একমাত্র আল্লাহতা'আলার জন্য করা হয়, যুদ্ধ বন্ধ হয়, পাত্র পানিতে ভরে যাওয়ার মতো পৃথিবী শান্তিতে ভরে যায়, পৃথিবী সবুজ শ্যামল বিশিষ্ট কাচ পাত্রের মতো হয়, শত্রুতা ঘৃণা বিদ্বেষ উঠিয়ে নেয়া হয়, বাঘ ছাগলের পালে কুকুরের মতো হয়, সিংহ গরুর (পালের) মধ্যে গরুর বাচ্চার মতো হয়। (এসকল বিষয় হওয়ার পরই কিয়ামাত সংগঠিত হবে।)

হাদিস নং ১৬১০

হযরত ইবনে তাউস তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা তার নিকট বর্ণনা করেছেন, একটি আরবি ঘোড়ার মূল্য বিশ দিরহাম হবে। আর ষাড় এভাবে এভাবে দাঁড়াবে। আর পৃথিবী তার পূর্বের রুপে হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর সময়ে যেমন ছিল তেমন ফিরে যাবে। একটি আঙ্গুরের থোকা হতে অনেক সংখ্যা বিশিষ্ট দল খাবে। আর একটি বেদানা এমন হবে, যা হতে অনেক সংখ্যা বিশিষ্ট দল খাবে।

হাদিস নং ১৬১১

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সম্ভবত তোমাদের মাঝে ঈসা ইবনে মারিয়াম একজন ন্যায় শাসক হিসেবে অবতরণ করবে। সে ক্রুশ ধ্বংস করবে, শুকর হত্যা করবে, জিযিয়া ধার্য করা হবে। এত পরিমাণে অধিক সম্পদ হবে যে, মানুষ সম্পদ গ্রহণ করবে না।"

হাদিস নং ১৬১২

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন। যখন দাজ্জাল তাকে দেখবে, তখন সে চর্বি গলার ন্যায় গলে যাবে। অতঃপর তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন। আর তিনি দাজ্জাল থেকে ইহুদিদের আলাদা করবেন। এমনকি পাথরও বলবে, হে আল্লাহর বান্দা মুসলিম! এখানে আমার নিকটে ইহুদি, এখানে আসো ও তাকে হত্যা কর।

হাদিস নং ১৬১৩

হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জাল বাইতুল মাকদাসে মুসলমানদের সীমাবদ্ধ করে রাখবে। ফলে তাদের ক্ষুধায় তীব্র কষ্ট হবে। এমনকি তারা ক্ষুধার তাড়নায় তাদের ধনুকের ছিলা খাবে। তাদের ঐ অবস্থায় তারা অন্ধকারের মধ্যে একটি আওয়াজ শুনবে। তখন তারা বলবে নিশ্চয়ই এটা পরিতৃপ্ত ব্যক্তির আওয়াজ। তিনি বলেন, অতঃপর তারা তাকাবে আর তখনই ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম সেখানে থাকবেন। তিনি বলেন, অতঃপর নামাজ কায়েম করা হবে। অতঃপর মুসলমানদের ইমামকে মাহদী ফিরিয়ে দিবেন। তারপর ঈসা আলাইহিস সালাম বলবেন, সামনে অগ্রসর হও। কেননা তোমার জন্য নামাজ কায়েম করা হয়েছে। ফলে উক্ত ব্যক্তি তাদের নিয়ে ঐ নামাজ আদায় করবে। তিনি বলেন, অতঃপর ঈসা আলাইহিস সালাম ইমাম হবে।

৫৩ ঈসা (আঃ) নেমে আসার পর উনার বাকি সময়

হাদিস নং ১৬১৪

হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ঈসা আলাইহিস সালাম তার নিকটে কম লোক দেখলো, তখন সে আল্লাহতা'আলার ব্যাপারে সন্দেহ করলো। তখন আল্লাহতা'আলা বললেন, আমি তোমাকে আমার নিকট উত্তলনকারী ও মৃত্যুদানকারী। আর আমি মৃত্যুবরণকারীকে আমার নিকটে উঠাই না। আর আমিই তোমাকে অন্ধ দাজ্জালের নিকট প্রেরণকারী। তারপর তুমি তাকে হত্যা করবে। অতঃপর তুমি চব্বিশ বছর জীবিত থাকবে। অতঃপর আমি তোমাকে সত্যিকার অর্থে মৃত্যু দান করবো। হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঐ কথার উদ্দেশ্য হল, তুমি এমন জাতিকে কিভাবে ধ্বংস করবে, যার শুরুতে আমি আর শেষে মাসীহ।

হাদিস নং ১৬১৫

হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম দশ বছর জীবিত থাকবেন। তিনি মুমিনদেরকে জান্নাতে তাদের মর্যাদা সম্পর্কে সুসংবাদ দিবেন।

হাদিস নং ১৬১৬

হযরত সুলাইমান ইবনে ঈসা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, যখন ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে হত্যা করবেন, তখন তিনি বাইতুল মাকদাসে ফিরে যাবেন। অতঃপর তিনি হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর শ্বশুর হযরত শুয়াইব আলাইহিস সালাম এর বংশে বিবাহ করবেন। আর তারা হবে কুষ্ঠো রোগওয়ালা। অতঃপর তাদের মাঝে তার সন্তান হবে। আর তিনি উনিশ বছর অবস্থান করবেন। (তার সময়ে) কোন নেতা হবে না, কোন কার্য তদারককারী (পুলিশ) হবে

না, কোন বাদশা হবে না।

হাদিস নং ১৬১৭

হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ভালো একটি বাতাস আসবে, আর তা ঈসা আলাইহিস সালাম ও মুমিনদের রুহ কবজ করে নিবে।

হাদিস নং ১৬১৮

হযরত তুবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈসা আলাইহিস সালাম ও তার সাথীরা ইয়াজুজ মা'জুজের পরে বাইতুল মাকদাসে প্রস্থান করবে। অতঃপর তারা বলবে, এখন যুদ্ধ তার হাতিয়ার রেখে দিয়েছে। (যুদ্ধ শেষ হলো।) অতঃপর আল্লাহতা'আলার ইচ্ছায় যমীন তার ভিতরে দুনিয়ার শুরু থেকে থাকা গুপ্তধন বের করে দিবে। অতঃপর ঈসা আলাইহিস সালাম ও মুমিনগণ বাইতুল মাকদাসে অনেক বছর জীবনযাপন করবে। অতঃপর আল্লাহতা'আলা এমন বাতাস প্রেরণ করবেন যা রুহ কবজ করে নিবে।

হাদিস নং ১৬১৯

হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন, যখন ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করা হবে। তখন তারা সূর্য পশ্চিম দিকে উঠার রাত্রি পর্যন্ত এবং দাব্বাতুল আরদ বের হওয়ার চল্লিশ বছর পর পর্যন্ত জীবনযাপন করবে। (উক্ত সময়ের মধ্যে) কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে না, অসুস্থও হবে না। লোক তার ছাগল ও চতুস্পদ জন্তুকে বলবে, তোমরা যাও এবং অমুক অমুক জায়গায় বিচরণ কর। আর অমুক অমুক সময় ফিরে এসো। প্রাণী দুই শস্য ক্ষেতে মাঝ দিয়ে যাবে অথচ তা থেকে একটি শস্য দানাও খাবে না এবং পায়ের খুর দ্বারা কাঠও ভাঙ্গবে না। সাপ, বিচ্ছু প্রকাশ্যে থাকবে অথচ কাউকে কষ্ট দিবে না। মানুষ এক সাথ বা এক মুদ গম বা যব নিয়ে যমীনের উপর ছড়িয়ে দিবে কোন চাষ করতে হবে না,

কষ্টও করতে হবে না। তখন এক মুদের মধ্যে সাতশত মুদ প্রবেশ করবে। (এক মুদে সাতশত মুদ ফসল হবে।)

হাদিস নং ১৬২০

হযরত তুবাই' রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম চল্লিশ বছর জীবিত থাকবেন।

হাদিস নং ১৬২১

হযরত ইউসুফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম তার পিতা হতে বর্ণনা করে বলেন, আমরা তাওরাতে পেয়েছি যে, হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালামকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে দাফন করা হবে। আবু মাওদূদ বলেন, তার কবরের জায়গা ঘরের মধ্যে অবশিষ্ট রয়েছে।

হাদিস নং ১৬২২

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন, হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন এবং চল্লিশ বছর জীবিত থাকবেন।

হাদিস নং ১৬২৩

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে চল্লিশ বছর বসবাস করবেন। যদি তিনি নদীর তলদেশকে আদেশ করেন যে, তুমি মধু হয়ে প্রবাহিত হও। তাহলে তা অবশ্যই মধু হয়ে প্রবহিত হবে।

হাদিস নং ১৬২৪

হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম অবতরণের পর চল্লিশ বছর জীবিত থাকবেন। ওয়ালিদ বলেন, আমি দানইয়ালে এরূপই পড়েছি।

হাদিস নং ১৬২৫

হযরত আরতাত রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জালের পর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ত্রিশ বছর জীবিত থাকবেন। আর প্রত্যেক বছর তিনি মক্কায় এসে নামাজ আদায় করবেন এবং তাকবীর দিবেন।

৫৪ ইয়াজুজ মাজুজদের আবির্ভাব

হাদিস নং ১৬২৬

হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহান আল্লাহতা'আলা ইয়াজুজ মাজুজদের তিন ভাগে সৃষ্টি করেছেন। প্রথমভাগ; বিশেষ বৃক্ষের কাঠের ন্যায়। দ্বিতীয়ভাগ; তারা লম্বায় চারগজ, অনুরূপ পার্শ্বেও। আরা শক্তিশালী। তৃতীয়ভাগ; তারা তাদের এক কানকে বিছানা বানিয়ে শয়ন করে, আরেক কান গায়ে জড়ায়। আর তারা তাদের মহিলাদের সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সময় যা বের হয় তা খায়।

হাদিস নং ১৬২৭

হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াজুজ মাজুজের আশ্রয়স্থল হল তূর পাহাড়। আর তাদের যুদ্ধ হল দামেস্কে।

হাদিস নং ১৬২৮

হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের থেকে ইয়াজুজ মাজুজ সাত দলে বেশি হবে।

হাদিস নং ১৬২৯

হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, ইয়াজুজ মাজুজের জন্য নিচের যে দরজা খোলা হবে, সেটা চৌকাঠ চব্বিশ গজ প্রশস্ত হবে। বর্শার ফলক তা গোপন রাখবে।

হাদিস নং ১৬৩০

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পৃথিবী সাত ভাগে বিভক্ত। উহার ছয় ভাগ ইয়াজুজ মাজুজ এর জন্য। আর বাকী কিছু অংশ সমস্ত সৃষ্টিজীবের জন্য। হযরত হাসসান ইবনে আতিয়া বলেন, ইয়াজুজ মাজুজ দুই জাতিতে বিভক্ত। আর প্রত্যেক জাতিতে একলাখ জাতি। একজাতি অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্য নয়। কোন পুরুষ তার সন্তানদের একশত চক্ষু না দেখা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে না।

হাদিস নং ১৬৩১

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম তার পিতা হতে বর্ণনা করে বলেন, নিশ্চয়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, নিশ্চয়ই ইয়াজুজ মাজুজ বের হবে। তাদের প্রথমজন তাবরিয়ার জলাশয় দিয়ে বের হবে। অতঃপর তারা তা পান করে ফেলবে। অতঃপর তাদের শেষজন সেখানে আসবে আর তারা বলবে, কেমন যেন এখানে একবার পানি ছিল। যখন তারা পৃথিবীতে শক্তিশালী হয়ে উঠবে, তখন তারা বলবে আমরা পৃথিবীতে শক্তিশালী হয়েছি, সুতরাং আসো আমরা আসমানবাসীদের সাথে যুদ্ধ করি। তখন সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুসলমানগণ কোথায় থাকবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, তারা দূর্গ বানাবে। অতঃপর আল্লাহতা'আলা মেঘ প্রেরণ করবেন যাকে আনান বলা হয়। আর এরূপ নামই আল্লাহতা'আলার নিকটে। অতঃপর তারা (উক্ত মেঘ লক্ষ করে) তীর নিক্ষেপ করবে। আর তাদের তীরগুলো রক্তমিশ্রিত অবস্থায় নিচে পড়বে। অতঃপর তারা বলবে, আমরা আল্লাহকে হত্যা করেছি। অথচ আল্লাহতা'আলাই তাদের হত্যাকারী। অতঃপর তারা যতক্ষণ আল্লাহতা'আলা চান জীবনযাপন করবে। অতঃপর আল্লাহতা'আলা মেঘের কাছে অহী পাঠাবেন ফলে মেঘ তাদের উপর উটের নাকের কীটের মতো একপ্রকার কীট বর্ষণ করবে। উক্ত কীটগুলো বের হয়ে তাদের প্রত্যেকের ঘাড়ে ধরবে এবং তাকে হত্যা করে দিবে। তাদের এ অবস্থা যখন হবে তখন

মুসলমানদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বলবে, আমার জন্য দরজাটা খুলে দাও, আমি বের হয়ে আল্লাহ শত্রুরা কি করেছে তা দেখবো। হয়তো আল্লাহতা'আলা তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। অতঃপর সে বের হয়ে তাদের নিকটে এসে তাদেরকে মৃত দাঁড়ানো অবস্থায় পাবে। তারা একে অপরের উপরে থাকবে। অতঃপর সে আল্লাহতা'আলার প্রশংসা করবে এবং তার সাথীদের ডেকে বলবে, আল্লাহতা'আলা তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহতা'আলা বৃষ্টি প্রেরণ করে তাদের হতে পৃথিবী ধৌত করবেন। তিনি বলেন, অতঃপর মুসলমানগণ তাদের তীর ধনুক দিয়ে এত এত বছর আগুণ জ্বালাবে। আর মুসলমানদের জন্তু তাদের মৃতদেহ হতে খাবে এবং তাদের উপর মোটা তাজা হবে।

হাদিস নং ১৬৩২

হযরত কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি ইয়াজুজ মাজুজের জীর্ণ কাপড় দেখেছি। আর মানুষ আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কিভাবে দেখেছ? উত্তরে সাহাবী বলল, আমি তা দেখেটি ডোরাকাটা সজ্জিত এর মতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি সত্য বলেছ। ঐ সত্ত্বার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, আমি তাদের জীর্ণ পোষাক দেখেছি স্বর্ণের ইটের এবং সীসার ইটের।

হাদিস নং ১৬৩৩

হযরত তুবাই হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে হত্যা করবেন। তখন আল্লাহতা'আলা তার নিকট অহী প্রেরণ করবেন এ বলে যে, আপনি ও আপনার সাথে মুমিনদের যারা রয়েছে তাদের নিয়ে তুর পাহাড়ে চলে যান। কেননা আমার বান্দা বের হয়েছে। আমি ব্যতীত অন্য কেই তাদের বশে আনতে পারবে না। সেদিন শিশু ও নারী ব্যতীত মুমিনগণ বার দলে বিভক্ত হবে। অতঃপর ইয়াজুজ

মাজুজ বের হয়ে প্রত্যেক উঁচু ভূমি দিয়ে চলবে। তারা যে পানির উপর দিয়ে যাবে তা শেষ করে দিবে। আর সেদিন পানি কম হয়ে যাবে। দাজ্জালের বের হওয়ার জায়গা নিচে নেমে যাবে এমনকি তারা তাবরিয়ার জলাশয় পর্যন্ত শেষ করবে। তাদের শেষজন বলবে, এখানে একবার পানি ছিল। অতঃপর তারা একে অপরের সামনে আসবে এবং বলবে, আর কতক্ষণ, আমরাতো পৃথিবীবাসীদের পরাভূত করেছি। চলো আমরা আসমানবাসীদের সাথে যুদ্ধ করি। অতঃপর তারা তাদের তীর আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। আর তাদের তীর রক্তমাখা অবস্থায় ফিরে আসবে। অতঃপর আল্লাহতা'আলা তাদের উপর নাগাফ নামের পোকা প্রেরণ করবেন। (উক্ত পোকাগুলো) তাদের ঘাড়ে ধরবে। অতঃপর আল্লাহতা'আলা তাদের ধ্বংস করে দিবেন। এমনকি যমীন তাদের মৃতদেহের গন্ধে গন্ধময় হয়ে যাবে। মুমিনগণ যেখানে থাকবে, সেখানেই তাদের কষ্ট বা আযাবের কথা মুমিনদের নিকট পৌঁছবে। অতঃপর মুমিনগণ হযরত ঈসা ইবনে মাররিয়াম আলাইহিস সালাম এর নিকট আসবে এবং বলবে, নিশ্চয়ই আমরা বাতাস পাচ্ছি যার উপর আমাদের ধৈর্যধারণ নেই। (আমরা ধৈর্যধারণ করতে পারবো না।) আর আমাদের শক্তিও নেই। অতঃপর ঈসা আলাইহিস সালাম ও মুমিনগণ তার প্রতিপালকের কাছে দুআ' করবে। অতঃপর আল্লাহতা'আলা আবাবিল পাখি প্রেরণ করবেন। তা তাদেরকে বহন করে যমীনের দূরে নিক্ষেপ করবে। এমনকি তাদের চর্বি ও রক্ত হতে ঝিনুকের ন্যায় হয়ে যাবে। অতঃপর তারা অনেক বছর জীবিত থাকবে। তাদের হাতিয়ার হতে জ্বালানোর কাষ্ঠ বানাবে। অতঃপর তারা সাত বছর জীবিত থাকবে। তারপর আল্লাহতা'আলা মুমিনদের রূহ কবজের জন্য বাতাস প্রেরণ করবেন।

হাদিস নং ১৬৩৪

হযরত যামরা ইবনে হাবীব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জুবাইর ইবনে নুফাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি যে, ইয়াজুজু মাজুজ তিন প্রকারের হবে। এক প্রকার হল- চিরহরিৎ বৃক্ষবিশেষ ও শুরবাইন (শারবীন)

বৃক্ষবিশেষের মতো লম্বা হবে। আবু জাফর বলেন, আযর হল গাছের মতো। আকাশের দিকে একশত গজ বা একশত বিশ গজ অথবা এর থেকে কম বেশি উঠে। (লম্বা হয়।) আরেক প্রকার হল- তাদের লম্ব ও প্রস্থ সমান। শেষ প্রকার হল- পুরুষরা তাদের এক কান বিছানা বানায়। আরেক কান গায়ে জড়ায়। উক্ত কান দ্বারা সমস্ত শরীর ঢেকে রাখে।

হাদিস নং ১৬৩৫

হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চই ড্রাগন বা দানব জীবিত হয়ে স্থলভাগে বসবাসকারীদের কষ্ট দিবে। অতঃপর আল্লাহতা'আলা দানবকে স্থল থেকে জলে নিক্ষেপ করবেন। অতঃপর যখন জলভাগের প্রাণীরা চিৎকার করবে, তখন আল্লাহতা'আলা এমন প্রাণী প্রেরণ করবেন যা দানবকে জলভাগ থেকে স্তলভাগে ইয়াজুজ মাজুজের নিকট নিয়ে যাবে। অতঃপর উক্ত দানবকে তাদের জন্য খাবার বানাবে।

হাদিস নং ১৬৩৬

হযরত আযদাদ ইবনে আফলাহ আল মাকরাই' হতে বর্ণিত। তিনি এবং জাবের ইবনে আযদাদ আল মাকরাই' কালীলের রাহেত (যুদ্ধ) শেষে তাদের বাড়ীতে ফিরতে ছিলেন। অর্থাৎ গাযওয়ার পর উহাকে রাহেত বলা হয়। তখন জাবের তাকে বলল, তুমি কি আমর বিকালীর সাথে সাক্ষাত করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, অতঃপর আমরা গেলাম এবং তার বাড়ীতে প্রবেশ করলাম। আমরা সেখানে একটি দল পেলাম যারা তাকে ঘিরে বসে আছে। আর তিনি তাদের সাথে বসে কথা বলতেছেন। অতঃপর এক ব্যক্তি দানব সম্পর্কে কথা বলল। অতঃপর আমর বললেন, তোমরা কি জান, দানব কেমন হবে? দানব একটি সাপ হবে, আর তা অন্য সাপের উপর আক্রমণ করে খেয়ে ফেলবে। অতঃপর অনেক সাপ খেয়ে বড় হবে এবং ফুলে যাবে। অতঃপর উহার বিষ বাড়বে এমনকি দগ্ধ হয়ে যাবে। যখন দানব স্থলভাগের প্রাণীদের উপর আক্রমণ করবে তখন আল্লাহতা'আলা তার পায়ের গোছা ধ্বংস করে দিবেন। অতঃপর তা নদীতে চলে যাবে। যাতে সে অশ্রু প্রবাহিত

করতে পারে। অতঃপর নদীর স্রোত উহাকে আঘাত করবে এমনকি (নদী থেকে বের করে) সাগরে প্রবেশ করাবে। তারপর উহা স্থলভাগের প্রাণীদের সাথে যে আচরণ করেছিল ঠিক সেই আচরণই সমুদের প্রাণীদের সাথে করবে। অতঃপর দানব বড় হবে এবং উহার বিষ বাড়বে। এমনকি সমুদ্রের প্রাণীরা আল্লাহতা'আলার নিকট এর থেকে বাঁচার জন্য চিৎকার করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা দানবের নিকট একজন ফেরেশতা প্রেরণ করবেন। উক্ত ফেরেশতা উহাকে নিক্ষেপ করে উহার মাথা পানি থেকে বের করবে। অতঃপর মেঘ ও বজ্র উহার নিকটবর্তী হয়ে উহাকে বহন করে ইয়াজুজ মাজুজের নিকট ফেলবে। এগুলো ইয়াজুজ মাজুজের খাদ্য হবে। উট, গরু যেভাবে জবাই করা হয় ঠিক সেভাবে তারা তা জবাই করবে।

হাদিস নং ১৬৩৭

হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু এরূপই বর্ণিত হয়েছে। তবে তার রেওয়ায়েতে একথাগুলো বেশি আছে- তাদের নিকট সমুদ্র থাকবে। যার নাম হল- রক্তের সমুদ্র। সেখানে দানব থাকবে। আর তাদের মধ্যে কেউ তাদের মহিলাদের সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সময় যা বের হয় তা খাবে। বনি আদমের সমষ্টির আধিক্যের উপর। তারা বনি আদমের চেয়ে সাত দলে বেশি হবে। পৃথিবী সমুদ্র অধিকার করবে না, তবে ষাঁড়ের বাসস্থান দ্বারা।

হাদিস নং ১৬৩৮

হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াজুজ মাজুজ বের হবে এবং তারা প্রত্যেক উঁচু জায়গা হতে দ্রুত আসবে। তাদের কোন বাদশা থাকবে না, শাসকও থাকবে না। তাদের মাথার উপর দিয়ে পাখি উড়বে। তবে তাদেরকে কাটতে পারবে না। এমনকি উহা কম্পন দিবে ও পড়ে যাবে। অতঃপর তারা উহা গ্রহণ করবে। তারপর তাদের আগে আগমণকারীরা তাবরীয়ার জলাশয়ে যাবে এবং উহার পানি যেভাবে আছে তা পান করে নিবে। তাদের পরে আগমনকারীরা আসবে এবং তাদের বল্লম সেখানে প্রবেশ করাবে। অতঃপর তারা বলবে, এখাবে একবার পানি ছিল।

তিনি বলেন, অতঃপর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলবেন, তোমাদের নিকট একটি জাতি এসেছে, যাদের সাথে আল্লাহতা'আলা ব্যতীত আর কেউ পারবেনা। অতঃপর তিনি তার সাথীদের নিয়ে তূর পাহাড়ের দিকে চলে যাবেন। সেখানে তারা ক্ষুধার্ত থাকবে, এমনকি গাধার মাথার মূল্য একশত দিরহাম হবে। তিনি বলেন, ইয়াজুজ মাজুজ বলবে, আমরা দুনিয়াবাসীদের হত্যা করে ফেলেছি। চলো আমরা আসমানবাসীদের হত্যা করি। অতঃপর তারা আকাশে তীর ও বল্লম নিক্ষেপ করবে। আর তা রক্তমাখা অবস্থায় ফিরে আসবে। তখন তারা বলবে, আমরা আসমানবাসীদের হত্যা করেছি। অতঃপর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও মুমিনগণ তাদের জন্য বদদোয়া করবে এবং তাদেরকে আহ্বান করবে। তখন মাত্র বিশজন তার ডাকে সাড়া দিবে। তখন তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি এভাবে এভাবে ঝুলবে। তাদের একজনও রেহাই পাবে না। অতঃপর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও মুমিনগণ (আল্লাহতা'আলার নিকট) দোয়া করবে। ফলে আল্লাহতা'আলা তাদের উপর আবাবিল প্রেরণ করবেন। তাদের ঘাড় হবে বুখতের ঘাড়ের (গরুর মতো এক ধরণের পশুর ঘাড়ের মতো) মতো। আর উহার আবাস স্থল হল বাতাসে। বাতাসেই ডিম পাড়ে। আর উহার ডিম বাচ্চা ফোটার পূর্বে এক বছর বাতাসেই থাকে। আর যখন উহা বাচ্চা ফোটায় তখন বাতাসে উড়তে থাকে। অতঃপর উহা উড়তে থাকে এমনকি তাদের বাসস্থান তথা যেখান থেকে ডিম পড়েছিল সেখানে উড়ে যায়। অতঃপর তারা তাদের শরীর বহন করে। অতঃপর আবাবিল ইয়াজুজ মাজুজদের পৃথিবীর গর্তে ও ও নরম স্থানে নিক্ষেপ করবে। অতঃপর আল্লাহতা'আলা মুমিনদের উপর বৃষ্টি প্রেরণ করে তাদের (ইয়াজুজ মাজুজ) হতে পৃথিবী পবিত্র করবেন। আর তা মসৃনের মতো হয়ে যাবে। আর পৃথিবী নূহ আলাইহিস সালাম এর যমানায় যেমন ছিল, তেমনের মতো ফিরে যাবে। আর তখন প্রত্যেক উম্মত আত্মসমর্পণ করবে। এমনকি হিংসপ্রাণী ও বন্যপ্রাণীও আত্মসমর্পণ করবে। প্রত্যেক কাটাওয়ালা বস্তু হতে কাটা সরিয় নেয়া হবে। (তখন) মানুষ, সাপ, বাঘ, সিংহ ও ছাগল একত্রে খানা খাবে। ছোট বালক সিংহের পিঠে

আরোহন করবে। এবং সে তার হাতে সাপ উলট পালট করবে। আর একথাই বলা হয়েছে, আল্লাহতা'আলা এ কালামে- আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবকিছ আল্লাহতা'আলার জন্য ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে। একগুচ্ছ আঙ্গুরের থোকা ও একটি বেদানা হতে একদল খাবে। লোকজন চাষ করবে এবং ফসল সংগৃহীত করবে। সে তার চাষ হতে খাবে। একটি দুধ দানকারী পশু পরিবারকে দুধ পান করাবে। এমনিভাবে গরু ছাগলও। স্বর্ণ, রৌপ্য মূলহীন হয়ে যাবে। এমনকি এক ব্যক্তি একশত দিনার নিয়ে ঘুরবে কিন্তু, সে তা গ্রহণ করার কাউকে পাবে না। মহিলা তার অলংকার বহন করবে কিন্তু, সে কোন চোর, দর্শনকারী, (হস্ত) প্রসারিতকারী এবং কব্জাকারী পাবে না। লোকজন ঘরে ফিরে যাবে, আর তখন তার সাথে লাঠি ও পাথর তার ঘরে যা হয়েছে সে ব্যাপারে কথা বলবে।

হাদিস নং ১৬৩৯

হযরত ঈসা ইবনে সুলাইমান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, যখন হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে হত্যা করবে এবং বাইতুল মাকদাসে অবস্থান করবে। তখন ইয়াজুজ মাজুজ প্রকাশ পাবে। আর তারা হল চব্বিশটি জাতি। (তারা হল) ইয়াজুজ, মাজুজ, ইয়ানাজীজু, জাজ, গাসলাইয়্যুন, সাবতিয়্যূন, ফাযনাইয়্যুন, ক্বওতানিয়্যুন (যারা এক কান গায়ে জড়ায় আরেক কান বিছানা বানায়), যাতিয়্যূন, কানয়ানিয়্যূন, দাফরাইয়্যুন, খাখূঈন, আনতারিয়্যূন, মাগাশিঊন এবং রুউসুল কিলাব। সুতরাং তাদের সমষ্টি হল চব্বিশ জাতি। তারা যাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে, চাই মৃত হোক বা জীবিত, তাদের খেয়ে যাবে। যে পানির পাশ দিয়ে যাবে তা পান করে যাবে। তাদের প্রথমে আগমনকারীরা তাবরিয়া জলাশয়ের পানি পান করে ফেলবে। আর তাদের শেষে আগমনকারীরা সেখানে পানি পাবে না। অবশেষে তারা আরিহা নামক স্থানে একত্র হবে। যখন ঈসা আলাইহিস সালাম (তাদের ব্যাপারে) শুনবেন, তখন তিনি ও তার মুমিন সাথীরা প্রস্তরখন্ড দ্বারা আশ্রয়গ্রহণ করবে। অতঃপর

তাদের মধ্যে একজন বক্তা দাড়াবে। অতঃপর সে আল্লাহতা'আলার প্রশংসা করবে এবং তাঁর গুণগান গাইবে এবং বলবে, হে আল্লাহ! আপনার অনুসরণে অল্প সাহায্য করুন। আপনার গুনাহ (থেকে পরহেজ থাকার) বেশি সাহায্য করুন। কেউ কি প্রতিনিধি আছেন? তখন জুরহুম থেকে একজন প্রতিনিধি হবে। গাসসান হতে একজন প্রতিনিধি হবে। অবশেষে তারা দুইজন গিরিপথের নিচে নামবে। তারপর গাসসানী ব্যক্তি নিচে নামবে, তখন জুরহুমী ব্যক্তি তাকে বলবে, ওখানে ছিলাম না।

হাদিস নং ১৬৪০

হযরত জুবাইর ইবনে নুফাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন যে, ইয়াজুজ মাজুজ হতে মুসলমানদের দূর্গ হবে তূর পাহাড়।

হাদিস নং ১৬৪১

হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ইয়াজুজ মাজুজের বের হওয়ার সময় হবে, তখন তারা এতটুকু পরিমাণ খনন করবে যে, তারা তাদের নিকটবর্তী লোকদের কুঠারের আঘাতের আওয়াজ শুনতে পাবে। অতঃপর যখন রাত আসে, তখন তারা বলে, আমরা আগামীকাল খুলবো এবং বাহির হবো। অতঃপর আল্লাহতা'আলা উহাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেন। অতঃপর তারা (পুনরায়) এতটুকু পরিমাণ খনন করবে যে, তারা তাদের নিকটবর্তী লোকদের কুঠারের আঘাতের আওয়াজ শুনতে পাবে। অতঃপর যখন রাত আসে, তখন তারা বলে, আমরা আগামীকাল খুলবো এবং বাহির হবো। অতঃপর আল্লাহতা'আলা উহাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেন। তারা (পুনরায়) এতটুকু পরিমাণ খনন করবে যে, তারা তাদের নিকটবর্তী লোকদের কুঠারের আঘাতের আওয়াজ শুনতে পাবে। অতঃপর যখন রাত আসে, তখন তৃতীয়বারে তাদের একজনের যবানে আল্লাহতা'আলা (ইলকা করবেন) দান করবেন যার ফলে সে বলবে, যদি আল্লাহতা'আলা চান, তাহলে আগামীকাল আমরা বের হবো। পরবর্তী দিন

তারা খনন করবে, তখন তারা আগের দিন রেখেছিল তেমনি পাবে। অতঃপর তারা খনন করবে এবং বের হয়ে আসবে। অতঃপর তাদের প্রথম দল তাবরিয়ার জলাশয়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে এবং উহার পানি পান করে ফেলবে। অতঃপর তাদের দ্বিতীয়দল উহার মাটি চাটবে। অতঃপর তাদের তৃতীয়দল বলবে, এখানে একবার পানি ছিল। মানুষ তাদের থেকে পলায়ন করবে। তাদের জন্য কেউ দাঁড়াবে না। তিনি বলেন, অতঃপর তারা তাদের তীরন্দাজ দিয়ে আকাশে তীর নিক্ষেপ করবে। অতঃপর উক্ত তীরগুলো রক্তমাখা অবস্থায় ফিরে আসবে। তখন তারা বলবে, আমরা দুনিয়াবাসী ও আকাশবাসীদের হত্যা করেছি। অতঃপর হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম তাদের জন্য বদদোয়া করে বলবেন, হে আল্লাহ! তাদের সাথে আমাদের শক্তি ও সামর্থ নেই। আপনি যেখাবে চান, তাদের ব্যাপারে আমাদের জন্য যথেষ্ঠ হোন। অতঃপর আল্লাহতা'আলা তাদের উপর পোকা চাপিয়ে দিবেন। যাকে নাগাফ বলা হয়। তা তাদের ঘাড় ছিড়ে খাবে। অতঃপর আল্লাহতা'আলা পাখি প্রেরণ করবেন, যা তাদেরকে তাদের ঠোঁট দিয়ে ধরে নিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। অতঃপর আল্লাহতা'আলা ঝর্ণা (প্রচুর বৃষ্টি) প্রেরণ করবেন, যা পৃথিবী ও পৃথিবীর উদ্ভিদকে পবিত্র করবে। অবশেষে একটি আনার হতে 'সাকান' পরিতৃপ্ত হবে। হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সাকান হল ঘরবওয়ালারা।

হাদিস নং ১৬৪২

হযরত ওয়াহাব ইবনে জাবের আল খাইওয়াই রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু কে ইয়াজুজ মাজুজ সম্পের্ক আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, কোন পুরুষ তার বংশে একহাজার সন্তার হওয়ার পূর্বে সে মারা যায় না। আর তাদের পরে তিন জাতি আছে। যাদের সংখ্যা একমাত্র আল্লাহতা'আলা ব্যতীত আর কেউ জানেনা। (তিন জাতি হল)- মানসাক, তাওয়ীল, তারীস।

হাদিস নং ১৬৪৩

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াজুজ মাজুজের পুরুষরা একহাজার বা তার থেকে বেশি সন্তান-সন্ততি রেখে মারা যায়। হযরত ওয়াকী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তার সনদে আমর ইবনে মাইমুনের কথা উল্লেখ করেন নাই।

হাদিস নং ১৬৪৪

হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চেহারা লাল অবস্থায় ঘুম থেকে উঠলেন। আর তিনি বলতেছেন, আল্লাহতা'আলা ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই। আরবদের জন্য আফসোস! অনিষ্ট ঘনিয়ে এসেছে। আজ এভাবে ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীর খোলা হয়েছে। আর সুফিয়ান দশবার বেঁধেছে। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে সৎ লোক থাকা সত্ত্বেও আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, যখন মন্দ বেশি হবে।

হাদিস নং ১৬৪৫

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি দাজ্জালের আবির্ভাব, ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম এর অবতরণ, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক দাজ্জালের হত্যার ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। (এ প্রসঙ্গে আলোচনার পর) তিনি বলেন, অতঃপর ইয়াজুজ মাজুজ তরঙ্গের মতো পৃথিবীতে আসবে এবং ধ্বংসলীলা চালাবে। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াত পড়লেন, *"অতঃপর তারা প্রত্যেক উঁচু জায়গা হতে আসবে" (সূরা আম্বিয়া, ৯৬)* অতঃপর আল্লাহতা'আলা তাদের উপর এই রকম উটের নাকে পোঁকার মতো পোঁকা পাঠাবেন। তা তাদের কানে ও নাকে ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করবে। ফলে তারা মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর তাদের কারণে যমীন দুর্গন্ধ হয়ে যাবে। অতঃপর

আল্লাহতা'আলার নিকট উচ্চস্বরে দোয়া করবে। ফলে আল্লাহতা'আলা তাদের থেকে পৃথিবীকে পবিত্র করবেন।

হাদিস নং ১৬৪৬

হযরত আবু যাহেরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াজুজ মাজুজ মানুষদের তুর পাহাড়ে অবরুদ্ধ করে রাখবে। এমনকি ঘাড়ের মাথার মূল্য একশত দিনার হবে।

হাদিস নং ১৬৪৭

হযরত কা'ব এবং শুরাইহ ইবনে উবাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তারা বলেন, ইয়াজুজ মাজুজ তিন প্রকার। একপ্রকার, তাদের উচ্চতা আরয গাছের মতো। আরেক প্রকার, তাদের উচ্চতা ও প্রশস্ততা সমান। আরেক প্রকার, তাদের প্রত্যেকে তাদের এক কান বিছানা বানায় এবং আরেক কান সারা শরীরে জড়ায়।

হাদিস নং ১৬৪৮

হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াজুজ মাজুজের সময় মানুষের দূর্গ হবে তুরে সাইনা পর্বত।

হাদিস নং ১৬৪৯

হযরত হাসসান ইবনে আতিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াজুজ মাজুজ দুটি জাতি। প্রত্যেক জাতিতে একলাখ জাতি। যা অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্য নয়। সন্তান সন্তুতি একশত চোখ না দেখা পর্যন্ত কোন লোক মারা যায় না। অর্থাৎ একশত সন্তান।

হাদিস নং ১৬৫০

হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মত অনুগ্রহপ্রাপ্ত। তাদের উপর আখেরাতে কোন শাস্তি নেই। তাদের শাস্তি দুনিয়াতে। ভূমিকম্প ও

বিপদ-আপদ। যখন কিয়ামাত হবে, তখন আমার উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহতা'আলা ইয়াজুজ মাজুজ হতে একজন কাফের ব্যক্তি দিবেন। অতঃপর বলা হবে, এটা তোমার জাহান্নাম হতে মুক্তিপণ। অতঃপর একব্যক্তি প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহলে কিসাস কোথায়? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ থাকলেন।

হাদিস নং ১৬৫১

হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াজুজ মাজুজ হতে প্রত্যেক ব্যক্তি এক হাজার সন্তান সন্ততি বা তার থেকে বেশি রেখে মারা যায়।

হাদিস নং ১৬৫২

হযরত আতিয়া ইবনে কাইস এবং যামরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তারা বলেন, যমীন সমুদ্র হতে বেশি প্রশস্ত ষাড়ের বাসস্থান দ্বারা।

হাদিস নং ১৬৫৩

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন, "যখন আল্লাহতা'আলা আমাকে উঠিয়ে নিয়েছিলেন, তখন আমাকে ইয়াজুজ মাজুজের নিকট পাঠালেন। অতঃপর আমি তাদের আল্লাহতা'আলার দ্বীন ও তাঁর আনুগত্যের প্রতি আহবান করলাম। আর তারা আমার ডাকে অস্বীকৃতি জানালো। সুতরাং তারা আদম আলাইহিস সালাম এবং ইবলিসের সন্তান যারা অপরাধ করে, তাদের সাথে জাহান্নামে থাকবে।"

হাদিস নং ১৬৫৪

হযরত ওয়াহাব ইবনে মানবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোম হল প্রথম নিদর্শন। অতঃপর দাজ্জাল। তৃতীয় হল, ইয়াজুজ মাজুজ। অতঃপর ঈসা আলাইহিস সালাম।

হাদিস নং ১৬৫৫

হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন, যখন ঈসা আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে হত্যা করবে এবং তার সাথে যারা থাকবে, তারা অবস্থান করবে। এমনকি ইয়াজুজ মাজুজের দেয়াল ভেঙ্গে ফেলা হবে। তখন তারা তরঙ্গায়িত হয়ে যমীনে এসে ধ্বংসলীলা চালাবে। তা যে জিনিসের পাশ দিয়েই অতিক্রম করবে তা নষ্ট ও ধ্বংস করে দিবে। তারা যে পানি, ঝর্ণা, নদীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তা শেষ করে দিবে। সুতরাং যার নিকট একথা পৌঁছবে, সে যেন কখনো দূর্গ, সিরিয়ার শহর, উপদ্বীপ ধ্বংস না করে। কেননা ইয়াজুজ মাজুজ হতে মুসলমানদের দূর্গ হবে তুরে সাইনা পাহাড়। অতঃপর মানুষ আল্লাহতা'আলার নিকট ইয়াজুজ মাজুজের ধ্বংস কামনা করবে। তাদের দোয়ায় সাড়া দেয়া হবে না। তূরে সাইনার অধিবাসী এবং যাদের হাতে আল্লাহতা'আলা কুস্তুনতুনিয়া বিজয় দান করেছেন, তারা দোয়া করবে। ফলে আল্লাহতা'আলা তাদের জন্য চার পা বিশিষ্ট প্রাণী পাঠাবেন। অতঃপর তা তাদের কানের মধ্যে প্রবেশ করবে। ফলে সকলেই মারা যাবে। অতঃপর যমীন তাদের গন্ধে দূর্গন্ধ হয়ে যাবে। তাদের দূর্গন্ধ মানুষকে তাদের জীবিত থাকার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট দিবে। ফলে তারা আল্লাহতা'আলার নিকট বৃষ্টি কামনা করবে। তখন আল্লাহতা'আলা ডান দিক হতে ধূলিময় বাতাস প্রেরণ করবেন। যা মানুষের উপর প্রচন্ড অন্ধকার ও ধোঁয়াময় হবে এবং মুমিনদের সর্দি হবে। তখন তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করবে। এবং তূরে সাইনাবাসীরাও দোয়া করবে। ফলে আল্লাহতা'আলা তিন দিন পর তাদের যা হয়েছে তা দূর করে দিবেন। আর ইয়াজুজ মাজুজকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

হাদিস নং ১৬৫৬

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াজুজ মাজুজের প্রথমজনেরা দাজলা নদীর মতো নদীর পাশ দিয়ে

অতিক্রম করবে। অতঃপর তাদের শেষজনেরাও সেখান দিয়ে অতিক্রম করবে আর বলবে, এখানে একবার পানি ছিল। তাদের কোন পুরুষ একহাজার বা তার থেকে বেশি সন্তান সন্ততি রাখা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করে না। তাদের পরে তিনটি জাতি। তাদের সংখ্যা আল্লাহতা'আলা ব্যতীত আর কেউ জানে না। (তিনটি জাতি হল); তাওয়ীল, তারীস এবং নাসীক অথবা নাসাক। সনদে শু'বা হতে সন্দেহ।

হাদিস নং ১৬৫৭

হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আল্লাহতা'আলা ইয়াজুজ মাজুজকে নিয়ে যাবেন। তখন আল্লাহতা'আলা তীব্র ঠান্ডা বাতাস প্রেরণ করবেন। যা যমীনের উপরে একজন মুমিন বান্দাকেও ছাড়বে না; বরং উক্ত বাতাস দ্বারা প্রত্যেকের রুহ কবজ করা হবে। অতঃপর খারাব লোকদের উপর কিয়ামাত সংগঠিত হবে। তারপর সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। ফলে আকাশ ও যমীনে কোন সৃষ্টিজীব থাকবে না, বরং প্রত্যেকেই মৃত্যুবরণ করবে। তবে আল্লাহতা'আলা যাকে চান। (তাকে বাঁচিয়ে রাখবেন।) অতঃপর দুই ফুঁৎকারের মধ্যে আল্লাহতা'আলা যা চান তাই হবে। অতঃপর আল্লাহতা'আলা মানুষের মনীর মতো মনী প্রেরণ করবেন। উক্ত মনী হতে তাদের (মানুষের) শরীর, গোস্ত জন্মাবে ।

হাদিস নং ১৬৫৮

হযরত তুবাই' রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম ও তার সাথীবর্গরা ইয়াজুজ মাজুজ হতে ফিরে বাইতুল মাকদাসে যাবে, তখন তারা বাইতুল মাকদাসে অনেক বছর থাকবে। (অতঃপর) তারা এক দিক হতে বিশৃংখল ধূলিময় কিছু দেখবে। অতঃপর তারা তাদের কতককে তা দেখার জন্য পাঠাবে যে, সেটা কি? আর সেটা হল বাতাস, যা আল্লাহতা'আলা মুমিনদের রুহ কবজ করার জন্য প্রেরণ করেছেন। আর সেটাই হল শেষ দল, যা মুমিনদের রুহ কবজ করা হবে। আর তাদের পরে মানুষ একশত বছর জীবিত থাকবে। তারা দ্বীন

ও সুন্নাহ চিনবে না। তারা একে অন্যের উপর গাধার ন্যায় আক্রমণ করবে। তাদের উপর কিয়ামাত সংগঠিত হবে। আর তারা বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করতে থাকবে, কথাবার্তা, মেলামেশা করতে থাকবে, ফলে তারা তাদের পরিবারের নিকট ফিরে যাবার সুযোগ পাবে না।

হাদিস নং ১৬৫৯

হযরত হুযাইফাতুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর পর কোন ব্যক্তির ঘোড়া সন্তান জন্ম দিলে সে উক্ত অশ্ব শাবকের উপর আরোহণ করতে পারবে না। এমনকি কিয়ামাত সংগঠিত হয়ে যাবে।

হাদিস নং ১৬৬০

হযরত আবু হুরাইরা ও আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তারা বলেন, অতঃপর আল্লাহতা'আলা ইয়াজুজ মাজুজের পর একটি ভালো বাতাস প্রেরণ করে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও তার সাথীদের এবং দুনিয়ার সকল মুমিনদের রুহ কবজ করবেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অবশিষ্ট কাফেরগণ একশত বছর জীবিত থাকবে। আর তারা হল পূর্ব ও পরের সকল সৃষ্টিজীবের থেকে নিন্দনীয়। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মুমিনগণের পর কোন কাফের স্থায়ী হবে না, বরং তাদের উপর কিয়ামাত সংগঠিত হবে। তার একথা বলার কারণ হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই বাণী- আমার উম্মতের একটি দল আল্লাহতা'আলার আদেশে সর্বদা হকের উপর যুদ্ধ করবে। তাদের বিরোধীতাকারীদের বিরোধীতা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যখনই একটি দল চলে যাবে, আরেকটি দল সৃষ্টি হবে। এমনকি কিয়ামাত সংগঠিত হবে।

হাদিস নং ১৬৬১

হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াজুজ মাজুজের পর মানুষ দশ বছর স্বাচ্ছন্দ, উর্বর ও শান্তিতে বসবাস করবে। এমনকি দুইজন ব্যক্তি একটি ডালিম বহন করবে। তারা আঙ্গুরের একথোকা বহন করবে। অতঃপর তারা এভাবে দশ বছর বসবাস করবে। অতঃপর আল্লাহতা'আলা তাদের উপর একটি ভালো বাতাস প্রেরণ করবেন। তা একজন মুমিনকেও ছাড়বে না, বরং প্রত্যেকের রুহ কবজ করবে। অতঃপর অবশিষ্ট মানুষরা চরণক্ষেত্রে গাধার ন্যায় একে অপরের উপর আক্রমণ করবে। আর তাদের ঐ অবস্থার উপরই তাদের উপর আল্লাহতা'আলার হুকুম ও কিয়ামাত আসবে।

হাদিস নং ১৬৬২

হযরত ওয়াহাব ইবনে মানবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (কিয়ামাতের নিদর্শনসমূহ হল) রোম, অতঃপর দাজ্জাল, অতঃপর ইয়াজুজ মাজুজ, অতঃপর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম, অতঃপর ধোঁয়া।

হাদিস নং ১৬৬৩

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর সাথে সুখ শান্তিতে বাস করার কিছু সময় (বছর) পর, ডান দিক হতে একটি বাতাস আসবে। উহার স্পর্শ রেশমের স্পর্শের ন্যায়। উহার বাতাস মিশকের ন্যায়। তা প্রত্যেক মুসলমানের রুহ কবজ করে নিবে। অতঃপর লোকজন বলবে, আমরা কতদিন এই দ্বীনের উপর থাকবো? অতঃপর তারা তাদের পূর্বপুরুষের ধর্মে ফিরে যাবে। এমনকি তারা তাদের পূর্বপুরুষরা যে জিনিসের ইবাদাত করতো, সে সকল জিনিসের ইবাদাত করবে। আর একথার ইঙ্গিতই হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর এবক্তব্য– কেমন যেন আমি ওয়াদ গোত্রের নিতম্ব মোটা মহিলাদের সাথে, যারা বিশৃংখলা করেছে এবং যুল

খালাসা (একটি মূর্তি) এর ইবাদাত করবে।

হাদিস নং ১৬৬৪

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহতা'আলা ডান দিক হতে একটি বাতাস প্রেরণ করবেন। যা ফেনার থেকেও নরম (আরামদায়ক), মধুর চেয়ে মিষ্টি হবে। উক্ত বাতাস এমন কোন ব্যক্তিকে ছাড়বে না যার অন্তরে কুরআন শরীফের একটি আয়াতও আছে, বরং তা নিয়ে যাবে।

হাদিস নং ১৬৬৫

হযরত হুযাইফাতুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইসলাম পাঠ করা হবে, যেমনিভাবে পাঠ করা হয় কাপড়ের অলংকার। এমনকি (মানুষ) জানবে না, রোজা কি, সদকাহ কি, ইবাদাত কি। একরাত্রে আল্লাহতা'আলার কিতাব উঠিয়ে নেয়া হবে। ফলে পৃথিবীতে একটি কুরআন শরীফের একটি আয়াতও রাখা হবে না। মানুষ হতে অধিক ঘোরাফেরাকারী অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মধ্যে থাকবে, অতিবৃদ্ধ এবং অতিঅক্ষম। তারা বলবে, আমরা আমাদের পুর্বপুরুষদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই কালিমার উপর পেয়েছি। সুতরাং আমরাও তা বলবো। তাকে সিলাহ ইবনে যুফার বললেন, তিনি তার সাথে বসা ছিলেন। (তিনি বললেন,) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কি ফায়দা দিবে? তারা তো রোজা কি, সদকাহ কি, ইবাদাত কি, জানেনা। হযরত হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার থেকে তিনবার মাথা ঘুরিয়ে নিলেন। এবং বললেন, হে সিলাহ! তা তাদের দুইবার বা তিনবার মুক্তি দিবে।

হাদিস নং ১৬৬৬

হযরত আবু আউফ হিমাসি হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আকাশ ও যমীনের মধ্যকার জায়গা ধোঁয়ায় ভরে যাবে। এমনকি লোকজন নামাজ আদায় করতে পারবে না। মানুষ পূর্ব পশ্চিম বুঝতে পারবে না। কাফের সম্পূর্ণ কান দিয়ে

ফুঁ দিবে। আর মুমিনদের সর্দি হবে।

হাদিস নং ১৬৬৭

হযরত উরইয়ান ইবনে হুসাইম হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন যে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আরবরা তাদের পূর্বপুরুষগণ যে সকল জিনিসের ইবাদাত করতো, তারা সে সকল জিনিসের একশত বিশ বছর ইবাদাত করে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর অবতরণের পর। এবং দাজ্জালের পর।

হাদিস নং ১৬৬৮

হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা ইয়াজুজ মাজুজকে হত্যা করবেন। তখন তাদের গন্ধে পৃথিবী দূর্গন্ধ হয়ে যাবে। তখন মুমিনগণ তাদের প্রতিপালকের নিকট ইয়াজুজ মাজুজের গন্ধ দূর করার ব্যাপারে দোয়া করবে। ফলে আল্লাহতা'আলা ধূলিময় ইয়ামেনী বাতাস প্রেরণ করবেন। আর তা মানুষের উপর প্রচন্ড ধোঁয়া ও অন্ধকার হবে। আর মুমিনদের সর্দি হবে। অতঃপর আল্লাহতা'আলা তিনদিন পর তা দূর করে দিবেন।

হাদিস নং ১৬৬৯

হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই যে কুরআন শরীফ তোমাদের মাঝে আছে, তা হয়তো কোন এক রাত্রে উঠিয়ে নেয়া হবে। ফলে তোমাদের অন্তরে যা আছে তা নিয়ে যাওয়া হবে। আর তোমাদের মাসাফীহতে যা আছে তা উঠিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর তিনি তেলাওয়াত করলেন– *"যদি আমি চাই, তাহলে আমি যা আপনার নিকট ওহী করেছি তা অবশ্যই নিয়ে যাবো"* (সূরা ইসরা, ৮৬)।

হাদিস নং ১৬৭০

হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম হাবসায় যারা ঘরের ব্যাপারে ইচ্ছাপোষণ করতো তাদের দিকে পর্যবেক্ষক দল পাঠাবেন। এমনকি তারা যখন পথের অল্প দূরত্বে থাকবে, তখন আল্লাহতা'আলা ভালো ইয়ামেনী বাতাস প্রেরণ করবেন। অতঃপর তা প্রত্যেক মুমিনের রুহ কবজ করে নিবে। অতঃপর মানুষ রাস্তায় যৌনকর্ম করবে। তারপর কিয়ামাতের উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে তার ঘোড়ার চারপাশে অপেক্ষমান ঘুরতেছে যে, কখন তা প্রসব করবে। সুতরাং আমার এই জ্ঞানের পর ভান করলো, সে ভানকারী।

হাদিস নং ১৬৭১

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে র্বণনা করে বলেন, "কিয়ামাত সংগঠিত হবে না, এমননকি দাউস গোত্রের নিতম্ব মোটা মহিলারা যুল খালাসের উপর বিশৃংখলা করবে"। আর 'যুল খালাস' একটি মূর্তি ছিল, যা জাহিলিয়্যাতের সময় 'তাবালা' নামক স্থানে দাউস গোত্র ইবাদাত করতো। হযরত মুয়াম্মার বলেছেন এবং যুহরী ব্যতীত অন্যান্যরা বলেছেন যে, ঐ পাথরের উপর একটি ঘর যা আজও আছে।

হাদিস নং ১৬৭২

হযরত আব্বাস ইবনে আবু রবীআ' রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, "কিয়ামাতের সামনে (পূর্বে) একটি বাতাস আসবে, যাতে প্রত্যেক মুমিনের রুহ কবজ করা হবে।"

হাদিস নং ১৬৭৩

হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কাসেম ইবনে আবু বাযযাহকে তাউসের নিকট কিয়ামাতের পূর্বের নিদর্শন সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুনেছি। অতঃপর তিনি বলেন, আমি জানিনা সেটা কি? তবে

কিয়ামাতের দিনের পূর্বে একটি ভালো বাতাস আসবে। যা প্রত্যেক মুমিনের রুহ কবজ করে নিবে। যদিও সে শিলাখন্ডের গুহায় থাকে।

হাদিস নং ১৬৭৪

হযরত কা'বী হতে সূরা আহযাবে আল্লাহতা'আলার বাণী – 'প্রথম অজ্ঞতা' এর ব্যাপারে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেটা হল হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মধ্যকার সময়।

হাদিস নং ১৬৭৫

হযরত মাসরুক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একব্যক্তি মসজিদের মধ্যে কথা বলতেছিল। সে বলল, যখন কিয়ামাতের দিন হবে, তখন আকাশ হতে ধোঁয়া দেখা যাবে। আর তা মুনাফিকদের কান ও চক্ষু গ্রাস করবে। আর মুমিনদের তা হতে সর্দির মতো হবে। মাসরুক বলেন, অতঃপর আমি আব্দুল্লাহর ঘরে গেলাম এবং তাকে এ বিষয়ে অবহিত করলাম। অতঃপর আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, নিশ্চয়ই কুরাইশরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরোধিতা করেছে। অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর বছরগুলোর মতো বছর দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন। অতঃপর তাদের এমন একটি বছর গ্রাস করলো যাতে তারা হাড্ডি ও মৃত জিনিস ভক্ষণ করলো। এমনকি তাদের একজন ক্ষুধার তাড়নায় তার ও আকাশের মাঝে ধোঁয়ার মতো দেখলো। অতঃপর তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে এই শাস্তি দূর করুন। আমরা ঈমান গ্রহণ করবো। তখন তাকে বলা হল, যদি আমি তাদের থেকে শাস্তি দূর করি, তাহলে তারা বিরোধিতা করবে। তিনি বলেন, অতঃপর তাদের থেকে শাস্তি দূর করলেন। তারপর তারা বিরোধিতা করলো। অতঃপর আল্লাহতা'আলা বদর যুদ্ধের দিন তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলেন। আর এটাই আল্লাহতা'আলার বাণী, *"সুতরাং আপনি সেই দিনের অপেক্ষা করুন, যেই দিন আকাশ ধূঁয়ায় ছেয়ে যাবে। যা মানুষকে ঘিরে ফেলবে। এটা কষ্টদায়ক*

শাস্তি” (সূরা দুখান, ১১) হতে *“নিশ্চয়ই তোমরা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে”* (সূরা দুখান, ১৫) পর্যন্ত।

হাদিস নং ১৬৭৬

হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাঁচটি আলামত চলে গেছে। তা হল- চন্দ্র, রোম, বিচার, ধড়পাকড় এবং ধোঁয়া।

হাদিস নং ১৬৭৭

হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “কিয়ামাত পর্যন্ত সর্বদা আরববাসীরা সত্যের উপর বিজিত থাকবে”।

হাদিস নং ১৬৭৮

হযরত রাশিদ ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “পৃথিবীর পশ্চিম অংশ উত্তম।”

হাদিস নং ১৬৭৯

হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে মিনাতে ছিলাম। তখন তিনি চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করলেন। একখন্ড পাহাড়ের পিছনে গেলো। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “তোমরা সাক্ষী থাকো, তোমরা সাক্ষী থাকো।”

হাদিস নং ১৬৮০

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কাবাসীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট (কিয়ামাতের) নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। অতঃপর মক্কাতে দুইবার চন্দ্র বিদীর্ণ হলো। অতঃপর বললেন, “কিয়ামাত নিকটবর্তী হয়েছে। আর চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। আর যখন তারা কোন নিদর্শন দেখে, তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর

বলে, চিরাগত জাদু। আর তারা বলে, চলমান জাদু।”

হাদিস নং ১৬৮১

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, “আমার উম্মতের একদল মানুষ সর্বদা সত্যের উপর মানুষের বিপক্ষে বিজয়ী থাকবে। তাদের বিরোধীরা তাদের নিকট পৌঁছতে পারবে না। এমনকি আল্লাহতা'আলার আদেশ আসবে আর তারা বিজয়ী থাকবে”। হযরত উতবা ইবনে আবু হাকীম বলেন, আল্লাহতা'আলার আদেশ হল, একটি ভালো বাতাস, যা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর সময় বের হয়ে মুমিনদের রুহ কবজ করবে।

হাদিস নং ১৬৮২

হযরত ইকরিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানায় মক্কাতে দুইবার চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। অতঃপর মুশরিকগণ বলল, এটা জাদু। তখন (এ আয়াত) অবতীর্ণ হলো, *“আর যখন তারা কোন নিদর্শন দেখে, তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর বলে, নিরবিচ্ছিন্ন জাদু”* (সূরা ক্বামার, ২)

হাদিস নং ১৬৮৩

হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানায় দুইবার চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তোমরা সাক্ষী থাকো।”

হাদিস নং ১৬৮৪

হযরত হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা জেনে রাখ, নিশ্চয়ই চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।

হাদিস নং ১৬৮৫

হযরত আব্দুল আযীয ইবনে রুফাই’ হতে বর্ণিত। তিনি শাদ্দাদ ইবনে মা’কালকে বলতে শুনেছেন যে, আমি হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের দ্বীন হতে সর্বপ্রথম আমানত হারাবে। আর শেষে নামাজ অবশিষ্ট থাকবে। কুরআন শরীফ তোমাদের মাঝে থাকবে, আর হয়তো তা উঠিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর তারা বলল, সেটা কিভাবে উঠানো হবে অথচ আল্লাহতা’আলা তা আমাদের অন্তরে গেঁথে দিয়েছেন? আর আমরা তা আমাদের মাসাহেফে গেঁথে রেখেছি। তিনি বললেন, একরাতে তা উঠিয়ে নেয়া হবে। ফলে তোমাদের অন্তরে যা আছে এবং তোমাদের মাসহাফে যা আছে তা নিয়ে যাওয়া হবে। অতঃপর আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তেলাওয়াত করলেন, *“যদি আমি চাই তাহলে, যা আমি আপনার নিকট ওহী করেছি অবশ্যই অবশ্যই নিয়ে যাবো।”*

হাদিস নং ১৬৮৬

হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, চন্দ্র বিদীর্ণ হলো, আর আমরা তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে মিনাতে। এমনকি উহার এক খন্ড পাহাড়ের অপর দিকে গেলো। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “তোমরা সাক্ষী থাকো।”

হাদিস নং ১৬৮৭

হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রেওয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, “প্রতিমা স্থাপনের পরই কিয়ামাত সংগঠিত হবে। আর উহার প্রথম স্থাপনকারী হবে তিহামার হাযর গোত্রের লোক।”

হাদিস নং ১৬৮৮

হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাঁচটি আলামত গত হয়েছে। ধোঁয়া, বাধ্যবাধকতা, পাকড়াও, রোম, চন্দ্র।

হাদিস নং ১৬৮৯

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহতা'আলা কিয়ামাত দিবসের পূর্বে একটি ধূলিযুক্ত বাতাস প্রেরণ করবেন। তা প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির রুহ কবজ করবে। অতঃপর বলা হবে, অমুক ব্যক্তি মসজিদে থাকাবস্থায় তার রুহ কবজ করা হয়েছে। অমুক ব্যক্তি বাজারে থাকাবস্থায় তার রুহ কবজ করা হয়েছে।

৫৫ ভূমিধ্বস, ভূমিকম্প এবং আকৃতি বিকৃতি

হাদিস নং ১৬৯০

হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রতিপালক আকাশের নিকটবর্তী হয়ে পানির মূলে পানি ফিরিয়ে নিবেন। ভূমি কাঁপাবেন। মানুষ তাদের চেহারার জন্য সিজদায় পড়ে যাবে। তারা সাধারণভাবে তাদের দাসদাসীদের মুক্ত করবে। অতঃপর কিছু সময় বসবাস করবে। আবার ফিরে আসবে আর প্রথমবারে থেকে আরো জোরে যমীনবাসীদের নিয়ে যমীন কম্পিত করবে। অতঃপর তারা সাধারাণভাবে তাদের দাসদাসীদের মুক্ত করবে। অতঃপর যমীন ফেটে যাবে এবং যমীনের কিছু অংশ, উহার অঞ্চল ও মানুষ নিয়ে তা ধ্বসে যাবে। এমনকি একজন ব্যক্তি রাত্রে সফর করবে এবং তাদের অক্ষত থাকাবস্থায় সে ফিরে আসবে। আর অন্যরা তাদের সাথে ধ্বসে যাবে। দুইজন ব্যক্তি চূর্ণ করতে থাকবে তখন তারা প্রচন্ড শব্দে বেঁহুশ হয়ে যাবে। অতঃপর তাদের একজন মারা যাবে। অথবা তারা দুইজন ঘুমন্ত অবস্থায় বেঁহুশ হবে। কঠিন ভারবাহী নরপশুর ন্যায় যমীন ভূমিকম্পে কঠিন হয়ে যাবে। এমনকি শহর ও গ্রামবাসী পাহাড়ে অবস্থান করবে। তারা হিংস্র পশুর সাথে থাকবে। আর যমীনের অলংকার স্বর্ণ, রৌপ্য বাইতুল মাকদাসে জমা করা হবে। এমনকি একজন

পুরুষ ও একজন মহিলা তাদের ঝুঁড়ি ও মটকা খুলবে, অথচ তারা সেখানে তাদের কোন অলংকারই পাবে না। এমনিভাবে বাইতুল মাকদাসের গাছ ও ছাদ বিশৃংখল হয়ে যাবে। বিচরণকারী ও গৃহপালিত পশু ধ্বংস হয়ে যাবে। আরমানিয়া উপদ্বীপের রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে। উহার গাছ শুকিয়ে যাবে। ভূমিকম্পের কারণে উহার পশু ধ্বংস হয়ে যাবে। এমনকি একব্যক্তি তার ঘর হতে সমূলে উৎপাটন করার জন্য বিদ্রোহ করে তিনবার পলায়ন করবে। আর প্রত্যেক বারই সে তার জায়গায় ফিরে আসবে। তার শেষ উৎপাটন ও পলায়ন হবে তিবরিয়ার দিকে। অতঃপর সে সেখানে অবস্থান করবে। আর আল্লাহতা'আলার পবিত্র নামে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। যেন আল্লাহতা'আলা তাকে না ফিরিয়ে দেন। অতঃপর আল্লাহতা'আলা তাকে সেখানে অবস্থান করাবেন। ঘোড়া উঁচু হবে। তখন অনেক মূল্যের বিনিময়ে ঘোড়া চাওয়া হবে, অথচ পাওয়া যাবে না।

হাদিস নং ১৬৯১

হযরত কাবীসা ইবনে যুআইব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "অবশ্যই অবশ্যই আমার উম্মতের একদল মানুষ বানরকে, আরেকদল মানুষ শুকরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। আর তারা সকাল অতিক্রম করবে। তখন বলা হবে, অমুক জাতির বাড়িঘর ধ্বসে গেছে, অমুক জাতির বাড়িঘর ধ্বসে গেছে। দুইজন ব্যক্তি হাঁটতে থাকবে, তাদের একজন ধ্বসে যাবে।" তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা কিভাবে হবে? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তা হবে মদ পানের কারণে, রেশমি পোষাক পরিধানের কারণে, বাদ্যযন্ত্র পিটানো বাঁশি বাজানোর কারণে।"

হযরত উরওয়া ইবনে রুওয়াইম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহতা'আলা বলেন, আমার এক উত্তম রাতে আমি আমার বান্দাসহ যমীনকে কম্পিত

করবো। সেদিন যে মুমিনের রুহ আমি কবজ করবো, সেটা তার জন্য রহমত হবে। আর তাদের যে সময় আমি দিয়েছিলাম সেটাও রহমত হবে। (এমনিভাবে) সে রাত্রে আমি যে কাফেরদের রুহ কবজ করবো, সেটা তাদের জন্য আযাব হবে। আর তাদের যে সময় দিয়েছিলাম সেটাও আযাব হবে।

হাদিস নং ১৬৯২

হযরত তাউস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (পৃথিবীতে) তিনটি কম্পন হবে। ইয়ামানে একটি কম্পন হবে। শাম বা সিরিয়াতে একটি কম্পন হবে। পূর্বে একটি কম্পন হবে। আর সেটা হবে উন্মোচনকারী। পূর্বের কম্পন ব্যতীত বাকি দুটি কম্পন হয়ে গেছে।

হাদিস নং ১৬৯৩

হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পৃথিবীবাসীদের নিয়ে পৃথিবী কঠিন হয়ে যাবে। কষ্টকর ভারবাহী পশুর পিঠের চেয়েও কষ্টকর হবে। অতঃপর তা তোমাদের নিয়ে একদিকে ঢলে পড়ে। এমনকি তোমরা মনে কর যে, তা অধঃপতনশীল। এমনকি লোকজন তাদের দাস-দাসীদের মুক্ত করে দিবে। অতঃপর তারা কিছুদিন বসবাস করবে। এমন কি তারা যা মুক্ত করেছে সে ব্যাপারে লজ্জিত হবে। অতঃপর (যমীন) তোমাদের নিয়ে আরেকবার হেলে পড়বে। এমনকি মানুষের মধ্যে একজন লোক বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা মুক্ত করবো, আমরা মুক্ত করবো। অতঃপর আল্লাহতা'আলা বলবেন, তোমরা মিথ্যা বলছো। বরং আমি মুক্ত করবো।

হাদিস নং ১৬৯৪

হযরত আবু গাতফান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি যে, বিভিন্ন ধরণের গুপ্তধন বের হবে। হিজাযের নিকটে একটি গুপ্তধন বের হবে। যাকে ফিরআউনের স্বর্ণ বলা হবে। খারাপ লোকজন উক্ত গুপ্তধনের দিকে যাবে। অতঃপর যখন তারা

সেখানে কাজ করতে থাকবে, তখন তাদের জন্য হঠাৎ স্বর্ণ খুলে দেয়া হবে। তখন স্বর্ণ উন্মোচন হওয়াটা তাদেরকে আশ্চার্যান্বিত করবে। তখন হঠাৎ উক্ত গুপ্তধন ও তাদের নিয়ে ধ্বসে দেয়া হবে।

হাদিস নং ১৬৯৫

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হয়তো তোমরা এমন কোন ঘর পাবে না, যা তোমাদেরকে তা ভূমিকম্পের ধ্বংস হতে আশ্রয় দিবে। এবং তোমরা এমন কোন চতুস্পদ জন্তুও পাবে না, যার উপর তোমরা সফর করতে চাও। তা প্রচন্ড শব্দ তা ধ্বংস করে দিবে।

হাদিস নং ১৬৯৬

হযরত খালেদ ইবনে মা'দান রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন, "আমার উম্মতের উপর আখেরাতে কোন আযাব বা শাস্তি নেই। তাদের শাস্তি হল, দুনিয়াতে ভূমিকম্প ও ফিতনা।"

হাদিস নং ১৬৯৭

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন, "সময় অতিবাহিত হবে না, এমনকি ফুরাত নদী স্বর্ণের পাহাড় খুলে দিবে। ফলে সেখানে অনেক হত্যাযজ্ঞ হবে। এমনকি শত শত মানুষ হত্যা করা হবে। যদি তুমি তা পাও, তাহলে কখনো উহার নিকটবর্তী হবে না।"

হাদিস নং ১৬৯৮

হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর যামানায় ভূমিকম্প হয়েছে। সে যমীনকে বলল, তোমার কি হয়েছে? তখন যদি তা কথা বলতো, তাহলে কিয়ামাত সংগঠিত হয়ে যেতো।

হাদিস নং ১৬৯৯

সূরা ইউনূসের ৮৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহতা'আলার বক্তব্য, *"হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদের ধনসম্পদ ধ্বংস করে দাও"*। এর ব্যাপারে হযরত আলিয়া হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তা পাথর হয়ে গেছে।

হাদিস নং ১৭০০

সূরা আন'আমের ৬৫ নং আয়াতে মহান আল্লাহতা'আলার বক্তব্য, *"তিনি তোমাদের উপর এবং নিচ থেকে শাস্তি প্রেরণ করতে সক্ষম"*। এর ব্যাপারে হযরত আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আর সেটা হল সৃষ্টিজগৎ তবে তার ব্যাপারে এর পর আর কোন ব্যাখ্যা আসে নাই।"

হাদিস নং ১৭০১

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দেহরক্ষী কোন এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বলেন, এ উম্মতের উপর যে ভূমিকম্প, বিপদ, যুদ্ধ ও ফিতনার অঙ্গীকার করা হয়েছে তা একশ' এর উপর দুইশ' এর উপর নয়। আর উহা তাদের উপর তিনবার ফিরিয়ে দেয়া হবে।

হাদিস নং ১৭০২

পাওয়া যায়নি।

হাদিস নং ১৭০৩

হযরত শুরাইহ ইবনে উবাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন ভূমিকম্প ও যুদ্ধ হবে যা, মানুষদেরকে তাদের বসত হতে নড়িয়ে দিবে। এমনকি জুতার মূল্য বৃদ্ধি পাবে। রেওয়ায়েতকারীর একজন বলেন, গাধার মূল্য বৃদ্ধি পাবে। ফলে তোমরা তোমাদের শত্রুদের নিকট পৌঁছতে

পারবেনা। এবং তোমাদের পা শিথিল হয়ে যাবে।

হাদিস নং ১৭০৪

হযরত সালামা ইবনে নুফাইল সাকূবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, "নিশ্চয়ই তিনি আমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছেন যে, আমি তোমাদের মধ্যে অবস্থানকারী নই। আর আমার পর তোমরা অল্প সময়ই অবস্থানকারী। অতঃপর তোমরা অবস্থান করবে এমনকি বলবে, কখন? আর অচিরেই ধ্বংস আসবে। যা তোমাদের একে অপরকে ধ্বংস করে দিবে। আর কিয়ামাতের পূর্বে দুটি কঠিন মৃত্যু হবে। আর উহার পর অনেক বছর ভূমিকম্প হবে।"

হাদিস নং ১৭০৫

হযরত জুরাশী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন যে, নিশ্চয়ই বিপদ, ভূমিকম্প এবং যুদ্ধ আশির পরে হবে। এক শ এর পরে নয়। আর আল্লাহতা'আলাই ভালো জানেন যে, সেটা কোন আশি।

হাদিস নং ১৭০৬

পাওয়া যায়নি।

হাদিস নং ১৭০৭

হযরত আবু বুরদা এর পিতা রাদিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন, "আমার উম্মতের উপর দয়া করা হয়েছে। আখেরাতে তাদের উপর কোন শাস্তি নেই। বরং তাদের শাস্তি হল দুনিয়াতে ভূমিকম্প, ফিতনা এবং যুদ্ধ।"

হাদিস নং ১৭০৮

হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন, "তোমাদের নিয়ে পৃথিবী কঠিন হয়ে যাবে। এমনকি

তোমাদের শহরবাসীরা তোমাদের গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রবেশ করবে। যেমনিভাবে পৃথিবীর কঠিনের কারণে বর্তমানে তোমাদের গ্রামবাসীরা তোমাদের শহরবাসীদের মধ্যে প্রবেশ করতেছে। এবং নিশ্চয়ই তোমাদের নিয়ে পৃথিবী এমনভাবে দুলবে যে, তাতে যে ধ্বংস হওয়ার সে ধ্বংস হবে। আর যে অবশিষ্ট থাকার সে অবশিষ্ট থাকবে। এমনকি দাস-দাসী মুক্ত করা হবে। অতঃপর পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে কিছু সময় বিশ্রাম করবে। এমনকি দাস-দাসী মুক্তিকারীগণ লজ্জিত হবে। অতঃপর পৃথিবী আরেকবার দুলবে। তাতে যারা ধ্বংস হওয়ার তারা ধ্বংস হবে। আর যারা অবশিষ্ট থাকার অবশিষ্ট থাকবে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা মুক্তি দিবো। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা মুক্তি দিবো। তখন আল্লাহতা'আলা তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বলবেন, বরং আমি মুক্তি দিবো। আর এ উম্মতের অবশিষ্টগণ কম্পন কর্তৃক (বিপদগ্রস্থ) পরীক্ষিত হবে। যদি তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহতা'আলা তাদের ক্ষমা করে দিবেন। আর যদি তারা ফিরে যায়, তাহলে আল্লাহতা'আলা তাদেরকে কম্পন দ্বারা ফিরিয়ে দিবেন। অতঃপর তারা যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে, আল্লাহতা'আলা তাদের ক্ষমা করে দিবেন। আর যদি তারা ফিরে যায়, তাহলে আল্লাহতা'আলা তাদেরকে কম্পন, নিক্ষেপ, বিকৃতি ও প্রচন্ড শব্দ দ্বারা ফিরিয়ে দিবেন। (ধ্বংস করে দিবেন।) অতঃপর যখন তিনবার বলা হবে, মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে, মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর আল্লাহতা'আলা ঐ সময় পর্যন্ত কোন জাতিকে শাস্তি দেন না, এমনকি উক্ত জাতির কৈফিয়ত গ্রহণকারীরা কৈফিয়ত গ্রহণ করে। এমনকি গুনাহ দ্বারা পরিচয় পাওয়া যায়, ফলে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে না। যাতে উহার মধ্যে সদাচারী ও পাপাচারী যা আছে সে ব্যাপারে অন্তর নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। যেমনিভাবে গাছ তার মধ্যে যা আছে সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়। এমনকি সৎব্যক্তি সৎকর্মের বৃদ্ধি শুনতে পারবে না। কষ্টদানকারী র্ভৎসনা শুনতে পারবে না। আর সেটা হবে, কেননা আল্লাহতা'আলা বলেন, *"কখনো না, বরং তা যা করে তাই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দেয়"* (মুতাফফীন, ১৪)

হাদিস নং ১৭০৯

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন, "আমার উম্মত হল, অনুগ্রহপ্রাপ্ত জাতি। তাদের উপর আখেরাতে কোন শাস্তি নেই। বরং তাদের শাস্তি হল দুনিয়াতে ফিতনা, ভূমিকম্প এবং বিপদ আপদ।"

হাদিস নং ১৭১০

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই অচিরে ফুরাত নদী গুপ্তধন প্রকাশ করবে। সুতরাং যদি তুমি তা পাও, তাহলে তুমি তা হতে কিছুই গ্রহণ করিও না।

হাদিস নং ১৭১১

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন অত্যাচার হবে, তখন এক বাড়ী আরেক বাড়ীর দিকে ধ্বসে পড়বে।

হাদিস নং ১৭১২

হযরত কাবীসা ইবনে বারা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন পৃথিবীর অমুক অমুক জায়গা ধ্বসে যাবে, তখন এমন এক জাতি প্রকাশ পাবে। যারা কালো রং দ্বারা রং করবে। আল্লাহতা'আলা তাদের দিকে তাকাবেন না। হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, আমি সেই জমি দেখেছি, যা ধ্বসে গেছে।

হাদিস নং ১৭১৩

হযরত যুহরী (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামাত সংগঠিত হবে না, এমনকি অনুগ্রহে ভরা বিচরণক্ষেত্র ওয়ালা জাতি ধ্বসে যায়। (এমনিভাবে) কিয়ামাত সংগঠিত হবে না, এমনকি অধিক সম্পদ ও সন্তানওয়ালা ব্যক্তি ধ্বসে যায়।"

হাদিস নং ১৭১৪

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন, যখন দাজ্জাল মদীনার লবণাক্ত অঞ্চলে অবতরণ করবে, তখন মদীনা একবার বা দুইবার উহার অধিবাসীদের ঝাড়া দিবে। ফলে তা হতে প্রত্যেক মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক মহিলা বের হয়ে যাবে। অর্থাৎ ভূমিকম্প হবে।

হাদিস নং ১৭১৫

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফুরাত নদীতে স্বর্ণের পাহাড় খোলা হবে। আর তখন প্রতেক একশ জনে নিরানব্বই জনকে হত্যা করা হবে। এর একজন অবশিষ্ট থাকবে।

হাদিস নং ১৭১৬

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সাবিত হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে এমন সৃষ্ট আছে যারা বিকৃত, ধসিত ও নিক্ষেপিত।” তারা জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এমতাবস্থায় যে, তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই- এর সাক্ষী দিবে? তিনি উত্তরে বলেন, “হ্যাঁ। আর এটা তখন হবে, যখন গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্র গ্রহণ করবে। মদ পান করবে। রেশমি পোষাক পরিধান করবে।”

হাদিস নং ১৭১৭

সূরা আন'আমের ৬৫ নং আয়াত, *“তিনি শক্তিমান যে, তিনি তোমাদের উপর কোন শাস্তি তোমাদের উপর দিক বা তোমাদের পদতল থেকে প্রেরণ করবেন।”* এর ব্যাপারে হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তা চারটি যা প্রত্যেকটিই শাস্তি। অতঃপর তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাতের পঁচিশ বছর পরে এসেছে। ফলে দলে উপদলে বিভক্ত করা হয়েছে। আর একে অপরের অনিষ্ঠ আস্বাদন করানো

হয়েছে। আর দুইটি অবশিষ্ট রয়েছে। আর তা অবশ্যই সংগঠিত হবে। আর তা হল- ধস ও নিক্ষেপ।

হাদিস নং ১৭১৮

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ফুরাত নদী স্বর্ণের পাহাড় খুলে দিবে। অতঃপর মানুষ (সেখানে) যুদ্ধ করবে। আর প্রত্যেক শতকে নব্বইজনকে হত্যা করা হবে। অথবা তিনি বলেন, নয়জন। প্রত্যেকেই দেখবে যে, সে নাজাত পাচ্ছে।

হাদিস নং ১৭১৯

সূরা আন'আমের ৬৫ নং আয়াত- *"তিনিই শক্তিমান যে, তিনি তোমাদের উপর কোন শাস্তি উপর দিক বা তোমাদের পদতল থেকে প্রেরণ করবেন"*। এর ব্যাপারে হযরত আবুল আলিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হাদিস নং ১৭২০

সূরা আন'আমের ৬৫ নং আয়াত, *"তিনিই শক্তিমান যে, তিনি তোমাদের উপর কোন শাস্তি উপর দিক বা তোমাদের পদতল থেকে প্রেরণ করবেন"*। এর ব্যাপারে হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এটা মুশরিকদের জন্য অথবা তোমাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে মুখোমুখী করে দিবেন। এবং একে অপরের আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করাবেন। আর এটা মুসলমানদের জন্য।

হাদিস নং ১৭২১

হযরত আবু আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমার উম্মতের মধ্যে দুইশত বিশ বছরে ধস ও বিকৃতি হবে।"

হাদিস নং ১৭২২

হযরত আবু বুরদা এর পিতা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন, এই উম্মত হল, অনুগ্রহপ্রাপ্ত উম্মত। তাদের শাস্তি তাদের হাতেই। তাদের জাতিগোষ্ঠী হতে লোক ধরা হবে। অতঃপর তাদের থেকেই একজন লোক দেয়া হবে। আর বলা হবে, এটা তোমার জাহান্নাম হতে বাঁচার ফিদইয়া।

হাদিস নং ১৭২৩

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সে পর্যন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না, এমনকি ফুরাত নদী স্বর্ণের পাহাড় খুলে দিবে। আর সেখানে মানুষ যুদ্ধ করবে। কথন প্রতেক একশ জনে নিরানব্বইজনকে হত্যা করা হবে। আর একশ জনে একজন জীবিত থাকবে। আর প্রত্যেক ব্যক্তিই বলবে, আমিই ঐ ব্যক্তি যে, নাজাত পাবো।

হাদিস নং ১৭২৪

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ সত্তরজন ব্যক্তি যাদেরকে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তার কওম থেকে নির্ধারণ করেছিলেন। তাদেরকে কম্পন গ্রাস করে নিয়েছে। কারণ তারা বাছুরের ক্ষেত্রে সম্মত হয় নাই এবং তারা তা থেকে নিষেধও করে নাই।

হাদিস নং ১৭২৫

হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আমার পদতল হতে কেড়ে নেয়া হতে পানাহ চাই। অর্থাৎ ধ্বসে যাওয়া হতে।”

হাদিস নং ১৭২৬

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সময় নিকটবর্তী হবে, তখন অধিক বজ্রধ্বনি হবে।

হাদিস নং ১৭২৭

হযরত হাসসান ইবনে আতিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। যখন সূর্যগ্রহণ হত তখন তিনি সূর্যের দিকে তাকাতে বিতৃষ্ণ ছিলেন। বিতৃষ্ণের কারণ হয়তো ঐ সময় তার দৃষ্টিশক্তি চলে যাবে।

হাদিস নং ১৭২৮

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাঁদী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু অথবা অন্য কোন স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করলেন। আর আমি তার স্ত্রীর সাথে ছিলাম। অতঃপর তিনি বললেন, যখন অমঙ্গল প্রকাশ পাবে, তখন তা থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। আল্লাহতা'আলা স্বীয় বিপদ প্রেরণ করবেন। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদিও তাদের মাঝে সৎকর্মকারীগণ থাকে? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। অসৎকর্মকারীদের যা হবে সৎকর্মকারীদেরও তা হবে। তারপরে তারা আল্লাহতা'আলার ক্ষমা ও রহমত পাবে।

হাদিস নং ১৭২৯

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ঘরে প্রবেশ করলাম। আর আমার সাথে আরেকজন ব্যক্তি ছিল। অতঃপর উক্ত ব্যক্তি বলল, হে উম্মুল মু'মিনীন আমাদের নিকট ভূমিকম্প সম্পর্কে বর্ণনা করুন। অতঃপর হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার হতে চেহারা ঘুরিয়ে নিলেন। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অতঃপর আমি তাকে বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমাদের নিকট ভূমিকম্প সম্পর্কে বর্ণনা করুন। অতঃপর তিনি

বললেন, হে আনাস! যদি আমি তোমাকে সে ব্যাপারে কিছু বলতাম তাহলে তুমি শোকাবস্থায় জীবনযাপন করতে এবং শোকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে। এবং যখন তোমাকে পুনরায় উঠানো হবে, তখন তুমি উঠতে আর তখনও তোমার অন্তরে উহার ভয় থাকতো। অতঃপর সে বলল, আম্মাজান! আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। অতঃপর তিনি বললেন, যখন কোন মহিলা স্বামীর ঘর ব্যতীত অন্য ঘরে (পরপুরুষের সাথে) কাপড় খুলে, তখন সে তার ও আল্লাহতা'আলার মাঝে বিদম্যান পর্দা ছিঁড়ে ফেলে। অতঃপর যদি সে পরপুরুষের জন্য সাজগোজ করে তাহলে তার উপর জাহান্নাম ও লজ্জা। অতঃপর যখন তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, এর সাথে মদ পান করে, বাদ্যযন্ত্র পিটায় তখন আল্লাহতা'আলা স্বীয় আসমানে নিচে নামেন। অতঃপর তিনি বলেন, (হে যমীন) তুমি তাদের নিয়ে কম্পিত হও। অতঃপর যদি তারা তওবা করে ও মুক্ত করে অন্যথায় আল্লাহতা'আলা তাদের উপর তা ধ্বংস করে দিবেন। অতঃপর হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তাদের শাস্তিস্বরূপ? তিনি বললেন, বরং তা মুমিনদের জন্য রহমত, বরকত উপদেশ। আর কাফেরদের উপর পরিণাম, গোস্বা ও শাস্তি। অতঃপর হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরে এত আনন্দদায়ক হাদীস আমি শুনি নাই, যা আমি এ হাদীস শুনে হয়েছি। বরং আমি জীবনযাপন করবো আনন্দে, মৃত্যুবরণ করবো আনন্দে। এবং যখন আমাকে উঠানো হবে তখন আমি উঠবো আর তখনোও উহার আনন্দ আমার অন্তরে থাকবে। অথবা তিনি বলেন, আমার নফসে থাকবে।

হাদিস নং ১৭৩০

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর, *"তিনিই শক্তিমান যে, তিনি তোমাদের উপর তোমাদের উপর দিক হতে শাস্তি প্রেরণ করবেন"* (সূরা আনআম, ৬৫) নাযিল হল।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি আপনার মর্যাদা দ্বারা আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *অথবা তোমাদের পদতল হতে* (সূরা আনআম, ৬৫) নাযিল হল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি আপনার মর্যাদা দ্বারা আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অথবা *তোমাদেরকে দলে উপদলে বিভক্ত করা হবে। এবং তোমরা এক অপরের আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করবে।* (সূরা আনআম, ৬৫) নাযিল হল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "এ দুটি অনেক সহজতর। আর আমাকে প্রথম দুটি দেয়া হয়েছে। আর শেষটি নিষেধ করা হয়েছে।"

হাদিস নং ১৭৩১

হযরত সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সময় মদীনাতে ভূমিকম্প হয়েছিল। আর হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়ানো ছিলেন, তিনি অনুভব করতে পারেন নাই। এমনকি খাট নড়ে উঠলো। অতঃপর যখন সকাল হল, তখন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে মানুষ সকল! দ্রুততম কি? তোমরা কি বানিয়েছ? হযরত ইবনে উআইনা (রহঃ) বলেন, নাফে ব্যতীত অন্য হাদীসে আছে, যদি ফিরে আসে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমি তোমাদের মধ্য হতে বের হয়ে যাবো।

হাদিস নং ১৭৩২

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন শেষ যমানায় গুপ্তধনসমূহ বের হবে, তখন তোমার নিকট মন্দ লোকজন আসবে।

হাদিস নং ১৭৩৩

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন পৃথিবীতে খারাপ প্রকাশ পাবে, তখন আল্লাহতা'আলা দুনিয়াবাসীদের উপর তার বিপদ পাঠাবেন। আমি বললাম, তাদের মধ্যে কি আল্লাহতা'আলার

অনুসরণকারীরা থাকবে? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তারা (মুমিনরা) আল্লাহতা'আলার অনুগ্রহ পাবে।

হাদিস নং ১৭৩৪

হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের মধ্যে সৎকর্মকারীগণ থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। যখন মন্দ বেশি হবে।

হাদিস নং ১৭৩৫

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিশেষ কারো কর্মের কারণে আল্লাহতা'আলা সকলকে পাকড়াও করবেন না। অতঃপর যখন অপরাধ প্রকাশ পাবে। আর তা নিষেধ করা হবে না। তখন বিশেষ ও সকলকে পাকড়াও করবেন।

হাদিস নং ১৭৩৬

হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ব্যক্তি বলবে, মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে। তখন সেই হল তাদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

হাদিস নং ১৭৩৭

হযরত মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কোন ব্যক্তিকে মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে বলতে শুনতেন। তখন তিনি বলতেন, অন্যায়কারীরা ধ্বংস হয়েছে।

হাদিস নং ১৭৩৮

হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন, তুমি গুপ্তধন বের কর। তাহলে তোমার সাথে মন্দ

লোকেরা মিশবে।

হাদিস নং ১৭৩৯

হযরত আরতাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ মাহদীর পর যাকে একজন দাসীসহ পাঠানো হবে। দাসীর গায়ে এমন পোশাক থাকবে যা তাকে আবৃত করবে না। (এই মাহদীর পর) ঐ হাশেমী বংশের লোকের যমানায় কম্পন, বিকৃতি ও ধস হবে, যে বাইতুল মাকদাসে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করবে।

হাদিস নং ১৭৪০

হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পৃথিবীবাসীদের নিয়ে পৃথিবী কঠিন হয়ে যাবে। কষ্টকর ভারবাহী পশুর পিঠের চেয়েও কষ্টকর হবে। অতঃপর তা তোমাদের নিয়ে একদিকে ধলে পড়ে। অতঃপর লোকজন তাদের দাস-দাসীদের মুক্ত করে দিবে। অতঃপর তারা কিছুদিন বসবাস করবে। তারপর যে মুক্ত করেছে, সে লজ্জিত হবে। অতঃপর (যমীন) আরেকবার হেলে পড়বে। এমনকি একজন লোক বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা মুক্ত করবো, আমরা মুক্ত করবো। অতঃপর আল্লাহতা'আলা বলবেন, তোমরা মিথ্যা বলছো। বরং আমি মুক্ত করবো।

হাদিস নং ১৭৪১

অনুবাদ পাওয়া যায়নি।

হাদিস নং ১৭৪২

অনুবাদ পাওয়া যায়নি।

৫৬ আগুন যেটা শামে মানুষকে একত্রিত করবে

১৭৪৩-১৭৬৯ নং হাদিসসমূহ অনূদিত হয়নি।

৫৭ কিয়ামতের আলামত প্রসংগে

১৭৭০-১৭৭২ নং হাদিসসমূহ অনূদিত হয়নি।

হাদিস নং ১৭৪২

আনসারী শাইখগণ বলেছেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমাকে পাঠানো এবং কিয়ামতের মাঝ পার্থক্য এইটুকু।" এটা বলে উনি উনার তর্জনি আর মধ্য আংগুলদুটো একত্রিত করে দেখালেন। বললেন কিয়ামতের বা কিয়ামতের ফু দেবার।

হাদিস নং ১৭৭৪

জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন বলেছেন, "আমাকে এবং কিয়ামতকে পাঠানো হয়েছে এই দুইটার মত।" উনি ﷺ যখন কিয়ামতের কথা বলতেন তখন উনার চেহারা লাল হয়ে যেতো, গলা উঁচু হয়ে যেতো এবং রাগ বেড়ে যেতো। যেন উনি কোনো শত্রুদল সম্পর্কে সতর্ক করছে যে সকাল আর সন্ধ্যায় আক্রমণ করবে।

হাদিস নং ১৭৭৫

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, কিয়ামত চলে আসবে এমন দুই ব্যক্তির উপর, যাদের হাতে তাদের মালামাল ওজনের পাল্লা ধরা থাকবে।

হাদিস নং ১৭৭৬

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “কিয়ামত যখন হবে তখন দুই ব্যক্তি তাদের কাপড় ছড়িয়ে বসবে। তারা বিক্রি শেষ করতে পারবে না, বা কাপড় গুটিয়ে তুলতে পারবে না, এই অবস্থায় কিয়ামত চলে আসবে। আর এক লোক তার লোকমা মুখে নিবে এবং খাওয়ার আগেই কিয়ামত চলে আসবে। আর এক লোক তারা চৌবাচ্চাতে আস্তরণ লাগাতে থাকবে, সে উঠে আসার আগেই কিয়ামত হয়ে যাবে।” এর পর উনি তিলওয়াত করলেন, *“হঠাৎ করেই তাদের কাছে এসে যাবে, তাদের বুঝতে পারবে না”* (সুরা আনকাবুত, ৫৩)।

হাদিস নং ১৭৭৭

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, কিয়ামত আসবে এমন দুই ব্যক্তির উপর যারা তাদের কাপড় ছড়িয়ে নিজেদের মাঝে বেচে বিক্রি করতে থাকবে। এই অবস্থায় কিয়ামত চলে আসবে।

হাদিস নং ১৭৭৮

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আমি কিভাবে বিশ্রাম নেবো, অথচ শিঙ্গার মালিক শিঙ্গায় ঠোঁট দিয়ে অপেক্ষা করছে এতে ফু দেবার হুকুমের জন্য এবং এর পর ফু দেবে?” সাহাবা কিরামদের উপর এটা ভারী মনে হলো। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা বল, “হাসবুনাল্লাহু নিয়মাল ওয়াকিল, আ’লাল্লাহি তাওয়াক্কালনা।” অর্থ, আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর করলাম, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

হাদিস নং ১৭৭৯

আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, এক বেদুইন এসে রাসুলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন, শিঙ্গা কি? বললেন, এটা বাঁশি যেটাতে ফু দেয়া

হবে।

হাদিস নং ১৭৮০

আলকামা বলেছেন, সুরা হজ্জের *“নিশ্চয়ই কিয়ামতের কম্পন হবে একটা বিরাট বিষয়।”* এ সম্পর্কে বলেছেন, এটা হবে কিয়ামতের আগে।

হাদিস নং ১৭৮১

শায়বি বলেছেন, জিব্রিল (আঃ) ঈসা (আঃ) এর সাথে দেখা করেন। তখন ঈসা (আঃ) উনাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে জিব্রিল! কিয়ামত কখন হবে? উনি উনার ডানাকে উঁচু করলেন। এর পর বললেন, এই বিষয়ে প্রশ্নকারী থেকে উত্তরদানকারী বেশি জানে না। “আসমান ও যমীনের জন্য সেটি অতি কঠিন বিষয়। যখন তা তোমাদের উপর আসবে অজান্তেই এসে যাবে।” এর পর বললেন, এটার সময় উনি ছাড়া আর কেউ নির্দিস্ট করে জানে না।

হাদিস নং ১৭৮২

ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, এক লোক রাসুলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। উনি জবাব দিলেন, এই ব্যাপারে প্রশ্নকারী থেকে উত্তরদাতা বেশি জানে না। তাহলে এর নিদর্শন কি? যখন একজন কৃতদাসী তার কর্ত্রীকে প্রসব করবে, অথবা বলেছিলেন কর্তাকে। এবং খালি পা-র নগ্ন দরিদ্র রাখালেরা উঁচু দালান তৈরিতে প্রতিযোগিতা করছে।

হাদিস নং ১৭৮৩

উরওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, নবী ﷺ কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা বন্ধ করেননি যতক্ষণ পর্যন্ত না এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, *“এতে আপনার কি? এর জ্ঞান আপনার রবের কাছে”* (সুরা নাজিয়া)। এর পর উনি বন্ধ করেন।

৫৮ পশ্চিমে সূর্যোদয়ের পরবর্তীতে কিয়ামতের আলামত

হাদিস নং ১৭৮৪

জাবের (রাঃ) বলেছেন, নবী ﷺ উনার মৃত্যুর একমাস আগে বলেছিলেন, “তোমরা আমাকে কিয়ামত কখন হবে জিজ্ঞাসা কর, অথচ এর ইলম শুধু আল্লাহর কাছে আছে।”

হাদিস নং ১৭৮৫

অনুবাদ পাওয়া যায়নি।

হাদিস নং ১৭৮৬

হযরত ওহাব ইবনে মানবাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কিয়ামাতের সময় নিকটবর্তী হবে তখন সমুদ্রের পাহাড় স্থলের দিকে বের হবে। আর স্থলের পাহাড় সমুদ্রে পতিত হবে। আর সমুদ্র (তার নিজের জায়গা হতে) বের হয়ে যাবে। ফলে তা পৃথিবীর উপর প্লাবিত হবে। আর এর কারণে পৃথিবীর উপর দালান কোঠা, পাহাড় পর্বত কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। বরং সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে এবং হেলে পড়বে। আর কিয়ামাত অনুষ্ঠিত হওয়ার ভয়ের কারণে নক্ষত্ররাজি ছড়িয়ে পড়বে, আকাশ পরিবর্তন হয়ে যাবে, যমীন ফেটে যাবে। অতঃপর কিয়ামাত অনুষ্ঠিত হবে।

হাদিস নং ১৭৮৭

হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মৃত্যুর এক মাস পূর্বে বলেন, আমি আল্লাহ তা’আলার কসম করে বলছি যে, “আজ পৃথিবীর উপর এমন কোন মানুষ জীবিত নেই যে, তার উপর একশ বছর আসবে (অতিবাহিত হবে)।”

হাদিস নং ১৭৮৮

হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমি নিশ্চয়ই এটা আশা করি যে, আমার উম্মত আমার প্রতিপালকের নিকট অক্ষম হবে না যে, তাদেরকে অর্ধ দিবস বিলম্ব করা হবে।" অতঃপর সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্রশ্ন করা হল, অর্ধ দিবস কতটুকু? (অর্ধ দিবসের পরিমাণ কতটুকু?) উত্তরে তিনি বললেন, পাঁচশত বছর।

হাদিস নং ১৭৮৯

হযরত যুবাইর ইবনে নুফাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ে ইহুদি ও তাদের অন্যান্যরা (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে) বেশী বেশী কিয়ামাত সম্পর্কে প্রশ্ন করতো। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে জীবরাঈল আলাইহিস সালাম আসল। তখন তিনি তাকে বললেন, হে জীবরাঈল! আমার নিকট অধিকাংশ ইহুদি ও তাদের অন্যান্যরা (আমার নিকট) কিয়ামাত সম্পর্কে বেশী বেশী প্রশ্ন করছে। তখন উত্তরে জীবরাঈল আলাইহিস সালাম বললেন (কিয়ামাত সম্পর্কে) প্রশ্নকারী হতে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশী জানে না।

হাদিস নং ১৭৯০

হযরত ফারয কালায়ী হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আবু যামরাহ কালায়ীকে বলতে শুনেছেন যে, মদীনাবাসী রাত্রি যাপন করবে। অতঃপর তারা সকাল করবে। অর্থাৎ হিমস (এ রাত্রি যাপন করবে।) অতঃপর পূর্ব দিকের দরজা দিয়ে এক বহির্গামী বের হয়ে সিন্নীরকে দেখবে পাবে না। ফলে সে তার নফসকে মিথ্যারোপ করবে। অতঃপর সে উহার অধিবাসীদের আহবান করবে। ফলে তারা বাহির হবে। অতঃপর তারা উহার দিকে তাকাবে যার

দিকে সে তাকিয়ে ছিল। অতঃপর তারা যখন তার স্থানে লেবাননে অবস্থান করবে। আর যখন সিন্নীর তার স্থান হতে অপসারণ হবে। ঐ দিন সেখানে তারা আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ চান ততক্ষণ অবস্থান করবে। এমনকি তাদের নিকট একজন ব্যক্তি জাওয়ারিন এর দিক হতে এসে বলবে, গতকাল রাত্রে সিন্নীর আমাদের পাশ দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। আর আমরা জানিনা সে কোথায় গিয়েছে। (তখন) বলা হবে, সে হল জাহান্নামের খুঁটিসমূহের মধ্যে হতে একটি খুঁটি।

হাদিস নং ১৭৯১

হযরত ওহাব ইবনে মানবাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সপ্তম পশুর পর আল্লাহ তা'আলা বালাকের সৈন্যদের উপর ফেরেশতা প্রেরণ করবেন। তারা আসমান ও যমীনের মাঝখানে উড়তে থাকবে। যমীন ও তার মধ্যে ও উপরে অবস্থিত যা থাকবে তা বাকী বা অবশিষ্ট থাকবে। আর অষ্টম আলামত বা নিদর্শন হল, যমীনের উপর কোন গাছ বাকী থাকবে না। বরং তা রক্তের কারণে কাঁদবে। আর নবম আলামত হল, যমীনের উপর কোন শিলা অবশিষ্ট থাকবে না। বরং তা মহিলাদের আওয়াজের ন্যায় আওয়াজ করবে। আর দশম আলামত হল, পৃথিবীর পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় হওয়া।

হাদিস নং ১৭৯২

হযরত ইরয়ান ইবনে হাইসাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে হযরত ইয়াযিদ ইবনে মুয়াবিয়া এর নিকট আসলাম। অতঃপর আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু (এর আওয়াজ) শুনলাম। এবং আমি তাকে বললাম, তারা ধারণা করে যে, সত্তরজন ব্যক্তির উপর কিয়ামাত অনুষ্ঠিত হবে। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, তারা আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে। আমি এরূপ বলিনি। বরং আমি বলেছি যে, সত্তর জন হবে না। উহার নিকটবর্তী (সময়ে) অনেক কঠিন ও অনেক বড় বড় বিষয় সংগঠিত হবে।

হাদিস নং ১৭৯৩

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "ঐ সময় পর্যন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি বছর একটি মাসের সমান হবে। একটি মাস একটি সপ্তাহের সমান হবে। একটি সপ্তাহ হবে একটি দিনের সমান। আর একটি দিন হবে আগুনের শিখার সমান (আগুনের শিখার পরিমাণের সময়ের সমান)।"

হাদিস নং ১৭৯৪

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ সময় পর্যন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ রাস্তায় বা পথে যৌনকর্ম করবে করবে। যেমন নাকি চতুস্পদ জন্তু যৌনকর্ম করে। তখন পুরুষেরা পুরুষের থেকে, মহিলারা মহিলাদের থেকে অমুক্ষাপেক্ষী হবে। তোমরা কি মনে কর, অভিভূত কি? তারা বলবে (জানি) না। নারীরা নারীদের আরোপ করবে। অতঃপর সে উহার হকদার হবে।

হাদিস নং ১৭৯৫

হযরত সাঈদ ইবনে মাসরুক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "পৃথিবীর সমস্ত পানি গর্তে চলে যাবে। অতঃপর আরদান নদী ও মিসরের নীলনদ ব্যতীত পুনরায় সমস্ত নদীর পানি তার স্থানে ফিরে আসবে।"

হাদিস নং ১৭৯৬

হযরত মাকহুল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল যে, কিয়ামাত কখন অনুষ্ঠিত হবে? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, "কিয়ামাত সম্পর্কে প্রশ্নকারীর থেকে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশী জানে না। তবে উহার আলামত হল, বাজার, বৃষ্টি নিকটবর্তী হওয়া (অতি

বৃষ্টি), শস্য উৎপাদন না হওয়া। গীবতের প্রকাশ্যতা। (পথ) ভ্রষ্ট সন্তানদের প্রকাশ্যতা। সম্পদের মালিকের সম্মান। মসজিদে ফাসেক ব্যক্তির উচ্চ আওয়াজ। সৎকাজকারীদের উপর মন্দ কাজকারীদের প্রকাশ্যতা। (মন্দ লোকের নেতৃত্ব)। অতএব যে ব্যক্তি উক্ত যমানা পাবে, সে যেন তার দ্বীন নিয়ে নিভৃতে থাকে। আর সে যেন ঘরের মোটা চাদর হয়ে থাকে (ঘরে অবস্থান করে)।"

হাদিস নং ১৭৯৭

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তুমি দেখবে যে, মানুষ নামাজ ছেড়ে দিবে, আমানতকে নষ্ট করবে, মিথ্যাকে হালাল মনে করবে, তারা অধিকহারে অঙ্গীকার করবে, অধিকহারে সুদ খাবে, ঘুষ গ্রহণ করবে, (বড় বড়) ঘর-বাড়ী নির্মাণ করবে, মন প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে, দ্বীন ধর্মকে দুনিয়ার পরিবর্তে বিক্রয় করবে, তখনই নিস্কৃতি তারপর নিস্কৃতি। তোমার মা তোমাকে বোঝা মনে করবে।

হাদিস নং ১৭৯৮

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন প্রাথমিক নিদর্শনাবলী বের হবে তখন কলম প্রত্যাখিত হবে। সংরক্ষণতা বন্ধ হয়ে যাবে। শরীরসমূহ আমলের উপর শহীদ হবে।

হাদিস নং ১৭৯৯

হযরত আবু উমামা ইবনে সাহল হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, ঐ সময় পর্যন্ত কিয়ামাত অনুষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ রাস্তা ঘাটে গাধার যৌনকর্মের ন্যায় রাস্তায় যৌনকর্ম করবে।

হাদিস নং ১৮০০

হযরত আবু হারুন আবদী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নওফকে বলা হল নিশ্চয়ই আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন নব্বই এর পরে অল্প

সংখ্যাক মানুষ বসবাস করবে। অতঃপর নওফ বললেন, আমি নিশ্চয়ই তাদের পেয়েছি তারা উহার পর দীর্ঘ সময় জীবনযাপন করেছে। তবে অধিকাংশ জীবনাপোকরণ হবে সিরিয়ায়। তখন বলা হল কূফা ও বসরায়। তিনি বললেন উহা নতুন উদ্ভাবিত।

হাদিস নং ১৮০১

হযরত শাহর ইবনে হাওসাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন) একজন লোক তার ঘর থেকে বের হবে, তখন তার লাঠি ও চাবুক তাকে তার পরিবারের লোকজন তার ঘরে যা কিছু করেছে তার ব্যাপারে তাকে খবর দিবে।

হাদিস নং ১৮০২

হযরত আরিয়ান ইবনে হাইসাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি যে, একশত বিশ বছর (পর) ভালোর পর অমঙ্গল হবে। আর কেউ জানেনা যে, উহার শুরু হবে কখন।

হাদিস নং ১৮০৩

হযরত মুজাহিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলনেওয়ালার উপর কিয়ামাত সংগঠিত হবে না। আর ফেরেশতা সিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার ইচ্ছা করবে। আর তখনই একজনকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে শুনবে। ফলে সে সিঙ্গায় ফুঁক দেয়াকে সত্তর শরৎকাল পিছিয়ে দিবে (সত্তর বছর পিছিয়ে দিবে)।

হাদিস নং ১৮০৪

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ আল্লাহ বলনেওয়ালা ব্যক্তির উপর কিয়ামাত সংগঠিত হবে না।

হাদিস নং ১৮০৫

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই নিকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট মানব হল ঐ সমস্ত লোক যাদের জীবিত অবস্থায় কিয়ামাত তাদেরকে পেল।

হাদিস নং ১৮০৬

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমার ও কিয়ামাতের উদাহরণ হল ঐ কওম বা জাতির উদাহরণের ন্যায়, যারা গুপ্তচর প্রেরণ করবে। আর গুপ্তচররা শত্রুদের দেখবে। ফলে তারা ভয় পাবে যে, তাদের পূর্বে উক্ত শত্রুদল তাদের সাথীদের নিকট পৌঁছে যাবে। ফলে সে তার তরবারীকে ঝলকাবে। কিয়ামাতের পূর্বক্ষণে তোমাদেরকে আনা হয়েছে এবং আমি প্রেরিত হয়ে এসেছি।"

হাদিস নং ১৮০৭

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সমুদ্রের ভিতর অনেক শয়তান বন্দি অবস্থায় আছে। আর সম্ভাবনা আছে যে, উক্ত শয়তানগুলি মানুষের মধ্যে বের হবে এবং মানুষের নিকট কুরআন তেলাওয়াত করবে।

হাদিস নং ১৮০৮

হযরত আরইয়ান ইবনে হাইসামা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট প্রতিনিধি হিসাবে গেলাম। আমি তার সামনে ছিলাম। আর এরই মাঝে একজন লোক তার নিকট আসলো। তার উপর দুটি কাপড় ছিল। হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন এবং তার সাথে তার খাটে বসালেন। তখন আমি প্রশ্ন করলাম, হে আমীরুল মুমিনীন! এই ব্যক্তি কে? উত্তরে তিনি বললেন, তুমি কি তাকে চিন না? ইনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে

আস রাযিয়াল্লাহু আনহু। (বর্ণনাকারী) বলেন আমি বললাম, এই সেই ব্যক্তি যিনি একথা বলেন যে, একশত বছর পর মানুষ জীবিত থাকবে না। তিনি বলেন, তিনি আমার নিকট আসলেন, (এবং বললেন) আমি কি তোমার নিকট এটা বলেছি? নিশ্চয়ই আমরা তাদেরকে পাব, যারা একশত (বছর) পর অনেক লম্বা যুগ জীবনযাপন করবে। কিন্তু এই (বর্তমান) জাতি একশত ত্রিশ বছর আলোকিত করবে (জীবনযাপন করবে)।

হাদিস নং ১৮০৯

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন "কিয়ামাত সংগঠিত হবে এমতবস্থায় যে, দুই জন ব্যক্তি কাপড় ক্রয় বিক্রয় করতে থাকবে। তারা দুই জন উক্ত কাপড় ভাঁজ করতে পারবে না, এবং ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন করতে পারবে না। এরই মধ্যে কিয়ামাত সংগঠিত হয়ে যাবে। এক ব্যক্তি দুধ দোহন করবে আর সে উহার মুখে পাত্র রাখতে পারবে না। আর এরই মাঝে কিয়ামাত সংগঠিত হয়ে যাবে। এক ব্যক্তি হাউজে নামবে আর সে সেখানে পানি পান করতে পারবে না। কারণ এরই মাঝে কিয়ামাত সংগঠিত হয়ে যাবে।"

হাদিস নং ১৮১০

হযরত আবু ফিরাস আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামাত কখন সংগঠিত হবে? উত্তরে তিনি বললেন (কিয়ামাত সম্পর্কে), প্রশ্নকারী অপেক্ষা প্রশ্নকৃত ব্যক্তি বেশী জানে না। তাবে কিয়ামতের অনেক আলামত বা নিদর্শন রয়েছে। আর তা হল যখন রাখালেরা বড় বড় দালান কোঠা নিয়ে পরস্পরে গর্ব করবে। এবং যখন কালের নাঙ্গা পা, নাঙ্গা শরীর দরিদ্র ব্যক্তি বাদশা হবে। আর তারা হল আরীব।

হাদিস নং ১৮১১

হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই কিয়ামাতের অনেক নির্দশন রয়েছে। আর তার নির্দশন আসা ব্যতিত কখনোই কিয়ামাত সংগঠিত হবে না।

হাদিস নং ১৮১২

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের উপর প্রচন্ড বৃষ্টি বর্ষণ হবে। যে বৃষ্টি জনবসতির প্রত্যেকটি মাটির ঘরে পৌঁছবে। তবে পশমের ঘরে পৌঁছবে না।" হযরত সুহাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহতা'আলার সাথে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত (মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত) আমার পিতা পশমের ঘরের ব্যাপারে পৃথক করেন নাই।

হাদিস নং ১৮১৩

হযরত সাহল ইবনে আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমি ও কিয়ামাত এভাবে প্রেরিত হয়েছি (এ কথা বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৃদ্ধা ও মধ্যমা আঙ্গুলি এর সাথে মিলিত দুটি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করেন এবং ঐ দুটির মাঝে পৃথক করলেন)।"

হাদিস নং ১৮১৪

হযরত আবু হুযাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি তোমাদের কেউ প্রশাব করে, সে যেন মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নেয়। একথা ভয় করে যে, কিয়ামাত তাকে ধরে ফেলবে।

হাদিস নং ১৮১৫

হযরত হানাস ইবনে হারেস তার পিতা হতে বর্ণনা করে বলেন যে, তার পিতা বলেন আমরা কাদেসিয়াতে আসলাম। আর আমাদের একজন সাথীর রাতের বেলায় ঘোড়ার বাচ্চা হবে। অতঃপর যখন সকাল হবে তখন সে তার ঘোড়ার বাচ্চাকে যবাহ করে দিবে। অতঃপর এ খবর হযরত ওমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকটে পৌঁছল। অতঃপর আমাদের নিকট হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর পত্র আসলো। তাতে লিখা ছিল, আল্লাহতা'আলা তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তার দিকে সংশোধিত হও। নিশ্চয়ই উক্ত বিষয়ে একটি নফস রয়েছে।

হাদিস নং ১৮১৬

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না বাইতুল্লাহ এর হজ্ব করা হবে।

হাদিস নং ১৮১৭

আমাদের নিকট একজন গল্প বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন, যিনি মদীনায় তার পিতা হতে জামা'য়াত সম্পর্কে গল্প বলতেন। তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত হল, গুপ্তধনসমূহের প্রকাশ পাওয়া, অতিবৃষ্টি, শস্যাদির উৎপন্ন কম হওয়া অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ। একজন ব্যক্তি একজন বা দুইজন প্রতিরক্ষা নিয়ে হাটবে। তার সম্মুখে আসার মত কাউকে সে পাবে না। এমনকি প্রত্যেক ব্যক্তিই অমুক্ষাপেক্ষী হয়ে যাবে। আর তারা সেদিন তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কঠিন হবে। আর এগুলোই হল আয়াত বা নিদর্শন যা প্রকাশ পাবে। অতঃপর ধনীরা গরীবদের থেকে ভয় পাবে। অতঃপর বলবে, আমি এগুলো দ্বারা কি করবো? আর এই হল কিয়ামাত। যা অনুষ্ঠিত হবে এমনকি কোন এক ব্যক্তি দল নিয়ে বের হবে। যার মালিক সে

ব্যতীত অন্য কেউ হবে না। সে উহা নিয়ে সফর করবে। সুতরাং এমন কোন লোক পাওয়া যাবে না, যে উহা গ্রহণ করবে। আর এটা ঘটবে এমন দিনে যে দিনে এমন ব্যক্তির ঈমান তাকে কোন কাজ দিবেনা, যে ব্যক্তি ইহার পূর্বে ঈমান আনায়ন করে নাই। অথবা তার ঈমানের মধ্যে সে কোন মঙ্গল অর্জন করে নাই। (আনআম)।

হাদিস নং ১৮১৮

হযরত রজা' ইবনে হাইওয়া কিনদি হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের উপর এমন এক যামানা আসবে, যখন খেজুর গাছ খেজুর ব্যতীত অন্য কিছু বহন করবে না।

হাদিস নং ১৮১৯

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কিয়ামাতের প্রথম আলামত বা নিদর্শনের আবির্ভাব হবে তখন কলমসমূহ প্রত্যাখ্যান করবে, হিফয তথা মুখস্ততা আটকে যাবে, শরীরসমূহ আমলের উপর সাক্ষী দিবে।

হাদিস নং ১৮২০

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, একবার হযরত জীবরাঈল আলাইহিস সালাম আমার নিকট একটি সাদা আয়না নিয়ে আসলেন। যার ভিতর একটি কালো রংয়ের ফোঁটা ছিল। অতঃপর আমি হযরত জীবরাঈল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি? উত্তরে তিনি বললেন, এটা হল জুমআ'। অতঃপর আমি বললাম, এই কালো ফোঁটাটা কি? উত্তরে তিনি বললেন, সেখানে কিয়ামাত সংগঠিত হবে।

হাদিস নং ১৮২১

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন যামানা (কিয়ামাত) নিকটবর্তী হবে তখন বজ্রপাত বেশি হবে।

হাদিস নং ১৮২২

হযরত শা'বী হতে বর্ণিত। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন যে, যখন আবির্ভাব হবে, অথবা কিয়ামাতের নিদর্শন হল, কলমসমূহ প্রত্যাখিত হবে, হিফয তথা মুখস্ততা আটকে যাবে, আর শরীরসমূহ আমলের উপর সাক্ষী দিবে।

হাদিস নং ১৮২৩

হযরত কায়েস, অন্য এক ব্যক্তি হতে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, "আমি ও কিয়ামাত এইভাবে অবতীর্ণ হয়েছি। অর্থাৎ তার আঙ্গুলের ন্যায়।"

হাদিস নং ১৮২৪

হযরত ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "ঐ সময় পর্যন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিকান ও দালান কোঠা বেশী হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সিমারুল ওরাক উদগত না হয়।"

হাদিস নং ১৮২৫

হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের মন্দের উপর কিয়ামাত সংগঠিত হবে। অতঃপর একজন ফেরেস্তা আকাশ ও যমীনের মাঝখানে সিঙ্গায় ফুঁক দিবে। আর তখন আকাশ ও যমীনের মধ্যে কোন সৃষ্ট অবশিষ্ট থাকবে না। বরং সকলেই মারা যাবে। তবে তোমার প্রতিপালক যাকে চান তাকে ব্যতীত। অতঃপর সিঙ্গায় দুইবার ফুঁক দেয়ার

মাঝে আল্লাহ তা'আলা যা চান তা হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আরশের নিচ হতে পুরুষের মনির মত পানি প্রেরণ করবেন। পৃথিবীতে বনী আদম হতে কোন সৃষ্টি হবে না। তবে উক্ত মনি থেকে সৃষ্টি হবে। অতঃপর তাদের শরীর ও গোস্ত উক্ত পানি হতে উদগত হবে। যেমন নাকি যমীনের কাদা মাটি হতে যমীন উদগত হয়। অতঃপর আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু, *"আর আল্লাহ হলেন ঐ সত্ত্বা যিনি বাতাস প্রেরণ করে মেঘ পরিচালিত করেন। অতঃপর আমি উহাকে মৃত গ্রামের উপর ঢেলে দেই। আর উহা দ্বারা যমীনকে মৃত্যুর পর জীবিত করি। এভাবেই হবে প্রত্যাবর্তন"* (সূরা ফাতির)। অতঃপর একজন ফেরেশতা আসমান ও যমীনের মাঝামাঝি স্থানে দাড়াবে। অতঃপর সিঙ্গায় ফুঁক দিবে। অতঃপর প্রত্যেক নফস তার শরীরের দিকে যাবে। অতঃপর তাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর তারা জীবিত একজন ব্যক্তির ন্যায় জীবিত হয়ে আল্লাহ তা'আলার জন্য দাড়াবে।

হাদিস নং ১৮২৬

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামাত হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না একজন পুরুষ পঞ্চাশ জন মহিলার বিষয়ে কার্য সম্পাদন করে।

হাদিস নং ১৮২৭

হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি সীমান্ত রক্ষার জন্য ঘোড়া প্রস্তুত করে। অতঃপর উক্ত ঘোড়া প্রথম আলামতের সময় বাচ্চা জন্ম দেয়। তখন ঘোড়ার বাচ্চার উপর আরোহণ করার পূর্বেই সে শেষ আলামত দেখবে।

হাদিস নং ১৮২৮

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না, যতক্ষণ পযন্ত না একটি বছর একটি মাসের সমান হয়। একটি মাস একটি সপ্তাহের সমান হয়। একটি সপ্তাহ একটি

দিনের সমান হয়। একটি দিন একটি ঘন্টার সমান হয়। একটি ঘন্টা খেজুর গাছের পাতার জ্বলার সময়ের পরিমাণের মত সময় হয়।

হাদিস নং ১৮২৯

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দুই ফুঁৎকারের মাঝে ব্যবধান হবে চল্লিশ এর। তারা (শ্রোতারা) প্রশ্ন করলেন, হে আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু চল্লিশ দিনের?। তিনি বলেন, আমি অস্বীকার করলাম। তিনি বললেন, চল্লিশ মাস? তিনি বলেন, আমি অস্বীকার করলাম। তিনি বললেন, চল্লিশ বৎসর? তিনি বলেন, আমি অস্বীকার করলাম। তিনি বললেন, অতঃপর আকাশ হতে পানি বর্ষণ হবে। আর তার দ্বারা উদ্ভিদ জন্মানোর ন্যায় তারা জন্মাবে। আর মানুষের হতে একটি হাড় ব্যতিত আর কিছুই থাকবে না। আর তা হল আযাবুয যানব (পিছনের দিকের মূল হাড্ডি।) আর তার থেকে সৃষ্টিজীব কিয়ামাতের দিনে আরোহণ করবে।

হাদিস নং ১৮৩০

হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন একদিন আসবে যেদিন যদি এক বাটি পানিও তলব করা হয় তাহলে পাওয়া যাবে না। সম্পূর্ণ পানি তার মূলে ফিরে যাবে। আর অবশিষ্ট পানি ও মুমিনগণ সিরিয়ায় থাকবে।

হাদিস নং ১৮৩১

হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সব থেকে খারাপ রাত, দিন, মাস, যুগ হল কিয়ামাতের নিকটবর্তী রাত, দিন, মাস ও যুগ।

হাদিস নং ১৮৩২

হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মন্দ মানুষের উপর কিয়ামাত সংগঠিত হবে। যারা সৎ কাজে আদেশ দিবে না এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে না। তারা গাধার ন্যায় একে অপরকে ছেড়ে চলে যাবে। একজন পুরুষ একজন মহিলার হাত ধরবে অতঃপর তার সাথে নির্জন স্থানে সময় কাটাবে। অতঃপর তার থেকে তার প্রয়োজন পূরণ করবে। অতঃপর তাদের নিকট ফিরে যাবে। এমতবস্থায় যে, তারা তার প্রতি হাসতে থাকবে। আর সেও তাদের প্রতি হাসতে থাকবে।

হাদিস নং ১৮৩৩

হযরত কাসীর ইবনে মাররা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিপদের আলামত ও কিয়ামাতের শর্তাবলীর মধ্যে থেকে হচ্ছে, তাদেরকে আকাশ হতে রাত্রি বেলায় একটি আওয়াজ ঘিরে নিবে। আর উক্ত আওয়াজ তাদেরকে শিহরিত করবে। তারা উক্ত আওয়াজের কারণে সৃষ্ট শিহরিত থাকা অবস্থায় হঠাৎ আল্লাহতা'আলা আকাশ হতে সিংহের আওয়াজের ন্যায় অনেক আওয়াজ প্রেরণ করবেন। যা তাদের অন্তরগুলোকে শিহরিত করবে। তাদের নফসকে ছিনিয়ে নিবে। তারা উক্ত আওয়াজের কারণে সৃষ্ট শিহরিত থাকা অবস্থায় হঠাৎ আকাশ হতে আলামত বের হবে যার জন্য তাদের মুমিনগণ ও কাফেরগণ ঈমান সহকারে ছুটে যাবে।

হাদিস নং ১৮৩৪

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহান উম্মত হবে বনী ইসরাঈলের বয়সের ন্যায় তিন শত বছর ।

হাদিস নং ১৮৩৫

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামাতের নিদর্শনের মধ্যে এক জুমআ' হতে আরেক জুমআ'র মত উহার

প্রথম বা উহার শেষ। অথবা সাতটি ছোট দানা একটি দূর্বল সুতার ভিতর ভারী হবে। যখন ছিড়ে যায় তখন একে অপরের সাথে চলে আসবে।

হাদিস নং ১৮৩৬

হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মানুষের অন্তর থেকে কুরআনকে উঠিয়ে নেয়া হবে তখন তারা কবিতার দিকে ঝুঁকে যাবে।

হাদিস নং ১৮৩৭

হযরত ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "যখন সূর্য উহার পশ্চিম দিক হতে উঠবে, তখন সকল মানুষই ঈমান আনবে কিন্তু সেদিন তাদের ঈমান তাদের কোন কাজে আসবে না।"

৫৯ পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়

হাদিস নং ১৮৩৮

হযরত ইয়াযীদ ইবনে শুরাইহ ও আমর ইবনে সালমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এরা সকলেই বলেন যে, পশ্চিম দিক হতে একদিন সূর্য বিলম্বে উদিত হবে। আর সেদিন মানুষের অন্তরে যা থাকবে তার উপর তাকে মহর এটেঁ দেয়া হবে। আর সেদিন আমল, হিফয তথা সংরক্ষণতা উঠিয়ে নেয়া হবে। আর ফেরেশতাদের আদেশ দেয়া হবে যে, তারা যেন মানুষের কোন আমল না লিখে। আর সেদিন কিয়ামাত সংগঠিত হওয়ার ভয়ে সূর্য ও চন্দ্র ভয়ে শংকিত হবে।

হাদিস নং ১৮৩৯

হযরত যায়েদ ইবনে আবু ইতাব হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কিয়ামাতের পাঁচটি নিদর্শন রয়েছে। উক্ত নিদর্শনগুলো হতে প্রথম নিদর্শন কখন ঘটবে তা আমার জানা নাই। আর যখন উহার আলামতসমূহ আসবে তখন এমন ব্যক্তির ঈমান তাকে কোন উপকার দিবে না, যে ব্যক্তি উহার আগমনের পূর্বে ঈমান আনয়ন করে নাই। অথবা সে তার ঈমানের ভিতর পূণ্যতা উপার্জন করে নাই। পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদয়, দাজ্জাল, ইয়াজুয মাজুয, ধোঁয়া, চতুস্পদ জন্তু।"

হাদিস নং ১৮৪০

হযরত ওহাব ইবনে মানবাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্যোদয়টা হল কিয়ামাতের দশম আলামত। আর এটাই কিয়ামাতের শেষ আলামত। অতঃপর প্রত্যেক গর্ভধারীণি তার গর্ভ সম্পর্কে ভুলে যাবে। প্রত্যেক ধনবান ব্যক্তি তার মালসম্পদ প্রত্যাখ্যান করবে। আর প্রত্যেক ব্যবসায়ী তার ব্যবসা হতে অন্যমনস্ক হয়ে যাবে।

হাদিস নং ১৮৪১

হযরত মাসরুক আল্লাহতা'আলার বাণী, *"যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসিবে সেদিন তাহার ঈমান কাজে আসিবে না, যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনে নাই কিংবা যে ব্যক্তি ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ উপার্জন করে নাই"* (সূরা আনআ'ম, ১৫৮) (এর তাফসীর) সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, উক্ত আয়াত হল, পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় হওয়া।

হাদিস নং ১৮৪২

হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "ঈসা

আলাইহিস সালাম ও তার সাথীদের কর্তৃক ইয়াজুয মা'জুয এর বিরুদ্ধের দোয়া কবুল করা হবে। অতঃপর তারা জীবিত থাকবে এমনকি পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয়ের রাত্রে তারা সাড়া দিবে। অতঃপর তারা দাব্বাতুল আরদের আবির্ভাবের পর চল্লিশ বছর পর্যন্ত তারা সুখ শান্তি ও নিরাপদে জীবনধারণ করবে।"

হাদিস নং ১৮৪৩

হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমাদের অল্প সংখ্যাক লোক ইয়াজুয মাজুযের পর জীবিত থাকবে। এমনকি সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা উহার আলোকে আমাদের উপর ফিরিয়ে নিবেন এভাবে যে, সূর্য পূর্ব বা পশ্চিম দিক হতে উঠবে না। তখন তিনি বলবেন, আমার তিরান্দাজে কারা ঐ ব্যক্তি কে যার কোন অংশীদারিত্ব নেই? তিনি বলেন, অতঃপর তারা আকাশ হতে একজন আহবানকারীর আহবান শুনবে। তাতে বলা হবে, হে ঐ সমস্ত লোক যারা ঈমান আনায়ন করেছ, তোমাদের ঈমান গ্রহণ করা হয়েছে। আর তোমাদের থেকে আমল উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর ঐ সমস্ত লোক যারা কুফুরী করেছ, তোমাদের থেকে তাওবার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কলম জমে গেছে অর্থাৎ আমলনামা বন্ধ হয়ে গেছে। কিতাব মুছে গেছে। সুতরাং কোন একজনের থেকে তাওবা গ্রহণ করা হবে না। আর কোন ব্যক্তির ঈমানও গ্রহণ করা হবে না। তবে যারা উক্ত সময়ের পূর্বে ঈমান আনায়ন করেছে। ফলে উক্ত সময়ের পরে কোন মুমিন মুমিন ব্যতীত জন্ম গ্রহণ করবে না। কোন কাফের কাফের ব্যতীত জন্ম গ্রহণ করবে না। আর শয়তান সিজদায় পড়ে যাবে। আর সে ডেকে ডেকে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনি যে জীব বস্তুকে এবং জড় বস্তুকে চান তাকে সিজদা করার জন্য আদেশ করুন। আর অন্যান্য শয়তান তার নিকট জমায়েত হবে। আর তারা বলবে, হে আমাদের নেতা! আমরা কাকে ভয়

করবো? তখন সে বলবে, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট কিয়ামাতের দিবস এবং নির্দিষ্ট সময়ের দিন পর্যন্ত সুযোগ চেয়েছিলাম। আর এই সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদয় হয়েছে। আর এটাই হল নির্দিষ্ট সময়। সুতরাং আজকের পর আর কোন আমল নেই। আর সেদিন থেকে শয়তান প্রকাশ্য হয়ে পড়বে। এমনকি লোকজন বলবে, এইতো আমার সেই বন্ধু যে আমাকে ধোঁকা দিয়েছিল। সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি তাকে অপদস্থ করেছেন। আর আমাকে তার থেকে দয়া করেছেন। আর মানুষ জ্বীন, শয়তানদের তাদের খাওয়া দাওয়া, পানাহার, তাদের জীবন, তাদের মৃত্যু, প্রকাশ্য ভাবে দেখবে। দাব্বাতুল আরদ বাহির হওয়া পর্যন্ত শয়তান সিজদায় পড়ে কাঁদতে থাকবে। অতঃপর দাব্বাতুল আরদ শয়তানকে হত্যা করবে।"

হাদিস নং ১৮৪৪

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, যখন পশ্চিম দিক হতে সূর্যদয় হবে তখন মাতৃগণ তাদের সন্তান সম্পর্কে, প্রিয়জন তাদের ভালবাসার ফল সম্পর্কে ভুলে যাবে। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিকট যা আসবে তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাবে। আর উহার পর কারো তওবা কবুল করা হবে না। তবে যে তার ঈমানের মধ্যে সৎকর্মকারী থাকবে। কেননা উহার পর তার আমলনামা (ছওয়াব) লেখা হবে যেমন নাকি উহার পূর্বে লেখা হত। আর কাফেরদের উপর পরিতাপ ও দুঃখ দুর্দশা হবে। পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদয় হওয়া থেকে যদি কোন ব্যক্তি ঘোড়া পায় তাহলে সে ঘোড়ায় উঠতে পারবে না। তার পূর্বেই কিয়ামাত সংগঠিত হয়ে যাবে। আর কিয়ামাত সংগঠিত হবে এমতাবস্থায় যে, মানুষ বাজারে বাজার করতে থাকবে। বাজারে দুইজন ব্যক্তি কাপড় (ক্রয় বিক্রয়ের জন্য) ছড়াবে কিন্তু তারা তাদের ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন করতে পারবে না, আবার ভাঁজও করতে পারবে না। একজন মানুষ খানা খাওয়ার জন্য মুখে খানা তুলবে কিন্তু সে তা খেতে পারবে না। অতঃপর তিনি

তেলাওয়াত করলেন, *“আর তাদের নিকট তা হঠাৎ করে আসবে। আর তারা তা বুঝতে পারবে না।”*

হাদিস নং ১৮৪৫

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন যে, একদিন সন্ধ্যা বেলায় চন্দ্র ও সূর্য আকাশের এক স্থানে একত্রিত হবে। আর তখন দিন বিশ বছর দীর্ঘ হবে।

হাদিস নং ১৮৪৬

হযরত ওহাব ইবনে জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু খাইওয়ানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট ছিলাম। তখন তিনি আমাদের সাথে কথা বলা শুরু করলেন। অতঃপর বললেন, যখন সূর্য ডুবে যায় তখন তা সালাম দেয় ও সিজদা করে। এবং পরবর্তী দিন উদিত হওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। আর তাকে অনুমতি দেওয়া হয়। এমনকি যখন দিন হয় তা ডুবে যায়। অতঃপর বলে হে প্রতিপালক! নিশ্চয়ই যাত্রা অনেক দূরের!! আর আমাকে অনুমতি না দেওয়া হত। আমি পৌঁছতাম না। তিনি বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ চান তা আটকে রাখবেন। অতঃপর সূর্যকে বলা হবে, তুমি যেখান থেকে ডুবেছ সেখান থেকে উদিত হও। সুতরাং সেদিন হতে কিয়ামাত পর্যন্ত কোন ব্যক্তির ঈমান তাকে উপকার করতে পারবে না, যে ব্যক্তি নিদর্শনের পূর্বে ঈমান আনয়ন করে নাই।

হাদিস নং ১৮৪৭

হযরত উবাইদ ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন তোমার প্রভুর কিছু আলামত আসবে। তিনি বলেন, (আর সেটা হল) পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয়।

হাদিস নং ১৮৪৮

হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয়টা দুটি একত্রিত ছাগলের বাচ্চার ন্যায়।

হাদিস নং ১৮৪৯

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয়ের পর মানুষ একশত বিশ বছর জীবিত থাকবে।

হাদিস নং ১৮৫০

হযরত সাফওয়ান ইবনে আসসাল মুরাদী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, পশ্চিমে তওবার জন্য একটি দরজা আছে। যার মাঝে প্রশস্ততা হল চলার সত্তর অথবা চল্লিশ বছর। তা কখনো বন্ধ হবে না। এমনকি তার দিক থেকে সূর্যোদয় হবে। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন, *"যেদিন তোমার প্রভুর কতিপয় আলামত আসবে, সেদিন যারা পূর্বে ঈমান আনায়ন করে নাই তাদের ঈমান কোন উপকারে আসবে না। অথবা সে তার ঈমানের মধ্যে মঙ্গল কিছু অর্জন করেছে।"*

৬০ দাব্বাতুল আরদের আগমন

হাদিস নং ১৮৫১

হযরত আবু সারীহা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "দাব্বাহ এর জন্য যমানা হতে তিনটি খারজা তথা বহির্গমণ হবে। একটি বহির্গমন হবে ছোট ইয়ামানে। আর উক্ত বহির্গমন দাব্বাহ এর আলোচনা প্রত্যন্ত গ্রাম্যবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিবে। উহার আলোচনা গ্রাম অর্থাৎ মক্কায় প্রবেশ করবে না। অতঃপর দীর্ঘ

এক যমানা অতিবাহিত হবে। অতঃপর আরেকটি বহির্গমন মক্কার নিকটবর্তী এলাকায় হবে। অতঃপর দাব্বাহ এর আলোচনা প্রত্যন্ত গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে। অতঃপর দীর্ঘ যমানা অতিবাহিত হবে। অতঃপর একদিন মানুষের মাঝে বড় মসজিদে আল্লাহ তা'আলার নিকট হরম তথা সম্মানিত, উক্ত মসজিদের সম্মান ও মঙ্গল আল্লাহ তা'আলার উপর, আর তা হল মসজিদে হারাম। মসজিদের পার্শ্ব ব্যতীত তাদের কেহ লক্ষ করবে না। তারা রুকনে আসওয়াদের মাঝখান হতে বনু মাখযুমের দরজা, বাহিরের ডানপাশ হতে মসজিদ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। মানুষ উহা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করবে। আর মুসলমানদের একটি দল তাদের গ্রহণ করবে। আর তারা বুঝবে যে, তারা আল্লাহ তা'আলাকে অক্ষম করতে পারবে না। উহা তাদের উপর বের হবে উহা মাথা হতে মাটি পরিস্কার করবে। অতঃপর উহা তাদের নিকট প্রকাশ পাবে। আর তাদের চেহারা উজ্জলিত হয়ে উঠবে। এমনকি সে উহা প্রত্যাখ্যান করবে কেমন যেন উহা প্রজ্জলিত তারকারাজি। অতঃপর উহা পৃথিবীতে ফিরে আসবে এমতাবস্থায় যে, কোন অনুসন্ধানকারী উহাকে পাবে না। কোন পলায়নকারী উহাকে পরাজিত করতে পারবে না। এমনকি নিশ্চয়ই মানুষ নামাজের মাধ্যমে তার হতে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। অতঃপর উহা তার পিছন হতে আসবে। অতঃপর বলবে, হে অমুক ব্যক্তি তুমি এখন নামাজ আদায় কর। অতঃপর উহা তার চেহারার সামনে যাবে এবং তার চেহারায় স্পর্শ করবে। অতঃপর মানুষ তাদের বাসস্থানের পাশাপাশি বসবাস করবে। তারা তাদের সফরে সাথী হবে। তারা তাদের কাজে শরীক হবে। মুমিন হতে কাফেরকে চেনা যাবে। এমনকি নিশ্চয়ই কোন কাফের মুমিনকে উদ্দেশ্য করে বলবে যে, হে মুমিন! আমার হকের ফয়সালা কর। এমনিভাবে কোন মুমিনও বলবে হে কাফের! আমার হকের ফায়সালা কর।

হাদিস নং ১৮৫২

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আজইয়াদের এক উপত্যকা হতে দাব্বাহ বের হবে। উহার

মাথা মেঘ স্পর্শ করবে। উহার দুই পা যমীন থেকে বের হবে না. এমনকি এক ব্যক্তি আসবে আর সে নামাজ আদায় করতে থাকবে। অতঃপর দাব্বাহ বলবে নামাজতো তোমার প্রয়োজনীয় নয়। তবে নামাজটা আশ্রয় প্রার্থনা বা লোক দেখানোর জন্য হবে। অতঃপর দাব্বাহ তাকে লাগাম দিবে।

হাদিস নং ১৮৫৩

হযরত ওহাব ইবনে মানবাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামাতের নিদর্শনাবলীর প্রথম হল, রোম; অতঃপর, দাজ্জাল; তৃতীয়, ইয়াজুয মাজুয; চতুর্থ, ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম। পঞ্চম, ধোঁয়া। ষষ্ঠতে, দাব্বাহ।

হাদিস নং ১৮৫৪

আল্লাহ তা'আলার বাণী, *"যখন ঘোষিত শাস্তি উহাদের নিকট আসিবে, তখন আমি মৃত্তিকাগর্ভ হইতে বাহির করিব এক জীব। যাহা উহাদের সহিত কথা বলিবে"* (সূরা নামল)। এর ব্যাপারে হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তারা সৎ কাজে আদেশ দিবে না। এবং যখন তারা অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে না।

হাদিস নং ১৮৫৫

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (কিয়ামাতের আলামত হল) দাজ্জাল, ইয়াজুয-মাজুয, দাব্বাহ, পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয়।

হাদিস নং ১৮৫৬

হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালামের ঐ সমস্ত সাথী যারা তার সাথে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তারা দাব্বাতুল আরদ বের হওয়ার পর চল্লিশ বছর শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে জীবিত থাকবে (বসবাস করবে)।"

হাদিস নং ১৮৫৭

হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন "(পশ্চিম দিক হতে) সূর্যোদয়ের পর দাব্বাহ এর আবির্ভাব হবে। যখন দাব্বাতুল আরদ বের হবে তখন দাব্বাতুল আরদ ইবলিসকে হত্যা করবে। আর তখন ইবলিশ বা শয়তান সিজদা অবস্থায় থাকবে। আর ঐ ঘটনার পর মুমিনগণ চল্লিশ বছর জীবিত থাকবে। তারা কোন কিছুর আশা আকাংখা করবে না। বরং তাদেরকে দেওয়া হবে, আর তারা তা পাবে। সুতরাং কোন অভাব, কোন অত্যাচার থাকবে না। আর সকল জিনিস চাই ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক সমস্ত জগতের প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করবে। মুমিনগণ স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করবে। আর কাফেরগণ অনিচ্ছায় আত্মসমর্পণ করবে। এমনকি হিংস্র প্রাণী, কোন চতুস্পদ জন্তু বা কোন পাখিকে কষ্ট দিবে না। আর মুমিনগণ জন্ম গ্রহণ করবে। ফলে তারা দাব্বাতুল আরদ বের হওয়ার চল্লিশ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তারা মৃত্যুবরণ করবে না। অতঃপর তাদের মধ্যে আবার মৃত্যু ফিরে আসবে। অতঃপর তারা ঐ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা যেভাবে চান বসবাস করবে। অতঃপর মুমিনদের মধ্যে মৃত্যুর হার বেড়ে যাবে। ফলে কোন মুমিন জীবিত থাকবে না। অতঃপর কাফেরগণ বলবে আমরা মুমিনদের থেকে ভীত ছিলাম। আর এখন তাদের থেকে কেউ জীবিত নেই। আর আমাদের থেকে কারো তওবা কবুল করা হবে না। সুতরাং আমাদের কি হল যে, আমরা আমাদের একে অপরের উপর আক্রমণ করতেছিনা। অতঃপর তারা রাস্তা ঘাটে পশুর ন্যায় একে অপরের সাথে লড়াই করবে। তাদর একজন তাদের মাতা, বোন, কন্যার সাথে বিবাহের প্রস্তাব দিবে। অতঃপর রাস্তার মাঝখানে বিবাহ করবে। তার সাথে একজন অবস্থান করবে এবং তার উপর অন্যজন অবতীর্ণ হবে। সে এটাকে অপছন্দ করবে না আবার নিষেধও করবে না। আর সেদিন তাদের মধ্যে সর্বোত্তম হবে ঐ ব্যক্তি যে এ কথা বলবে যে, যদি তোমরা রাস্তা থেকে সরে যেতে

তাহলে ভাল হত। তারা এভাবেই থাকতে থাকবে। এমনকি পৃথিবীতে বিবাহ থেকে জন্ম নেওয়া সন্তান অবশিষ্ট থাকবে না। বরং সমগ্র পৃথিবীতে সমস্ত সন্তানই হবে ব্যভিচারের। আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ চান তারা ততক্ষণ এভাবেই বসবাস করতে থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ত্রিশ বছরের জন্য নারীদের বাচ্চাদানীকে বন্ধ্যা করে দিবেন। ফলে কোন নারী সন্তান প্রসব করবে না। আর পৃথিবীতে কোন শিশু থাকবে না। আর তারা সবাই হবে মানুষের মধ্যে সব থেকে নিকৃষ্ট ব্যভিচারের সন্তান। আর তাদের উপরই কিয়ামাত সংগঠিত হবে।"

হাদিস নং ১৮৫৮

হযরত উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পৃথিবীতে একজন মুমিন থাকা অবস্থায় দাব্বাহ বের হবে না। যদি তোমরা চাও তাহলে তোমরা তেলাওয়াত কর, *"যখন ঘোষিত শাস্তি উহাদের নিকট আসিবে, তখন আমি মৃত্তিকাগর্ভ হইতে বাহির করিব এক জীব। যাহা উহাদের সহিত কথা বলিবে"* (সূরা নামল)।

হাদিস নং ১৮৫৯

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফারাসে অবস্থিত সাফার (পাহাড়ের) এক ফাটল হতে দাব্বাহ তিন দিন বের হবে। উহার তৃতীয়াংশ বের হবে না।

হাদিস নং ১৮৬০

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দাব্বাহ বের হবে।

হাদিস নং ১৮৬১

হযরত হাম্মাদ ইবনে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু এক সূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "দাব্বাহ বের হবে আর উহার সাথে থাকবে হযরত মুসা

আলাইহিস সালামের লাঠি, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের আংটি। অতঃপর লাঠি দ্বারা মুমিনগণের চেহারা উজ্জল করা করবে। আর আংটি দ্বারা কাফেরদের নাকে মহর মারা হবে। এমনকি নিশ্চয়ই খাবার গ্রহণকারীরা একত্রিত হবে। আর তারা বলবে এই হে মুমিন! এই হে কাফের!"

হাদিস নং ১৮৬২

আল্লাহ তা'আলার বাণী, *"আমি তাদের জন্য মাটি হতে জন্তু বের করবো"* এর তাফসীরের ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উক্ত জন্তু হবে কোমল কেশ ও পালক বিশিষ্ট। উহার চারটি পা থাকবে। উহা তিহামার উপত্যকায় বের হবে। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উহা কাফেরের চেহারায় একটি কালো ফোঁটা একে দিবে। অতঃপর উক্ত কালো ফোঁটাটি কাফেরের চেহারায় ছড়িয়ে পড়বে। এমনকি কাফেরের সম্পূর্ণ চেহারা কালো হয়ে যাবে। আর এমনিভাবে মুমিনের চেহারায় একটি সাদা ফোঁটা একে দিবে। অতঃপর উক্ত সাদা ফোঁটাটি মুমিনের চেহারায় ঝড়িয়ে পড়বে। এমনকি মুমিনের সম্পূর্ণ চেহারা উজ্জল হয়ে যাবে। অতঃপর ঘরের লোকজন দস্তরখানের বসবে আর সেখানে তারা মুমিনের থেকে কাফেরকে চিনবে। এমনিভাবে তারা বাজারে ক্রয় বিক্রয় করবে তখনও তারা মুমিনের থেকে কাফেরকে চিনবে।

হাদিস নং ১৮৬৩

হযরত আমের শা'বী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাব্বাতুল আরদ হবে পশমওয়ালা, পালকবিশিষ্ট, উহার মাথা আকাশে পৌঁছবে।

হাদিস নং ১৮৬৪

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আজইয়াদ হতে দাব্বাতুল আরদ বের হবে।

হাদিস নং ১৮৬৫

হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাব্বাহ জমার রাতে (জুমআ'র রাতে) বের হবে। এবং আরেক জুমআ' পর্যন্ত সফর করবে। অতঃপর দাব্বাহ বের হবে। আর উহার গর্দান হবে লম্বা। পরে উহা প্রত্যেক মুনাফেককে মহর মেরে দিবে।

হাদিস নং ১৮৬৬

হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাফার ফাটল হতে দাব্বাহ বের হবে।

হাদিস নং ১৮৬৭

হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি (আল্লাহ তা'আলার বাণীর তাফসীরের ক্ষেত্রে) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী *"যখন ঘোষিত শাস্তি উহাদের নিকট আসিবে, তখন আমি মৃত্তিকাগর্ভ হইতে বাহির করিব এক জীব। যাহা উহাদের সহিত কথা বলিবে।"* ইহা তখন ঘটবে যখন মানুষ সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে না।

হাদিস নং ১৮৬৮

হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাব্বাহ এর জন্য তিনটি খারজা (বহির্গমন) হবে। কতক প্রত্যন্ত গ্রামে বের হবে অতঃপর লুকিয়ে থাকবে। অতঃপর কতিপয় গ্রামে বের হবে এমনকি আলোচনা করা হবে। আর সেখানে আমীরগণ রক্তের বন্যা বইয়ে দিবে। অতঃপর উহা মানুষের মাঝে সম্মানিত, মহিমান্বিত, সর্বোত্তম মসজিদের নিকট আত্মগোপন করবে। এমনকি আমরা অনুধাবন করলাম যে, তিনি মসজিদুল হারাম নাম নিলেন। আর তিনি উক্ত মসজিদের নামকরণ করেননি। যখন তাদের জন্য যমীনকে উঠিয়ে নেওয়া হবে তখন মানুষ পলায়ন করতে থাকবে। অতঃপর মুসলমানদের একটি দল অবশিষ্ট থাকবে। আর তারা বলবে যে, কোন কিছুই আমাদেরকে আল্লাহতা'আলার বিষয় থেকে বাঁচাতে পারবে না। অতঃপর

তাদের উপর দাব্বাহ বের হবে। ফলে তাদের (মুমিনদের) চেহারাসমূহ উজ্জল তারকারাজির ন্যায় চমকাবে। অতঃপর উহা চলে যাবে। ফলে কোন অনুসন্ধানকারী তাকে পাবে না। কোন পলায়নকারী তাকে হারাবে না। আর উহা একজন নামাজরত ব্যক্তির নিকট আসবে। অতঃপর তাকে উদ্দেশ্য করে বলবে যে, আল্লাহতা'আলার কসম! আমি নামাজ আদায়কারীদের মধ্য থেকে ছিলাম না। অতঃপর নামাজরত ব্যক্তি দাব্বার দিকে তাকাবে। আর দাব্বাহ তখন তাকে মহর মেরে দিবে। তিনি বলেন, মুমিনদের চেহারা চমকাবে। আর কাফেরদের মহর মারা হবে। তিনি বলেন, অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, হে হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু সেদিন মানুষের খবর কি হবে? উত্তরে তিনি বলেন, এক চতুর্থাংশের প্রতিবেশী, মাল সম্পদের ভিতর অংশীদারী ও সফরে সঙ্গী।

হাদিস নং ১৮৬৯

হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যখন আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকার যা আল্লাহ তা'আলার বাণী, *'আমি তাদের জন্য মাটি হতে জন্তু বের করবো, যা তাদের সাথে কথা বলবে'* এর প্রতিফল হবে। তিনি বলেন, সেটার কোন কথাও হবেনা, কোন আলোচনাও হবেনা। তবে তার একটি নাম হবে যা আল্লাহ তা'আলা যাকে নির্দেশ করবেন সে রাখবে। উহা মিনার রাতে সাফা হতে বের হবে। আর তারা উহার মাথা ও পার্শ্বের মধ্যখানে থাকবে। কোন প্রবেশকারী প্রবেশ করতে পারবে না। কোন বহির্গমনকারী বের হতে পারবে না। এমনকি যখন উহা আল্লাহ তা'আলা যে বিষয়ে আদেশ করেছেন তা থেকে বিরত হওয়ার পর যে ধ্বংস হওয়ার সে ধ্বংস হবে। আর যে নাজাত পাওয়ার সে নাজাত পাবে। আর উহা প্রথম পা রাখবে আন্তাকিয়া শহরে।"

হাদিস নং ১৮৭০

হযরত হুযাইফাতুল ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কখনো কোন কওম সম্পর্কে তেলাওয়াত করা হয় নাই তবে তাদের উপর সিদ্ধান্ত নির্ধারতি হয়েছে।

হাদিস নং ১৮৭১

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাব্বাহ ও কিয়ামাতের আলামতসমূহ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আবির্ভাবের সাত মাস পর বের হবে। তিনি বলেন, হযরত আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মারওয়ার নিকট যে সাফা রয়েছে সেখান হতে দাব্বাহ বের হবে। উহা আল্লাহতা'আলা ও তার রাসূলের দিকে পথ দেখাবে।

৬১ হাবশিরা

হাদিস নং ১৮৭২

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, হাবশা জনৈক দুই গোছাওয়ালা ব্যক্তি কা'বা ধ্বংস করবে।

হাদিস নং ১৮৭৩

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে শুনেছেন যে, কেমন যেন আমি কা'বা ঘরকে দেখতেছি যে, হাবশার এক ব্যক্তি কা'বা ঘরকে ধ্বংস করছে। তার মাথার সামনের দিক টেকো এবং বাকা জোড়াওয়ালা। হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যখন হযরত যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু কা'বা ঘর (পুনঃনির্মাণ এর জন্য) ভেঙ্গে ছিলেন তখন আমি

তিনি কা'বা ঘরের ব্যপারে যা বলেছেন তা দেখার জন্য গেলাম। কিন্তু তার কথার অনুরূপ কিছু পেলাম না।

হাদিস নং ১৮৭৪

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা এই ঘরের বেশী বেশী তাওয়াফ কর। আমি কেমন যেন এমন একজন লোকের সাথে যিনি টেকো ও ছোট কান বিশিষ্ট উভয় পায়ের শীর্ণ গোছা বিশিষ্ট। তার সাথে থাকবে কোদাল। সে কাবা ঘরকে ধ্বংস করে দিবে।

হাদিস নং ১৮৭৫

হযরত আবু উতবা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যিনি হযরত আমর ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহু এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি বলেন, মিশর ধ্বংস হবে যখন চারটি ধনুক নিক্ষেপ করা হবে। আর তা হলো তুর্কির ধনুক, রোমের ধনুক, হাবশার ধনুক এবং স্পেনের অধিবাসীদের ধনুক।

হাদিস নং ১৮৭৬

হযরত উবাইদ বিন রাফী' রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমাদের মাঝে এবং ওসীমের মাঝে দূরত্ব কত? আমি বললাম, এক বারীদের মাথার উপর। তিনি বললেন তোমাদের নিকট স্পেনের অধিবাসীরা আসবে অতঃপর তারা তোমাদের সাথে সেখানে যুদ্ধ করবে।

হযরত আবু গাদীফ বলেন, আমার নিকট হযরত হাতেব ইবনে আবু বালতাআ' বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন যে, তোমাদের নিকট স্পেনের অধিবাসীরা আসবে এবং ওসীম নামক স্থানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে। এমনকি ঘোড়া রক্তের মাঝে (রক্ত) উহার সামনের দাতের কাছে পৌঁছে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের পরাজিত করবেন।

৬২ হাবশিদের আগমন

হাদিস নং ১৮৭৭

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় হজের জন্য অবস্থান করছিলেন। আর তখন তিনি বলেন, হে ইয়ামানবাসী! তোমরা দুটি অন্ধকারের পূর্বে হিজরত কর। উহার একটি হাবশা। উহা বের হবে এমনকি উহা আমার এই স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

হাদিস নং ১৮৭৮

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাবশা একবার বের হবে। আর উহার মধ্যে ঘরের দিকে সব ধ্বংস করে দিবে। অতঃপর তাদের দিকে সিরিয়াবাসীরা বের হবে। অতঃপর তারা তাদেরকে যমিনে শোয়া অবস্থায় পাবে। অতঃপর তারা বনু আলীর উপত্যকায় তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। আর সেটা মদীনার নিকটবর্তী একটি এলাকা। এমনকি নিশ্চয়ই হাবশী শিমলা বা মস্তকবন্ধনীর বিনিময়ে বিক্রিত হবে। হযরত সাফওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আমার নিকট হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে হযরত ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, তারা ঘরবাড়ি ধ্বংস করবে। ভূমি আত্মসাৎ করবে। অতঃপর তারা সেখানে মিলিত হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের কতল করে দিবেন।

হাদিস নং ১৮৭৯

হযরত ইরইয়ান ইবনে হাইসাম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন যে, হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালামের অবতরণের পর হাবশার প্রকাশ ঘটবে। অতঃপর ঈসা আলাইহিস সালাম অগ্রভাগের কিছু সৈন্য প্রেরণ করবেন। আর তারা তাদের পরাজিত করবে।

হাদিস নং ১৮৮০

হযরত ইবনে ওহাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে, হযরত আবু কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হতে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "হাবশা বের হবে। অতঃপর উহা ঘরবাড়ি এমনভাবে ধ্বংস করবে যে, উক্ত ধ্বংসের পর আর কখনো সেখানে ঘরবাড়ি তৈরী করা হবে না। আর তারা হল ঐ সমস্ত লোক যারা উহার গুপ্তধন বের করবে।"

হাদিস নং ১৮৮১

হযরত ইবনুল মুসাইয়াব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "হাবশার দুই কান্ডবিশিষ্ট লোক কা'বা ঘরকে ধ্বংস করবে।"

হাদিস নং ১৮৮২

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কেমন যেন আমি কা'বা ঘরের উপরে (কা'বা ঘরের ধ্বংসকারীকে) টেকো, বাকা গ্রন্থিওয়ালা, অহংকারী, এক ব্যক্তিকে দেখতেছি। সে কা'বা ঘরকে বড় কুঠার দ্বারা আঘাত করছে।"

হাদিস নং ১৮৮৩

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাবশার দুই কান্ডবিশিষ্ট এক ব্যক্তি আল্লাহর ঘরকে ধ্বংস করবে।

হাদিস নং ১৮৮৪

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কা'বা ঘরকে দুইবার ধ্বংস করা হবে। আর তৃতীয়বার পাথর (হজরে আসওয়াদকে) উঠিয়ে নেয়া হবে।

হাদিস নং ১৮৮৫

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেমন যেন আমি এক হাবশী ব্যক্তিকে দেখছি যার উভয় পায়ের গোছা উত্থিত, সে কা'বা ঘরের উপর তার কুঠারসহ বসে আছে। আর সেই কা'বা ঘর ধ্বংস করবে।

হাদিস নং ১৮৮৬

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অবশ্যই অবশ্যই এক হাবশী ব্যক্তি কা'বা ঘর ধ্বংস করবে। আর অবশ্যই মাকাম দখল করবে। অতঃপর তারা উহার উপর সক্ষম হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের কতল করে দিবেন।

হাদিস নং ১৮৮৭

হযরত আবু কুবাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি একবার মাসলামা ইবনে মাখলাদ এর নিকট হতে ওয়ারদান নামক এলাকার উদ্দেশ্যে বের হন। আর মাসলামা হল মিসরের আমীর। অতঃপর তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট দিয়ে দ্রুত অতিক্রম করলেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে ডাকলেন। অতঃপর বললেন, হে আবু উবাইদ কোথায় যাচ্ছ? তখন তিনি বললেন, আমাকে আমীর মানাফের দিকে পাঠিয়েছেন। অতঃপর তার নিকট ফিরআউনের গুপ্তধন আনা হল। তিনি বললেন, তুমি তার নিকট ফিরে যাও। আর আমার পক্ষ হতে তাকে সালাম দাও। এবং তাকে বল যে, ফিরআউনের গুপ্তধন তোমার জন্য নয়, এমনকি তোমার সাথীবর্গের জন্যও

নয়। কেননা উক্ত সম্পদ হল হাবশার। যারা তাদের নৌজানে করে আসবে। তারা মিশরের ফুসতাত নগরীর উদ্দেশ্য করে আসবে। তারা সফর করে এসে মানাফে অবতরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য ফিরআউনের গুপ্তধন খুলে দিবেন। অতঃপর তারা সেখান থেকে তারা যতটুকু চাইবে নিবে। অতঃপর তারা বলবে আমরা এর থেকে উত্তম কোন গণীমতের আশা করি নাই। অতঃপর তারা ফিরে যাবে। আর তাদের পরপরই মুসলমানগণ বাহির হবে। এমনকি তারা তাদের পেয়ে যাবে। আর তখন আল্লাহতা'আলা হাবশাকে পরাজিত করবেন। তখন মুসলমানগণ তাদের কতল করবে। এবং (জীবিতদের) আটক করবে। এমনকি সেদিন হাবশীদেরকে পোষাকের বিনিময়ে বিক্রি করা হবে।

হাদিস নং ১৮৮৮

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওয়াসীম নামক স্থানে তোমরা ও স্পেনের অধিবাসীরা যুদ্ধ করবে। আর তখন তোমাদের নিকট সিরিয়া হতে তোমাদের সাহায্য আসবে। অতঃপর যখন তাদের প্রথম দল নামবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শত্রুদের পরাজিত করবেন। আর তারা লাউবিয়া পর্যন্ত তাদের হত্যা করতে থাকবে। অতঃপর তোমরা ফিরে আসবে। তারপর তোমাদের নিকট তিন লক্ষ হাবশা আসবে। যাদের নেতৃত্বে আসবাস নামক ব্যক্তি থাকবে। অতঃপর তোমরা এবং সিরিয়ার অধিবাসীরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরাজিত করবেন। তারপর তোমরা কিবতীতে ফিরে যাবে। তোমরা বলবে যে, আমাদেরকে আমাদের শত্রুদের উপর নির্দিষ্ট করা হয় নাই। তারা বলবে, তোমরা আমাদের সাথে এরূপ করেছ। তোমরা আমাদের শক্তি সামর্থ নিয়ে গিয়েছ, আমদের জন্য কোন অস্ত্রও রেখে যাও নি। আর তোমরা হলে আমাদের নিকট অতিপ্রিয় পাত্র। তিনি বলেন, ফলে তারা তাদেরকে ক্ষমা করে দিবে।

হাদিস নং ১৮৮৯

হযরত মুসাল্লামা ইবনে মাখলাদ এর হাবশা এর ব্যাপারে হাদীস যা ইবনে ওহাব বর্ণনা করেছেন। ঠিক এরূপই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে।

হাদিস নং ১৮৯০

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। স্পেনের মুসলমানদের শত্রুদের একজন যার আলোচনা পরিচিত এবং আমি তার দীর্ঘ আলোচনা রোমে লিখিয়াছি।

হাদিস নং ১৮৯১

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের সাথে স্পেনের অধিবাসীরা ওয়াসীম নামক স্থানে যুদ্ধ করবে। আর তখন তোমাদের নিকট সিরিয়া হতে তোমাদের সাহায্য পৌঁছবে। ফলে আল্লাহতা'আলা তাদের পরাজিত করবেন।

হাদিস নং ১৮৯২

ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল লোক ওয়াসীম নামক স্থানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে। আর তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের পরাজিত করবেন। অতঃপর দ্বিতীয় বৎসর হাবশা আসবে।

হাদিস নং ১৮৮৩

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন লক্ষ লোকের ভিতর হাবশা আসবে। যাদের নেতৃত্বে থাকবে আসীস নামক এক ব্যক্তি। অতঃপর তোমরা ও সিরিয়াবাসীরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। আর তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের পরাজিত করবেন।

হাদিস নং ১৮৯৪

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারা হল ঐ সমস্ত লোক যারা মানাফ নামক শহরে ফিরআউনের গুপ্তধন বের করবে। আর মুসলমানগণ তাদের বিরুদ্ধে বের হবে। তাদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং মুসলমানগণ উক্ত সম্পদ গণীমত হিসেবে পাবে। এমনকি একজন হাবশী ব্যক্তি পোষাকের বিনিময়ে বিক্রি হবে।

হাদিস নং ১৮৯৫

হযরত ইবনে লাহইয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি স্পেনের অধিবাসীদের নিয়ে সফর করবে, সে হবে অনারবীদের বাদশাদের থেকে একজন বাদশা। যাকে যুল উরফ বলা হবে। স্পেনের অধিবাসী ও পূর্বাঞ্চলের মুসলমানগণ উজ্জলিত হবে এমনকি তাদের সাথে মিশরবাসীরা যুদ্ধ করবে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের পরাজিত করবেন। অতঃপর পরাজয়ের পর যুল উরফ আত্মসমর্পণ করবে।

হাদিস নং ১৮৯৬

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সম্ভবত বনী কানতুর ইবনে কিরকিরা বের হয়ে খোরাসানবাসীদের এমন তীব্র ভাবে ধাওয়া করবে যে, তাদের ঘোড়া নাখলায়ে ইবলাতে পৌঁছে যাবে। ফলে তারা বসরাবাসীদের নিকট পত্র পাঠাবে যে, হয়তো তোমরা আমাদের সাথে মিলিত হও নতুবা আমাদের হয়ে তাদেরকে বের করে দাও। ফলে তাদের সাথে এক-তৃতীয়াংশ, অনারবীদের সাথে এক-তৃতীয়াংশ, আর কূফার সাথে এক-তৃতীয়াংশ মিলিত হবে। অতঃপর তারা কূফার দিকে সফর করবে। ফলে তাদের সাথে এক-তৃতীয়াংশ, অনারবীদের সাথে এক-তৃতীয়াংশ এবং সিরিয়ার সাথে এক-তৃতীয়াংশ মিলিত হবে।

হাদিস নং ১৮৯৭

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা ইয়াজুয ও মাজুযকে হত্যা করবেন তখন মানুষের মাঝে অনুরূপ থাকাবস্থায় তাদের নিকট একটি আওয়াজ আসবে। আর সেটা হল যে, দুই কান্ডবিশিষ্ট ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ঘর ধ্বংস করার জন্য আক্রমণ করেছে। তখন ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম সাতশত সৈন্য বিশিষ্ট বা সাতশ থেকে আটশ সৈন্য বিশিষ্ট একটি সৈন্যদল প্রেরণ করবেন। এমনকি যখন তারা কিছুটা পথ অতিক্রান্ত করবে তখন আল্লাহ তা'আলা ইয়ামানের দিক হতে মঙ্গলজনক বাতাস প্রেরণ করবে যা প্রত্যেক মুমিনের রুহ কবজ করে নিবে। অতঃপর মানুষের মাঝে তখন শোরগোলকারী ও চিৎকারকারীরা বাকী থাকবে। তখন তারা পশুর ন্যায় একে অপরের সাথে সহবাস করবে। আর (তখন) কিয়ামাতের উদাহরণ হল ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে তার ঘোড়া পাশ দিয়ে প্রদক্ষিণ করবে আর অপেক্ষা করবে এমনকি উহা বাচ্চা প্রসব করবে। আর যে ব্যক্তি আমার এই কথার পর অথবা আমার এ বিষয়ে জানার পর ভনিতা করলো সে হল ভনিতাকারী বা কৃত্রিমতাকারী।

হাদিস নং ১৮৯৮

হযরত হারেছ ইবনে মালেক ইবনে বারসা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কা বিজয়ের দিন বলতে শুনেছি যে, তোমরা এই দিন হতে কিয়ামাত পর্যন্ত যুদ্ধ করিও না।

হাদিস নং ১৮৯৯

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) এর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হযরত ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু কা'বা ঘরকে (পুনঃ নির্মাণের জন্য) ধ্বংস করলেন তখন আমরা তিনজন মিনায় গিয়ে আযাবের অপেক্ষা করতে লাগলাম।

হাদিস নং ১৯০০

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেমন যেন আমি বাকা গ্রন্থি ও শীর্ণ দুই পায়ের গোছা বিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে দেখতেছি যে তার হাতুড়ি নিয়ে কা'বার উপরে বসে আছে। আর সেই উহা ধ্বংস করবে।

৬৩ তুর্কীরা

হাদিস নং ১৯০১

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুর্কিরা আমাদে অবস্থান নিবে এবং দাজলা ও ফুরাত নদী হতে পানি পান করবে। আর তারা জাযিরাতে ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে। আর হিরার মুসলমানগণ তাদের সাথে কোনভাবেই পেরে উঠবে না। ফলে আল্লাহ কাইল তথা মাপবিহীন শিলা প্রেরণ করবেন। উহাতে তীব্র বাতাস ও ঝঞ্ঝা বায়ু থাকবে। অতঃপর তারা যখন প্রায় শেষ হয়ে যাবে, কিছুদিন অবস্থান করবে তখন মানুষের মাঝে মুসলমানদের আমীর বা নেতা দাঁড়াবে। আর সে বলবে, হে ইসলামের অধিবাসী, তোমরা ভালভাবে জেনে রাখ যে, একটি জাতি তারা নিজেদেরকে আল্লাহ তা'আলার জন্য দান করেছে। অতএব তোমরা দেখ কওম বা জাতি কি করছে? ফলে তাদের দশজন অশ্বরোহী সৈন্য (তুর্কিদের) বিরুদ্ধে দাড়াবে এবং তাদের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। অতঃপর তারা যখন শেষ হয়ে যাবে। তখন তারা ফিরে আসবে। অতঃপর বলবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করেছেন আর তোমাদের পর্যাপ্ত করেছেন যে, তারা তাদের শেষজনকে ধ্বংস করেছে।

হাদিস নং ১৯০২

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুর্কিরা জাযিরাতে অবস্থান নিবে। এমনকি তাদের ঘোড়াগুলো ফুরাত হতে পানি পান করবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর মহামারী রোগ প্রেরণ করবেন। ফলে উহা তাদের কতল করে দিবে। ফলে তাদের থেকে একজন ব্যতীত আর কেউ বাঁচবে না।

হাদিস নং ১৯০৩

হযরত আবু হালীমা গানায়ী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারা জাযীরা এর পাহাড়ে অবস্থান নিবে, যাতে গানার মহিলাদের বন্দি করতে পারে। এমনকি নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর পায়ে (বন্দিত্বের) নুপুরের শুভ্রতা দেখবে কিন্তু তা থেকে তাকে রক্ষা করতে পারবে না।

হাদিস নং ১৯০৪

হযরত হাকাম ইবনে আতীয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারা বের হবে, তাদেরকে ফুরাত ব্যতীত অন্য কোন কিছু ফেরাতে পারবে না। তাদের নাবিকগণ ও দুটি ঘোড়া তাদের নিকট পৌঁছবে। সেদিন তারা দুটি বিপদ পরিমাপ করবে। আর তারা তাদেরকে মুলোৎপাটন করতে চাইবে। উহার পর আর তুর্ক থাকবে না।

হাদিস নং ১৯০৬

বসরাবাসী নিসাক বর্ণনা করে বলেন যে, আমাদের নিকট আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আসলেন। আর তখন আমি তাকে বলতে শুনেছি যে, সম্ভবত বনু কানতুর খোরাসানবাসী ও সিজিস্তানবাসীদের প্রচন্ডভাবে ধাওয়া করবে এমনকি তারা তাদের পশুগুলি ইবলার গাছের সাথে বাঁধবে। অতঃপর তারা বসরাবাসীদের নিকট একটি পত্র পাঠাবে যে, তোমরা আমাদের জন্য তোমাদের যমীন খালি করে দাও। অথবা তোমাদের উপর আক্রমণ করা হবে। তখন বসরাবাসীরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। একভাগ আরবের সাথে মিশে যাবে। একভাগ সিরিয়ার সাথে। আরেক দল উহার শত্রুদের সাথে। আর উহার আলামত বা নিদর্শন হল, যখন যমীন সমান হয়ে যাবে সেটাই নির্বোধের আলামত।

হাদিস নং ১৯০৭

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "এমন একটি জায়গা আছে যার নাম হল বসরা বা বসীরা, যেখানে বনু কানতুরের লোকজন অবস্থান নিবে। এমনকি তারা একটি নদীতে নামবে যার নাম হল গাছওয়ালা দাজলা। তখন মানুষ তিনভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। একদল উহার মূলের সাথে মিলিত হবে। ফলে তারা হালাক বা ধ্বংস হবে। আরেকদল তাদের নিজেদের আঁকড়ে ধরবে। ফলে তারা কুফুরী করবে। এবং আরেকদল যারা তাদের পরিবারদিগকে পিছনে রাখবে। ফলে তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের অবশিষ্টদের উপর বিজয় দান করবেন।"

হাদিস নং ১৯০৮

হযরত আবু কিলাবা রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন যে, অতঃপর তারা তিনভাগে বিভক্ত হবে। একভাগ অবস্থান করবে। আরেকভাগ তাদের পূর্বপুরুষের আবাসস্থল মানাবিতুশ শাইহ ও কাইসূমের সাথে মিলিত হবে। আরেকভাগ সিরিয়ার সাথে মিলিত হবে। আর তারাই হল উত্তম ভাগ বা দল।

হাদিস নং ১৯০৯

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাদের চোখগুলো হবে শামুকের এর মত। তাদের চেহারা হবে হুজুফের (ঢাল) মত। আর ঘটনা ঘটবে দাজলা ও ফুরাত নদীর মাঝখানে। আরেকটি ঘটনা ঘটবে মারজে হিমারে। আরেকটি দাজলাতে। এমনকি দিনের শুরুতে সন্ধ্যা পর্যন্ত উত্তরণের জন্য যথেষ্ঠ হবে। অতঃপর দিনের শেষে বৃদ্ধি পাবে।

হাদিস নং ১৯১০

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বারীদা রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, “আমার উম্মত এমন এক কওম বা জাতি যাদের চেহারা হবে প্রশস্ত। চোখ হবে ছোট ছোট। কেমন যেন তাদের চেহারা হবে হুজুফ (ঢাল এর মত)। এমনকি তারা তাদেরকে আরব উপদ্বিপের সাথে তিনবার মিলাবে। আর প্রথমবার ধাওয়াকারী বেঁচে যাবে। দ্বিতীয়বার কিছু লোক ধ্বংস হবে, আর কিছু বেঁচে যাবে। আর তৃতীয়বারে একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর তারা হল তুর্কি জাতি। ঐ সত্ত্বার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ। নিশ্চয়ই তাদের ঘোড়া মুসলমানদের মসজিদের উচ্চতার সাথে মিলিত হবে। আর তখন দুই বায়ীর বা তিন বায়ীর তারা পৃথক হবে না। আর পলায়নকারীদের সফরের সরঞ্জাম হবে যা তুর্কিদের বিষয়ে শোনা হয়েছে।

হাদিস নং ১৯১১

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হয়তো বনু কানতুরের লোকজন ইরাক হতে তোমাদেরকে বের করে দিবে। (রাবী বলেন) আমি বললাম আমরা ফিরে যাবো। তিনি বললেন, তুমি কি তা আশা কর। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন হ্যাঁ, আর তাদের জন্য জীবনযাপন হবে শান্তিময়।

হাদিস নং ১৯১২

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের মাঝে পাঁচটি যুদ্ধ হবে। দুটি যুদ্ধ অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর তিনটি এই উম্মতের মধ্যে ঘটবে। আর তা হল তুর্কিদের যুদ্ধ, রোমের যুদ্ধ আর দাজ্জালের যুদ্ধ। আর দাজ্জালের যুদ্ধের পর আর কোন যুদ্ধ নেই।

হাদিস নং ১৯১৩

হযরত আব্দুর রহমান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "নিশ্চয়ই দাজ্জাল খুয ও কিরমানে আশি হাজার সৈন্যের মধ্যে অবতরণ করবে। তাদের চেহারাগুলো হবে বড় মুগুরের ন্যায়। তারা তয়ালিসা (সবুজ এক ধরণের পোষাক) পরিধান করবে। আর তারা তাদের পায়ে চুল বা পশম ব্যবহার করবে।"

হাদিস নং ১৯১৪

হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা রাবেযা পরিত্যাগ কর। যা তোমাদেরকে ত্যাগ করেছে। অর্থাৎ খুর।

হাদিস নং ১৯১৫

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তুর্কিরা এমনভাবে বের হবে যে তাদেরকে কেউ প্রতিহত করতে পারবে না। তবে দল ব্যতিত যাতে আল্লাহ তা'আলা বড় যুদ্ধ থাকবে।

হাদিস নং ১৯১৬

হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি কূফাবাসীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, অবশ্যই অবশ্যই এমন এক জাতি তোমাদেরকে কূফা হতে বের করে দিবে, যাদের চক্ষু হবে ছোট, যাদের নাক হবে চ্যাপ্টা, তাদের চেহারা হবে বড় মুগুরের ন্যায়, তারা পায়ে পশম বা চুল ব্যবহার করবে। তারা জূফার গাছের সাথে তাদের ঘোড়া বাঁধবে। আর তারা ফুরাত নদী হতে পানি পান করবে।

হাদিস নং ১৯১৭

হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা রাবেযা পরিত্যাগ কর যা তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেছে। কেননা তারা অচিরেই বের হবে এমনকি ফুরাতের দিকে আসবে। অতঃপর তাদের প্রথমজন ফুরাত

হতে পানি পান করবে। এবং তাদের শেষজনও আসবে। অতঃপর তারা বলবে এখানে পানি ছিল।!

হাদিস নং ১৯১৮

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তাদের নিকট গেলাম। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা (কাদের হতে) কোথা হতে এসেছ? আমরা বললাম, আমরা ইরাকবাসীদের হতে। তিনি বললেন, ঐ আল্লাহ তা'আলার কসম! যিনি ব্যতিত আর কোন উপাস্য নেই। বনু কানতুর খোরাসান ও সিজিস্তান হতে তোমাদেরকে প্রবলভাবে ধাওয়া করবে। এমনকি তারা আবলাতে অবস্থান নিবে। আর তারা সেখানের প্রত্যেকটি গাছের সাথে তাদের ঘোড়া বাঁধবে। অতঃপর তারা বসরাবাসীদের নিকট পত্র প্রেরণ করবে। (যাতে লিখা থাকবে) হয়তো তোমরা আমাদের দেশ হতে বের হয়ে যাও অন্যথায় আমরা তোমাদের উপর আক্রমণ করবো। তিনি বলেন, তখন তারা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। একভাগ কূফার সাথে মিলিত হবে। একভাগ হিজাজের সাথে মিলিত হবে। আরেকভাগ আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে মিলিত হবে। অতঃপর তারা বসরায় প্রবেশ করবে। আর সেখানে এক বছর অবস্থান করবে। অতঃপর কূফায় পত্র পেরণ করবে। (যাতে লিখা থাকবে) হয়তো তোমরা আমাদের দেশ হতে চলে যাও অন্যথায় আমরা তোমাদের উপর আক্রমণ করবো। তখন কূফাবাসীরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। একভাগ সিরিয়ার সাথে মিলিত হবে। একভাগ হিজাজের সাথে মিলিত হবে। আরেকভাগ আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে মিলিত হবে। আর এদিকে ইরাক অবশিষ্ট থাকবে অথচ সেখানে কোন মানুষ পাওয়া যাবে না। টুকরি ও দিরহামও না। তিনি বলেন, আর সেটা হবে যখন শিশুদের দালান কোঠা হবে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা উহা তিনবার প্রতিহত করবেন।

হাদিস নং ১৯১৯

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা লাল চেহারাবিশিষ্ট, ছোট চক্ষু ও চ্যাপ্টা নাকওয়ালা তুর্কবাসীদের সাথে যুদ্ধ করবে। তাদের চেহারা হবে কেমন যেন কাদাকার।"

হাদিস নং ১৯২০

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরবের বিভিন্ন প্রান্তের ভূমি যারা প্রথম করায়ত্ব করবে তাদের চেহারা হবে লাল এবং বড় হাতুড়ী বা মুগুরের ন্যায়।

হাদিস নং ১৯২১

হযরত আবু হুরাইরা হতে (পূর্বের হাদীসের) মত বর্ণিত হয়েছে। আর হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন যে, তোমরা তাদের চেহারা পাবে কঠিন বস্তুর মত। তাদের চক্ষু তীরন্দাজির নিশানার মত। সুতরাং তোমরা তাদের ত্যাগ কর যা তোমাদের ত্যাগ করেছে।

হাদিস নং ১৯২২

হযরত হাসান ইবনে কুরাইব হতে বর্ণিত। তিনি ইবনে যুল কিলাকে বলতে শুনেছেন যে, আমি হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট ছিলাম। তখন তার নিকট আরমিনিয়া হতে উহার অধিবাসীদের একজন দূত এসে (প্রেরিত) পত্র পাঠ করলো। অতঃপর তিনি রাগান্বিত হলেন এবং পত্র লেখককে ডাকলেন। অতঃপর তিনি বললেন, পত্র লিখকের নিকট তার পত্রের উত্তর লিখ। আর এটা উল্লেখ কর যে, তুর্কিরা তোমার এলাকার একদিক দিয়ে আক্রমণ করেছে অতঃপর তারা তা হতে পেয়েছে। অতঃপর আমি তাদের অনুসন্ধানে মানুষ প্রেরণ করেছি। আর তখন ঐ সমস্ত লোক রক্ষা পেয়ে যায় যারা পেয়েছে। তোমার উপর তোমার মা ভারি হোক! ফলে

উহার অনুরুপ তুমি আর ফিরিয়ে দিবে না। আর তুমি তাদের কোনভাবেই ত্বরান্বিত করবে না। আর কোনভাবেই তাদেরকে বাঁচাবে না। কেননা আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই তারা আমাদেরকে মানাবিতুশ শাইহ এর সাথে মিলাবে।

হাদিস নং ১৯২৩

হযরত আবু কুবাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্য এক সাহাবী হতে বর্ণনা করে বলেন যে, বড় যুদ্ধের সময় রোম বের হবে। আর তাদের সাথে তুর্কি, বারজান এবং ছাকালাবারাও বের হবে।

হাদিস নং ১৯২৪

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনটি যুদ্ধ হবে। দুটি অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর একটি বাকী আছে আর তা হল উপদ্বীপে তুর্কিদের যুদ্ধ।

হাদিস নং ১৯২৫

হযরত মাকহুল রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন তুর্কিরা দুই বার বের হবে। একবার তারা আজারবাইজানে বের হবে। আরেকবার তথা হতে ফুরাত নদীর পার পর্যন্ত ছড়াবে।

হাদিস নং ১৯২৬

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুর্কিরা ফুরাত নদীর উপর ছড়াবে। যেন আমি মুয়াসফারাতের পাড়ে, আর উহা নদীর উপর আন্দোলিত হচ্ছে।

হাদিস নং ১৯২৭

হযরত মাকহুল রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের জাসাস এর উপর মৃত্যু প্রেরণ করবেন। অর্থাৎ তাদের চতুস্পদ জন্তু মারা যাবে। ফলে তাদের হাটিয়ে আনবেন। অতঃপর উহাদের মাঝে আল্লাহ তা'আলার কঠিন যুদ্ধ বা হত্যা হবে। এর পর আর কোন তুর্কি থাকবে না।"

হাদিস নং ১৯২৮

হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেমন যেন আমি তুর্কিদের সাথে আছি। (তাদের দেখছি) তারা মাখদামাতুল আযানে দুই বারায উপরে এমনকি তারা উহা ফুরাত নদীর কিনারার সাথে মিলিয়ে দিচ্ছে।

হাদিস নং ১৯২৯

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু বাকর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে, আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, হয়তো বনু কানতুর ইরাকের যমীন হতে তোমাদেরকে বের করে দিবে। তিনি বলেন, আমি বললাম আমরা পুনরায় ফিরে আসবো। তিনি বললেন, সেটা তোমার নিকট প্রিয়। অতঃপর তোমরা ফিরিয়ে দিবে। ফলে উক্ত জায়গা তোমাদের জীবনযাপনের জন্য আরামদায়ক হবে।

হাদিস নং ১৯৩০

হযরত হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, নিশ্চয়ই কিয়ামাতের নিদর্শনসমূহ হতে (কয়েকটি) হল যে, তোমরা এমন কতিপয় জাতির সাথে যুদ্ধ করবে যাদের চেহারা হবে বড় মুগুরের ন্যায়। আর তোমরা এমন জাতির সাথে যুদ্ধ করবে যাদের পায়ের জুতা থাকবে পশমের। আর আমরা প্রথম জাতিদের দেখেছি

আর তারা হল তুর্কি জাতি। আর আমরা তাদের দেখেছি এমতাবস্থায় যে, তারা কুর্দিজাতি। হযরত হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আর যখন তুর্কি কিয়ামাতের লক্ষণের মধ্যে থাকবে তখন কেমন যেন তুমি তাদের দেখবে।

হাদিস নং ১৯৩১

হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত হুযাইফা (রাঃ) বলেন, সম্ভবত ইরাকবাসীরা তাদের দিরহাম এবং টুকরি তাদের দিকে টেনে আনতে পারবে না (সংগ্রহ করতে পারবে না)। কেননা তাদেরকে (উহা সংগ্রহ করা হতে) উক্ত অনারবীরা বাধা দিবে। (এমনিভাবে) সম্ভবত সিরিয়াবাসীও দিনার ও মাদা তাদের দিকে টেনে আনতে পারবে না। কেননা তাদেরকে উক্ত রোম (বাসীরা) বাধা প্রদান করবে।

হাদিস নং ১৯৩২

হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তখন কেমন হবে যখন তোমরা তোমাদের এই যমীন হতে বের হয়ে আরব উপদ্বীপের মানাবিতুশ শাইহে যাবে? তারা বললেন, আমাদেরকে কে বের করবে? তিনি বললেন শত্রু।

হাদিস নং ১৯৩৩

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ঐ সময় পর্যন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা এমন এক জাতির সাথে যুদ্ধ কর যাদের চেহারা হবে বড় মুগুরের ন্যায়। আর এমনিভাবে ঐ সময় পর্যন্ত কিয়ামাত হবে না যতক্ষণ না তোমরা এমন এক জাতির সাথে যুদ্ধ কর যাদের পায়ের জুতা হবে পশমের।

হাদিস নং ১৯৩৪

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"ঐ সময় পর্যন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা এমন এক জাতির সাথে যুদ্ধ কর যারা বোঁচা নাক বিশিষ্ট, চক্ষু ছোট ছোট, তাদের চেহারা কেমন যেন বড় মুগুরের ন্যায়।"

৬৪ বছর, মাস, যুগ হতে ফিতনার সময় সম্পর্কে

হাদিস নং ১৯৩৬

হযরত আবু আওয়াম হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হাদিস নং ১৯৩৭

হযরত মাস্তুরিদ ইবনে শাদ্দাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, "প্রত্যেক উম্মতেরই নির্দিষ্ট একটি সময় রয়েছে। আর আমার উম্মতের সময় হল একশত বছর। সুতরাং যখন আমার উম্মতের উপর একশত বছর অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা যা অঙ্গীকার করেছেন তা আসবে।"

হাদিস নং ১৯৩৮

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রাজত্ব তার মৃত্যুর পর একশত সাতষট্টি বছর একত্রিশ দিন পর্যন্ত থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর অবসন্নতা চাপিয়ে দিবেন।

হাদিস নং ১৯৩৯

হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পর কিয়ামাত সংগঠিত হওয়া পর্যন্ত

চারটি ফিতনা হবে। প্রথম ফিতনা হল পাঁচ, দ্বিতীয়টি বিশ, তৃতীয়টি বিশ, চতুর্থটি দাজ্জাল।

হাদিস নং ১৯৪০

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাওলা হযরত সাফীনা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার উম্মতের খেলাফাত থাকবে ত্রিশ বছর। অতঃপর তারা উহা ধারণা করবে। উহা শেষ হয়েছে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এর ওলায়াতের (রাজত্বের) মাধ্যমে।

হাদিস নং ১৯৪১

হযরত আবু উমাইয়া কালবী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এর মৃত্যুর পর যখন মানুষ মতানৈক্যতা করল। আর যখন ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু (সময়ের) এর ফিতনা হল, তখন আমাদের নিকট একজন প্রবীণ বৃদ্ধ আসলো। যার দুই চোখে পর্দা পড়ে গেছে। আর সে জাহিলিয়্যাতের যুগও পেয়েছে। তখন আমরা বললাম, আমাদেরকে আমাদের এই সময় সম্পর্কে খবর দিন। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই এই বিষয়টি বনু উমাইয়া বংশের এক ব্যক্তির দিকে হবে। যে তোমাদের সাথে বাইশ বছরে মিলিত হবে। অতঃপর খলীফাগণ মৃত্যুবরণ করবে। তারা ছিন্নিয়াতে ইয়াসীরাতে (অল্প সময়ের মাঝে) একে অপরের অনুসরণ করবে। অতঃপর এমন একজন ব্যক্তি আসবে যার আলামত তার চোখে অর্থাৎ হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক। সে এমনভাবে মাল সম্পদ জমা করবে যে এমনভাবে অন্যকেউ জমা করে নাই। সে উনিশ বছর ও কিছুকাল জীবিত থাকবে। অতঃপর সে মৃত্যুবরণ করবে।

হাদিস নং ১৯৪২

হযরত মুয়াবিয়া ইবনে সালেহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট কতিপয় প্রবীণ এ হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বলেছেন, “যখন আমার উম্মতের উপর একশত পঁচিশ বছর আসবে (অতিবাহিত হবে), তখন যুদ্ধ হবে। আর ঐ সমস্ত বিষয়ও ঘটবে যা শেষ যামানায় বলা হয়েছে।”

হাদিস নং ১৯৪৩

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এর পর এক ব্যক্তি এক মহিলার গর্ভের, (তার সন্তানের) দুগ্ধ পান করানোর ও তার সন্তানের তত্ত্বাবধায়ক হবে এবং পরে আরেকজন মালিক হবে যে, কিছুই হবে না। এমনকি ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর তীমা হতে একটি লোক হবে যে তার সময়ে উপস্থিত হবে, সে তাকে ও তার সন্তানকে পঞ্চাশ বছর তত্ত্বাবধান করবে।

হাদিস নং ১৯৪৪

হযরত তাবি' হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু উমাইয়ার শেষ খলীফার রাজত্বের সময়সীমা হবে দুই বছর। সে উহাতে পৌঁছবে না এবং সে আঠারো মাস অতিক্রম করতে পারবে না।

হাদিস নং ১৯৪৫

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে এই হাদীসের সকল রাবী বলেন যে, একশত পঁচিশ বছর পর আরবদের জন্য আফসোস।

হাদিস নং ১৯৪৬

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হানাফীয়া হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু আব্বাস সাতানব্বই বা নিরানব্বই সালে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে যাবে। আর দুইশত বছরে হযরত মাহদী দাঁড়াবে।

হাদিস নং ১৯৪৭

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু আব্বাস নয়শত মাস রাজত্ব করবে।

হাদিস নং ১৯৪৮

হযরত আবুল জালদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুইজন ব্যক্তি মালিক (বাদশা) হবে। এক ব্যক্তি যার জন্ম বাহাত্তর সনে বনু হাশেম গোত্রে হবে।

হাদিস নং ১৯৪৯

হযরত আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন হযরত মাহদী সাত, আটানব্বই বছর রাজত্ব করবে।

হাদিস নং ১৯৫০

হযরত সাব্বাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সে উনচল্লিশ বছর অবস্থান করবে এবং বনু হাশেম সত্তর বছর অবস্থান করবে। আর রাওযাসের ধ্বংস ও হাশেমীদের মধ্যে পার্থক্য হবে সত্তর বছরের।

হাদিস নং ১৯৫১

হযরত ওয়ালীদ বলেন, আমি দানিয়ালের উপর পড়লাম। তিনি বলেন, এই উম্মতের সমস্ত ব্যাপার তাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পর হতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত দুইশত চুয়াত্তর বছরের মধ্যে হবে। আর উহা হতে বনু উমাইয়াদের জন্য আশি বছর বা তার চেয়ে বেশি কিছু হবে। আর বারজন বাদশার জন্য হবে একশত বছর। আর জাব্বারীনগণ চল্লিশ বছর রাজত্ব করবে। আর মানুষ বাকী থাকবে আর তাদের জন্য সাত বছর কেউ থাকবে না। অতঃপর পরবর্তী সাত বছরে দাজ্জাল বের হবে। এবং তারপর হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম বের হবে তখন হবে চল্লিশ বছর (এই হল মোট দুইশত চুয়াত্তর বছর)।

হাদিস নং ১৯৫২

হযরত আবু হামযা নযর ইবনে শামীত হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ সময় হতে যখন হক্বকে ছিনিয়ে নেয়া হবে আর তাদের আহলদের নিকট পৌঁছানো হবে। এক হাজার তিনশত পয়ত্রিশ দিন। এক হাজার দিন এবং দুইশত দিন এবং পাঁচ দিন। সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে বিপদের মধ্যে উহার উপর ধৈর্যধারণ করে আমীর যুল তাজের সাথে। আর সে হল সৎকাজকারী। আর এর মধ্যে যে আছে তার ব্যাপারে তিনি বলেন, আমি বললাম তুমি প্রথম সময় থেকে চল্লিশ দিন কমাতে পারবে না। তিনি বলেন, উক্ত সময়ের মধ্যে কম্পন, মিথ্যা আরোপ, ও ভূমিধস থাকবে। অতঃপর একজন ন্যায়পরায়ণ ইমাম অতঃপর একজন উচ্চ ইমাম অতঃপর আরেকজন ন্যায়পরায়ণ ইমাম। তারা সকলেই বিশ বছর ও কিছু সময় রাজত্ব করবে। অতঃপর একজন ন্যায়পরায়ণ ইমাম বা নেতা পনের বছর রাজত্ব করবে।

হাদিস নং ১৯৫৩

হযরত হাইসাম ইবনে আসওয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই একশত বিশ বছর ভালোর পর খারাব আসবে। আর কোনো ব্যক্তি জানে না যে, উহার শুরুর প্রবেশ কখন হবে। (প্রথম লক্ষণ কখন দেখা যাবে।)

হাদিস নং ১৯৫৪

হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাওয়ালী হতে এক ব্যক্তি বের হয়ে অতিক্রম করবে। আর তারা বনু হাশেমের দিকে ডাকবে। হযরত আব্দুল্লাহ দাবী করেন যে, সে চল্লিশ বছর মিলিত হবে অতঃপর ধ্বংস হয়ে যাবে।

হাদিস নং ১৯৫৫

হযরত ইয়াযিদ ইবনে আব হাবীব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, "সাতত্রিশ বছরে সুফইয়ানীর প্রকাশ ঘটবে। আর তার রাজত্ব থাকবে আঠাশ মাস। আর যদি সে উনচল্লিশ সনে বের হয় তাহলে তার রাজত্ব হবে নয় মাস।"

হাদিস নং ১৯৫৬

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি সুফইয়ানীর প্রকাশটা সাতত্রিশ সনে হয়। ......

হাদিস নং ১৯৫৭

হযরত আবু হারুন হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নওফকে বললাম যে, নিশ্চয়ই আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, সত্তরের পর অল্পসংখ্যাক মানুষই বসবাস করবে। অতঃপর তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আমি তাদের পাবো যারা উহার পর দীর্ঘ সময় জীবনযাপন করবে।

হাদিস নং ১৯৫৮

হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি নিশ্চয়ই এটা আশা করি যে, আমার উম্মত আমার প্রতিপালকের নিকট অক্ষম হবে না যে, তাদের অর্ধদিবস বিলম্ব করা হবে। হযরত সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অর্ধদিবস মানে পাঁচশত বছর।

হাদিস নং ১৯৫৯

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের অপদস্থতা হল এমন একটি ফিতনা বা যুদ্ধ যা অন্ধকার রাত্রের একটি অংশের ন্যায়। যা থেকে উহার পূর্ব ও উহার পশ্চিম কিছুই রক্ষা পাবে না। তবে ঐ সমস্ত লোক রক্ষা পাবে যারা লেবানান ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী স্থানের ছায়ায়

আশ্রয় গ্রহণ করবে। সুতরাং তারা অন্যদের থেকে নিরাপদ হবে। আর এটা ঐ সময় ঘটবে যখন আমার এই ঘর জ্বালিয়ে দেয়া হবে। আর (আমার ঘর) পোড়ানো হবে একশত বাইশ সনে।

হাদিস নং ১৯৬০

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াসার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে বাসার রাযিয়াল্লাহু আনহু এর থেকে শুনেছেন যে, তিনি বলেছেন কুস্তুনতুনিয়ার বিজয় ও দাজ্জালের আবির্ভাবের মধ্যে সাত বছরের ব্যবধান হবে।

হাদিস নং ১৯৬১

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "চতুর্থ ফিতনা আঠারো (মাস) স্থায়ী হবে। অতঃপর স্বর্ণের পাহাড় হতে ফুরাত নদীকে আবদ্ধ করা হবে। অতঃপর তারা উহার উপর যুদ্ধ করবে। এমনকি তারা ঐ সময় পর্যন্ত যুদ্ধ করবে যতক্ষণ পর্যন্তনা প্রত্যেক নয় জনে সাত জন হত্যা করা হয়।"

হাদিস নং ১৯৬২

হযরত বাহীর ইবনে সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাইদা হতে সিরিয়ার উপরের দিকে একটি ফিতনা বের হবে যা তাদের মাঝে চার বছর দীর্ঘায়িত হবে।

হাদিস নং ১৯৬৩

হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, "পয়ত্রিশ বা ছত্রিশ বা সাতত্রিশ সনে ইসলামের চাক্কি ঘুরবে। যদি তারা ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে যে ধ্বংস হয়েছে তার রাস্তার ন্যায়। আর যদি পূর্ণ হয় তাহলে সত্তর বছর। তারা বললেন, হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কি দিয়ে

অতিবাহিত হবে? বা কি দিয়ে বাকী থাকবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, অবশিষ্ট থাকার মত কিছুই থাকবে না।

হাদিস নং ১৯৬৪

হযরত আবব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, নিশ্চয়ই তুমি হিয়াযাল আরাযীতে কোন যমীন ক্রয়ের ব্যাপারে আমার সাথে পরামর্শ করেছিলে আর আমি তা ক্রয়ে নিষেধ করেছিলাম। আর যদি উক্ত জমিতে তোমার কোন প্রয়োজন থাকে তাহলে তুমি তা ক্রয় কর। কেননা তা অচিরেই চল্লিশ জনের উপর সন্ধি ও জামা'আতের (কারণ) হবে।

হাদিস নং ১৯৬৫

হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "অচিরেই পঁয়ত্রিশ সনে ইসলামের চাক্কি ঘুরবে। যদি তারা ধ্বংস হয় তাহলে যে ধ্বংস হয়েছে তার রাস্তা। আর যদি তারা বাকী থাকে তাহলে উহার সত্তর বছর পূর্বে বা সত্তর বছর পর। তিনি বলেন, বরং উহার সত্তর বছর পর।"

হাদিস নং ১৯৬৬

হযরত ইবরাহীম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাতষট্টি সনে মূল্যস্ফীতি (দূর্ভিক্ষ), আটষট্টি সনে মৃত্যু, আর উনসত্তর সনে মতানৈক্যতা হবে। আর একশত সত্তর সনে তারা লুণ্ঠন করবে। আর সত্তর সনের পর আমার বংশের এক ব্যক্তির সময়ে (সকল কিছু বৃদ্ধি পাবে) এমনকি তখন নেয়ামত দ্বিগুণ হয়ে যাবে, ফল-মূলও দ্বিগুণ হবে। আর মানুষ সকল ব্যবসায়ের প্রতি ঝুঁকে যাবে। অতঃপর হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সে সময়ের অবস্থা কেমন হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, "তোমাদের প্রতিপালকের দয়া, তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াত।”

হাদিস নং ১৯৬৭

হযরত যুবাইর ইবনে নুফাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হল হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সামনে কি ঘটবে? তার ব্যাপারে আমাদেরকে অবহিত করুন। তখন উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “আমি তোমাদেরকে তোমাদের নবীর পর স্বল্প সময়ে মতানৈক্যতার ব্যাপারে অবহিত করছি। আর একশত তেত্রিশ সনে হালীম তথা ধৈর্যশীল ব্যক্তি তার সন্তানের ব্যাপারে খুশি হবে না। আর একশত পঞ্চাশ সনে পাপাচারিতার প্রকাশ পাবে। এমননিভাবে একশত ষাট সনে তারা দুই বছরের খাদ্য জমা করবে। আর ছিষট্টিতে আন নাজা আন নাজা তথা মুক্তি মুক্তি। আর একশত নব্বইতে রাজাদের রাজত্ব কেড়ে নেয়া হবে। আর আশি নব্বই পর্যন্ত গুনাহগারদের উপর বিপদ আপদ আসবে। আর একশত বিরাশি সনে পাথর দ্বারা ঢেকে দেয়া, ভূমি ধস, বিকৃতি, দুইশত খারাবীর আত্মপ্রকাশ, মানুষ তাদের বাজারে থাকাবস্থায় হঠাৎ তাদের উপর আযাবের ফয়সালা।”

হাদিস নং ১৯৬৮

হযরত যুবাইর ইবনে নুফাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, “আমার পঁচিশ বছর পর আমার সাহাবীদের মধ্যে মতানৈক্যতা হবে। তারা একে অপরকে হত্যা করবে। আর একশত পঁচিশ বছরে তীব্র অনাহার দেখা দিবে। আর উমাইয়াগণ তাদের খলীফাকে হত্যা করবে। একশত তেত্রিশ বছরে তোমাদের একজন তার সন্তানের প্রতিপালনের চেয়ে উত্তমভাবে কুকুরের ছানা প্রতিপালন করবে। একশত পঞ্চাশ বছরে পাপাচারিতা বৃদ্ধি পাবে। একশত ষাট বছরে এক বছর বা দুই বছরের জন্য দূর্ভিক্ষ দেখা দিবে। সুতরাং যে ব্যক্তি উহা পাবে সে যেন খাদ্য জমা করে রাখে। আর তারকা পূর্ব

হতে পশ্চিম দিকে চূর্ণ বিচূর্ণ হবে। একটি পতনের শব্দ হবে যে শব্দ সকলেই শুনবে। একশত ছিষট্টি বছরে যার পৃথক পৃথক ঋণ থাকবে সে যেন তা একত্রিত করে নেয়। যার কন্যা থাকবে সে যেন উক্ত কন্যার বিবাহ দিয়ে দেয়। আর যে ব্যক্তি অবিবাহিত অবস্থায় থাকবে সে যেন বিবাহ করা থেকে ধৈর্যধারণ করে। আর যে ব্যক্তির স্ত্রী থাকবে সে যেন তার থেকে পৃথক থাকে। একশত সত্তর বছরে রাজাদের থেকে তাদের রাজত্ব কেড়ে নেয়া হবে। (একশত) আশি বছরে বিপদ আপদ আসবে। (একশত) নব্বই বছরে ধ্বংস হবে। আর দুইশত বছরে কাযা তথা কিয়ামাত হবে।"

হাদিস নং ১৯৬৯

হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "একশত পঞ্চাশ বছরে (সনে) তোমাদের সন্তানদের মধ্যে উত্তম হবে কন্যা সন্তান।"

হাদিস নং ১৯৭০

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে তার ক্রয়কৃত জমিনের নিকটবর্তী জমিনের জন্য পরামর্শ দেন। অতঃপর তিনি বললেন, এখন চল্লিশ বছরের শুরু। আর অচিরেই উহার আশপাশে সন্ধি হবে। সুতরাং তুমি উহা ক্রয় কর। আর হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এর জামাআ'ত চল্লিশ বছরের শুরুতে হয়েছে।

হাদিস নং ১৯৭১

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একশত বছর বনু উমাইয়া বনু মারওয়ানের মালিক হবে। আর তখন থেকে কিছুটা সময় এবং ষাট বছর তাদের উপর কঠিন্যতা আবর্তিত হবে; তাদের ছেড়ে যাবে না। এমনকি তারা তাদের হাত দিয়ে দূর করবে। অতঃপর তারা উহা প্রতিহত

করতে চাইবে। কিন্তু তারা তা পারবে না। যখনই তারা উহাকে এক দিক দিয়ে প্রতিহত করবে অন্য দিক দিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। এমনকি আল্লাহতা'আলা তাদের ধ্বংস করে দিবেন। তারা শুরু করবে মীম দ্বারা এবং শেষও করবে মীম দ্বারা। অতঃপর তাদের রিহার ঘূর্ণন শেষ হবে ও তাদের রাজত্ব খতম হবে। এমনকি তাদের এক খলীফাকে বিচ্যুত করা হবে। ফলে সে যুদ্ধ করবে এবং তার দুটি সওয়ারীকে হত্যা করা হবে। অতঃপর গাধা (ওয়ালা) সুন্দর উপদ্বীপের দিকে অগ্রসর হবে। আর উহার সাথে থাকবে শয়তান ও জওফের নিকৃষ্ট মানুষ। আর সে হল মারওয়ান। সুতরাং তার হতে আকাকিল ধ্বংস হবে অর্থাৎ শহর ধ্বংস হবে। আর তার হতে হবে কম্পন।

হাদিস নং ১৯৭২

হযরত ইরইয়ান ইবনে হাইসাম হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন যে, আর আমি তাকে বললাম, তুমি ধারণা কর যে, সত্তর বছরের মাথায় কিয়ামাত সংগঠিত হবে। অতঃপর তিনি বললেন তারা আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে। আসলে বিষয়টি এরুপ নয়। আমি বললাম কিন্তু আপনিতো বলেছেন যে, সত্তরের সময়ই কঠিন্যতা ও বড় বড় বিষয় সংগঠিত হবে। আর ঐ সময় পর্যন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্তনা আরব ঐ জিনিসের ইবাদাত করে যার ইবাদাত তার পূর্বপূরুষগণ করেছিল। আর তা একশত বিশ বছরে।

হাদিস নং ১৯৭৩

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী ঈসরাইলের ন্যায় উম্মতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় হলো তিনশত বছর।

হাদিস নং ১৯৭৪

হযরত আবু হাসসান বুনা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই বনু আব্বাসের হতে যে তিনজন বাদশা বা মালিক হবে, তাদের নাম হবে আইন (দিয়ে)।

হাদিস নং ১৯৭৫

হযরত ইবনে আইয়াস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট আমার মাশাইখগণ হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন। আর তাদের একজন (বর্ণনাকারীদের) আরেকজনের উপর বেশী বর্ণনা করেছেন। আর তারা সকলেই বলেছেন যে, হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু এক জ্ঞানী রাহেবের নিকট একত্রিত হলেন যাকে নুসু' বলা হত। আর সে আলেম ও (পূর্ববর্তী কিতাবসমুহের) পাঠক ছিল। অতঃপর তারা দুনিয়ার বিষয়ে এবং দুনিয়ার মধ্যে যা বিরাজ আছে তা নিয়ে আলোচনা করলেন। অতঃপর নুসু' বলল হে কা'ব! একজন নবী প্রকাশ পাবে, যার একটি দ্বীন বা ধর্ম থাকবে। আর তার উক্ত দ্বীন সমস্ত দ্বীন বা ধর্মের উপর প্রকাশ পাবে। অতঃপর নুসু' হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে বলল, হে কা'ব আমাকে তাদের রাজত্ব সম্পর্কে অবহিত কর। (তাহলে) আমি তোমাকে সত্যায়ন করবো। এবং তোমার ধর্মে প্রবেশ করবো। (তোমার ধর্ম গ্রহণ করবো)। অতঃপর হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি তাওরাত কিতাবে পেয়েছি যে, তাদের থেকে বারজন বাদশা হবে। তাদের প্রথমজন হবে সত্যবাদী আর সে মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর পৃথককারী যুদ্ধ করবে। অতঃপর আমীর বা নেতা যুদ্ধ করবে। অতঃপর প্রধান রাজা বা বাদশা মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর আহরাসওয়ালা মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর অহংকারকারী মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর আসবওয়ালা আর সে হল বাদশাদের শেষজন যে মারা যাবে। অতঃপর আলামত বা নিদর্শনওয়ালা ব্যক্তি বাদশা হবে এবং মারা যাবে। নুশু বলল, এখন আমাকে বধিরদের ফিতনা সম্পর্কে খবর দাও। যারা সেখানে রক্তপাত করবে এবং সেখানে অনেক বালা মুসিবত হবে। হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

উহা তখন ঘটবে যখন ইবনে মাহেক যাহবিয়ানকে হত্যা করা হবে। আর তার হত্যার সময় বালা মুসিবত পড়ে যাবে। (থেমে যাবে।) আর সুচ্ছন্দতা বেড়ে যাবে। আর উহা প্রজ্জলিত করবে এমন এক কওম যারা বুদ্ধিমান ও অনুগামী (তারা সুখ শান্তি ভোগ করবে)। আর তখন তাদের জন্য নিদর্শনওয়ালার পরিবার হতে চারজন বাদশা নিযুক্ত হবে। দুইজন বাদশা এমন যাদের জন্য কিতাব পড়া হবে না। আর একজন বাদশা তার বিছানাতে মারা যাবে। তার অবস্থান হবে অল্প সময়ের জন্য। (বাদশা হিসেবে সে অল্প সময় পাবে।) আরেকজন বাদশা যে জওফের দিক হতে আসবে। আর তার দুই হাতে থাকবে বালা মুসিবত। আর তার হতে মুকুট চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। আর সে চার মাস হিমসে অবস্থান করবে। অতঃপর তার যমীন বা দেশ হতে তার দিকে ভীতি আসবে ফলে সে সেখানে থেকে প্রস্থান করবে। আর তখন জওফের উপর বালা মুসিবত আপতিত হবে। আর যখন তা ঘটবে তখন তাদের মাঝে বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে এবং তাদের উপর বনু আব্বাসের ফিতনা আবর্তিত হবে। তারা এগারজন অশ্বারোহী পূর্বদিকে প্রেরণ করবে। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের কাজে সন্তুষ্ট থাকবেন না। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের দ্বারা ঐ সময়ের লোকজনকে পরীক্ষা করবেন। ফলে আরবের প্রত্যেক অধিবাসীদের উপর তাদের শিবির প্রবেশ করবে। ফলে তারা পূর্বদিক হতে বিয়ের বরের ন্যায় দ্রুত চলে যাবে। আর সে সময়ই তাদের কালো পতাকা প্রকাশিত হবে। যারা তাদের ঘোড়া সিরিয়ার যাইতুন গাছের সাথে মিলিত করবে। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের হাত দিয়ে প্রত্যেক অহংকারী ও তাদের শত্রুকে হত্যা করবেন। এমনকি তাদের অধিবাসীদের হতে আত্মগোপনকারী ও পলয়নকারী ব্যতীত কেউ জীবিত থাকবে না। (তখন) তিনজন মানসূর, সিফাহ, ও মাহদীর প্রকাশ হবে। নুশু বলল, তাহলে কে তাদের নেতা ও তাদের বিষয়ের দায়িত্বশীল হবে? তিনি বললেন, যারা চলে ও বসবাস করে সৈন্যদের মত। আর সে সময় সিফাহ পূর্বঞ্চলবাসীদের উপর লাঞ্ছনা ও হীনতা চাপিয়ে দিবে। যা আরিমাকে (গোত্র) পয়তাল্লিশ সকাল মিলিত করবে (পয়তাল্লিশ দিন স্থায়ী হবে।)

অতঃপর তাদের মাঝে সত্তর হাজার তরবারী (ওয়ালা সৈন্য) প্রবেশ করবে। তাদের প্রতীকি নিশান থাকবে কোষমুক্ত, উচু উচু। অতঃপর সিফাহ এর জন্য দুটি ঘটনা হবে। একটি ঘটনা বা যুদ্ধ হবে পূর্বাঞ্চলে। আরেকটি হবে জওফে। অতঃপর যুদ্ধ তার আওযার (পোষাক) রেখে দিবে। (যুদ্ধ থেমে যাবে।) নুশু বলল, আর কতদিন তাদের রাজত্ব স্থায়ী হবে? হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, সাতের মধ্যে নয়। আর তাদের জন্য উহার শেষে আছে অমঙ্গল। নুশু বলল, তাদের ধ্বংসের আলামত কি? তিনি বললেন, উহার আলামত হল পূর্বাঞ্চলে দূর্ভিক্ষ, পশ্চিমাঞ্চলে পতন, জওফে রক্তিমাকার হওয়া, কিবলাতে ফাসীর মৃত্যুবরণ। অতঃপর ঐ সময়ের অধিবাসীগণ সিফাহ এর জন্য অজ্ঞতা একত্রিত করবে। তারা তাদের ধর্মকে অহেতুক ও খেলাচ্ছলে গ্রহণ করবে। তারা উহা (ধর্ম) দিনার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করবে। এমনকি যখন তারা এমন হবে যে তারা তাদের শত্রুকে দেখবে আর এটা ধারণা করবে যে শত্রুরা এখনই তাদের দেশের উপর আক্রমণ করবে তখন তাদের শয়তানী শক্তির (বিদ্রোহীতার) মুল ব্যক্তি আসবে। উহার পূর্বে কেউ তাকে চিনতো না। সে হবে মাঝারি গড়নের, চুলগুলো কোঁকড়ানো, তার চক্ষু হবে কোটারগত, চোখের ভ্রু হবে মিলিত, হলুদবর্ণের। এমনকি যখন সে উক্ত বছরের শেষে যে বছরে ঐ সময়ের অধিবাসীরা সফাহের জন্য জমা করেছিল তখন মানসূর মারা যাবে। আর তখন একটি মাত্র শহরে ব্যতীত তারা সবাই পৃথক হয়ে যাবে। অতঃপর যখন তাদের নিকট খবর পৌঁছবে তখন তারা যেমন ছিল তেমনভাবে মারামারি করবে। অতঃপর তারা আব্দুল্লাহর জন্য বাইয়াত গ্রহণ করবে। অতঃপর সুফইয়ানী প্রত্যাবর্তন করবে। আর সে পশ্চিমাঞ্চলের একটি দলের মাধ্যমে তাদেরকে নিজের দিকে ডাকবে। ফলে তারা তার জন্য এমনভাবে জমা করবে যা ইতিপূর্বে কেউ কারো জন্য করে নাই। অতঃপর সে কূফা হতে একটি সৈন্যদল বিচ্ছিন্ন করে দিবে। আর তখন বসরা হতে কোন সৈন্যদল হবে না। আর তখনই তাদের অধিকাংশ লোক আগুনে পুড়ে পানিতে ডুবে মারা যাবে। আর ঐসময় কুফাতে ভূমিধস হবে। আর দুটি

জামাআত একটি স্থানে মিলিত হবে। যে স্থানকে কিরকিসিয়া বলা হয়। আর তখন সবর পৃথক হয়ে যাবে, তাদের থেকে সাহায্য উঠিয়ে নেয়া হবে এমনকি তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি পশ্চিমদিক (সৈন্য) প্রেরণ হয় তাহলে ছোট যুদ্ধ বা ঘটনা হবে। আর ঐসময় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহর জন্য আফসোস! আর আমি তোমাদের উপর ঐসময়ের সফরের পতাকার ভয় পাইতেছি। যখন তারা পশ্চিম হতে মিসরে এসে অবস্থান নিবে তখন তাদের জন্য দুটি ঘটনা ঘটবে। একটি ঘটনা বা যুদ্ধ ঘটবে ফিলিস্তিনে আরেকটি সিরিয়াতে। অতঃপর কুরাইশের এক মহিলাকে হত্যা করার পর তাদের উপর মুহাজিরগণ ধাবিত হবে। যদি আমি চাই তাহলে তার নামকরণ করতে পারবো। অতঃপর তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর একজন বিদ্রোহী বিদ্রোহ করবে। যাকে আব্দুল্লাহ বলা হবে। সৃষ্টিজগতের নিকৃষ্ট। সে তার বিষয়কে হিমসে প্রদীপণ করবে। সে দামেস্কে আগুন প্রজ্জলিত করবে। আর সে ফিলিস্তিনে বের হবে এবং যে তার বিরোধিতা করবে সে তার উপর প্রকাশ (বিজয় লাভ করবে) পাবে। আর তার হাতেই পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা ধ্বংস হবে। আর তার আহবান হবে নিকৃষ্টতম আহবান। আর তার হত্যা হবে নিকৃষ্টতম হত্যা। সে এক মহিলার গর্ভের মালিক হবে। সে তিনটি সৈন্যদল সহকারে বের হয়ে কূফানে যাবে। তারা সেখানে তারা কাইসের ঘরবাড়ীতে পৌঁছবে। তারা সেদিন হতে নিস্কৃতির কামনা করবে। আরেক দল যাবে মক্কা ও মদীনাতে আর সেখানে তাদের উপর ভূমিধস আসবে। (তারা মাটির নিচে চলে যাবে।) তাদের হতে জুহাইনা গোত্রের দুইজন ব্যক্তি ব্যতিত কেউই বাঁচতে পারবে না। তাদের মধ্য হতে একজন সিরিয়াতে প্রত্যাবর্তন করবে আরেকজন মক্কার দিকে যাবে।

হাদিস নং ১৯৭৬

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুসাইনের বংশধর হতে একজন ব্যক্তি বের হবে। যার নাম হবে তোমাদের নবীর নাম। তার প্রকাশের কারণে দুনিয়া ও আসমানবাসী আনন্দিত হবে। অতঃপর এক ব্যক্তি তাকে বলল, হে আমীরুর মুমিনীন! সূফইয়ানীর নাম কি? হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, সে হল খালিদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ানের বংশধর হতে। সে হবে বিশাল মাথার অধিকারী, তার চেহারায় থাকবে গুটিবসন্ত রোগের আলামত থাকবে। তার চোখে থাকবে সাদা ছাপ। তার আবির্ভাব আর হযরত মাহদীর আবির্ভাবে তাদের মাঝে কোন বাদশা থাকবে না। আর সে হযরত মাহদী আলাইহিস সালামের নিকট খেলাফত অর্পণ করবে। সে সিরিয়ার অন্তর্গত দামেস্কের একটি ওয়াদী (এলাকা) হতে বের হবে। যে ওয়াদীর নাম হবে ওয়াদীল ইয়াবেস। আর সে বের হবে সাতটি দলের মাঝে দলভুক্ত হয়ে তাদের কোন এক ব্যক্তির সাথে। (তার সাথে থাকবে) নামানো পতাকা যা তারা সকলেই চিনবে যে, তার পতাকায় (তলে) সাহায্য থাকবে। সে সম্মুখে ত্রিশ মাইল সফর করবে। যারা তাকে (পরাহত করতে) চাইবে তারা কেহই তার আগমনের ব্যাপারে জানবে না। তারা সকলেই পরাজিত হবে। সে দামেস্কে এসে দামেস্কের মিম্বরে আসন গ্রহণ করবে এবং ফক্বীহ ক্বারীদেরকে তার নিকটভাজন বানাবে। সে ব্যবসায়ী ও কর্মজীবিদের মাঝে তরবারী রাখবে। সে ক্বারীদের সংস্পর্শ চাইবে এবং তাদের ব্যাপারে তাদের নিকট সাহায্য কামনা করবে। তাদের থেকে কোন ব্যক্তি তাকে ঐ বিষয়ের উপর নিষেধ করতে পারবে না এমনকি সে তাকে হত্যা করবে। আর সে একদল সৈন্য প্রেরণ করবে পূর্বাঞ্চলের দিকে, আরেকদল পশ্চিমাঞ্চলের দিকে, আরেকদল ইয়ামানের দিকে। আর ইরাকের সৈন্যদলের ওয়ালী বা নেতা হবে বনু হারেসার এক ব্যক্তি। যার নাম হবে ক্বমার ইবনে আব্বাদ। সে হবে মোটা শরীরওয়ালা, তার চুলের দুটি বেণী থাকবে, তার সামনে তার কওমের

খাটো আকারের এক ব্যক্তি থাকবে যে হবে টেকো ও তার দুই কাঁধ হবে প্রশস্ত। আর পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের থেকে যারা সিরিয়ায় থাকবে তারা তার সাথে যুদ্ধ করবে। আর সেখানে সেদিন তাদের হতে বিশাল এক দল থাকবে। দামেস্ক ও বানিয়্যাহ নামক স্থানের মাঝামাঝি এলাকায় তারা যুদ্ধ করবে। পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধে হিমসের অধিবাসীগণ এবং তাদের সাহায্যকারীগণদের প্রত্যেককে সেদিন সুফইয়ানী পরাজিত করবে। অতঃপর দামেস্ক ও হিমসে যারা থাকবে তারা সুফইয়ানীর সাথে যাবে এবং তাদের সালীমার দিকে অবস্থিত হিমসের বাদীন নামক এলাকায় পূর্বাঞ্চলবাসীদের সাথে সাক্ষাত হবে। আর তখন পূর্বাঞ্চলবাসীদের চার ভাগের তিন ভাগ ষাট হাজারের অধিক কিছু লোক তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তাতে তারা পরাজিত হবে। আর যেই সৈন্যদল পূর্বাঞ্চলের দিকে রওয়ানা করেছিল, যখন তারা কূফায় অবস্থান নিবে তখন তাদের মাঝে প্রচন্ড এক যুদ্ধ হবে। তাতে অধিকাংশই মারা যাবে। অতঃপর কূফাবাসীদের পতন হবে। আর তখন কতইনা রক্ত প্রবাহিত হবে, কতইনা পেট বিদীর্ণ করা হবে, কতইনা সন্তান হত্যা করা হবে, মাল লুণ্ঠন হবে, সতীচ্ছেদ করা হবে, মানুষ মক্কার দিকে পলায়ন করবে। আর সুফইয়ানী উক্ত সৈন্যদলের নেতাকে এই মর্মে পত্র লিখবে যে, তুমি হিজাজের দিকে অগ্রসর হও। অতঃপর কঠিন এক যুদ্ধের পর সে মদীনায় অবস্থান নিবে। আর সেখানে সে কুরাইশদের উপর তরবারী রাখবে ও তাদের এবং আনসারদের চারশ ব্যক্তি হত্যা করবে। অনেক পেট বিদীর্ণ করবে, শিশুদের হত্যা করবে, কুরাইশের বনু হাশের গোত্রের (এক সহোদর) ভাই-বোনকে হত্যা করবে, এবং তাদের দুইজনকে মসজিদের দরজার সাথে শূলিতে চড়াবে। যাদের নাম হবে মুহাম্মাদ ও ফাতেমা। আর মানুষ সেখান হতে পলায়ন করে মক্কায় চলে যাবে। অতঃপর সে উক্ত সৈন্যসহকারে মক্কার উদ্দেশ্য করে অগ্রসর হয়ে একটি খালি প্রান্তরে অবস্থান নিবে। আর তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত জীবরাঈল আলাইহিস সালামকে (যমীন ধসে দেয়ার) আদেশ করবেন। তখন তিনি তার আওয়াজে চিৎকার করে বলবেন, হে বাইদা বা খালি প্রান্তর! তাদের নিয়ে খালি হয়ে যাও। আর

তখন তারা তাদের শেষজন হতে খালি তথা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর তাদের থেকে শুধুমাত্র দুইজন ব্যক্তি জীবিত থাকবে। তাদের সাথে হযরত জীবরাঈল আলাইহিস সালামের সাক্ষাৎ হবে তখন তিনি তাদের চেহারাকে পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দিবেন। কেমন যেন আমি তাদের পিছনদিকে হাঁটতে দেখছি। তারা যাদের সাথে সাক্ষাৎ হচ্ছে তাদেরকে (ঘটে যাওয়া বিষয় সম্পর্কে) অবগত করছে।

হাদিস নং ১৯৭৭

হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রত্যেক উম্মতই তাদের নবীর পর পয়ত্রিশ বছরের মাথায় পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। আর যদি তোমরা নিস্কৃতি পেয়ে থাক যে, তোমরা পয়ত্রিশ বছরের মাথায় পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবে, বরং যদি পয়ত্রিশ বছরের মাথায় তোমাদের পরীক্ষা করা হয় তাহলে তোমাদের ঐ সকল বিষয়ই পৌঁছবে যা অন্যান্য উম্মতের পৌঁছেছিল।

হাদিস নং ১৯৭৮

হযরত যামরা ইবনে হাবীব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, আমার উম্মতের পাঁচটি স্তর হবে। আর প্রত্যেক স্তরের চল্লিশ বছর। সুতরাং প্রথম স্তর হল– আমি ও আমার সাথে যারা ইয়াকীন ও ইলমওয়ালা রয়েছে। দ্বিতীয় স্তর হল– সৎকর্মকারীর ও পূণ্যবানদের স্তর। তৃতীয় স্তর হল– পরস্পর সম্পৃক্ততা ও সহানুভূতিশীলদের স্তর। চতুর্থ স্তর হল– পরস্পর বিরোধীতা ও বিচ্ছিন্নতাকারীদের স্তর। পঞ্চম স্তর হল– বিশৃংখলায় আনন্দ ও উৎফুল্য প্রকাশকারীদের স্তর। আর দুইশত দশ বছরে (বোমা) নিক্ষেপণ, ভূমিধস, বিকৃত হওয়া পতিত হবে। আর দুইশত বিশ বছরে যমীনের আলেমদের উপর মৃত্যু পতিত হবে (তারা মারা যাবে)। এমনকি একজনের পর আরেকজন ব্যতিত বাকী থাকবে না। আর দুইশত ত্রিশ বছরে আকাশ ডিমের ন্যায় শিলা বৃষ্টি বর্ষণ করবে। ফলে চতুষ্পদজন্তু ধ্বংস হয়ে যাবে। আর দুইশত চল্লিশ বছরে নীলনদ ও ফুরাত নদীর অবসান

হয়ে যাবে এমনকি লোকজন উক্ত দুই নদীর পাড়ে শস্য রোপণ করবে। দুইশত পঞ্চাশ বছরে রাস্তার অবসান ও পশু মানুষের উপর কর্তৃত্ব করবে। আর প্রত্যেক জাতি তাদের শহরকে ভালভাবে আঁকড়ে ধরবে। আর দুইশত ষাট বছরে সূর্যকে অর্ধঘন্টার জন্য আটকে দেয়া হবে যার ফলে অর্ধেক মানুষজাতি ও অর্ধেক জ্বীনজাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। দুইশত সত্তর বছরে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করবে না, কোন মহিলা গর্ভধারণও করবে না। দুইশত আশি বছরে নারীজাতি আপতিত খচ্চরের ন্যায় হবে এমনকি একজন মহিলার উপর চল্লিশজন পুরুষ এমনভাবে পতিত হবে যে, তুমি উহার কিছুই দেখবে না। আর দুইশত নব্বই বছরে বছর মাসে, মাস সপ্তাহে, সপ্তাহ দিনে, দিন ঘন্টায় এবং ঘন্টা খেজুর পাতা পোড়ার সময়ের ন্যায় সময়ে পরিণত হবে। এমনকি কোন ব্যক্তি তার ঘর থেকে বের হবে কিন্ত সে সূর্যাস্তের পূর্বে শহরের গেটে পৌঁছতে পারবে না। তিনশত বছরে পশ্চিমদিক হতে সূর্যোদয় হবে। আর প্রত্যেক অন্তরকে উহার ভিতরে যা আছে তা নিয়েই মহর মেরে দেয়া হবে। সুতরাং ইতিপূর্বে যারা ঈমান আনায়ন করে নাই তাদের ঈমান কোন নফসকে উপকার করতে পারবে না। অথবা ঈমানের মধ্যে কোন মঙ্গল অর্জন করতে পারবে না। আর ঐ সময়ের পরের ব্যাপারে কোন কিছু জিজ্ঞাসাও করা হবে না।

হাদিস নং ১৯৭৯

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয়ের পর মানুষ একশত বিশ বছর জীবিত থাকবে।

হাদিস নং ১৯৮০

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, “তোমরা কি ধারণা করছো আজকে এই রাতের ব্যাপারে। পৃথিবীর উপরিভাগে যে বা যারা আছে তারা কেহই একশত বছরের মাথায় জীবিত থাকবে না (একশত বছর পর পৃথিবীতে বসবাসকারী কেহই জীবিত থাকবে না)”। হযরত ইবনে ওমর

রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বর্ণনা মানুষ ভীত হয়ে গেল। যাতে তারা এই 'একশত বছরের' হাদীসসমূহ আলোচনা করে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, আজকে যমীনের উপরিভাগে যে জীবিত আছে সে জীবিত থাকবে না। এটা দ্বারা উক্ত যুগের বিলীন হওয়ার উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।

হাদিস নং ১৯৮১

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খারাবীর কারণে আরবের জন্য ধিক্কার! (কেননা) ষাট বছরের মাথায় এমন একটি বিষয় নিকটবর্তী হচ্ছে যার কারণে আমানত গণীমতে পরিণত হবে। সদকা ক্ষতিপূরণের মালের মত (মনে করা) হবে। পরিচিতিজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। আর মনমত বিচার করা হবে।

হাদিস নং ১৯৮২

হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনশত পাঁচ বছর হবে তখন বড় একটি বিষয় ঘটবে যাতে যদি তারা ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে হিরার দ্বারা ধ্বংস হবে। আর যদি বেঁচে যায় তাহলে ঈসা আলাইহিস সালাম। আর যখন সত্তর বছর হবে তখন তোমরা এমন কিছু হতে দেখবে যা তোমরা প্রত্যাখান কর।

হাদিস নং ১৯৮৩

হযরত আরইয়ান ইবনে হাইসাম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি এমতাবস্থায় যে, তার নিকট হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন। তিনি বলেন, এই উম্মত একশত ত্রিশ বছর উজ্জলিত হবে।

হাদিস নং ১৯৮৪

হযরত নাজীব ইবনে সারা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যখন একশত পঞ্চাশ বছর হবে তখন

তোমাদের উত্তম মহিলা হল বন্ধ্যা মহিলা।”

হাদিস নং ১৯৮৫

হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মনে হয় যদি সত্তর বছর পর মসজিদের উপরে প্রস্তরখন্ড আবর্তিত হয়, তাহলে তা দ্বারা তোমাদের দশজনকে হত্যা করা হবে।

হাদিস নং ১৯৮৬

হযরত মুজাহিদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন তুমি কি জান যে, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম তার জাতির মধ্যে কতদিন জীবিত ছিলেন? আমি উত্তরে বললাম হ্যাঁ, জানি। তিনি নয়শত পঞ্চাশ বছর জীবিত ছিলেন। তিনি বললেন, তার পূর্বে যারা ছিল তারা সবাই তার থেকে বেশী বয়স পেয়েছিল। অতঃপর মানুষ তার সৃষ্টিগত ক্ষেত্রে, আচরণগত ক্ষেত্রে, সময়ের ক্ষেত্রে এই দিন পর্যন্ত লোপ পাইতেছে।

হাদিস নং ১৯৮৭

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রত্যেক নবীই দুনিয়াতে শেষ জীবনযাপনের অর্ধেক জীবন ধারণ করেছেন। আর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম একশত চল্লিশ বছর জীবন ধারণ করেছেন।

হাদিস নং ১৯৮৮

হযরত মুজাহিদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে, আমাকে হযরত ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন তুমি কি জান যে, মানুষের মধ্যে কে সব থেকে বেশী হায়াত পেয়েছে? আমি উত্তরে বললাম, আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি (আল্লাহ তা'আলা) বলেন হযরত নূহ আলাইহিস সালাম তাদের মাঝে নয়শত পঞ্চাশ বছর অবস্থান করেছেন। তার পূর্বের ব্যাপারে আমি কিছু জানিনা। তিনি বললেন নিশ্চয়ই মানুষ সৃষ্টিগতভাবে, আচরণগতভাবে, বয়সের দিক দিয়ে কমতেছে।

হাদিস নং ১৯৮৯

হযরত ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "প্রত্যেক দুইয়ের মাঝে চল্লিশ বছর, চল্লিশ মাস, চল্লিশ দিন এমনকি সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে।"

হাদিস নং ১৯৯০

হযরত হাইসাম ইবনে আসওয়াদ হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন যে, নিশ্চয়ই অমঙ্গল (আসবে) ভাল তথা একশত বিশ বছর পর। আর কেহই তা জানেনা যে, উহার প্রথমটা কখন প্রবেশ করবে (প্রথমটা কখন ঘটবে)।

হাদিস নং ১৯৯১

হযরত আরতাত ইবনে মুনযির হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, নাছ নবী ছিল। আর সে দাহরের ব্যাপারে আলোচনা করেছে। অতঃপর তিনি বলেন, দাহর হল সাতটি সাবু'। আর এক সাবু' হল সাত হাজার বছর। আর ইদান হল এক হাজার বছর। অতঃপর পূর্ববর্তী সময়ের বর্ণনা দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তার বিষয়ে যা ছিল এমনকি শেষ সময় পর্যন্ত আলোচনা করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, যখন শেষ সাবু' এর চার ইদান শেষ হবে তখন আযরাউল বাতুল জন্মগ্রহণ করবে। সে নিদর্শনাবলী নিয়ে আসবে। সে মৃতকে জীবিত করবে, আকাশে উড়বে। আর তার পর আহওয়া বিভিন্ন হয়ে যাবে। অতঃপর তারপরে একজন দাসীর সন্তানের প্রকাশ ঘটবে। বারটি পতাকাতে। যার প্রথম হল ঐ ব্যক্তি যার জন্ম হবে হরমে। তার জন্মে আকাশ অভ্যর্থনা জানাবে। তার আবির্ভাবে ফিরিশতাগণ সুসংবাদ দিবে। অতঃপর সে সমস্ত উম্মতের উপর প্রকাশ পাবে। যে তাকে স্বীকার করবে সে নিরাপদ থাকবে। আর যে তাকে অস্বীকার করবে সে কাফের। সে পারস্যের উপর বিজয় লাভ করবে এবং উহার বাদশা

হবে। এমনিভাবে সে আফ্রিকা জয় করবে ও উহার বাদশা হবে। এমনিভাবে সুরিয়াও (জয় করে বাদশা হবে)। সে অবস্থান করবে তিন সাবু' হতে এক সাবু' এর সপ্তমাংশ পর্যন্ত। এর আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রশংসিত অবস্থায় তাকে গ্রহণ করবেন (সে মারা যাবে)। তারপর উমাইয়া বাদশা হবে। সে হবে দূর্বল, সত্যবাদী ও অল্পহায়াত বিশিষ্ট। তার খেলাফাতের সময় মিসরে কঠিন দূর্ভিক্ষ দেখা দিবে। আর সে হিন্দের বাদশাহী ধ্বংস করে দিবে। তার হায়াত হল এক সাবু' এর সপ্তমাংশ। তার পর একজন শক্তিশালী ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি বাদশা হবে। সে সিরিয়ার বিজয় লাভ করবে। একটি বিপদ বা মুসিবত তাকে শেষ করে দিবে। তার হায়াত হল এক সাবু' ও এক-তৃতীয়াংশ সাবু' এর অর্ধেক। তারপর এক অক্ষম ব্যক্তি বাদশা হবে। আর তাকে হত্যা করা হবে। আর তার হত্যাকারী সফল হবে না। তার হায়াত হল দুই সাবু' হতে এক সাবু' এর সপ্তমাংশ কম। তারপর বড় ঘরের (রাস) মূল ব্যক্তি বাদশা হবে। সে মাল সম্পদ জমা করবে। আর তার হাতে অনেক যুদ্ধ হবে। সুতরাং আফসোস রাস এর জন্য আশ্রয় হতে। এবং আফসোস আশ্রয়ের জন্য রাস হতে। তার হায়াত হল তিন সাবু' হতে এক সাবু' এর সপ্তমাংশের তিনভাগের একভাগ কম। তারপর তার ঔরস হতে আমরাদ নামক এক ব্যক্তি বাদশা হবে। তার সময়ে সুরিয়ার ফল শুকিয়ে যাবে। আর সে রুমের বাদশাহী ধ্বংস করবে। তার হায়াত হল অর্ধেক সাবু' হতে এক সাবু' এর সপ্তমাংশের তিনভাগের এক ভাগ। তারপর দ্বিতীয় রাসের ঘর হতে জাবহা বাদশা হবে। সে হবে সতর্ক বিচারক। তার বংশ হতে চারজন বাদশা হবে। তার হায়াত হল তিন সাবু' হতে এক সাবু' এর এক সপ্তমাংশ কম। তারপর তার ঔরস হতে মাসাব নামক ব্যক্তি বাদশা হবে। তার সময়ে প্রসিদ্ধ রোম ধ্বংস হবে। আর সিরিয়াতে এমন ভূমিকম্প হবে যে, তাতে দালান কোঠা ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে। তার হায়াত হল এক সাবু' এবং এক-তৃতীয়াংশ সাবু' হতে এক সপ্তমাংশ সাবু' এর অর্ধেক কম। তারপর মারওয়ী নামক এক ব্যক্তি বাদশা হবে। তখন রোমের বড় সৈন্যদলের অধিকর্তা যা আশা করবে তা পূরণ হবে না। তার হায়াত হল এক সাবু' এর এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ।

তারপর আশাজ্ব বাদশা হবে। আর তার ধর্মের মধ্যে কোন ধোঁকা নেই। সে ন্যায়পরায়ণতার আদেশ দিবে। তার হায়াত হবে কম। আর তার মৃত্যু হবে মুসিবত। তার তার হায়াত হল এক সাবু' এর এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ। তারপর সালাফ (অহংকারী) বাদশা হবে। সে হবে দালান কোঠা ধ্বংসকারী ও চেহারা বা আকৃতি পরিবর্তনকারী। তার হায়াত হল তিন সাবু' হতে এক-তৃতীয়াংশ সাবু' কম। তারপরে দুই বাচ্চাওয়ালা যুবক বাদশা হবে। অতঃপর তাকে হত্যা করা হবে। তার হত্যাকারীর জন্য কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। তার যামানায় মিসর হতে ফুরাত পর্যন্ত মৃত্যু ছড়িয়ে পড়বে। (অনেক মানুষ মৃত্যুবরণ করবে।) তার হায়াত হল এক সাবু' এর সপ্তমাংশ ও এক সাবু' এর সপ্তমাংশের তিনভাগের একভাগ। অতঃপর জওফের বাতাস অশান্ত হয়ে উঠবে। উহা অহংকারীকে হাঁকাবে। আর উহা এক সাবু' হতে এক সাবু' এর সপ্তমাংশের কম সময় পর্যন্ত অস্থিরতা পরিচালনা করবে। আর উহার পতন হবে বাবেলের যমীনে। অতঃপর তার উপর পূর্বের বাতাস অশান্ত হয়ে উঠবে। আর উহা অনারবকে হাঁকাবে। (উহা হতে সৃষ্ট) ঘোড়ার রোগ ক্ষতিকারক হবে। উহা তাদেরকে হাঁকিয়ে শারুল হাজিবাইনে নিয়ে আসবে। একত্রে দুই নদীর মাঝে অবস্থান নিবে। তারা সন্ধ্যা সময় ছাওরের দিকে চলে যাবে। আর অহংকারী বের হবে। আর সে পুরুষদেরকে সাহসী যোদ্ধা হিসেবে নিযুক্ত করবে এবং সে পিছু নিয়ে সিরিয়াতে অবস্থান নিবে। এবং কঠিনভাবে সিরিয়া জয় করবে। দুইজন সুঠামদেহী দারোয়ান তিন সাবু' ও এক সাবু' এর তিনভাগের একভাগের সমান সময় পরিচালনা করবে। আর তাদের দুইজনের নাম হবে এক। তাদের একজন অন্যের বিছানাতে যুদ্ধের সময় নিহত হবে যে তার প্রভুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অতঃপর যখন তাদের অত্যাচার বেড়ে যাবে। তখন উহার উপর পূর্বের বাতাস অশান্ত হয়ে উঠবে। আর তা জাফরান উৎপন্নের স্থান ধ্বংস করে দিবে। আর ছওর উঠে দাঁড়াবে যা তার নিকট আসবে তার ভীতির কারণে। আর সে উহার যমীন ছেড়ে দিবে। আর সে মূর্তির শহরে অবস্থান নিবে। আর পূর্বাঞ্চলের অধিকর্তা অসুস্থাবস্থায় অবস্থান নিবে। ফলে ছওর দুই নদীর মাঝখানে

দাঁড়াবে। তার নিদর্শন হল, গায়ের রং হবে তাম্র ধরনের, চক্ষু হবে রঙিন। আর চাষী একুশ সাবু' ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করবে। আর তা হল কুরাইশদের সিরিয়ার বিজয় হতে একশত সাতচল্লিশ বছর। পশ্চিমাঞ্চলের বাদশা বিদ্রোহ করবে এবং উম্মত উহার শিকল প্রসারিত করবে। তারা ঐ অবস্থায় থাকবে তখন পশ্চিমাঞ্চলের ভাঙ্গন নিকটবর্তী হবে। সে পূর্বাঞ্চলের উপর মাটি পান করাবে। আর তখন ছওর তার দিকে সৈন্য প্রেরণ করবে। তখন আর কোন শক্তি থাকবে না। সুতরাং সে পরাজিত হবে। আর তা উহাকে তার সাথে যুদ্ধলব্ধ মালের মালিক বানাবে। পূর্বাঞ্চল কঠিনভাবে (পূর্বাঞ্চলকে) ঝাঁকুনি দিবে। অতঃপর মারজ সফর অবস্থান নিবে আর তখন তার সাথে সেখানে তাম্র রংয়ের ছোট চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে দেখা হবে। ফলে আল্লাহ তা'আলা উহার সকলের বিচার করবেনা (শেষ করে দিবেন)। অতঃপর যখন সে তার স্থান হতে সফর করে আইনে সাখনা ও খারকাদূান নামক স্থানের মাঝামাঝি জায়গায় আসবে, তখন আকাশ হতে একজন আহ্বানকারী তাকে ডেকে বলবে আফসোস ঐ সমস্ত জিনিসের যা খারকাদূনা ও আইনে সাখনার মাঝামাঝি স্থানে রয়েছে। ফলে প্রত্যেক চক্ষু উহার দুঃখে ক্রন্দন করবে। অতঃপর সফর করবে এবং নদীর মাঝখানের অবতরণ করবে। আর সেখানে পুরুষগণ নিমগ্ন হবে। এবং জাব্বার তথা অহংকারী যুদ্ধ করবে এবং সেখানে মাল সম্পদ (গণীমত) ভাগাভাগি করবে। অতঃপর মূর্তির (আসনাম) শহরের দিকে ধাবিত হয়ে তা জোরপূর্বক বিজয় করবে। আর ছওরকে এমনভাবে আঘাত করা হবে যে, তাতে তার পেট বিদীর্ণ হয়ে যাবে। তার দলকে শেষ করা হবে। আর তা দ্বারা তার বংশকে ধ্বংস করা হবে। উহা দুই দিকের গেটের মধ্যে যা আছে তা নিঃশেষ করে দিবে। যা সংগ্রহিত হয়েছে তা দ্বারা পূর্বাঞ্চলের দিকে অনিচ্ছাপূর্বক জোর করে পাঠানো হবে। অতঃপর সে এক সপ্তমাংশ সাবু' এর তিনভাগের একভাগ (সময়) ও আঠারো মাস অবস্থান করবে। অতঃপর পূর্বাঞ্চল তার নিকট নতি স্বীকার করবে। অতঃপর তার মাঝে ও রোমবাসীর মাঝে এক সপ্তমাংশ সময়ের (জন্য) একটি অস্ত্রবিরতি (শান্তিচুক্তি) হবে। অতঃপর সে সফর করে আবীদের শহরে অবস্থান নিবে।

আর সেখানে কঠিন যুদ্ধ হবে। অতঃপর সেখান থেকে বের হয়ে রাবুজ নামক স্থানে অবস্থান নিবে। আর সেখানে সে মাল সম্পদ লুণ্ঠন করবে। অতঃপর পারস্য রাজ্য আক্রমণ করবে যার মধ্যে থাকবে হাওয়ান নামক এলাকা। আর ওসাদ নামক স্থানে কঠিন ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে। অতঃপর আবর শাহর তার ঘোড়া রুখবে এবং চীন ও আতরাবালাস বা আনতাবালাস সমূদ্রের মধ্যবর্তী এলাকার মালিক হবে। অতঃপর সে পূর্বাঞ্চলের বাদশা জওফ পাহাড়ের এক পাশে নির্বাসন নিবে। (অতঃপর উক্ত বাদশা) সে কাউকে চাইবে না, অন্যকেউ তাকেও চাইবে না (সে শান্তিতে থাকবে)। অতঃপর তার বংশের একব্যক্তি তাকে ধোঁকা দিবে এবং হত্যা করবে। আর এ খবর পূর্বাঞ্চলের বাদশার নিকট পৌঁছলে সে সামনে অগ্রসর হবে এমনকি সে হিরান ও রিহা নামক স্থানের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থান নিবে। সুতরাং আফসোস হিরানের জন্য। আর সেখানে তার সাথে রাসের বংশধর আমরাদের সাথে সাক্ষাত হবে। ফলে তাদের দুইজনের মাঝে প্রচন্ড যুদ্ধ ও অগণিত হত্যাযজ্ঞ হবে। অতঃপর পূর্বাঞ্চলের বাদশা বিজয় লাভ করবে। (কিন্তু) তার পানি শুকিয়ে যাবে, দল কমে যাবে। আর আমরাদ সেখান থেকে বের হয়ে সিরিয়াতে অবস্থান নিবে এবং সেখানে অনেক জিনিস পরিবর্তন করবে এবং কিছু রেখে দিবে (পরিবর্তন করবে না)। আর রোমবাসী রোম থেকে বের হয়ে আ'মাক নামক স্থানে অবস্থান নিবে। আর সেখানে তাদের সাথে নেযারের বংশধর যুল ওয়াজনাতাইনের সাথে সাক্ষাত হবে। আর সে তাদেরকে আদ সম্প্রদায়ের ন্যায় হত্যা করবে। আর এক আক্রমণের মাধ্যমে তাদের শত্রুরা পলায়ন করবে এবং রোম দুই ভাগে বিভক্ত হবে। একদল সাউস নদীর অধিকার গ্রহণ করবে আরেকদল দরবে জীরান। কুরাইশের সন্ধিকে ভঙ্গ করা হবে। মিসরবাসীকে বের হতে বাধা দেয়া হবে। ফিরিঙ্গী জাতি তাদের অস্ত্র প্রদর্শন করবে। কাহতানের বংশধর হতে মানসুর নামক এক ব্যক্তি ইয়ামেনের বাদশা হবে। সে হবে নাক, বন্ধু ও দুটি বেণীওয়ালা। অতঃপর রামলা, হিরানের ভুমি (হিরানবাসী) ও আমরাদ তার ঘোড়া প্রতিরোধ করবে। সেদিন রোম শক্তভাবে নেতৃত্ব দিবে। সুতরাং কা'ব ও হাওয়াযিন (গোত্রদের) নিয়ে

তার দিকে দ্রুত ধাবিত হবে। ফলে কাহতান প্রত্যেক গোত্রের সাথে যুদ্ধ করবে এবং শহরে তাদের বংশধরদের ভাগ করে দেয়া হবে। অতঃপর সে সফর করবে এমনকি সে সিন্নীর পাহাড় ও লেবাননে অবস্থান নিবে। মানসুর রামলাতে থাকবে সে (সেখান হতে) সফর করে মারজে আযরাতে অবতরণ করবে। আর সেখানে উভয় দলের সাক্ষাত হবে। তখন তাদের উপর ধৈর্য্যকে খালি করা হবে (ধৈর্য্য উঠিয়ে নেয়া হবে)। মানসুর পরাজিত হবে। সুতরাং তার ঘোড়া সামনে অগ্রসর হবে। আর আমরাদ আরদানে জয়লাভ করবে। এবং সে সেখানে সাত সাবু' ও এক সাবু' এর সপ্তামাংশের পাঁচভাগের একভাগ পরিমাণ সময় অবস্থান করবে। হাকীম মুতাআন্নী এর বংশধর হতে এক ব্যক্তি বিজয় লাভ করবে। আর সে মিসরবাসী ও আকবাত (কিবতীদের) নিয়ে অগ্রসর হবে। অতঃপর যখন সে জিফারে অবতরণ করবে তখন বিনা যুদ্ধেই যমীন খালি হয়ে যাবে। একটি খবরের কারণে আর তা হল স্পেনের বাদশার বর্বরদের, ফিরিঙ্গীদের ও সাহসী তরুণ যোদ্ধাদের নিয়ে আগমনের খবর। অতঃপর স্পেনের বাদশা অগ্রসর হবে এমননকি আরদানের নদী দখল করে নিবে। আর তখন যুবক আমরাদ যুদ্ধ করবে এবং তাকে তাকে হত্যা করবে। অতঃপর সে মিসর ও জিফারে অবতরণ করবে। আর তখন তার নিকট তার পিছনদিক হতে গন্ডগোল (এর খবর) পৌঁছবে আর তা হল আদহামের বাদশা আস্কান্দারিয়া জয় করে নিয়েছে এবং মিসরের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। আর সেদিন আরব (বাসী) হিজাজের ইয়াসরাবে মিলিত হবে এবং আদহামের বাদশা সদলবলে অগ্রসর হয়ে সিরিয়াতে অবস্থান নিবে। ফলে উহার অধিবাসীরা উজ্জলিত হবে। আর উপদ্বীপ (জাজিরা) খালি হবে। আর প্রত্যেক গোত্র তাদের অধিবাসীদের সাথে মিলিত হবে। আর সে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করবে। অতঃপর যখন উক্ত সৈন্যদল দুই উপদ্বীপের মাঝখানে পৌঁছবে তখন তাদের আহবানকারী আহবান করবে। (আহবান করে বলবে) প্রত্যেক আন্তরিক ও অভ্যন্তরীণ ব্যক্তি যারা মুসলমানদের মধ্যে আমাদের সাথে ছিল তারা যেন আমাদের দিকে বের হয়। ফলে তখন মাওয়ালীরা রাগান্বিত হবে এবং তারা এক ব্যক্তির নিকট বাইয়াত গ্রহণ

করবে। তার নাম হবে সালেহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে কাইছ ইবনে ইয়াসার। অতঃপর সে তাদের নিয়ে বের হবে। অতঃপর তাদের দিকে প্রেরিত ওয়ামের সৈন্যবাহিনীর সাথে তাদের সাক্ষাত হবে। ফলে তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। এবং (তখন) আদহামের বাদশার রোমের সৈন্যদলের উপর মৃত্যু পতিত হবে। আর তারা হল বাইতুল মুকাদ্দাসের বসবাসকারী। ফলে তারা পঙ্গপালের ন্যায় মৃত্যুবরণ করবে। আর আদহামের বাদশা মালিক হবে। সালেহ মাওয়ালীদের নিয়ে সিরিয়ার ভূমিতে অবস্থান নিয়ে আমুরিয়াতে প্রবেশ করতঃ কুমুলিয়াতে অবতরণ করবে। এবং যিনতিয়া জয় করবে। আর সেখানে তার সৈন্যদলের আওয়াজ হবে একমাত্র তাওহীদের। আর আনিয়াতে মাল সম্পদ ভাগ করে দেয়া হবে। একং সে রোমবাসীদের উপর বিজয় লাভ করবে। অতঃপর সে সেখান হতে সাহইউনের দরজা, তাবূত। (আর তাতে একটি) রঙিন স্ফটিক থাকবে যাতে হযরত হাওয়া আলাইহিস সালামের অলংকার (কানের দুল) এবং হযরত আদম আলাইহিস সালামের পোষাক থাকবে। অর্থাৎ তার পরিধেয় এবং জুব্বা। এবং (উহাতে) হযরত হারুন আলাইহিস সালামের পোষাকও থাকবে। অতঃপর সে ঐ অবস্থায় থাকবে আর এরই মাঝে তার নিকট একটি খবর আসলো যা বাতিল বা মিথ্যা। আর তা হল সূরওয়ালা প্রকাশ পেয়েছে। ফলে সে ফিরে যাবে এবং মাতীসের অভ্যন্তরীণ মারজ নামক স্থানে অবতরণ করবে। আর সেখানে এক সাবু' এর সপ্তমাংশের তিনভাগের একভাগ সময় অবস্থান করবে। আর উক্ত বছর আকাশ উহার তিনভাগের একভাগ বৃষ্টি ধরে রাখবে। আর দ্বিতীয় বছর তিনভাগের দুইভাগ ধরে রাখবে এবং তৃতীয় বছর সম্পূর্ণ বৃষ্টি ধরে রাখবে। ফলে নখ ও দাঁত বিশিষ্ট কোন প্রাণী জীবিত থাকবে না বরং সব ধ্বংস হয়ে যাবে। তদ্দরুন দূর্ভিক্ষ ও মৃত্যু পতিত হবে (দেখা দিবে)। যার কারণে প্রত্যেক সত্তর জনে দশ জনও বাঁচবে না। আর মানুষ জওফ পাহাড়ের দিকে পলায়ন করবে। অতঃপর তাদের উপর তাদের দাজ্জাল বের হবে।

হাদিস নং ১৯৯২

হযরত হুযাইফাতু ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পিতা হতে তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন "একশত চুয়ান্ন বছর পর তোমাদের উত্তম সন্তান হল কন্যা সন্তান। আর একশত ষাট বছর পর তোমাদের উত্তম স্ত্রী হল বন্ধ্যা স্ত্রী। আর যখন একশত আটষট্টি বছর হবে তখন তখন তোমার দ্বীনের দাবি করা হবে। আর একশত উনআশি বছরে তুমি তোমার দ্বীনকে সম্পন্ন কর। আর একশত নব্বই বছরে গোলযোগ আর গোলযোগ।" তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাহলে মুক্তি ও সফলতা কি? (কিভাবে মুক্তি ও সফলতা পাবো?) কিয়ামাত পর্যন্ত গোলযোগ আর গোলযোগ।

হাদিস নং ১৯৯৩

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমার উম্মত তাদের পূর্ববর্তী উম্মতের মত এক বিঘত এক বিঘত করে গ্রহণ করবে।" অতঃপর এক ব্যক্তি বলল, অতঃপর আমি বললাম পারস্য ও রোম? অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তারা ব্যতিত সকল মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হবে।

হাদিস নং ১৯৯৪

হযরত রবীয়া ইবনে লাক্বীত হতে বর্ণিত। তিনি মুসলিমা ইবনে মুখরিমা হতে শুনেছেন যে, তিনি বলেন, যখন ইবনে আবু হুযাইফা মিসরে অকল্যাণের দিকে ধাবিত হল এবং হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে নির্বাসন দিল তখন সে তাদের দানের দিকে মানুষদের ডাকলো। ফলে তা গ্রহণে অস্বীকার করলাম। অতঃপর আমি সওয়ার হয়ে হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট আসলাম এবং বললাম যেমনিভাবে আমি জেনেছি যে, নিশ্চয়ই ইবনে আবু হুযাইফা বিভ্রান্তির নেতা। আর সে মিসরে উহার উপর দখল নিয়েছে।

অতঃপর সে আমাদেরকে তার দীনের দিকে আহ্বান করেছে আর তা আমি তাদের থেকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছি। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি অক্ষম হয়েছ নিশ্চয়ই উহা তোমার হক বা অধিকার।

হাদিস নং ১৯৯৫

হযরত তাবে’ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুক্ত পতাকা মিসরে প্রবেশ করবে অতঃপর সেখানে তারা বিজয় লাভ করবে এবং উহার সিংহাসনের উপবেশন করবে তখন যেন সিরিয়াবাসী যমীনে সুড়ঙ্গ খুড়ে কেননা উহা হল বিপদ।

হাদিস নং ১৯৯৬

হযরত তাবী’ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সিরিয়াতে বাইদার পূর্বে পতনের শব্দ হবে তখন বাইদা থাকবে না সূফইয়ানীও থাকবে না। লাইছ বলেন, তিবরীতে পতনের শব্দ হয়েছিল যার কারণে আমি ফুসতাত (নামক শহরে ঘুম থেকে) জেগে উঠেছিলাম এবং যার কারণে পাখির ডানা খুলে গেছে।

হাদিস নং ১৯৯৭

হযরত আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি খুতবা দেওয়ার জন্য এই মিম্বরের উপর দাঁড়ালেন এবং বললেন নিশ্চয়ই প্রথম কুরাইশের মানুষ ধ্বংস হবে। এবং তাদের প্রথম নিহত ব্যক্তি হবে আমার বংশধর হতে।

হাদিস নং ১৯৯৮

হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কোন ফিতনাতে যুদ্ধ করবো না এবং বিজিতদের পিছনে আমি নামাজ আদায় করবো।

হাদিস নং ১৯৯৯

হযরত তাউস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “যখন অদ্ভুত বিষয় উপস্থিত হবে তখন (কোন ব্যক্তি) তার ডানে ও বামে তাকিয়ে সে শুধু অদ্ভুত বিষয়ই দেখবে। ফলে সে নিঃশ্বাস ছাড়বে। তখন আল্লাহ তা'আলা তার প্রত্যেকটি নিঃশ্বাসে দুই এক হাজার হাসানাহ বা সাওয়াব দিবেন। এবং দুই এক হাজার গুনাহ মাফ করে দিবেন। আর যখন সে মৃত্যুবরণ করবে সে শহীদী মরণ লাভ করবে।”

হাদিস নং ২০০০

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নির্বাসিত ব্যক্তির মৃত্যু হল শাহাদাত।

হাদিস নং ২০০১

হযরত মুয়াল্লা ইবনে রাশিদ আন নিবাল তার দাদী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা একটি পাত্রে খানা খাওয়া অবস্থায় আমাদের নিকট নাবীসাতুল খাইর প্রবেশ করল। আর সে হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একজন সাহাবী। অতঃপর তিনি বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি কোন এক পাত্রে খানা খায় অতঃপর তা চেটে খায় তখন উক্ত পাত্র তার জন্য ইস্তেগফার করে (ক্ষমা প্রার্থনা করে)।

নাঈম ইবনে হাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর কিতাবুল ফিতান শেষ হল